বাঙ্গালীর বল

১০৫

বা

(বাঙ্গালী জাতির সামরিক ইতিহাস)

রায় সাহেব শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি-এ

সাহিত্যসরস্বতী, পুরাতত্ত্বরত্ন, বিদ্যাভূষণ-প্রণীত

দ্বিতীয় সংস্করণ (পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত)

THE STUDENTS' LIBRARY CALCUTTA EST. 1879.

শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত
ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরী
।১ নং কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।
১৩৩৬

মূল্য—তিন টাকা।

প্রকাশক—শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত

ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

৫৭।১, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

প্রাপ্তিস্থান

কলিকাতা—প্রকাশকের নিকট

কলিকাতা—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

ঢাকা—ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী

খুলনা—বুক সাপ্লাই এজেন্সি

দৌলতপুর—নিবারণচন্দ্র মজুমদার এণ্ড সন্স

চট্টগ্রাম—কমলা লাইব্রেরী

প্র ১০৫
Acc 22৩০৫
২৭/১০/২০০৬

প্রিন্টার—
শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ
ভারতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্,
১০৭, বিবেকানন্দ রোড, কলিকাতা।

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত।]

উৎসর্গ

বঙ্গবাহিনীর

প্রধান প্রতিষ্ঠাতা ও পৃষ্ঠপোষক

নানা বিদ্যাবিৎ

বঙ্গের মহামান্য প্রধান রাজপুরুষ

শ্রীযুক্ত রাইট অনারেবল

লরেন্স জন্ রাম্‌লে ডাণ্ডাস্ আর্ল অব রোনাল্ডসে

জি, সি, আই, ই, মহোদয়ের অনুমত্যানুসারে

গ্রন্থকারের

আন্তরিক শ্রদ্ধার নিদর্শনরূপে

এই গ্রন্থ

তাঁহারই উদ্দেশে সবহুমানে

নিবেদিত হইল।

নিবেদন

"বাঙ্গালীর বল" বা বাঙ্গালীর সামরিক ইতিহাস প্রকাশিত হইল। কুলি-মজুরে গাছ-পাথর কাটিয়া যে পথ রচনা করে, তাহা সর্ব্বদা সুসজ্জিত ও সুমার্জ্জিত না হইলেও, সেই পথে বীর সেনাপতির রথ ধাবিত হইয়া দেশের জন্য জয় ও মান আনে। কবে বাঙ্গালায় সেই শক্তিশালী জেনফন্ বা হেরডোটসের শুভাগমন হইবে জানি না, তবে তাঁহারই রথচক্রের নিনাদ শুনিবার আশায় আমি পথ রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। সে পথ যে এখন অমার্জ্জিত, অসম্পূর্ণ ও বন্ধুবই রহিয়াছে, তাহা জানি। ইহাতে ক্ষোভ বা লজ্জা নাই। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙ্গালার ভরসা নাই। কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী, তাহাকেই লিখিতে হইবে।......আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যতদূর সাধ্য, সে ততদূর করুক; ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দ্বীপ নির্ম্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে।"

সুপণ্ডিত ও বঙ্গের প্রধান ইংরাজ রাজপুরুষ মহামান্য লর্ড রোনাল্ডসে বাহাদুর কৃপাপূর্ব্বক এই গ্রন্থ তাঁহার নামে উৎসর্গ করিবার অনুমতি দিয়া * বঙ্গসাহিত্যের প্রতিই তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছেন এবং আমাকে সম্মানিত করিয়াছেন, তজ্জন্য সবিনয়ে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রন্থের অনেকাংশ মুদ্রিত হইবার পর কতকগুলি নূতন ঐতিহাসিক

* D. O. Letter No 1365 of 12. 5. 19. from the Private Secretary to H. E. the Governor of Bengal.

তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। সুযোগের অভাবে সে গুলি গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিতে পারি নাই।

কোন বিজ্ঞ উচ্চ ইংরাজ রাজপুরুষ এই গ্রন্থ-রচনার সূচনায় আমাকে বলিয়াছিলেন—"এরূপ গ্রন্থ রচিত হইতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু রচনার চেষ্টা দুরাকাঙ্ক্ষা মাত্র।" যাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ না পাইলে সেই দুরাকাঙ্ক্ষার সামগ্রী লাভ করিবার জন্য এই আয়োজন হয় ত সম্ভব হইত না, যাঁহার অর্থ না হইলে আজিকার দিনে এই গ্রন্থ মুদ্রিত করিতে পারিতাম না—নাটোরাধিপতি গৌড়জনবিদিত সাহিত্যরথী সেই শ্রীশ্রীমন্মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় বাহাদুরের নিকট আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার নিরাময় দীর্ঘায়ু ও বঙ্গসাহিত্য-সেবায় অক্ষুণ্ণ একাগ্র সাধনার জন্য শ্রীভগবানের নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিতেছি।

যাহাতে বাঙ্গালী জাতি বীরের সভায় আপন স্থান চিনিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন মহাযুদ্ধ ভীষণ ভাবে চলিতেছিল। মহাযুদ্ধের অনিবার্য্য ফলে কলিকাতায় কাগজ প্রভৃতি যেরূপ একান্ত দুর্ল্লভ হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। প্রধানতঃ সেই কারণেই প্রায় অর্দ্ধাংশ মুদ্রিত হইবার পর এই গ্রন্থ বহুদিন পর্য্যন্ত "মানসী"র কর্ম্মশালায় কারাবন্দী ছিল।

পরিশেষে পাঠকদিগের নিকট সানুনয়ে নিবেদন, এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্বন্ধে নূতন তথ্য আমাকে নিম্নলিখিত ঠিকানায় লিখিয়া জানাইলে বাধিত হইব। ইতি—

উলুবেড়িয়া (হাবড়া)
অগ্রহায়ণ, ১৩২৮

নিবেদক
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

"অমর কুটীর"
পোঃ—বারাকপুর, (২৪ পরগণা)।

দ্বিতীয় সংস্করণের 'নিবেদন'

১৩২৮ সালের অগ্রহায়ণ মাসে "বাঙ্গালীর বল" প্রথম প্রকাশিত হয়, আজ ১৩৪৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাস। এই কতিপয় বৎসর জাতির জীবনে কিছুই নহে, ব্যক্তির জীবনে অনেক দীর্ঘ। বাঙ্গালীর কলঙ্ক-কালিমা দূর করিতে বদ্ধপরিকর বাঙ্গালার ভাগ্যবান্ ঐতিহাসিকের জন্য প্রৌঢ়ের উৎসাহ সম্বল করিয়া একদিন পথহীন নিবিড় অরণ্যের ভিতর হইতে কিছু কিছু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলাম। বার্দ্ধক্যের স্বাভাবিক অবসাদকে দুই করে ঠেলিয়া দিয়া, নূতন কিছু পাইবার আশায় আবার সেই অরণ্যে প্রবেশ করিলাম,—কিন্তু এবার বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই, তবুও পুস্তকের কলেবর পূর্ব্বাপেক্ষা প্রায় শতাধিক পৃষ্ঠা বাড়িয়া গেল। উহার অনুপাতে দক্ষিণা বাড়ে নাই—বরং কমিয়াছে।

শ্রমিক শুধু মাল-মসল্লা সংগ্রহই করে, প্রয়োজনানুরূপ যাচাই-বাছাই করেন সুকৌশলী শিল্পী। জীবনের বাকি কয়েকটা দিনের মধ্যে সেই শিল্পীর সাক্ষাৎ পাইব কি না তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরই জানেন। চারিদিকের অগ্রগতির প্রবল টানে বাঙ্গালাও বন্যার বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে—যুগ-প্রয়োজন সমুপস্থিত। এখন সেই প্রাণবন্ত ঐতিহাসিক-শিল্পীর আগমন-বার্ত্তা প্রচার করিয়া যে শঙ্খ বাজিতেছে, মনে হয় তাহার ধ্বনি কখন-কখনও বা বৃদ্ধের কানেও আসিয়া পৌঁছিতেছে।

শুনি স্বর্গে ও মর্ত্ত্যে সম্বন্ধ আছে। যদি থাকে, বাঙ্গালার অন্যতম সাহিত্যরথী অমরলোকবাসী মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ "বাঙ্গালীর বলের" পুনঃ প্রকাশ দেখিয়া যতদূর আনন্দিত হইবেন, আর একজন ব্যতীত হয়ত তেমন আর কেহ হইবেন না। সেই 'আর একজন'—আমার পুরাতন বন্ধু দেশগতপ্রাণ সাহিত্য-ব্যবসায়ী শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রমোহন দত্ত।

একখণ্ড মাত্র "বাঙ্গালীর বল" এতদিনও তিনি যে পরিমাণ যত্নে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন, ততোধিক আগ্রহে তিনিই আজ আবার উহাকে নব-কলেবর দান করিলেন। ইতি

"অমর কুটীর"—বাবাকপুর
২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৬

বিনীত নিবেদক,
শ্রীরাজেন্দ্রলাল আচার্য্য

অবতরণিকা

নাটোরাধিপতি

শ্রীশ্রীমন্মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায় কর্ত্তৃক লিখিত।

বঙ্গদেশ সুপ্রাচীন, তাহার কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নাই। বাঙ্গালী কবে, কোথায়, কিরূপে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিল—কবে, কোথায়, কিরূপে কোন্ যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিল বা পরাজিত হইয়াছিল, ভারতের শূর-সভায় তাহার স্থানই বা কোথায় ছিল, বাঙ্গালার ইতিহাস নামে যে সকল গ্রন্থ পরিচিত আছে তাহাদের মধ্যে অনেক গুলিতেই এ সকল তত্ত্বের সবিশেষ সন্ধান লাভ করা যায় না,—কোন কোন গ্রন্থে সামান্য উল্লেখ মাত্র স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়।

এককালে বাঙ্গালার নিজস্ব একটী শিক্ষা ও সভ্যতা বর্ত্তমান ছিল, এককালে বাঙ্গালীর সুপ্রতিষ্ঠিত স্বাতন্ত্র্য ছিল, এক কালে বঙ্গবীর বহুবিস্তৃত সাম্রাজ্য রচনা করিয়াছিলেন, এক কালে বাঙ্গালী ঔপনিবেশিকগণ নানা দিগ্দেশে গমন করিয়া বাঙ্গালার শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তার করিয়াছিলেন। এসকল অনৈতিহাসিক কথা না হইলেও বহু কারণে এখন বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। বাঙ্গালীর বিক্ষিপ্ত, বিস্মৃত ও সেই বিলুপ্ত-প্রায় শৌর্য্যকাহিনী যথাসম্ভব সংগ্রহ করিতে যে কি প্রবল অনুসন্ধিৎসা ও অসাধারণ শ্রম আবশ্যক তাহা বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। বহু ঐতিহাসিক প্রবন্ধের যশস্বী রচয়িতা, বঙ্গসাহিত্যে সুপরিচিত লব্ধপ্রতিষ্ঠ লেখক শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য বি, এ, অবসরহীন রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও সেই শ্রম স্বীকার পূর্ব্বক তিলে তিলে উপাদানগুলি সংযোজিত করিয়া "বাঙ্গালীর বলে" বীর বাঙ্গালীর যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভরসা

করি তাহা বাঙ্গালী জাতির সম্মুখে একটী গৌরবোজ্জ্বল বিরাট অতীতকে প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত করিবে এবং বাঙ্গালী জাতিকে কলঙ্কমুক্ত করিবে।

যে জাতির কর্ণকুহরে নিয়ত ধ্বনিত হইতেছে—"তুমি ভীরু, তুমি কাপুরুষ"—সে জাতি অতি বড় পরাক্রমশালী হইলেও কালে ভীরুই হইয়া পড়ে। তাহার ভাট যে দিন আবার দীপ্ত রাগে তাহার বীরগাথা গাহিয়া মর্ম্ম স্পর্শ করিতে পারে, সে দিন আবার সেই অবসন্ন জাতির দেহে নবজীবনের স্পন্দন লক্ষিত হয়। এই কারণেই পৃথিবীর সকল দেশেই জাতীয় সামরিক ইতিহাসের এত সমাদর। নভেল-নাটকে পরিপ্লাবিত বাঙ্গালাদেশে "বাঙ্গালীর বল" সেই সমাদর লাভ করিবে কি না তাহা বলিতে পারি না। ইতিহাস-বিমুখ বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে "বাঙ্গালীর বলে"র স্থান হইবে কিনা জানি না, কিন্তু এইরূপ গ্রন্থ যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের বিকাশের জন্য একান্তই আবশ্যক তাহা অসঙ্কোচে বলিতে পারি। "বাঙ্গালীর বল" রচনা করিয়া শ্রীমান্ রাজেন্দ্রলাল বঙ্গ-সাহিত্যের ভাণ্ডারে একটী অমূল্য রত্ন দান করিয়াছেন। আজ হউক, দশ দিন পরে হউক বাঙ্গালী জাতি ইহা নিশ্চয়ই বুঝিবে।

যাহা ছিল, এখন নাই—যে মূর্ত্তি এখন বিস্মৃতির গর্ভে প্রায় লীন হইয়াছে—বহু চিত্রকর নানা উদ্দেশ্যে সময়ে সময়ে যাহাকে কলঙ্কলিপ্ত করিয়াছেন—তাহার স্বরূপ প্রকাশে ব্রতী হইলে প্রত্যক্ষদর্শীর প্রমাণ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা প্রভৃতি হইতে যুক্তিযুক্ত নানা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা প্রয়োজন। "বাঙ্গালীর বলে" প্রধানতঃ সেই পথই অনুসৃত হইয়াছে। বাঙ্গালীর ইতিহাস হইতে জনশ্রুতিকে একেবারে বাদ দেওয়া চলে না। জনশ্রুতি সত্যের ভিত্তির উপর জন্মলাভ করিয়া ক্রমে পল্লবিত হয় বলিয়াই কোন বিষয়ের প্রমাণ রূপে গ্রাহ্য হয় না; কিন্তু একথা অস্বীকার

করিবার উপায় নাই যে, সেই জনশ্রুতিও সার-সত্যের সন্ধান দেয়। সে সন্ধান লাভ করিবার জন্য যে বিচারণা প্রয়োজন, সে সন্ধান মাত্রকে অবলম্বন করিয়া যে সকল অবস্থা ও প্রমাণ সংগৃহীত হইতে পারে, "বাঙ্গালীর বলে" তাহাও করা হইয়াছে। "বাঙ্গালীর বল" নানা ঐতিহাসিক প্রমাণের উপর বিরচিত জাতীয় গৌরবগাথা।

গ্রন্থের ভাষা দীপ্ত, অতিশয় সুমিষ্ট ও সাগর বক্ষের ন্যায় তরঙ্গায়িত; উহাতে যে সুর বাজিয়াছে তাহা বাঙ্গালী টডের সুর, তাহা মর্ম্মস্পর্শ করে, অবসন্ন হৃদয়ে আশা ও শক্তি আনে—উহা বর্ম্মে চর্ম্মে সুশোভিত উৎসাহ-দীপ্ত, উদগ্র আকাঙ্ক্ষায় উত্তেজিত, সমরপটু বাঙ্গালীর বীরমূর্ত্তিকে নয়নের সম্মুখে আনিয়া ধরে, উহা কুরুক্ষেত্রের পাঞ্চজন্য নিনাদে ধ্বনিত —বাঙ্গালীর বীর-কাহিনী হইতে বিগত মহাসমরের ম্যাক্সিম্ কামানের গর্জ্জনে বিঘোষিত—বাঙ্গালীর শৌর্য্যকাহিনীকে জাগ্রত-সচেতন করিয়া দেয়, অথচ সত্যকে আচ্ছন্ন করে না। কেহ কেহ বলেন এরূপ ভাষা ঐতিহাসিক গ্রন্থের উপযোগী নহে। এ সিদ্ধান্ত সত্য হইলে, পৃথিবীর বহু সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থকে ইতিহাস বলিতে কুণ্ঠিত হইতে হয়। যে ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনা করিয়া আপন জাতির হৃদয়ে মুদ্রা অঙ্কিত করিতে সমর্থ নহেন তাঁহার গ্রন্থ 'বিজ্ঞান সম্মত ইতিহাস-রচনা প্রণালী'-অনুসৃত হইয়া বিরচিত হইলেও কেবল গ্রন্থ-কীটের ক্ষুধাই দূর করে মাত্র, অন্য সাফল্য লাভ করিতে পারে না।

বাঙ্গালী ভীরু নহে, বীর জাতি, এবং যুগের পর যুগ তাহার শৌর্য্যের পরিচয় দিয়া আসিতেছে, শুধু ইহাই "বাঙ্গালীর বলে"র একমাত্র প্রতিপাদ্য বিষয়। উহা অকাট্যরূপে প্রমাণ করিবার জন্য নানা স্থান হইতে নানা উপাদান সংগৃহীত হইয়া এই গ্রন্থে নানা ভাবে আলোচিত হইয়াছে। বিবরণ বিশেষ লইয়া ঐতিহাসিক মতবাদের অবসর যদি থাকে, তাহাতেও গ্রন্থের মর্য্যাদা কোন ক্রমে ক্ষুণ্ণ হইবে না, কারণ মূল

তত্ত্বটী অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যাত ও সুদৃঢ়রূপে প্রমাণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের জন্য বাঙ্গালী জাতি গ্রন্থকারের নিকট ঋণী রহিবে।

বাঙ্গালীর শৌর্য্য-কাহিনীর ধারাবাহিক ইতিহাস সম্ভবতঃ এই প্রথম রচিত হইল, এবং শ্রীমান্ রজেন্দ্রলাল ইহার পথপ্রদর্শক। বহু পুরাতন বাঙ্গালীজাতির অধুনা বিলুপ্ত-প্রায় শৌর্য্যকাহিনী একের প্রযত্নে সম্পূর্ণরূপে পুনরুদ্ধৃত হওয়া সম্ভবপর নহে, তথাপি আশা করি, "বাঙ্গালার বল" পাঠে বাঙ্গালী জাতির বিলুপ্তপ্রায় বীরমূর্ত্তি দেশবাসিজনের নয়নের সম্মুখে সমুজ্জ্বল বর্ণে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। বিগত কালের সেই মূর্ত্তি দর্শনে বর্ত্তমানে বঙ্গীয় জনের হৃদিস্থিত শৌর্য্য সত্ত্ব জাগ্রত হইয়া তাহাদের ললাট হইতে ভীরুতাপবাদের দুরপনেয় কলঙ্কলাঞ্ছনা জন্মের মত মুছাইয়া লইবে এবং জগতের শূরসভায় উপযুক্ত স্থান গ্রহণে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিবে।

বিপুল শ্রমসাধ্য এই ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসার পথে আমাদের দেশবাসী অপরাপর ঐতিহাসিক গ্রন্থকর্ত্তাগণ সোৎসাহে অগ্রসর হইলে আশা করা যায় যে, এমন একদিন আসিবে, যখন বাঙ্গালীর বিস্মৃত ইতিহাস অভিনব কলেবর ধারণ করিয়া বাঙ্গালীকে পৃথিবীমধ্যে একটী বরেণ্য জাতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবে। ইতি।

৬, ল্যান্স ডাউন রোড,
বালিগঞ্জ, কলিকাতা।
২৫শে অগ্রহায়ণ, ১৩২৮।

শ্রীজগদিন্দ্রনাথ রায়।

সূচীপত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ—শিলা-বিন্যাস

নিদর্শন, উপনিবেশ, অর্ণবপোত, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাস, প্রাচীন পরিচয়, গৌড়ীয় সাম্রাজ্য, বাহুবল, অক্ষুণ্ণ বংশ-গৌরব, বাঙ্গালার কাহিনী তাহার রাজকাহিনী, পাঞ্চালের বীর সভা, যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ, ভীমের দিগ্বিজয়, অশ্বমেধে অর্জ্জুন, কুরুক্ষেত্র, কুহেলিকা, কালীতটে কুটীল-কেশ, হরিবংশে বাঙ্গালী, রুক্মিণী হরণ-কালে বাঙ্গালী, দ্বারকা সমরে বাঙ্গালী, জৈমিনি ভারতে বাঙ্গালী, সেকালের যুদ্ধোপকরণ, বুদ্ধ, বৌদ্ধ-প্রভাব, সিংহল বিজয়, অজন্তার চিত্র, ভারতের নৌবল, বৃহত্তর ভারতবর্ষ রচনা, নৌ-শিল্প, কলিঙ্গে বাঙ্গালী—তামিল ভাষা, সগর, গঙ্গারাঢ়াবীর, বাঙ্গালী গঙ্গাবংশ, ভাজ্জিল প্রশস্তি, বাঙ্গালার ইতিহাস চাই, প্রাচীন বঙ্গের বিভাগ, খাড়ি-মণ্ডল।

১—৩৪ পৃষ্ঠা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—মন্দির-নির্ম্মাণ

গ্রীক প্রভাব, মৌর্য্য-সাম্রাজ্য, হস্তী-বিদ্যা, মৌর্য্য-সাম্রাজ্যে সামরিক ব্যবস্থা, পতন ও উত্থান, পাটলীপুত্রের রাজলক্ষ্মী, গুপ্ত-সাম্রাজ্য, ভারতের নেপোলিয়ন্, প্রয়াগ-স্তম্ভলিপি, যুগধর্ম্মের প্রভাব, অভিনব অভিমত, ফরিদপুরের তাম্রশাসন, আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে নৌ-শিল্প, সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম, তাম্রলিপ্ত, কাকাসু ওকাকুরা, চীন ও ভারতবর্ষ, পুষ্করণার বঙ্গবীর চন্দ্রবর্ম্মণ, শেষের আরম্ভ, হূণ বন্যা, মিহির গুল, মালবে মগধে মিলন, রাজাধিরাজ পরমেশ্বর, সমুদ্রশ্রয়াণ্ গৌড়ান্, প্রভাকর বর্দ্ধন, মো-লা-পো, রাজ্যশ্রী, গৌড়-ভুজঙ্গ, গঞ্জাম পর্য্যন্ত বঙ্গ সাম্রাজ্য, মহা

সামন্ত শশাঙ্ক, গৌড়ী রীতি, সপ্তম শতাব্দী, পঞ্চভারতে যুদ্ধ, মাধব রাজের শাসন, গৌড় বিজয়, বঙ্গের দুর্দ্দিন, যশোবর্ম্মা, অবিশ্বাসী কাশ্মীর, গৌড়জনের প্রতিশোধ, সেকালের সামরিক ব্যবস্থা, পোরসের রণসজ্জা, বারবিলাসিনী। ৩৫—৬২ পৃষ্ঠা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—নব-জীবন

হর্ষদেব, গুর্জ্জর, জয়াপীড়, খড়্গ রাজবংশ, সমতট, রাষ্ট্র-বিপ্লব, বৎস-রাজ, মাৎস্য-ন্যায়, মহা-মিলন, বঙ্গগৌরব, গোপাল, ধর্ম্মপাল, বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়, দ্বিতীয় নাগভট্ট, বঙ্গ বাহিনী, সম্রাট-দেবপাল, জনমতের প্রাধান্য, সমরপটু ব্রাহ্মণ, বঙ্গের আলেকজান্দার দেবপালের রাজ্য-বিজয়, প্রশস্তি, পাহাড়পুর-স্তূপ, গৌড়ীয় শিল্পের প্রাধান্য, বঙ্গ সাম্রাজ্য ও গোকর্ণ, বাঙ্গালীর দ্রাবিড় জয়, লেখমালা। ৬২—৮৮ পৃষ্ঠা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ—"পুনর্নবং"

দশম শতাব্দী, আর্য্যাবর্ত্ত, বিগ্রহপাল, নারায়ণ পাল ও রাজ্য পাল, দ্বিতীয়-গোপাল, চেদী ও জেজাভুক্তি, বাঙ্গালীর আকাঙ্ক্ষা, গৌড়ক্রীড়া-লতাসি, অনধিকারীর ইন্দুমৌলি মন্দির, মহীপাল, বঙ্গবাহিনীর বিজয়লাভ, গন্ধালয়, কীর্ত্তিরত্ন, চোল, রাজেন্দ্র চোলদেব, পূর্ব্ব বঙ্গপতি গোবিন্দচন্দ্র, নূতন শিক্ষা, বীরপূজা, গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয়দেব, উত্তর ভারত, লোকানুরাগ, বঙ্গসাহিত্য, সমর-ব্যবসায়। ৮৯—১০২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ—"কলিযুগ রামায়ণ"

নয়পাল, বিলুপ্ত ইতিহাস, কর্ণদেব, বঙ্গবিক্রম, চন্দ্রগর্ভ দীপঙ্কর, শ্রীজ্ঞান অতীশ, বাজি-বৈদ্য, 'বানারস্' বিজয় না লুণ্ঠন মাত্র, তৃতীয়-বিগ্রহ পাল, চালুক্য বিক্রমাদিত্য, নবীন-রাজবংশ, মহীপাল, কৈবর্ত্তরাজ-প্রতিষ্ঠা, ভীমের জাঙ্গাল, সৈন্য সংগ্রহ, শিবরাজ দেব, নৌকা-মেলক,

অনন্ত সামন্ত-চক্র, সামন্ত-পরিচয়, কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহ দমন, রামাবতী, বঙ্গ-বিজয়, কুমারপাল, বৈদ্যদেব, মদনপাল ১০২—১১৮ পৃষ্ঠা।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ—বিজয় নগর

বাহুবলের রাজ্য, সামন্তসেন, বিজয়সেন, সেন-প্রতিষ্ঠা, পাশ্চাত্য-চক্র, কল্পকাপালিক, বল্লাল-প্রশস্তি, বিজয় রাজার বাড়ী, নিখিল-চক্র-তিলক বল্লাল সেন, বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণ সেন, বঙ্গের বিক্রমাদিত্য, তুরস্ক প্রভঞ্জন, শেষের আরম্ভ, বিশ্বরূপ সেন, বঙ্গের সামরিক ব্যবস্থা ও নৌ-সাধন।

১১৮—১৩১ পৃষ্ঠা।

সপ্তম পরিচ্ছেদ—সন্ধিযুগ

পাঠান-বন্যা, সন্ধিযুগ, জনপ্রবাদ, বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য, ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল, মাধবাচার্য্যের চণ্ডী, জিন, রেকাব, বুট, খণ্ডগিরির বীর-মূর্ত্তি, উড়িষ্যায় নৌ সাধন, কোনার্কের সূর্য্য মন্দির, কবিক, পর্য্যাণ, বঙ্গে সেনা সংগ্রহ ও বাঙ্গালী জাত, বাঙ্গালীর সৌভাগ্য, উড়িষ্যায় পাঠান, বাঙ্গালী গঙ্গাবংশ, উড়িষ্যার পতন, বঙ্গের সামাজিক ব্যবস্থা, উদ্দণ্ডপুরের সংঘারাম, পাঠানের অগ্নিক্রীড়া, প্রলয় কালরুদ্র, নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশে পাঠান বিজয়, বল্‌ঘাকৃপুর, দোজখস্তপুরে নিয়ামৎ, বঙ্গে ধর্ম্মপ্রচার, বঙ্গের হিন্দু সমাজ, একটাকিয়া রাজবংশ ও হিন্দু সমাজ, সমাজে উদারতার আভাস, সামাজিক অনুদারতার ফল, পাঠান-রাষ্ট্রনীতি, পাঠান-সেনা, পাঠানের রাজ্য বিস্তার, শের খাঁ ও বঙ্গ-সৈন্য, পাঠানের রণ-যাত্রা, হিন্দু ও পাঠানে সংঘর্ষ, মুসলমানের ভাগ্য বিপর্য্যয়, ভারতের হিন্দু, বাঙ্গালী ভাট, বাঙ্গালীর থার্ম্মপলি, কটাসিন, কটাসিনের প্রতিশোধ।

১৩১—১৭০ পৃষ্ঠা।

অষ্টম পরিচ্ছেদ—পাঠান-বন্যা

পলায়ন-কলঙ্ক ভঞ্জন, লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কাহিনী অলীক, তিব্বত-অভিযান, প্রত্যাবর্ত্তন, সমাধি, সুলতান্ গিয়াসউদ্দীন, সুলতান মুঘিস্

উদ্দীন, পরম রাজাধিরাজ মধুসেন, আমির খাঁর প্রাণদণ্ড, সুলতানের রণযাত্রা, রাজা দনুজ মাধব, বাঙ্গালার হিন্দুরাজ্যের বিলোপ, সোনারগাঁ, সোনারগাঁ ও লক্ষ্মণাবতী, বিজয়ী বঙ্গসেনা, দিল্লীর সুলতানের রণযাত্রা, হস্তিসেতু, একডালার যুদ্ধ, বীরের সম্মান, সিকন্দর শাহ, একডালার অবরোধ, মুদ্রাতত্ত্ব, রাজা হরিদাস, মুকুট রায়, সোনারগাঁয়ে সৈন্য-সংগ্রহ, তুজক্-ই-বাবর, বিপ্লব-বহ্নি, জনশ্রুতি, শ্যামা-রামা, সিংহাসনের পাদপীঠ, রাজা গণেশ, হিন্দুবঙ্গ, জনশ্রুতির বজ্রবাহু, জিতমল্ল, দনুজমর্দ্দন-দেব, দনুজমর্দ্দনের রৌপ্য মুদ্রা, মহারাজ মহেন্দ্র, সাতগাঁয়ের মুসলমান-মুদ্রা, বাঙ্গালী হিন্দুর গৌরব, পতনের আরম্ভ, সুলতান মুজফ্ফর শাহের বাঙ্গালী সৈন্য, বঙ্গের কৌস্তুভ মণি, পরিব্রাজক ভর্থেমা, হোসেন শাহের বাঙ্গালী সৈন্য, বঙ্গদেশ হইতে সেনা সংগ্রহের সম্ভাবনা, বঙ্গবীর গৌর মল্লিক ও চাটগাঁর রণতরী, রাজা নীলাম্বর, বঙ্গভাষার বীরমূর্ত্তি, পানিপথ, বেহারে যুদ্ধ, শের খাঁর উৎসাহবাণী, যুদ্ধের আয়োজন, বাঙ্গালী অশ্বারোহীর যুদ্ধ, পাঠান-সম্মিলন, ভাতুড়িয়ার রাজকুমার, নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ, নূতন রাজধানী, উড়িষ্যার মুকুন্দদেব, কালাপাহাড়, নৌশিল্প।

১৭০—২৩০ পৃষ্ঠা।

নবম পরিচ্ছেদ—বঙ্গে মোগল

অমৃতে গরল, মোগল ও পাঠান শাসনে বঙ্গের ভূস্বামী, বিষ্ণুপুর, বাঙ্গালীর সমর ব্যবসায়, রাজা দেবীদাস, গৌড়পাশা দায়ুদ, মোগলের সহিত সন্ধি, গৌড়ে অরণ্য, দীপনির্ব্বাণ, আসাম ও কোচবিহারে বাঙ্গালী, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ, কামতা রাজা, বঙ্গসৈন্যের পরাভব, বীর নীলাম্বর, কোচবিহার, কোচরাজ্যের বীর-গাথা, কোচবিহার ও কোচ হাজো, রঘুদেব ও ঈশা খাঁ, লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁহার সেনা-কটক, বঙ্গের পাইক সৈন্য, অহোম রাজ্যে বাঙ্গালী বন্দী, সেনাপতি "বঙ্গাল", বঙ্গবীর

সত্রজিৎ, নরবলি, বিদ্রোহী সত্রজিৎ, আসামে বঙ্গসৈন্য, দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থা, বাঙ্গালার রাষ্ট্রগণ, পাঠান ওসমান খাঁ, জাল খশ্রু, অরণ্য নিম্নাঙ্গ, শাজাহানের বিদ্রোহ, হুগলীর যুদ্ধ, বিধি-লিপি, সুলতান সুজা, বঙ্গে সুজার প্রথমবার সৈন্য সংগ্রহ, বাহাদুরপুরের যুদ্ধ, বঙ্গে সুজার দ্বিতীয়বার সৈন্য সংগ্রহ, সুজার সেনা, খজোয়ার যুদ্ধ, বীর বাঙ্গালী, আওরঙ্গজেবের সঙ্কট, কাযেম—কাযেম, ধূর্ত্তের পত্র, সুজা জিত্ বাজি আপনা হাত্ হারা, সুজার পরাজয়, রাজমহলে ছয় দিবস ব্যাপী যুদ্ধ, বঙ্গে সুজার চতুর্থবার সৈন্য সংগ্রহ, প্রেমাভিনয়, সুজার টাণ্ডা পরিত্যাগ, সুজার সমাধি, হাজিগঞ্জ দুর্গ, আসাম-অভিযানে বাঙ্গালী সৈন্য, আসাম জয়, বঙ্গসেনার বিপত্তি, মীরজুম্লার মৃত্যু, বঙ্গের নৌশক্তি, শায়েস্তা খাঁ, চট্টগ্রাম, মগ-নৌবল, বৃদ্ধ দিল্ওয়ার খাঁ, আওরঙ্গজেবের পীড়া, যুদ্ধের আয়োজন, প্রথম দিনের যুদ্ধ, কর্ণফুলীর যুদ্ধ, চট্টগ্রাম দুর্গ জয়, বাঙ্গালার নৌ-শিল্পের সমাধি। ২৩০—২৭৭ পৃষ্ঠা।

দশম পরিচ্ছেদ—ক্ষীণপুণ্য তারকা

বঙ্গে বিদ্রোহ, বর্দ্ধমান, উগ্রক্ষত্রিয়, ব্রহ্মমন্ত্র, ভারতের বীরের সভায় বাঙ্গালী, বঙ্গের তকশীম্ জমা, ভিত্তিহীন সন্দেহ, মোগল-সেনা, পরগণাতি সেনা, ক্ষীণপুণ্য তারকা, দ্বাদশ আদিত্য, বৈদেশিক পর্য্যটকের বিবরণ, কেদার রায়, মন্দা রায়, বীরের পত্র, ফতেজঙ্গ পুরের নৌযুদ্ধ, ত্রিবেণী, নেয়ামত বিবি, চিতারোহণ, ভাটী জনপদ, ইশা খাঁর রাজধানী, কালিদাস গজদানি ও তাঁহার পুত্র, পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের গজদানি বংশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা বা ইশা খাঁর বিদ্রোহ, শাহবাজের সৈন্য সংগ্রহ, সেনাপতি রঘুদাস কি বাঙ্গালী, মোগলের অসি ও আসল্-তুমার-জমা, দ্বৈরথ সমর, সোনার গাঁ, কীর্ত্তিনাশা, শ্রীপুর, রাজাবাড়ীর মঠ, প্রতাপাদিত্যের কাহিনী, প্রতাপের পরাজয়, প্রতাপের স্মৃতি, প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস, দ্বাদশ

দেবগ্রাম, বীর-নগর, ব্যক্তিগত আখ্যান, কিল্লাবাড়ী, বিরামপুর দুর্গ, সেনাপতি গ্রাম, সমসের গাজি, চৌধুরীর লড়াই, বাঙ্গালার রবিন্ হুড্, নোয়াখালি, বাগরগঞ্জ, মাধব পাশা, সাভারের হরিশ্চন্দ্র, রাজা দামোদর, রাবণ রাজা, রাণী ভবানী, রঘুরাম, রাম মালিক, লাঠি, রায়বংশে, সামরিক রাজপথ ও অঙ্গুরীয়ক দুর্গ, গড় ফতেপুর ও দুর্গাহাটা গড়, বরেন্দ্রের অঞ্চল, মহারাণী ভবানী, বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব, কান্তবাবু ও কাশীরাজ চেৎসিংহের মহিষীর মর্য্যাদা, উপাদান সংগ্রহ, বাঙ্গালীর পারিবারিক কাহিনী। ৪২০—৪৮৪ পৃষ্ঠা।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ—প্রবাসী

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর, নবীন ভূস্বামী, কোম্পানীর আমল, সিপাহী-বিদ্রোহ, বাবু গুরুদাস মিত্র, সিপাহী-যুদ্ধের কালে বাঙ্গালীর সৈন্য সংগঠন, যোদ্ধা মুন্সেফ, বাবু রাসবিহারী ঘোষ, বাবু যদুনাথ ঘোষ, বাবু ঈশানচন্দ্র দেব, বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু রামকুমার রায়, ডাক্তার সূর্য্যকুমার, বাবু মহিমচন্দ্র গুহ জোয়ার্দ্দার, কাবুল-যুদ্ধে বাঙ্গালী, ঢাকায় সিপাহী বিদ্রোহ, হুগলীর লাঠিয়াল, উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ, জঁ দ্বেবেল কালু, কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ী, রাজা রামনাথ, রাজা পীতাম্বর মিত্র, রাজা নবকৃষ্ণ, মিঃ ব্লেয়ারের উক্তি, কলিকাতার গুপ্ত পরিবার। ৪৮৫—৫০৪ পৃষ্ঠা।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ—মৌন-বিক্রম

বিংশ শতাব্দী স্বর্গগত মহানুভব গোখলে ও বাঙ্গালী, শিকার ও বাঙ্গালী, কাপ্তান্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, মল্ল-ক্রীড়া ও বাঙ্গালী, গোবর গুহ, আচার্য্য রাজেন্দ্র নারায়ণ গুহ ঠাকুরতা, বঙ্গমল্ল, ভীম ভবানী, কাপ্তান্ ফণীন্দ্র কৃষ্ণ, লোহার মানুষ শ্যাম সুন্দর, সুদৃঢ়-কেশ মণি-ধর, লাঠিখেলায় বাঙ্গালী, অসিচালনায় ননীলাল বসু, অসিধারী

বঙ্কিমচন্দ্র দাস, ব্যায়ামাচার্য্য দিগেন্দ্রচন্দ্র দেব, বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর শারীর চর্চ্চার গোড়ার কথা, সার্কাসে বাঙ্গালা আচার্য্য প্রিয়নাথ, গোহহং স্বামী, ব্যায়াম-বীর মহেন্দ্রনাথ, এসিয়ার সিংহবাজ ডাক্তার বসন্তকুমার ও অন্যান্য বীর বাঙ্গালী, অদ্বিতীয় পেশী-সঞ্চালক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মল্লিক, মুষ্টি-যোদ্ধা শ্রীযুক্ত জিতেশ মজুমদার, পদব্রজে ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় বীর বাঙ্গালী, সন্তরণে বাঙ্গালী, সন্তরণপটু বাঙ্গালী বালিকা, চাই অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য—তবে দেহে বল আসিবে, বাঙ্গালার তরুণগণের আদর্শ—স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ, হিমালয় পর্য্যটনে বঙ্গনারী, গৌরীশঙ্কর বা বদ্রীনাথ শৃঙ্গ, সাইকেলে পৃথ্বী পর্য্যটন, কুলী সর্দ্দার কদারবিশ্বাস, ভূ-পর্য্যটক ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অলইণ্ডিয়া রিগাটা, ফুটবল-হকি-ক্রিকেট প্রভৃতি, বিমান-বিহার, বিমানে বাঙ্গালী, পর্য্যটনে বাঙ্গালী, পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ ও ক্যানেডিয়ান্ আল্পস্ এবং তিব্বত, সেবা ব্রত, অর্দ্ধোদয়ে জলপ্লাবন, বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক, বাঙ্গালী ফ্রণ্ট্, বগ্দাদে অগ্নিকাণ্ড, সর্ জন্ নিক্সন্ ও কর্নেল হেনেসির মন্তব্য, কুট্-উল্-আমারার অবরোধ, হাবিলদার অমরেন্দ্রনাথ চম্পটী, হস্পিটাল্-পোতে বোমা ও বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক, শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর ও বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক, বাঙ্গালীর মিলিটারি ক্রশ্ অর্জ্জন, বাঙ্গালীর শোনিত-ঋণ, বঙ্গবাহিনীর প্রারম্ভ, বঙ্গ জননীর মৌনবিক্রম। ৫০২—৫৮৯ পৃষ্ঠা।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ—ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী

সফল স্বপ্ন, ২১শে ভাদ্র—১৩২২, বাঙ্গালী ডবল্ কোম্পানী, উদ্বোধন, বঙ্গ-জননী, বঙ্গ-বাহিনী, শিক্ষানবিশি, যুদ্ধযাত্রা, বাঙ্গালী ফরাসী-সৈন্য, বাঙ্গালী সৈনিকের পত্র, বাঙ্গালীর যোগ্যতার পরীক্ষা, বাঙ্গালী কম্ব্যাট্যান্ট স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, আ-মারা, অভিযানের পথে, এ যুগে

বাঙ্গালীর প্রথম রণ-যাত্রা, টেসিফোন্ যাত্রা, রুধিরলিপ্ত টেসিফোন্, ষষ্ঠ পুনা-ডিভিসনের প্রত্যাবর্ত্তন বা Retreat, উস্মা'ল্ তাবুলের যুদ্ধ, বাঙ্গালীর তীর্থ, সিংহ পিঞ্জরে, জুল্নার, রাম্‌টি-টাম্‌টি টাম্‌টী টাম্, যুদ্ধে বাঙ্গালী প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি, অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু। ৫৯০—৬২৮ পৃষ্ঠা।

পরিশিষ্ট

বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ, ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী, প্রাচীন চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে বঙ্গবীর্য্যের পরিচয়, গঙ্গারাঢ়ীবীর ও আলেক্‌জান্দার, কটাসিনের যুদ্ধ—১২৪৩ খৃষ্টাব্দ, বঙ্গশক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য মোগলের ব্যবস্থা, উধুয়ানালার যুদ্ধে নবাব মীরকাসেমের পক্ষে বঙ্গসৈন্য, পলাশীর যুদ্ধের অল্পকাল পর পর্য্যন্ত বঙ্গবীর্য্য, বঙ্গবাহিনী, চীন-জাপান যুদ্ধে বাঙ্গালী ডাক্তার।

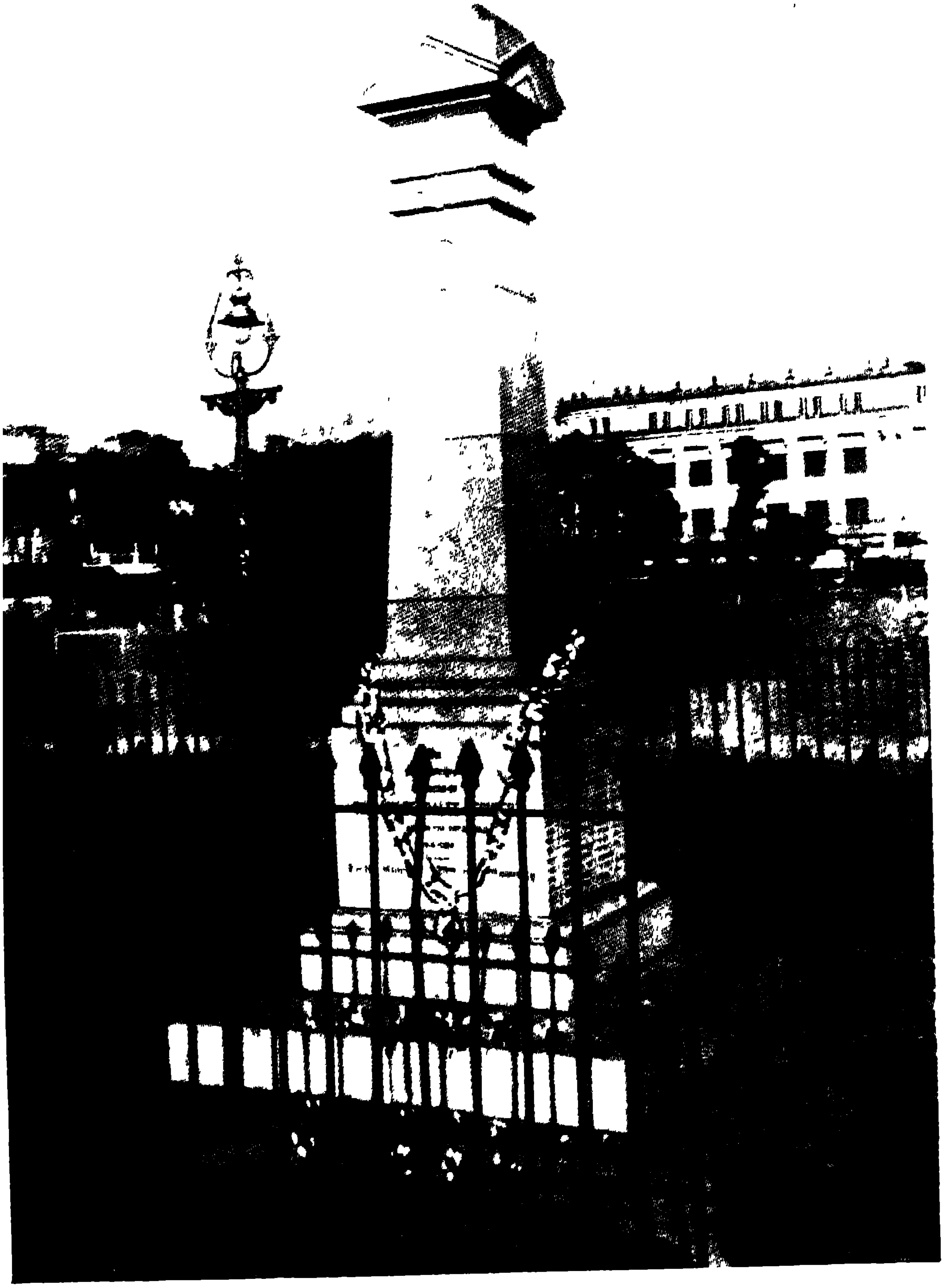

ইউরোপের মহাযুদ্ধে বঙ্গবাহিনীর নিহতবীরগণের

স্মৃতিস্তম্ভ

(কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা)

বাঙ্গালীর বল

প্রথম পরিচ্ছেদ

শিলা-বিন্যাস

On the doors will I represent in gold and ivory the battle of the Gangaridæ, and the arms of our victorious Quirinius.

Georgics iii, 27.

বাঙ্গালীর বাহুবলের কাহিনী, তাহার জয় ও পরাজয়ের কাহিনী; তাহা তাম্রে শিলায়, কাব্যে গাথায়, চিত্রে ভাস্কর্য্যে পরিস্ফুট হইয়া আছে। ধর্ম্মে সাহিত্যে, শিল্পকলায় সভ্যতা-বিস্তারে, বাণিজ্যে, দিগ্বিজয়ে—সে কাহিনী পৃথিবীর নানা দেশের ইতিহাস, সমাজ, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সভ্যতার সহিত সংযুক্ত থাকিয়া, এক গৌরবোজ্জ্বল সুমহান অতীতের অনুপম চিত্র পৃথিবীর লীলাপটে যুগধর্ম্মের প্রতিচ্ছবিরূপে অঙ্কিত রহিয়াছে।

নিদর্শন

সে চিত্রকে স্বীকার না করিয়া উপায় নাই—বাঙ্গালীর সে ইতিহাসকে আর কাহিনী বলিয়া—আরব্যোপন্যাসের উপকথা বলিয়া সন্দেহের চক্ষে নিরীক্ষণ করিবার সম্ভাবনা নাই; উহা ক্রমেই আবার তীব্র সত্যের আকার ধারণ করিয়া স্বদেশে ও বিদেশে আত্মপ্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

তুষারধবল হিমাচলের শৃঙ্গে শৃঙ্গে যাহাদের গীতি একদিন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়াছিল, সাগর হইতে সাগরান্তরে যাহাদের অর্ণবপোত-সমূহ একদিন তরঙ্গে তরঙ্গে লীলাবিভঙ্গে নৃত্য করিয়াছিল, সুদূর চীনে যাহাদের রাজদূত (১) একদিন রাজার তুল্য সম্মান লাভ করিয়াছিল, বালারুণের রক্তরাগরঞ্জিত পতাকামূলে আজিও যাহাদের ধর্ম্মগ্রন্থ 'উষ্ণিষা বিজয় ধর্ম্মী' (২) হোরিউজ্ মন্দিরে দেব-মানে সম্পূজিত, চীন কোরিয়া জাপান সুমাত্রা (৩) যবদ্বীপ সিংহল প্রভৃতি দেশে যাহাদের ধর্ম্ম—যাহাদের মন্ত্র আজিও সুনীল সাগরের জলোচ্ছ্বাসে স্তূয়মান—কি কোরিয়ায় কি কোচিন-চায়নায় (৪), কি ব্রহ্মদেশে কি মালাক্কায় (৫) যাহাদের ঔপনিবেশিকতার প্রমাণ-

উপনিবেশ

(১) George Phillip in the J. R. A. S. 1896 as referred to in Mr. Mukerjee's "Indian Shipping."

খৃঃ পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও যে ভারতের বণিক্‌কুল চীনদেশে গমনাগমন করিত, ইহার প্রমাণ আছে। চীনদেশের অনেক স্থানে ভারতীয় উপনিবেশ বর্ত্তমান থাকিবার কথা ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। এরূপ কথিত আছে যে, একদা ঔপনিবেশিক হিন্দু বণিক্‌গণ চীনপতির সাহায্যার্থ ২৮০০ নৌসেনা ও কতকগুলি রণতরী দিয়াছিল।—Western origin of the Chinese civilisation by Prof. Terrien de Lacouperie.

(২) Mr. Mukerjee's Indian Shipping P. 156.

(৩) Bombay Gazetteer, Vol 1. Part I. P 493.
Mr. Mukerjee's Indian Shipping P. 156

(৪) Buddhist India—Rhys David, P. 35.

(৫) History of Burmah—H. P. Phayer.

ব্রহ্মদেশের মুখর মুদ্রা ও ধর্ম্মগ্রন্থ প্রতিপন্ন করে যে, ব্রহ্মের কিয়দংশ ও মালাক্কা প্রধানতঃ বঙ্গ ও কলিঙ্গ হইতে উপনিবিষ্ট (ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩২৪)।

পরম্পরা দিনে দিনে আবিষ্কৃত হইতেছে—মার্টাবান উপসাগরের কূলে(১) প্রাচীন সদ্ধম্মনগরের সহিত আজিও যাহাদের স্মৃতি বিজড়িত রহিয়াছে —তাহাদের অতীত যে অতি বিরাট ছিল, ইহা এখন বলিতেই হইবে; তাহাদের প্রতিভা যে অসামান্য ছিল—শক্তি যে অসাধারণ ছিল তাহাতে আর সন্দিহান হইবার কারণ নাই।

আমেরিকা, (২) জার্ম্মানী, গ্রেট-ব্রিটেন, স্কাণ্ডানেভিয়া, ইজিপ্ত, আফ্রিকা প্রভৃতি অতিদূরবর্ত্তী স্থানে যে ভারতবাসিগণ গমনাগমন করিত, ক্রমে সে পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। তাহাদের

অর্ণবপোত

"সর্ব্ববাতসহা মনোমারুতগামিনী যন্ত্রযুক্তা পতাকিনী পোতসমূহ" থাকিবার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই বটে—দূরদর্শনের জন্য শিল্প-সংহিতায় উক্ত 'কাচমনশ্বরম্' প্রকৃতই ছিল কি না সে প্রমাণও আবিষ্কৃত হয় নাই সত্য—কিন্তু তাহারা যে নক্ষত্রমাত্র সম্বল করিয়া, শিক্ষিত বিহগের মৌন নির্দ্দেশের উপর নির্ভর করিয়া অনায়াসে সমুদ্রপথে নানা দিগ্দেশে যাতায়াত করিত—শত শত যোদ্ধপুরুষও যে ভারতের বণিক্-কুলের সহিত বিদেশে গমন করিয়া বাহুবলে উপনিবেশ সংস্থাপন করিত, ইহা এখন সত্যরূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। এই সকল ঔপনিবেশিক ও বণিক্দিগের মধ্যে যে বাঙ্গালীও ছিলেন, ঐতিহাসিক অনুসন্ধান তাহা সিদ্ধান্ত করিয়াছে। একদিন যাহা ঘটিয়াছিল, অনুকূল অবস্থায় আবার তাহা ঘটিতে পারে।

বাঙ্গালার ইতিহাস ভারতের ইতিহাসের একটি প্রধান অংশ। "বঙ্গ-

(১) J. S. A. R. 1898.

(২) নিউইয়র্কের সংবাদে প্রকাশ যে সম্প্রতি আমেরিকার আরিজোনা অঞ্চলে মনুষ্যের অনধিগম্য তুষাররাজ্যে হিমানীগর্ভে বিলুপ্ত একটি শিব-মন্দির আবিষ্কৃত হইয়াছে।—অমৃত বাজার পত্রিকা ১৮।৯।৩৭

ভূমি যে বহুযুগের বহুবিধ শিক্ষা-দীক্ষার মিলন-ভূমি,—আপাত-প্রতীয়মান মত-পার্থক্যের সমন্বয়ভূমি,—অনন্যসাধারণ স্বাতন্ত্র্য-লিপ্সার কৌতূহলপূর্ণ সাধনভূমি—তাহার নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। এই ভূমিকে স্বতন্ত্র কেন্দ্র করিয়া, ভারতীয় শিক্ষা-দীক্ষা ও সভ্যতা ভারতবর্ষের বাহিরেও নানা দিগ্দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। এই সকল কারণে, বাঙ্গালীর ইতিহাসকে বঙ্গভূমির চতুঃসীমাভুক্ত সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্রের ইতিহাস বলিয়া বিচ্ছিন্নভাবে অধ্যয়ন করিবার উপায় নাই। তাহা এক দিকে যেমন বাঙ্গালীর ইতিহাস, অন্যদিকে সেইরূপ মানব-ইতিহাসেরও একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায় বলিয়া পরিচিত হইতে পারে। মানব-প্রতিভা, দেশ-কাল-পাত্রের প্রভাবে, কিয়ৎ পরিমাণে বিভিন্ন পন্থায় অগ্রসর হইয়া, বিভিন্ন শ্রেণীর পরিণতি লাভের চেষ্টা করিলেও, তাহার অভ্যন্তরে সমগ্র মানব-সমাজের অস্ফুট আকাঙ্ক্ষার পরিচয় প্রদান করে। বাঙ্গালীর ইতিহাসেও তাহার সন্ধানলাভের সম্ভাবনা আছে। সে ইতিহাস সন-তারিখের তালিকায় ভারাক্রান্ত না হইয়াও অনেক জ্ঞাতব্য তথ্যের সন্ধান প্রদান করিতে পারিবে।”(১)

বাঙ্গালার ইতিহাস

বাঙ্গালীর বলের ইতিহাস প্রাচীন লিখিত ইতিহাসের অভাবে সম্পূর্ণরূপে পরিচিত হইবার সুযোগ পায় নাই। লিখিত ইতিহাসের যে সকল খণ্ডাংশ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহার অনেকস্থলেই সাধারণভাবে ভারতবাসীর উল্লেখ আছে—বাঙ্গালীর বিশেষ উল্লেখ সর্ব্বদা দেখা যায় না।

বঙ্গ বলিতে এখন আমরা যাহা বুঝিয়া থাকি, বাঙ্গালী বলিলে

(১) গৌড়রাজমালা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি।

এখন আমরা যাহাদিগকে বুঝি—পুরাকালে বঙ্গ বলিলে ঠিক সেই দেশ ও বাঙ্গালী বলিলে সেই মানবজাতি বুঝাইত না। বঙ্গ, মগধ, মিথিলা, পৌণ্ড্র, গৌড় প্রভৃতি নানা সময়ে আধুনিক বঙ্গের নানা স্থানকে সূচিত করিত। বাঙ্গালীর ইতিহাস সেই সকল জনপদের ইতিহাস। সেই সকল জনপদের সহিত যুগে যুগে ভারতবর্ষের যে সকল বিভিন্ন প্রদেশের সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাদের ইতিহাসও অনেকাংশে বাঙ্গালীর ইতিহাস। বাঙ্গালীর ইতিহাস ভারতেতিহাসের একটি সমুজ্জ্বল অংশ।

বাঙ্গালীর ইতিহাস

কোন্ স্মরণাতীত পুরাকালে আর্য্য-বিজয়-যুগে বিজয়ী বীরের রণ-দুন্দুভি শস্যশ্যামলা বঙ্গভূমির নদীসৈকতে নিনাদিত হইয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। 'ঐতরেয় আরণ্যকে' আমরা সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিতে পাই। অনার্য্য-বঙ্গের অধিবাসিগণ তখন "দুর্ব্বলত্ব দুরাহারত্ব" প্রভৃতির জন্য "কাকচটক পারাবতাদি" সদৃশ বলিয়া কথিত হইয়াছিল! অঙ্গ, পৌণ্ড্র, মগধ প্রভৃতি জনপদও সেই সুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সাহিত্যে সুপরিচিত ছিল। মহাভারত, অথর্ব্বসংহিতা, ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, সাংখ্যায়ণ শ্রৌতসূত্র প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে বঙ্গ, অঙ্গ, তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম প্রভৃতির পরিচয় বর্ত্তমান।

প্রাচীন পরিচয়

এক কালের বঙ্গ আধুনিক বঙ্গের পশ্চিমভাগ। ভীমসেন এই বঙ্গ-জয়ের জন্যই ধাবিত হইয়াছিলেন। বৌদ্ধযুগে পুণ্ড্ররাজ্য পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নামে পরিচিত ছিল। বৌদ্ধ-সাহিত্য, জৈন-সাহিত্য, বৌদ্ধভ্রমণকারি-দিগের ভ্রমণবৃত্তান্ত ও রাজতরঙ্গিণীতে এই নামই দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে মিথিলা "তীরভুক্তি" এবং প্রাচীন পুণ্ড্ররাজ্য "পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি" নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যে সকল পৃথক্ পৃথক্ প্রাচ্য জনপদ উত্তরকালে এক অখণ্ড শাসন-তন্ত্রের বশীভূত হইয়া গৌড়-সাম্রাজ্য নামে ইতিহাসে পরিচয় লাভ

করিয়াছিল, তন্মধ্যে পুণ্ড্রই অধিক প্রাচীন। উত্তরে কিরাতরাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব্বে বঙ্গরাজ্য, দক্ষিণ-পশ্চিমে সুহ্মরাজ্য এবং পশ্চিমে অঙ্গরাজ্য—এই চতুঃসীমার মধ্যবর্ত্তী জনপদ একদিন পুণ্ড্ররাজ্য বলিয়া অভিহিত হইত।

গৌড়ীয় সাম্রাজ্য

ভারতের ইতিহাস প্রথমে সমাজের ইতিহাস। সাম্রাজ্য সর্ব্বদাই সমাজের অনুবর্ত্তী হইয়াছে। যাহা অতি পুরাকালে সমাজের অধিকারভুক্ত ছিল, তাহাই ক্রমে ক্রমে বিবিধ সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে এক অভিনব শাস্ত্র-শাসন-তন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। প্রাচ্যরাজ্যেও যতদিন ভিন্ন ভিন্ন সমাজ, ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যরূপে স্বাতন্ত্র্য রক্ষার চেষ্টা করিয়াছে, ততদিন অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি পৃথক্ পৃথক্ উল্লিখিত হইয়াছে,—তাহার পর যখন সেই সকল খণ্ডরাজ্য এক অখণ্ড শাসনতন্ত্রের অধীনে আসিয়া গৌড়ীয় সাম্রাজ্যরূপে পরিপুষ্ট হইয়া, প্রতিষ্ঠা ও শক্তি লাভ করিয়াছে, তখন হইতেই ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক পার্থক্য বিলুপ্ত হইয়াছে। এই গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের আয়তনও আবার নানা রাষ্ট্রবিপ্লবে কখনও বা সঙ্কীর্ণ, কখনও বা সম্প্রসারিত হইয়া বঙ্গভূমিকে নানা ভাগে বিভক্ত করিয়া দিয়াছে। যে বাঙ্গালীর বীরত্বখ্যাতির ইতিহাসের আভাস মাত্র দেওয়া হইতেছে তাহা সেই বিরাট অখণ্ড গৌড়জনপদের গৌড়জনদিগের বীরত্বের ইতিহাস।

বাহুবল

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"শারীরিক বল বাহুবল নহে। উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়—এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। বাঙ্গালীর ধর্ম্মপ্রচার, বাঙ্গালীর বাণিজ্য, বাঙ্গালীর নৌবিহার, বাঙ্গালীর উপনিবেশ সংস্থাপন—সেই উদ্যম, ঐক্য, সাহস ও অধ্যবসায়ের সম্মিলন। যুদ্ধ বিগ্রহাদি এই বাহুবলের একাংশ মাত্র।" (১)

(১) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

যে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের প্রাণ-প্রতিষ্ঠার (১) প্রধান পুরোহিত বলিয়া কীর্ত্তিত, যাহার সমুজ্জ্বল ভবিষ্যৎ য়ুরোপীয় ধর্ম্মযাজকের মুখে দৈববাণীর ন্যায় নির্গত হইয়াছে, সূক্ষ্মদর্শী রাজপুরুষের উড়িষ্যার চিত্র যে বাণীর সমর্থন করিতেছে,—যাহাদের বীরোচিত মূর্ত্তি একজন প্রধান রাজপুরুষেরও প্রশংসমান দৃষ্টি (২) আকর্ষণ করিয়াছিল, সে জাতি যে যুদ্ধ-বিমুখ ও কাপুরুষ ছিল না—রণজয়ে বা রাজ্যবিজয়ে, আক্রমণে বা আত্মরক্ষায় সে জাতি যে বহুদিন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ও ভারতের রাষ্ট্রক্ষেত্রে আপনার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল এবং আধুনিক কালেও যে তাহার বংশগৌরব ক্ষুণ্ণ হয় নাই—এ কথা স্মরণ করিলে কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয়ে আনন্দ না হয়?

অক্ষুণ্ণ বংশগৌরব

বাঙ্গালীর লিখিত ইতিহাস অনেকাংশেই রাজন্যমণ্ডলের ইতিহাস। তাহাব সহিত জনসাধারণের প্রভূত সম্বন্ধ থাকিলেও সে অংশ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সে অন্ধকার ভেদ করিয়া দুই একবার মাত্র প্রজাশক্তি ক্ষণপ্রভার ন্যায় দেখা দিয়াছে। বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তি এই কারণেই তাহার নৃপতির

বাঙ্গালীর কাহিনী তাহার রাজ-কাহিনী

(১) The Bengali is the maker of New India......An unwritten chapter in the history of Modern India is the record of what has been done for the people by men of Indian race, and in that record a commanding share has fallen to Bengal.—*Report of the "Daily News" Special Commissioners.*

(২) These are tall, muscular, athletic figures perfectly shaped and with the finest possible cast of countenance and features. The features are of the most classical European models, with great variety at the same time.—*Lord Minto's letter to the Hon'ble A. M. Elliot on Sept. 20, 1807.*

কীর্ত্তি-কাহিনীর সহিত জড়িত রহিয়াছে। কবে, কোথায়, কি কারণে কোন্ নায়ক বা অধিনায়ক বা সেনাপতি, বঙ্গের কোন্ ক্ষুদ্র পল্লীর মল্লক্ষেত্র হইতে রণযাত্রা করিয়া, তাহার নররূপে অবতীর্ণ মহতী দেবতার জন্য অক্ষয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া আনিয়াছেন—সে কাহিনী পুরাণে বা প্রশস্তিতে সুদুর্লভ; কিন্তু সেই প্রশস্তি-পুরাণই বলিয়া দিতেছে—কোন্ বঙ্গনৃপতির বীরবাহিনী বঙ্গদেশ হইতে রণরঙ্গে ধাবিত হইয়া দিগ্‌দিগন্তে বাঙ্গালীর বিজয়কেতন উড্ডীন করিয়াছে।

পাঞ্চালের বীর সভা

সে এক অতি পুরাতন বার্দ্ধক্যজীর্ণ বিস্মৃত বিলুপ্তপ্রায় কাহিনী, যে দিন পাঞ্চালের মহতী বীরসভায় আর্য্যাবর্ত্তের বীরাগ্রগণ্যগণ আশায় ও আনন্দে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। পাঞ্চালের সেই বিশাল যজ্ঞক্ষেত্রে, পাঞ্চালের সেই মহামিলন-ভূমে—পাঞ্চালীর সেই সমুজ্জল স্বয়ম্বর-সভায় পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বীর্য্যবান ভগদত্ত, কলিঙ্গরাজ, তাম্রলিপ্তপতি, পত্তনাধিপতি প্রভৃতি বিক্রমশীল বাঙ্গালী নৃপতিবর্গ লক্ষ্যবেধ করিয়া দ্রুপদকন্যা লাভের জন্য সমবেত হইয়াছিলেন। তাঁহাদিগের বঙ্গসেনাগণ সেদিন হর্ষে গর্ব্বে ও উৎকণ্ঠায় কিরূপে সেই সভামণ্ডপ বেষ্টন করিয়া রহিয়াছিল, তাহা কবি কহিতে পারেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ

আবার সেই দিনের কথা মনে পড়ে, যেদিন মহাবীর ফাল্গুনীর বাহুবলে শঙ্কিত হইয়া আর্য্যভূমির নৃপতিবৃন্দ ধর্ম্মপুত্রের চরণমূলে আনত হইলে পর, তিনি মহা সমারোহে রাজসূয় যজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছিলেন। সেই নৃপতিসমাজেও পৌণ্ড্রক বাসুদেব, বঙ্গাধিপতি এবং কলিঙ্গেশ্বর রাজনিমন্ত্রণের গৌরব লাভ করিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন।

তাহার পর সেই দিনের কথা স্মরণ হয়—যেদিন প্রবলপরাক্রম

পাণ্ডব ভীম দিগ্বিজয় উপলক্ষে সমুদ্রতীরে আগমন করিয়াছিলেন। সে দিনও বঙ্গে "তীব্রপরাক্রম বলভৃৎ" মহারাজ সমুদ্র সেন ও চন্দ্র সেন তাঁহাকে বাধা দিয়াছিলেন। পুণ্ড্রাধিপতি মহাবল বাসুদেব তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন—মহৌজাঃ কৌশিকীকচ্ছপতি (বর্ত্তমান হুগলী জেলার রাজা), (১) তাম্রলিপ্ত-পতি, সুহ্মপতি (মেদিনীপুর বা রাঢ়পতি), মোদাগিরির (বর্ত্তমান মালদহ জেলা) "বলবত্তর" রাজা সসৈন্য অস্ত্র ধরিতে বিমুখ হন নাই—বলদর্পিত ভীম-দর্শনে বঙ্গসেনা ভীত হয় নাই। মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব্বে দেখিতে পাই, অর্জ্জুন সমুদ্রতীরস্থ বাঙ্গালী (বঙ্গান্, পুণ্ড্রান্) বীরদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া বহু আয়াসে যজ্ঞাশ্ব উদ্ধার করিয়াছিলেন। সেকালের সেই পুণ্ড্রবর্দ্ধনের রাজধানী পুণ্ড্রনগর একালের মহাস্থান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। বগুড়াজেলা এই পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বরেন্দ্রী এবং গৌড়ও ছিল তাহাই।

ভীমের দিগ্বিজয়

অশ্বমেধে অর্জ্জুন

তাহার পর সেই দিনের কথা—যে দিন ঘন ঘোর পাঞ্চজন্য নিনাদে পৃথিবী বিকম্পিতা, রথচক্রে ধরণীবক্ষ ছিন্ন বিচ্ছিন্ন, শায়কের অনলে আকাশতল আলোকিত হইয়াছিল;—যে দিন শতে সহস্রে অযুতে লক্ষে বীরগণ সম্মুখ সমরে দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গগত হইতেছিলেন,—সে দিনও,—সেই মহা আহবেও বঙ্গাধিপ নিশ্চিন্ত মনে গৃহকোণে বিশ্রামসুখ লাভ করেন নাই—ধনুর্দ্ধর হইয়া বীরের পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি ভগদত্ত দুর্য্যোধনের

কুরুক্ষেত্র

(১) মোদাগিরি=বর্ত্তমান মালদহ জেলা।

কৌশিকীকচ্ছ=বর্ত্তমান হুগলী জেলা।

সুহ্ম=মেদিনীপুর। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন—সুহ্মাঃ রাঢ়াঃ।

—পৃথিবীর ইতিহাস, ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।

সাহায্য করিয়াছিলেন—তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতি সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন। ভীষণ কার্ম্মুকে তীক্ষ্ণ শর-সংযোগপূর্ব্বক মহাবীর বঙ্গপতি মহাবল হস্তী লইয়া ভীম-তনয় ঘটোৎকচের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন—তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতেও ত্রুটী করেন নাই; যখন দেখিলেন, দুর্য্যোধন একান্ত সঙ্কটাপন্ন, তখন আত্মপ্রাণ তুচ্ছ করিয়াও নিজের মদমত্ত বারণ দুর্য্যোধনের রথের সম্মুখে স্থাপন পূর্ব্বক, ঘটোৎকচের শক্তি-অস্ত্র হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিলেন! বঙ্গপতির গজ শক্তি-অস্ত্রে নিহত হইল (মহাভারত—ভীষ্মবধ পর্ব্বাধ্যায়); উদ্যোগ পর্ব্বে দেখিতে পাই—প্রাগ্জ্যোতিষপতি অর্জ্জুনের সহিত ঘোর সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অর্জ্জুন তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই!

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধান্তে যখন কালক্রমে গভীর শঙ্খনাদ স্তব্ধ হইয়া গেল, বীরশোণিতে সিক্ত ধরণীতল আবার শুষ্ক ও কঠিন হইল—কিরীট-কার্ম্মুকশোভী বীরপুত্রগণ রাষ্ট্রনীতিতে বা তপশ্চরণে মনোনিবেশ করিলেন—তখন বাঙ্গালার ইতিহাস কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল!

কুহেলিকা

স্কন্দ ও ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে কথিত হয় যে, বঙ্গবাসী কুটীল-কেশগণ শঙ্খদ্বীপে ও কালীতটে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। কপিলাশ্রমের সন্নিকটে সাগরসঙ্গমে ইহাঁরা প্রথমে বাস করিতেন। এই কপিলাশ্রম আধুনিক যুগের নিম্ন বঙ্গের একাংশ বলিয়া চিহ্নিত। ইহা সত্য হইলে, ঔপনিবেশিক বাঙ্গালী কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের বহু পূর্ব্ব হইতেই যোদ্ধপুরুষ। কথিত হয় যে, কুটীল-কেশগণ সগররাজের সহিত যুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছিল। হরিবংশের মতে সগর ও রামচন্দ্রের মধ্যে ২১ পুরুষের ব্যবধান। অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রত্যেক পুরুষের রাজত্বকাল গড়ে ২৫ বৎসর ধরিলে দেখা যায় যে, রামচন্দ্রের ৫২৫ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালী বীর ও ঔপনিবেশিক বলিয়া পরিচিত ছিল।

কালীতটে কুটীলকেশ

দেবনহুষের সহিত কুটীলকেশগণের যুদ্ধকাহিনী—বঙ্গবিক্রমের প্রাচীন কাহিনী। দেবনহুষ Dionysius নামে পরিচিত, কুটীলকেশগণ Gaituli নামে অভিহিত। শঙ্খদ্বীপ আফ্রিকা এবং কালীতট—ইথিওপিয়া, নিউবিয়া এবং মিসর দেশরূপে অভিব্যক্ত হইতেছে বলিয়া কোন কোন পণ্ডিত কহিয়া থাকেন। বীর 'কুটীলকেশ' বা 'হাস্যশীল'-দিগের স্মৃতি এখন আর কেহ বহন করে না, তাহাদিগের নৃপতি গঙ্গাতীরবাসী বহুবলশালী বাঙ্গালী গাঙ্গেয় এখন আর নামমাত্রেও পরিচিত নহেন—দেবনহুষ এখন উপকথার নরপাল মাত্র! (১)

হরিবংশে বাঙ্গালী

হরিবংশ মহাভারতেরই অব্যবহিত পরবর্ত্তী গ্রন্থ বলিয়া অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে কথিত হইয়াছে। তাহাতে দেখিতে পাই, প্রাংশুপ্রাকারবসনা পরিখাকুল-মেখলা মথুরাপুরী অবরোধকালে, মগধরাজ জরাসন্ধের পতাকা-নিম্নে এক মহাবীর-সম্মিলন ঘটিয়াছিল। সেই রাজচক্রের নায়ক হইয়া জরাসন্ধ ভীমবেগে পুরী আক্রমণ করিয়াছিলেন। বলবান্ বঙ্গাধিপতি, বীর্য্যবান্ ভগদত্ত, বলিবর পৌণ্ড্রাজ সেই যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া জরাসন্ধের সাহায্য করিয়াছিলেন।

পৌণ্ড্রপতি বাসুদেবের মহাবল পুত্র সুদেব "পৃথগক্ষৌহিণীপতি" বলিয়া হরিবংশে বর্ণিত হইয়াছেন (২)। যিনি ২১৮৭০ হস্তী, ২১৮৭০ রথ, ৬৫৬১০ অশ্ব, ১০৯৩৫০ পদাতিকের নায়ক, তিনিই সে কালে অক্ষৌহিণী পতি বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এই বিবরণই পৌণ্ড্রদেশের অপূর্ব্ব শূরত্বের অন্যতম প্রাচীন পরিচয়।

(১) Asiatic Researches, Vol III. pp, 301, 303, 349-56.

(২) শ্রীমহাভারতে খিলেষু হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রুক্মিণীহরণং নামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

যেদিন লোকললামভূতা রুক্মিণীকে দেবায়তন হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে শ্রীকৃষ্ণ হরণ করিয়াছিলেন, তখনো মহাবীর্য্য চেদিরাজের সহিত অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও পৌণ্ড্রাধিপতি, জনার্দ্দনকে নিহত করিবার জন্য শিশুপাল এবং জরাসন্ধের সহিত বীরদর্পে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই সময়েই বলরামের সহিত যুদ্ধে বঙ্গরাজের নিধন ঘটিয়াছিল! (১)

রুক্মিণী হরণকালে বাঙ্গালী

হরিবংশের যে অংশ 'ভবিষ্যপর্ব্ব' নামে পরিচিত, কেহ কেহ বলেন তাহা হরিবংশের প্রক্ষিপ্তাংশ। সেই পর্ব্বে পৌণ্ড্রপতি পৃথিবীপতি বলিয়া অভিহিত। তৎকালে সাধারণতঃ পৃথিবী বলিতে ভারতবর্ষই সূচিত হইত। পৌণ্ড্রপতি যে বিপুলা বাহিনী লইয়া নিশাকালে দ্বারকা আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। তাঁহার সহস্র উষ্ট্র ছিল। অনেক সহস্র তুরঙ্গ, শস্ত্রকোটিসমাযুক্ত অষ্টসহস্র রথ, অযুত হস্তী, অর্ব্বুদপত্তি সজ্য যে দিন বন্যার বারি প্রবাহের ন্যায় বিপুলবেগে দ্বারকাভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, যখন ভেরী শঙ্খ মৃদঙ্গ বেণু প্রভৃতির ঘোর বাদ্যে আকাশতল পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যখন একলব্যাদি সামন্ত নৃপতিবর্গ পৌণ্ড্রপতির রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া অমিত বিক্রমে অগ্রসর হইয়াছিলেন—বাঙ্গালীর বীরব্রতের সে দিন কি এক মহোৎসবই না ঘটিয়াছিল! সেদিন কত প্রাস, পাশ, ক্ষেপণী, মুদ্গর, কত শতঘ্নী, গুরুতর ঘাতনী, কত দীপ্যমান তোমর, কত বজ্র পুণ্ড্রের রাজ-অস্ত্রাগার হইতে সুদূর দ্বারকাভিমুখে বাহিত হইয়াছিল—না জানি পুণ্ড্রপতির কত "বায়ুজব রথ" বীরধুরন্ধরদিগকে বহন করিয়া সেদিন অগ্রগামী হইযাছিল। তারপর সেই দিনের কথা স্মরণ করিয়া চিত্ত পুলকিত

দ্বারকাসমরে বাঙ্গালী

(১) হরিবংশে বিষ্ণুপর্ব্বণি রুক্মিণীহরণনামৈকোনষষ্টিতমোঽধ্যায়ঃ।

হয়, যে দিন এক তামস-নিশায় এই অগণিত বীরযোধ বর্ত্তিকা হস্তে দ্বারকার সাগরবেলা আলোকিত করিয়াছিল, যেদিন বাঙ্গালীর শতঘ্নীর ধ্বনিতে ভারতসাগরের ফেনিল বারিরাশি পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইয়াছিল! (১)

জৈমিনিভারতে

বাঙ্গালী

জৈমিনিভারতে ৪১ হইতে ৪৬ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে যে, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধের অশ্ব তাম্রলিপ্তপতি ময়ূরধ্বজের পুত্র তাম্রধ্বজ বীরগর্ব্বে ধৃত করিয়া পাণ্ডবের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। সে ভীষণ সমরে কৃষ্ণার্জ্জুনকে পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত হইতে হইয়াছিল! প্রত্নতত্ত্ববিৎ কানিংহাম সাহেবের মতে উত্তরে বর্দ্ধমান ও কালনা এবং দক্ষিণে কসাই নদীর তীর পর্য্যন্ত ভাগীরথীর পশ্চিম তটস্থ সমগ্র ভূভাগ প্রাচীনকালে তাম্রলিপ্তের অন্তর্গত ছিল। 'দিগ্বিজয়প্রকাশ' নামক গ্রন্থে তাম্রলিপ্তের যে অবস্থান-বর্ণনা আছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল :—

মঙ্গলঘট্টদক্ষিণে চ হৈজলস্য চহ্যত্তরে।
তাম্রলিপ্তা প্রদেশশ্চ বণিকস্য নিবাসভূঃ॥

সেকালের

যুদ্ধোপকরণ

সুপ্রাচীন যুগে বঙ্গের যুদ্ধোপকরণ যে কি ছিল তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা বোধ হয় অনুমান করা যাইতে পারে যে, সেকালে ভারতবর্ষে প্রচলিত অস্ত্রাদি বাঙ্গালী বীরের নিকট অপরিচিত ছিল না। যাহারা কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বীর বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিল, যাহারা মহাবল জরাসন্ধের সহিত মথুরা আক্রমণ করিয়াছিল, যাহারা বহুবল সমভিব্যাহারে দ্বারকা অবরোধ করিয়াছিল, তাহারা যে তৎকালপ্রসিদ্ধ

(১) খিল হরিবংশ, ভবিষ্যপর্ব্ব, পৌণ্ড্রবধে ত্রিনবতিতমোহধ্যায়ঃ এবং পৌণ্ড্রনারদ-সংবাদে দ্বিনবতিতমোহধ্যায়ঃ।

আয়ুধ ব্যবহারে সম্যক্ পারদর্শী ছিল, ইহা অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে না।

ভারতবর্ষের যুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধে অথর্ব্ববেদ, রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ, শুক্রনীতি, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে অনেক তথ্য লিখিত রহিয়াছে। স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও ডাক্তার শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় প্রাচীন ভারতে বারুদের ব্যবহার সম্বন্ধে সন্দিহান।(১) ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষে কামান বন্দুকের মত কোনও অস্ত্রই ছিল না! কিন্তু দেখা যায় আরিষ্ট-টলকে আলেকজান্দার যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে "আগ্নেয়াস্ত্রের ন্যায় একপ্রকার অস্ত্রের উল্লেখ" আছে। তিনি লিখিয়াছিলেন— "ভারতবর্ষে যুদ্ধের সময় ভারতীয় সৈন্যদলের মধ্য হইতে তিনি ভয়ানক অগ্নিবর্ষণ লক্ষ্য করিয়াছিলেন।" (২)

ইংরাজদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, সেকালে কামান বন্দুকের ন্যায় কোনও অস্ত্র ভারতবর্ষে ছিল না। কেহ বলেন, ভারতবর্ষের যুদ্ধাস্ত্রের মধ্যে বজ্র একটি সাধারণ যুদ্ধাস্ত্র, উহার জন্য বারুদ ব্যবহার করিতে হইত। "আগ্নেয়মস্ত্রং" শব্দটি হরিবংশেও দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণের 'শিখর' নামক অস্ত্রকে কেরি ও মার্শম্যান প্রমুখ ইংরাজগণ আগ্নেয়াস্ত্র বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। 'হিন্দুবিধি'র উপক্রমণিকায় হল্‌হেড সাহেব বলিয়াছেন—কামান সেকালে 'শতঘ্নী' নামে পরিচিত ছিল, কারণ উহার প্রয়োগে এক যোগে শত যোদ্ধা নিহত হইত। অনুসন্ধান-যোগ্য কালের অতীতেও যে ভারতবর্ষে বারুদ ও

(১) Notices of Sanskrit Manuscript, Vol V. of Dr. Rajendra Lal Mitter ; Hindoo Chemistry—Dr. P. C. Roy.

(২) পৃথিবীর ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড, ৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।

নানা কৌশলপূর্ণ কামানের ব্যবহার ছিল তাহা হল্‌হেড ও কর্ণেল অল্‌কট স্বীকার করিয়াছেন ; (১) চাণক্যের অর্থনীতি, শুক্রনীতি, নীতি প্রকাশিকা, অগ্নিপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পণ্ডিত গষ্টেভ ওপার্টের ভারতীয় যুদ্ধোপকরণ সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রভৃতিতে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা দেখা যাইবে। শ্রীযুক্ত রামদাস সেন মহাশয় তাঁহার "ভারত রহস্যে" ভারতের 'নালিক' যন্ত্রাদি সম্বন্ধে যে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, কৌতূহলী পাঠক তাহা পাঠ করিতে পারেন। এই সকল হইতেই প্রমাণিত হয় যে, সেকালে আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল প্রচলন ছিল, এবং কর্ণেল অলকটের ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়—The Ashtur Vidya... is not known to the soldiers of our age......Ashtur Vidya of which our modern professors have not even an inkling, enabled its proficient to completely destroy an invading army, by enveloping it in its atmosphere of poisonous gases, filled with awe-striking, shadowy shapes and with awful sounds.

ইতিহাস পাঠে ইহাই জানা যায় যে, ক্রেসির যুদ্ধে (খৃঃ অঃ ১৩৫০) ইংলণ্ড প্রথমে কামান ব্যবহার করিয়াছিল। ইহার কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে স্পেনে গাজা অবরোধকালে (খৃঃ অঃ ১৩২৩) কামান ব্যবহৃত হইয়াছিল। কামানের গোলা একটা বৃহৎ নলের ভিতর দিয়া বাহির হইত বলিয়া লাটিন canna ধাতু হইতে cannon শব্দের উৎপত্তি

(১) A cannon is called *Shataghnee* or the weapon that kills one hundred men at once......Code of Jentoo Laws, Introduction ; Halhead. *The Theosophist, 1891 : Speech of Col. Olcott ;* [পৃথিবীর ইতিহাস—তৃতীয় খণ্ড] ৷

হইয়াছিল। canna অর্থে 'Reed' বা নল বুঝায়। রামায়ণের রচনা-কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২১২৪ অব্দ বলিয়া "পুরাণ-প্রবেশ" রচয়িতা শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র শেখর বসু, ডি, এস্ সি, মহাশয় অঙ্কপাত করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন। এই হিসাবে অতিশয় সুপ্রাচীন গ্রন্থ বাল্মীকি রামায়ণে এবং কিছুকাল পরবর্ত্তী গ্রন্থ মহাভারতে আমরা বহুস্থানে নালিকাস্ত্রের বর্ণনা দেখিতে পাই। নলের মত আকার বিশিষ্ট যন্ত্রের ভিতর হইতে শল্য নিক্ষিপ্ত হইত বলিয়াই সেকালের কামানের নাম ছিল 'নালিক', একালে যেমন 'cannon'।

মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের গ্রন্থে রা-দ্-আন্দাজ্, আ-তাস্-মাজ, তৌ-ইখ্-আন্দাজ্, তোপ্, তুফাং, মঞ্জনিক্, জাম্বুর্ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা বহুস্থানে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার সূচিত হইয়াছে। রাজস্থানের চাঁদ কবির গাথায় আগ্নেয়াস্ত্রের উল্লেখ আছে। ভাস্কো-দা-গামা উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া ভারতে আসিলেন। যখন তিনি কালিকাট নগরে প্রবেশ করেন তখন যে শোভাযাত্রা হইয়াছিল তাহাতে তিনি একজন নায়রকে বন্দুক আওয়াজ করিতে দেখিয়াছিলেন। এই সময়ে হিন্দু সাম্রাজ্য বিজয় নগরে আগ্নেয় অস্ত্রের বহুল ব্যবহার ছিল।

মাদুরায় সুবিখ্যাত আদি-জগন্নাথের মন্দির গাত্রে যে সকল খোদিত মূর্ত্তি আছে, তাহাদের মধ্যে আগ্নেয়াস্ত্রধারী কতকগুলি সৈনিকমূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের বারানসী কঞ্জেভরম বা কাঞ্চীর শতস্তম্ভ মণ্ডপগাত্রে খোদিত মূর্ত্তিগুলির মধ্যে দেখিয়াছি, একজন বন্দুকধারী সেনা অপরকে বধ করিবার জন্য বন্দুক ছুঁড়িতে উদ্যত। উত্তরদিকের চতুর্থ স্তম্ভে এই মূর্ত্তি দেখিয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। কৈম্বেটরের সুবিখ্যাত শিবমন্দির-সংলগ্ন সভামণ্ডপে বন্দুকধারী সেনার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। দাক্ষিণ ভারতে শিক্ষা দীক্ষার প্রাচীন লীলাভূমি কুম্ভকোনমের একাদশতলে বিভক্ত শাঙ্গ‍্পাণীশ্বরের অতি-বৃহৎ মন্দিরদ্বারশীর্ষে উপন্ন

হইতে পঞ্চম তলে বন্দুকধারী সৈনিক-মূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। এই সকল দেখিয়া ইহাই অনুমিত হয় যে, ভারতে আগ্নেয়াস্ত্রের বিশেষরূপ প্রচলন ছিল—নতুবা দেবমন্দির-গাত্রে এই সকল মূর্ত্তি স্থান পাইত না।

যে বিষাক্ত বাষ্পপ্রয়োগে জার্ম্মানী এবং ইটালী কতই না অনিষ্টসাধন করিয়াছে, কে বলিতে পারে, ভারতবর্ষেই তাহা প্রথমে আবিষ্কৃত ও ব্যবহৃত হয় নাই? এরোপ্লেনের যুদ্ধকাহিনী নিতান্ত গণ্ডগ্রামে পর্য্যন্ত আজ সুপরিচিত হইয়াছে; কে বলিতে পারে, হরিবংশে কথিত পৌণ্ড্র-রাজেরও সেকালে অনেক এরোপ্লেন ছিল না? তাঁহার যে "বায়ুজব" রথ ছিল এ পরিচয় হরিবংশেই আছে। অনিলগামী রথের কাহিনীও আমরা হরিবংশে দেখিতে পাই। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্রশেখর বসু ডি-এস্-সি মহাশয় বহু গবেষণাপূর্ণ "পুরাণ প্রবেশ" নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, পুরাণে লিখিত কাল নির্দ্দেশ করিবার চাবি-কাঠি পুরাণেই আছে। অঙ্কপাত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন, শ্রীরামচন্দ্রের কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ২১২৪ অব্দ এবং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪১৬ অব্দে। রামায়ণ এবং মহাভারতের কালেও যে বিমান পরিচিত ছিল এবং বিমানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাদিও করা হইত, রামায়ণ এবং মহাভারতই তাহার প্রমাণ। যাঁহারা রামায়ণ ও মহাভারতকে গল্প-কথা মাত্র বলিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে ঐ দুইখানি মহা গ্রন্থ নিবিষ্টচিত্তে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। রামায়ণ—লঙ্কাকাণ্ডের ১২৩, ১২৫, ১২৯ সর্গে পুষ্পকরথের যেরূপ বর্ণনা আছে—তাহা পাঠ কালে ইহাই মনে হয় যে, বিমান সম্বন্ধে মহাকবির প্রত্যক্ষ জ্ঞান ছিল। মহাভারতের বনপর্ব্বের ১৪ হইতে ২১ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শাল্বরাজের যুদ্ধের বর্ণনা আছে। শাল্বপতি সৌভনগর নামক বৃহৎ বিমানে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। সৌভনগর এরূপ বৃহৎ ছিল যে, তাহাতে অনেক সেনার স্থান সঙ্কুলান হইত। সৌভনগরকে যদি সেকালের জেপেলিন বলা যায় তবে

তাহাতেই বা দোষ কি? বিশ্বকর্ম্মা প্রথমে "বিহায়স্" বা বিমান নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। 'শিল্প সংহিতার' অষ্টাদশ অধ্যায়ে দেখা যায় যে, এই যান বাষ্পযোগে চালিত হইয়া অবিচ্ছেদ-গতি ও বায়ুবৎ কামগামী ছিল—

বাষ্প যোগেতু বৈ যানং চকার বিধিনন্দনঃ।
অবিচ্ছেদ গতির্যস্য বায়ুবৎ কামগামিনম্॥

শিল্প সংহিতায় আরও আছে যে, এইরূপ যান বৈরিতাসাধন করিবার নিমিত্তই নির্ম্মিত হইত। বৃষ্ণিবংশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াই শাল্ব সৌভনগর নামক এইরূপ একটি যান নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সে যান 'কামগ' ছিল—উহা কখনো ভূমে, কখনো ব্যোমে, কখনো জলে, কখনো বা গিরিশৃঙ্গে বিচরণ করিত।

স লব্ধা কামগং যানং তমোধাম দুরাসদম্।
যযৌ দ্বারবতীং শাল্বো বৈরং বৃষ্ণিকৃতং স্মরন্।
ক্বচিদ্ ভূমৌ ক্বচিদ্ ব্যোম্নি গিরিশৃঙ্গে জলে ক্বচিৎ।

এই বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে শাল্বের বিমান যে শুধু 'এরোপ্লেন' ছিল তাহা নহে—উহা 'সীপ্লেন' (Seaplane) রূপেও ব্যবহৃত হইত। মহাভারতের বনপর্ব্বে দেখিতে পাই—"শাল্বরাজা মহাতরঙ্গযুক্ত সাগরে গমন করিয়া তাহার গর্ভের মধ্যভাগে সৌভযানে আরোহণ পূর্ব্বক অবস্থিত হইয়াছিল।" (বর্দ্ধমানের মহাভারত—১ম খণ্ড ২৯৫ পৃঃ)। মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শাল্বরাজের যুদ্ধের যে বর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল। উহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন যে, সৌভনগর সেকালের এরোপ্লেন এবং সীপ্লেন ভিন্ন আর কিছু ছিল বলিয়া মনে হয় না।

শ্রীকৃষ্ণ কহিতেছেন—"অনন্তর·· মার্ত্তিকাবৎ দেশে উপনীত হইলাম ···শুনিলাম, শাল্বরাজা সৌভ নামক বিমানে আরোহণ পূর্ব্বক সাগর সমীপে

গমন করিতেছে, তাহা শুনিয়া তাহার পশ্চাৎ গমন করিলাম। অনন্তর ...আমি...বহুতর মর্ম্মভেদী বাণ সন্ধান করিয়া তাহার সৌভপুরের প্রতি নিক্ষেপ করিলে সেই সকল বাণ তদীয় সৌভপুর পর্য্যন্ত **আসন্ন হইতে পারিল** না, তাহাতে আমি রোষাবিষ্ট হইলাম।...হে ভারত! শাল্বের সেই সৌভপুর আকাশে ক্রোশ পরিমিত দূরে থাকাতে ঐ সৌভনগর আমার সৈনিক পুরুষদিগের **অবিষয়** হইয়াছিল।...শাল্বরাজ আমার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে পুনর্ব্বার আকাশে গমন করিল। অনন্তর... আমাকে জয় করিবার অভিলাষে আকাশ হইতে মহাগদা, শতঘ্নী (সুতরাং দেখা যায় সৌভনগরে কামানও ছিল)...আমার প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। আমি তাহার সেই সকল আকাশগামী আপতিত অস্ত্রগণকে ছেদন করিয়া ফেলিলাম।...হে কুরুবীর!...মৎপ্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র ধনুতে সংযোজিত করিলাম...সুদর্শন মৎপ্রেরিত হইয়া...সৌভনগরে আপতিত হইয়া তাহার শোভা বিনাশ করতঃ করপত্র দ্বারা উচ্ছ্রিত কাষ্ঠবিদারণের ন্যায় মধ্যভাগ বিদীর্ণ করিল। অনন্তর সৌভনগর সুদর্শন বলে হত ও দ্বিধাকৃত হইয়া মহেশ্বরের শরোৎক্ষিপ্ত ত্রিপুরের ন্যায় পতিত হইল।" (বর্দ্ধমানের মহাভারত—১ম খণ্ড—২৯২—২২৭ পৃঃ)। এই যুগে বাঙ্গালার পৌণ্ড্রাজেরও যে বায়ুজব রথ ছিল তাহার প্রমাণ হরিবংশে আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, শিল্প সংহিতার উক্তি অনুসারে দেখা যায় যে, বাষ্পযোগে বিমান পরিচালিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ-শাল্ব সমরে মহাভারতে বর্ণিত হইয়াছে যে, সৌভনগর হইতে শ্রীকৃষ্ণের উপর যেমন অস্ত্রাদি বর্ষিত হইয়াছিল, তেমনই 'অঙ্গার'ও বর্ষিত হইয়াছিল। অঙ্গার অর্থে দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড (শব্দকল্পদ্রুমঃ) বুঝায়, কোন অস্ত্র বুঝায় না। সুতরাং ইহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে, বাষ্প প্রস্তুত করার জন্য কাষ্ঠ দগ্ধ করিবার আয়োজন সৌভনগরেই ছিল।

মহাভারতের বহু পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ সাহিত্যেও বিমানের উল্লেখ পাওয়া যায়। 'অবদান কল্পলতার' ৯৩ পল্লবে একটী কাহিনী বর্ণিত, আছে। তাহা হইতে জানা যায় যে, কৌণ্ডিল্য, মহাকশ্যপ, এশ্বজিৎ, উপালী, কাত্যায়ন প্রভৃতি দ্বাদশজন ভিক্ষু, বুদ্ধপুত্র চক্রবর্ত্তী রাহুল এবং স্বয়ং বুদ্ধদেব শ্রাবস্তী নগরী হইতে বিমান যোগে যাত্রা করিয়া একদিনে শতষষ্টি যোজনেরও অধিক পথ (১২৮০ মাইলেরও অধিক) অতিক্রম পূর্ব্বক উত্তর বাঙ্গালার পৌণ্ড্রনগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

যাহা বহুদিন গত, যাহার নামমাত্রের অর্থ লইয়াই এখন নানা মতভেদ ও বিচার-বিতর্ক হইতে দেখা যায়—স্মরণাতীত পুরাকালে সেই দ্রব্য যে বর্ত্তমান ছিল, তাহা বিশ্বাস করিতে হইলে নিরপেক্ষভাবে উদারচিত্তে ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার ও সংস্কৃতির ইতিহাস বিশ্বাসীর হৃদয় লইয়া পাঠ করা প্রয়োজন।

স্থান, কাল, পাত্র ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানিচয় বিবেচনা করিয়া যদি কোনও সুপ্রাচীন অথচ বাস্তব-প্রমাণশূন্য বিষয়ের অস্তিত্বকে বিবেচনা-বুদ্ধির সাহায্যে একান্ত সম্ভব বলিয়া মানিয়া লইতে হয়, তাহা হইলে হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। এই দুইটির অভাব হইলে, বাস্তব প্রমাণকেও অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হওয়াই স্বাভাবিক। চক্ষু-কর্ণ-গোচর বাস্তব-প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই রামায়ণ, মহাভারতকে উপকথার পর্য্যায়ে ফেলা নিরাপদ নহে। যাহা আজ পাওয়া যাইতেছে না—কালে তাহার অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। প্রমাণ—মহেঞ্জদরো—প্রমাণ—সম্বলপুর জেলায় নবাবিষ্কৃত শিলা-লেখ, এখন যাহা বিক্রম-খোল শিলা-লেখ নামে পরিচিত হইয়া ভারতের লিখন-রীতিকে মানবের আদিম লিখন-রীতি বলিয়া দাবী করিতেছে।

কত যুগ যুগান্তরের—কত রাজন্য জাতির উত্থান-পতন ও জয়-

প্র: ৪০৫ Acc 22-০৭৬ ১৭/১৪/২০২৬

পরাজয়ের কাহিনী বক্ষে লইয়া কাল মহাকালসমুদ্রে বিলুপ্ত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ্যগর্ব্ব আর্য্যাবর্ত্তের শীর্ষ হইতে ধীরে ধীরে অবনমিত হইতে লাগিল এবং অবশেষে বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও চক্রের সম্মুখে অনেকাংশে আনত হইয়া পড়িল। কপিলাবস্তুর রাজভবন তাহার অনেক পূর্ব্বেই এক মহাপুরুষের চরণস্পর্শে মহাতীর্থ হইয়াছে।

বুদ্ধ

তখন যে বিপুল প্রেম-স্রোতের প্রবল বন্যা প্রবাহিত হইয়াছিল, বহুশতবর্ষ পর্য্যন্ত তাহা পৃথিবীর নানা দেশে কল্যাণ পরিবেশন করিতে করিতে ভারতীয় ধ্যান ধারণার, ধর্ম্ম আরাধনার, ললিত-শিল্পকলার অক্ষয় মন্দাকিনীধারায় পৃথিবীকে সঞ্জীবিত করিয়া দিল। ভারতের গৌরব, খ্যাতি, ও প্রতিষ্ঠা—ভারতের শক্তি ও স্বাতন্ত্র্য তখন পৃথিবীর ইতিহাসে অক্ষয় হইবার জন্য বোধিদ্রুমের পরিশুদ্ধ শীতল ছায়াতলে পরিপুষ্ট হইতে লাগিল।

বৌদ্ধ প্রভাব

তাহার পর—কত চৈত্যে কত বিহারে, কত স্তম্ভে কত সঙ্ঘারামে, কত চিত্রে কত শিল্পে, কত দেউলে কত তোরণে, শুধু ভারতবর্ষ কেন—পৃথিবীর নানা দেশ সহসা সৌষ্ঠবসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ভারতের অর্ণবপোতসমূহ তখন অতুল সম্পদরাশি বহন করিয়া ফেণিল সাগর-তরঙ্গে হেলায় ভাসিয়া যখন যে দ্বীপ-দ্বীপান্তর—দেশ-দেশান্তর স্পর্শ করিতে লাগিল, তাহাও শিল্প-সৌন্দর্য্যে, ধনে জ্ঞানে সুন্দর হইয়া উঠিল! বাঙ্গালীও বিশ্বমানবের দ্বারে দ্বারে এই কল্যাণ পরিবেশনের গৌরবে গৌরবান্বিত—এই অভিনব উন্মেষের যুগে বাঙ্গালীরও নানা শক্তি নানা ভাবে নানা দিকে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে মহাপুরুষের চরণরেণুস্পর্শে এই মন্ত্রশক্তি জাগ্রত হইয়া কিরীট-কুণ্ডলধারী মহারাজচক্রবর্ত্তী হইতে দীন ভিক্ষুকে পর্য্যন্ত প্রাণপাত করিতে উৎসাহিত করিয়াছিল—তাঁহার তখন মহাপরিনির্ব্বাণ লাভ হইয়াছে।

কপিলাবস্তুর রাজকুমার শাক্যসিংহ—ভারতভূমির গৌতমবুদ্ধ—অর্দ্ধ পৃথিবীর জীবন্ত দেবতা, যেদিন উত্তর-ভারতে নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলেন, সেইদিন সৌধকিরিটিনী কনকলঙ্কার সিংহদ্বারে (১) বাঙ্গালীর রণভেরী নিনাদিত হইল। 'লাল' বা 'রাঢ়' দেশের অধিপতি সিংহবাহু যেদিন দুর্নীতিপরায়ণ যুবরাজকে নির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার সে এক শুভদিন। বর্ত্তমান হুগলী জেলার সিঙ্গুর (২) বা সিংহপুরের যুবরাজ সেদিন পঞ্চদশ শত (৩) বীর অনুচরসহ হস্তি অশ্ব প্রভৃতি লইয়া বাঙ্গালার পোতাশ্রয় হইতে সমুদ্রযাত্রা করিলেন। তাঁহার নিজের পোত এত বৃহৎ ছিল যে, উহাতেই সপ্তশত আরোহীর (৪) স্থান হইয়াছিল! বাঙ্গালীর অর্ণবপোত সেদিন বঙ্গের নির্ব্বাসিত যুবরাজকে লইয়া সুদূর লঙ্কা বিজয়ের জন্য অগ্রসর

সিংহল বিজয়

(১) The date of Vijay's landing in Ceylon is said to have been the very day on which another very important event happened in the far-off father-land of Vijay, for it was the day in which the Buddha attained the Nirvan.

—Mr. Mukerjee's *Indian Shipping*, *p.* 42.

(২) বৃহৎ বঙ্গ—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন। ১ম খণ্ড—৭০ পৃঃ।

(৩) The fleet of Vijay carried no less than 1500 passengers—Mr. Mukerjee's *Indian Shipping*, p. 42.

(৪) Thus according to the Rajavalliya, the ship in which Prince Vijay and his followers were sent away by king Sinbahu (Singhabahu) of Bengal was so large as to accommodate full 700 passengers, all Vijaya's followers.—*Ibid p. 29.*

According to the Rajavalliya, prince Vijay and his 700 followers were banished by the King Sinbahu (Singhabahu) of Bengal for the oppressions they practised upon his subjects, and they were put on board a ship and sent adrift, while their wives and children were placed in two other separate ships and sent away similarly—*Ibid p. 29.*

হইল। লঙ্কার সিংহদ্বারে যে যুদ্ধ ঘটিল তাহাতে বাঙ্গালীর শক্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। বিজয়সিংহ লঙ্কা জয় করিয়া উহার নাম রাখিলেন—সিংহল।

সিংহলের রাজসিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিজয়সিংহ ভারতের পাণ্ড্যদেশের রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। যে পোতে আরোহণ করিয়া রাজকুমারী সিংহলে গিয়াছিলেন, তাহাতে ১৮ জন পদস্থ রাজকর্ম্মচারী, ৭৫ জন দাস দাসী, ৭০০ সখী ও অন্যান্য লোকজন অনায়াসে স্থান পাইয়াছিল। (১)

দ্বিসহস্রাধিকবর্ষ পর কোন "আত্মবিস্মৃত" জাতির কর্ণকুহরে এ কাহিনী বিস্ময়কব প্রহেলিকা বলিয়া মনে হইতে পারে—মনে হইতে পারে বিজয়সিংহ কোন কাল্পনিক যুদ্ধাভিযানের নায়ক মাত্র! কিন্তু তিনিই প্রকৃতপক্ষে সিংহল-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা! (২)

মহারাষ্ট্রদেশের পূর্ব্বপ্রান্তে অবস্থিত অজন্তার বিরাট গিরিগহ্বরে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী বা তৎপরে অঙ্কিত সিংহলবিজয়-চিত্র আজিও

অজন্তার চিত্র

কৌতূহলী নরনারীর হৃদয়ে বিস্ময় উৎপাদন করিতেছে। সে চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই

(১) According to Turnour's Mahawanso, the ship in which Vijaya's Pandyan bride was brought over to Ceylon was of a very large size, having the capacity to accommodate 18 officers of state, 75 menial servants and a number of slaves besides the princess herself and 700 other virgins who accompanied her.

—Mr. Mukerjee's *Indian Shipping. p. 70.*

(২) The Mahawanso and other Buddhistic works tell us how as early as about 550 B. C. Prince Vijay of Bengal with his 700 followers achieved the conquest and colonization of Ceylon and gave to the island the name of Sinhala after that of his dynasty—an event which is the starting point of Sinhalese history.

—*Ibid p. 157.*

দেখা যাইবে, একটি বৃহৎ শ্বেত হস্তীর উপর আরোহণ করিয়া লঙ্কার রাজা বা প্রধান সেনাপতি ধনুর্ব্বাণ লইয়া যুদ্ধে আসিতেছেন। দুইটি বীর দুইটি হস্তীতে আরোহণ করিয়া রণে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহাদিগের মস্তকের উপর ছত্র শোভা পাইতেছে। কতকগুলি পদাতিক—কেহ মুক্ত তরবারি, কেহ বা উন্নত ভল্ল লইয়া বীরদর্পে সিংহদ্বারের বাহিরে আসিতেছে। হস্তিপকগণ অচল—স্থির; অঙ্কুশ-তাড়নে হস্তীগুলিকে সমরক্ষেত্রে আনয়ন করিতেছে। হাওদার পার্শ্বে সুতীক্ষ্ণ শরগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে সুসজ্জিত। সৈনিকগণ সুদীর্ঘ অঙ্গরাখায় সুশোভিত। সেগুলি বাহু পর্য্যন্ত বিস্তৃত নহে—স্কন্ধদেশ পর্য্যন্তই আবৃত করিয়াছে। কটিতটের কোমরবন্ধ তরঙ্গে তরঙ্গে অধোদিকে বিলম্বিত। চারিজন অশ্বারোহী তেজোদৃপ্ত অশ্বের উপর বীরের মত অধিষ্ঠিত।

চিত্রের দক্ষিণভাগে কতকগুলি রণহস্তী সুসজ্জিত অবস্থায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। একখানি সুবৃহৎ তরণীর উপর যোদ্ধৃগণসহ কয়েকটি হস্তী যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে এবং স্বাভাবিক উল্লাসে শুণ্ড আস্ফালন করিতেছে। তাহাদিগের গজঘণ্টা দুলিয়া দুলিয়া ঘোর রবে নিনাদিত হইতেছে। বাণে বাণে গগন আচ্ছন্ন হইয়াছে—উৎক্ষিপ্ত বর্শাফলক বঙ্গ-সৈন্যের রুধিরপানের জন্য লঙ্কা-সৈন্যের হস্তে কম্পিত হইতেছে! এ চিত্রের তুলনা নাই! ইহা বীর বাঙ্গালীর বাহুবলের চিত্র। ইহা খেলার যুদ্ধে সখের সৈনিকের আলোক-চিত্র নহে—ইহা মরণ-যজ্ঞের মুক্তবেদীর উপর জাতীয় শক্তির প্রতিষ্ঠার আলেখ্য! (১)

ভারতের নৌবলের কাহিনী বহু চিত্রে, বহু স্থাপত্যে, বহু সুবর্ণ-

(১) *The paintings on the Buddhist Cave Temples at Ajanta.*
—Griffith, *p. 177.*

মুদ্রায় ও হিন্দু বৌদ্ধ এবং চৈনিক সাহিত্যে আজিও সুব্যক্ত রহিয়াছে।

ভারতের নৌবল

একখানি পোতে সহস্র ব্যক্তির স্থান সংকুলান হইবার কাহিনী বণিজ্ জাতকে প্রকাশিত হইয়াছে। জনক, সুপ্পরক, শঙ্খ, বালহংস প্রভৃতি জাতকে অনেক বৃহৎ পোতের সন্ধান লাভ করা যায়। (১) দূর সমুদ্রযাত্রার কাহিনী স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে দরিদ্র সহদেব ও সখা সোম বর্ম্মার আখ্যায়িকায় পরিচিত রহিয়াছে।

আর্য্য-সমুদ্র-যাত্রার প্রভাব সেকালে বাণিজ্যের সঙ্গে জ্ঞানবিস্তার কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ভারতবর্ষের বাহিরে একটি বৃহত্তর ভারতের রচনা

বৃহত্তর ভারতবর্ষ রচনা

আরম্ভ করিয়াছিল। এখনও তাহার কত চিহ্ন কত স্থানে বর্ত্তমান আছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর অন্ধ্রমুদ্রায় দ্বিশৃঙ্গ-পোতের চিত্র আজিও দেখিতে পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারতের নানা দেবদেউলে যেমন অর্ণবপোতের মূর্ত্তি বর্ত্তমান আছে, তেমনি বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়ের (২) বহু দেব-মন্দিরেও তাহার পরিচয়-লাভ ঘটে। ভুবনেশ্বর ও পুরীর দেবমন্দিরগুলি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই ইহার সন্ধান পাইয়াছেন। সুনিপুণ ভাস্কর কঠিন শিলা তক্ষণ করিয়া নৌশিল্পের যে প্রমাণ রক্ষা করিয়াছেন —কাল এখনও তাহা ধ্বংস করিতে পারে নাই। গঙ্গাবংশীয়গণ এখন বিস্মৃত বটে, কিন্তু সেকালের ভাস্কর্য্য আজিও পূর্ব্বগৌরবেই বিরাজমান। যে গ্রন্থে ভারতের নৌশিল্পের ধ্যান রচিত হইয়াছিল, সেই 'যুক্তিকল্পতরু'র প্রভাব যে নদীমাতৃক বঙ্গেও ছিল না, এরূপ মনে করিবার কারণ নাই।

প্রাচীনকালে জলযান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—সামান্য এবং

---

(১) *Indian Shipping*—Mukerjee, Pages 29-30.

(২) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ। 'সামান্য' যানগুলি নদীপথে ও 'বিশেষ' সমুদ্রপথে গমনাগমন করিত। সামান্য ও বিশেষ যানগুলি আবার আকারানুসারে নানাভাগে বিভক্ত ছিল। কোন কোন যানের ৪টি পর্য্যন্ত গুণবৃক্ষ থাকিত। গুণ-

নৌশিল্প

বৃক্ষের সংখ্যানুসারে যানগুলিও ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত হইত। পোতনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদি চারি ভাগে বিভক্ত ছিল। এই সকল পোত যে কেবল বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়াই গমনাগমন কবিত তাহা নহে, কখনও আক্রমণে কখনও বা আত্মবক্ষায়, কখনও আবার জলযুদ্ধের অপূর্ব্ব কৌশল প্রদর্শন পূর্ব্বক পোতচালকগণ অশেষ গৌরব লাভ করিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে নিকোলো-কণ্টি নামক জনৈক পরিব্রাজক ভারতবর্ষে আগমন করেন। ভারতের বাণিজ্য ও নৌ-যানাদি সম্বন্ধে তিনি লিখিয়া গিয়াছেন—'ভারতের অধিবাসিগণ আমাদের অপেক্ষা বৃহত্তব যানাদি নির্ম্মাণ করিতে পারদর্শী।' তাহারা এত বৃহৎ অর্ণবপোত প্রস্তুত করিতে পারিত যে, সেই অর্ণবপোতে এক একটি এগার বার মণ মদ্যে পূর্ণ দুই সহস্রাধিক পিপা সংবাহিত হইতে পারিত। সেই অর্ণবপোতের পাঁচটি করিয়া মাস্তুল থাকিত এবং পাঁচখানি পালের সাহায্যে উহা পরিচালিত হইত। তিনপ্রস্থ কাষ্ঠের দ্বারা সেই সকল পোতের তলদেশ প্রস্তুত হইত। বিষম বাত্যায় তরণী বিপর্য্যস্ত হইবার উপক্রম হইলে, নির্ম্মাণ-কৌশলের গুণে উহা রক্ষা পাইত। কতকগুলি পোত এমনই স্থকৌশলে নির্ম্মিত হইত যে, তাহাদের একাংশ ভগ্ন হইলেও অপরাংশ অব্যাহত থাকিত এবং তৎসাহায্যে যাত্রিগণ রক্ষা পাইত (১)।

যে কারণে দক্ষিণাত্যের সমুদ্রোপকূলে পোত-নির্ম্মাণের উৎসাহ

(১) India in the 15th Century—Hakluyt Society publication.

প্রদীপ্ত হইয়াছিল, সেই কারণেই বঙ্গেও নৌসাধন-ব্রত উদ্যাপিত হইয়াছিল। বেগবতী নদীর প্রবাহ, উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের লীলারঙ্গ বাঙ্গালীকে নৌবলদৃপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। তাহার উপনিবেশ স্থাপনাকাঙ্ক্ষা, বাণিজ্যশ্রী লাভের ইচ্ছা তাহাকে সমুদ্রপথযাত্রী করিয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে আত্মরক্ষা ও রাজ্যজয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম তাহাকে জলযুদ্ধে তীব্রতা প্রদান করিয়াছিল।

কলিঙ্গে বাঙ্গালী
তামিল ভাষা

খৃষ্টের পূর্ব্বতন শেষ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে কলিঙ্গবাসিগণ যবদ্বীপে অর্ণবপোতে উপস্থিত হইয়া আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, যে কলিঙ্গাধিপতি রাজরাজদেব দশম শতাব্দে সমগ্র দাক্ষিণাত্যের একচ্ছত্র সম্রাট্‌রূপে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—এই বাঙ্গালীই সেই কলিঙ্গসাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। (১) বাঙ্গালী যে একদা দক্ষিণ-ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপনার শক্তি ও প্রতিষ্ঠার অভ্রান্ত প্রমাণ দিয়াছিল, ইহা ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তামিল ভাষায় বাঙ্গালা শব্দের বিদ্যমানতাও এই প্রভাবের অন্যতম নিদর্শন। (২)

(১) It was the Bengalis who founded the Kalinga Empire whence they spread their conquests beyond the seas and colonised Java and other islands of the Indian Archipelago.—Dawn, 1909 এবং পৃথিবীর ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড।

(২) The name Tamil appears to be therefore only an abbreviation of the word Tamalitti. The Tamraliptas are alluded to along with the Koshals and Odras as inhabitants of Bengal and adjoining sea coasts in the Vayu and Vishnu Purans.........They were known as Tamil, most probably because they had emigrated from Tamlitti (Tamralipti) the great sea port at the mouth of the Ganges.—*The Tamils Eighteen Hundred years ago—Kanaka Sahai Pillay.*

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বাঙ্গালী বিজয়সিংহ সিংহলরাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র তথায় গমনপূর্ব্বক সেই সিংহাসন অধিকার করিলেন। বাঙ্গালার 'সগল' নামক পোতাশ্রয় হইতে সিংহল যাত্রাকালে এই রাজকুমার ৩২ জন রাজমন্ত্রী সঙ্গে লইয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে যে রাজকুমারী ইহার পাণিগ্রহণ করিযাছিলেন, তিনিও ছয়টী ভ্রাতা সহকাবে রাজকুমারের সন্ধানে সিংহলে উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই মহাবংশে কথিত হয়। এইরূপেই বাঙ্গালার সহিত সিংহলের সম্বন্ধ ক্রমেই ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল।

সগল

৩২৬ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে বিজয়ী সেকেন্দর যখন পোরসের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিপাসা তীরে আসিযা উপনীত হইলেন, তখন গঙ্গারাঢ়ীদিগের বিক্রম-কাহিনী তাঁহার কর্ণগত হইল। তিনি শুনিলেন, সেই গাঙ্গেয়দেশী বা গঙ্গাবিদেই-সাম্রাজ্যের অধিপতির আদেশে বিংশ সহস্র অশ্বারোহী, দুইলক্ষ পদাতিক, দ্বিসহস্র চতুরশ্ব চালিত রথ ও তিন সহস্র সুশিক্ষিত রণমাতঙ্গ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হয়। সেকেন্দরের সৈন্যগণ একান্ত ভীত হইল—আর অগ্রসর হইতে চাহিল না! তাঁহার ওজস্বিনী উৎসাহবাণী বৃথা হইয়া গেল; তিনি বঙ্গজয়ের কল্পনা পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। (১)

গঙ্গারাঢ়ী বীর

টলেমি বলিয়াছেন—গঙ্গার মোহানার সমীপবর্ত্তী প্রদেশে গঙ্গারাঢ়ীগণ বাস করিত। গাঙ্গ্য নগরে রাজা বাস করিতেন। ইহা গঙ্গারাঢ়ীদিগের রাজধানী ও ভারতের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল।

মিগাস্থিনিস কহিয়াছেন যে, ভাগীরথী যেখানে উত্তর হইতে দক্ষিণ-

(১) *History of Alexander the Great*—Q. Curtis Rufus (J. W. Maccrindle's *Ancient India*).

বাহিনী, সেখানেই উহা গঙ্গারাঢ়ী জনপদের পূর্ব্বসীমা। এই পরিচয় বর্ত্তমান রাঢ়কেই সেকালের গঙ্গারাষ্ট্র বা গঙ্গারাট্ বা গঙ্গারাঢ় বলিয়া সূচিত করে। একদিন এই বীর জনপদের সুবিখ্যাত নরপতি অনন্তবর্ম্মা কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। সে জয়গৌরব বঙ্গবিক্রমেরই জয়গৌরব। অনন্তবর্ম্মা বা কোলাহলরাজ "বাঙ্গালীর পূর্ব্বগৌরবের এক চিরস্মরণীয় প্রমাণ।...ঐতিহাসিক ভারতবর্ষে যে সকল রাজবংশের আবির্ভাব হইয়াছিল, এই বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের প্রতাপ ও মহিমা কাহারও অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাম্র ও প্রস্তর শাসন এ সকল কথার পরিচয় দিয়া থাকে। হণ্টর সাহেব সেকালের উড়িয়া-সৈন্যের অনেক প্রশংসা করিয়াছেন। সে প্রশংসা উড়িয়া-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়দিগের স্বদেশী রাঢ়ী-সৈন্যের প্রাপ্য। সকলেই জানেন যে, উড়িষ্যার গঙ্গাবংশীয়দিগের সাম্রাজ্য গোদাবরী হইতে সরস্বতী পর্য্যন্ত অর্থাৎ বাঙ্গালার ত্রিবেণী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এক্ষণে যাহা মেদিনীপুর জেলা এবং হাওড়া জেলা, তাহার সমুদয় এবং যাহা বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলার অন্তর্গত, তাহার কিয়দংশ ঐ সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। ইহাই গঙ্গাবংশীয়দিগের পৈতৃক রাজ্য। যেমন নর্ম্মাণ উইলিয়ম্ ইংলণ্ড জয় করিয়া নর্ম্মাণ্ডির রাজধানী পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ডের রাজধানীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন, তেমনি গঙ্গাবংশীয়েরা উড়িষ্যা জয় করিয়া, আপনাদিগের প্রাচীন রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক উড়িষ্যায় বাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু তাঁহারা পৈতৃক রাজ্য ছাড়েন নাই।" (১)

বাঙ্গালী গঙ্গাবংশ

প্রতীচ্যের ইতিহাসে সেকেন্দরের ভারতবিজয়-কাহিনী উজ্জ্বলভাবে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গঙ্গারাঢ় হইতে তাঁহার প্রত্যাবর্ত্তন বা

(১) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

পলায়ন (!) উহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে; উহা যে স্তাবক ঐতিহাসিকের স্তুতিবাদ এরূপ সন্দেহ অসঙ্গত নহে!

খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দে পাণ্ডিতবর প্লিনি বাঙ্গালীর সামরিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। খৃঃ পূঃ শেষ শতাব্দে এণ্টনির সহিত রোম-সম্রাট্ আগষ্টাসের যুদ্ধ হয়। প্রাচ্যদেশীয়গণ সেই মহাযুদ্ধে এণ্টনির পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল।

ভার্জিল প্রশস্তি

এই যুদ্ধে গঙ্গারাঢ়ী বীরগণ যেরূপ শৌর্য্য প্রকাশ করিয়াছিল, তদ্দর্শনে সম্রাট আগষ্টাসের মহাকবি ভার্জিল, খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দে তাঁহার জর্জ্জিক্স্ কাব্যে অকুণ্ঠিতচিত্তে লিখিয়াছিলেন—আমি আমার জন্মভূমি মণ্ট্য়া নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া একটি মর্ম্মরমন্দির নির্ম্মাণ করিব এবং তাহার তোরণশিরে হেম ও গজদন্তে গঙ্গারাঢ়ীদিগের বীরত্বকাহিনী লিখিয়া রাখিব। সেকালে ভারতবর্ষের বাহিরেও ভারতের সৈন্যগণ যুদ্ধার্থ গমন করিত। পারস্য সম্রাট্ ভারতবর্ষ হইতে এরূপ সাহায্য লইয়াছিলেন বলিয়া হেরোডোটাস্ বর্ণনা করিয়াছেন। দারাউসের গ্রীস অভিযানকালে ভারতবর্ষের গান্ধার (বর্ত্তমান পেশোয়ার ও রাওলপিণ্ডি)-সৈন্যগণ সাহায্য করিয়াছিল। জারাক্সেসের সেনাদলে অনেক ভারতীয় ধানুকী ছিল। ভারতীয়সেনা বিশ্ববিশ্রুত থার্ম্মপলীর যুদ্ধে যোগদান করিয়া বিজয়গৌরব লাভ করিয়াছিল। চীনের ইতিহাসে প্রকাশ আছে যে, তথা হইতেও ভারতবর্ষের নিকট সৈন্য সাহায্য লওয়া হইয়াছিল। (১)

"বাঙ্গালী একটি আত্মবিস্মৃত জাতি"—সে তাহার নিজের গৌরব-গাথার সন্ধানে অগ্রসর হইতে উৎসাহহীন। তাহার বাহুবলের ইতি-

(১) *History of Sanskrit Literature*—A. Macdonell—p. 409; *Early History of India*—V. A. Smith p. 34—36; 'পৃথিবীর ইতিহাস'—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী ৪র্থ খণ্ড ৪৪৬ পৃঃ; Buddhist Art in India, p. 75.

হাস যথাযোগ্য আলোচনার অভাবে—উপযুক্ত অনুসন্ধানের অভাবে এখনও অনেকাংশে তিমিরাচ্ছন্ন!

"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই"

বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"বাঙ্গালার ইতিহাস চাই—নহিলে বাঙ্গালী কখন মানুষ হইবে না। যাহার মনে থাকে যে, এ বংশ হইতে কখনও মানুষের কায হয় নাই, তাহা হইতে কখনও মানুষের কাজ হয় না। তাহার মনে হয়, বংশে রক্তের দোষ আছে। তিক্ত নিম্ব বৃক্ষের বীজে তিক্ত নিম্বই জন্মে—মাকালের বীজে মাকালই ফলে। যে বাঙ্গালীরা মনে জানে যে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ চিরকাল দুর্ব্বল—অসার, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের কখনও গৌরব ছিল না, তাহারা দুর্ব্বল অসার গৌরবশূন্য ভিন্ন অন্য অবস্থা প্রাপ্তির ভরসা করে না—চেষ্টা করে না। চেষ্টা ভিন্ন সিদ্ধিও হয় না।" (১)

প্রাচীনবঙ্গের বিভাগ

সুপ্রাচীনকালে এবং পরবর্ত্তী কাল ও সেনরাজদিগের সময়ে 'বঙ্গ' বলিতে যাহা বুঝা যাইত, একালে তাহা বুঝায় না। এখন বঙ্গ বা বাঙ্গালা দেশ একটী অখণ্ড বৃহৎ প্রদেশকেই সূচিত করে। নানা সময়ে ও নানা কারনে সেই অখণ্ড বৃহৎ প্রদেশ শাসন-সৌকর্য্যার্থ নানা ভাগে বিভক্ত হইত। উদাহরণ স্বরূপ একালের বিযুক্ত-বঙ্গ এবং যুক্ত-বঙ্গের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক সময়ে বঙ্গদেশ বলিতে শুধু পূর্ব্ববঙ্গ বুঝাইত। বরোদায় আবিষ্কৃত কর্কবাজের তাম্রশাসনে গৌড় এবং বঙ্গ দুইটী স্বতন্ত্র রাজ্য বলিয়া বর্ণিত

(১) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—Every county, almost every parish, in England, has its annals; but in India, vast provinces, greater in extent than the British Islands, have no individual history, whatever. Districts that have furnished the sites of famous battles......appear indeed for a moment in the general records of the country......and they are forgotten." *The Annals of Rural Bengal*, p. 3.

হইয়াছে। মৎস্য পুরাণে "প্রাচ্যাং জনপদ স্মৃতা" বলিয়া যে দেশগুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে—বঙ্গ তাহাদের মধ্যে একটি। "সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শক" বঙ্গদেশ এক সময়ে সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল এবং শক্তি-সঙ্গম তন্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে, সেই বঙ্গদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া "ভুবনেসান্তগ" বা ভুবনেশ্বরের শেষ সীমা পর্য্যন্ত বৃহৎ ভুভাগ গৌড়দেশ আখ্যা লাভ করিয়াছিল। সেই গৌড়দেশের জনগণ "সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ" বলিয়াও সেই সুপ্রাচীনকালেই পরিচিত ছিল।

মহারাজ বল্লালসেন তাঁহার রাজ্যকে যে কয়েকটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন তাহা রাঢ়, বরেন্দ্র, বাগডী, বঙ্গ ও মিথিলা। ঐতিহাসিকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন যে, পদ্মা ও হুগলী নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ রাঢ়, পদ্মা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তীস্থান বরেন্দ্র, পদ্মা ও ভাগীবথীর অন্তর্ব্বর্ত্তী প্রদেশ বাগডী, করতোয়া ও ব্রহ্মপুত্রেব মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ বঙ্গ এবং একদিকে ভাগীরথী ও অপর দিকে গৌড়বাজ্যেব সীমা দ্বাবা বেষ্টিত জনপদ মিথিলা নামে অভিহিত হইত। যে অংশ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল, কোনও সময়ে তাহাকে সুহ্মও বলিত। মণিপুবের পথে এক সময়ে "হর্ম্ম্যাণি রমণীয়ানি" পরিশোভিত বঙ্গদেশ পাণ্ডব অর্জ্জুন দর্শন করিয়াছিলেন। সেই বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গের নাম খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে 'হরিকেল' ছিল বলিয়া হেমচন্দ্রসুরী বিরচিত অভিধান চিন্তামণি হইতে জানা যায়। সমতটের উল্লেখ সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদ-প্রস্তর লিপিতে, ওয়ান্-চোয়াংএর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে, পাল রাজগণের তাম্রশাসনে, বুদ্ধগয়ায় স্থাপিত একখানি বুদ্ধ মূর্ত্তির পাদপীঠে দেখিতে পাওয়া যায়। সমতটের অবস্থান নির্ণয় করিতে যাইয়া ঐতিহাসিকগণ এপর্য্যন্ত একমত হইতে পারেন নাই। তবে এবিষয়ে কোনও সন্দেহের অবসর নাই যে, বর্ত্তমান বঙ্গদেশের পূর্ব্বাঞ্চলেরই একাংশ সমতট নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ বলেন ইহা বর্ত্তমান কুমিল্লার প্রাচীন নাম।

যাহা হউক, এই সমতটের রাজপুত্র শীলভদ্র এক সময়ে নালন্দা বিহারের মহাস্থবিরের উচ্চপদ অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। এই সমতটে ত্রিংশতটি সঙ্ঘারাম ও শতাধিক দেবমন্দির ছিল বলিয়া চৈনিক পরিব্রাজকের ভ্রমণ-বৃত্তান্তে লিখিত আছে।

পাল ও সেন রাজদিগের যে সকল তাম্রলিপি এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেগুলি হইতে জানিতে পারা যায় যে, সুশাসনের জন্য তাঁহারা নিজ নিজ রাজ্য নানা খণ্ডে ভাগ করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান বিভাগ-গুলির নাম ছিল ভুক্তি (১)। ভুক্তিগুলি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বহু বহু মণ্ডলে বিভক্ত ছিল। মণ্ডল অপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন রাজ্যাংশের নাম ছিল "বিষয়"। মণ্ডলের শাসনকর্ত্তৃগণ রাজাধিরাজের পরাক্রান্ত সামন্ত-রূপে পরিচিত থাকিয়া মণ্ডলরাজ বা মণ্ডলেশ্বর বা মণ্ডলাধিপতি নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহাদের কোষ ছিল, দণ্ড ছিল—অমাত্য ও মন্ত্রী ছিল—সেনা ও দুর্গ ছিল। কোনও কোনও স্থানে মণ্ডলেশগণ রাজপদ-বাচ্য হইতেন—তাঁহাদের শত "চতুর্যোজনপর্য্যন্তমধিকারং" থাকিবার কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মখণ্ডে বিবৃত হইয়াছে। উহাই ছিল হিন্দুরাজ্যাধিকারে শাসন-ব্যবস্থার অন্যতম সাধারণ নিয়ম। মণ্ডল-রাজ্যের আয়তন যে সর্ব্বদাই চারিশত যোজন থাকিত এবং তাহার ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিত না এরূপ মনে করিবার কারণ নাই। এইরূপ একটী মণ্ডলের কাহিনী নিম্নে সংক্ষেপে বলিতেছি।

সেন রাজেন্দ্রদিগের সময়ে ভুক্তি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের মধ্যে 'খাড়ি' নামক একটি মণ্ডল ছিল। বহু জনাকীর্ণ, দেউল ও প্রাকারে, উপবন ও রাজ-ভবনে সুশোভিত সেই খাড়ি মণ্ডল একালের ব্যাঘ্র-নিবাসভূমি সুন্দরবন। এখন মধ্যে মধ্যে

খাড়ি মণ্ডল

(১) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তি, প্রাগ্জ্যোতিষ ভুক্তি, বর্দ্ধমান ভুক্তি, কঙ্কগ্রাম ভুক্তি ও দণ্ড ভুক্তি।—সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১৩৩৯, ২য় সংখ্যা।

আবাদের জন্য মৃত্তিকা খনন কালে ভূ-গহ্বর হইতে কৃষ্ণ প্রস্তর এবং ব্রোঞ্জ নির্ম্মিত বহু সুগঠিত শ্রীমূর্ত্তির সন্ধান সুন্দরবনে পাওয়া যাইতেছে। এই সকল মূর্ত্তির কোন-কোনটি কলিকাতার যাদুঘরে পুরাকীর্ত্তি নিদর্শন রূপে স্থান লাভ করিয়াছে। খাড়ি-মণ্ডলের নানাস্থানে ইষ্টক নির্ম্মিত হর্ম্ম্যাদি ও বহু বিস্তৃত দীর্ঘিকার সন্ধান এখন পাওয়া যাইতেছে। সে সকল দীঘিতে কুম্ভীর বাস করে। কৃষ্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত বৃহদাকার স্তম্ভ ও দরজার চৌকাঠগুলি এখন বিস্মৃত রাজনগরীর নানা সৌষ্ঠব বৈভবের পরিচয় দিতেছে। প্রায় শত ফিট উচ্চ অষ্টকোণ সুবৃহৎ জটার দেউল কোন্ মণ্ডলেশ্বরের পুণ্যকীর্ত্তি তাহা আর এখন জানিবার উপায় নাই। ১৮৭৫ সালে উহার দেউলের নিকটবর্ত্তী একটি বৃহৎ পুষ্করিণী খনন কালে যে তাম্রফলক পাওয়া যায় তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, এই সুবৃহৎ দেউল জয়ন্তচন্দ্র নামক কোন নৃপতির কীর্ত্তি। (List of Ancient Monuments in the Presidency Division)। জটার দেউলের ন্যায় সুবৃহৎ দেউল এখন খাড়িমণ্ডলের নানা স্থানেই দেখা যাইতেছে। রেনেলের মানচিত্রেও দুই একটি সুবৃহৎ দেউলের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এই অঞ্চলের অধুনা আবিষ্কৃত যে সকল মূর্ত্তি ও গৃহ-শিল্পের পরিচয় লোকলোচনান্তর্গত হইয়াছে—তাহা হইতে নিঃসন্দেহেই বলিতে পারা যায় যে, পাল ও সেন রাজাদিগের আমলের ললিত শিল্প-কলা খাড়ি-মণ্ডলকে সুসজ্জিত করিয়াছিল। সেই মণ্ডলের যাঁহারা অধিপতি ছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালীই ছিলেন এবং তাঁহাদের দুর্গ বাঙ্গালীর দুর্গই ছিল। বীরর্ষভ বঙ্গসেনা সেই সকল দুর্গ রক্ষা করিত এবং প্রয়োজনমত শত্রুর সহিত সমরে লিপ্ত হইত। যদি সে কালের অখণ্ড বঙ্গভূমির প্রত্যেক মণ্ডলের ইতি-কথা সঙ্কলন করিতে পারা যাইত, তাহা হইলে তাৎকালিক বাঙ্গালীর শৌর্য্য-বীর্য্যের পরিচয়ের অভাব হইত না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

মন্দির-নির্ম্মাণ

দীর্ঘকাল লজ্যোধ্যা শাস্তে ভক্তিঃ ক্ক চ প্রভৌ।
বিধাতুরপ্যসাধ্যঃ তদ্ যদ্ গৌড়ৈর্বিহিতং তদা॥
—রাজতরঙ্গিনী।

আলেকজান্দার একটি বিপুল গ্রীক্-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিবার মানসে ভারতবর্ষে যে পাদপীঠ রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তাহা পঞ্চনদের খরতরঙ্গে ভাসিয়া গেল। তাঁহার ভারত-পরিত্যাগের তিন বর্ষ মধ্যেই গ্রীক অমাত্যগণ বিদূরিত হইলেন, গ্রীক সেনানিবাস সৈন্যসহ ধ্বংস প্রাপ্ত হইল, গ্রীক সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার সূত্র পর্য্যন্ত ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়া গেল! (১) সমর-ক্ষত দুই দিনেই আবার শুষ্ক হইয়া উঠিল, অশ্বপদ-বিদলিত শস্যক্ষেত্র আবার হরিৎ শোভায় হাসিয়া উঠিল, ধৈর্য্যশীল কৃষক আবার পূর্ব্বের মতই দৃঢ় মুষ্টিতে হলধারণ করিয়া ভূমিকর্ষণে মনোনিবেশ করিল,—উত্তরভারতে আবার নবজীবনের প্রাণস্পন্দন লক্ষিত হইতে লাগিল।

গ্রীক প্রভাব

গ্রীক-অভিযান দুর্দ্দিনের ন্যায় আসিয়াছিল, ধূমকেতুর ন্যায় অকস্মাৎ আবির্ভূত হইয়াছিল—দুঃস্বপ্নের ন্যায় রজনীশেষে মিলাইয়া গেল! ভারতবর্ষ তাহার আপন স্বাতন্ত্র্য লইয়া পূর্ব্বেও যেমন চলিয়াছিল, আবার তেমনি চলিতে লাগিল—গ্রীসের স্পর্শে সাড়া দিল না। তাহার কাব্যে, নাটকে, সাহিত্যে,—তাহার ইতিহাস ও পুরাণে পর্য্যন্ত, কেহ

(১) Early History of India - V. A. Smith ; p. 110 (2nd Edn.)

গ্রীক-অভিযানের বার্ত্তা লিপিবদ্ধ করিয়া উহাকে মর্য্যাদা প্রদান করিবার আবশ্যকতা অনুভব করিল না!

আলেকজান্দারের মৃত্যুর বিংশ বৎসর পর ভারতে গ্রীক-শক্তি জাগ্রত করিবার যে চেষ্টা হইয়াছিল তাহা ব্যর্থ হইয়া গেল। যদিও প্রায় সার্দ্ধ দ্বিশতাব্দী পর্য্যন্ত পঞ্চনদের স্থানে স্থানে গ্রীকসম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল, কিন্তু দুই চারিটি মুদ্রার পৃষ্ঠে অঙ্কিত গ্রীক-কাহিনী ভিন্ন, সে সম্বন্ধের আর কোনও অভিজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

মৌর্য্য-সাম্রাজ্য

মাসিদন-মহাবীরের মৃত্যু-সংবাদ ভারতবর্ষে আসিবার পর হইতেই উত্তর-ভারতের নানা রাষ্ট্রশক্তি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন হইবার জন্য উন্নত-শীর্ষ হইতে লাগিল। রাষ্ট্রবিপ্লবের রক্তরাগরঞ্জিত পতাকা হস্তে লইয়া, সহায়হীন সম্বলবিহীন—একদা নির্ব্বাসিত, ব্রাহ্মণ চাণক্যের মন্ত্রশিষ্য, যুবক চন্দ্রগুপ্ত উত্তর-ভারতে যে বিশাল মৌর্য্য-সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিলেন, তাহার শক্তি, সম্পদ্ ও সাধনার কাহিনী—তাহার রাজ্যবিজয় ও ধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস, ভারতের এক গৌরবমণ্ডিত আত্মপ্রতিষ্ঠার উদ্বোধনের কীর্ত্তিকাহিনী। অষ্টাদশ বর্ষ মধ্যে চন্দ্রগুপ্তের অপ্রতিহত শক্তি তাঁহাকে ঐতিহাসিক যুগের সর্ব্বপ্রথম ভারতীয় একচ্ছত্র নরপতিরূপে বিঘোষিত করিল; উত্তরে দুরারোহ হিন্দুকুশ পর্ব্বতের দুর্ভেদ্য শৈলপ্রাকার মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া সেলিউকিদান-সাম্রাজ্য হইতে উহাকে পৃথক্ করিয়া দিল।

হস্তী-বিদ্যা

গ্রীক রাজদূত মিগাস্থিনিস খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দের প্রথম পাদে চন্দ্র-গুপ্তের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার বর্ণনা পাঠে জানা যায় যে, সেকালে রাজন্যবর্গ বহুসংখ্যক রণহস্তী রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সমরকৌশল শিক্ষা দিতেন। হস্তীগুলি আবশ্যক মত লোষ্ট্র নিক্ষেপ ও অস্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পারিত। কথিত আছে পোরস্ যখন ঝিলাম নদের তীরে আলেকজান্দারের

সহিত যুদ্ধে শরাহত হইয়া ভূপতিত হইলেন, তখন তাঁহার হস্তী পরম যত্নে সেই সকল শর দেহ হইতে একে একে উৎপাটিত করিয়াছিল! (১) আমরা এখন বিস্মৃত হইয়াছি যে, এই বঙ্গদেশেই "হস্তীবিদ্যার" প্রথম উৎপত্তি হইয়াছিল। খৃঃ পূঃ পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দে হস্তী-চিকিৎসা বঙ্গদেশে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় তাঁহার বর্দ্ধমানের "সম্বোধনে" উহাকেই বাঙ্গালার "প্রথম গৌরব" রূপে বর্ণনা করিয়াছেন।

মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের সামরিক ব্যবস্থা মিগাস্থিনিসের বর্ণনায় সুব্যক্ত রহিয়াছে। স্ত্রীসৈন্য, সামরিক-সভা, সৈন্য-সংগ্রহ, হস্তী অশ্ব রথ ও পদাতিক প্রভৃতির বৃত্তান্ত, সমরকালে ঢাক ও ঘণ্টা-নিনাদ করিয়া সৈন্যদিগকে উৎসাহ প্রদান, যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ প্রভৃতির বর্ণনা ভারতবর্ষের ইতিহাসপাঠক মাত্রেরই অবিদিত নাই। বঙ্গের সামরিক ব্যবস্থা এই কালে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অনুরূপ ছিল কি না তাহা জানিবার উপায় না থাকিলেও ইহা অনুমিত হইতে পারে যে, অত্যন্ত প্রবল মৌর্য্য-প্রভাব স্বাভাবিক নিয়মেই অন্ততঃ কতকাংশে বঙ্গেও বিস্তৃতিলাভ করিয়াছিল।

মৌর্য্য-সাম্রাজ্যে সামরিক ব্যবস্থা

কিছু কাল পূর্ব্বে বগুড়া জেলার মহাস্থান গড়ে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় উহার পাঠোদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন যে মৌর্য্যযুগে উত্তর বঙ্গের পুণ্ড্র-বর্দ্ধন রাজ্যে 'প্রবঙ্গ', 'বঙ্গেয়' এবং 'সম্বঙ্গীয়' নামে সুপরিচিত সামরিক বঙ্গজাতির একটী স্বাধীন সন্ধিবদ্ধ রাষ্ট্র বা Confederacy বর্ত্তমান ছিল। পুণ্ড্রগণ এই সম্বঙ্গীয়দিগের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাদের রাজধানীর নাম ছিল পুণ্ড্রনগর। (২) উহাই এখন মহাস্থান নামে পরিচিত।

(১) Early History of India—V. A. Smith ; p. 63. (2nd End).

(২) Epi. Indica Vol. XXI. No. 14 ; p. 85—91 ; Indian Historical Quarterly, Vol. IX. p. 734.

মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্ত কালের স্রোতে ভাসিয়া গেলেন, মহারাজ-চক্রবর্ত্তী অশোকের রাষ্ট্রকাহিনী শেষে তাঁহার জয়স্তম্ভ ও শাসনলিপিতে পর্য্যবসিত হইল। গঙ্গার মোহানা পর্য্যন্ত অশোকের রাজ্য বিস্তার লাভ করিয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বাঙ্গালীর সহিত তৎকালে মৌর্য্য-সম্রাটের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহার বিশেষ কোন বিবরণ পাইবার উপায় নাই। মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের পতনের পর সুঙ্গ, কান্ব এবং অন্ধ্র সাম্রাজ্য কত রুধিরস্রোতের ভিতর দিয়া—কত জয়-পরাজয় বহিয়া ভারতের রাষ্ট্রগগনে এক একবার দেখা দিল, আবার লুক্কায়িত হইল। শক হূণ প্রভৃতির খর-তরবারি উত্তর-ভারতে কত বিপ্লবের সৃষ্টি করিল। মহানগরী তক্ষশিলা—একদিন যাহা স্থাপত্যে ভাস্কর্য্যে, বিহারে সঙ্ঘে সুশোভিত হইয়া দেশ-বিদেশের জ্ঞানপিপাসুদিগের জ্ঞানার্জ্জনের পথ সুগম করিয়াছিল, এবং বাঙ্গালার আচার্য্যাদিগের যশে দশ দিক পরিপূর্ণ করিয়াছিল, তাহার কাহিনীও শেষে রাজনগরী পুরুষপুরের কাহিনীর সহিত ক্রমে ক্রমে বিস্মৃতিসাগরে নির্মজ্জিত হইতে আরম্ভ করিল। অবশেষে খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে সেই বিশাল কুশান্ সাম্রাজ্যও হূণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হইয়া বিলুপ্ত হইয়া গেল! এই সকল উত্থান-পতনের সহিত বাঙ্গালার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোনও সংস্রব ছিল কি না তাহা এখনও জানিবার উপায় নাই। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাস আজিও তিমিরাচ্ছন্ন।

পতন ও উত্থান

চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতগগন আবার মেঘনির্ম্মুক্ত বালারুণ-কিরণে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পাটলীপুত্রের রাজভবনের সৌধশিরে সেই আলোকরাশি যখন বিচ্ছুরিত হইল, তখন বৈশালীর লিচ্ছবী-রাজদুহিতা কুমারদেবী পাটলীপুত্রের রাজ-লক্ষ্মীরূপে আগমন করিয়া চন্দ্রগুপ্তের কণ্ঠে বরমাল্য

পাটলীপুত্রের রাজলক্ষ্মী

অর্পণ করিয়াছেন—তখন বৈশালী ও পাটলীপুত্রের গৃহ-কলহ ধৌত করিয়া কুমারদেবীর প্রেমধারা প্রবাহিত হইতেছে।

সে পুণ্যধারা স্পর্শে অখ্যাত চন্দ্রগুপ্ত (১) ধীরে ধীরে সুবিখ্যাত হইলেন—সামান্য প্রত্যন্তরাজ অবলীলাক্রমে মহারাজাধিরাজ উপাধিতে বিভূষিত হইয়া মৌর্য্যসাম্রাজ্যের চিতা-ভস্মের উপর নবীন রাষ্ট্রশক্তির প্রতিষ্ঠা করিলেন। সে শক্তি গুপ্তসাম্রাজ্য নামে ইতিহাসে সুপরিচিত। সে যুগ (২) ভারতবর্ষের এক উদ্বোধনের যুগ। তাহা সাহিত্য ও শিল্পের গৌরবে গৌরবান্বিত—কাব্য, নাটক ও সঙ্গীতে অলঙ্কৃত। সে যুগ ভারতের নৌ-সাধন ব্রতের মহোৎসবের যুগ। সে যুগে চীন ও জাপান পরম সমাদরে ভারতের পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিল।

গুপ্ত-সাম্রাজ্য

চন্দ্রগুপ্ত যে সাম্রাজ্যের বিজয়মন্দিরের শিলাবিন্যাস মাত্র করিয়াই স্বর্গগত হইয়াছিলেন, যুবরাজ সমুদ্রগুপ্ত—ভারতের নেপোলিয়ন (৩) সেই মন্দিরকে অভ্রভেদী করিয়া তুলিলেন। পূর্ব্বে ও পশ্চিমে গঙ্গাতীর হইতে যমুনা ও চম্বল বিধৌত জনপদ পর্য্যন্ত এবং উত্তরে হিমালয় হইতে নর্ম্মদার তীরভূমি পর্য্যন্ত সমুদ্রগুপ্তের পদলগ্ন হইয়া পড়িল।

ভারতের নেপোলিয়ন

এই বিরাট রাজ্যবিস্তারকাহিনীর সহিত "সমতট-ডবাক্-কামরূপ-নেপাল-কর্ত্তৃপুরাদি-প্রত্যন্ত" নৃপতিবর্গের পয়াজয়কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। এই সকল প্রত্যন্ত রাজগণ কর্ত্তৃক "সর্ব্বকর-দানাজ্ঞাকরণ-

(১) Early History of India—V. A. Smith, pp. 115, 265, 266.

(২) Arts and Crafts of India and Ceylon—A. K. Coomara Swamy, pp. 37-38.

(৩) Early History of India—V. A. Smith, p. 274 (2nd Edn).

প্রণামাগমন” দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকর্ত্তা বলিয়া প্রশস্তিকার সমুদ্র-গুপ্তের বর্ণনা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, সমতট (দক্ষিণ বা পূর্ব্ব বঙ্গ) এবং ডবাকের (বগুড়া, দিনাজপুর ও রাজসাহী জেলা) (১) নৃপতিদ্বয় সমুদ্র-গুপ্তের সহিত সন্ধি সংস্থাপন পূর্ব্বক তাঁহাকে সর্ব্বকর দান করিতে স্বীকৃত হইয়া পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন। বরেন্দ্রের অপরাংশ, গৌড় এবং রাঢ়—পূর্ব্বেই সম্পূর্ণরূপে বিজিত হইয়াছিল। (২) যে বীরভদ্রের চরণতলে দাক্ষিণাত্য ও আর্য্যাবর্ত্তের রাজন্যসমাজ লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন—শা, শাহিন শা প্রভৃতি পাশ্চাত্য নৃপতিবৃন্দ সর্ব্বদা রাজদূত প্রেরণ করিয়া যাঁহার পূজার ব্যবস্থা করিতে যত্নবান হইয়াছিলেন—তাঁহার সহিত যে বাঙ্গালী যুদ্ধে মত্ত হইয়াছিল, সে বাঙ্গালীর বাহুতে বল ছিল—হৃদয়ে সাহস ছিল—তাহার অসির ফলকে অনল জ্বলিত!

প্রয়াগ-স্তম্ভলিপি

সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যজয়-কাহিনী রাজকবি সান্ধিবিগ্রহিক কুমারামাত্য হরিষেণের প্রশস্তিতে সুপরিচিত হইয়াছে। প্রয়াগের যে বিজয়স্তম্ভের গাত্রে একদিন মহারাজাধিরাজ অশোক অহিংসা পরমোধর্ম্মের জয়গান রচনা করিয়া নরনারীর হৃদয়ে জীবপ্রেমের পূতধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই স্তম্ভগাত্রেই আবার কালক্রমে বীরের শোণিতলিপ্ত অসির ফলকে দিগ্বিজয়ের গৌরবগীতিও উৎকীর্ণ হইয়াছিল! সে দিগ্বিজয়ের স্মৃতি আবার একদিন হিমশৈলগাত্রে সমুৎকীর্ণ অশ্বমেধ যজ্ঞের তেজস্বী বাজির শিলামূর্ত্তির সহিত বিজড়িত হইয়াছিল। অধুনা সে মূর্ত্তি লক্ষ্ণৌ-নগরীর শিল্পশালার সিংহদ্বার-সম্মুখে সুরক্ষিত থাকিয়া ভারতেতিহাসের একটি সমুজ্জ্বল আখ্যায়িকাকে বিলুপ্ত হইতে দেয় নাই।

(১) Early History of India, V. A. Smith, pp. 249-50.

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ১ম খণ্ড—২য় সংস্করণ—৫১ পৃঃ।

সমুদ্রগুপ্তের রাজসভা হইতে তখন যে আলোক বিকীরিত হইয়াছিল, পাটলীপুত্রের বীর সেনাপতিদিগের শূরত্বের কাহিনী তখন যেরূপে দেশমধ্যে পরিকীর্ত্তিত হইবার সম্ভাবনা ছিল, তাহাতে অনুমান হয় সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব কতকাংশে বঙ্গেও বিস্তৃতিলাভ করিয়া থাকিবে। ইহা যুগধর্ম্মের প্রভাব। তখন উত্তরভারতও যেমন নৌ-বলে বলীয়ান, বঙ্গেও তেমনি নৌশক্তি প্রবল ছিল। (১)

যুগধর্ম্মের প্রভাব

"ইতিহাস-প্রসিদ্ধ গুপ্তরাজগণ বঙ্গদেশ হইতে বিভিন্ন প্রদেশে আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উৎপত্তিস্থান ও অভ্যুদয়ক্ষেত্র এই বঙ্গদেশ। বিভিন্ন জনপদ অধিকার করিয়া বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহারা নূতন নূতন রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের প্রধান রাজধানী এই বঙ্গদেশেই ছিল। বঙ্গদেশের অন্তর্গত সমুদ্রগড়—রাজা সমুদ্রগুপ্তের গড় বা রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণও এই বঙ্গদেশেই প্রতিষ্ঠান্বিত ছিলেন।"(২)

অভিনব অভিমত

বঙ্গান্ উৎখায় তরসা নেতা নৌসাধনোদ্যতাম্
নিচখান জয়স্তম্ভং গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু চ ॥

বাঙ্গালীর নৌ-শক্তি যে হীন ছিল না, ইহা পূর্ব্বাধ্যায়ে দেখিয়াছি, পরে আরও দেখিতে পাইব। যুদ্ধবিশেষে জয় বা পরাজয় লাভ দেখিয়া জাতীয় শক্তির পরিমাপ হয় না—ইহার উদাহরণ ক্রেসি, সিদান, চিলিয়ান্‌ওয়ালা, হল্‌দিঘাট, ওয়াটারলু প্রভৃতি মহাযুদ্ধ। সুতরাং

(১) Indian Shipping—Mr. Mukerjee, p. 102.
Early History of India—V. A. Smith, p. 125 (2nd Edn)
Edicts of Asoka—V. A. Smith, Introduction.

(২) পৃথিবীর ইতিহাস—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী—৪র্থ খণ্ড।

ইক্ষ্বাকুবংশাবতংস রঘু মতান্তরে সমুদ্রগুপ্ত (১) বাঙ্গালীর নৌবিতান পরাজিত করিয়া জয়স্তম্ভ সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়াই এমন মনে করিবার কারণ নাই যে, বাঙ্গালীর নৌশক্তি তখন অত্যন্ত হীন ছিল। বরং কবি কর্ত্তৃক বঙ্গের নৌশক্তির বিশেষ উল্লেখ দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে উহা সেকালে উল্লেখযোগ্যই ছিল।

ফরিদপুরের তাম্রশাসন

ইহা নিঃশংসয়ে বলিতে পারা যায় যে, ফরিদপুরের তাম্রশাসন প্রকাশ করিতেছে যে, বঙ্গে নৌসাধনের বিস্তৃতি ঘটিয়াছিল। ভূমিদান-বিষয়ক এই সকল তাম্রশাসনে অর্ণবপোত নির্ম্মাণোপযোগী পোতাশ্রয়ের, "বিষয়াধি-নিযুক্তক-ব্যাপার-কারণ্ডয়ের" (শুল্কাধ্যক্ষের) এবং "প্রাক্‌সমুদ্র মর্য্যাদার" অর্থাৎ পূর্ব্বসমুদ্র বঙ্গাধিকারে থাকিবার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ফরিদপুরের তাম্র-শাসনের কালাদি লইয়া অনেক মতভেদ আছে। (২)

আর্য্যাবর্ত্তে ও দাক্ষিণাত্যে নৌশিল্প

কার্টিস্, দিওদোরস, টলেমি, মিগাস্থিনিস প্রভৃতির প্রাচীনকালের বর্ণনায়, ভিন্‌সেণ্ট-স্মিথ, রবার্টসন্ প্রভৃতির একালের রচনায় উত্তর-ভারতের নৌবলের ইতিহাস সুব্যক্ত রহিয়াছে। মৌর্য্য চন্দ্রগুপ্ত ও অশোকের পর উত্তরভারতে কুশান্ সাম্রাজ্য ও দক্ষিণে অন্ধ্র সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হয়। গ্রীক, রোমক এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের রচনা হইতে দেখা যায়, এ যুগেও ভারতের নৌশক্তি অনেকাংশে পরিপুষ্ট হইয়াছিল; (৩) তখন

(১) মানসী ও মর্ম্মবাণী—১৩২২—৫৩৮ পৃঃ।
(২) Indian Antiquary : Vol XX, pp. 44-45. Three copper plate Grants from East Bengal by F. E. Pargiter M. A., I. C. S.
(৩) Ancient India (Disquisition)—Robertson, p. 196.
Indian Shipping—Mr. Mukerjee—pp. 102, 125, 126.
Edicts of Asoka—V. A. Smith : Introduction.
Early History of India—V. A. Smith, p. 125 (2nd Edn., and pp. 400-401.

রোমের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়াছিল। দক্ষিণ-ভারতে যে রোমকদিগের উপনিবেশ ছিল, তাহারও পরিচয় বর্ত্তমান আছে। মহাভারতে পর্য্যন্ত রোমকদিগের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যখন নৌসাধনের গৌরব এইরূপে আত্মপরিচয় দিয়াছিল, বাঙ্গালী তখন নিদ্রিত ছিল না—চীন, কোরিয়া, জাপান প্রভৃতি স্থানে তখন বাঙ্গালার পোত গমনাগমন করিত—বাঙ্গালী ঔপনিবেশিক তখন চোল-সাম্রাজ্য গঠনে সহায়তা করিতেছিল। খৃষ্টাব্দের প্রথম দুই শতাব্দীতেও দাক্ষিণাত্যের চোলের সহিত বঙ্গের সম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। (১)

সেই সুপ্রাচীন কালে বাঙ্গালার সপ্তগ্রাম চরিত্রপুর নামে প্রখ্যাত হইয়া, বিপুলা রাজনগরী রূপে চৈনিক পরিব্রাজক কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তগ্রাম, সুবর্ণগ্রাম তাম্রলিপ্ত

সুবর্ণগ্রাম তখন পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। তাম্রলিপ্ত তখন বঙ্গের প্রধান উল্লেখযোগ্য প্রাচীন বাণিজ্য-নগর। মহাবংশে ইহা তামলিত্ত নামে পরিচিত। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণাদিতে বঙ্গের এই নগরীর উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুরাণে ইহা সমুদ্রতীরস্থ নগরী বলিয়া কথিত। পেরিপ্লাস্ নামক ভৌগোলিক গ্রন্থে তাম্রলিপ্ত গঙ্গার মোহনায় অবস্থিত একটি অতি বৃহৎ বাণিজ্য-কেন্দ্র বলিয়া পরিচিত ছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর উষায় যখন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান বঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, তখনও তিনি এই নগরীর যেরূপ সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন, দুই শতাব্দীর পর ওয়ান্‌চোয়াংও তাহাই দেখিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে পরিব্রাজক ইৎ-সিং চীন হইতে সমুদ্রপথে আসিয়া এই স্থানেই অবতরণ করিয়াছিলেন। সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত

(১) Early History of India—V. A. Smith, p. 416. (2nd Edn).

সমতট, তাম্রলিপ্ত, হরিকেল—বাঙ্গালার এই প্রধান তিনটি বাণিজ্য-কেন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল বন্দরে বাঙ্গালীর পোত অবস্থান করিত এবং বাঙ্গালী বণিক পণ্যসম্ভার লইয়া সাগরপথে নানা দেশে গতায়াত করিত। রাজ্যবিজয় বা সমরজয়ের ন্যায় ইহাও বাঙ্গালীর অকুতোভয়তা, সাহস ও বাহুবলের পরিচয় দেয়। মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বঙ্গের তীর হইতে সাহসী নাবিকগণ অর্ণবপোতে যাত্রা করিয়া সুপ্রাচীন সমুদ্রপথে সিংহল, যবদ্বীপ এবং সুমাত্রায় গমন পূর্ব্বক উপনিবেশ সংস্থাপন করিত এবং চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য-সম্বন্ধ সুদৃঢ় রাখিত, ইহা কাকাসু ওকাকুরার অভিমত। (১)

কাকাসু ওকাকুরা

এক সময়ে চীনের লো-ইয়ং প্রদেশে তিন সহস্র ভারতবর্ষীয় প্রচারক এবং দশ সহস্র ভারতবাসী সপরিবারে বাস করিয়া চীনেও ভারতের ধর্ম্ম, শিল্প এবং সভ্যতা (২) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভারতের সহিত প্রাচ্যের নৌ-সম্বন্ধ যে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে বিশেষরূপে বর্ত্তমান ছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ আছে। ওয়ান্-চোয়াং বলিয়াছেন, পারস্যের প্রধান নগরীতে হিন্দুগণ বাস করিত। তাহাদিগের ধর্ম্মানুশীলনে কেহ বাধা দিত না।

চীন ও ভারতবর্ষ

সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্ত যাঁহার উচ্ছেদসাধন করিয়া উত্তর-ভারতে প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, এতদিন যিনি দিল্লীর লৌহস্তম্ভের গাত্রে উৎকীর্ণ লিপির বিক্রমাদিত্য অভিধেয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নামে ভারতের ইতিহাসে পরিচিত ছিলেন, তাঁহাকে সমুদ্র-গুপ্তের পুত্র ও পরবর্ত্তীকালের নৃপতি বলিয়া

পুষ্কর্ণার বঙ্গবীর চন্দ্রবর্ম্মণ

(১) Ideals of the East, K. Okakura pp. 1 and 2.

(২) Ibid—p. 113. এই সকল উপনিবেশিকদিগের মধ্যে যে বাঙ্গালী ছিল না, এরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে—বাঙ্গালার সহিত চীনের প্রাচীন সম্বন্ধ।

ঐতিহাসিকগণ কীর্ত্তিত করিয়াছেন। নবীন গবেষণায় ইহাই সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, তিনি সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক ব্যক্তি। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত পুষ্কর্ণার (১) সেই প্রবল পরাক্রান্ত বীর চন্দ্রবর্ম্মণের কাহিনী শুশুনিয়ার শৈলগাত্রে আজিও বর্ত্তমান আছে। মালব ও বাহ্লিক রাজ্য একদিন তাঁহার নিকট পরাজয় মানিয়াছিল, সুরাষ্ট্র শকজাতির করমুক্ত হইয়া তাঁহারই পদলগ্ন হইয়াছিল (২)। তিনি যখন অসংখ্য সেনা লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করেন, তখন সম্মিলিত বঙ্গশক্তি তাঁহাকে বাধা প্রদান করিয়াছিল। সেকালের সেই ভীষণ যুদ্ধ বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর যুদ্ধ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। স্বাধিকার রক্ষার নিমিত্ত রাজা চন্দ্রবর্ম্মণ্ যে সকল দুর্গ রচনা করিয়াছিলেন, কোটালীপাড়ার সুপ্রাচীন তিন মাইল ব্যাপী চন্দ্রবর্ম্ম-কোট আজিও তাহার স্মৃতি বহন কবিতেছে। (৩) আজিও বহুবর্ষার বারিধারা-বিধৌত সেই সুবিস্তৃত মৃৎদুর্গের জীর্ণ প্রাচীরের কঙ্কাল, দর্শকের কৌতূহল উদ্দীপিত করে। সমাচারদেবের বহুবিতর্কিত তাম্রশাসনে এই দুর্গের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

শেষের আরম্ভ

যে সাম্রাজ্য একদিন ধনে জনে, শিল্পে সাহিত্যে, জয়ে প্রতিষ্ঠায় ভারতে অতুল হইয়াছিল—যাহার সুশাসন-কাহিনী এখনও প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রজীবনের এক বিস্মৃত বিলুপ্ত বসন্তসমাগমের সুখস্মৃতির বিমুগ্ধ-সুখস্বপ্নের ন্যায়, ঐতিহাসিকের নয়ন সমক্ষে উপস্থিত হয়—মৌর্য্যরাহু পুষ্যমিত্রের অশ্বমেধে

Vide Indian Pundits in the Land of Snow, S. C. Das, C.I.E. pp. 14-44 (1893).

(১) A. S. R.—1927-28, p. 138 ; বঙ্গশ্রী—ফাল্গুন, ১৩৩৯।

(২) Gupta Inscriptions—Fleet, Vol III, p. 141.

(৩) ঢাকা রিভিউ—১০ম বর্ষ—৪৩ পৃঃ।

সঞ্জীবিত (১) সমুদ্রগুপ্তের অশ্বমেধের পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত—একদা নির্জ্জিত ব্রাহ্মণ-শক্তি, যে সাম্রাজ্যে আবার নব অভ্যুদয় লাভ করিয়া বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উচ্চশিরেরও উর্দ্ধে মস্তক উত্তোলন (২) করিয়াছিল, পঞ্চম শতাব্দীর মধ্য ভাগে গুপ্তরাজ কুমার গুপ্তের দেহাবসানের সঙ্গেই সেই বিপুল সাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হইয়াছিল।

হূণ বন্যা

উত্তর ভারতের দুর্গম পার্ব্বত্যপথে তখন যে হূণ-বন্যা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, তাহার অপ্রতিহত বেগে গুপ্তরাজসিংহাসন রঙ্গভূমি হইতে চিরদিনের জন্য ভাসিয়া গেল! স্কন্দগুপ্ত, পুরগুপ্ত, নরসিংহ-গুপ্ত কিংবা গুপ্ত বংশের শেষ প্রদীপ দ্বিতীয় কুমার-গুপ্ত কেহই সে স্রোত আর ফিরাইতে পারিলেন না। মগধের মৌখরি রাজবংশ সে কালস্রোতে একেবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। শেষে নবম শতাব্দীর অরুণরাগে রঞ্জিত হইয়া কিরূপে মগধের রাজমুকুট বঙ্গের পাল-নরপালগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, সে কাহিনী পরে বলিব।

মিহির গুল

পঞ্চম শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস কুহেলি-সমাচ্ছন্ন। উত্তরাপথের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম পাদের ইতিহাস, হূণ-অভিযানের ইতিহাস। তাহা রুধির-রঞ্জিত। সেই ইতিহাসের সহিত মগধ-বঙ্গরাজ নরসিংহ-গুপ্ত এবং মালব-অধিপতি যশোধর্ম্মের সম্মিলিত শক্তির সম্মুখে হূণদিগের পরাজয়-বার্ত্তা বিজড়িত রহিয়াছে। উহা আজিও মিহির গুলের লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়।

আজিও স্মরণ করাইয়া দেয় যে, যখন হূণগণ বেগশালী অশ্বে

(১) Early History of India—V. A. Smith, p. 190 (2nd Edn).

(২) Ibid—Pp. 286, 287.

আরোহণ করিয়া গ্রামের পর গ্রাম দগ্ধ করিতে করিতে, নগরের পর নগর রুধির-স্রোতে প্লাবিত করিতে করিতে অগ্রসর হইয়াছিল—তখন উত্তর-ভারত শক্তিহীন! সে আক্রমণ রোধ করিবার ক্ষমতা কাহারও হইল না! হূণগণ দেখিতে খর্ব্ব ছিল। তাহাদের প্রশস্ত অংস, অনুন্নত নাসা, কোটরগত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নয়ন, শ্মশ্রু-গুম্ফ-বিহীন বদন দেখিবামাত্র নর-নারী ভয়ে শিহরিয়া উঠিত।

মিহির গুলের অত্যাচার এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, মগধ-বঙ্গরাজ আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না—মালবপতি যশোধর্ম্ম প্রজার বেদনায় কাতর হইয়া উঠিলেন। মালবে মগধে তখন যে মিলন ঘটিল, তাহারই অপ্রতিহত বেগে দুর্ব্বার হূণ শৈলাবণ্যে পলায়ন করিল,—তাহাদের রাজধানী বর্ত্তমান সিয়ালকোট মালব-পতির করায়ত্ত হইল। ইহা খ্রীষ্টাব্দের যষ্ঠ শতাব্দীর রুধির-সিক্ত কাহিনী।

মালবে মগধে মিলন

মালবপতি তাঁহার বিজয়কাহিনীকে অক্ষয় করিবার জন্য মালব-দেশান্তর্গত মন্দসোর বা দাসপুর নগরীর প্রান্তে যে দুইটি কীর্ত্তিস্তম্ভ সংস্থাপন পূর্ব্বক প্রশস্তি প্রচার করিয়াছিলেন, তাহাতে প্রকাশ যে, কি গুপ্তনাথগণ, কি হূণাধিপগণ যে সকল জনপদ জয় করিতে অসমর্থ হইয়াছিলেন, তিনি সে সকলও জয় করিয়াছিলেন; লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে, গহন তালবনাচ্ছাদিত মহেন্দ্র গিরির উপত্যকা বা কলিঙ্গের সামন্তগণ পর্য্যন্ত তাঁহার চরণে নত হইয়াছিলেন। প্রবল পরাক্রান্ত প্রাচ্য ও বহু-সংখ্যক উদীচ্য নরপতিগণকে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করিয়া, কাহাকেও বা সংগ্রামে জয় করিয়া, হূণ বিজয়ের পাঁচ বৎসর পর মালবপতি জগতীতলে সুদুর্লভ পরম শ্রুতি-সুখকর 'রাজাধিরাজ পরমেশ্বর' আখ্যা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। এই বর্ণনা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালীর সহিত

রাজাধিরাজ পরমেশ্বর

তাঁহার যুদ্ধ ঘটিয়াছিল এবং অন্যান্য মহাবল প্রাচীন নৃপতিদিগের মধ্যে বঙ্গপতিও তখন গণনীয় হইয়াছিলেন! ইহাই ইঙ্গিতে ষষ্ঠ শতাব্দীর বঙ্গ-, বিক্রমের পরিচয় প্রদান করিতেছে। স্বর্গীয় কে, পি, জায়সোয়ালের গবেষণা এখন মালবপতিকেই পুরাণপ্রসিদ্ধ দশমাবতার কল্কিদেব বলিয়া ঘোষণা করিতেছে!

মৌখরি বংশের রাজকুমার ঈশান বর্ম্মা "ভূরি প্রতাপত্বিষ" বলিয়া শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার বাহুবলের নিকট পরাক্রান্ত অন্ধ্রাধিপতি নমিত হইয়াছিলেন। অন্ধ্ররাজের "সহস্র গণিত ত্রেধা" মদস্রাবী বারণ ও মুলিকা নামক রাষ্ট্র জয় করিয়া যে মৌখরি রাজকুমার,

"সমুদ্রাশ্রয়াণ্ গৌড়ান্"

"নিযুতাতিসংখ্য তুরগ" লাভ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন—কোন্ বীর গৌড়পতি যে তাঁহারই সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা জানিতে না পারিলেও, ইহা বলিতে বাধা থাকে না যে, সেই "সমুদ্রাশ্রয়াণ্ গৌড়ান্" কখনই রণ-ভীরু ছিল না। এই সমুদ্রাশ্রয়স্থিত অথবা নৌবলদৃপ্ত গৌড়গণ যে কে তাহা ঐতিহাসিক নির্দ্ধারণ করিবেন। (১) বাঙ্গালার এই যুগেব ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। কিন্তু ফরিদপুর ও রাজসাহীর শাসনগুলি একত্রে পাঠ করিলে ইহাই অনুমিত হয় যে, ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচার দেব প্রভৃতি এই যুগের ভিন্ন ভিন্ন সময়ের এক-একজন পরাক্রান্ত নৃপতি ছিলেন। তাঁহাদের রাজশক্তিকে উত্তর-ভারতের নৃপ-সমাজও অস্বীকার করিতে পারিতেন না।

উত্তরাপথের ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যযুগের ইতিহাস এখনও অপরিজ্ঞাতই আছে। তখন উত্তর-ভারত একচ্ছত্র সম্রাট্‌শূন্য ও আমুগাঙ্গ্য প্রদেশ

প্রভাকর বর্দ্ধন

হূণদিগের পূর্ব্ব অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়াছে। বঙ্গের শাসনকর্ত্তৃগণ তখন এক একটি স্বতন্ত্র জনপদে স্বাধীন-

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—ত্রয়োবিংশভাগ—৪র্থ সংখ্যা।

ভাবে রাজ্যভোগ করিতেছিলেন। উত্তরাপথের শূন্য সিংহাসন লাভ করিবার জন্য তখন যে সমরায়োজন হইয়াছিল, স্থানীশ্বর অধিপতি প্রভাকর বর্দ্ধন তাহার প্রথম নায়ক।

প্রভাকর কালগ্রাসে পতিত হইলেই একচ্ছত্র সম্রাট্ হইবার আকাঙ্ক্ষা অনেকের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়াছিল, কারণ তাঁহার জীবদ্দশায় উত্তরাপথের পশ্চিমভাগে তাঁহার প্রভুশক্তি অস্বীকার করিবার সামর্থ্য কাহারও ছিল না। তাঁহার পরাক্রমে তখন রাজপুতনায় গুর্জ্জর, উত্তর-পশ্চিমে পঞ্চনদের হূণ এবং মালব-রাজ সন্ত্রস্ত হইয়াছিলেন।

এই মালব রাজ্যের অবস্থান লইয়া সুধীসমাজে অনেক মতভেদ আছে। ইহাই ওয়ান্-চোয়াং (Hiuen Tsang) বর্ণিত মো-লা-পো জনপদ। উজ্জয়িনী ও মো-লা-পোর মধ্য দিয়া চম্বল নদ প্রবাহিত ছিল। ইহার পূর্ব্বভাগে অবন্তী বা পূর্ব্ব-মালব এবং উত্তর-পশ্চিমে গুর্জ্জর রাজ্যের অংশবিশেষ বর্ত্তমান ছিল।

মো-লা-পো

প্রভাকরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্দ্ধন যখন হূণবিজয়ের জন্য উত্তর-পশ্চিমে ধাবিত হইয়াছেন, তাঁহার কনিষ্ঠ হর্ষবর্দ্ধন যখন বহু অশ্বারোহী লইয়া জ্যেষ্ঠের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইয়া শৈলারণ্যে মৃগয়াব্যস্ত, তখন প্রভাকর সহসা কালগ্রাসে পতিত হইলেন। অবসর বুঝিয়া মো-লা-পো বা মালব-রাজ, প্রভাকরের জামাতা কান্যকুব্জপতি গ্রহবর্ম্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। যুদ্ধে গ্রহবর্ম্মা নিহত হইলেন ; তাঁহার পত্নী রাজ্যশ্রী শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। মালবের বিজয়ী সেনা স্থানীশ্বর অভিমুখে যাত্রা করিল।

রাজ্যশ্রী

রাজ্যবর্দ্ধন দশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া মালব-রাজের সহিত যুদ্ধারম্ভ

করিলেন। জয়লক্ষ্মী রাজ্যবর্দ্ধনকেই আশ্রয় করিল। সমরজয়ের আনন্দ-কোলাহলে যখন রাজধানী মুখরিত, তখন আকস্মিক অশনিসম্পাতের ন্যায় সংবাদ আসিল যে, "গৌড়-ভুজঙ্গ" শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করিয়াছেন।

গৌড়-ভুজঙ্গ

মুহূর্ত্তে আনন্দ-কোলাহল স্তব্ধ হইল—মুহূর্ত্তে বিজয়-ভেরী নীরব হইল। হর্ষবর্দ্ধন অশ্রুসিক্ত বদনে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। গৌড় জনপদ বা বঙ্গভূমি তখন পঞ্চ স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল—(১) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (২) কামরূপ (৩) সমতট (৪) তাম্রলিপ্ত (৫) কর্ণসুবর্ণ। ওয়ান্-চোয়াং যখন বঙ্গে আসিয়াছিলেন তখন কর্ণসুবর্ণরাজ বা গৌড়-ভুজঙ্গ জীবিত ছিলেন না। রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে তিনি যে বহু সেনা লইয়া কান্যকুব্জ জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—ইহা বাঙ্গালীর দ্বিগ্বিজয়-কাহিনীর পূর্ব্ব সূচনা।

গুপ্তসাম্রাজ্যের অধঃপতনের পর তাম্রলিপ্ত প্রদেশ দেব-রক্ষিত রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল বলিয়া বিষ্ণুপুরাণে কথিত হয়। "গৌড ভুজঙ্গ" শশাঙ্ক এই রাজ্য জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার বঙ্গসাম্রাজ্য গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এই রাজ্য-জয় ব্যাপারে যাহাদের হৃদয়-শোণিত বিজয়বেদী বিধৌত করিয়াছিল, তাহারা গৌডবাসী বাঙ্গালীই ছিল—অন্য দেশ হইতে আগমন করিয়া শশাঙ্কের রাজদুর্গে অস্ত্রব্যবসায় গ্রহণ করে নাই। সহস্রাধিকবর্ষ পর একথা স্মরণ করিলে, বর্ত্তমানের পরাধীন অবস্থাকেই সমধিক প্রামাণ্য মনে করিয়া কেহ কেহ হয়ত এই সমুজ্জ্বল অতীতের চিত্রকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে পারেন। আজ যদি অতীতের রুদ্ধ দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দেখাইতে পারি যে, ম্যারাথনের উদ্ঘাতক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বীরগণ গ্রীক বীরের সহিত শক্তিপরীক্ষায় রত হইয়াছিল (১)

গঞ্জাম পর্য্যন্ত বঙ্গসাম্রাজ্য

(১) Between 516-485 B. C. Darius Hystaspes had an Indian

—আজ যদি ইহা বলি যে, খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ভারতের হিন্দু বীর কৌণ্ডিন্য কাম্বোডিয়ায় যে বর্ম্মণরাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিলেন, তাহা শ্যাম দেশে বহুদিন পর্য্যন্ত গৌরবে সম্ভ্রমে বিরাজিত ছিল—ব্রাহ্মণ দিবাকরের অনিন্দ্যসুন্দর স্থাপত্য-নিদর্শন বহুদিন পর্য্যন্ত সে দেশের শোভা বর্দ্ধন করিত (১)—আজ যদি বৈদেশিক ইতিহাস হইতে ইহাই দেখাইতে পারি যে, ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী শুধু বাঙ্গালাতেই বীরত্ব খ্যাতি অর্জ্জন করে নাই, সুদূর ব্রহ্মদেশে যাইয়াও সান্, ব্রহ্মবাসী, শ্যাম-বাসী ও আরাকানবাসীদিগের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়া যে ব্রহ্ম-সান্-সাম্রাজ্যের উদ্ভবের কারণ হইয়াছিল, একদিন সেই সাম্রাজ্যের বীরর্ষভ-দিগের জয়গানে সাগরবেলা মুখর থাকিত (২), তাহা হইলেও যেমন অনেকে বিশ্বাস করিতে ইতস্ততঃ করিবেন, বঙ্গসাম্রাজ্য যে গঞ্জাম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল একথা শুনিলেও হয় ত সেইরূপ অবিশ্বাস আসিবে। ইহা রুগ্ন মনোবৃত্তির স্বাভাবিক অবসাদ। বাঙ্গালীর ইতিহাস রচিত হইবার উপাদানগুলি মাত্র তিল তিল করিয়া সংগৃহীত হইতে আরম্ভ হইয়াছে। বাঙ্গালার সেই ইতিহাস যখন রচিত হইবে, তখন আর কোনও বাঙ্গালী তাহার অতীত ইতিহাসকে কবি-কল্পনা বলিয়া মনে করিবে না।

দক্ষিণ-মগধের রোহিতাশ্ব দুর্গাভ্যন্তরে পাষাণ গাত্রে যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতে শশাঙ্কের মুদ্রার মূর্ত্তি আছে। মুদ্রার ঊর্দ্ধ-

province in his Persian Empire and Indian soldiers were fighting at *Marathon* side by side with the Imperial army against the Greeks—*The Ancient History of Magadh* by S. V. Venkatiswara Aiyer M.A., L.T. in the Ind : Antiq : Feb. 1916, p. 29.

(১) *Ind* : *Antiq* : Vol XLV, p. 44.

(২) *Ind* : *Antiq* : Vol XLV, p. 42.

দেশে যে পুরুষমূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে, তাহার তলদেশে "শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য" উৎকীর্ণ থাকা দেখিয়া অনুমান হয় যে, তিনি প্রথমে সামন্ত নরপাল ছিলেন। কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে, "যে সুযোগে পশ্চিমদিকে স্থানীশ্বরে প্রভাকরবর্দ্ধন এক অভিনব সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন, সেই সুযোগে, পূর্ব্বদিকে লৌহিত্য নদের উপকণ্ঠ হইতে গহন-তাল-বনাচ্ছাদিত মহেন্দ্রগিরির উপত্যকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ বশীভূত করিয়া, তিনি (শশাঙ্ক) গৌড়রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।" (১)

মহাসামন্ত শশাঙ্ক

গৌড় জনপদ তখন শুধু রাষ্ট্রক্ষেত্রে নহে, কাব্য রচনাতেও এক স্বতন্ত্র রীতির অনুসরণ করিয়া সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিল। সেই রচনা-রীতি আলঙ্কারিক দণ্ডী কর্ত্তৃক "গৌড়ী-রীতি" নামে প্রখ্যাত। গৌড় তখন ভাষায় ও রচনায় পর্য্যন্ত স্বাতন্ত্র্যলাভ করিয়া যেমন সাহিত্যক্ষেত্রে এক অভিনব স্বাধীনমত প্রচার পূর্ব্বক ধন্য হইয়াছিল, তেমনি সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতকে হেলায় অবনত করিয়া রাষ্ট্র-লীলাতেও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়াছিল।

গৌড়ীরীতি

সপ্তম শতাব্দী বাঙ্গালীর এক গৌরবের যুগ। সে যুগে বঙ্গবাহিনী গঙ্গাতীরে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণরাজ্যের রাজনগরী রাঙ্গামাটীর রাজপ্রাসাদের মূলে সমবেত হইয়া যে জয় নিনাদ করিয়াছিল, তাহা সিংহ-গর্জ্জনের ন্যায় সমগ্র উত্তর-পূর্ব্ব ভারতে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হইয়া রাজন্য সমাজকে শঙ্কা-সঙ্কুল করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

সপ্তম শতাব্দী

"রাজ্যবর্দ্ধন নিহত হইলে, কান্যকুব্জ নির্ব্বিবাদেই গৌড়পতির হস্তগত হইয়াছিল। তিনি গুপ্ত নামক ব্যক্তির হস্তে কান্যকুব্জ নগর রক্ষার

(১) গৌড়রাজমালা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি—৭ পৃষ্ঠা।

ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। গুপ্ত সম্ভবতঃ গৌড়াধিপের আদেশক্রমে রাজ্যশ্রীকে কারামুক্ত করিয়া, তাঁহাকে অনুচরীগণের সহিত যথাভিলষিত স্থানে গমন করিতে অনুমতি দিয়াছিলেন। রাজ্যশ্রীর কারামুক্তি শশাঙ্কের তৎকাল-দুর্লভ সহৃদয়তার পরিচায়ক।" (১)

এ সহৃদয়তা তৎকালে দুর্লভ ছিল না। বরং এই নারী-মর্য্যাদা-জ্ঞানই ভারতবর্ষের সভ্যতা ও শিক্ষার অন্যতম প্রধান নিদর্শন বলিয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন, যে যুগে ভারতে ইহা ছিল, সে যুগে য়ুরোপে ইহার সন্ধান লাভ দুরূহ ছিল। (২)

শশাঙ্ক মনে করিয়াছিলেন, সমগ্র উত্তর-ভারত জয় করিয়া সার্ব্বভৌম নরপতি রূপে গৌড়ের সিংহাসনে উপবিষ্ট হইবেন—গৌড়বাসীর জয়গানে আসমুদ্র হিমাচল মুখরিত হইয়া উঠিবে—গৌড়ীয় সেনা-পদ-ভরে ভারতবর্ষ থর থর কম্পিত হইবে।

পঞ্চভারতে যুদ্ধ

---

(১) গৌড়রাজমালা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতি—১০ পৃঃ।

(২) From our point of view there is nothing that gives us such an insight into the comparative high state of civilisation in India during the medieval period as *the immunity with which strangers from a foreign country were able to take their women-folk with them on their travels in India.* In the 15th century we saw Conti doing so with perfect safety; at the beginning of the 17th Pietro della valle supplies us with a second example. *Had the positions been reversed, and an Indian traveller attempted to travel with his family* through any of the more civilised countries of Europe between the beginning of the 15th and the close of the 16th century, *it is doubtful* whether the treatment he would have received would have been in any way comparable to that which the natives of India—Hindus and Mahomedans alike, meted out to their "Firinghi" visitors.

Travellers in India—Oaten. Pp. 137-138.

কিন্তু তাঁহার আশা ফলবতী হইল না। হর্ষবর্দ্ধন সিংহাসনে আরোহণ করিয়া মন্ত্রীদিগকে কহিলেন—ভ্রাতৃহন্তা জীবিত থাকিতে এই দক্ষিণ করে আহার্য্য তুলিয়া আর মুখে দিব না! তাঁহার আদেশে ৫ সহস্র রণহস্তী, ২০ সহস্র অশ্বারোহী ও ৫০ সহস্র পদাতিক গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসব হইল। প্রতিপক্ষ প্রভূত বলশালী না হইলে যুদ্ধের জন্য কখনই এরূপ আয়োজনের প্রয়োজন হইত না।

ওয়ান্-চোয়াং লিখিয়াছেন—পূর্ব্বদিকে অগ্রসর হইয়া হর্ষবর্দ্ধন অবাধ্য রাজন্য-সমাজকে আক্রমণ করিলেন এবং 'পঞ্চ ভারতের' সহিত ছয় বৎসর ধরিয়া অবিরত যুদ্ধ করিলেন। পাঠান্তরে—ছয় বৎসর অবিরত যুদ্ধ করিয়া পঞ্চভারত জয় করিয়াছিলেন। পঞ্চভারত অর্থে পঞ্চ গৌড় সূচিত হইত।

মাধব রাজের শাসন

হর্ষবর্দ্ধন যে সুদীর্ঘ ছয়বর্ষব্যাপী যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তাহার মধ্যে হস্তীর পৃষ্ঠের হাওদা (১) নামিল না, সৈনিকের শিরস্ত্রাণ খসিল না! তথাপি সম্পূর্ণ বঙ্গজয় ঘটিল না। গৌড়াধিপ শশাঙ্ক তবুও "চতুরুদধি-সলিল-বীচি-মেখলা-নিলীন-সদ্বীপ-গিরি-পত্তনবতী" বসুন্ধরার অধীশ্বর রূপেই কলিঙ্গের মহাসামন্ত মাধব-রাজের ৬১৯ খ্রীঃ অব্দের শাসনে (২) আখ্যাত হইলেন—বাঙ্গালীর শূরত্ব ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিল। গৌড়াধিপ জীবিত থাকিতে হর্ষবর্দ্ধন কিছুতেই বঙ্গজয় করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্রতিজ্ঞা বাক্যমাত্রেই রহিয়া গেল। বাঙ্গালীর বীরত্ব-গাথা ভল্লের মুখে, অসির ফলকে উত্তর-ভারতে উৎকীর্ণ হইল!

(১) Early History of India—V. A. Smith, P. 313, (2nd Edn.)

(২) Epigraphia Indica—Vol VI, P. 143.

সমর-ক্লেশ দূর করিতে না করিতেই দুষ্ট ব্রণ দেখা দিল। গৌড়পতি শশাঙ্কের দেহ হইতে মাংস খসিয়া পড়িতে লাগিল। একদিন গৌড়জনপদকে অন্ধকারে সমাবৃত করিয়া শশাঙ্ক মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। স্বর্গীয় বন্ধু রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় 'বাঙ্গালার ইতিহাসের' প্রথম খণ্ডে (২য় সংস্করণ—১১০ পৃঃ) প্রমাণিত করিয়াছেন যে, "শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে শৈলোদ্ভব বংশীয় মাধববর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র চালুক্যরাজের সাহায্যে হর্ষের সহিত যুদ্ধ" করিয়াছিলেন। মাধববর্ম্মা শশাঙ্কের জনৈক সামন্ত নরপতি ছিলেন।

গৌড় বিজয়

শশাঙ্ক এখন বিস্মৃত—তাঁহার রাজধানীর অবস্থান এখন নানা বিচার-বিতর্কের সামগ্রী—তাঁহার বংশ-পরিচয় এখন পল্লবিত তর্কজালে সমাচ্ছন্ন—কিন্তু তাঁহার সময়েই বাঙ্গালীর গৌড়ীয় মহাসাম্রাজ্য অনায়াসে পশ্চিমে কুশীনগর এবং দক্ষিণে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল, সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গ তাঁহার রাজছত্রের ছায়াতলে পরিপুষ্ট হইতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাঙ্গালীর বল তখন হেলায় আপন বিজয়স্তম্ভ রচনা করিতেছিল। আর সে শশাঙ্ক নাই, যাঁহার রণভেরী কান্যকুব্জকে কম্পিত করিয়াছিল—আর সে শশাঙ্ক নাই, যাঁহার পতাকামূলে সমবেত হইয়া বীর বাঙ্গালী উত্তরাপথ জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিল—আর সে শশাঙ্ক নাই "চতুরুদধি" তরঙ্গভঙ্গে যাঁহার জয়গান করিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার সাম্রাজ্য শেষে "পঞ্চভারত"-বিজেতা হর্ষবর্দ্ধনের পদানত হইয়াছিল। হিমালয় হইতে নর্ম্মদা নদী পর্য্যন্ত একদিকে, অন্যদিকে সৌরাষ্ট্র-রাজ্য মালব ও গুর্জ্জর পর্য্যন্ত হর্ষের সাম্রাজ্য বিস্তৃত হইয়া গেল। পশ্চিমে বলভীপতি এবং পূর্ব্বে কামরূপরাজ হর্ষের আজ্ঞাধীন হইলেন। সুতরাং অনুমান হয়, বঙ্গ ও সমতট এই ভীষণ প্রভঞ্জনের মুখে আত্মরক্ষা করিতে পারে নাই। ইহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। কিন্তু সেই কথা মনে করিয়া হৃদয় গৌরবে পূর্ণ হয় যে, শশাঙ্ক ছিলেন সেই বঙ্গবীর,

যিনি কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা) হইতে জয়গর্ব্বে-রণযাত্রা করিয়া সুদূর কান্যকুব্জের সিংহদ্বারে দারুণ আঘাত করিয়াছিলেন—ধন্য সেই, শশাঙ্ক যিনি হর্ষবর্দ্ধনের সিংহাসন-প্রাপ্তির ছয় বৎসরের মধ্যেও উত্তরা-পথের বীরাগ্রগণ্য শ্রীহর্ষ কর্ত্তৃক বিজিত হন নাই—বরং তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীই ছিলেন—যিনি শ্রীহর্ষের রাজ্যাভিষেকের পরও সুদীর্ঘ ত্রয়োদশ বৎসর পর্য্যন্ত সম্রাট্ বলিয়াই পূজা পাইয়াছিলেন। ধন্য সেই বঙ্গবীর শশাঙ্ক যিনি স্থানীশ্বরের অগণিত সেনাকটক কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ও পরাজিত হইয়াও উচ্চশির নত করেন নাই, মহেন্দ্র পর্ব্বতের পাদদেশে আশ্রয় লইয়া বীরোচিত গর্ব্বে স্থানীশ্বরেব দিকে চাহিয়াছিলেন।

সপ্তম শতাব্দীব শেষার্দ্ধের বাঙ্গালার ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেই সুদূর অতীতের দিকৃচক্রবালপ্রান্তে যখন অষ্টম শতাব্দীব তরুণ অরুণ দিঙ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাশিত হইল, বঙ্গের তখন বড় দুর্দ্দিন। তখন উত্তর-ভারতে সার্ব্বভৌমত্ব লাভের জন্য রণ-কোলাহল শ্রুত হইতেছিল।

বঙ্গের দুর্দ্দিন

পৌণ্ড্রপতির বীরত্বজ্যোতিঃ তখনো বঙ্গে ও বঙ্গের বাহিরে প্রকাশিত ছিল। তখনও তিনি "উর্জ্জিত-বৈরি-বিদারণ-পটু"। কিন্তু বিন্ধ্য প্রদেশের অধীশ্বর শৈলবংশ-তিলক শ্রীবর্দ্ধনের শৌর্য্যান্বিত পৌত্র তাঁহাকে নিহত করিয়া (১) পৌণ্ড্ররাজ্য গ্রহণ করিলেন। যশোবর্ম্মার আঘাতে বঙ্গ এবং কামরূপরাজ ভাস্কর বর্ম্মার সহিত সমরে কর্ণসুবর্ণ ক্রমে ক্রমে হীনবল হইয়া পড়িল।

কান্যকুব্জরাজ যশোবর্ম্মা সমগ্র উত্তরাপথ অধিকার করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার দিগ্বিজয়-কাহিনী সভাকবি বাকৃপতি রাজ "গউড়বহ" নামক কাব্যে (২) বর্ণনা করিয়াছেন। প্রতিদ্বন্দ্বী মগধনাথকে নিহত করিয়া যশোবর্ম্মা যখন

যশোবর্ম্মা

(১) Epi : Ind : Vol IX, P. 44.

(২) Bombay Sanskrit Series No 34.

সাগরতীরে বঙ্গরাজ্যে উপনীত হইলেন, তখন অসংখ্য হস্তীর নায়ক বঙ্গেশ্বর তাঁহার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জয়লাভ করিতে পারেন নাই।

যে বন্ধন সমগ্র উত্তর-ভারতকে একচ্ছত্রের অধীনে রক্ষা করিয়া সাহিত্যে ও শাসন-নীতিতে, জনহিতকব প্রতিষ্ঠানে ও ধর্ম্মরক্ষায় সুদৃঢ় হইয়াছিল, শ্রীহর্ষের দেহাবসানের সঙ্গেই তাহা ছিন্ন হইয়া গেল। তখন উত্তরভারত নানা খণ্ড খণ্ড স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া, অবিরত রণ-কোলাহলে মুখরিত হইতে লাগিল। শ্রীহর্ষের সস্নেহ সেবায় হূণ-ভল্লের দারুণ ক্ষতচিহ্ন তখন আর বর্ত্তমান ছিল না। সুশাসনে নিঃশঙ্ক হইতে অভ্যস্ত হইয়া উত্তরাপথের জনসাধারণ বিস্মৃত হইয়াছিল যে, বহিঃশত্রুর কবল হইতে রক্ষা পাইতে হইলে, আবার একজন শ্রীহর্ষের রাজছত্রতলে সমবেত হওয়া প্রয়োজন!

যশোবর্ম্মা এই সময়ে শ্রীহর্ষের সেই ভগ্ন অট্টালিকার জীর্ণ সংস্কাররূপ দুরূহ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রয়াসী হইয়াছিলেন। ভগ্ন পাদ-পীঠের উপর যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহা সুদৃঢ় হইতে পারিল না,—ভূস্বর্গ কাশ্মীর হইতে যে অশনি সম্পাত হইল, তাহারই আঘাতে যশো-বর্ম্মের সংস্কৃত মন্দির ধ্বসিয়া পড়িল। কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য মুক্তা-পীড় যশোবর্ম্মাকে সিংহাসন হইতে অপসৃত করিলেন! (১)

বিজয়ী কাশ্মীর-সৈন্য কলিঙ্গাভিমুখে প্রধাবিত হইল। দিগ্বিজয়ী যশোবর্ম্মার পরাভব দেখিয়াই গৌড় মণ্ডলের অধিপতি "অসংখ্য" হস্তি উপঢৌকন দিয়া কাশ্মীরপতিকে তুষ্ট করিলেন। তখন আর যুদ্ধাদি ঘটিতে পারিল না। কাশ্মীরপতি কিছুকাল পরেই গৌড়রাজকে স্বগৃহে আমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন।

অবিশ্বাসী কাশ্মীর

(১) *Rajtarangini*—Stein : Introduction.

পরিহাস-কেশব বিগ্রহকে মধ্যস্থ রাখিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—অতিথির অঙ্গ স্পর্শ করিবেন না!

এ প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইল না। প্রবল গৌড়পতি নিহত হইলে নিষ্কণ্টক হইতে পারিবেন, সম্ভবতঃ এই আশায় দেবস্থানে প্রতিজ্ঞা করিয়াও ললিতাদিত্য গুপ্ত ঘাতকের দ্বারা ত্রিগামী নামক স্থানে গৌড়-পতিকে নিহত করাইলেন।

গৌড়জনের প্রতিশোধ

প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষায় প্রজ্বলিত-হৃদয়, গৌড়পতির মুষ্টিমেয় অনুচরবর্গ শ্রীনগরের রাজবাহিনীর সহিত যেরূপ অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিয়া একে একে রুধিরাক্ত দেহে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, সে কাহিনী বীর বাঙ্গালীর অনুপম ক্ষাত্রতেজে সমুদ্ভাসিত হইয়া, অরাতিগণের ঐতিহাসিক কহ্লণ-বিরচিত ইতিহাসের পৃষ্ঠা অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছে। এই ঘটনার চারি শত বর্ষ পর কহ্লণ লিখিয়াছেন—

"গৌড়াধীশের সাহসিক অনুজীবিগণ প্রভু-হত্যার প্রতিশোধ-মানসে অদ্ভুত বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিল। তাহারা শারদামন্দির-দর্শন-ছলে কাশ্মীর দেশে প্রবেশ করিয়া, সাক্ষী দেব পরিহাস-কেশবের মন্দির বেষ্টন করিল। সেই সময়ে নরপতি দেশান্তরে ছিলেন। তাহাদিগকে মন্দিরে প্রবেশ করিতে অভিলাষী দেখিয়া পূজকগণ পরিহাস-কেশবের মন্দির-দ্বার রুদ্ধ করিল।"

"বিক্রমশীল গৌড়বাসিগণ পরিহাস-কেশব ভ্রমে রজতময় রামস্বামীর বিগ্রহ উৎপাটিত করিয়া রেণুরূপে পরিণত করিল ও তিল তিল করিয়া চতুর্দ্দিকে নিক্ষেপ করিল। অনন্তর সৈন্য সকল নগর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিল।"

"শোণিতসিক্ত শ্যামবর্ণ গৌড়ীয়গণ, সৈন্যগণের অস্ত্রাঘাতে নিহত হইয়া ভূতলে পতিত হইল; যেন অঞ্জনশৈলের শিলাখণ্ড সকল

মনঃশিলার রসে রঞ্জিত হইল। তাহাদের রুধির ধারায় এবংবিধ অসামান্য প্রভুভক্তি উজ্জ্বলীকৃত ও পৃথিবী ধন্য হইয়াছিল।"

"* * * দীর্ঘকালে লঙ্ঘনীয় গৌড় হইতে কাশ্মীরের পথের কথাই বা কি বলিব এবং মৃত প্রভুর প্রতি ভক্তির কথাই বা কি বলিব? গৌড়গণ তখন যাহা সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিধাতার পক্ষেও তাহা সম্পাদন করা অসাধ্য।"

এ প্রশংসা গৌড়গণের স্বদেশবাসী ঐতিহাসিকের স্তুতিবাদ নহে। যে কহ্লণ এই কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া গৌড়দিগকে "রাক্ষস" বলিয়া অভিহিত করিতে বিরত হন নাই, ইহা কাশ্মীরবাসী সেই কহ্লণের রচিত বাঙ্গালীর বিজয়-গাথা!

এ যুগে বাঙ্গালার সামরিক রীতি নীতি কি ছিল তাহার যথাযথ বর্ণনা পাইবার উপায় নাই। ভারতবর্ষে যাহা জাতিগত কর্ত্তব্যরূপে পরিচিত হইয়াছিল, তাহার জন্য বিশেষ বিধির আবশ্যক হয় নাই। ভারতবাসী তাহার যে সকল অনুষ্ঠেয় কর্ম্মকে বিধিবদ্ধ করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়াছিল, তাহাব সহিত সমাজ ও ধর্ম্মের সম্বন্ধই সমধিক বর্ত্তমান ছিল। একালে যাহার জন্য শোভাযাত্রা, পুষ্পমাল্য ও সভা-সমিতির প্রয়োজন হইয়াছিল—সেকালে তাহা অতি সহজেই লভ্য ও সাধারণ ব্যাপার ছিল।

সেকালের সামরিক ব্যবস্থা

সপ্তম শতাব্দীর প্রথমাংশে ওয়ান্-চোয়াং ভারতবর্ষে আসিয়া বঙ্গের নানা স্থানে পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের সামরিক ব্যবস্থা লক্ষ্য করিবার তাঁহার অনেক সুযোগ ঘটিয়াছিল। তিনি সাধারণ ভাবে বলিয়াছেন—

যাহারা বিশেষ সাহসী বলিয়া পরিচিত ছিল, তাহারাই সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত হইতে পারিত। যুদ্ধকার্য্য বংশগত হইয়া উঠিয়াছিল

বলিয়া বীর-বংশের পুত্রগণও বীর-পিতার পরিত্যক্ত অসি চর্ম্ম ধারণ করিত।

সৈন্যগণ শিবির সংস্থাপন পূর্ব্বক রাজপ্রাসাদের চতুর্দ্দিকে বাস করিত। যুদ্ধারম্ভে ইহারাই সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হইত। ভারতবর্ষের সৈন্য —অশ্বারোহী, গজারোহী, পদাতিক ও রথারোহী এই চারিশ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। রণকুঞ্জর সুদৃঢ় বর্ম্মে আচ্ছাদিত থাকিত। তাহাদিগের দন্ত তীক্ষ্ণ লৌহদ্বারা দৃঢ়ীকৃত হইত। ওয়ান্-চোয়াং নৌসৈন্যের বিশেষ পরিচয় দেন নাই—কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের নৌসাধন এখন সর্ব্বদেশ-বিদিত। বাঙ্গালীর নৌশক্তি সুপরিচিত।

ওয়ান্-চোয়াং কহিয়াছেন—সারথির আদেশ মত তাঁহার উভয় পার্শ্বস্থিত পরিচারকগণ রথ চালনা করে। রথে চারিটী করিয়া অশ্ব সংযুক্ত হয়। সেনাপতি উপবিষ্ট থাকেন। রক্ষীসৈন্য তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া রথের সঙ্গে সঙ্গে গমন করে।

মিগাস্থিনিসের কালে সাধারণতঃ যুদ্ধের রথ বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক সংবাহিত হইত। রথে যোজিত অশ্বগণকে রজ্জু ধরিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হইত। প্রথমে রথ টানিলে যুদ্ধের পূর্ব্বেই রথাশ্ব ক্লান্ত হইয়া পড়িবার সম্ভাবনা বলিয়া এরূপ করা হইত। দুইজন অস্ত্রধারী পুরুষ সারথির উভয় পার্শ্বে উপবিষ্ট থাকিয়া তাঁহার দেহ রক্ষা করিত।

ওয়ান্-চোয়াংএর বর্ণনায় দেখা যায় শত্রুর গতিরোধ করিবার জন্য অশ্বারোহী সৈন্য ব্যূহের পুরোভাগে দণ্ডায়মান থাকিত; পদাতিক সৈন্য ক্ষিপ্রগতিতে যুদ্ধের সাহায্য করিত। শক্তি ও সাহসের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই সৈন্য সংগৃহীত হইত। সেনাগণ দীর্ঘ বর্শা ও সুবৃহৎ ঢাল লইয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইত। কখন কখন সুতীক্ষ্ণ তরবারি লইয়াও শত্রু আক্রমণ করিত; সকল অস্ত্রই অতি তীক্ষ্ণধার ছিল। তাহাদিগের অগ্রভাগ সূক্ষ্ম হইত। বর্শা, ঢাল, ধনুর্ব্বাণ, অসি, খড়্গ,

কুঠার, ফিঙ্গা-যন্ত্র প্রভৃতিই যুদ্ধের প্রধান উপকরণ ছিল। সর্ব্বসমক্ষে সৈনিক নির্ব্বাচিত হইত এবং নির্ব্বাচনকালেই রাজপুরুষগণ তাহাদিগকে পারিশ্রমিক দিতে প্রতিশ্রুত হইতেন।

গ্রীক ঐতিহাসিকগণ পোরসের রণসজ্জার বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। (১) আসন্ন সমরের জন্য প্রস্তুত হইয়া ঝিলাম নদের বালুময় তীরে পোরসের দুইশত রণহস্তী দণ্ডায়মান হইল; ত্রিংশ সহস্র পদাতিক হস্তীগুলির পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিয়া দ্বিহস্ত পরিমিত দীর্ঘ তরবারি ও বৃহৎ ঢাল লইয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইল। কেহ বা তীক্ষ্ণধার বর্শা হস্তে, কেহ বা সুবৃহৎ কার্ম্মুকে শরসংযোগ পূর্ব্বক অপেক্ষা করিতে লাগিল।

পোরসের রণসজ্জা

ধনুগুলি ধনুর্দ্ধরদিগের ন্যায় বৃহৎ ছিল। ভূমির উপর ধনুক রক্ষা করিয়া, বামপদে উহা চাপিয়া ধরিয়া যোদ্ধগণ যখন জ্যা টানিয়া প্রায় 'তিনগজ' দীর্ঘ শর সবলে নিক্ষেপ কবিত, তখন বর্ম্ম চর্ম্ম কিছুতেই সে সন্ধান ব্যর্থ হইত না! 'মালই' জাতির সহিত যুদ্ধে তাহাদের দুই হস্ত দীর্ঘ একটী শব আলেকজান্দারের বক্ষস্ত্রাণ ভেদ করিয়া বক্ষে বিদ্ধ হইয়াছিল—প্লুটার্ক এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

পোরসের পদাতিকদিগের উভয় পার্শ্বে বলদৃপ্ত চারি সহস্র অশ্বারোহী, প্রত্যেকে দুইটী করিযা বর্শা ও একখানি করিয়া ঢাল লইয়া আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। তাহাদের পুরোভাগে রথ রহিল। আলেকজান্দার দেখিলেন যেন সহসা তাঁহার সম্মুখে একটী নগর আবির্ভূত হইল। রণহস্তীগুলি সেই সজীব নগরের উন্নত গম্বুজ রূপে প্রতিভাত হইতে লাগিল; অস্ত্রধারিগণ হস্তীগুলির অন্তরে অন্তরে অবস্থিত থাকায় নগর-প্রাচীরের অনুরূপ বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

(১) *Early History of India*—V. A. Smith Pp. 61, 62 (2nd End).

আমরা মিগাস্থিনিসের বর্ণনা হইতে জানিতে পাই যে, সেকালে সৈন্য দিগের সহিত বারবিলাসিনিগণ গমন করিত। কিন্তু ওয়ান্-চোয়াংএর মুখে এরূপ কথা নাই। ইহা হইতেই মনে হয়, সহস্র বর্ষের কাল-বিবর্ত্তনে এ প্রথা ভারতবর্ষ হইতে হয়ত উৎখাত হইয়াছিল।

বারবিলাসিনী

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

নবজীবন

চলৎস্বনন্তেষু বলেষু যস্য বিশ্বম্ভরায়া নিচিতং রজোভিঃ।
পাদপ্রচারক্ষমমন্তরীক্ষং বিহঙ্গমানাং সুচিরং বভূব ॥

দেবপালদেবের মুঙ্গের-শাসন।

"কবি বাক্‌পতিরাজ-শ্রীভবভূতি-আদি-সেবিত" কান্যকুব্জেশ্বর যশোবর্ম্মা গৌড়পতিকে পরাজিত করিয়া অধিক দিন শান্তি সুখ লাভ করেন নাই। দিগ্বিজয়ে গর্ব্বিত হইয়া তিনি যেদিন চীনরাজ্যে দূত প্রেরণ করেন (৭৩১ খৃঃ অঃ) তাহার দশবর্ষ মধ্যেই কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য মুক্তাপীড তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন। উত্তর-ভারতে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল। (১)

হর্ষদেব

কাশ্মীরে গৌড়পতির হত্যার পর গৌড়জনপদেও যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইয়াছিল, নবরাজ্যজয়ের লালসায় হর্ষদেব সে সুযোগ ত্যাগ না করিয়া কামরূপ হইতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহার বিজয়ী সৈন্য গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ ও কোশল জয় করিল। তিনি বোধ হয় গৌড় জনপদকে কেন্দ্র করিয়া একটী বিস্তৃত সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতে অভিলাষী হইয়া-

(১) *Rajatarangini*—Stein Book IV, V. 133-46

ছিলেন। নেপালের পশুপতিনাথ-মন্দির গাত্রে যে লিপি উৎকীর্ণ হইয়াছিল (৭৫৮ খৃঃ অঃ) তাহাতেই হর্ষদেব "গৌড়োড্রাদি-কলিঙ্গ-কোশল-পতি" বলিয়া পরিচিত রহিয়াছেন। (১)

বাঙ্গালার ইতিহাস এখনো বহু অংশে ভূগর্ভে নিহিত। সুতরাং এই নব সাম্রাজ্যের বিস্তৃত বিবরণ জানিবার সম্ভাবনা নাই। অষ্টম শতাব্দীর ভারতবর্ষের ইতিহাস গুর্জ্জর-সাম্রাজ্যের উত্থানের ইতিহাস। সে দিন

গুর্জ্জর

রাজপুতনার মরু-প্রান্তরে যে রাজ্য-বিজয়-আকাঙ্ক্ষা জন্মলাভ করিয়াছিল, যে বিরাট অভিযান, মরু-ঝটিকার বিকট গর্জ্জনে স্তূয়মান হইয়া উত্তর-ভারতের নগ-নদী অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল, বঙ্গনৃপতিগণকেও তাহার ফলভাগী হইতে হয়।

এই শতাব্দীর চতুর্থপাদে বাঙ্গালায় একটী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। কহ্লণের ইতিহাসে তাহার প্রতিষ্ঠার বিবরণ প্রদত্ত

জয়াপীড়

হইয়াছে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধন তখন "গৌড়রাজাশ্রিত", জয়ন্ত নামক সামন্ত নৃপতি তখন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের কর্ত্তা। জয়াপীড় কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া, গোপনে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজকুমারী ও রাজ্য উভয়ই একত্রে লাভ করিয়াছিলেন। গৌড়ের পঞ্চজন নরপালকে পরাজিত করিয়া, তিনি স্বীয় শ্বশুর পৌণ্ড্রপতি জয়ন্তকে (২) গৌড়াধীশ পদে স্থাপিত করিয়াছিলেন। এ কাহিনী সত্য কি না সে বিষয়ে ঐতিহাসিক মতভেদ পরিদৃষ্ট হয়।

কিন্তু ["ক্ষিতিরিয়মভিতো নিজ্জিতা"] সমগ্র ভুবন বিজেতা বলিয়া

(১) *Indian Antiquary*. Vol, IX, P. 178

(২) *Rajtarangini*—Stein, Book IV, V. 465

অভিহিত শ্রীমৎ খড়্গোদ্যম সমতটে যে রাজ-বংশ স্থাপিত করিয়াছিলেন, তাম্রশাসনে তাহার পরিচয় বর্ত্তমান আছে। "বায়ু যেমন তৃণকে এবং করী যেমন অশ্ববৃন্দকে বিধ্বস্ত করে" ক্ষিতিপতি জাতখড়্গ, স্বীয় শৌর্য্য প্রভাবে সেইরূপ সমস্ত শত্রুকুল বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র দেবখড়্গ "অশেষ-ক্ষিতিপাল-মৌলিমালা-মণিদ্যোতিত-পাদপীঠ", "নির্জ্জিতশত্রু" বলিয়া ইতিহাসে প্রখ্যাত। প্রশস্তি-পত্রের উৎপ্রেক্ষা পরিহার করিলেও ইহাই সূচিত হয় যে, তৎকালে বঙ্গে শূরত্বের অভাব ছিল না—বাঙ্গালী রণবিমুখ জাতি ছিল না। আরও অনুমতি হয় যে, সুপ্রতিষ্ঠিত রাজশক্তি একাল পর্য্যন্ত বঙ্গ দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই; সমুদ্রগুপ্তের কালেও যেমন দেখিয়াছি যে, সমতট ও ডবাকের নৃপতিদিগের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল, তেমনি একালেও দেখিতে পাইতেছি যে, সমতটের সেই প্রাচীন গৌরব ও প্রতিষ্ঠা কোন ক্রমে ক্ষুণ্ণ হয় নাই;—পরবর্ত্তী কালের ইতিহাসও সেইরূপ পরিচয়ই দিয়া থাকে। শুধু সমতট নহে, বঙ্গের অন্যান্য অংশ সম্বন্ধেও বোধ হয় এই কথাই বলা যাইতে পারে। দেশে অপ্রতিহত রাজশক্তি বিরাজিত থাকিলে দেশের লোকের মধ্যে শূরত্বের অভাব সূচিত করে না। রাজশক্তি প্রজাশক্তির উপরই চিরপ্রতিষ্ঠিত।

খড়্গ রাজবংশ

সম্প্রতি প্রমাণিত হইয়াছে যে, পশ্চিমে ব্রহ্মপুত্রনদের প্রাচীন খাত, উত্তরে গারো এবং অন্যান্য শৈলমালা, পূর্ব্বে ত্রিপুরা ও শ্রীহট্টের পর্ব্বতরাজি এবং দক্ষিণে সমুদ্র—এই সীমার অন্তর্ব্বর্ত্তী ভূভাগ সমতট নামে পরিচিত ছিল। (১) পরিব্রাজক ওয়ান্-চোয়াং এবং ইৎ-সিং সমতটে খড়্গ-রাজধানী পরিদর্শন

সমতট

(১) *J. A. S. B.* January 1915—p. 17-18.

সমতট, ডবাক ও কর্ত্তৃপুর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মত অনুরূপ—*Early History of India.* –V. A. Smith (3 rd Edn). Page 285.

করিয়াছিলেন। রাজনগরী তখন বৌদ্ধ-পুরোহিতদিগের কণ্ঠনিঃসৃত অহিংসা-পরমোধর্ম্মের গানে মুখরিত হইত। বহু বৌদ্ধ-মন্দির তখন রাজধানীর শোভাবর্দ্ধন করিত। সমতটের খড়্গ-রাজবংশ যেমন ভুবনবিজেতা বলিয়া প্রখ্যাত, তেমনি উহা নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্যের পদগৌরব লাভে সুবিখ্যাত। এই বংশের রাজকুমার একদিন নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি শীলভদ্র নামে ইতিহাসে পরিচিত। অল্পদিন হইল, কুমিল্লার সপ্তক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত দেউলবাড়ী নামক গ্রামে একখানি পদ্মাসনা অষ্টভুজা শর্ব্বাণী মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিশ্রধাতু দ্বারা নির্ম্মিত এই শ্রীমূর্ত্তি সুবর্ণে মণ্ডিত। মহারাজ দেবখড়্গের পত্নী শর্ব্বাণী এই মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া উহার পদতলে স্বামীর যে পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাতে প্রকাশ যে দেবখড়্গ খড়্গের ন্যায়ই শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহার নিকটে সকল শত্রু পরাজয় মানিত। (১)

শত বর্ষ পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ঘন ঘন রাষ্ট্রবিপ্লব ও পুনঃ পুনঃ নবীন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইতেই অনুমান হয় যে, বঙ্গের শক্তি ক্রমেই হীন হইয়া

রাষ্ট্র বিপ্লব

আসিতেছিল। যে বীর প্রতাপ একদিন উত্তর ভারতকে শঙ্কিত করিয়াছিল, তাহার দীপ্তি ক্রমেই মলিন হইয়া বঙ্গের আভ্যন্তরীণ অবস্থা আসন্ন অরাজকতার অনুকূল করিয়া তুলিতেছিল।

গুর্জ্জরগণ মধ্য এসিয়া হইতে আগমন করিয়া পার্ব্বত্য পথে আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছিল। তাহাদের প্রতিহার বংশীয় রাজা বৎসরাজ যখন

বৎসরাজ

পশ্চিমে, ইন্দ্রায়ুধ উত্তরে, রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব দক্ষিণে এবং অবন্তীরাজ পূর্ব্ব দিকে রাজত্ব করিতেছিলেন,

(১) Dacca Review—Oct. 1917.

যখন মৌর্য্যগণের রাজ্য বীর জয়বরাহের (১) শাসনাধীন ছিল—অষ্টম শতাব্দীর সেই শেষ পাদে বৎসরাজ কান্যকুব্জ জয় করিয়া গৌড়পতি ও বঙ্গপতি উভয়েরই রাজছত্র লুণ্ঠিত করিলেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুব কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া মরুমধ্যে প্রস্থান করিতে (২) বাধ্য হইলেন। গৌড়-বঙ্গের "শরদিন্দু পাদধবল" রাজছত্রদ্বয় ধ্রুবের করতলগত হইল। (৩)

মাৎস্য-ন্যায়

পুনঃ পুনঃ বহিঃশত্রুর আক্রমণে যে অরাজকতার বীজ উপ্ত হইতেছিল, ক্রমে তাহা মহীরুহে পরিণত হইল। উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমত্বলাভেচ্ছু যশোবর্ম্মার যাহা ঘটিয়াছিল, বৎসরাজেরও তাহাই ঘটিল—ধ্রুবের ইতিহাস তিমিরাচ্ছন্ন। গৌড় বঙ্গ, মগধে শশাঙ্কের পর কেহই আর সে প্রতিষ্ঠা, সে বন্ধন রক্ষা করিতে পারিলেন না, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ আত্মকলহে নিযুক্ত হইলেন। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার আরম্ভ হইল। লামা তারানাথ লিখিয়াছেন—কি উড়িষ্যা, কি বঙ্গ এবং প্রাচ্যদেশের অন্য পঞ্চ ভূভাগ—সর্ব্বত্রই প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য পার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগে রাজনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন—সমগ্র দেশের কেহ রাজা ছিল না। (৪) বঙ্গ তখন সহস্র রাজক হইয়াছিল। এই অবস্থার নাম মাৎস্য-ন্যায়। গৌড়জনপদ-বাসী বীরগণ তখন আপন আপন প্রভুর বিজয় কামনায় কৃপাণে কার্ম্মুকে সজ্জিত হইয়া, পৈশাচিক হোলি ক্রীড়ায় প্রমত্ত হইয়া উঠিল!

অত্যাচারক্লিষ্ট অরাতিবিমর্দ্দিত শঙ্কিত প্রজাবৃন্দ তখন চতুর্দ্দিক

(১) *J. R. A. S*—1909, P. 253

(২) *Indian Antiquary*, Vol IX, P 157
Epigraphia Indica, Vol VI, Pp 242-243

(৩) *Indian Antiquary*, Vol XII, P. 190

(৪) *Lama Taranath in Cunningham's Archeological Survey Reports*, Vol, XV. P 198

হইতে আহত, লাঞ্ছিত ও তাড়িত হইয়া সমবেত হইল। প্রাচীনকালে তাপ্রোবেন দ্বীপে প্রজাকর্ত্তৃক রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন বটে, কিন্তু অষ্টম শতাব্দে বঙ্গের সে মহা-

মহা মিলন

মিলনের ন্যায় সম্মিলন ভারতবর্ষে পূর্ব্বে আর কখনও ঘটে নাই। সম্মিলিত গৌড়বাসী সে দিন "মাৎস্য-ন্যায় অপোহিত" (১) করিবার জন্য নিজেদের মধ্য হইতেই রাজনির্ব্বাচন করিয়া তাঁহারই শিরে গৌড়-বঙ্গের কনক-কিরীট স্থাপন পূর্ব্বক মহোল্লাসে জয় নিনাদ করিয়া উঠিল। বঙ্গে সেদিন যে এক অভিনব সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়া মাৎস্য-ন্যায় বিদূরিত করিয়াছিল, তাহার যশঃসৌরভে সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন আমোদিত হইয়াছিল।

সেই একদা বিপুল পালসাম্রাজ্যের কাহিনী, বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়ের কাহিনী। আজিও তাহার স্মৃতি উত্তর-বঙ্গের বহু রাজনগরীর ধ্বংসাব-শেষের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে, আজিও তাহার কীর্ত্তি বহু "জলধিমূল গভীর-গর্ভ" জলাশয়ে, স্তম্ভের পর অধুনা ভগ্ন স্তম্ভে, কত পাষাণে গঠিত দেবদেবীর মূর্ত্তি পদতলে, কত সুবৃহৎ স্তূপের ইষ্টকে প্রস্তরে ও বারাণসীর ঈশানচিত্রঘণ্টাদি শত কীর্ত্তিরত্ন ও সুসংস্কৃত ধর্ম্মরাজিকার স্মৃতিতে পরিস্ফুট হইয়া রহিয়াছে।

বঙ্গগৌরব

নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধভুবনে গৌড়ের রীতি, গৌড়ের শিল্প, গৌড়ের ধর্ম্ম, গৌড়ের কলা—গৌড়ের সাহিত্য গৌড়ের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া, গৌড়সাম্রাজ্যকে ভারতবর্ষে গৌরবোজ্জ্বল করিয়াছিল। সে দিন বরেন্দ্রের বিক্রমশীলায় ও জগদ্দলে বিশ্ববিদ্যার যে অনুপম মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহা নালন্দার মন্দিরের ন্যায়, জ্ঞানবিস্তারের গৌরবে গৌরবান্বিত থাকিয়া, বাঙ্গালীর অক্ষয়কীর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়াছিল। অল্পকাল পূর্ব্বে উত্তরবঙ্গের জগদ্দল

(১) খালিমপুর শাসন—৪র্থ শ্লোক।

গ্রামে বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাপ্ত কাচসংযুক্ত শৈলস্তম্ভ, সেই পুরাকীর্ত্তির নিদর্শনরূপে লোকলোচনের অন্তর্গত হইয়াছে। ধীমান ও বিতপালের সাধনায় বরেন্দ্রের কোন্ নিভৃত মন্দিরে স্থাপিত নটরাজের জটা হইতে ললিত কলার যে পুণ্যধারা প্রবাহিত হইয়াছিল, তাহা একদিন হিমালয়ের গিরিশৃঙ্গ অতিক্রম করিয়া, মহাচীনের ভিতর দিয়া সমুদ্রকুক্ষিগত দেশদেশান্তরেও পবিত্র বলিয়া পূজা লাভ করিয়াছে।

মাৎস্যন্যায় দূর করিবাব জন্য বঙ্গের প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহার শিরে রাজমুকুট প্রদান করিয়াছিল, তাঁহার পিতামহ ধনুর্ব্বিদ্যাবিৎ ও "সর্ব্ব-বিদ্যা-বিশুদ্ধ" বলিয়া প্রখ্যাত; তাঁহার পিতা সর্ব্ব-কার্য্যে কুশলী এবং অরাতিনিধনকারী বলিয়া তৎকালে পরিচিত ছিলেন। প্রশস্তিকার বলিয়াছেন, লোকে মনে করিত পুবাণপ্রসিদ্ধ পৃথু সগরাদি বুঝি কবিকল্পনা মাত্র, কিন্তু নব-নির্ব্বাচিত বঙ্গেশ্বর গোপালেব গুণাবলি দেখিয়া পৃথু সগরও শ্রদ্ধেয় হইয়াছিলেন—লোকের সংশয় বিদূরিত হইয়াছিল। (১)

গোপাল

গোপালদেব যখন বঙ্গের মাৎস্যন্যায় বিদূরিত করিয়া "জলধের্বসুন্ধরা" জয় করিলেন, যখন মিথিলা-মগধে বঙ্গের বিজয়কেতন উড্ডীন হইল—তখন বঙ্গবাহিনীর বীর হুঙ্কারে শত্রুর হৃদয় বিকম্পিত হইয়া উঠিল।

"তাঁহার অসংখ্য সেনাদল যুদ্ধার্থ প্রচলিত হইলে, সেনাপদাঘাতোত্থিত ধূলিপটলে পরিব্যাপ্ত হইয়া, গগনমণ্ডল দীর্ঘকালের জন্য বিহঙ্গমগণের বিচরণোপযোগী পদপ্রচারক্ষম অবস্থা প্রাপ্ত হইত বলিয়া প্রতিভাত হইত।" (২) গোপালদেবকে নিরন্তর রণে নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল; সুতরাং সেনাপদাঘাতোত্থিত ধূলিপটলে গগনমণ্ডল নিরন্তরই সমাচ্ছন্ন থাকিত বলিয়া কবি ইঙ্গিত করিয়া থাকিবেন।

(১) মুঙ্গের শাসন—২য় শ্লোক।
(২) মুঙ্গের শাসন—১ম শ্লোক।

তাঁহার অজেয় বঙ্গবাহিনী "সমুদ্রপর্য্যন্ত ধরণীমণ্ডল জয়" করিল —জয়-যোগ্য ভূমির অভাবেই যেন আর যুদ্ধোদ্যমের "প্রয়োজন নাই বলিয়া" গোপালদেব তাঁহার "মদমত্ত রণকুঞ্জরগণকে" বন্ধন-মুক্ত করিয়া দিলেন। এ যুগ পাল সাম্রাজ্যের অভ্যুদয়ের যুগ—বাঙ্গালীর নবজীবনলাভের যুগ। পাল-বংশের কাহিনী, বাঙ্গালীর কাহিনী বলিতেছি, কেন না পালরাজগণ বাঙ্গালীই ছিলেন—তাঁহাদিগের সাম্রাজ্য বঙ্গ হইতে মগধাদিতে ক্রমে ক্রমে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। 'গরুড়-স্তম্ভলিপি' ও 'রামচরিত' তাঁহাদের জনকভূমি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে—তাহা মগধ নহে, তাহা "বসুধার শীর্ষস্থান" বরেন্দ্রী—শ্রীমৎ গোপালদেব সেই পুণ্যভূমির দ্বিতীয় দশবল লোকনাথ। (১) আজিও উত্তরবঙ্গে "গোপাল চিতার ভিটা" সেই অতীত কাহিনী বহিয়া জীর্ণদেহে বর্ত্তমান রহিয়াছে।

গোপালদেবের বিজয় লাভ দেখিয়া মনে হয়, বঙ্গে কোন দিনই শক্তির অভাব ছিল না—বাঙ্গালীর সাহসের অভাব ছিল না; অভাব ছিল উপযুক্ত নায়কের। যখনই তাহার অসদ্ভাব ঘটিয়াছে, তখনই বঙ্গের পরাজয় ঘটিয়াছে। রাজ্যভার গ্রহণের পূর্ব্বেই ত দেশে, দয়িতবিষ্ণু বা ব্যপট বা গোপাল বর্ত্তমান ছিলেন—কিন্তু তখন তাঁহারা জন-নায়কত্ব লাভ করেন নাই। যখনই সেই মণি-কাঞ্চন সংযোগ ঘটিল, তখনই বাঙ্গালীর বিজয়-ভেরী দিকে দিকে নিনাদিত হইয়া উঠিল। অষ্টম শতাব্দীতেও বাঙ্গালার যে অভাব ছিল, দশ শতাব্দী পরও বঙ্গের প্রথম গবর্ণর হেষ্টিংস সেই অভাবই পঞ্জাব প্রদেশে লক্ষ্য করিয়াছিলেন। (২)

(১) ভাগলপুর শাসন—১ম শ্লোক।

(২) *The private journal of the Marquis of Hastings*—24th February. 1815

গোপালদেব গৌড়মণ্ডল একচ্ছত্র করিয়া স্বর্গারোহণ করিলে, ধর্ম্ম-পাল পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার অভিষেক-কাল, লইয়া অনেক মতভেদ (১) থাকিলেও ইহা নিশ্চয় যে, তিনি অষ্টম শতাব্দের শেষ পাদে রাজমুকুট ধারণ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের সুদীর্ঘ শাসনকাল বঙ্গের এক অভিনব স্বাধীনতা-লিপ্সার, বিপুল রাজ্য-বিস্তারের ও বিরাট উচ্চাকাঙ্ক্ষার যুগ। "চতুরুদধির" অধীশ্বর শশাঙ্ক যে ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন, উত্তরাপথে সার্ব্বভৌমত্ব লাভরূপ সেই মহৎ ব্রত, ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃকই উদ্‌যাপিত হইয়াছিল।

ধর্ম্মপাল

সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ধর্ম্মপালদেব "মনোহর-ভ্রূভঙ্গি-বিলাসে" (ইঙ্গিতমাত্রে) ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গান্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের নরপালদিগকে পরাজিত করিয়া (২) কান্যকুব্জের রাজশ্রীলাভ করিয়াছিলেন। কান্যকুব্জের রাজসিংহাসন তখন সমগ্র উত্তরাপথের অধিপতি ইন্দ্রায়ুধের করতলগত ছিল। উহা লাভ করিতে বঙ্গাধিপকে ভোজ ও মৎস্যদেশ [বর্ত্তমান রাজপুতানার অংশ বিশেষ], কুরু ও যদু [বর্ত্তমান পঞ্জাব প্রদেশ], গান্ধার ও যবন [সিন্ধুনদের উভয়তীরস্থ প্রদেশ], কীর [বর্ত্তমান জ্বালামুখী] এবং অবন্তি [মালব দেশের রাজধানী] জয় করিতে হইয়াছিল। ইন্দ্রায়ুধ জৈন-হরিবংশে বর্ণিত উত্তর-দিকপাল। তাঁহার, রাজ্য গান্ধার হইতে মিথিলার প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

বাঙ্গালীর দিগ্বিজয়

(১) গৌড়রাজমালা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ২২—২৪ পৃষ্ঠা।
বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ৭ম পরিচ্ছেদ প্রথম ভাগ।

(২) খালিমপুর শাসন—১২শ শ্লোক।
ভাগলপুর শাসন—৩য় শ্লোক।

নারায়ণ পালদেবের তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে যে, ইন্দ্ররাজ প্রভৃতি অরাতিবর্গকে জয় করিয়া ধর্ম্মপালদেব মহোদয়শ্রী বা কান্যকুব্জ লাভ করিয়াছিলেন। ভোজ; মৎস্য, কুরু প্রভৃতি জনপদের অধীশ্বরগণ সম্ভবতঃ ইন্দ্রায়ুধের সামন্ত ছিলেন। ধর্ম্মপালের বিপুল বাহিনী দর্শনে ভীত হইয়া তিনি বিনা যুদ্ধেই পরাভব স্বীকার করিলেন, তাঁহার সামন্তগণও ধর্ম্মপালের নিকট "প্রণতিপরায়ণ" হইলেন। গান্ধার হইতে পূর্ব্ব-সমুদ্র বা বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর রাজ্য বিস্তৃত হইয়া পড়িল—বাঙ্গালীর জয়গানে ভারতবর্ষ মুখরিত হইয়া উঠিল। কান্যকুব্জের রাজ-সিংহাসনের জন্য চক্রায়ুধ ধর্ম্মপালের নিকট যাচক হইলেন। ধর্ম্মপালও অনায়াসে তাহা চক্রায়ুধকে দান করিয়া রাজন্যসমাজে সাধুবাদ লাভ করিলেন।

যে বিরাট সেনাকটক ধর্ম্মপালদেবের রাজ্য-বিজয়-ব্যাপারের উত্তর-সাধক ছিল, তাহা বাঙ্গালী সেনার কটক! প্রতিহাররাজ ভোজের সাগর-তালের শিলালিপিতে ধর্ম্মপালের সৈন্যগণ বাঙ্গালী [বঙ্গান্] বলিয়া পবিচিত এবং ধর্ম্মপাল বঙ্গপতি বলিয়া আখ্যাত। সহস্রাধিক বর্ষপবে এ কাহিনী হয় ত আধুনিক বাঙ্গালীর নিকট কবি-কল্পনা বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু ইহা কল্পনা নহে—প্রাণস্পন্দনের ন্যায় তীব্র সত্য যে, এই বাঙ্গালী একদিন তাহার চলিষ্ণু দেবতার পতাকাতলে সমবেত হইয়া ভৈরব হুঙ্কারে দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়াছিল। শত্রুপক্ষের প্রশস্তিকার পর্য্যন্ত তাহাদিগকে এককালে "দুর্ব্বার বৈরি" বলিয়া পরিচিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গুর্জ্জরের অধীশ্বর বৎসরাজ একবার গৌড়-বঙ্গ জয় করিয়া উত্তরাপথে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, কিন্তু রাষ্ট্রকূটরাজ ধ্রুবের নিকট পরাজয় মানিয়া তাঁহাকে মরুভূমে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয়-

দ্বিতীয়-নাগভট্ট

নাগভট্ট পিতার উচ্চাকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে ধরিয়া যখন গুর্জ্জর সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তখন দেখিলেন সুদূর বঙ্গের বিজয়ী বীরের জয়গানে পঞ্চনদ, রাজপুতানা ও মালব পরিপূর্ণ—কুরু, যদু, যবন, গান্ধার প্রভৃতি জনপদের নরপালগণ তাঁহার চরণে প্রণতি-পরায়ণ! সীমান্ত প্রদেশে গোপগণ, বনে বনচরগণ, গ্রামে জনসাধারণ, গৃহচত্বরে ক্রীড়াশীল শিশু, বিলাসগৃহে শুক পর্য্যন্ত তাঁহার জয়গান করিতেছে; (১)

কান্যকুব্জের দিকে চাহিয়া দেখিলেন, সে রাজসিংহাসনে ইন্দ্রায়ুধের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি আর নাই, তাঁহার স্থানে গৌড়পতি ধর্ম্মপালের দানে পরিপুষ্ট—ধর্ম্মপালের সামন্ত—চক্রায়ুধ উপবেশন (২) করিয়াছেন। শুনিলেন, ধর্ম্মপাল কান্যকুব্জ জয় করিয়া চক্রায়ুধকেই তাহা দান করিয়াছেন। নাগভট্ট তখন এই "পরাশ্রিত" কান্যকুব্জপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিলেন। নাগভট্টের সাহস ছিল, বীর্য্য ছিল—অসাধারণ রণ-নৈপুণ্য ছিল। তাঁহার কৌমার কালের প্রজ্বলিত প্রতাপানলে "অন্ধ্র-সৈন্ধব-বিদর্ভ-কলিঙ্গ"-নরপালগণ ইতিপূর্ব্বেই পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হইয়াছিলেন। (৩)

এ যুদ্ধে চক্রায়ুধ পরাজিত হইলেন বটে, কিন্তু নাগভট্ট দেখিলেন শরণাগত-রক্ষক "দুর্ব্বার বৈরি" ধর্ম্মপাল যুদ্ধার্থে আগমন করিয়াছেন। তাঁহার "বর বারণবাজি" ও রথ সমূহ একত্র সমাবিষ্ট হইয়া দিঙমণ্ডল ঘনান্ধকারে সমাবৃত করিয়াছে। কোন্ স্থানে উভয় পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহা জানিবার উপায় নাই। যুদ্ধে ধর্ম্মপালের পরাজয় ঘটিলেও শত্রুগণ বঙ্গবাহিনীর শক্তি বিশেষরূপেই বুঝিয়াছিল এবং বিজয়-

(১) খালিমপুর শাসন—১১শ—১৩শ শ্লোক।

(২) ভাগলপুর শাসন—৩য় শ্লোক।

(৩) *Archeological Survey of India*: Annual Report—1903-04, P 281.

প্রশস্তি রচনা কালেও তাহাদিগকে "দুর্ব্বার বৈরি" বলিয়া অভিহিত করিয়াছিল।

বাঙ্গালীর রাজ্য-বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা তখন যে কত প্রবল ছিল, ধর্ম্মপালের নৌবল ও হস্তি অশ্ব রথাদির বর্ণনাতেই তাহা প্রকাশিত রহিয়াছে। তিনি যখন "প্রকট-লীলা-চলিত-সেনা বল-সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত" হইতেন, তাঁহার অগ্রগামী "নাসীব" নামক সেনাসমূহের চরণঘাতোত্থিত ধূলিপটলে দশ দিক আচ্ছন্ন হইয়া যাইত, তাঁহাব ভাগীবথী প্রবাহে বর্ত্তমান "নানাবিধ নৌবাটক" [রণতরী] "সেতুবন্ধ নিহিত শৈলশিখর শ্রেণীরূপে" লোকের মনে বিভ্রম উৎপাদন করিত। (১)

বঙ্গবাহিনী

যাঁহার ঘনসন্নিবিষ্ট "ঘনাঘন" নামক রণকুঞ্জরনিকরেব ঘটা [ব্যূহ] জলদজালবৎ প্রতিভাত হইয়া দিনশোভাকে শ্যামায়মান করিয়া রাখিত বলিয়া লোকের মনে নিরবচ্ছিন্ন "জলদ-সময়-সন্দেহ" উৎপাদন করিত, যাঁহার রাজধানীতে "সমস্ত জম্বুদ্বীপ-ভূপাল" সর্ব্বদা অনন্ত পদাতি সমভিব্যাহাবে বাজপূজার জন্য সম্মিলিত হইতেন, "অনেক উদীচী নরপতি" যাঁহাকে অসংখ্য "হয়-বাহিনী" উপহার স্বরূপ প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেন—তাঁহার জয়গানে উত্তর ও দক্ষিণ ভারত মুখরিত হইয়াছিল— তাঁহার লক্ষ্মণতুল্য অনুজ বাক্‌পাল, জ্যেষ্ঠের শাসনে অবহিত থাকিয়া একচ্ছত্রাধীন দশদিক শত্রুপতাকিনী-শূন্য করিয়াছিলেন। (২) গর্গের ন্যায় বিচক্ষণ মন্ত্রীর মন্ত্রণাবলে তিনি "অখিলদিকের স্বামী" রূপে প্রতিষ্ঠিত (৩) হইয়া বাঙ্গালীর জয়গানে সমগ্র ভারতবর্ষ পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর ইতিহাস তাই বাঙ্গালীর বাহুবলের

(১) খালিমপুর শাসন—১১শ ও ১৪শ শ্লোক।

(২) ভগলপুর শাসন—৪র্থ শ্লোক।

(৩) গরুড় স্তম্ভলিপি—২য় শ্লোক।

অনুপম ইতিহাস—অধুনা দুর্ব্বল বাঙ্গালী তখন উত্তরাপথের সার্ব্বভৌমত্ব লাভ করিয়া ভারতে পূজিত হইয়াছিলেন।

দিগ্বিজয়-প্রবৃত্ত ধর্ম্মপালের বঙ্গসেনা উত্তরে হিমবৎ শৈলের পশ্চিম-ভাগে অবস্থিত কেদারতীর্থ এবং দক্ষিণে সেতুবন্ধের সন্নিহিত তীর্থরাজ গোকর্ণ পর্য্যন্ত জয় করিয়া বঙ্গরাজ্য সমুদ্রতীর পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত করিয়াছিলেন বলিয়া মুঙ্গের-শাসনে প্রকাশিত রহিয়াছে। (১) এদিকে মধ্য-ভারতেও বঙ্গের শক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রাষ্ট্রকূটরাজ শ্রীপরবল মধ্যভারতে যে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা কবিয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মপালেরই আশ্রয়ে।

ধর্ম্মপালদেব স্বর্গারোহণ করিলে দেবপাল নির্ব্বিবাদে পিতৃরাজ্য লাভ করিয়া পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহারও পিতার ন্যায় বীরত্বগর্ব্ব ছিল, পিতার ন্যায় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, সার্ব্বভৌম নরপতি হইবার প্রদীপ্ত উৎসাহ তাঁহাকেও সসৈন্যে দিকে দিকে ধাবিত করিয়াছিল। কোথায় জনকভূ বরেন্দ্রী, আর কোথায় কাননপরিবেষ্টিত উত্তুঙ্গ বিন্ধ্য শৈলমালা—তাঁহার দিগ্বিজয়ী বঙ্গসেনা সকল স্থানেই গমন করিয়াছিল। (২) রেবাজনক বিন্ধ্যগিরি হইতে গৌরীজনক হিমালয় এবং বালারুণকিরণোজ্জ্বল পূর্ব্ব সমুদ্র হইতে অস্তাচলাবলম্বী ক্লান্ত রবির রক্তরাগরঞ্জিত পশ্চিম সমুদ্র পর্য্যন্ত সমুদয় ভূভাগ একদিন বঙ্গসেনা জয় করিয়া “করপ্রদ” করিতে সমর্থ হইয়াছিল (৩) —“চকার করদাং শ্রীদেবপালো নৃপঃ।”

সম্রাট দেবপাল

কথিত হয়, দেবপাল তাঁহার বৃহস্পতি তুল্য মন্ত্রীকে চন্দ্রবিম্বানুকারী

(১) মুঙ্গের শাসন—৭ম শ্লোক।

(২) মুঙ্গের শাসন—১৩শ শ্লোক। রাঢ়ী ব্রাহ্মণদিগের কুলগ্রন্থে দেবপালের নাম পাওয়া যায়—*J. A. S. B.*—Vol. LXIII, Part I.

(৩) গরুড় স্তম্ভলিপি—৫ম শ্লোক

মহার্হ আসন প্রদান করিয়া, স্বয়ং "সচকিতভাবে" সিংহাসনে উপবেশন করিতেন (১)। তখন রাজমন্ত্রীই লোকনায়ক রূপে সম্পূজিত হইতেন—লোকমতের উপরেই তাঁহার পিতৃপিতামহের রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সুতরাং সে শক্তির সমক্ষে সেকালে "নানা-নরেন্দ্র-মুকুটাঙ্কিত-পাদপাংসু" মহারাজ-চক্রবর্ত্তীকেও অবনত থাকিতে হইত। সেন ভূপালদিগের সময়েও যে লোকমত প্রবল ছিল তাহার পরিচয় ভূমিদান সম্বন্ধীয় লেখমালায় পরিস্ফুট আছে। উদাহরণ স্বরূপ লক্ষ্মণসেনের পঞ্চম বা বারুইপুরের সন্নিকটে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ভূমিদান করিয়া তিনি শাসনে কীর্ত্তিত এবং অকীর্ত্তিত অন্যান্য সমুদায় রাজানুগ্রহ-জীবিদিগকে এবং জনপদবাসিদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিতেছেন, জানাইতেছেন ও আদেশ করিতেছেন—আপনাদের অভিমত হউক—"যথার্থং মানয়তি বোধয়তি ক্ষমাদিশতি চ—মতমস্তু ভবতাম্।"

জনমতের প্রাধান্য

"ভূমি বিক্রয়ের প্রথা প্রচলিত হইবার পর, অনেকদিন পর্য্যন্ত যাহাকে তাহাকে ভূমি বিক্রয় করিবার উপায় ছিল না;—কাহাকেও বিক্রয় করিতে হইলে তদ্বিষয়ে গ্রামের লোকের অনুমতি গ্রহণ করিতে হইত। কাহাকেও ভূমিদানের পাত্র বলিয়া নির্ব্বাচন করিবার অধিকার রাজার ইচ্ছার উপর নির্ভর করিলেও, প্রাচীন প্রথার মর্য্যাদা রক্ষার্থ, ভূমিদান করিবার সময়ে রাজাকেও প্রজাবর্গের সম্মতি গ্রহণ করিতে হইত;—প্রজাশক্তিকে সর্ব্বতোভাবে অস্বীকার করিবার নিয়ম ছিল না। সে শক্তিকে তুচ্ছ করিবার সম্ভাবনাও বড় অধিক ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ সে শক্তি কখন কখন রাজা নির্ব্বাচন করিত, কখন বা রাজশক্তির অপব্যবহারে অসহিষ্ণু হইয়া, রাজসিংহাসন আক্রমণ

(১) "সিংহাসনং সচকিতঃ স্বয়মাসসাদঃ"—গরুড় স্তম্ভলিপি—৭ম শ্লোক।

করিত। এরূপ প্রমাণ এই সকল প্রাচীন লিপিতেই প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহা স্মরণ করিলে মনে হয়,—প্রকৃতিপুঞ্জের চির সঞ্চিত অধিকার সমূহ স্বীকার করিয়া রাজ্যপালন করিতে হইত বলিয়াই, দানকালে তাহাদের সম্মতি গ্রহণেব জন্য রাজাকে "মতমস্তু ভবতাম্" বা তদনুরূপ বাক্যাবলী দানপত্রে উৎকীর্ণ করাইতে হইত" (১)।

দেবপাল যেমন বিক্রমে অপার ছিলেন, তাঁহাব মন্ত্রী কেদার মিশ্র ব্রাহ্মণ হইয়াও তেমনি অসীম বীবত্ব প্রকাশ করিয়া মুহূর্ত্তে শত্রুর "ভটাভিমান" [যোদ্ধা বলিয়া অভিমান] বিনষ্ট করিতেন।

সমরপটু ব্রাহ্মণ

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেব এইরূপ বীবত্ব-খ্যাতি কবিকল্পিত নহে; পরবর্ত্তীকালে কুমারপাল দেবেব মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কামরূপ-জয়-বৃত্তান্ত আজিও প্রশস্তি-পত্রে প্রকাশিত রহিয়াছে। (২) দেবপালের মন্ত্রীপুত্র সোমেশ্বর বিক্রমে ধনঞ্জয়ের সহিত তুলিত হইয়া, ব্রাহ্মণের সমরপটুতার কাহিনী ব্যক্ত করিতেছেন। (৩) পরবর্ত্তীকালের বঙ্গ-সাহিত্য এবং ইতিহাসও এ পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। সুতরাং যুদ্ধ-ব্যবসায় যে শুধু নীচ বর্ণেব অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম এরূপ বিবেচনা করিবার কারণ নাই। সেকালের মসীজীবি বাঙ্গালী যে আবশ্যক হইলে অসি ধারণেও পটু ছিলেন, কেদার মিশ্র, বৈদ্যদেব বা ধনঞ্জয় তাহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

দেবপাল সর্ব্বদা সমরে লিপ্ত থাকিয়া সকলোত্তরাপথের একাধিপত্য লাভ করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু উত্তরাপথের সম্মিলিত রাজন্যশক্তি তাঁহাকে সতত বাধা প্রদান করিতে লাগিল; সার্ব্বভৌমত্ব লাভের জন্য বাঙ্গালীর এই তৃতীয় উদ্যম বিফল হইলেও, দেবপালের প্রতিষ্ঠা

বঙ্গের আলেকজান্দার
দেবপালের রাজ্য-বিজয়

(১) গৌড়লেখমালা—৬ পৃঃ।
(২) কমৌলি শাসন—১৪শ শ্লোক, ৩৪শ শ্লোক।
(৩) গরুড় স্তম্ভলিপি—৯ম শ্লোক, ২২শ শ্লোক।

অক্ষুণ্ণই রহিয়াছিল। তিনি "উৎকলকুল উৎকিলিত" করিলেন, হূণ-গর্ব্ব "খর্ব্বীকৃত" হইল। দ্রবিড়-গুর্জ্জর নাথের দর্প চূর্ণ করিয়া, কামরূপ-পতিকে সন্ধি করিতে বাধ্য করাইয়া দেবপাল দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সমুদ্র মেখলাভরণা বসুন্ধরা উপভোগ করিয়াছিলেন। (১)

একদিকে হিমালয়, অপরদিকে সেতুবন্ধ—একদিকে বরুণ নিকেতন, অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন [ক্ষীরোদ সমুদ্র] এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল দেবপাল নিঃসপত্নভাবে ভোগ করিতেন। (২) এই রাজমর্য্যাদা লাভের যাহারা প্রধান সহায় হইয়াছিল, তাহারা এই বাঙ্গালার মাটীতে জন্মলাভ করিয়া বাঙ্গালার ফলে ও জলেই পরিপুষ্ট হইয়াছিল। একদিকে বিন্ধ্য পর্ব্বত এবং অপর দিকে হিমালয় এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ তাহারাই জয় করিয়াছিল।

প্রশস্তি

প্রশস্তিগুলি অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ বটে, কবিকল্পনা ধর্ম্মপাল বা দেব-পালদেবের কাহিনীকে মনোহর বর্ণে অনুরঞ্জিত করিয়াছে বটে, কিন্তু সে উৎপ্রেক্ষা ত্যাগ করিলেও উহাদের ভিতর হইতে যে তত্ত্ব সত্যের মত আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহাতেই প্রকাশ করে যে, বাঙ্গালীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও বাহুবল একদিন, অধুনা ধ্বংসাবশেষে পরিসমাপ্ত বরেন্দ্রীর রাজনগরী হইতে প্রবল বেগে প্রবাহিত হইয়া, সমগ্র উত্তর ও দক্ষিণ ভারত পরিপ্লাবিত করিয়াছিল; হিমশৈলসমাশ্রিত কেদার তীর্থে বা সেতুবন্ধ-সন্নিহিত গোকর্ণে, পুরুষোত্তমে কি ত্রিবেণী সঙ্গমে—অরুণরাগরঞ্জিত লবণসমুদ্রতীরে, কি লক্ষ্মীর জন্মনিকেতন ক্ষিরোদ সমুদ্রের বেলাভূমে একদিন বঙ্গবাহিনীর

(১) উৎকীলিতোৎকলকুলং হৃত হূণগর্ব্বং খর্ব্বীকৃত দ্রবিড়-গুর্জ্জর-নাথদর্পং ইত্যাদি গরুড় স্তম্ভলিপি—১৩শ শ্লোক।

(২) মুঙ্গের শাসন—১৫শ শ্লোক।

জয়ডঙ্কা নিনাদিত হইয়াছিল—হূণ ও গুর্জ্জর, ভোজ ও মৎস্য, কুরু ও যদু, কীর ও গান্ধার একদিন বঙ্গসেনার চরণমূলে আনতশীর্ষ হইয়াছিল।

বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ যেমন মন্ত্রণায় বৃহস্পতি ছিলেন, তেমনি সমর-কৌশলেও ধনঞ্জয়রূপে প্রতিভাত হইতেন এবং "সাক্ষাদ্দিবস্পতি-বিক্রম" বলিয়া জনসমাজে পরিকীর্ত্তিত হইতেন—বিহারের বীরভদ্র পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর বাহুবলের নিকট পরাজয় মানিত। (১) উৎসাহশক্তি, মন্ত্রশক্তি ও প্রভুশক্তি (২) একদিন সুশীলার ন্যায় বঙ্গরাজের চরণ সেবা করিত—কাম্বোজের হয়-বাহিনী,"ঘনাঘন" নামক রণকুঞ্জর-ঘটা, প্রবল "নাসীর" সেনা প্রভৃতির ন্যায়, বাঙ্গালার নৌবাটক (রণতরী) গঙ্গাপ্রবাহে শৈলের ন্যায় প্রতিভাত হইত—তাহার "নৌবাট হীহীরবে" (৩) একদিন সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ কম্পিত হইয়া উঠিত, বাঙ্গালী নরপালের সমুচ্চ প্রাসাদ-শিখর একদিন "পরাজিত শত্রুনরপাল-মুকুট-সমাহৃত" স্বর্ণদ্বারা নিম্মিত সিংহমূর্ত্তিতে সুশোভিত থাকিত! (৪)

বাঙ্গালার আলেকজান্দার মহারাজাধিরাজ দেবপাল যে শুধু রাজ্যবিস্তার করিতেই ব্যস্ত ছিলেন, তাহা নহে। নানাস্থানে বিহার ও সঙ্ঘারাম নির্ম্মাণ করাইয়া বরেন্দ্রীর শোভা বৃদ্ধি করিতেও কুণ্ঠিত ছিলেন না। বহুযুগ পর 'বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল-চূড়ামণি কুলস্থান', বরেন্দ্রমণ্ডলের এক নিভৃত প্রান্তরমধ্যে ভূগর্ভ হইতে যে সকল গৃহ, প্রকোষ্ঠ ও মূর্ত্তি প্রভৃতি আবিষ্কৃত হইতেছে তাহা দেখিলেই মনে হয় পালরাজদিগেরকালে বরেন্দ্রমণ্ডল

পাহাড়পুর স্তূপ

(১) কমৌলি শাসন—১৪শ শ্লোক।

(২) বাণগড় শাসন—৯ম শ্লোক।

(৩) কমৌলি শাসন—১১শ শ্লোক। "'নৌবাট হীহীরব' নৌবাহিনীর বিজয়োল্লাস-জ্ঞাপক হর্ষ-ধ্বনি।...সুতরাং ইহাকে এক শ্রেণীর রণ-নিনাদ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে"।—গৌড়লেখমালা—১৪০ পৃষ্ঠা—পাদটীকা।

(৪) কমৌলি শাসন—৯ম শ্লোক।

একটী প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া ভারতে পরিচিত ছিল। সে আজ বহু-বৎসরের পুরাতন কথা, যখন রাজকার্য্য ব্যপদেশে পাহাড়পুরের সন্নিকটে যাইতে হইয়াছিল, তখন এই সুবৃহৎ স্তূপ দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম এবং উহার গাত্র হইতে কয়েকখানি ছোটো ছোটো মৃন্ময় মূর্ত্তি আনিয়া স্বর্গগত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই মহোদয়ের হস্তে দিয়াছিলাম ; তখন নানা আলোচনার পর ইহাই সিদ্ধান্ত করা গিয়াছিল যে, পাহাড়পুর স্তূপ খনন করিতে পারিলে নানা মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্য লাভ করিবার সুযোগ হইবে। হইয়াছেও তাহাই। বরেন্দ্রের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও শিল্পকলার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ পরম্পরা এখন পাহাড়-পুরের গর্ভ হইতে আবিষ্কৃত হইতেছে !

সে আজ বহুদিনের পুরাতন বার্দ্ধক্যজীর্ণ-কাহিনী। খৃষ্টীয়-সপ্তম শতাব্দীতে পরিব্রাজক ওয়ান্-চোয়াং পৌণ্ড্রবর্দ্ধনে আসিয়া যে সঙ্ঘারামে সাত শত বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীকে বাস করিতে দেখিয়াছিলেন, পাহাড়পুর স্তূপ খনন করিয়া এখন সেই সঙ্ঘারামের মূল মন্দিরের চারিধাবে বহুসংখ্যক প্রকোষ্ঠ বাহির হইতেছে। এই সঙ্ঘারামেই সাত শত বৌদ্ধ-ভিক্ষু বাস করিয়া চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ প্রভাব ও প্রতিভা বিস্তৃত করিয়াছিলেন—ইঁহারই নাম ছিল সোমপুরী মহাবিহার, যাহার বিনয়বিৎ স্থবির বীর্য্যেন্দ্র ভদ্র বুদ্ধগয়ায় যাইয়া একটী বুদ্ধ প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। নালন্দার শিলালিপি, ঐতিহাসিক লেখক তারানাথের রচনা এবং পগ্-সাম্-জন্-জাঙ্গ নামক প্রাচীন গ্রন্থ প্রভৃতি হইতে ইহাই জানা যায় যে, দেবপাল সমগ্র বরেন্দ্র প্রদেশ অধিকার করিয়া এই বরেন্দ্রীতেই 'সোমপুরী নামক স্থানে একটী বৃহৎ বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। যে সকল মৃন্ময় মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে বলিতে পারা যায় যে, একালের পাহাড়পুর, সেকালের সেই সুবিখ্যাত সোমপুরী মহাবিহার। বিশেষজ্ঞগণ এখন একবাক্যে

বলিতেছেন, পাহাড়পুর বা সোমপুরীর শিল্পাদর্শই সুদূর যবদ্বীপের সুবিখ্যাত বরোবদুর ও কাম্বোজের আঙ্কোর-ভাট মন্দিরের গঠন-রীতির জন্মদাতা। বাঙ্গালার বরেন্দ্রের স্থাপত্যরীতি যাভায় যাইয়া নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল। বরোবদুর এখন বিমুগ্ধ পরিব্রাজকদিগের সশ্রদ্ধ প্রশংসার সামগ্রী, আর সোমপুরী এখন বিলুপ্ত ও বিস্মৃত। বাঙ্গালী এতদিন পর্য্যন্ত তাহার স্বদেশের গৌরবের সন্ধান লয় নাই—আত্মবিস্মৃত জাতির মোহনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়াই যুগের পর যুগ কাটাইয়া দিয়াছে!

গৌড়ীয়শিল্পের প্রাধান্য

বিষয়বস্তুর দিক হইতে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালার এই মহা বিহারে নানাযুগের নানা ধর্ম্মমত ও শিল্পাদর্শ মিলিত হইয়াছিল। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, শাক্ত ও বৈষ্ণবমত ভাস্কর্য্যের মধ্য দিয়া আজিও পাহাড়পুরের প্রত্ন-সম্পদের মধ্যে বর্ত্তমান আছে। ভাস্কর্য্যের অসাধারণ প্রাচুর্য্য ছিল এই পাহাড়পুরের স্তূপে। শিল্পের প্রধান তিনটী ধারা—ভাব পন্থা, রূপক পন্থা ও বাস্তব পন্থা, সে সকলেরই সুযোগ্য বহু নিদর্শন পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত মূর্ত্তিগুলি দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, সেকালের গৌড়বঙ্গের শিল্পিগণ শুধু যে স্থিতিশীল মূর্ত্তিই প্রস্তুত করিতে জানিতেন তাহা নহে, তাঁহারা গতিপ্রধান শিল্প-রচনাতেও অদ্বিতীয় ছিলেন—বালী ও সুগ্রীবের যুদ্ধ, সুভদ্রাহরণ, নীলকণ্ঠের বিষ-পান ও শোকাকুলা পার্ব্বতী, মন্দির-পথে ঘণ্টাবাদক পূজারীর দল, পত্র ও তরবারি হস্তে সৈনিক প্রভৃতি গতিচিত্রের নিদর্শনরূপে গৃহীত হইবে।

স্থাপত্যের দিক হইতেও বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, পাহাড়-পুরের আদর্শ ছিল ব্রহ্মদেশ, যবদ্বীপ ও কাম্বোজের স্থাপত্যকীর্ত্তির আদর্শ। গৌড়ীয় ভাস্করের প্রাধান্যই ছিল সেকালে ভারতমান্য। গৌড়ী-রীতির বৌদ্ধমূর্ত্তিগুলি মগধের নানাস্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছে—যেমন পাটনায় ও গয়ায়। তাই বলিতে ইচ্ছা হয় যে মগধের শিল্পরীতি-

ছিল গৌড়শিষ্যদের শিল্পরীতি। আলঙ্কারিক শোভনতা এবং স্বাভাবিক সুষমার প্রাচুর্য্যে ও ভাবপ্রকাশের দক্ষতায় গৌড়ীয়রীতি এমনই ছিল যে বাঙ্গালীকে অজন্তা বা ইলোরার গুহামন্দির দ্বারে লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে হয় না। প্রাচীন গৌড়শিল্প যখন ভারতের প্রাচ্য ভূভাগকে সম্পূর্ণরূপে নিজের শিষ্য করিয়াছিল, ভারতের অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রগুলি তখন মরণোন্মুখ হইয়াছে। বৌদ্ধযুগের পর তান্ত্রিক তত্ত্ব উদ্ভূত হইয়াছিল বাঙ্গালায় এবং প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল—শুধু ভারতে নয়, সমগ্র এশিয়ায়। তান্ত্রিকযুগের সাহিত্য ও তান্ত্রিক ধর্ম্মবিধি বাঙ্গালাদেশেই প্রথম জন্ম লাভ করে। বাঙ্গালার তন্ত্রবাদ কি ভাবে উচ্ছ্বসিত জলতরঙ্গের মত সমগ্র এশিয়ায় বিস্তার লাভ করিয়াছিল, বাঙ্গালার ভাবধারায় ও ধীশক্তির ইতিবৃত্তকার সে তত্ত্বের আলোচনা করিয়া যশস্বী হইবেন সন্দেহ নাই। এই তন্ত্রবাদের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালায় রূপশিল্পের নব অভ্যুত্থান হইয়াছিল এবং বাঙ্গালার সেই রূপনীতি তাহার সাহিত্য ও ধর্ম্মতত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে দূর দূরান্তরে বিস্তৃত হইয়াছিল। বঙ্গ-গৌড় সম্রাট্ দেবপালের কালে আসাম ও কলিঙ্গ গৌড়-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত থাকায় গৌড়শিল্পরীতি সেদিকেও প্রসার লাভ করিয়াছিল। পাহাড়পুরের বলরাম, নেপালের লোকেশ্বর, ময়ূরভঞ্জের নাগমূর্ত্তি, খিচিংএর মহাদেব প্রভৃতির তুলনামূলক আলোচনা করিলে গৌড়রীতির প্রাধান্য ও বিস্তার বর্ত্তমান কালের আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর চোখেও প্রতিভাত হইবে বলিয়াই আশা করি।

"ধর্ম্মপাল দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং তিনি খৃষ্টাব্দের নবম শতকের প্রথম পাদেও জীবিত ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী দেবপালের প্রায় চল্লিশ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে গৌড়ীয়-শিল্পের অকস্মাৎ প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। ......এই উন্নতি প্রকৃতপক্ষে ভারতে একটী নূতন শিল্পরীতির উৎপত্তি। ...গৌড়ীয় ভাস্করের মূর্ত্তি খৃষ্টাব্দের নবম হইতে দ্বাদশ শতক পর্য্যন্ত পশ্চিমে শ্রাবস্তী, দক্ষিণে পুরী বা পুরুষোত্তম,

পূর্ব্বে ব্রহ্ম, শ্যাম ও মলয় উপদ্বীপ এবং উত্তরে তিব্বত পর্য্যন্ত সাদরে গৃহীত হইত" (১)।

"বারেন্দ্রক শিল্পীগোষ্ঠী" চূড়ামণি-রাণক শূলপাণি, যিনি বিজয়সেনের সুবিখ্যাত প্রশস্তি শিলাফলকে উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন, আজ তিনি বিস্মৃত। সে প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির আর নাই। তাহার পুবোভাগে খনিত বৃহৎ সরোবর এখনও আছে—আর আছে সেই সুবৃহৎ মন্দিরের ভূপতিত কারুকার্য্যসমন্বিত প্রস্তররাশি এবং অর্দ্ধনারীশ্বর দেবমূর্ত্তি, যাহা গঠনে অনিন্দ্যসুন্দব। সে দেব-শিল্পরীতি বা যক্ষ-শিল্পরীতি এখন উপকথাব সামগ্রী। একদিন উত্তববঙ্গেই এই রীতিব জন্ম হইযাছিল। একদিন উহা কুণ্ডল বা অন্ধ্রদেশেব প্রসিদ্ধ শিল্পীদিগকে হার মানাইযাছিল—লাট বা গুজবাটেব শোভাসম্পদ্‌কেও মলিন করিযাছিল। কে ছিল সেই শিল্পী যিনি পাহাড়পুব মন্দিরের (বাজসাহী জেলা) গঠন-সৌষ্ঠবকে আদর্শ কবিযা যবদ্বীপের ববোবত্তর মন্দিব এবং কাম্বোজের আঙ্কোর-ভাট মন্দিব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন? কবে ছিল সেই যুগ যেদিন বরেন্দ্রে নীচ জাতিও গুরুর পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া উচ্চবর্ণের সম্মুখে ধর্ম্মব্যাখ্যা কবিতেন। সে যুগ এমনি ছিল, বরেন্দ্রে যখন ধর্ম্মমত রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য হইতে কাহাকেও বঞ্চিত করিত না—যখন গুণই শুধু পূজা পাইত—মত নয়, যখন একই সময রাজা ছিলেন বৌদ্ধ, মন্ত্রী ছিলেন সাগ্নিক ব্রাহ্মণ—যখন সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন কায়স্থ আর নৌসেনাপতি ছিলেন কৈবর্ত্ত, যখন সকলের রাজভাষা ছিল সংস্কৃত—ওজোগুণান্বিত, প্রসাদ মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ, মাংসল এবং পদডম্বর সংযুক্ত! শুধু ইহাই নহে, রাজকোষ তখন শুধু রাজা ও রাজপরিবারের জন্য ছিল না; উহা ছিল প্রজাসাধারণের জন্য সর্ব্বদা মুক্ত। তখন রাজ-

(১) গৌড়ীয় শিল্পের ইতিহাস—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবাসী, মাঘ—১৩৩৪।

মন্ত্রী মনে করিতেন, তিনি যে রাজকোষ হইতে অর্থ লন প্রজারা সেই কারণেই অপহৃতবিত্ত ও যাচক হইয়া পড়িতেছে! (১)

মহারাজ শশাঙ্কের কালে দেখিতে পাই, বঙ্গসাম্রাজ্য, পশ্চিমে কুশী-নগর এবং দক্ষিণে পুরুষোত্তম পর্য্যন্ত বিস্তার লাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালী তখন উত্তরাপথ জয় করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছিল। শশাঙ্কের

বঙ্গসাম্রাজ্য ও গোকর্ণ

সময়ে যে ব্যাকুলতা দেখা দিয়াছিল, ধর্ম্মপাল ও দেবপালের সময়ে তাহা বঙ্গনৃপতিকে ভারতসম্রাট্‌রূপে পরিচিত করিয়াছিল। ধর্ম্মপাল উত্তরে কেদারতীর্থ পর্য্যন্ত জয় করিলেন, দক্ষিণে গোকর্ণে তাঁহার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। এই গোকর্ণ বম্বে প্রেসিডেন্সার অন্তর্গত বলিয়া অধ্যাপক কিলহর্ণ বলিয়া গিয়াছেন। গৌড়লেখমালায় লিখিত হইয়াছে, "এতদ্দ্বারা দিগ্বিজয়ের পশ্চিম সীমা সূচিত হইয়াছে।" (২) যে গোকর্ণ তৎকালে বিশেষরূপে পরিচিত ছিল, দেবপালদেবের তাম্রশাসনে তাহার কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) মহাভারতে দেখিতে পাই :—

অথ গোকর্ণমাসাদ্য ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতম্।
সমুদ্রমধ্যে রাজেন্দ্র সর্ব্বলোকনমস্কৃতম্।

এই গোকর্ণেই উমাপতির পূজা হইত :—

যত্র ব্রহ্মাদয়ো দেবা ঋষয়শ্চ তপোধনাঃ।
... ...
সরিতঃ সাগরাঃ শৈলা উপাসন্ত উমাপতিম্॥ (৪)

(১) স্বয়মপহৃত-বিত্তানর্থিনো ইত্যাদি, গরুড় স্তম্ভলিপি। ১৩শ শ্লোক—গৌড়লেখ-মালা—৭৪ পৃঃ।

(২) গৌড়লেখমালা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি। ৪২ পৃষ্ঠা।

(৩) আগঙ্গাগমহিতাং—সপত্নশূন্যামাসেতোঃ প্রথিত-দশাস্যকেতুকীর্ত্তেঃ। ইত্যাদি। দেবপালদেবের তাম্রশাসন। (৪) মহাভারত বনপর্ব্ব, ৮৫, ২৪—৫।

শ্রীভাগবতে কেরল দেশে "গোকর্ণাখ্যং শিবক্ষেত্রং" এর উল্লেখ আছে! কাবেরীর দক্ষিণে কেরলদেশ।

রঘুবংশে গোকর্ণের উল্লেখ দেখিতে পাই "অথ রোধসি দক্ষিণোদধেঃ শ্রিত গোকর্ণনিকেতমীশ্বরম্"। (১) রামায়ণে ও মহাভারতে রামেশ্বরের কোন উল্লেখ নাই, কিন্তু গোকর্ণের উল্লেখ আছে। বীরচরিত, অনর্ঘ রাঘব প্রভৃতিতে সেতুবন্ধের পরিবর্ত্তে নলসেতু দেখিতে পাওয়া যায়। রামায়ণেও নলসেতুর উল্লেখ দেখা যায়। এই নলসেতুই ইংরাজবর্ণিত Adam's Bridge—উহা অতিক্রম করিলেই সিংহলে উপনীত হওয়া যায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, গোকর্ণ রামায়ণে ও মহাভারতে পরিচিত, কালিদাসের যুগেও প্রসিদ্ধ। পরবর্ত্তীকালেও হিন্দুসাম্রাজ্য বিজয়নগরের অধিপতি কৃষ্ণদেব রায়ের ১৪৩০ সালের মন্দিরলিপিতে গোকর্ণের উল্লেখ দেখা যায়—গোকর্ণে রামসেতৌ ইত্যাদি। পম্পা-পতীর শিবমন্দিরে এই লিপি আবিষ্কৃত হইয়া অধ্যাপক হুল্জ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সকল হইতে ইহাই অনুমান হয় যে, দেবপালের শাসন-রচয়িতা এই "প্রথিত" গোকর্ণেরই উল্লেখ করিয়াছেন, বম্বে বিভাগের অন্তর্গত গোকর্ণের নহে। (২)

দেবপাল নির্ব্বিবাদে পিতৃসিংহাসন ও পিতৃরাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাহার অন্যতম সেনাপতি লাউসেন তাঁহার জন্য কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করিয়াছিলেন। (৩) প্রাগ্‌জ্যোতিষপতি বনমাল যখন উড়িষ্যা আক্রমণ করেন, তখন দেবপালের বঙ্গবাহিনী তাঁহার সাহায্য করিয়াছিল। (৪) শাসনবাক্য হইতে জানা যায় যে দেবপাল দ্রবির-গুর্জ্জরনাথের দর্প চূর্ণ করিয়াছিলেন।

(১) রঘুবংশ ৮, ৩৩।

(২) *Epigra* : *Ind* : Vol. I P. 364—368. and *Imperial* : *Gaz* : *of India*—Vol. II, P. 17.

(৩) *Ramcharita* (Asiatic Society)—Introduction, p 8.

(৪) *A History of Assam*—Gait P, 30.

সেকালের এই দ্রবিড়রাজ মান্যখেটের (হায়দ্রাবাদে অবস্থিত বর্ত্তমান মলকৃহেড) রাষ্ট্রকূটপতি দ্বিতীয় কৃষ্ণ (বা মতান্তরে তাঁহার পিতা অমোঘবর্ষ)। অমোঘবর্ষের পিতৃরাজ্য (তৃতীয় গোবিন্দের রাজ্য) উত্তরে বিন্ধ্য এবং মালব হইতে দক্ষিণে কাঞ্চী পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (১) সুতরাং শাসনবাক্যের উপর আস্থা স্থাপন করিলে বলিতে হয় যে, দেবপালদেব অন্ততঃ কিছু-কালের জন্যও বিন্ধ্য হইতে কাঞ্চী পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যের উত্তরাংশ, তাঁহার পিতৃরাজ্য। সত্য বটে যে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় কৃষ্ণের কর্হাদে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে লিখিত হইয়াছে যে, প্রথম-অমোঘবর্ষের পুত্র দ্বিতীয়-কৃষ্ণ "গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণ গুরুঃ"—কিন্তু সে কাহিনী প্রথম-অমোঘবর্ষের সিংহাসনারোহণের এক শতাব্দীরও অধিক কাল পর রচিত হইয়াছিল। (২) সুতরাং উহা দেবপালদেবের রাজ্যবিজয়ের সমসাময়িক রচনা নহে।

বাঙ্গালীর দ্রাবিড় জয়

দেবপাল গান্ধার হইতে পূর্ব্বসমুদ্র এবং গোকর্ণ পর্য্যন্ত বিস্তৃত পিতৃ-রাজ্য লাভ করিয়া, মালব হইতে কাঞ্চী পর্য্যন্ত জয় করিয়া বঙ্গসাম্রাজ্যকে অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও ভারতব্যাপী করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই নিজ তাম্রশাসনে লিখিতে পারিয়াছিলেন যে, হিমালয় হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। এই বিস্তৃত রাজ্য তিনি কতদিন স্বাধিকারে রাখিয়াছিলেন, অথবা "করপ্রদ" করিয়াছিলেন কিনা তাহা বলা সম্ভব নহে। সেকালের রাজ্যজয়, একালের রাজ্য-ভোগের মত নহে। কোন দেশের রাজাকে একটী যুদ্ধে জয় করিলেই বোধ হয় বলা হইত যে, তাঁহার রাজ্য জিত হইল। গরুড়স্তম্ভলিপিতে দেখিতে পাই, দেবপাল বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে হিমালয় পর্য্যন্ত বিস্তৃত এবং

(১) *Early History of India*—V. A. Smith, p. 429 (3rd. Edn.)
(২) *Early History of India*—V. A. Smith, p. 437 (3rd. Edn.)

পূর্ব্বসমুদ্র হইতে পশ্চিমসমুদ্র পর্য্যন্ত সকল স্থান "চকার করদাং"—অর্থাৎ করপ্রদ করিয়াছিলেন। পাল-শাসনাবলীতে রাজ্য করপ্রদ করিবার বিশেষ উল্লেখ আর আছে বলিয়া জানি না। স্বর্গগত ঐতিহাসিক বন্ধু-বর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন "কান্যকুব্জ বিজিত হইলে গুর্জ্জররাজ ভোজদেব পালসাম্রাজ্যের পশ্চিম সীমা আক্রমণ করিযাছিলেন। দেবপালদেবের রাজ্যের শেষভাগ বোধ হয় প্রথম ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে ব্যয় হইয়াছিল। প্রথম বিগ্রহপাল ও নাবায়ণ-পাল ভোজদেবের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং নাবাযণ-পালের বাজত্বকালে পালরাজগণ মগধ ও তীরভুক্তির অধিকাংশ ভোজ-দেবকে প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"—(বাঙ্গালার ইতিহাস—১ম খণ্ড—২য় সংস্করণ—২২০ পৃষ্ঠা)। কিছুদিন পূর্ব্বে ভোজদেবের পুত্র মহেন্দ্রপালের একখানি শিলালিপি উত্তর বঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গুর্জ্জরগণ পৌণ্ড্র-বর্দ্ধনের সীমা পর্য্যন্ত জয় করিয়া থাকিবেন (A. S. R—1926-27)। যে গুর্জ্জরগণের বীরপ্রতাপে একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া প্রবলপ্রতাপ রাষ্ট্র-কূট রাজগণ সিন্ধুদেশের মুসলমান শাসনকর্ত্তাদের সহিত সন্ধি-বন্ধন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, বাঙ্গালার বীর পুত্রগণ তাহাদের সহিতও বারংবার শক্তি পরীক্ষা করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।

লেখমালা

ভারতের লেখমালা শ্রেণী বিভক্ত করিলে দেখা যাইবে যে, কতকগুলি শুধু জয়গানের জন্য রচিত এবং প্রশস্তি নামে পরিচিত, কতকগুলি ভূমি বা অন্য কিছু দানের জন্য রচিত ও শাসন নামে কথিত; কতকগুলি লিপির উদ্দেশ্য ধর্ম্মপ্রচার—উহারা "ধর্ম্মলিপি" নামে স্থানে স্থানে বর্ণিত হইয়াছে। অনেক লিপির মধ্যেই শাসন, প্রশস্তি প্রভৃতি বিশিষ্টতা জ্ঞাপক শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। 'বীর-শাসন' বম্বে ও মান্দ্রাজ বিভাগের

লেখমালায় দেখা গিয়াছে। সাধারণতঃ শাসন অর্থে Charter এবং প্রশস্তি অর্থে Eulogy বুঝিতে হয়। (১)

পাল নরপালদিগের রাজত্বকালে বাঙ্গালীর শৌর্য্যকাহিনী তাঁহাদের লেখমালার উপর নির্ভর করিয়া রচিত হইয়াছে। সেগুলি শ্রেণীবিভক্ত হইলে দেখা যাইবে যে, ধর্ম্মপাল দেব, দেবপাল দেব, নারায়ণপাল দেব, মহীপাল দেব, বিগ্রহপাল দেব, বৈদ্যদেব ও মদনপাল দেবের লিপিগুলি শাসন এবং গরুড়স্তম্ভ লিপি ও বীরদেবের লিপি প্রশস্তি। শাসনগুলি রাজপ্রশংসার জন্য রচিত হয় নাই; উহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য দান-বিজ্ঞাপন এবং গৌণ উদ্দেশ্য রাজ-পরিচয়। শাসন রচনাকালে রাজ-পরিচয় দিবার পদ্ধতি সেকালে প্রচলিত ছিল। (২)

রাজা যে লিপিদ্বারা একজন প্রজাকে ভূমি দান করিতেন, তাহার অনুলিপি নিশ্চয়ই তৎকালে প্রচলিত রাজদপ্তরে রক্ষিত হইত। ইহা রাজকার্য্যের ও রাজনীতির সাধারণ নিয়ম মাত্র। (৩) এই সকল রাজ-প্রদত্ত দলিলের অনুলিপি রাজার দপ্তরে থাকিত এবং আসলখানি গ্রহীতা লইয়া যাইত। সুতরাং শাসনপত্রে মিথ্যাভাষণ করিবার সম্ভাবনা ছিল না। যে যুদ্ধে জয়লাভ ঘটে নাই, যে রাজ্যের উপর

(১) Charter—শাসনম্, শাসনপত্রম্; Eulogy—স্তুতিঃ, স্তবঃ—*A Practical English-Sanskrit Dictionary*: A Borua.

অববাদ স্তু নির্দ্দেশে নিদেশঃ শাসনং চ সঃ (অমর কোষ); অধ্যাপক কোলব্রুক ইহার ইংরাজি প্রতিশব্দ দিয়াছেন—An order or command.

শব্দরত্নাবলীতে শাসন অর্থে আদেশ এবং মেদিনীতে রাজ্ঞদত্তভূমি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

(২) *Imperial Gazetteer of India*—Vol. II. Dr. Fleet on Inscriptions.

(৩) *Imp. Gazet. of India*, Vol II. Dr. Fleet on Inscriptions.

কোনরূপ অধিকার ছিল না—সে যুদ্ধে জয় ঘটিয়াছিল বা সে রাজ্য নিজ অধিকারভুক্ত ছিল এরূপ মিথ্যা কথা লিখিলে মুহূর্ত্তে তাহা প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা ছিল। সেকালে রাজকাহিনী প্রজাসাধারণের আলোচনার সামগ্রী ছিল। (১) লোকমতের উপরই পালনরপাল-দিগের রাজসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং মিথ্যাভাষণের সাহস রাজার হইতে পারিত না। সভ্যতা ও শিক্ষা, ধর্ম্মমত ও নীতিজ্ঞান সেকালে যেরূপ উচ্চ ছিল তাহাতেও মিথ্যাভাষণের ন্যায় পাপে রাজা লিপ্ত হইতে পারিতেন না। সুতরাং শাসনগুলি মিথ্যা কথা কহে না।

শাসনে ও প্রশস্তিতে অতিশয় উক্তি দেখিতে পাওয়া যায় বটে। কিন্তু তাহারও একটি ধারা আছে বলিয়া মনে হয়। ঐতিহাসিক সত্য সে উৎপ্রেক্ষার আবরণ ছিন্ন করিয়া অক্লেশে বাহির করিতে পারা যায়। সত্য অর্থ পরিগ্রহে কোন বাধা থাকে না। সেনার বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা আছে, নৌবাটকের বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা আছে, ঘনাঘন-ঘটার বর্ণনায় উৎপ্রেক্ষা আছে। কিন্তু তাহাতে কিছুমাত্র আসিয়া যায় না। মিথ্যাভাষণ ও উৎপ্রেক্ষা এক নহে। বাঙ্গালী ভারত-বিজয়ী হইয়াছিল, একথা শুনিলেই এখন আমরা বিশ্বাস করিতে সাহস করি না! ইহা আমাদের বহু শত বর্ষের সঞ্চিত দুর্ব্বলতার লক্ষণমাত্র! যে শাসন বা প্রস্তর-লিপি সেই গৌরবের কথা শুনাইতে চাহে, আমরা সর্ব্বাগ্রেই মনে করি তাহা মিথ্যা কথা কহিতেছে!

(১) গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈর্ব্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানপৈঃ
লীলা-বেশ্মনি পঞ্জরোদর শুকৈরুদ্গীত মাত্ম-স্তবং ইত্যাদি।

ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

"পুনর্নবং"

হতসকলবিপক্ষঃ সঙ্গরে বাহুদর্পাদনধিকৃতবিলুপ্তং রাজ্যমাসাদ্য পিত্র্যং।
নিহিতচরণপদ্মো ভূভৃতাং মূর্দ্ধি, তস্মাদভবদবনিপালঃ **শ্রীমহীপালদেবঃ**॥

—বাণগড় লিপি।

দেবপাল দেবের স্বর্গারোহণের পর, দশম শতাব্দেই গৌড় সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা দেখা দিয়াছিল; কিছুকাল পরই এমন সময় আসিয়াছিল, যখন "অনধিকারী" গৌড়পতি, পালনরপালগণের সাধের সোহাগের নন্দন কাননে নিঃশঙ্কে বিচরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত দেবয়াতনে মহাকালের ঘোর ডমরুধ্বনি সমুত্থিত হইয়া গৌড়বাসীকে সন্ত্রাসিত করিয়াছিল!

দশম শতাব্দী

বহুবৎসরের সাধনায় বাঙ্গালী যে বিপুল সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিল, তাহা কিরূপে অর্দ্ধ শতাব্দীর মধ্যে বঙ্গরাজের হস্তচ্যুত হইয়াছিল, তাহার কাহিনী শিলালিপি বা তাম্র-শাসন হইতে সঙ্কলিত হইতে পারিলেও, তাহার মূলতত্ত্ব যথাযথরূপে নিরূপণ করা এখনও অসাধ্যই রহিয়াছে। কিন্তু ইহা নিঃশংসয়েই বলিতে পারা যায় যে, এমন এক যুগ আসিয়াছিল, যখন প্রত্যক্ষভাবে বাঙ্গলার এবং পরোক্ষে উত্তর-ভারতের সর্ব্বনাশ এক সময়েই সংঘটিত হইয়াছিল!

আর্য্যাবর্ত্তের নরপালগণ দশম শতাব্দী হইতেই অহেতুক আত্মকলহে শক্তিহীন হইতেছিলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী রাজন্যবর্গের উচ্ছেদ মানসে পরস্পর বহিঃশত্রুদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া গৃহে আনিতেছিলেন। একদা সমগ্র ভারত-বিজেতা রাষ্ট্রকূট বংশীয়দিগের রাজ্য তখন ছিন্ন ভিন্ন হইতেছিল; গুর্জ্জর-প্রতিষ্ঠা-মন্দির ভাঙ্গিয়া খসিয়া ধ্বসিয়া পড়িতেছিল; তখন ভূস্বর্গ কাশ্মীর দুর্নীতি

আর্য্যাবর্ত্ত

পরায়ণ। নারীর শাসনে জর্জ্জরিত হইয়া শক্তি হারাইয়াছে এবং অনতিকাল পরেই গজনীর মহম্মদের আক্রমণে বিধ্বস্ত হইবার পথ মার্জ্জিত করিতেছে !

যে কান্যকুব্জ একবার সপ্তম শতাব্দীতে শ্রীহর্ষের সেবায় ও নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে পুনরায় মিহির ভোজ ও মহেন্দ্র পালের পূজায়, উত্তর ভারতের অধীশ্বরীরূপে পরিচয় লাভ করিয়াছিল—তাহার তখন জীর্ণদশা ! তখন শ্রীহর্ষ, যশোবর্ম্মা এবং বজ্রায়ুধের স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়াছে ; ধর্ম্মপাল দেব কর্ত্তৃক বিজিত ইন্দ্রায়ুধের সিংহাসনে পরাশ্রয়ে "নীচভাব" যে চক্রায়ুধ স্থাপিত হইয়াছিলেন, গুর্জ্জর-প্রতীহার-রাজ নাগভট্টের সমরানলে তিনি তখন বিদগ্ধ ও বিস্মৃত—নাগভট্টের বংশধর—ভারতের রাষ্ট্র-গগনের ভাস্বর নক্ষত্র মিহির-ভোজের গর্ব্বিত উপাধি "আদি বরাহ" তখন নামে মাত্রই তাঁহার বিজয়-স্মৃতি বহন করিতেছিল, কারণ হীনশক্তি বংশধরদিগের শিথিল কর হইতে তখন রাজদণ্ড খসিয়া পড়িবার উপক্রম হইয়াছে। মহম্মদ ঘোরির বিকট গর্জ্জন তখন শৈল-শৃঙ্গ কম্পিত হইয়া ক্রমেই রাজধানীর সন্নিকট হইতেছে ; সুলতান্ সবাকৃতগিনকে রোধ করিবার জন্য পঞ্চনদরাজ জয়পালের সহিত চেদীরাজের মিলিত সিংহনাদ তখনও গগনে পবনে শ্রুত হইতেছে ; মহম্মদ ঘোরির সহিত সখ্যতা বন্ধনে বদ্ধ বলিয়া কান্যকুব্জরাজ রাজ্যপালের রুধিরে রঞ্জিত, স্বদেশ-রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর চেদীরাজের অসির ফলক তখনো শুষ্ক হয় নাই—কিন্তু কালঞ্জর মহম্মদের হস্তগত হইয়াছে !

উত্তর-ভারতের যখন এইরূপ অবস্থা, সেই সময়ে মহীপালদেব লুণ্ঠিত পাল সাম্রাজ্যকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য গৌড়-সিংহাসনে সমাসীন হইয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে বিগ্রহপাল যদিও "সাক্ষাৎ ইন্দ্রতুল্য শত্রু-সংহার-কারী" ও "অজাত-

বিগ্রহপাল

শক্রু” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন—বিমল জলধারার ন্যায় তাঁহার “বিমল অসিধারায়” শক্রুবনিতাবর্গেব সধবাজনোচিত অঙ্গরাগ বিলুপ্ত হইয়াছিল বলিয়া প্রশস্তিকার তাঁহাকে “শক্র-বনিতা-প্রসাধন-বিলোপি-বিমলাসি জলধাবঃ” বলিয়া ঘোষিত করিয়াছেন কিন্তু ধর্ম্মপাল বা দেবপালের ন্যায় তুর্নিবার তেজঃপ্রভাব তাঁহার ছিল না! গুর্জ্জররাজ অনায়াসে তখন মুঙ্গেরে “বৃহৎ বৈবি” বঙ্গদিগকে “কোপবহ্নিতে দগ্ধ” করিতে সমর্থ হইলেন (১) এবং কলচুবী বংশের “প্রথিত পৃথু-যশা” গুণাম্ভোধিদেব গৌডরাজলক্ষ্মী হরণ করিলেন! (২) তবুও দেখা যাইতেছে যে, গৌড়গণ তখনও শক্রপক্ষ কর্ত্তৃক “বৃহৎ বৈরি” বলিয়া পরিচিত ছিল। বাঙ্গালী তখন রণভীরু বা হীনবল থাকিলে এরূপ পরিচয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না।

নারায়ণ পাল ও রাজ্যপাল

“বিজিগীষু” নারায়ণপালদেব গৌড়-সাম্রাজ্যকে ধ্বংসের মুখ হইতে রক্ষা করিতে পারিলেন না; রাজ্যপালের রাজ্যকাল “জলধিমূল-গভীর-গর্ভ” জলাশয় (৩) খননে ও “কুলপর্ব্বত তুল্য কক্ষ বিশিষ্ট” দেবায়তন নির্ম্মাণেই ব্যয়িত হইয়া গেল;—মগধ, তীরভুক্তি ও অঙ্গদেশ পালরাজগণের হস্তচ্যুত হইল। ইহার পর হইতে মহীপালের রাজমুকুট গ্রহণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কতিপয় বর্ষের ইতিহাস, বাঙ্গালীর পরাজয়ের ইতিহাস। তখন বল্লভরাজ

(১) ভোজদেবের সাগরতালে আবিষ্কৃত শিলালিপি। “যস্য বৈরি বৃহদ্বঙ্গান্ দহতঃ কোপবহ্নিনা।” ইত্যাদি। *Archaeological Survey*, Annual Report 1903-04, P 282-84.

(২) সোঢ়দেবের গোরক্ষপুরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসন। *Epigra : Indica*, Vol VII, P 89 এবং যোধপুরে আবিষ্কৃত কক্কের পুত্র বাউকের শিলালিপি। *J. R. A. S.* 1894. P. 7.

(৩) বাণগড় শাসন—গৌড়লেখমালা, ৯২ পৃষ্ঠা।

শ্রীকৃষ্ণের বিজয়-পতাকা অঙ্গে, কলিঙ্গে ও মগধে উড্ডীন হইয়াছে; তিনি তখন গৌড়দিগকে পরাজিত করিয়া "গৌড়ানাং বিনয়ব্রতার্পণ-গুরুঃ" (১) উপাধিতে বিভূষিত হইয়াছেন। এই উপাধি হইতে কি ইহাই সূচিত হয় না যে, গৌড়জনদিগকে আনত করিয়া বিনয়ী করিতে সমর্থ হওয়াও তৎকালে একটি বিশেষ শ্লাঘার বিষয় ছিল? ভাষান্তর করিয়া বলিলে বলিতে পারা যায় যে, গৌড়গণ পরাজিত হইলেও পরাজয় কালে দুর্দ্ধর্ষই ছিল!

দ্বিতীয় গোপাল

রাজ্যপালের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া দ্বিতীয়-গোপাল পিতৃরাজ্য উদ্ধারের যে চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার পরিচয় নালন্দা নগরে বাগীশ্বরী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠায়, শক্রসেন কর্ত্তৃক বুদ্ধ গয়ায় প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধমূর্ত্তির পাদপীঠে এবং মগধের শ্রীমদ্বিক্রম-শীলদেব বিহারে লিখিত ভগবতী অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। (২) এ সকল কীর্ত্তিই "শ্রীগোপালদেব রাজ্যে" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া লিখিত রহিয়াছে। গোপালদেব কর্ত্তৃক মগধ বিজিত না হইলে এরূপ হওয়া সম্ভব হইত না। অঙ্গ, কলিঙ্গ ও মগধ জয় করিয়া যিনি গৌড়দিগের "বিনয় ব্রতার্পণ গুরু" হইয়াছিলেন, তাঁহার সে গুরুর আসন অটল থাকিলে, বঙ্গপতির কীর্ত্তি মগধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিত না! ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে বিনয়ব্রতের গুরু অধিক দিন শিষ্যকে বশে রাখিতে পারেন নাই—শিষ্যের সামরিক-শক্তি অচিরেই আবার সেই বিলুপ্ত-গৌরবের কিয়দংশ উদ্ধার করিয়াছিল!

যমুনা এবং নর্ম্মদা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ—এখন যাহা বুন্দেলখণ্ড নামে

(১) দেউলীতে আবিষ্কৃত তৃতীয় কৃষ্ণের তাম্রশাসন। *Epigra : Indica.* Vol V. P. 193.

(২) বাগীশ্বরী প্রস্তরলিপি—গৌড়লেখমালা ৮৮ পৃষ্ঠা।
শক্রসেন প্রস্তরলিপি ঐ ৮৮ পৃষ্ঠা।

অভিহিত—প্রাচীন কালে তাহা জেজাভুক্তি বলিয়া পরিচিত ছিল;

চেদী ও জেজাভুক্তি

বর্ত্তমান মধ্য প্রদেশ তখন চেদী রাজ্য আখ্যায় অভিহিত হইত। জেজাভুক্তির চন্দেল্লবংশ ও চেদীর কলচুরীগণ কখনও বিরোধে, কখনও বা বান্ধবতায় এই ভূভাগ ভোগ করিত। চন্দেল্লগণ খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতেই ভারতের রাষ্ট্র-গগনে দেখা দিয়াছিল। তাহাদের রাজধানী মহোবা, কালঞ্জর, খজুবাহো নয়নমনোহর দেবমন্দিরে ও সুবৃহৎ স্বচ্ছ সুন্দর তড়াগে দিনে দিনে সুশোভিত হইয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া চন্দেল্লগণ পাঞ্চালের অধীনতা হইতে মুক্ত হইল এবং দশম শতাব্দের প্রারম্ভেই একটা শক্তিশালী দুর্দ্ধর্ষ জাতিরূপে উত্তর-ভারতে পরিচিত হইয়া উঠিল।

বিনষ্টশ্রী পুনরুদ্ধারের জন্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে আকাঙ্ক্ষার ক্ষীণ আলোক, মৃতপ্রায় দেহে নবজীবন সঞ্চারের ন্যায় অল্পে অল্পে দেখা দিয়া

বাঙ্গালীর আকাঙ্ক্ষা

দ্বিতীয়-গোপাল ও বিগ্রহপালকে কর্ত্তব্যপথে অগ্রসর করিয়াছিল এবং মগধকে পুনরায় বঙ্গ-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিয়াছিল,—তাহা আর বিকাশ পাইবার অবকাশ প্রাপ্ত হইল না। চন্দেল্লবংশে যশোবর্ম্মা তখন কালঞ্জর দুর্গ জয় করিয়া বীরপ্রতাপ হইয়াছেন; তখন কান্যকুব্জরাজ পর্য্যন্ত চন্দেল্ল যশোবর্ম্মার রাজধানী খজুরাহোর শোভা বর্দ্ধনার্থ প্রাণাধিক প্রিয় বিষ্ণুমূর্ত্তিও নিজ শিরে বহিয়া চন্দেল্লরাজকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইয়াছেন!

জয়গর্ব্বিত "নৃপকুলতিলক" যশোবর্ম্মা অবিলম্বে যুদ্ধাভিযান করিয়া কোশল কাশ্মীর, মিথিলা মালব, চেদী কুরু ও গুর্জ্জর রাজগণকে পরাজিত

গৌড়ক্রীড়ালতাসি

করিলেন। তাঁহার ক্রীড়াচ্ছলে হেলিত অসির আঘাতে গৌড়গণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল—তিনি প্রশস্তি পত্রে 'গৌড়ক্রীড়ালতাসি' রূপে পরিচিত হইলেন। (১)

(১) খজুরাহো গ্রামে লক্ষ্মণজি মন্দিরের শিলালিপি।

হিমালয়ের শৈলশিখর হইতে ৯৬৬ খৃষ্টাব্দে কাম্বোজ জাতির যে প্রবল বন্যা তখন বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইল, শত্রুনির্জ্জিত দ্বিতীয় বিগ্রহপাল সে বন্যার স্রোত রোধ করিতে পারিলেন না—"অনধিকৃত কাম্বোজান্বয়জ" কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া "দেশে প্রাচী প্রচুর পয়সি" সমতটে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। কাম্বোজবংশজ নবীন গৌড়পতির 'ইন্দুমৌলি'-মন্দির গৌড়ের (১) হৃদাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া উন্নতশিরে বাঙ্গালীর পরাজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিল! ধর্ম্মপালদেবের নেতৃত্বাধীনে বঙ্গবীর কর্ত্তৃক কেদার-বিজয়ের জয়গাথা শতবর্ষ মধ্যেই মূক হইয়া গেল! নবম শতাব্দিতে দেবপাল কাম্বোজদিগকে পরাভূত করিয়া বাঙ্গালীর জন্য যে গৌরব অর্জ্জন করিয়াছিলেন, দশম শতাব্দীতে তাহারা তাহার প্রতিশোধ লইল!

অনধিকারীর ইন্দু-মৌলি মন্দির

মহীপাল যখন সিংহাসনারোহণ করিলেন তখন উত্তর ভারতের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আরেরা বিস্তৃত পাল-সাম্রাজ্য তখন ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া বোধ হয় কেবল রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশে পর্য্যবসিত হইয়াছে! তিনি পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য যত্নবান হইলেন; বঙ্গসেনা তাহাদের নৃপতির জন্য অকাতরে প্রাণদান করিয়া অনধিকারী কর্ত্তৃক বিলুপ্ত পাল-সাম্রাজ্য 'পুনর্নব' করিবার জন্য হৃদয়-শোণিতে 'শিলা-বিন্যাস' যজ্ঞ আরম্ভ করিল! কলি-কাল-বাল্মীকি সন্ধ্যাকর নন্দী সেই যজ্ঞভূমিকে বসুধার শীর্ষস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন—উহা গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ বরেন্দ্র।

মহীপাল

দেখিতে দেখিতে বঙ্গ ও সমতট পালরাজের চরণ চুম্বন করিল—

(১) *J. A. S. Bengal*, Vol III, p. 690. (New series) এবং দিনাজপুর রাজভবনের উদ্যানে রক্ষিত স্তম্ভপাদমূলে উৎকীর্ণ লিপি, গৌড়রাজমালা ৩৫ পৃষ্ঠা।

ছয় বর্ষ মধ্যেই মগধ তাঁহার পদানত হইল—একাদশ বর্ষ মধ্যে বুদ্ধগয়ায় পাল-বিজয়-কেতন উড্ডীন হইল। এইরূপে বরেন্দ্রী হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর জয়গানে পূর্ণ হইয়া উঠিল—বঙ্গবীরের ভেরীনাদে সমগ্র ভূভাগ মুখরিত হইল—বিজয়ী বঙ্গসেনার বীরপদভরে বঙ্গ, সমতট, বরেন্দ্র বারাণসী বিকম্পিত হইতে লাগিল। অরাতি কাম্বোজধ্বজ (১) তখন পাল-প্রভঞ্জনে বিতাড়িত হইয়া ধরণীর ধূলার ন্যায় উড়িয়া গেল! উড়িষ্যার রাজা গৌড়পতির চরণে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন। (২) শ্রী মহী-পালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্প প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া, অনধিকৃত-বিলুপ্ত পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপনপূর্ব্বক অবনিপাল হইলেন। (৩)

বঙ্গবাহিনীর বিজয় লাভ

সাগরদীঘি, মহীপাল দীঘি প্রভৃতি অতি বৃহৎ জলাশয়গুলি খনিত হইয়া তখন বঙ্গপ্রজার তৃষ্ণার বারি যোগাইতে লাগিল; মহীপুর, মহী-সন্তোষ, মহীপাল প্রভৃতি রাজনগরী—প্রাচীরে প্রাকারে, অট্টালিকায় বিহারে সুশোভিত হইয়া বরেন্দ্রীর শোভাবর্দ্ধন করিল; তখন নানাস্থান হইতে বহু আয়াসে সংগৃহীত উপাদানে বারাণসীর শোভা ও সম্পদ্ বৃদ্ধি হইল; অশোকের জীর্ণধর্ম্মরাজিকা এবং সাঙ্গধর্ম্মচক্র সুসংস্কৃত হইয়া অল্পকাল মধ্যেই "পুনর্নব" হইল। বুদ্ধদেবের বাসস্থানের উপর একদা বহু আড়ম্বরে নির্ম্মিত, কালের প্রভাবে বিলুপ্ত, "গন্ধালয়" বা "গন্ধকুটী" তখন নানাস্থান হইতে সংগৃহীত ইষ্টকে প্রস্তরে বিনির্ম্মিত হইল। সেই নবনির্ম্মিত

গন্ধালয

(১) কাম্বোজ দেশ তিব্বতের নামান্তর। *Early History of India* : V. A. Smith, p. 173. (2nd. Edn.)

(২) *Archaeological Survey of India*—Vol III, p. 134.

(৩) বাণগড় শাসন—দ্বাদশ শ্লোক।

আলয় 'অষ্টমহাস্থান-শৈলগন্ধকুটী' নামে পরিচিত থাকিয়া, আজিও সারনাথের ধ্বংসাবশেষের সহিত পরিদৃশ্যমান রহিয়াছে। (১)

কীর্ত্তিরত্ন

শ্রীগুরুদেবের চরণপদ্ম স্মরণ করিয়া গৌড়াধিপ মহীপাল নবদুর্গার যে সকল মন্দির নির্ম্মাণ করাইলেন, সারনাথ-লিপিতে সে সমুদয় "ঈশান-চিত্রঘণ্টাদি-কীর্ত্তিরত্ন শতানি" বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। নালন্দার বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ বিত্যালয়ের অগ্নিদগ্ধ ভস্মরাশির উপর যে বিত্যামন্দির নবপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাও মহীপাল দেবের পুরাকীর্ত্তি-সংস্কারের পরিচয় প্রদান করিতেছে। (২)

চোল

মহীপাল যে শুধু পিতৃরাজ্য বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিয়া নব রাজ্যজয়ের জন্যই ব্যস্ত ছিলেন তাহা নহে; বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে গৌড়-সাম্রাজ্যকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে বারত্রয় বিশেষ চেষ্টা করিতে হইয়াছিল। ষষ্ঠ শতাব্দির মধ্যভাগে বীর প্রথম-পুলকেশী দাক্ষিণাত্যে যে রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহাই চালুক্য বা সোলাঙ্কী রাজবংশ নামে পরিচিত। যে প্রবল শত্রুকর্ত্তৃক বারংবার নির্জ্জিত হইয়া চালুক্য-সাম্রাজ্য বিনষ্টশ্রী হইয়াছিল, তাহারা চোল নামে সুপরিচিত। বর্ত্তমান মান্দ্রাজ ও মহীশূর রাজ্য লইয়া যে ভূভাগ গঠিত হয় তাহাই চোল-সাম্রাজ্য। দশম শতাব্দীর শেষ পাদে চোলরাজ রাজরাজ দেব যখন স্বর্গারোহণ করিলেন, তখন চোল-সাম্রাজ্য সমগ্র দাক্ষিণাত্যে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। সিংহল পর্য্যন্ত চোল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া চোলবীরদিগের জয়গানে মুখরিত হইতেছে। চোলের সমরতরণী ভারতসাগরের তরঙ্গভঙ্গ উপেক্ষা করিয়া তখন দ্বীপে দ্বীপে রাজ্য বিস্তার করিতেছে!

(১) সারনাথ-লিপি—গৌড়লেখমালা, ১০৭ পৃষ্ঠা।

(২) নালন্দা-লিপি—গৌড়লেখমালা, ১০৫ পৃষ্ঠা।

রাজেন্দ্রচোল দেব এই চোলরাজবংশের পরাক্রান্ত ভূপতি। ১০১২ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি প্রবল যুদ্ধে দুর্গম "ওড্ড বিষয়" বা উড়িষ্যা জনপদ অধিকার করিলেন। মনোরম "কোশল নাড়ু" বা সম্বলপুর প্রভৃতি উড়িষ্যার পশ্চিম প্রদেশ এবং "তন্দবুত্তি" বা মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশ অধিকার করিয়া রাজেন্দ্র চোল দেব এক ভীষণ যুদ্ধে অধুনা অজ্ঞাত ধর্ম্মপালকে ধ্বংস করিলেন। চোল-বাহিনী প্রবল বেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া দিগ্দেশে খ্যাত "তক্কন্‌লাড়ম্‌" বা দক্ষিণরাঢ় অধিকার করিয়া লইল।

রাজেন্দ্রচোল দেব

রাজেন্দ্রচোলের বিজয়-বিজ্ঞাপক ১০২৪ খৃঃ অব্দে উৎকীর্ণ তীরুমলয় লিপিতে বঙ্গদেশ অবিশ্রান্ত বাত্যাবারিধারাবিক্ষুব্ধ প্রদেশরূপে বর্ণিত হইয়াছে। গোবিন্দচন্দ্র তখন "বঙ্গাল" বা বঙ্গদেশের অধিপতি। রাজেন্দ্রচোলের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইয়া তিনি পরাভূত হইলেন, ভীষণ রণক্ষেত্রে কর্ণভূষণ, চর্ম্মপাতুকা ও বলয় বিভূষিত মহীপালের পরাজয় ঘটিল। বিজয়ী রাজেন্দ্রচোল তখন সাগরতুল্য শুক্তি-সম্পৎশালী "উত্তির-লাড়ম্‌" বা উত্তর-রাঢ় জনপদ জয় করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক আপনাকে 'গঙ্গেকোণ্ডা' বা গঙ্গাবিজয়ী নামে বিঘোষিত করিলেন (১) রাজেন্দ্রচোল যে-বঙ্গদেশ জয় করিয়াছিলেন তাহাই আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গ বা শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে উক্ত হরিকেল।

পূর্ব্ববঙ্গপতি গোবিন্দচন্দ্র

রাজেন্দ্র চোল দেব যখন দিগ্বিজয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন, তখন দক্ষিণরাঢ়ে রণশূর, উত্তররাঢ়ে মহীপাল, বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্র এবং দণ্ড-

(১) তিরুমলয় লিপি এবং গৌড়রাজমালা, ৩৯ পৃষ্ঠা এবং *Early History of India*, V. A. Smith. P. 414-421 ও বাঙ্গালার ইতিহাস—স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

ভুক্তিতে ধর্ম্মপাল রাজত্ব করিতেন। এই রাজন্যবর্গের সৈনিকগণ নিশ্চয় বঙ্গদেশ হইতেই সংগৃহীত হইত। ইঁহারা মিলিত হইতে পারিলে যে আবার একটী অখণ্ড বঙ্গসাম্রাজ্য সংস্থাপিত হইতে পারিত—বাঙ্গালী একটী বীর জাতি বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই জাতিপ্রতিষ্ঠারূপ মহামন্ত্র সেকালে অজ্ঞাত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে; যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে। যে পথে কখনও চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরাজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ করিলাম—স্বাতন্ত্র্যপ্রিয়তা এবং জাতিপ্রতিষ্ঠা। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।" (১)

নূতন শিক্ষা

রাজেন্দ্র চোল দেব স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে পর রাজকবিগণ যেরূপেই সে বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিয়া থাকুন না কেন তাঁহার বীরবাহিনী বঙ্গসেনার সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া স্মরণযোগ্য বীরত্বখ্যাতি অর্জ্জন করিতে পারে নাই। (২) তাঁহার আগমনের বহু পূর্ব্বেই ওয়ান্-চোয়াং তাম্রলিপ্ত দর্শন করিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত রণশূরের রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। রণশূর দক্ষিণরাঢ়পতিরূপে পরিচিত ছিলেন। তাম্রলিপ্তবাসিগণ তৎকালে সাহসী বলিয়া ওয়ান্-চোয়াং

(১) ভারত-কলঙ্ক, বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২) *Epigra*; *Ind*: Vol IX p. 239.

কর্ত্তৃক বর্ণিত হইয়াছিল। (১) রাজেন্দ্র চোল দেবের আগমনের শত বর্ষ পর চোরগঙ্গাদেব মন্দরাধিপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়াছিলেন। দক্ষিণ-রাঢ় তখন মন্দরাধিপতির রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহাই তাম্রলিপ্তের অধঃপতনের প্রারম্ভ বলিয়া কথিত হয়। এই সময় হইতেই উহা গঙ্গাবংশীয়দিগের রাজ্যের সীমান্ত-বাণিজ্যস্থান ও পোতাশ্রয়রূপে পরিচিত থাকিয়া প্রতিনিয়ত শক্র কর্ত্তৃক পীড়িত হইত। (২)

বীরপূজা

বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেকালে নাট্যাভিনয়ের প্রথা প্রচলিত ছিল। "চণ্ডকৌশিক" নাটক মহীপাল দেবের বিজয়-কাহিনীকে স্মরণীয় করিবার জন্য, আর্য্য ক্ষেমীশ্বর কর্ত্তৃক বিরচিত ও নটগণ কর্ত্তৃক অভিনীত হইয়াছিল। যে সমর-কাহিনীর বিজয়-স্মৃতি আজিও সংস্কৃত সাহিত্যে বিরাজমান রহিয়াছে, সেই সমরের ফলে বাঙ্গালীর নিকট কর্ণাট-লক্ষ্মী লুণ্ঠিত হইয়াছিল। চণ্ডকৌশিক, প্রবোধচন্দ্রোদয় প্রভৃতি হইতেই সূচিত হয় যে, সেকালে ভারতবাসী বীরের পূজা করিত।

দশম শতাব্দীর শেষ পাদে চালুক্য বংশের এক বিস্মৃত নায়ক তৈলপ যে রাজবংশ ও রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন, তাহাই কল্যাণের চালুক্য রাজবংশ এবং চণ্ডকৌশিকের কর্ণাট রাজ্য।

গৌড়ধ্বজ গাঙ্গেয় দেব

চেদী বংশের গাঙ্গেয় দেব একবার মহীপালের গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। নেপালে আবিষ্কৃত একখানি রামায়ণের পুষ্পিকায় গাঙ্গেয় দেব "গৌড়ধ্বজ" নামে অভিহিত হইয়াছেন। গাঙ্গেয় দেব তখন তীরভুক্তির অধীশ্বর। সুতরাং তীরভুক্তি যে সে সময়ে মহীপালের করচ্যুত

(১) *Buddhist Records of the Western World*—Beal, P. 200-201 and Cunningham's *Ancient Geography of India*, p. 504.

(২) *Midnapur Dist. Gaz.*—p. 21.

হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্ত্তীকালেও গাঙ্গেয় দেবের বীরপুত্র কর্ণ গৌড় অধিকার করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। চেদীরাজই এই গাঙ্গেয় দেব, কি তিনি মিথিলার একজন পরাক্রান্ত সামন্ত নরপাল—সোমবংশোদ্ভব গাঙ্গেয় দেব, সে বিষয়ে ভিন্নমত দৃষ্ট হয়। তিনি যিনিই হউন, গৌড়জয় করিতে সমর্থ হন নাই—তীরভুক্তিও দীর্ঘ দিনের জন্য রক্ষা করিতে পারেন নাই—তখন পর্য্যন্তও গৌড়জনের বীরত্বের অভাব হয় নাই।

মহীপালের রাজত্বকালে উত্তরভারতে যে মুসলমান প্রভাব ব্যক্ত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা উত্তরাপথের সিংহদ্বার সাহি-রাজ্য ভগ্ন করিয়া—স্থানীশ্বর, মথুরা, কান্যকুব্জ, গোপাদ্রি, কলঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থানে বিচূর্ণিত দেবায়তনের স্খলিত শিলাসমূহ রুধিরে রঞ্জিত করিয়াছিল। তখন গান্ধার ও কপিশা শ্মশান হইয়াছে—বৌদ্ধ কীর্ত্তিচূড়া ধরার ধূলির সহিত মিশিয়া গিয়াছে—তখন জয়পাল, অনঙ্গপাল, ত্রিলোচনপাল আর্য্যাবর্ত্তের মান ও প্রাণ রক্ষার জন্য বলিরূপে আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন! নবাগত শত্রুর সহিত বল পরীক্ষার প্রয়োজন অনুভব না করিয়া গৌড়পতি মহীপাল তখন বারাণসীধামকে শতকীর্ত্তিরত্নের শোভায় সমুজ্জ্বল করিতেছিলেন! দুই শত বর্ষ মধ্যেই তাঁহার স্বদেশবাসীকে তাহার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল।

উত্তর ভারত

সেকালের রাজকাহিনী যে জন-প্রবাহের আলোচনার সামগ্রী ছিল না তাহা নহে। ধর্ম্মপাল কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন তাহার পরিচয় খালিমপুর লিপিতে দেখিতে পাই;—"সীমান্ত দেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, গ্রাম-সমীপে জন সাধারণ কর্ত্তৃক, গৃহ-চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থানে বণিক্‌সমূহ কর্ত্তৃক এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ কর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব

লোকানুরাগ

শ্রবণ করিয়া, এই নরপতির বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্রভাবে বিনম্র হইয়া” রহিত।

আমগাছি লিপি হইতে প্রকাশ, নয়পাল “লোকানুরাগভাজন” ছিলেন। গোপাল প্রজাকর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত গৌড়পতি। ধর্ম্মপাল ও দেবপাল বঙ্গপ্রজার মহতী দেবতা। এই সকল লোকবিশ্রুত নৃপতি-বর্গের কাহারও কাহিনীই যে বঙ্গকবি রচনার যোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই তাহা নহে। মুদ্রারাক্ষস, হর্ষচরিত, চণ্ডকৌশিক প্রভৃতি নিশ্চয়ই বঙ্গ কবিকেও বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তি রচনায় প্রবুদ্ধ করিয়া থাকিবে। পরবর্ত্তী কালের বাঙ্গালার সাহিত্য ইহার পরিচয় প্রদান করিয়াছে।

বঙ্গসাহিত্য

বাঙ্গালার একাদশ শতাব্দের প্রাচীন সাহিত্য বাঙ্গালীর বীরত্বের কাহিনী রচনা করিয়া থাকিলেও আমরা সে সকল গ্রন্থ পাই নাই। এরূপ কত গ্রন্থ যে অধুনা অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে—কিরূপ বিরাট একটী সংস্কৃত ও বঙ্গ সাহিত্যের বিবরণ লাভে আমরা বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি, তাহা মহামহোপাধ্যায় স্বর্গগত পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় প্রমাণিত করিয়াছেন। সুতরাং বঙ্গ সাহিত্যের অধুনাপ্রাপ্ত প্রাচীন কয়েকখনি পুস্তকের পৃষ্ঠা মাত্র অবলম্বন করিয়া সাধারণ ভাবে এ কথা বলা সঙ্গত নহে যে, সেকালের “বাঙ্গালী কবির রচনায় আত্মনির্ভরের ভাব ও বিক্রম প্রকাশ কোন কালেই বেশী প্রশংসনীয় হয় নাই। যেখানে বাঙ্গালী কবি বীরত্ব বর্ণনা করিতে গিয়াছেন, সেখানে বাঙ্গালার ব্যঙ্গকবি ‘ভারত-উদ্ধার’ কাব্যের ন্যায় তীক্ষ্ণ শ্লেষ দ্বারা বঙ্গ বীরের যুদ্ধাস্ত্রগুলিকে একটি পটকার ধূম্রে পর্য্যবসিত করিবার সুবিধা পাইয়াছেন.।” (১)

জনসাধারণের ইতিহাস রচনার প্রথা বর্ত্তমান থাকিলে আমরা সে কালের বঙ্গসৈন্যের পরিচয় পাইতাম। কে বলিবে যে সেকালে এমন

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন, ৭৩ পৃষ্ঠা।

কবি কেহ ছিলেন না, যিনি ধর্ম্মপাল, দেবপাল, মহীপাল প্রভৃতির রাজ্য-বিস্তার-ব্যাপারের সহিত স্বয়ং লিপ্ত ছিলেন না? সমর-ব্যবসায়, কৌলিক হইলেও উহা যে মিগাস্থিনিস-কথিত পঞ্চম জাতিতেই শুধু নিবদ্ধ ছিল তাহা মনে করিবার কারণ নাই। আমরা দেখিয়াছি এবং পরেও দেখিব যে, ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি সকলেই আবশ্যক মত অস্ত্র ধরিত। অসির সহিত মসীর কোন বিপরীত সম্বন্ধ সেকালে বর্ত্তমান ছিল না।

সমর-ব্যবসায়

বাঙ্গালীর শৌর্য্য কল্পনার কাহিনী নহে, উহা সমসাময়িক প্রশস্তিতে পরিচিত—কঠিন শিলা বা তাম্রের বক্ষে পরিস্ফুট। সে ইতিহাসকে অবহেলা করিয়া বঙ্গের কোন নিভৃত পল্লীনিকেতনের কোন অক্ষম কবির গাথাকে অবলম্বন পূর্ব্বক, জাতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে বাঙ্গালীকে কলঙ্কলিপ্ত করা উচিত নহে! যখন প্রতি যুগেই বাঙ্গালীর শৌর্য্য জয়ে পরাজয়ে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, তখন সেই সকল যুগের কবিচিত্ত যে যুগধর্ম্মের প্রভাবে স্পন্দিত হয় নাই ইহা কল্পনা করা সম্ভব হইলেও প্রকাশ করিতে দুঃসাহসের প্রয়োজন হয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

"কলিযুগ রামায়ণ"

অবদানম্ রঘুপরিবৃঢ় গৌড়াধিপরাম দেবয়োরেতৎ।
কলিযুগ রামায়ণমিহ, কবিরপি কলিকাল বাল্মীকি ॥

—রামচরিত।

১০২৫ খৃঃ অব্দে মহীপাল স্বর্গারোহণ করিলেন; তখনও "কলিযুগ রামায়ণ" রচনার প্রায় শতবর্ষ বাকি ছিল। পুত্র নয়পাল গৌড়সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। মহীপালের ন্যায় তাঁহারও নবরাজ্য জয়ের অবকাশ ঘটিল না; বহিঃশত্রুর

নয়পাল

কবল হইতে পিতৃরাজ্য রক্ষা করিতেই তাঁহার অনেক শক্তি শেষ হইয়া গেল। আমগাছি-লিপিতে নয়পাল 'হতধ্বান্ত স্নিগ্ধপ্রকৃতি', লোকানুরাগভাজন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সমস্ত সামন্ত নরপালদিগের শিরে পদবিন্যাস করিয়া "[শিরসি কৃতপাদঃ]" তিনি সকল দিকে প্রতাপ বিস্তার করিয়াছিলেন। (১)

কৃষ্ণ-দ্বারিকা-মন্দির-লিপিতে নয়পাল "সমস্ত ভূমণ্ডল-রাজ্যভার-ধারণকারী" বলিয়া পরিচিত। যে মহাবল শত্রু নয়পালের রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন—উত্তরাপথ হইতে মুসলমান-বন্যা যেরূপে বারাণসী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল, তাহাতে 'রাজ্যভার ধারণ' করিতে নয়পালকে বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল।

বাঙ্গালার লিখিত ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে—ছিল না একথা বলিতে পারি না। মগধের পণ্ডিত ক্ষেমেন্দ্র ভদ্রের রচনায় পাল-সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস বর্ত্তমান ছিল, তাহা কোন্ অন্ধকারের কুক্ষি-মধ্যে লুক্কায়িত রহিয়াছে, কে জানে? ইন্দ্র দত্তের "বুদ্ধপুরাণ" কেবল 'রামচরিতে' নামমাত্র সার হইয়াছে, সুতরাং সেনবংশের প্রথম চারি ভূপালের বিস্তৃত ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। পণ্ডিত ভটঘটীর "গুরু পরম্পরার ইতিহাস" এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। এইরূপ আরও কত গ্রন্থ ছিল, কে বলিতে পারে?

বিলুপ্ত ইতিহাস

সুতরাং নয়পাল কিরূপে 'রাজ্যভার ধারণ' করিয়াছিলেন, তাহা জানিতে হইলে এখন কেবল পূর্ব্ববর্ণিত গাঙ্গেয় দেবের পুত্রবধূ অহ্লনা-দেবীর ভেরঘাট-শিলা-লিপি, তাঁহার পুত্র জয়সিংহ দেবের কর্ণবলশিলা-লিপি ও বুস্তন কৃত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চরিত-কথায় প্রদত্ত স্বল্প পরিচয়ে পরিতুষ্ট হইতে হয়।

(১) *J. A. S. B.* Vol LXIX, Part I—নয়পালের কাল নির্ণয়; আমগাছি শাসন—গৌড়লেখমালা, ১২২ পৃষ্ঠা।

মহীপালের রাজত্বকালে চেদীরাজ গাঙ্গেয় দেব তীরভুক্তি অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরপুত্র কর্ণদেব "প্রবোধচন্দ্রোদয়" নাটকে "সকলভূপালকুলপ্রলয়কালাগ্নিরুদ্র" বলিয়া পরিচিত। তাঁহার "শৌর্য্যবিক্রম ভয়ে" পাণ্ড্যরাজ চণ্ডতা ত্যাগ করিয়াছিলেন, মুরল বা কেরলরাজ গর্ব্ব ছাড়িয়াছিলেন, কুঙ্গপতি সৎপথে আসিয়াছিলেন এবং বঙ্গরাজ কলিঙ্গরাজের সহিত ভয়-বিকম্পিত হইয়াছিলেন। কর্ণের বিক্রম কিররাজকে শুক পক্ষীর ন্যায় "পঞ্জরগৃহে" বাস করিতে বাধ্য করিয়াছিল এবং হূণদিগের হর্ষ বিলুপ্ত করিয়াছিল। (১) চোল, কুঙ্গ, হূণ, বঙ্গ, গুর্জ্জর এবং কীরদেশের নৃপতিগণ কর্ণদেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। (২) কলঞ্জর পর্ব্বতাধিপতি কর্ণদেবকে যমস্বরূপ ভয় করিতেন। (৩)

কর্ণদেব

এইরূপ প্রবল পরাক্রান্ত কর্ণদেব মগধ আক্রমণ করিলেন বটে, কিন্তু নগর অধিকার করিতে পারিলেন না। তাঁহার দীপ্ততেজে কতকগুলি বৌদ্ধবিহার মাত্র ধ্বংস প্রাপ্ত হইল। বঙ্গসেনা শত্রুকে পর্য্যুদস্ত করিতে ত্রুটি করিল না। চেদী-সৈন্যের শোণিত ধারায়, বহ্নিমান বৌদ্ধ-বিহারের অগ্নিরাশি নির্ব্বাপিত হইতে লাগিল। তির্থিক-পতি কর্ণ পরাভূত হইলেন।

বঙ্গবিক্রম

বঙ্গগৌরব চন্দ্রগর্ভ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তখন বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়ায়) বাস করিতেছিলেন। এই রুধিরপ্লাবন দর্শনে, অহিংসা পরমোধর্ম্মের পুরোহিত শ্রীজ্ঞানের হৃদয়ে আঘাত লাগিল। তিনি চেদী-সৈন্যদিগকে আশ্রয় দান করিয়া স্বয়ং সন্ধি সংস্থাপন

চন্দ্রগর্ভ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ

(১) ভেরঘাট শিলালিপি—*Epi. Indi.* Vol ii, P. 11.

(২) কর্ণবলের শিলালিপি—*Indian Antiquary*, Vol xviii, P 117.

(৩) বিহ্লনকৃত বিক্রমাঙ্কদেব চরিত।

করিলেন। (১) পররাজ্য-লোলুপ কর্ণদেব গৌড়পতির সহিত সখ্য-বন্ধনে বদ্ধ হইয়া স্বদেশে প্রস্থান করিলেন।

মহারাজাধিরাজ নয়পাল দেবের বিংশতি বর্ষের শাসনকাহিনী বিস্তৃত ভাবে জানিবার উপায় না থাকিলেও, তখন যে গৌড়সেনা "সকল-ভূপালকুলপ্রলয়কালাগ্নিরুদ্র" চেদীপতিকেও সমরে পরাভূত করিতে সমর্থ ছিল, ইহাই বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের একাংশকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। ইহাই সূচিত করিতেছে যে, ভেরঘাট প্রশস্তির "চকম্পে বঙ্গঃ কলিঙ্গৈঃ সহ"—কবির অত্যুক্তি মাত্র!

কৃষ্ণ-দ্বারিকা-মন্দির-লিপিতে নয়পালের সামরিক ব্যবস্থার একটী তথ্য প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। দেখিতে পাওয়া যায়, তখন রাজবাজির চিকিৎসার জন্য বাজি-বৈদ্যের ব্যবস্থা ছিল। বিশ্বাদিত্য যে বিষ্ণু-মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, বাজি-বৈদ্য সহদেব কর্ত্তৃক তাহার প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল। বাজি-বৈদ্যের ব্যবস্থা কতদিন হইতে বঙ্গে প্রচলিত আছে তাহা বিশেষজ্ঞগণ বলিতে পারেন। লেখমালার প্রমাণের উপর নির্ভর করিলে নিঃসংশয়েই বলিতে পারা যায় যে, পাল ও সেন নরপালদিগের কালে হস্তীব্যাপৃতক, মহাপীলুপতি, অশ্বব্যাপৃতক, মহাভোগিক প্রভৃতি রাজপদে দক্ষ কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত থাকিতেন। হস্তী ও অশ্ব সংগ্রহ এবং রক্ষণাবেক্ষণ তাঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল।

বাজি-বৈদ্য

লাহোরের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ নিয়াল্‌তিগীন ১০৩৩ খৃষ্টাব্দে যে যুদ্ধাভিযানে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা মুসলমান ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক "বানারস্"-বিজয়-কাহিনীরূপে সগৌরবে লিখিত হইয়াছে। কিন্তু সে বিজয়-কাহিনী পাঠ করিলে

"বানারস্" বিজয় না লুণ্ঠন মাত্র?

(১) *Journal of the Buddhist Text Society*, Vol I P. 9. Part 1, 1893.

দেখিতে পাওয়া যায় যে, লুণ্ঠনকারী মুসলমান সৈন্যগণ অকস্মাৎ একটী নগরের সম্মুখে আসিয়া শুনিল, উহার নাম "বনারস্"। তাহারা ক্ষিপ্র হস্তে লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হইল—কারণ অধিকক্ষণ তথায় থাকা নিরাপদ ছিল না—বিপদের আশঙ্কা ছিল ["Because of the peril"] ! তাহারা প্রভাত হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত, কয়েকঘণ্টামাত্র থাকিয়াই, বসন-ভূষণ মণি-মুক্তা ও গন্ধদ্রব্যের বাজার লুণ্ঠিত করিয়া, প্রভূত ধনরত্ন সহ পলায়ন করিল। তাহারা যে স্বেচ্ছায় প্রস্থান করিয়াছিল তাহা নহে। ইহার অধিক লুণ্ঠন করা অসম্ভব ["Impossible"] হইয়াছিল ! বারাণসী তখন গৌড়বঙ্গ সাম্রাজ্যের অংশ বলিয়া নয়পালের সেনাগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ছিল। তাহারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়াই, নিয়াল্‌তিগীনকে পলায়ন করিতে হইয়াছিল। (১) ইহারই নাম বনারস্‌-বিজয় !

পরবর্ত্তীযুগে গৌড়-সেনার সহিত মুসলমান-সংঘর্ষের বোধ হয় ইহাই সর্ব্বপ্রথম সূচনা। সে প্রারম্ভ যেরূপ হইয়াছিল, পরিণামে তাহার বিপরীত ঘটিয়াছিল।

নয়পালের মৃত্যুর পর পরাজিত চেদীরাজ কর্ণ বিলুপ্ত-গৌরব উদ্ধারের জন্য গৌড়রাজ্য পুনরায় আক্রমণ করিলেন। তৃতীয়-বিগ্রহপাল সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বাহুবলদর্পে শত্রুকুল-কালরুদ্র এবং বিষ্ণু অপেক্ষাও অধিক সংগ্রাম-চতুর রূপে পরিকীর্ত্তিত হইলেন। (২)

তৃতীয়-বিগ্রহ পাল

চেদীরাজের সহিত তাঁহার সমর-কাহিনীই প্রমাণিত করে যে, প্রশস্তিকার যোগ্যজনেরই স্তুতিবাদ করিয়াছিলেন। কর্ণ যুদ্ধে পরাজিত

(১) *Tarikhus-Subuktigin* : Elliot—History of India, Vol ii, P. 123-24.

(২) আমগাছি লিপি—গৌড়লেখমালা, ১২৫ পৃষ্ঠা।

হইয়া বিজয়ী বীরনরপালের হস্তে দুহিতা যৌবনশ্রীকে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। রণভেরী স্তব্ধ হইয়া গেল—পরস্পর কণ্ঠচ্ছেদনোদ্যত সেনাকুল আনন্দে কোলাকুলি করিল। গৌড়রাজপ্রাসাদে নবদম্পতীর প্রেম-মিলন-গীতি বীণার ঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিল। চেদীপতি গৌড়-রাজের কণ্ঠ কাটিতে আসিয়া তাঁহাকে স্নেহের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিলেন। (১) এবং জামাতাকে বহু "ভূমিকাঞ্চন করিতুরগাদি" উপঢৌকন দিয়া গৃহে ফিরিলেন।

তখনও হয়ত চেদীবাহিনীর অভিযান-স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই—তখনও বিবাহ-বাসরের আনন্দ-কাহিনী গৌড়বাসীর নিকট জনশ্রুতিরূপে পর্য্য-বসিত হয় নাই, তখনও হয়ত বিজয়ী গৌড়সেনা জয়ের মত্ততা ভুলিতে পারে নাই—এমন সময় আবার সমর-ডমরু নিনাদিত হইল!

চালুক্য-রাজকুমার বিক্রমাদিত্য বহু সৈন্য লইয়া গৌড়ের সিংহদ্বারে আসিয়া উপনীত হইলেন। সে ঘোর সময়ে পালরাজবংশের অধঃপতনের বীজ উপ্ত হইয়া গেল। গৌড়পতির হস্তী গ্রহণ করিয়া, কামরূপেশ্বরের বিপুল প্রতাপ উন্মূলিত করিয়া বিক্রমাদিত্য স্বরাজ্যে প্রস্থান করিলেন। রাঢ়দেশ গৌড়রাষ্ট্র হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চালুক্য বা কর্ণাট সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গেল। নবজিত রাঢ় শাসনার্থ কর্ণাটরাজ যে রাজপুত বা ক্ষত্রিয় সেনানায়ককে নিয়োগ করিয়াছিলেন সামন্তসেন তাঁহারই বংশধর—বঙ্গের সেনরাজগণের পূর্ব্ব পুরুষ। (২) কর্ণাটেন্দু বিজয়ী বিক্রমাদিত্য যখন "ত্রিভুবন মল্ল পর্ম্মাড়িদেব" উপাধিতে বিভূষিত হইয়া চালুক্য-রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছিলেন, তখন কাশ্মীরাগত কবি বিহ্লন বিক্রমাঙ্কদেব-চরিতে তাঁহার গৌড়-কামরূপ-বিজয় কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন।

চালুক্য বিক্রমাদিত্য

(১) *Memoirs of the Asiatic Society of Bengal*, Vol iii. P. 22.

(২) গৌড়রাজমালা—বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, প্রথম ভাগ ৪৬—৪৭ পৃষ্ঠা।

খৃঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস যখন বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সমর-কাহিনীতে পূর্ণ হইতে-ছিল, তখন বর্ম্ম ও চন্দ্রবংশ নামে দুইটী নবীন রাজ-বংশ বাঙ্গালার রাষ্ট্রগগনে দেখা দিয়াছিল। ভোজ-বর্ম্মদেবের তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পূর্ব্ব বঙ্গের বর্ম্ম-বংশীয় জাতবর্ম্মা কামরূপ জয় করিয়াছিলেন এবং অঙ্গদেশেও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। (১) ইঁহাদিগের কাহিনী এখনও অত্যন্ত অসম্পূর্ণ এবং বহু অনুমানের ভিত্তির উপর গ্রথিত রহিয়াছে। (২)

নবীন রাজবংশ

রাঘবেন্দ্র কবিশেখর কৃত "ভবভূমি বার্ত্তা" নামক গ্রন্থ অবলম্বনে শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় "মহারাজাধিরাজ হরি বর্ম্মার" একটী বিবরণ প্রদান করিয়াছেন। হরিবর্ম্মার বীর সেনাগণ পূর্ব্ব-বঙ্গের রাজনগরী হইতে বীরপ্রতাপে যাত্রা করিয়া নানা জনপদ জয় করিয়াছিল। তাঁহার "করাল করবাল"-ভয়ে দক্ষিণাপথ হইতে সমাগত বহুসংখ্যক শত্রুরাজগণ প্রকম্পিত হইতেন। অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গাদি "অশেষ জনপদে" হরিবর্ম্মার "অদ্ভুত" কীর্ত্তি-কাহিনী সর্ব্বদা বিঘোষিত হইত। তাঁহার শতাধিক দেবমন্দির ভুবনেশ্বরের শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

হরিবর্ম্মার কথা স্মরণ হইলেই মনে পড়ে সেই অসাধারণ পণ্ডিত, "বালবলভীভুজঙ্গ" বৃহস্পতিতুল্য সচিব ভবদেবের কথা। তাঁহার পাণ্ডিত্য যেমন নানা দিগ্দেশে তাঁহার খ্যাতি প্রচার করিয়াছিল, তেমনি যখন তাঁহার ভীম করে "করাল অসি" জ্বলিয়া উঠিত, তখন রণভূমি রিপুরুধিরে চর্চ্চিত হইয়া যাইত। (৩)

---

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম ভাগ, ২৪৫—২৪৯ পৃষ্ঠা।

(২) *J. A. S. B.* New Series, Vol X—p. 127.

(৩) হরিবর্ম্মার তাম্রশাসনে প্রকাশ যে "জ্যোতিবর্ম্মপাদানুধ্যাত" মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেব ভূমি দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মন্ত্রীবংশের আদিদেব জ্যোতিবর্ম্মের

বর্ম্ম বংশের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে (মতান্তরে পরে) পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্রবংশের রাজধানী বর্ত্তমান ছিল। কোন্ সময়ে, কিরূপে এই চন্দ্রবংশ পূর্ব্ববঙ্গকে পাল-সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া একটী নবীন রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন, সে কাহিনী এখনও অপরিজ্ঞাতই রহিয়াছে।

ইদিলপুর ও রামপালের তাম্রশাসনে প্রকাশ যে "শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ-মণ্ডলী পরিবেষ্টিত থাকিয়া এবং রাজ্যকে একাতপত্র-সুশোভিত করিয়া স্বীয় যশঃ সৌরভে দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়াছিলেন।"

মহীপাল

তৃতীয়-বিগ্রহপালদেবের মৃত্যুর পরই তাঁহার প্রথম পুত্র মহীপালদেব "অনীতিকারম্ভরত" হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আদেশে "সাহস-সারথী" শূরপাল এবং আশৈশব বীর বলিয়া প্রখ্যাত রামপাল কারারুদ্ধ হইলেন। মহীপাল তখন বিস্মৃত হইয়াছিলেন যে, একদিন গৌড়জনের মিলিত আশীর্ব্বাদেই তাঁহার পিতৃপুরুষ গোপালদেবের শিরে রাজমুকুট সংস্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়জন যখন আর মহীপালকে সহ্য করিতে পারিল না, তখন আবার সম্মিলিত হইল।

এ সম্মিলন রাজ-নির্ব্বাচনের জন্য ঘটে নাই—দুষ্টের দমন করিয়া ব্যক্তিবিশেষের রাজ্য-লাভেচ্ছায় ঘটিয়াছিল। ইহা সাময়িক মাৎস্যন্যায় দূর করিবার জন্য প্রজাশক্তির সম্মেলন হইতে পারে, কিন্তু গোপালের কালের মহা-মিলন নহে; ইহা রাজ্যের দুর্দ্দশার সুযোগে শক্তিশালী জন-নায়ক কর্ত্তৃক ভুজ-প্রভাবে রাজসিংহাসন গ্রহণের চেষ্টা মাত্র। সুতরাং পূর্ব্বের ন্যায় তেমন শ্রদ্ধেয় নহে এবং শেষ পর্য্যন্ত বিদ্রোহ-আখ্যা পাইবারই যোগ্য। বিরাট পাল-সাম্রাজ্য ও তাহার শক্তিশালী বীর-নরপতিগণের কীর্ত্তি-কাহিনী একটী মিলনের অনশ্বর স্মৃতি চিহ্ন, আর

সন্ধিবিগ্রহী ছিলেন। আদিদেবের পুত্র নানা যুদ্ধ করিয়া রাজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। সেকালের রাজমন্ত্রীবংশেও রাজসেনাপতি জন্মগ্রহণ করিতেন। বর্ম্ম ও চন্দ্রবংশের সেন রাজগণ পালবংশের ধ্বংসের কারণ বলিয়া কথিত হন।

সুবৃহৎ দীর্ঘিকাগর্ভে উর্দ্ধমুখ শিলাখণ্ড মাত্র আর একটীর জয়স্তম্ভ! একটী সৃষ্টি—অপরটী সংহার! (১)

বঙ্গের সেই রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রধান নায়ক কৈবর্ত্ত-সেনাপতি মহাবল দিব্য বা দিব্বোক্ যুদ্ধে মহীপালকে নিধন করিলে পর বিদ্রোহিগণ জয়-গর্ব্বে যে সমুন্নত স্তম্ভ উত্তোলিত করিয়াছিল, আজিও তাহা কৈবর্ত্ত-রাজের প্রতিষ্ঠাস্তম্ভরূপে উত্তর-বঙ্গের একটী বিস্তীর্ণ দীর্ঘিকার স্বচ্ছ সলিল মধ্যে উচ্চশিরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে!

কৈবর্ত্তরাজ প্রতিষ্ঠা

ভোজ-বর্ম্ম দেবের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, কর্ণাট-রাজ কর্ণের জামাতা জাত-বর্ম্মা দিব্য ও গোবর্দ্ধন নামক নৃপতিদ্বয়কে পরাভূত করিয়া, অঙ্গদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এই দিব্য বা দিব্বোক্ বঙ্গের কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের নেতা। (২) এই বিদ্রোহ ইহাই সূচিত করে যে, সেকালে রাজা অত্যাচারী হইয়া উঠিলে অমোঘ প্রজাশক্তি সে অত্যাচার নীরবে সহ্য করিত না।

বিদ্রোহের অবসানে কিছুকাল পর্য্যন্ত পালরাজগণের জন্মভূমি বা "জনকভূ" বরেন্দ্র—রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, পাবনা ও রাজসাহী জেলা কৈবর্ত্তরাজ দিব্বোক্, অনুজ রুদোক এবং তৎপুত্র ভীমের করতলগত ছিল। আজিও বহু সমুন্নত "জাঙ্গাল" বা মৃৎ-প্রাচীর উত্তরবঙ্গে "ভীমের জাঙ্গাল" নামে পরিচিত রহিয়াছে। অন্ধ জনশ্রুতি এই সকল জাঙ্গাল মধ্যম

ভীমের জাঙ্গাল

(১) 'দিব্য স্মৃতি সমিতি' কয়েক বৎসর হইল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছেন; কিন্তু অদ্যাবধি এমন কোন বিশিষ্ট প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, যাহার উপর নির্ভর করিয়া বলা যায় যে, কৈবর্ত্তরাজের রাজ্যগ্রহণ প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বসম্মতিক্রমে ঘটিয়াছিল। রাজা ভীম সিংহাসনের ন্যায্য অধিকারী রামপালের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায় সেই যুদ্ধব্যাপার সাধারণভাবে বিদ্রোহ ভিন্ন অন্য কিছু বলা চলে না। স্মৃতি-সমিতি সত্য উদ্ধারের জন্য চেষ্টিত হইয়া বাঙ্গালার ঐতিহাসিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। তাঁহাদের চেষ্টা ফলবতী হইলে ঐতিহাসিকদিগেরও মতপরিবর্ত্তনের অবসর আসিবে।

(২) গৌড়রাজমালা—বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি, ৫৫ পৃষ্ঠা।

পাণ্ডবের নামের সহিত সংযুক্ত করিয়া থাকে। রামপাল যখন পিতৃভূমি উদ্ধার কামনায় "করিতুরগ-তরণী" সমভিব্যাহারে সম্মিলিত সামন্ত-চক্র লইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাকে বাধা দিবার জন্য রুদোক-পুত্র ভীম এই সকল সুদৃঢ় মৃৎ-প্রাচীর বা জাঙ্গাল প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এগুলি জলপ্লাবন হইতেও দুর্গমূল রক্ষা করিত এবং সচরাচর গমনাগমনের জন্যও ব্যবহৃত হইত।

সৈন্য সংগ্রহ

পিতৃসিংহাসনহীন রামপাল গৃহ-তাড়িত হইয়া প্রথমে সাম্রাজ্যের প্রধান সামন্তদিগের আশ্রয় ভিক্ষা করিলেন, এবং আটবিক প্রদেশের সামন্তদিগের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। যখন বুঝিলেন সকলেই তাঁহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত, তখন নদীতীরস্থ ভূমি ও বহু অর্থ দান করিয়া তিনি পদাতিক, অশ্বারোহী ও গজারোহী সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। আমরা পরেও দেখিতে পাইব যে, অর্থ থাকিলেই অনায়াসে বঙ্গদেশ হইতে সেনা সংগৃহীত হইতে পারিত।

শিবরাজ দেব

যখন সেনা সংগৃহীত হইতে লাগিল তখন মহা-প্রতীহার শিবরাজ দেব সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া ভাগীরথী অতিক্রম পূর্ব্বক বরেন্দ্রীর অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া আসিলেন। ভীমও তখন নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। তাঁহার হরি-কুঞ্জরাদি চতুরঙ্গ সেনা শিবরাজের নিকট পরাভূত হইল।

নৌকা-মেলক

রামপালের অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না। তাঁহার বিশাল বাহিনী বীরদর্পে অগ্রসর হইল। উড়িষ্যা, মেদিনীপুর, মানভূম হইতে রাজসাহীর কুশুম্বা পর্য্যন্ত সকল স্থানের সামন্তগণ আপন আপন বলাবল লইয়া গৌড়রাজসিংহাসনে গৌড়পতিরই বংশধরকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। রামপালের মাতুল রাষ্ট্রকূটবংশীয় মথন বা মহন, তাঁহার পুত্র মহা-মণ্ডলিক কাহ্নুরদেব

ও স্থবর্ণদেব এবং ভ্রাতুষ্পুত্র শিবরাজ মহনের সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। মহন তৎকাল-প্রসিদ্ধ বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন। মগধের অন্তর্গত পীঠির ভূপাল দেবরক্ষিত একসময়ে তাঁহার নিকট পরাজয় মানিয়াছিলেন। রাজকুমার কুমারপাল এই মহতী সেনার নায়ক পদে বৃত হইলেন। ভাগীরথীর উপর অবিলম্বে "নৌকামেলক" বা নৌসেতু নির্ম্মিত হইল। গৌড়েশ্বরের বিপুল চতুরঙ্গবাহিনী জয়নাদে গঙ্গাপ্রবাহ অতিক্রম করিল। এই মিলিত অনন্ত সামন্ত-চক্র রাজকবি কর্ত্তৃক "চতুর" বা কার্য্যক্ষম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এ প্রশংসা সেকালের বঙ্গসেনারই প্রাপ্য।

অনন্ত সামন্ত-চক্র

রামচরিতে চতুর্দ্দশ জন সামন্তের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা (১) কান্যকুব্জরাজের সেনা পরাভবকারী ভীমযশ, (২) দক্ষিণ সিংহাসন চক্রবর্ত্তী বীরগুণ, (৩) উৎকলেশ কর্ণকেশরীর সেনা ধ্বংসকারী দণ্ডভুক্তি ভূপতি জয়সিংহ, (৪) দেবগ্রামপতি বিক্রমরাজ, (৫) অপার মন্দার-পতি সমস্ত আরণ্য-সামন্ত-চক্রচূড়ামণি লক্ষ্মীশূর, (৬) কুজবটীর অধীশ্বর শূরপাল, (৭) তৈল-কম্পপতি রুদ্রশেখর, (৮) উচ্ছালপতি ময়গলসিংহ, (৯) ডেক্করীয়রাজ প্রতাপ-সিংহ, (১০) কয়ঙ্গলপতি নরসিংহার্জ্জুন, (১১) সঙ্কটগ্রামীয় চণ্ডার্জ্জুন, (১২) নিদ্রাবলীর বিজয় রাজ, (১৩) কৌশাম্বীপতি গোবর্দ্ধন (ক) এবং (১৪) পত্নবম্বাপতি সোম। রামচরিতের টীকায় ইঁহাদিগের কাহারও কাহারও কীর্ত্তিকাহিনীর কিঞ্চিৎ পরিচয় আছে। তাহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, সামন্তগণ তৎকালপ্রসিদ্ধ বীর ছিলেন।

(ক) কেহ কেহ বলেন দ্বোরপবর্দ্ধন। ইহা লিপি-পাঠের ভ্রম। ভোজবর্ম্মের বেলাবো শাসনের "বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রীয়ম্ ইত্যাদি দ্রষ্টব্য। কৌশাম্বী রাজসাহী জেলার কুশুম্বা গ্রাম কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহের কারণ আছে।

তাঁহাদিগের সমর-পটুত্বের পরিচয়-বিজ্ঞাপক বিশেষণাবলীই তাহার প্রমাণ। (খ)

যে সকল প্রদেশ হইতে সামন্তগণ আগমন করিয়াছিলেন, সে সকলের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিলে, গৌড়সাম্রাজ্যের এক যুগের বীরপুরুষদিগেব পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। রামপালের ঐতিহাসিক সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতা রামপালের সান্ধিবিগ্রহিক পদে অধিষ্ঠিত থাকায় সকল সংবাদই অবগত ছিলেন। সুতরাং সন্ধ্যাকর যে সকল পরিচয় প্রদান করিয়াছেন তাহা কাল্পনিক নহে; প্রত্যেক সামন্তেরই নামের সহিত যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য সংযুক্ত করিয়াছেন, সে সকল অধুনা অপরিচিত হইলেও তৎকালে সর্ব্বজন-পরিচিত ছিল; সুতরাং সমসাময়িক ঐতিহাসিকের পক্ষে মিথ্যা-ঘোষণা করিবারও সম্ভাবনা ছিল না। সত্য বটে যুদ্ধকালে এবং অন্যান্য কারণেও একালে য়ুরোপে নানা ভাবে 'প্রোপাগাণ্ডা' করা হয়। সেরূপ রীতি ভারতে প্রচলিত থাকিবার কোনই প্রমাণ নাই।

সামন্ত-পরিচয়

উড়িষ্যায় কোটাটবী প্রদেশ; আধুনিক মেদিনীপুর জেলার অংশ বিশেষ দণ্ডভুক্তি; অপরমন্দার বা বর্ত্তমান মন্দারণ; মানভূম জেলার অংশ বিশেষ তৈলকম্প বা বর্ত্তমান তেলকুপী; ঢেক্করী বা উত্তর-রাঢ়ের বর্ত্তমান ঢেকুরী জনপদ; উচ্ছাল বা বর্ত্তমান বীরভূম জেলার কিয়দংশ; কৌশাম্বী বা বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার কুশুম্বা প্রভৃতি স্থান হইতে সামন্তগণ আগমন করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ সিদ্ধান্ত করেন।

(খ) (১) কান্যকুব্জরাজ বাহিনী গণ্ঠন ভুজঙ্গ মগধ ও পীঠিপতি।

(২) নানারত্ন-মুকুট-কুট্টিম-বিকট-কোটাটবী-কণ্ঠিরবো-দক্ষিণ-সিংহাসন-চক্রবর্ত্তী।

(৩) দণ্ডভুক্তি-ভূপতিরদ্ভুত-প্রভাবাকর-করকমল-মুকুল-তুলিতোৎকলেশ কর্ণকেশরী-সারবল্লভ কুম্ভসম্ভবঃ জয়সিংহ।

(৪) অপর মন্দার মধুসূদনঃ সমস্তাটবিক সামন্ত-চক্র-চূড়ামণিঃ লক্ষ্মীশূর।

স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় রামচরিতের ভূমিকায় ইঙ্গিত করিয়াছেন যে, পদুম্বা পাবনা জেলা হওয়া বিচিত্র নহে। (১) ভবিষ্যতে হয়ত অন্যান্য সামন্তদিগের পরিচয়ও আবিষ্কৃত হইবে।

কৈবর্ত্তরাজ ভীমের সহিত "মিলিতানন্ত সামন্ত-চক্রের" যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে পরাজিত হইয়া ভীম বন্দীকৃত ও নিহত হইলেন। তাঁহার রাজ্য "বরেন্দ্রীভূমি", ডমর নগর বা দুর্গ রামপালের করতলগত হইল। বিজিত শত্রুকে কিরূপে সম্মান করিতে হয় সেকালে তাহা বঙ্গবীরের অজ্ঞাত ছিল না। বন্দীকৃত ভীম প্রথমে যথোপযুক্ত আতিথ্য ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ছত্রভঙ্গ বিদ্রোহী সেনা সমবেত করিয়া ভীমের বন্ধু সেননায়ক হরি পুনঃ পুনঃ জয়লাভের জন্য যে চেষ্টা করিলেন, রাজপুত্রের সমর-কৌশলে সে সমস্তই ব্যর্থ হইয়া গেল। প্রতি পাদক্ষেপে যুদ্ধ করিয়া, সকল যুদ্ধে জয়ী হইয়া রামপালের সামন্ত-চক্র উল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন। হরি ও ভীমের শোণিতে বধ্যভূমি রঞ্জিত হইয়া গেল। "সেই সঙ্গে বরেন্দ্রীর স্বতন্ত্র প্রাদেশিক রাজবংশও লোপ পাইল।" (দিব্য-স্মৃতি উৎসবে সভাপতি সার যদুনাথ সরকারের অভিভাষণ ১৩৪২)। এই সকল যুদ্ধ বঙ্গ-সেনার সহিত বঙ্গসেনার যুদ্ধ—সুতরাং জয় ও পরাজয় উভয়ই প্রমাণ করে যে, বাঙ্গালী সেকালে সামরিক-জাতি মধ্যে পরিগণিত ছিল। বিদ্রোহান্তে যখনই ইতিহাস রচনার সময় হইল তখন কবি লিখিলেন—রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণবধান্তে জনক-নন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন, রামপালও সেইরূপ যুদ্ধার্ণব লঙ্ঘন করিয়া ভীম নামক ক্ষৌণী নায়কের বধসাধন পূর্ব্বক জনকভূমি বরেন্দ্রীলাভে ত্রিজগতে শ্রীরামের ন্যায় আত্মযশ বিস্তৃত করিয়াছিলেন। (২)

কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ দমন

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্য কাণ্ড—শ্রীযুক্তনগেন্দ্র নাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব।

(২) মনহলি লিপি—গৌড়লেখমালা, ১৪৮ পৃষ্ঠা।

বিদ্রোহ দমন করিয়া রামপাল যে নবরাজধানী রামাবতী নির্ম্মাণ করিলেন, তাহা করতোয়া এবং গঙ্গার মধ্যবর্ত্তীস্থলে বরেন্দ্রভূমে স্থাপিত হইল। (২) রামাবতী নানা অট্টালিকায় ও জগদ্দল মহাবিহারে সুশোভিত হইল এবং অবলোকিতেশ্বরের সুবৃহৎ শিলামূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়া নবরাজনগরে বহুমানে পূজিত হইতে লাগিল। সুবৃহৎ দীর্ঘিকা সকলে কমলদল বিকশিত হইল—নানা মনোরম উদ্যান রচিত হইয়া বাঙ্গালীর রাজধানীর শোভা বৃদ্ধি করিল। রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের শাসন-কালে গৌড়রাজ্যের রাজধানী বলিয়া যাহা একদিন পরিচিত ছিল, এখন উত্তর বঙ্গের সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে তাহার কঙ্কালসদৃশ দূরপ্রসারিত রাজপথের বিলুপ্ত-প্রায় চিহ্ন, সেই মহাবিহারের ধ্বংসরাশিসমাচ্ছন্ন নিদর্শন ও তাহার প্রস্তর-স্তম্ভ, অধুনা বিশুষ্ক অথবা স্থানে স্থানে অপরিচ্ছন্ন বহুদীঘিকার জীর্ণাবশেষ, প্রাচীন অট্টালিকাসমূহের অতি প্রশস্ত প্রাচীরের ভূগর্ভনিহিত মূলদেশ, বৃহৎ দীর্ঘিকায় অবতরণ করিবার জন্য সোপানসম্বলিত অতি বিস্তৃত অবতরণস্থান প্রভৃতি অনুসন্ধিৎসু ঐতিহাসিকের চিত্তে রামাবতীর গৌরব-বিভবের কাহিনী জাগ্রত করিয়া দেয়; অস্তাচলাবলম্বী অরুণের রক্তরাগরঞ্জিত রামাবতীর শ্মশান মনে করাইয়া দেয় যে, একদিন সেই রাজনগরী সংস্থাপন করিবার পূর্ব্বে বঙ্গবীরের উচ্ছ্বসিত হৃদয়-শোণিত বঙ্গের কত সমরক্ষেত্রকেই সিক্ত করিয়াছিল। ক্ষুদ্র জগদ্দল গ্রাম এখনও সেই প্রাচীন জগদ্দল মহাবিহারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বরেন্দ্র

রামাবতী

(১) পদ্মানদী গঙ্গার প্রধান স্রোত। উহার একটী শাখা ভাগীরথী নামে পরিচিত। নদীর বর্ত্তমান অবস্থা এবং রেনেলের মানচিত্র দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, পদ্মাই সত্য সত্য পতিতপাবনী গঙ্গা। সেনরাজদের রাজধানী বিজয়নগর। বিজয়নগর রাজসাহী জেলায়। রাজসাহীর দক্ষিণেই পদ্মা; কলিযুগ রামায়ণের কালে ইহাই গঙ্গা নামে আখ্যাত হইত বলিয়া অনুমান হয়। লক্ষ্মণসেন এই গঙ্গাতীরেই ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিতেন.

অনুসন্ধানসমিতির নির্দ্দেশে অনুসন্ধান করিতে করিতে বগুড়া জেলার জয়পুর খাসমহাল হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত জগদ্দল গ্রামে একটী বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষের ভিতর যে কাচসংযুক্ত প্রস্তর-স্তম্ভ পাইয়াছিলাম, সমিতির শিল্পাগারে তাহা সযত্নে সংরক্ষিত হইয়াছে।

বিজয়ী রামপাল ক্ষৌণীনায়ক ভীমের রাজপুরী 'ডমর নগর' ধ্বংস করিয়া, তাঁহার সেনাদলকে স্ববাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করিলেন। সমগ্র বঙ্গভূমি ক্রমে তাঁহার করায়ত্ত হইল; উৎকলে ও কলিঙ্গে আবার গৌড়ের বিজয়-ভেরী নিনাদিত হইয়া রামপালের জয় ঘোষণা করিল। তখন প্রাগ্‌দেশীয় জনৈক বর্ম্মবংশীয় নৃপতি নিজের "বর-বারণ স্যন্দন" উপহার দিয়া গৌড়পতির কৃপাপ্রার্থী হইলেন।

বঙ্গবিজয়

মুঙ্গেরে অবস্থান কালে রামপাল যখন শুনিলেন, তাঁহার অকৃত্রিম সুহৃৎ, রাজলক্ষ্মীরক্ষার প্রধান সহায় মাতুল মহন পরলোকে গমন করিয়াছেন, তখন তিনিও গঙ্গাগর্ভে প্রবেশ করিয়া তনুত্যাগ করিলেন। বাঙ্গালার একাদশ শতাব্দের শৌর্য্য-কাহিনী রামপালের সঙ্গে সঙ্গেই গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়া গেল!

পাল সাম্রাজ্যের সম্পূর্ণ বিনাশের তখনও কিছুদিন বিলম্ব ছিল। তখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন অংশে বিদ্রোহের নগ্নমূর্ত্তি দেখা দিতে লাগিল। কুমারপাল পিতৃ-সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এদিকে কামরূপের সামন্তরাজ বিদ্রোহী হইয়া বিপ্লব উপস্থিত করিলেন, উৎকলরাজের দুরাশা তাঁহাকে গৌড়সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে উদ্বুদ্ধ করিল। তিনি উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ় জয় করিলেন। দক্ষিণ-বঙ্গের সমর-বিজয়-ব্যাপারে চতুর্দ্দিক হইতে সমুত্থিত কুমারপালের "নৌবাট হী হী রব" বা নৌবাহিনীর বিজয়োল্লাস-বিজ্ঞাপক রণ-নিনাদ শত্রুকে সন্ত্রাসিত করিয়া দিল। নদীবহুল দক্ষিণ বঙ্গের কোন্

কুমারপাল

স্থানে যে এই সকল নৌযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় না থাকিলেও ইহা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, বাঙ্গালীর নৌশক্তি তখনও প্রবল ছিল। (১) কুমারপাল বীরপুত্র এবং স্বয়ং বীর ছিলেন। তিনি জীবিতকালে বাহুবীর্য্য প্রভাবে শত্রুবর্গের যশের সাগর নিঃশেষে পান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। (২)

বৈদ্যদেব

রামপালের মন্ত্রী বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব যে কুমারপালের শুধু মন্ত্রণা-সচিবই ছিলেন তাহা নহে—তিনি "সাক্ষাদ্দিবস্পতি-বিক্রম" রণ-কুশল সেনাপতিও ছিলেন। কামরূপপতি তিমৃগ্যদেবের বিদ্রোহ দলনার্থ নিযুক্ত হইয়া বিজয়শীল বৈদ্যদেব "কতিপয় দিবসের দ্রুত রণ-যাত্রায়" কামরূপে সমুপস্থিত হইলেন এবং "নিজভুজ-বিমর্দ্দনে" কামরূপপতিকে যুদ্ধে পরাভূত করিলেন। পরবর্ত্তী কালে (১১৩৩ খৃঃ অঃ) "তিনি মহীপাল সামন্ত নরপালগণের আশ্রয়" স্বরূপ হইয়া কামরূপের সিংহাসনে স্বয়ং আরোহণ করিয়াছিলেন।

তাঁহার রণযাত্রাকালে ব্যোমতল ধূলিপটলে সমাচ্ছন্ন হইয়া, বালুকাকীর্ণ যজ্ঞস্থলের ন্যায় প্রতিভাত হইত; তাহার উপর দিয়া সূর্য্যের রথ আকর্ষণ করিতে সপ্তিকগণের পদবিন্যাসশ্রম উপস্থিত হইত বলিয়া রাজগুরু-পুত্র প্রশস্তিকার মনোরথ বর্ণনা করিয়াছেন। এই অত্যুক্তির আবরণ উন্মোচন করিলেই বঙ্গবার বৈদ্যদেবের সেনাবল কত ছিল বুঝিতে পারা যায়। (৩) বৈদ্যদেবের শৌর্য্য সেকালের সচিব-সমাজে একটী আকস্মিক ঘটনা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না; তাঁহার লক্ষ্মণতুল্য অনুজ শ্রীবুধদেবও বাহুবলে সুবিখ্যাত ছিলেন বলিয়া কথিত হয়। (৪)

(১) কমৌলি লিপি, গৌড়লেখমালা—১২৮ পৃষ্ঠা।

(২) ঐ ঐ এবং *A History of Assam*—Gait, p. 33.

(৩) কমৌলি লিপি, গৌড়লেখমালা—১২৮ পৃষ্ঠা।

(৪) ঐ ঐ ঐ

কুমারপালের অল্পকালস্থায়ী শাসনাবসানে পুত্র তৃতীয়-গোপালদেব সিংহাসনারোহণ করিয়াই যুদ্ধে বা গুপ্ত ঘাতকের হস্তে বা সর্পাঘাতে নিহত হইলেন। (১) রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপাল গৌড়-সিংহাসন লাভ করিলেন। একদা বহু-বিস্তৃত পাল-সাম্রাজ্য তখন সঙ্কুচিত হইতে হইতে উত্তরবঙ্গে ও মগধের পূর্ব্বাংশে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু বঙ্গ-বিক্রম তাহাতে মলিনত্ব প্রাপ্ত হয় নাই—নায়কান্তরের আশ্রয়ে উহা বাঙ্গালীর জন্য "মহোদয় শ্রী" অর্জ্জন করিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসকে অনেক দিন পর্য্যন্ত সমুজ্জ্বল রাখিয়াছিল!

মদন পাল

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিজয়নগর

বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্ম্মুসলধর গদাপাণি সংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরণা শ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজি।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্ব্যাজপূতে
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভমালান্যধায়ি॥

সেন-প্রশস্তি।

দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পাল-সাম্রাজ্যের শ্মশানের উপর যে নবীন রাজবংশ "শ্লাঘ্যে বরেন্দ্রীতলে" প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বিজয়নগরে রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিল, তাহা ইতিহাসে সেন-রাজবংশ নামে সুপরিচিত। "এ পর্য্যন্ত প্রাচীন-লিপিতে যাহা-কিছু প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে সেন-রাজ্য বাহুবলের রাজ্য বলিয়াই প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা পালরাজ্যের ন্যায়

বাহুবলের রাজ্য

(১) রামচরিত—শ্রীসন্ধ্যাকর নন্দী ও মান্দায় আবিষ্কৃত তৃতীয় গোপালের লিপি।

প্রজাপুঞ্জের নির্ব্বাচন-প্রণালীতে গঠিত গৌড়ীয় সাম্রাজ্য বলিয়া কথিত হইতে পারে না। (১)

"সেবাপ্রণত নৃপসমূহের কিরীটদীপ্তিরূপ সলিলে সংবর্দ্ধিত" সেন-রাজগণ "দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র বংশোদ্ভব" বলিয়া পরিচিত। কিন্তু কোন্ সময়ে, কি সূত্রে, কোন্ অবস্থায় তাঁহারা প্রথমে বঙ্গে আসিয়াছিলেন, সে কাহিনী বাঙ্গালার অনেক ইতি-কথার ন্যায় কতকাংশে অনুমানের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে দেখিয়াছি যে, কর্ণাটেন্দু বিক্রমাদিত্য সমরান্তে বিজয় লাভের পব রাঢ় দেশ গৌড়সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, সামন্তসেন নামক একজন ক্ষত্রিয়ের উপর তাহার শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। রাজশাহীর দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রদ্যুম্নেশ্বর-মন্দির-লিপিতে তিনি অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটলক্ষ্মী-লুণ্ঠনকারী গৌড়গণের বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। এই লিপিতে আমরা তাঁহার "একাঙ্গ" নামক সেনার পরিচয় প্রাপ্ত হই। সামন্তসেনের সহিত গৌড়েশ্বরের যুদ্ধ—বঙ্গসেনার সহিত বঙ্গসেনার যুদ্ধ।

সামন্তসেন

শত্রুসেনা-সাগরের প্রলয়-তপন সামন্তসেনের পূর্ব্বপুরুষগণ প্রথমে বঙ্গদেশবাসী না থাকিলেও, পরবর্ত্তীকালে তাঁহার বংশধরগণ যে সর্ব্বপ্রকারে বাঙ্গালী হইয়া, বাঙ্গালীর সমাজপতি হইয়াছিলেন ইহাতে সন্দেহের কারণ নাই। তাঁহাদিগের বীরকীর্ত্তি প্রথমে রাঢ়ে এবং পরে বঙ্গে, মগধে, মিথিলায় ও কামরূপে বিস্তৃত হইয়াছিল।

তাঁহারা প্রথমে যে দেশবাসীই থাকুন কেন না, রাঢ়-জনপদের সহিত সম্পর্কিত হইবার কাল হইতে বাঙ্গালীর বাহুবলই তাঁহাদিগকে সামান্য সামন্তের পদ হইতে গৌড়শ্বরের গৌরবমণ্ডিত সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত

(১) গৌড়রাজমালা—উপক্রমণিকা।

করিয়াছিল। রাজ্যলাভের পূর্ব্বে সেনরাজ বিজয়সেনের পিতৃপিতামহ যে রাঢ় দেশকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, ইহা "নিখিলচক্রতিলক" বল্লাল সেনের কাটোয়ায় প্রাপ্ত তাম্রশাসনে বিবৃত রহিয়াছে। সামন্তসেনের পুত্র হেমন্তসেনের পরিচয়ে শুধু এই মাত্রই জানিতে পাওয়া যায় যে, তিনি "নিজভুজমদমত্ত" অরাতিগণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। (১) ইহাও সেকালের বাঙ্গালী সেনারই বাহুবলের পরিচয়।

হেমন্তসেনের পুত্রের নাম বিজয়সেন। তিনি "পৃথ্বীপতি" আখ্যায় অভিহিত। কোথাও বা তিনি "আসমুদ্রক্ষিতিপতি" বলিয়া পরিচিত।

বিজয় সেন

তিনি যখন বরেন্দ্রে স্বাধীনতা অবলম্বন করিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন, পালবংশের কুল-প্রদীপ তখনও অনুজ্জ্বল হইয়া রামাবতীর রাজলক্ষ্মীর মর্ম্মর-মন্দিরতলে প্রজ্বলিত ছিল।

মদনপালের শক্তি বিজয়সেনের সম্মুখে বন্যায় কুটাব মত ভাসিয়া গেল। গৌড়েন্দ্র বরেন্দ্র ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে—সম্ভবতঃ মগধে আশ্রয়

সেন-প্রতিষ্ঠা

লইলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গ, বিজয়ের বিজয়-বাহিনী কর্ত্তৃক পরাজিত হইল। (২) কামরূপে তখন বীর্য্যবান ইন্দ্রপাল নামক ভূপতি রাজত্ব করিতেন। নান্যদেব (৩) তীরভুক্তির উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। যখন সমগ্র আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানের পদানত, যখন পঞ্চনদ মুসলমানের রণগর্জ্জনে বিকম্পিত, গান্ধার তাহার বিজয়চিহ্ন বক্ষে ধারণ করিয়াছে, যখন দিল্লী, আজমীর, বারাণসী, কান্যকুব্জ মুসলমান বাদশাহের চরণ চুম্বন করিয়াছে—তখনও মিথিলার কর্ণাট-ক্ষত্রিয়-রাজ স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

(১) দেবপাড়া লিপি—*Epigra : Indica* : Vol I, P. 308.

(২) দেবপাড়ালিপি।

(৩) *Early History of India ;* V. A Smith—P. 411, (3rd. Edn.)

তখনও লাঞ্ছিত ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে আশ্রয় দিয়া ধর্ম্মরক্ষা করিবার জন্য মিথিলা নির্ভয়ে তোরণমুক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। নান্যদেবের সিংহদ্বারে কতবার মুসলমান সেনার রণ-ভেরী নিনাদিত হইয়াছে, কিন্তু নির্ভীক বীর তাহা শ্রবণ করিয়াও বীরব্রতপালনে পরাঙ্মুখ হন নাই। নান্যদেব তখনও মনে করিতেছিলেন যে, বিজয়সেন অনধিকারী—বিজয়সেন বিদ্রোহী। তিনি যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া রাঢ়-সেনার নিকট পরাভূত হইলেন। রাজ-কারাগার তাঁহার বিশ্রামস্থান হইল। রাঘব, বর্দ্ধন এবং বীর নামক অধুনা অপরিচিত আরও তিনজন নৃপতি বিজয়-সেনকে উৎখাত করিতে চেষ্টিত হইয়া মিথিলাপতির ন্যায় বন্দীকৃত অবস্থায় কারাকক্ষে নিক্ষিপ্ত হইলেন। দেশে দেশে দিকে দিকে বিজয়সেনের বীরধ্বজ পূজাপ্রাপ্ত হইয়া শূর-সভায় বাঙ্গালীর জন্য উচ্চ আসন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। "দানসাগর" তাঁহার জয় ঘোষিল, পৌত্র লক্ষ্মণ সেন সসম্মানে গাহিলেন—"বিজয়সেনঃ স বিজয়ী।"

বলগর্ব্বিত বিজয়সেনের "নৌবিতান" তখন আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ বা "পাশ্চাত্য-চক্র" জয় করিবার জন্য প্রেরিত হইল। উহা কতদূর

পাশ্চাত্য-চক্র

অগ্রসর হইয়াছিল, পাশ্চাত্য-চক্রের কোন্ কোন্ নরপাল নৌসমরে পরাভূত হইয়াছিলেন, তাহা জানিবার উপায় নাই। উহা সত্য সত্যই "ভর্গের মৌলি" বা গঙ্গার উৎপত্তি স্থান পর্য্যন্ত গমন করিয়া সমগ্র আনুগাঙ্গ্য প্রদেশ জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল কি না তাহাও জানিবার উপায় নাই। সেই নৌবিতানের একখানি তরী ভগ্ন হইয়া গঙ্গাপ্রবাহে নিমজ্জিত হইয়াছিল। (১)

---

(১) পাশ্চাত্য-চক্রজয়-কেলিষু যস্য যাবদ্‌গঙ্গা-প্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে ইত্যাদি। দেবপাড়া লিপি [২২শ শ্লোক] *Epi* : *Ind.* Vol 1, P. 308.

পরম শৈব "বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর" বিজয়সেনের শাসনকাল যেমন সমর-জয়ের গৌরবে গৌরবান্বিত, বাহুবলে নবরাজ্যসংস্থাপনের চেষ্টায় উৎসাহ-দীপ্ত ; মিথিলা মগধ, উৎকল কলিঙ্গ, বিজয়ী গৌড়সেনার জয়নাদে যেমন মুখরিত—তেমনি উহা নানা স্থানে তল্পের পর বিতত তল্পে, নাগরমণীগণের মুকুটমণির কিরণজালে সমুজ্জ্বল বিশাল হ্রদপার্শ্বে পাষাণে গঠিত অভ্রভেদীচূড় প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের অধুনা আবিষ্কৃত ভগ্নাবশেষে এখনও সুব্যক্ত রহিয়াছে। সে মন্দিরের গর্ভগৃহে একদিন ব্যাঘ্রচর্ম্মের পরিবর্ত্তে কৌষেয়বাসপরিহিত কল্পকাপালিক-বেশধারী মহাকাল সর্পমালার পরিবর্ত্তে আলম্ব স্থূল মুক্তার হারে সজ্জিত হইয়া, ভস্মের পরিবর্ত্তে চন্দন-চর্চ্চিত-দেহে বিরাজমান ছিলেন। ঐতিহাসিক-অনুসন্ধান-লিপ্সা আরও প্রবল হইলে হয়ত উহা কোনদিন বিজয়সেনের বহু উত্তুঙ্গ "সুরসদ্মের" ধ্বংসাবশেষের সন্ধান লাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে। (১)

কল্পকাপালিক

বল্লালসেনের তাম্রশাসন আজিও কহিয়া থাকে যে, বিজয়সেনের পরাক্রমে শত্রুগণ এরূপ পর্য্যুদস্ত হইত যে, তাহাদের নারীদিগের নয়ন-সলিল-বিধৌত-কজ্জলে কলঙ্কিত কণ্ঠহার হইতে মুক্তাবলী ছিন্ন হইয়া ভূমে বিক্ষিপ্ত হইত। অবিনয় শাসন করিবার জন্য বিজয়সেন যখন ধনুর্ব্বাণ হস্তে গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতেন, তখন মনে হইত যেন স্বয়ং কার্ত্তবীর্য্য অবতীর্ণ হইয়াছেন।

বল্লাল-প্রশস্তি

জনশ্রুতির 'বিজয় রাজার বাড়ী' আজিও বরেন্দ্রভূমে রাজসাহী জেলার যে স্থানকে একদা সমৃদ্ধিশালিনী রাজনগরী বিজয়পুর বা বিজয়নগর বলিয়া কৌতূহলী ঐতিহাসিককে দেখাইয়া দেয়—আজিও সেই রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ,

'বিজয় রাজার বাড়ী'

(১) দেবপাড়া লিপি—[২৪।২৫ শ্লোক]। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির কলাভবন—রাজসাহী।

সেকালের কত গৌরব-বিভবের বিলুপ্ত-স্মৃতি জাগ্রত করিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে, একদিন বিজয়নগরের নাগরিকগণ বিজয়সেনের প্রসাদে বহুবিভবশালিনী শ্রোত্রীয় ব্রাহ্মণরমণীদিগের নিকট, মুক্তাকে কার্পাস-বীজ, মরকতকে "শকল শাকপত্র", রৌপ্যকে অলাবুপুষ্প, দাড়িম্ববীজ ও স্বর্ণকে কুষ্মাণ্ডীবল্লরীর বিকসিত কুসুম বলিয়া শিক্ষালাভ করিত। (১)

পুরুষোত্তম-দয়িতা পদ্মালয়ার ন্যায়, মহারাজ বিজয়সেনের প্রধানা মহীষী বিলাসদেবীর গর্ভে বল্লালসেন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দেবপাড়া প্রশস্তিতে তিনি নরেশমণ্ডলীর একমাত্র চক্রবর্ত্তী বলিয়া পরিচিত। তাঁহার জন্মকাহিনীর সহিত অনেক অলৌকিক কিংবদন্তী বিজড়িত থাকিয়া, তাঁহাকে কল্পনালোলুপ বাঙ্গালীর নিকট দেব-অংশ-সম্ভূত বলিয়া পরিচিত করিয়াছে। বল্লালের আবির্ভাবকালও যেমন 'অদ্ভুতসাগর' ও 'দানসাগরের' সমালোচনায় নানা তর্কজালে সমাবৃত, তাঁহার শাসন-কাহিনীও তদ্রূপ কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন। হরিঘোষ তাঁহার সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন।

"নিখিলচক্রতিলক" বল্লালসেন

কাটোয়ার তাম্রশাসনে বল্লালসেন কর্ত্তৃক বঙ্গে ও রাঢ়ে আধিপত্য-বিস্তারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। মহেশপুর এখনও বল্লালের নৌ-অধ্যক্ষ (২) মহেশের স্মৃতি বহন করিয়া আসিতেছে। যুবরাজ লক্ষ্মণ সেন যে কলিঙ্গসমরে জয়লাভ করিয়া এই সময়ে বাঙ্গালীর বিজয়পতাকা উড্ডীন করিয়াছিলেন, মাধাইনগরের তাম্রশাসনে সে পরিচয় বর্ত্তমান আছে। (৩) তৎপূর্ব্ব হইতেই ঢাকা জেলায় শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবাররূপে

(১) দেবপাড়ালিপি [২৩ শ্লোক]

(২) ভারতবর্ষ, বৈশাখ, ১৩২৪

(৩) *J. A. S. B.* New Vol V, P. 473.

প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পূর্ব্ববঙ্গের শোভা ও গৌরব বৃদ্ধি করিতেছিল। রাজনগরী শ্রীবিক্রমপুরের অবস্থান এখনও নির্নীত হয় নাই।

ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ (১) "ক্ষৌণীন্দ্র" লক্ষ্মণসেন, বাল্যকালেই গঙ্গাসৈকতে শরসন্ধান শিক্ষা করিতেন; তাঁহার "বারণ-হস্ত-কাণ্ড-সদৃশ" বাহুদ্বয়, "শিলা-সংহত-বক্ষ", শত্রু-প্রাণহর বাণ এবং মদজলপ্রস্যন্দী রণ-হস্তী সকল তাঁহাকে "বীরাগ্রগণ্য" বলিয়া সূচিত করিত; কৈশোরেই কলিঙ্গ-জয় করিয়া তিনি সে পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বেই কামরূপরাজ সেন-ভূপালদিগের অধীনতা-পাশ ছিন্ন করিয়া স্বাধীন হইয়াছিলেন, কিন্তু বীর লক্ষ্মণসেন কামরূপ আক্রমণ করিলেন এবং কামরূপপতিকে পরাভূত করিয়া "বিক্রম-বশীকৃত-কামরূপ-গৌড়েশ্বর" বলিয়া সুপরিচিত হইলেন। তাঁহার বঙ্গসেনা সংগ্রামে কাশী ও কান্যকুব্জের রাজকে পরাভূত করিল। (২)

বীরাগ্রগণ্য লক্ষ্মণসেন

"শঙ্কর গৌড়েশ্বর" (৩) "পরম নারসিংহ" লক্ষ্মণসেনের গৌরবমণ্ডিত বিজয়পতাকা আবার দক্ষিণ সাগরের বেলাভূমে জয় জয় নাদে প্রোথিত হইল। মুষলধর ও গদাপাণির সংবাসবেদী শ্রীক্ষেত্রে, অসি-বরুণার সমুজ্জ্বল সঙ্গমস্থল বারাণসীধামে, ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞভূমি ত্রিবেণীতে

(১) কেশবসেনের তাম্রশাসন।

বাহূ বারণহস্ত-কাণ্ড সদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং

বাণাঃ প্রাণহরাদ্বিষাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ। ইত্যাদি।

(২) মাধাইনগরের তাম্রশাসন এবং বল্লভদেবের তাম্রশাসন, গৌড়রাজমালা, ৬৭ পৃষ্ঠা। *J. A. S. B.* New, Vol V, P. 473

কামিন্যঃ সৈনিকানাং বিধুত বিধুরতা ভীতয়ো গীতবন্ধৈ-

র্যস্য প্রাগ্ জ্যোতিষেন্দ্রপ্রণতিপরিগতং পৌরুষং প্রস্তুবন্তি॥

(৩) কেশবসেনের তাম্রশাসন।

তাঁহার সমরবিজয়-স্তম্ভ, যজ্ঞযূপের সহিত সংস্থাপিত হইয়া, উচ্চশিরে বাঙ্গালীর জয়গাথা ঘোষণা করিল (১), চারিদিকে বাঙ্গালীর বিজয়-স্তম্ভ স্থাপিত হইল। বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য যে, ইতিহাস অলীক কাহিনী রটনা করিয়া সেই লক্ষ্মণসেনের শিরেই ভীরুতার কলঙ্ককালি অর্পণ করিয়াছে। নোদীয়া বিজয়ের উপন্যাস রচয়িতা মীন্‌হাজ পর্য্যন্ত এই পরাক্রান্ত নৃপতিকে কাপুরুষ বলিয়া ঘোষণা করিতে সাহস করেন নাই!

বঙ্গের বিক্রমাদিত্য

সুকবি লক্ষ্মণসেন যেমন অসাধারণ রণ পণ্ডিত, তেমনি বঙ্গের বিক্রমাদিত্য বলিয়া প্রখ্যাত হইবার যোগ্য। তাঁহার প্রভায় শ্রীবিক্রমপুর ও সমস্ত বঙ্গ একদিন আলোকোদ্ভাসিত হইয়াছিল। বাল্যে রাজপণ্ডিত, যৌবনে রাজমন্ত্রী, প্রৌঢ়ে ধর্ম্মাধিকারী হলায়ুধ তাঁহার যে রাজসভার গৌরববর্দ্ধন করিতেন—পশুপতি, শূলপানি, পুরুষোত্তম, বলভদ্র, তাহাকে কীর্ত্তিরত্নে মণ্ডিত করিয়া, বাঙ্গালীর বিদ্যা ও প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

এই রাজগৃহের বাণীমন্দির হইতে তখন "কবিক্ষ্মাপতি শ্রুতিধরো ধোয়ী" ও কোকিল-কণ্ঠ জয়দেবের মধুর কলতান সমুত্থিত হইয়া গৌড়ে, বঙ্গে, মিথিলা ও মগধে ঝঙ্কৃত হইতে লাগিল; পুরুষোত্তমের "ভাষাবৃত্তি" ও দ্বিরুপাদি বিবিধ কোষগ্রন্থ, পশুপতি ও ঈশানের "পদ্ধতি"দ্বয়, হলায়ুধের "পঞ্চসর্ব্বস্ব" এবং "মৎস্যসূক্ত" বিরচিত হইয়া সেকালে বাণীমন্দিরে রত্নবেদীর প্রতিষ্ঠা করিল; তখন গোবর্দ্ধনাচার্য্যের "আর্য্যা সপ্তশতী"র পদলালিত্যে গৌড়জন পরিতৃপ্তি লাভ করিল, কবি উমাপতিধরের প্রশস্তিপত্রে বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তি বিঘোষিত হইল, সমুন্নত ভাস্কর-শিল্প ললিতকলার পরিচয় দিল। তখন মহাসান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণদত্তের মন্ত্রণায়, বটুদাস মহাসামন্তের রণকৌশলে ও বঙ্গসেনার অপূর্ব্ব বীরত্ব-গর্ব্বে, মগধ হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণ-

(১) বিশ্বরূপসেন এবং কেশবসেনের তাম্রশাসন। *J. A. S. B.* 1896, Pt I

সেনের কীর্ত্তিগাথায় মুখরিত হইয়া বাঙ্গালী জাতির কণ্ঠেই জয়মাল্য অর্পণ করিয়াছিল।

উত্তর-ভারতে তখন গৃহকলহের যে প্রবল ঝটিকা উত্থিত হইয়া আজমীরের চৌহান ও কান্যকুব্জের গাহড়বাল-রাজভবন বিকম্পিত করিয়াছিল, তাহা অচিরে উভয়েরই কীর্ত্তিসৌধ বিচূর্ণিত করিয়া চৌহান-গাহড়বাল-কুলের সমাধিস্তম্ভ রচনা করিতে প্রবৃত্ত হইল। সে ঝটিকায় ভারতের সিংহদ্বার ধ্বসিয়া গেল; সেই মুক্তপথে সানুচর মহম্মদ ঘোরী এবং মধ্য-এসিয়ার মরুময় মালভূমির তুরস্ক অধিবাসিবৃন্দ প্রচণ্ডবেগে ভারতে প্রবেশ করিল!

তুরস্ক-প্রভঞ্জন

দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর-ভারতের ইতিহাস যেমন আত্মকলহের শোণিত-লিপ্ত-কাহিনীতে পরিপূর্ণ, দ্বাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাসও তেমনি লক্ষ্মণসেনের দেহান্তের পর হইতেই মলিন—বাহুবলে প্রতিষ্ঠিত সেন-সাম্রাজ্য পূর্ব্ব হইতেই সঙ্কুচিত হইতে আরম্ভ করিয়াছিল। বিশ্বরূপসেন বা কেশবসেনের এমন শক্তি ছিল না যে, আবার সেই চূর্ণীত সৌধের জীর্ণ প্রস্তররাশি সংগ্রহ করিয়া নবীন অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।

শেষের আরম্ভ

তখন নবাগত তুরস্ক-শত্রু প্রতিদিন রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারে আঘাত করিতেছিল, বিশ্বরূপ ও কেশব তাহাদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলেন। গৃহকলহ দূর করিয়া, রাষ্ট্রশক্তি পুনর্জ্জীবিত করিয়া, গৌড়-বঙ্গের, মিথিলা-মগধের বিচ্ছিন্ন অংশগুলি একসূত্রে গ্রথিত করিয়া, আবার একটী নবীন হিন্দু-সাম্রাজ্য সংগঠন করিবার জন্য তখন একজন শশাঙ্ক বা গোপাল, ধর্ম্মপাল বা রামপালের প্রয়োজন ছিল; মন্ত্রীর আসনে একজন গর্গ বা দর্ভপাণি, মহন বা হলায়ুধের প্রয়োজন ছিল; একজন সন্ধ্যাকর বা উমাপতিধরের তখন পুনরায় কলিযুগ-রামায়ণ রচনায় প্রবৃত্ত হইবার প্রয়োজন ছিল!

বিশ্বরূপ সেন

গৌড়-বঙ্গ পূর্ব্ব হইতেই ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিদিগের খণ্ড-রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছিল সুতরাং কোন প্রবল বহিঃ-শত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার শক্তি ক্রমেই হীন হইয়া পড়িতে লাগিল।

সেনবাজ বিশ্বরূপসেন তুরস্কদিগকে নানা স্থানে পরাজিত করিয়া "গর্গ-যবনান্বয়-প্রলয়-কাল রুদ্র"রূপে (১) বিঘোষিত হইলেন বটে, কিন্তু দেশ শত্রু-মুক্ত হইল না! শেষে এমন দিন আসিল যখন "সহসা আকাশ অন্ধকারে ব্যাপিল, রাজপ্রাসাদের চূড়া ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল।...... গাঢ়তর গাঢ়তর গাঢ়তর অন্ধকারে দিক্ ব্যাপিল; আকাশ, অট্টালিকা, রাজধানী, রাজবর্ত্ম, দেবমন্দির, পণ্যবীথিকা সেই অন্ধকারে ঢাকিল—কুঞ্জতীবভূমি, নদীসৈকত, নদীতরঙ্গ সেই অন্ধকারে—আঁধার আঁধার আঁধার হইয়া লুকাইল।" (২) বাঙ্গালার রাজলক্ষ্মী ক্রমে ক্রমে ভাগীরথী-গর্ভে নামিতে লাগিলেন! বাঙ্গালার কানন প্রান্তর কম্পিত করিয়া তখন এক বিপুল রণনিনাদ সহসা গর্জ্জিয়া উঠিল—"দিন্! দিন্!"

বাঙ্গালার সামরিক-ইতিহাস চাই-ই-চাই। শিলালিপি ও তাম্র-শাসন স্থানে স্থানে অত্যুক্তিতে পরিপূর্ণ বলিয়া উপেক্ষার সামগ্রী নহে।

বঙ্গের সামরিক ব্যবস্থা ও নৌ-সাধন

বাঙ্গালার সে ইতিহাস সঙ্কলনের চেষ্টায় উহাদের মূল্য অসীম। সেই মুখর শিলা বা ধাতুপট্ট যেমন এক এক যুগের বাঙ্গালীর শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করে, রাজ্যজয় ও সমর-বিজয়ের বিস্মৃত-কাহিনীকে নবজীবন দান করিয়া জাতীয় মর্য্যাদা বৃদ্ধি করে—তেমনি উহাদের নিকট হইতে আমরা সেকালের সামরিক রীতি-নীতিরও যে সকল পরিচয় প্রাপ্ত হই, মিগা-

(১) বিশ্বরূপসেনের মদনপাড়ের তাম্রশাসন ও কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন। প্রথম তাম্রশাসনে গৌড়-সান্ধিবিগ্রহিক কোপবিষ্ণুর নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

(২) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

স্থিনিস বা ওয়ান-চোয়াং, অল্‌বেরুনী বা সোলেমান, পর্চ্চাস্ বা নিকোলো-কন্টী আমাদিগকে তাহা দিতে পারেন নাই।

পাল-নরপালদিগের নানা প্রশস্তিতে আমরা ইতিপূর্ব্বেই হয়, হস্তি, রথ ও পদাতিক বা চতুরঙ্গ সেনার সন্ধান পাইয়াছি, নৌবিতান ও নৌ-সেতুর পরিচয় পাইয়াছি, নৌযুদ্ধকালে হী হী রণ-নিনাদ শুনিয়াছি। আমরা ধর্ম্মপালদেবের "ঘনাঘন" নামক রণহস্তীর "ঘটা" বা ব্যূহ দেখিয়াছি, অগ্রগামী "নাসীর" সেনা ও "একাঙ্গ" নামক বলের বণযাত্রা-কালে গগনতল ধূলিপটলে সমাচ্ছাদিত হইত বলিয়াও শুনিয়াছি।

সে কালে সমর বা সন্ধি ঘোষণা করিবার ভার যে সচিবের উপর অর্পিত ছিল, তিনি 'মহাসান্ধিবিগ্রহিক' নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহার অধীনস্থ সমর-সচিব 'সান্ধিবিগ্রহিক' বলিয়া আখ্যাত হইতেন। তাঁহার অধীনে সেনাপতি থাকিতেন। চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ "দণ্ডনায়ক" নামে আখ্যাত হইতেন।

গুপ্তমন্ত্রণা চিরদিনই রাষ্ট্রনীতির ও সমরনীতির একটী প্রধান অঙ্গ। যাঁহারা এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন তাঁহাদিগকে বলিত 'অন্তরঙ্গ'। অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে সর্ব্ব প্রধানের পদ 'অন্তরঙ্গোপরিক' নামে পরিচিত ছিল।

হস্তী চতুরঙ্গ সেনার একটী অঙ্গ ছিল। গজসেনা সম্বন্ধীয় কর্ম্মচারী 'হস্তীব্যাপৃতক' বলিয়া অভিহিত হইতেন; হস্তির অধ্যক্ষের পদ 'হস্ত্যাধ্যক্ষ' বা 'মহাপীলুপতি' নামে পরিচিত ছিল। অশ্ব সম্বন্ধেও সেইরূপ 'অশ্বব্যাপৃতক' ও 'অশ্বাধ্যক্ষ' পদ ছিল। অশ্বচিকিৎসক 'বাজি-বৈদ্য' নামে পরিচিত থাকিতেন। অশ্বসমূহের প্রধান তত্ত্বাবধায়কের নাম ছিল 'মহাভৌগিক'।

যিনি দুর্গ রক্ষা করিতেন তাঁহাকে বলিত 'কোট্টপাল'। নগররক্ষক 'প্রান্তপাল' নামে অভিহিত হইতেন। দূতগণ দুই ভাগে বিভক্ত ছিল—

সাধারণ ও দ্রুতগামী। সাধারণ দূত, 'গমাগমিক' নামে ও দ্রুতগামী দূত 'অভিত্বমারণ' নামে কথিত হইত। দূতদিগের প্রধানের নাম ছিল 'দ্রুতপেসনিক'; পুবরক্ষী বা শরীররক্ষকগণ 'প্রতিহার' ও তাহাদিগের প্রধান 'মহাপ্রতীহার' নামে পরিচিত ছিল। মহাপ্রতীহারই ছিলেন শরীররক্ষকদিগের সেনাপতি।

স্থলযুদ্ধের সেনানায়ক 'ব্যূহপতি' এবং ব্যূহপতিদিগের প্রধান 'মহাব্যূহপতি' আখ্যায় অভিহিত হইতেন।

সমরতরণীগুলি 'নৌবাট', 'নৌবাটক' বা 'নৌবিতান' নামে কথিত হইত। নৌসেনার অধ্যক্ষ 'নাকাধ্যক্ষ' বা 'তরিক' নামে পরিচিত ছিলেন। নৌসেতু 'নৌকামেলক' নামে কথিত হইত—নৌযুদ্ধকালীন নিনাদ ছিল হী হী রব। পোতনির্ম্মাণস্থান 'নাবতাক্ষেণী' নামে কথিত হইত।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্য ও গাথা আজিও নৌসাধনোত্থত বঙ্গের নৌবলের কাহিনী সূচিত করে। কবি নারায়ণদেব ও বংশীদাস, কেতকদাস ও ক্ষেমানন্দ সুদূর নৌবাণিজ্যের ইতিহাস, নানা ছন্দোবন্ধে রচনা করিয়া গিয়াছেন। খুল্লনার কাতরোক্তিতে—

বহুত মিনতি মাঙ্গি অর্ণবে না লও ডিঙ্গী
পাটা যার শতেক যোজন।

ইত্যাদি।

অথবা বিজয়গুপ্তের "মনসা মঙ্গলে"—

চুয়ার বদলে চন্দন পাব
ধুতির বদলে খড়া।
শুকুতি বদলে মুকুতা পাব
ভেড়ার বদলে ঘোড়া॥

ইত্যাদি।

কিংবা মাণিক গাঙ্গুলির "ধর্ম্মমঙ্গলে"—

আনল নিশানে নৌকা ছোটে ঐরাবত।
শিশারু মালুম কাঠে দিশা করে পথ ॥

মালদহের 'গম্ভীরায়'—

গৌড় কিনারা হ্যায় ভাগীরথী নদী!
জাহাজসে ছানিয়া হ্যায় ধনপতি ॥
সব ঘাট বন্ধ কিয়া জাহাজ বোহারাসে।
নাহি আদমি পাবে পাণি ভবণে।

অথবা কবিকঙ্কণের চণ্ডীকাব্যে—

বদল আশে নানা ধন এনেছি সিংহলে।
যা দিলে যা বদল হবে শুনহ কুতূহলে ॥

প্রভৃতিতে আমরা যুগে যুগে বঙ্গের নৌসাধনের পরিচয় প্রাপ্ত হই। বণিক চাঁদ সদাগর সেকালে "কুশাই কামিলার" দ্বারা নৌনির্ম্মাণ করাইতেন। গৌড় যে নৌনির্ম্মাণের জন্য তখন অতি প্রসিদ্ধ হইয়াছিল পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আমরা সে পরিচয় পাইব।

সাধারণতঃ ১ রথ, ১ গজ, ৩ অশ্ব ও ৪ পদাতিকে যে সৈন্য-সংখ্যা গঠিত হইত তাহার নাম ছিল 'পত্তি'। ৩টী পত্তিতে একটী সেনামুখ', ৩ সেনামুখে এক 'গুল্ম' এবং ৩ গুল্মে এক 'গণ' হইত। গুল্মের অধ্যক্ষ 'গৌল্মিক' ও 'গণের' নায়ক 'গণস্থ' নামে পরিচিত ছিলেন। গণস্থদিগের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মচারী 'মহাগণস্থ' নামে অভিহিত হইতেন। "ক্ষাত্রধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ সুজনগমনাগ্রগণ্য শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনের" যে তাম্রশাসন কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বারুইপুরের সন্নিকটে গোবিন্দপুর নামক গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় তাহার পাঠোদ্ধার করিয়া ১৩৩২ সালে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই তাম্রশাসন হইতে আরও কয়েকটী রাজানুগ্রহজীবীর নাম জানিতে

পারা যায়—মহাপুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (বিচারপতি), মহাসেনাপতি, অন্তরঙ্গবৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক (রেখসমূহের কর্ত্তা,) মহাগণস্থ দোঃসাধিক, দণ্ডপাশিক, চৌরদ্ধরণিক, নৌবল-হস্তী-অশ্ব-গো-মহিষাদি জীবিকা ব্যাপৃত ইত্যাদি। (১)

সপ্তম পরিচ্ছেদ

সন্ধিযুগ

শশাস পৃথিবীমিমাং প্রথিতবীর বগর্গাগ্রণীঃ।
সগর্গ-যবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্রোঽনৃপঃ ॥

সেন প্রশস্তি

ঠিক কোন্ সময়ে (২) এবং কোন্ পথে পাঠানবন্যা বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল তাহা এখনও অনির্দ্দিষ্টই রহিয়াছে। মহম্মদ-ই বক্তিয়ার যখন

পাঠান-বন্যা

বঙ্গে প্রবেশ করেন তীরভুক্তি তখনও স্বাধীন (৩), প্রতাপধবল তখনও রোহিতাশ্ব দুর্গের বীর অধিপতি (৪), সেন-রাজ তখনও বঙ্গের সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিয়া "অশ্বপতি-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি-বিবিধ-বিদ্যা--বিচার--বাচস্পতি-সেনকুল-কমল-বিকাশ-ভাস্কর-সোম-বংশপ্রদীপ-প্রতিপন্নদানকর্ণ--সত্যব্রত-

(১) ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন, বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন, বল্লালসেনের তাম্রশাসন, লক্ষ্মণ ও কেশব সেনের তাম্রশাসন, ভোজবর্ম্মা ও হরিবর্ম্মার তাম্রশাসন ইত্যাদি। পূর্ব্বে কথিত বিজয়নগর, প্রদ্যুম্নেশ্বর প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ সম্বন্ধে যাঁহারা জানিতে চাহেন তাঁহারা ১৩১৭ সালের 'বঙ্গদর্শন' দেখিবেন।

(২) *Early History of India*—V. A. Smith. Pp. 415-16 (3rd. Ed.)

(৩) *J. A. S. B.* : New : Vol. XI, P. 407.

(৪) *Epi* : *Indica*—Vol. VI, P. 34.

গাঙ্গেয়-শরণাগত-বজ্র-পঞ্জরপরমেশ্বর-পরমভট্টারক" মহারাজাধিরাজ রূপে পরিচিত ছিলেন। (১) মগধের দক্ষিণভাগে যে সকল পার্ব্বত্য জাতি বাস করিত, তাহাদের তখনও পরাজয় ঘটে নাই। তাহারা পরে বহুদিন পর্য্যন্ত স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এই সময়ে বক্তিযারের পুত্র মহম্মদ আসিয়া লুণ্ঠনলোলুপ পাঠান-সৈন্যসহ বঙ্গের সিংহদ্বারে উপনীত হইয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর তখনও "অরিরাজ অসহ্য শঙ্কব"।

সেন-রাজবংশের পতন ও পাঠানের আবির্ভাব বঙ্গের ইতিহাসে একটী সন্ধিযুগ। তখন হিন্দুরাজ্যের ক্লান্তরবি অস্তাচলাবলম্বী, বৈদেশিক রাজ-শক্তির প্রতিষ্ঠা-তপন রক্তরাগে দেখা দিয়াছে মাত্র।

সন্ধি যুগ

তখন হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি বঙ্গের বহু রাজভবনে বাসুকীর তপ্তশ্বাস প্রবাহিত করিতেছে, ক্ষুদ্র তখন আপনার স্থান বিস্মৃত হইয়াছে, বৃহৎ তখন আপন অস্ত্রে আপনাকেই কাটিয়া খর্ব্ব করিতেছে! সে সন্ধিযুগের কাহিনী জানিতে হইলে বঙ্গের তাৎকালিক প্রত্যেক ভূস্বামীর ইতিহাস সঙ্কলন করা প্রয়োজন—কারণ তাঁহারাই তখন বঙ্গদেশ খণ্ডে খণ্ডে অধিকার করিয়া আপন আপন সেনার সাহায্যে রক্ষা করিতেছিলেন। বাঙ্গালীর তিন শতাব্দীর শৌর্য্য-কাহিনী ইঁহাদিগের সহিত ওতপ্রোত ভাবে জড়িত রহিয়াছে—কিন্তু ইঁহাদের অনেকের ইতিহাস এখন জনপ্রবাদ রূপে পরিচিত—উহাই এখন আমাদের বিলুপ্ত-প্রায় 'বীরস্মৃতি'!

বাঙ্গালার ইতিহাস কদাচিৎ একচ্ছত্রাধীন জাতির ইতিহাস; উহা ভিন্ন ভিন্ন বংশের, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের, ভিন্ন ভিন্ন বহিঃশত্রুর মিলিত ইতিহাস।

জনপ্রবাদ

বংশ বিলুপ্ত হয়, সম্প্রদায় উৎখাত হয়, বহিঃশত্রুর অভিযান কালক্রমে বিস্মৃতিগর্ভে বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু তাহারা দেশের উপর যে মুদ্রা অঙ্কিত করে তাহা যায় না।

(১) কেশবসেনের তাম্রশাসন। *J. A. S. B*: New: Vol. X, Pp. 102-18.

ভাট ও চারণ সে প্রাচীন গাথা গাহিয়া থাকে—কবির কাব্য সে গাথার আশ্রয় হয়—জনপ্রবাদ তাহাকে জীবিত রাখে। সৌধ, স্তম্ভ, তড়াগ, দেউল, সমাধি ও শ্মশান মূক-নির্দ্দেশে সে চিত্র দেখাইয়া থাকে।

গ্রীক, রোমক, মিশর জাতি মরে নাই। যে শকবন্যা খৃষ্ট-পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে উত্তর-ভারত পরিপ্লাবিত করিয়াছিল, যে ইউচি বা কুশান্ জাতি পঞ্চম খৃষ্টাব্দে উত্তর-ভারতে আসিয়া একটী বিপুল সাম্রাজ্য গঠিত করিয়াছিল, তাহাদের সে রাজপুরী ও রাজ্য এখন কাহিনীতে পর্য্যবসিত হইয়াছে—কিন্তু যে ক্ষত্রিয় জাতির সহিত মিলিত হইয়া তাহারা ক্রমে ক্রমে ক্ষত্রিয় হইয়াছিল এবং কালক্রমে অমিততেজ রাজপুত জাতি গঠিত করিয়াছিল, তাহা আজিও গৌরবে সম্ভ্রমে বিরাজমান। ভাট ও চারণ তাহাদের যে জয় গান গাহিয়াছিল, তাহাই সে জাতির ইতিহাস-রচনার পথ সহজ করিয়াছে।

বাঙ্গালার সাহিত্য যদি উদ্ধৃত হইতে পারিত, তাহা হইলে বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনা করিবার যোগ্য অনেক উপাদান সংগৃহীত হইতে পারিত।

বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্য

যে সকল গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদিগকে কবি-কল্পনা বলিয়া উপেক্ষা করা উচিত নহে। রাজপুত জাতি তাহার শত্রুর শাণিত ভল্ল অপেক্ষা চারণের বিষকেই অধিক ভয় করিত। কে জানে যে বাঙ্গালারও সে দিন ছিল না। কবে সেই শুভদিন আসিবে যে দিন বাঙ্গালীর হেরডেটস্ ও জেনোফনের সন্ধান পাইব, কবে সে দিন আসিবে যে দিন বাঙ্গালী-টডের অগ্নিময়ী বাণী শিরায় শিরায় রুধির ছুটাইবে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ২১শ সাংবৎসরিক অধিবেশনের "সম্বোধনে" বলিয়াছিলেন যে, মুসলমান-বিজয়ের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে যে সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা প্রবল। তিনি বলিয়াছিলেন—"যদি (এই সাহিত্য) সংগ্রহ করিতে

পারেন, তবে দেখিতে পাইবেন যে, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত কেবল আপনাদের কলঙ্কের কথাই কহিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা একেবারেই সত্য কথা কহেন নাই।" (১) এই সাহিত্যের সন্ধান শুধু বঙ্গে থাকিয়া হইবে না; তাহার জন্য তিব্বত, নেপাল, কোচবিহার, ময়ূরভঞ্জ, মণিপুর, শ্রীহট্ট প্রভৃতি "প্রান্তবর্ত্তী দেশে ও প্রান্তভাগে ঘুরিয়া গীতি, গাথা ও দোঁহা সংগ্রহ করিতে হইবে।" মুসলমান-আক্রমণের বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এ দেশে বৌদ্ধদিগের যে কেবল একটী প্রবল বঙ্গসাহিত্য ছিল তাহা নহে, তাঁহারা একটী বিরাট সংস্কৃত সাহিত্যেরও সৃষ্টি করিয়াছিলেন। (২) সপ্তশত খৃষ্টাব্দে রাজসাহী জেলায় পদ্মাতীরে চন্দ্রগোমী আচার্য্য "পর-সৈন্য ধ্বংসন" সম্বন্ধে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। যুদ্ধ-বিদ্যা দেশমধ্যে বিশেষ ভাবে পরিচিত না থাকিলে কি এরূপ পুস্তক রচনা করিবার সম্ভাবনা হইত?

যদি কোনও য়ুরোপীয় আমাদেরই সংস্কৃত সাহিত্য হইতে সঙ্কলন করিয়া সেই সকল কথা লেখেন, আমরা অবিলম্বে সে লেখা প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিব! তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন না করিয়াই আমরা বলিয়া আসিতেছিলাম উহা ন্যক্কারজনক! প্রথিতযশা উড্রফ্ সাহেব যেই তন্ত্রের ব্যাখ্যা করিলেন এবং তন্ত্রকে সমাদরে গ্রহণ করিলেন, অমনি আমাদেরও মতের পরিবর্ত্তন ঘটিল!

রামায়ণ, মহাভারত পুরাণাদিতে আগ্নেয়াস্ত্রের কথা থাকিলেও আমাদের মানসিক বিকৃতি এইরূপ যে, আমরা সে সকল বর্ণনা বিশ্বাস করিতে প্রস্তুত নহি! যাহা হউক, জার্ম্মাণ পণ্ডিত গষ্টেভ ওপার্ট প্রমাণিত করিয়াছেন যে, য়ুরোপে ক্রেসির যুদ্ধের পূর্ব্বে কামান ব্যবহৃত হয় নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ তাহার বহু পূর্ব্ব

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গল

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—২য় সংখ্যা, ১৩২২।
(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১ম এবং ২য় সংখ্যা, ১৩২৩।

হইতেই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে ও নির্ম্মাণে সুপণ্ডিত। বাঙ্গালী কতদিন হইতে কামান ব্যবহার করিতেছে তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ সংগ্রহ করা দুঃসাধ্য নহে। মুসলমানাধিকারে যখন বাঙ্গালী কামানের সহিত সবিশেষ পরিচিত ছিল, তখনকার যুদ্ধ-বর্ণনায় কবি ঘনরাম লিখিয়াছেন—

ঝাঁকে ঝাঁকে হরিষে শরগুলি বরিষে
আকাশে একাকার ধূম।
দিশা হারা দিবসে, হত কত হুতাশে
গোলা বাজে দুড়ুম্ দুড়ুম॥

তখনকার বঙ্গ-সৈনিক রণাহত হইয়া সৈনিক-ভ্রাতাকে কহিতেছে—

নিশায় নিধন রণে, পিতামাতা বন্ধুগণে
দেখিতে না পেনু শেষ কালে॥
গলার কবচ মোর, শিঙ্গাদার ধর ধর
দিহ মোর যেখানে জননী।
নিশান-অঙ্গুরী লয়ে ময়ূবার হাতে দিয়ে
ক'যো তুমি হ'লে অনাথিনী॥

* * * *

শুকায় সুবর্ণ ছড়া বাপের ও ঢাল খাঁড়া
সমর্পিয়ে সমাচার বলো।
রণে অকাতর হয়ে, শত্রুশির সংহারিয়ে
সম্মুখ সমরে শাকা মলো॥

বঙ্গবীর মৃত্যুশয্যায় শায়িত হইয়াও এ কথা জানাইতে বিস্মৃত হয় নাই যে, সে রণে কাতর হয় নাই—শত্রুর শির কাটিয়া সম্মুখ সমরে মৃত্যুলাভ করিয়াছে। যে যুগের বঙ্গসেনার হৃদয়ে এই গৌরব জাগ্রত ছিল, সে যুগের বাঙ্গালী কি ভীরু ছিল?

"মাধবাচার্য্যের চণ্ডীতে আমরা ব্রাহ্মণ পাইক, কর্ম্মকার পাইক, চামার পাইক, নট পাইক, বিশ্বাস পাইকগণের বিবরণ দেখিতে পাই। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ অস্ত্র-প্রয়োগে নিপুণ ও বলিষ্ঠ ছিলেন। কালকেতুর বল ও সাহস একজন উচ্চ-দরের সৈনিকের উপযুক্ত" পূর্ব্বকথিত 'ধর্ম্ম মঙ্গলে' "মল্লদিগের লড়াই ও অশ্বাদির চালনার যেরূপ জীবন্ত বর্ণনা দৃষ্ট হয়" তাহাতে ইহাই অনুমিত হয় যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও বাঙ্গালী ব্যায়ামে বিমুখ ছিল না, অস্ত্রচালনায় অপটু ছিল না। (১) যুদ্ধ-ব্যবসায় হেয় বলিয়া বিবেচিত হইলে সেকালের বর্ণনায় ব্রাহ্মণ-পাইকের সন্ধান-লাভ সম্ভব হইত না। ব্রাহ্মণের রণকুশলতার পরিচয় আমরা ইতঃপূর্ব্বেও পাইয়াছি। 'ধর্ম্মমঙ্গল' হইতেই সূচিত হয় যে, অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেও বাঙ্গালী সাধারণ-সৈনিকের কর্ম্মে নিযুক্ত হইত। সৈনিক-ব্রত ধারণ করাইবার জন্য সেকালে সভা সমিতি, বক্তৃতা বা পারিতোষিক কিছুরই প্রয়োজন ছিল না। 'ধর্ম্ম মঙ্গল' ১৭১৩ খৃষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল।

মাধবাচার্য্যের চণ্ডী

বাঙ্গালীর সহিত অশ্বের পরিচয় অতি প্রাচীন। সূর্য্য-মূর্ত্তির পরিকল্পনাতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। বঙ্গেও বহু সূর্য্য-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। মুসলমান কর্ত্তৃক আসাম-বিজয়ের পূর্ব্বে আহোমগণ অশ্বারোহণ করিতে জানিত না (২) কিন্তু বঙ্গে মুসলমান আগমনের বহু পূর্ব্বেই বাঙ্গালী অশ্বারোহী। তাহার ভাস্কর একদিন রাজদুর্গের প্রস্তর-প্রাচীরে অশ্বারূঢ়া বঙ্গনারীর মূর্ত্তি

জিন, রেকাব, বুট

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ৫৪৬ পৃষ্ঠা।

(২) *History of Aurangzeb*—J. N. Sarkar (Sir), Vol III.

পর্য্যন্ত খোদিত করিয়াছিল। অশ্বপৃষ্ঠে বঙ্গনারী শুধু কল্পনার ছবি হইলে কি ভাস্কর্য্যে তাহার স্থান হইত ? (১)

তুরঙ্গ সৈন্যের উল্লেখ রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডে দৃষ্ট হইয়া থাকে। "হস্ত্যশ্বরথ সঙ্কুল-ধ্বজ পটসমাকীর্ণ-পরিপূর্ণ" সেনার বর্ণনা আমরা বাল-কাণ্ডে দেখিতে পাই। সত্য বটে চীন দেশের ইতিহাস মিংসি হইতে জানা যায় যে, পাঠান-গৌড়পতি গিয়াসউদ্দীন ও তৎপুত্র সৈফুদ্দীনের শাসন-সময়ে গৌড-দূত নানাবিধ উপঢৌকন লইয়া চীনের রাজসভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। ইহা যেমন সেকালের নৌসাধনের পরিচয় প্রদান করে, তেমনি ইহাও প্রকাশ করে যে, সেই সকল উপঢৌকনের মধ্যে অশ্ব এবং অশ্বারোহণের 'জিনও' গৌড় হইতে প্রেরিত হইয়াছিল। কিন্তু সেই চতুর্দ্দশ বা পঞ্চদশ শতাব্দের বহুপূর্ব্বেই ভুবনেশ্বরের সুবিখ্যাত মুক্তেশ্বর-মন্দির-গাত্রে তেজশালী সুবৃহৎ অশ্বে সমারূঢ় বীরমূর্ত্তি খোদিত হইয়াছিল,—সে সকল অশ্বপৃষ্ঠে 'জিন' নাই—অশ্বপৃষ্ঠ বস্ত্রাচ্ছাদিত বলিয়া অনুমান হয়। কিন্তু অশ্বারোহীর 'বুট'-মণ্ডিত পদদ্বয় 'রেকাব' মধ্যে সংস্থাপিত। ঐতিহাসিকগণ স্থির করিয়াছেন যে, মুক্তেশ্বর মন্দির ষষ্ঠ শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছিল। ভুবনেশ্বরে খোদিত সৈনিকমূর্ত্তি বীরমূর্ত্তি রচনার আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে। (২)

খৃষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দী হইতে খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে কোনও এক সময়ে খণ্ডগিরির সুবিখ্যাত গুহাগুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐতি-

খণ্ডগিরির বীর-মূর্ত্তি

হাসিক হাণ্টার বলেন যে, খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীর পর এগুলি নির্ম্মিত হয় নাই, পূর্ব্বে হইয়াছে। (৩)

(১) *Midnapur Dist : Gaz.*—p. 207.

(২) *Hunter's Orissa*—Vol. I, p. 235.

(৩) *Ibid*—P. 178.

রাণী গুম্ফা এই সকল গুহার মধ্যে অন্যতম। রাণী গুম্ফার প্রান্ত দেশে যে দুইটী খোদিত সৈনিক-মূর্ত্তি আজিও বর্ত্তমান থাকিয়া সেই সুপ্রাচীন কালের যোদ্ধৃবেশের পরিচয় প্রদান করিতেছে, তাহাতেও দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'বুটের' ব্যবহার প্রচলিত ছিল। খোদিত মূর্ত্তি-শিল্প ইহাও সূচিত করে যে, সেকালে রাজকুমারীও অসিধারণ করিতে কুণ্ঠিতা ছিলেন না। (১)

উড়িষ্যার শিলা-লিপি ইহাই কহিয়া দেয় যে, সেকালে নৌপরিচালন ও সমুদ্র-পথে বাণিজ্য রাজকুমারদিগের নিত্য শিক্ষার বিষয় ছিল। (২)

উড়িষ্যায় নৌসাধন

খৃষ্টাব্দের প্রথম শতাব্দীতে কলিঙ্গ বা উড়িষ্যার বীর ঔপনিবেশিকগণ বলি ও যবদ্বীপে রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। (৩) পঞ্চ শতাব্দী পরেও এই নৌবিদ্যার পরিচয় সুস্পষ্ট-রূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তখন বঙ্গের অন্যতম পোতাশ্রয় তাম্রলিপ্ত হইতে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়ান অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন। সুতরাং পাঠান-সুলতান গিয়াসউদ্দীনের চীনে রাজদূত-প্রেরণ, বাঙ্গালীর নৌসাধনের প্রাচীন নিদর্শন নহে। ভুবনেশ্বরের মন্দিরগুলি অনেক ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। মন্দির ও গুহাগাত্রে যে সকল যুদ্ধাভিযানের চিত্র খোদিত রহিয়াছে, সে সমুদায় হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ধনুর্ব্বাণ ও অসি হস্তে অগ্রগামী পদাতিক সৈন্য যাত্রা করিত, তাহাদিগের পশ্চাতে অশ্বারোহী সেনা অগ্রসর হইত।

শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দির হইতে দশক্রোশ মাত্র দূরে আজিও যে

(১) *Hunter's Orissa*—Vol I. P. 185.

(২) *Hunter's Orissa*—Vol I. P. 197.

(৩) *Ibid*—Vol I, P. 216.

বিরাট মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বঙ্গোপসাগরের বেলাভূমে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত থাকিয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে, সেই সূর্য্য-মন্দির এক সময়ের বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ শিল্পের প্রমাণ বহন করিতেছে,—আজিও যাহার অবশেষ অনন্ত চলোর্ম্মির হাহা রবে স্তম্ভিত হইয়া স্মরণ করাইয়া দেয় যে, বঙ্গের বিশ্বকর্ম্মাগণ একদিন নানা উপকরণে প্রস্তুত করিয়া সেই অতুল শোভার বিপুল ভাণ্ডার জগতের জন্য সংস্থাপন করিয়াছিল, (১) খৃষ্টাব্দের নবম বা মতান্তরে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত কোনার্কের সেই বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরগাত্রে বহু বীর অশ্বারোহীর মূর্ত্তি খোদিত আছে। কোনও অশ্বারোহী ভল্লের আঘাতে শত্রু নিপাত করিতেছে—দেখিলেই য়ুরোপীয় ড্রেগন-বধের চিত্র মনে পড়ে। মন্দিরের অশ্বদ্বারে যে দুইটি বিশালকায় অশ্বমূর্ত্তি বিরাজিত আছে, উহারা 'জিন' ও মূল্যবান্ বল্গা প্রভৃতি দ্বারা সুসজ্জিত। (২)

কোনার্কের সূর্য্য মন্দির

উড়িষ্যার ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন—অশ্বের কণ্ঠদেশ সুদৃঢ় লৌহবর্ম্মে সমাচ্ছাদিত। মধ্যযুগে য়ুরোপে যেরূপ 'জিন' ব্যবহৃত হইত, অশ্বপৃষ্ঠের 'জিনও' সেইরূপ। 'জিনের' পুরোভাগ (Pummel) অপেক্ষাকৃত উচ্চ, বসিবার স্থান সুনির্দ্দিষ্ট—আধুনিক কালের 'পেটির' ন্যায় 'পেটি' ও 'বকলসের' দ্বারা অশ্বপৃষ্ঠে 'জিনটী' আবদ্ধ। য়ুরোপীয় অশ্বারোহী সেনার যেরূপ গোলাকার 'রেকাব' (stirrup) আছে, এই 'জিনের'

---

(১) *Hunter's Orissa*—Vol I, Pp. 288, 291.

(২) *A Guide to the Principal places of Interest in Orissa*—W. R Brown, B. A. I. C. S.

—*Picturesque Illustrations of Ancient Architecture in Hindusthan*—Furgusson. P. 27.

Ayein-I-Akbari—Gladwin, P. 304. এই সূর্য্য-মন্দির নির্ম্মাণ করিতে সমগ্র উড়িষ্যার দ্বাদশ বর্ষের রাজকর ব্যয়িত হইয়াছিল।

সহিতও সেইরূপ 'রেকাব' দেখিতে পাওয়া যায়। (১) ঢাকার শিল্প-শালায় আনুমানিক একাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত সূর্য্যপুত্র রেবন্তের যে প্রস্তর-মূর্ত্তি আছে, তাহাতে রেবন্ত অশ্বপৃষ্ঠে 'জিনের' উপর অবস্থিত।

অমরকোষ পঞ্চম শতাব্দীর কোষ-গ্রন্থ। উহাতে 'জিনের' উল্লেখ নাই, বল্‌গার সহিত যে লৌহখণ্ড আবদ্ধ থাকে (Bits), তাহার উল্লেখ

কবিক, পর্যাণ

আছে ; যথা—কবিক, খলীন। (২) হলায়ুধের অভিধান রত্নমালা অধ্যাপক ম্যাকডোনেলের মতে ৯৫০ খৃষ্টাব্দের এবং অধ্যাপক অফ্রেক্টের মতে (Aufrecht) একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের গ্রন্থ। উহাতে কবিক এবং খলীন শব্দদ্বয় ত আছেই, 'জিন' অর্থে পর্যাণ এবং উৎপল্যয়ন শব্দদ্বয় ব্যবহৃত হইয়াছে। (৩) অধ্যাপক অফ্রেক্ট পর্যাণ ও উৎপল্যয়ন অর্থে লিখিয়াছেন—A Saddle—বল্‌গা অর্থে তিনি Bridle এবং Reins ব্যবহার করিয়াছেন। অমরে অশ্বের গতি প্রকাশক বল্‌গিত শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। (৪) উপানৎ অর্থে ইংরাজি Boots বলা যাইতে পারে। উপানৎ অতি প্রাচীন শব্দ। এখন দেখা যাইতেছে যে, অমরে 'জিন' নাই, হলায়ুধে 'রেকাব' নাই,—কিন্তু কোনার্কের অশ্বমূর্ত্তিতে 'জিন' ও 'রেকাব' উভয়ই আছে এবং উহারা দেখিতে য়ুরোপের মধ্যযুগের 'জিন ও রেকাবের' ন্যায়। সূর্য্য-মন্দির যদি নবম শতাব্দীর রচিত হয়, তাহা

(১) *Hunter's Orissa*—Vol. I, P. 294.

অজন্তায় বিজয় সিংহের সিংহল-বিজয়ের যে চিত্র অঙ্কিত আছে, তাহাতে জিনসহ একটী অশ্বের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। জিনটী অনেকটা আধুনিক কালের জিনের ন্যায়।

(২) অমরকোষ—৮।২।১৭।

(৩) পর্যাণং স্যাতৃপল্যয়নং—খলীনং কবিকং স্মৃতং। হলায়ুধ ২।২৮৭।

(৪) অমরকোষ—৮।২।১৬।

হইলে, যে শিল্পী উহা নির্ম্মাণ করিয়াছিল, তাহার সহিত তখনও 'জিন ও রেকাবের' যথেষ্ট পরিচয় ছিল। দেশে তৎপূর্ব্ব হইতেই 'জিন ও রেকাবের' বহু ব্যবহার না থাকিলে এরূপ পরিচয় ঘটিত না। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে বঙ্গে আসিয়াছিলেন। কোনার্কের অর্ক-মন্দির বঙ্গশিল্পের নিদর্শন বলিয়া প্রখ্যাত হইলে, পাঠানাগমনের পূর্ব্ব হইতেই 'জিন ও রেকাব' এবং 'বুট' বা উপানৎ এদেশে পরিচিত ছিল বলিয়া অনুমান হয়। অশ্বারোহী বাঙ্গালী সর্ব্বদা এ সকল ব্যবহার করিত কি না বলা যায় না, কারণ এখনও আমরা দেখিতে পাই 'জিন ও রেকাব' সর্ব্বদা ব্যবহৃত হয় না, সকলে ব্যবহারও করে না।

বঙ্গে সেনা-সংগ্রহ ও বাঙ্গালী জাতি

মোগল ও পাঠানদিগের শাসন-সময়ে বঙ্গদেশ হইতে যে সর্ব্বদা সৈন্য সংগৃহীত হইত, ইহার পরিচয় আমরা ক্রমে ক্রমে পাইব। এক একজন পাঠান সুলতান বা মোগল সেনাপতি বা বাঙ্গালার নবাব আবশ্যক মত যত অল্প সময়ের মধ্যে যেরূপ বৃহৎ বাহিনী সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন, তাহা দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, সে কালে বাঙ্গালী রণবিমুখ বা ভীরু ছিল না। পাঠান যে সময় উড়িষ্যার কিয়দংশ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিল, যখন তাহার ১৪০০০ পদাতিক, ৪০০০০ অশ্বারোহী এবং ২০০০০ কামান ছিল, তখনও বাঙ্গালার অনেকাংশ স্বাধীনই ছিল। বাঙ্গালার ভূস্বামিগণ তখন আবশ্যক হইলে ৮০১১৫৯ পদাতিক, ১৮০ গজ, ৪২৬০ কামান ও ৪৪০০ রণতরী দিতে পারিতেন—পাঠান-রাজত্বের ধ্বংসের অল্পকাল পর আইন-ই-আকবরিতে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে ভূস্বামীদের সমবেত শক্তি ইহা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল।

বংশ-বিশেষের খ্যাতি, ব্যক্তি-বিশেষের বীরত্ব, বাঙ্গালার ইতিহাসকে

সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে—শশাঙ্ক বা ধর্ম্মপাল বা দেবপাল বাঙ্গালীকে বিজয়ের বরমাল্যে ভূষিত করিয়া গিয়াছেন। হাজি ইলিয়াস, তুগ্রিল, গিয়াসউদ্দীন বা হুসেন সাহ গৌড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বাঙ্গালীর কাহিনীকে নানা ভাবে মর্য্যাদা প্রদান করিয়াছেন। কটাসিন, একডালা, মান্দারণ প্রভৃতি বাঙ্গালীর শৌর্য্য-প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছিল বটে—চাঁদ, কেদার, প্রতাপ, সীতারাম প্রভৃতির সিংহগর্জ্জনে দিল্লীর সিংহাসন যে একেবারেই নড়ে নাই, তাহা নহে—কিন্তু এত থাকিতেও কোনও দিন একটী অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গড়িয়া উঠিবার অবকাশ পায় নাই। হিন্দুরাজগণ এ কথা ভাবেন নাই যে, ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার উপরেও একটী বৃহত্তর প্রতিষ্ঠার অবকাশ ছিল,—এ কথা ভাবেন নাই যে, ক্ষুদ্র একটী জনপদের কীর্ত্তিমণ্ডিত জয়স্তম্ভের স্থানে একটী সমগ্র দেশের বৃহত্তর মহত্তর উত্তুঙ্গ কীর্ত্তি-মন্দির বাঙ্গালীরই অঙ্গুলীস্পর্শে বিরাট ব্যোম-পথে উন্নতশীর্ষে দণ্ডায়মান হইবার জন্য শশাঙ্কের কাল হইতেই অপেক্ষা করিতেছিল। সিংহাসনের লোভে নিয়ত সমর-কোলাহলে লিপ্ত থাকিয়া দুর্দ্ধর্ষ পাঠানজাতি গৌড়ে আসিয়া সে কথা ভাবিয়া দেখে নাই—বিলাসের স্রোতে অঙ্গ ঢালিয়া বাঙ্গালার মোগল তাহা বুঝে নাই।

বাঙ্গালীর সৌভাগ্য

কেহই বাঙ্গালীকে একটী জাতিরূপে গঠন করিবার চেষ্টা করে নাই। বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, তাহারা এখন একটী উদার ও মহৎ জাতির সংস্পর্শে আসিয়া শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিতেছে। এখন তাহাদের কলঙ্কটীকা মুছিয়া যাইবে, বাঙ্গালী আবার পৃথিবীর বীর-জাতির মহাসভায় নিজের স্থান লাভ করিবে। "ইউরোপের মধ্যভাগে ফ্রান্স রাজ্যের সহিত বরগুণ্ডি, আঁজু, প্রবেন্স প্রভৃতি পারিপার্শ্বিক প্রদেশের রাজগণের যে সম্বন্ধ ছিল, মুসলমানের সহিত বাঙ্গালার রাজগণের সেই সম্বন্ধ ছিল। অর্থাৎ তাহারা একজন Suzerain মানিত। কখন কখন মানিত না। তদ্ভিন্ন স্বাধীন ছিল।"

তাঁহারা সকলেই স্বাধীন, সকলেই প্রধান হইবার জন্য ইচ্ছুক থাকায় বহিঃশত্রুকে বাধা দিবার জন্য বঙ্গের মিলিত-শক্তি অগ্রসর হয় নাই! বাঙ্গালার এই সন্ধিযুগের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন হইলেও, ইহা অক্লেশেই অনুমান করিতে পারা যায় যে, বাঙ্গালী হিন্দু তখনও শৌর্য্য বীর্য্য হারায় নাই, কারণ তাহার পরিচয় বর্ত্তমান আছে।

উড়িষ্যায় পাঠান

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে উড়িষ্যা দেখিল যে, উত্তরভারতে এক শক্তিশালী জাতির অভ্যুদয় হইয়াছে—তাহার প্রবল বন্যা ভারতভূমি প্লাবিত করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। দেখিতে দেখিতে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার পাঠানের রাজপতাকা বহন করিয়া বঙ্গে আসিয়া উপনীত হইলেন। নয় বৎসর পরে সুলতান গিয়াসউদ্দীন উড়িষ্যা আক্রমণ করিলেন। এ আক্রমণ শুধু লুণ্ঠনেই পর্য্যবসিত হইল। ইহাই পাঠানের প্রথম আক্রমণ। ত্রিংশবর্ষ পরে তোঘন খাঁ উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলেন। উড়িষ্যার বঙ্গসৈন্য বীরভূমির রাজধানী 'নগর' আক্রমণ করিয়া বিধ্বস্ত করিল। দিল্লীর সম্রাট্ পর্য্যন্ত শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন যে, সুশিক্ষিত মুসলমান-সেনা—যাহারা কোনও দিন জয় ভিন্ন পরাজয় জানিত না—উড়িষ্যার কৃষক সেনার আক্রমণে দুই শত ক্রোশ পর্য্যন্ত হটিয়া যাইতে বাধ্য হইয়াছে! লুপ্ত-গৌরব উদ্ধারের জন্য তিনি বহু সেনা প্রেরণ করিলেন, কিন্তু তাহাদের চক্ষের উপর ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়া বিজয়ী হিন্দুসেনা প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই পরাজয়ের অপমানকে যথাসম্ভব গোপন করিবার জন্য মুসলমান-ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন—চেঙ্গিশ খাঁর তাতার সেনার নিকট মুসলমান-সেনা পরাজিত হইয়াছে! (১)

---

(১) He hurried down reinforcements before which the Uriyas retired, laden with plunder, to their own country; and the vanity of Musulman historians has covered the national disgrace, by con-

তোঘন খাঁর পরাজয়ের দশবৎসর পরেও পাঠান-সেনা পূর্ব্ববৎ পরাজয় লাভ করিয়াই উড়িষ্যার সীমান্ত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইল। উড়িষ্যার বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের নিকট পাঠানের পরাজয়ের ও লাঞ্ছনার অবধি ছিল না। তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত গঙ্গাবংশীয়গণ "সর্ব্বদা তাহাদিগকে প্রহার করিতে করিতে পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তাড়াইয়া লইয়া যাইত।" (১)

উড়িষ্যার জনপ্রবাদ, দক্ষিণ সমুদ্র তীরকেই গঙ্গাবংশীয়দিগের আদি-স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে চাহে। কিন্তু গঙ্গাবংশীয়গণ যে বাঙ্গালী, সে বিষয়ে প্রমাণের অভাব নাই। (২) ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন নির্দ্ধারিত করিয়াছেন যে, তাহাদিগের প্রাচীনরাজ্য বর্ত্তমান তমোলুক ও মেদিনীপুরকে কেন্দ্র করিয়া বর্ত্তমান ছিল। অধ্যাপক হোরেস্ হিমেন উইলসনও এই সিদ্ধান্তই করিয়াছেন। তিনি মেকিঞ্জিব সংগৃহীত অতি দুর্লভ পুস্তকাবলীর যে তালিকা ও টীকা প্রদান করিয়াছেন, তাহা হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, অনন্তবর্ম্মা

বাঙ্গালী গঙ্গাবংশ

verting this Hindu raid into a Tartar invasion under the generals of Chengis Khan.—*Hunter's Orissa*, Vol II, P. 4.

Cf—*Brigg's Ferista*, Vol I, P. 231. Stewart's *History of Bengal*, P. 82. (Bangabasi), Al-Badauni's *Munta-Khabu-L-Twarikh*—Ranking's translation, : Vol, P. 125. *Tabakat-I-Nasiri* (Raverty)—P. 565, note 8. Elphinstone's *History of India* (7th. Edn.), P. 977.

(১) বিবিধ প্রবন্ধ, বাঙ্গালার কলঙ্ক—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২) *Hunter's Orissa*, Vol I, P. 278.

Professor Wilson proves, from an inscription, that *they were Rajas of a country on the Ganges*, answering to what is now *Tamluk and Midnapur*; and that their first invasion was at the end of the eleventh of our era, some years before the final conquest just mentioned.—Elphinstone's *History of India*—P. 243 (7th Edn.)

নামক নৃপতি এক সময়ে গঙ্গাবংশীয়দিগের অধীশ্বর ছিলেন এবং তিনিই বাঙ্গালী গঙ্গাবংশীয়দিগের আদি পুরুষ।

উড়িষ্যার নৃপতি যখন নিজে বিশ্বাসহন্তৃ হইয়া বিজয়নগরের হিন্দু-রাজ্য ধ্বংস করিবার জন্য মুসলমানের আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন হইতেই উড়িষ্যার পতন আরম্ভ হইয়াছিল। (১) কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর সেই প্রথম পাদেও (১৫০৩-২১ খৃঃ অব্দে) বঙ্গের পাঠান-শাসনকর্ত্তা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সৈন্য পুরী বেষ্টন করিয়াছিল ও কটকে যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উড়িষ্যার কৃষক-সেনা দলবদ্ধ হইয়া তাহাদিগকে এরূপ পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল যে, পাঠানের সুবিখ্যাত সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি পর্য্যন্ত পরাভূত হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কথিত হয় যে, প্রত্যাবর্ত্তনকালে তিনি পথিমধ্যে মান্দারণ দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মুসলমান-ঐতিহাসিক এই পরাজয়কে স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করিয়া বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যার প্রত্যন্তরাজ বঙ্গপতির আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। (২)

উড়িষ্যার পতন

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"উদ্ধত মুসলমানদিগকে গঙ্গাবংশীয়গণ তিনশত বৎসর ধরিয়া যেরূপ শাসিত রাখিয়াছিলেন, সেরূপ চিতোরের রাজবংশ ভিন্ন আর কোন রাজবংশ পারেন নাই! তাঁহারা যেমন বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে শাসনে রাখিয়াছিলেন, দাক্ষিণাত্যের হিন্দুরাজাদিগকেও তেমনি শাসিত রাখিয়াছিলেন। এই সকল কথার পর্য্যালোচনা করিয়া, হণ্টার সাহেব সেকালের উড়িষ্যা-সৈন্যের অনেক

(১) *Hunter's Orissa* Vol II, P. 5,

(২) *Hunter's Orissa*, Vol II, P. 10.

প্রশংসা করিয়াছেন, সে প্রশংসা উড়িষ্যা-সেনার প্রাপ্য নহে, গঙ্গাবংশীয়-দিগের স্বদেশী রাঢ়ী-সৈন্যের প্রাপ্য।" (১)

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতেও যখন ভারতের নানাস্থান মুসলমানের পদানত হইয়াছিল, তখনও পাঠানের সম্মুখে উড়িষ্যার সিংহদ্বার মুক্ত হয় নাই। পরে যখন তাহারা উড়িষ্যায় প্রবেশ করিতে পারিল, তখন দেখিল, উহার নদনদী বহু ও বিশাল—অতিক্রম করা দুরূহ; উহার গিরি ও কানন দুর্ভেদ্য। তাই তাহারা উড়িষ্যার সামান্য একটু অংশ গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াই প্রথমে পরিতুষ্ট হইয়াছিল। তখনও উড়িষ্যার নৃপতিবর্গ স্বাধীনভাবেই বাস করিতেছিলেন। পরেও মুসলমানগণ যখন একান্তই উড়িষ্যা জয় করিতে পারিল না, তখন আত্মরক্ষার জন্য অনধিকৃত হইলেও সেই রাজ্যই উৎকোচ স্বরূপ মহারাষ্ট্রদিগের করে অর্পণ করিয়া কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়াছিল! (২)

বঙ্গের সামাজিক ব্যবস্থা

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার যখন বঙ্গে প্রবেশ করেন, তখন উচ্ছৃঙ্খলতা, ধর্ম্মের নামে উহার পত্র-পল্লব-বহুল শাখা-প্রশাখার বিস্তার, সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও স্বার্থপরতা, অনুদার সমাজের আরক্তচক্ষু অনেকাংশে তাঁহার আগমন-পথ সহজ করিয়া দিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। কিছুকাল পরেই রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণে দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণপীড়নে ব্যতিব্যস্ত সদ্ধর্ম্মিগণ "যবনরূপি" ধর্ম্মের আগমনে পরম পুলকিত হইয়াছেন, তখন দেবগণ পর্য্যন্ত "সভে হয়্যা একমন, আনন্দেতে পরিল ইজার।" বিচারালয় তখন মর্য্যাদাশূন্য, অমাত্যবর্গ রাজার প্রতি অনুরাগ ও শ্রদ্ধা শূন্য, মহারাজ লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয়া মহিষী বল্লভা দেবী এবং রাজশ্যালক কুমারদত্তের অসদাচরণে প্রজাগণ তখন ত্রাহি ত্রাহি ডাকিতেছে! তখন মুক্ত রাজপথে সায়ংবেশ-

(১) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২) *Hunter's Orissa*, Vol I. P. 174.

বিলাসিনীদিগের "মঞ্জু মঞ্জীর" ধ্বনি "বন্দ্যং ত্রিসন্ধ্যং নভঃ"! (১) "অরিরাজঘাতুক শঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমৎ কেশবসেন"—যাঁহার কৌমারকাল নিয়ত যুদ্ধেই কাটিয়াছিল—যিনি তাম্রশাসনে "সচিবশতমৌলি-লালিত-পদাম্বুজ" বলিয়া কীর্ত্তিত, যাঁহার করদ্বয় সর্ব্বদা আকর্ণাকর্ষিত "বিশিখ-ক্ষেপেই" নিযুক্ত থাকিত—তিনিও তখন "কুরঙ্গীদৃশা" লজ্জাবনতা সুন্দরীগণের "নীবীবন্ধ বিসরণে" ব্যস্ত থাকিতেন!

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার যখন মগধের পূর্ব্বভাগ আক্রমণ করিলেন, তখন নবাগত শক্রর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ উদ্দণ্ডপুর নগরের শৈলপৃষ্ঠে অবস্থিত সংঘারাম মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিল বটে, কিন্তু একে একে নিহত হইল। লুণ্ঠন-লোলুপ পাঠানগণ জয়নাদে সংঘারামে প্রবেশ করিয়া দেখিল, তথায় ধন-রত্ন কিছুই নাই,—আছে কেবল ভিক্ষুদিগের শোণিতে সিক্ত রাশি রাশি গ্রন্থ—সে সকল গ্রন্থের বর্ণমালা পাঠানের অপরিচিত—উহাদের ভাষা অবোধ্য! মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার সন্ধান করিলেন, কিন্তু মগধদেশে এমন একজনও পাইলেন না, যিনি সে সকল গ্রন্থের পরিচয় দিতে পারেন। পাল-বংশের যে শেষ-প্রদীপ সেনঝঞ্ঝা হইতে কোনক্রমে রক্ষা পাইয়া এতদিনও মগধের নিভৃত কোণে জ্বলিতেছিল, তুরস্ক-প্রভঞ্জনে তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া গেল।

উদ্দণ্ডপুরের সংঘারাম

বিজেতৃগণ উল্লাসে অগ্নিক্রীড়া আরম্ভ করিল। সেই অনলে উদ্দণ্ডপুর ও বিক্রমশীলার কত শত বর্ষের সঞ্চিত জ্ঞানভাণ্ডার ভস্মীভূত হইয়া গেল। কত নিকায় কথাবত্থু, কত ধম্মসঙ্গনি, মিলিন্দ, কত সুত্ত নিপাত, কত বিনয় চিরদিনের

পাঠানের অগ্নিক্রীড়া

(১) বাঙ্গালার পুরাবৃত্ত শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ইদিলপুরের তাম্রশাসন ও পবনদূতম্।

জন্য পরিনির্ব্বাণ লাভ করিল! "পুষ্যমিত্রের ঘোরতর হত্যাকাণ্ডেও যে ধর্ম্মের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় নাই, কুমারিল শঙ্করের প্রাণপণ চেষ্টাতেও যে ধর্ম্ম পূর্ব্বভারতে অক্ষুণ্ণ ছিল, ব্রাহ্মণদের নিরন্তর বিদ্বেষ সত্ত্বেও যে ধর্ম্ম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছিল—মুসলমান আক্রমণেই সে ধর্ম্ম শুধু যে ধ্বংস হইল তাহা নয়, বিস্মৃতি-সাগরে ডুবিয়া গেল। লাভ হইল মঙ্গোলিয়ার, লাভ হইল তিব্বতের, লাভ হইল পূর্ব্ব উপদ্বীপের, লাভ হইল সিংহলের। তলোয়ারের মুখ হইতে যাহারা অব্যাহতি পাইয়াছিল, তাহারা ঐ সকল দেশে গিয়া আশ্রয় লইল। তাহাদিগকে পাইয়া ঐ সকল দেশ কৃতার্থ হইয়া গেল; তাহাদের বিদ্যাবৃদ্ধি হইল, ধর্ম্মবৃদ্ধি হইল, জ্ঞানবৃদ্ধি হইল, শিল্পবৃদ্ধি হইল—ক্ষতি যাহা হইবার, তাহা বাঙ্গালারই হইয়া গেল।" (১)

দলবদ্ধ পাঠান-সেনা চারিদিকে লুণ্ঠন করিতে লাগিল;—মগধ, অঙ্গ ও গৌড় ভয়ে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। বঙ্গে তখনও শৌর্য্যের অভাব ছিল না। যাঁহারা এতদিনও 'গর্গ-যবনান্বয়-প্রলয়-কালরুদ্র' রূপে বঙ্গের সিংহাসনে আসীন ছিলেন, পাঠানবন্যা রোধ করিবার জন্য তাঁহারাও অতিমাত্র ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার ক্রমশঃ শক্তি সঞ্চয় করিলেন, হিন্দুর বিচূর্ণিত দেবায়তন ও উৎপাটিত শ্রীমূর্ত্তি সকল বঙ্গে পাঠানের শিলা-বিন্যাস-যজ্ঞ সমাপ্ত করিল। "সুধাকিরণ-শেখর" বিজয়সেনের বীরস্মৃতি তখন আর গৌড়জনকে উদ্বোধিত করিতে পারিল না, বল্লালের "দিবসকর" সদৃশ তেজ তখন মলিন হইয়াছে—"ভূর্লোককল্পদ্রুমঃ" লক্ষ্মণসেনের চিতাভস্ম তখন পবনতাড়িত হইয়া উড়িয়া গিয়াছে!

প্রলয়-কালরুদ্র

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার তখনও নবদ্বীপ বা বঙ্গের কোন অংশ স্বাধিকারে

(১) সভাপতির সম্বোধন, ১৩২১—মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

আনিতে পারেন নাই, কেবল উহা লুণ্ঠন করিয়াছিলেন মাত্র! পাঠান-স্থলতানদিগের বহু মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, স্থলতানগণ যখন যে স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, তখন সেইস্থান হইতে মুদ্রা প্রচার করিয়া জয়ঘোষণা করিয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার যদি নবদ্বীপ অধিকার করিতেন, তাহা হইলে প্রায় অর্দ্ধ-শতাব্দী পরে বঙ্গের স্বাধীন পাঠান-স্থলতান মুঘিসউদ্দীন তৎকর্ত্তৃক নবদ্বীপ-জয়ের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ নূতন মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন না। (১) সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গজয়রূপ অসত্য কাহিনী কবি-কল্পনাকেও পরাজিত করিয়াছে! সপ্তদশ দূরে থাকুক, বহু সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়াও তিনি বঙ্গজয় করিতে পারেন নাই। (২) তাঁহার মৃত্যুকালে গঙ্গাতীর হইতে দেবকোট পর্য্যন্ত মাত্র পঞ্চাশৎ-ক্রোশ স্থান পাঠানের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। কেশবসেনের তাম্র-শাসনে প্রকাশ, তখনও তিনি স্বাধীন নৃপতিরূপে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, অন্ততঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পাঠানগণ পূর্ব্ববঙ্গে প্রবেশ করিতে পারে নাই। (৩)

নবদ্বীপ ও বঙ্গদেশে পাঠান-বিজয়

লক্ষ্মণাবতী-বিজয়ের সুদীর্ঘ অষ্টবর্ষ পরে গিয়াসউদ্দীন উত্তরে দেবকোট ও দক্ষিণে 'লখ্‌নোর' পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। (৪) লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ তখনও দক্ষিণ এবং পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন নরপতিরূপে

(১) *Catalogue of Coins in the Indian Museum*, Calcutta Vol. II, Part II, P. 146. No. 6. and *J. A. S. B.* old, Vol L, 1881. Part 1. p. 61.

(২) বিবিধ প্রবন্ধ—বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(৩) *Nadia District Gazetteer*—P. 24.

(৪) তবাকৎ-ই-নাসিরি—৫৮৪-৮৬ পৃষ্ঠা।

বিরাজ করিতেছিলেন। (১) তখনও তাঁহাদের হয়, হস্তী, রণতরী ও সেনা বাঙ্গালীর বল সূচিত করিত। যেমন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে, তেমনি কামরূপে, আসামে ও ত্রিপুরায়, তেমনি উড়িষ্যায় পাঠানগণ প্রবেশ করিতে পারে নাই। সুদীর্ঘ শাসনকালের মধ্যে পাঠানগণ কখনও পশ্চিমে বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটে প্রবেশাধিকার পায় নাই—দক্ষিণে সুন্দরবন প্রদেশ স্বাধীন হিন্দুরাজারই অধিকারে ছিল। ত্রিপুরার ত্রিসীমায় পাঠান-পতাকা উড্ডীন হইতে পারে নাই—বরং ত্রিপুররাজই মধ্যে মধ্যে পাঠানের গৌড়জনপদ আক্রমণ করিয়া সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের আগমন হইতে দাউদ খাঁর মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় চারি শতাব্দীর বাঙ্গালার ইতিহাস রক্ত-রঞ্জিত সমর-কাহিনী—

বল্‌ঘাক্‌পুর

তাহা পাঠানে-পাঠানে, পাঠানে-মোগলে, হিন্দুতে-পাঠানে মৃত্যুলীলার অভিনয়, তাহা স্বাধীনতা-লাভেচ্ছু পাঠান-গৌড়পতিদিগের সহিত দিল্লী-আগ্রার সম্রাট্‌দিগের রণক্রীড়ার সুদীর্ঘ কাহিনী। সে কাহিনীতে বঙ্গ-সেনার স্থান অল্প নহে। এ যুগে গৌড়জনপদ বিবাদের কেন্দ্রস্থল রূপে পরিচিত হইয়া মুসলমান কর্ত্তৃক "বল্‌ঘাক্‌পুর" আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিল। (২)

খোরাসানবাসিগণ তখন বাঙ্গালাকে "দোজ্‌খস্তপুর নিয়ামৎ" বা 'মঙ্গলময় নরক' নামে পরিচিত করিয়াছিল বলিয়া ইবন্ বতুতা বর্ণনা

দোজখস্তপুরে নিয়ামৎ

করিয়াছেন। কিন্তু এই মঙ্গলময় নরকের কর্ত্তৃত্বভার পাইয়া গৌড়পতি হইবার জন্যই তখন পাঠানগণ অনায়াসে জীবন পাত করিত—ভৃত্য প্রভুর কণ্ঠ কাটিত, পুত্র পিতার সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইত—দোজ্‌খস্তপুর নিয়ামতের অধীশ্বর আনুগত্য

(১) তবাকৎ-ই-নাসিরি—৫৫৮ পৃষ্ঠা।

(২) *Tarikh-I-Firoz-Shahi*—Elliot, Vol III, P. 112.

স্বীকার না করিলে সম্রাট্‌গণ বল্‌বনের ন্যায় আহার নিদ্রা ত্যাগ করিতেন—তাঁহাদিগের ভোজনে রুচি থাকিত না, শয়নে নিদ্রা আসিত না! (১)

বঙ্গে ধর্ম্ম-প্রচার

আরবের তপ্ত মরু হইতে যে ধর্ম্ম জন্ম লাভ করিয়া একদিন কৃপাণের মুখে সমগ্র জগতে প্রচারিত হইয়াছিল, তাহার সেবকগণ পাঠানাগমনের কিছুকাল পর বঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তখন রাজ্য-জয়ের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্ম-প্রচারও আরম্ভ হইল। বঙ্গের নিভৃত পল্লীপ্রান্তে সন্ধান করিলে আজিও প্রচারকদিগের সহিত বারাসতের রাজা চন্দ্রকেতু বা পাবনা অঞ্চলের মুকুট রায় প্রভৃতির ন্যায় ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুর সংঘর্ষের নানা পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে কাহিনীও বাঙ্গালীর বলের কাহিনী। আজিও রাজসাহীতে মখদুমের দরগা, মীরপুরে আলিসাহেবের সমাধি, সোণারগাঁয়ে পাঁচপীরের দরগা, ঢাকায় ইদগা, ত্রিবেণীবতীরে কদমরসুল প্রভৃতি মুসলমানের ধর্ম্ম-প্রচারের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে।

বঙ্গের হিন্দু-সমাজ

বঙ্গের হিন্দুসমাজ সেকালে এতই সূক্ষ্ম সূত্রে আবদ্ধ ছিল যে, উহা বাতাসের স্পর্শও সহ্য করিতে পারিত না! কোন মুসলমান একজন হিন্দুর মুখে বিন্দু বারি নিক্ষেপ করিতে পারিলেই সে সমাজচ্যুত হইত! (২) শেষে এমনও হইয়াছিল যে, একজন মগের সামান্য স্পর্শ ত দূরের কথা, কোন মগ বা ফিরিঙ্গীর সহিত অকস্মাৎ সাক্ষাৎ হইলেই হিন্দুকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, কোন হিন্দুর বাড়ীর উপর দিয়া একজন মগ হাঁটিয়া গেলেই হিন্দু জাতিচ্যুত হইত!

(১) *Tarikh-I-Firoz-Shahi*—Elliot Vol III, P. 113.

(২) "ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে।"—মনসামঙ্গল—বিজয় গুপ্ত

নিমজ্জমানা হিন্দুরমণী সাহায্যের জন্য আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করিতেছে দেখিয়া একজন মগ আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিল। মগের স্পর্শে দেহ কলুষিত হইয়াছে এই অপরাধে শুধু সেই রমণী নহে, সে সপরিবারে সমাজ হইতে তাড়িত হইয়াছিল! (১) বঙ্গসমাজ যে কিরূপ অসার ও হীনবল হইয়াছিল ইহাই তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয়। প্রাণের ভয়ে হউক, মানের ভয়ে হউক, ক্ষণিকের জন্যও কোন হিন্দুকে ইস্‌লামের কোন আচার গ্রহণ করিতে হইলে সমাজের বিচারে তাহাকে চিরনির্ব্বাসনই লাভ করিতে হইত! সুতরাং পাঠান-শাসন-সময়ে করতোয়ার পূর্ব্ব তীর হইতে ব্রহ্মপুত্র পর্য্যন্ত সমুদায় ভূভাগে আর্য্য ও অনার্য্য উভয় জাতিই ক্রমে ক্রমে মুসলমান হইতে লাগিল। আর্য্যগণ সমাজের তাড়নায় ও অনার্য্যগণ সমাজের ঘৃণায় পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। চট্টগ্রাম ইস্‌লামের প্রচার-কেন্দ্র হইল, বঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব্বাংশের কোন কোন হিন্দুরাজা গৌড়পতির অনুগ্রহলাভেচ্ছায় ইসলাম-মন্ত্র গ্রহণ করিলেন। (২) কেহ বা রাজা গণেশের পুত্রের ন্যায় "যবনী মুখপদ্মের" জন্যও স্বধর্ম্ম-ত্যাগ করিল।

---

(১) Thus the Dasses of Ramzanpur char in the Arial Khan say that they lost their caste owing to a Mug having touched one of their women with the humane intention of saving her from drowning.

—*District of Backergunj;* Beveridge, P. 252;

বাকলা—রোহিনীকুমার সেন—৭৪, ১৭৯ পৃষ্ঠা।

(২) He (Barbossa) says that the King of Bengala being a Mahomedan, many of his Hindu subjects are every day becoming Mahomedans in order to get favour with the King and his governors.

—*District of Backergunj : Its History and Statistics :* Preface, P. XV—Beveridge.

শুনিতে পাওয়া যায় বঙ্গের অৰ্দ্ধ-স্বাধীন প্রধান প্রধান রাজবংশের পুত্রদিগকে পর্য্যন্ত বলপূর্ব্বক ধরিয়া পাঠান-গৌড়পতিগণ মুসলমান করিয়া দিলেন এবং তাঁহাদিগকে কন্যাদান করিতে লাগিলেন।

একটাকিয়া রাজবংশ ও হিন্দু সমাজ

গৌড়পতি হুসেন শাহ্ একাই বরেন্দ্রের একটাকিয়া বংশের দ্বাদশ জন রাজকুমারকে এইরূপে ইস্লাম-ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ঘটককারিকা হইতে জানা যায় যে, ২৯ জন একটাকিয়া মুসলমান রাজকুমারীর পাণি গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (১) হিন্দু যুবকদিগের ন্যায় যুবতীগণও বলপূর্ব্বক পাঠানাবরোধে নীত হইতেছিল। ঢাকা জেলায় মুন্সীগঞ্জ মহকুমার বজ্রযোগিনী গ্রামের লোকললামভূতা ব্রাহ্মণরমণী এইরূপে স্থলতান শমস্উদ্দীনের অঙ্কশায়িনী হইয়া ফুলমতী বেগম নামে পরিচিতা হইয়াছিলেন। চাঁদরায়ের ভগ্নী সোনামণির কাহিনী পূর্ব্ববঙ্গে কে না জানে? (২)

মুসলমান-সৈনিকদিগের অত্যাচারে ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে কত হিন্দু যে মুসলমান হইয়াছিল, তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা

(১) বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—স্বর্গীয় দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল।

(২) Mr. Beverly thinks that the preponderance of Mahomedans is chiefly due to conversion from the lower castes of Hindus and that though in some cases persecution may have been employed, yet probably the low caste Hindus were generally glad to change a *religion of degradation* for one which gave them independence and self-respect.—*District of Backergunj : Its History and Statistics* : Beveridge : P. 247.

Cf :—Now if persecution had been the agency employed in converting the Hindus, we should naturally expect that the result would have been greatest where the Mahomedan power and influence were most in the ascendant—namely at the seats of Govt. —*Ibid*, p. 248.

সম্ভব নহে। (১) বিজয় গুপ্তের (পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ) পদ্মপুরাণে আছে—

"ব্রাহ্মণ পাইলে লাগে পরম কৌতুকে।
কার পৈতা ছিঁড়ি ফেলে থুথু দেয় মুখে।"

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে রচিত জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গলে দেখিতে পাই—

"আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজ-ভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিঞা রাজা জাতি প্রাণ লয়॥
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধন-প্রাণ লয় তার জাতি নাশ করে॥
কপালে তিলক দেখে যজ্ঞ সূত্র কান্ধে।
ঘর দ্বার লোটে তার লৌহ-পাশে বান্ধে॥
দেউল দেহরা ভাঙ্গে উপাড়ে তুলসী।
প্রাণ ভয়ে স্থির নহে নবদ্বীপ বাসী॥"

বহুদিন পর হয়ত হিন্দু সমাজপতিদিগের মধ্যে কেহ কেহ বুঝিয়াছিলেন যে, সামাজিক কঠোরতার জন্যই হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস হইয়া যাইতেছে। তাই তাঁহারা সাহস করিয়া লঘু প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনশত বর্ষ

সমাজে উদারতার আভাস

(১) The enthusisastic soldiers, who in the 13th. and 14th. centuries, spread the faith of Islam among the timid races of Bengal made forcible conversions by the sword, and penetrating the dense forests of Eastern frontier, planted the Crescent in the villages of Silhat. Tradition still preserves the names of Adam Sahid, Shah Jalal Mujanud and Karforma Sahib as 3 of the most successful of these enthusiasts.—*Mahomedans of Eastern Bengal* by Mr. Wise in *J. A. S. B*, Vol LXIII. Part III, pp. 28-29.

পূর্ব্বে পাবনা জেলার বরবরিয়া গ্রামবাসী ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দ যে রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এক সময়ে অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। মিঃ বুকানন হামিল্টন তাঁহার রঙ্গপুরের বিবরণীতে এই গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। এই রামায়ণের একস্থানে দেখিতে পাই :—

বল করি জাতি যদি লঞ যবনে,
ছয় গ্রাস অন্ন যদি করাএ ভক্ষণে,
প্রায়শ্চিত্ত করিলে জাতি পায় সেই জন।
ছয় পুরুষ পর্য্যন্ত ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে—
* * * *
ব্রহ্মতেজ নাহি ছাড়ে গোমাংস ভক্ষণে।

"রিয়াজউস্ সালাতিনে" দেখা যায় যে, রাজা গণেশও তাঁহার মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত পুত্র যদুকে সুবর্ণধেনু যজ্ঞ করাইয়া হিন্দুরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগেও সমাজে যে উদারতা বর্ত্তমান ছিল, এখন আর তাহা দেখা যায় না। তখন প্রেমাবতার নিত্যানন্দ অনায়াসে সুবর্ণবণিক বংশের উদ্ধারণ দত্তের গৃহে তৎকর্ত্তৃক প্রস্তুত অন্ন ব্যঞ্জনাদি ভোজন করিতেন, ইহা শ্রীচৈতন্য ভাগবতে বর্ণিত আছে। কাল চলিয়াছে সম্মুখের দিকে আর বাঙ্গালার হিন্দু-সমাজ চলিয়াছে পশ্চাতের দিকে। কিন্তু ষোড়শ শতকেও—

প্রভু আজ্ঞামতে দত্ত
করয়ে রন্ধন।
নিত্য নিত্য শত শত
ভুঞ্জয়ে ব্রাহ্মণ॥

(শ্রীচৈতন্য ভাগবত)

সমাজে যদি তেমন উদারতা থাকিত তাহা হইলে বীরবর কালাচাঁদকে হারাইয়া আমরা কালাপাহাড়ের নামে দীর্ঘশ্বাস ফেলিতাম না! পরবর্ত্তী কালের সমাজের চিত্র বিস্ময়কর! তখন—

ভট্টাচার্য্যের বাড়ীতে পাঁচপীরের মোকাম।
তাহাতে নমাজ পড়েন সাগরদীয়ার শ্যাম॥
শুকদেব নমাজ পড়েন নম্র করি শির।
বেচু রঘু জগন্নাথ মক্কার ফকির॥

আবার অন্যত্র—

ঘৃতে জর জর শূকর ভাজা।
ভোজন করেন বামুন রাজা॥
ওরে বাপু নীলকণ্ঠ।
কেমনে খাইলা শূকরের ঘণ্ট॥

'দোষ কারিকা' ও 'দোষ তন্ত্র' হইতে উদ্ধৃত চিত্র শ্লেষাত্মক হইলেও সমাজের অন্তস্তরের দিকে ইঙ্গিত করিতেছে। (১) পাঠান যুগে "বৌদ্ধ সাম্যবাদের অবসান" ঘটে এবং, "নব ব্রাহ্মণগণের উৎপীড়ন অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়।" কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তনের ফলে "বহু প্রাচীন সুপ্রতিষ্ঠিত বংশীয়েরা কোন স্থান পাইলেন না, তাঁহারা নীরবে ক্রোধে জ্বলিতে পুড়িতে লাগিলেন। কেহ কেহ বল্লালের কোপদৃষ্টিতে পড়িয়া সেন বংশীয়ের সীমার বহির্ভূত স্থানে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিলেন।...যাঁহাদিগকে বল্লাল কুল দিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে নানা কারণে অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, যাঁহারা কুলভ্রষ্ট হইলেন, তাঁহাদের ক্রোধের সীমা পরিসীমা রহিল না; যাঁহারা কুল পাইলেন

(১) The *Brahmans and Kayasthas of Bengal*—Babu Girindra Nath Dutt, M.A., M.R. A.S., P. 150.

তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার শ্রেণী বিভাগ লইয়া বিরক্ত হইলেন। ...উচ্চ তিন শ্রেণীর নিম্নে যে সকল জাতি, তাহারা ব্রাহ্মণ্য উপদ্রবে অশান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। জনসাধারণের একটা প্রধান ভাগ ছিল বৌদ্ধ। বৌদ্ধনেতৃবর্গ বঙ্গদেশ হইতে দূর সীমান্ত প্রদেশে আশ্রয় লইয়াছিল। সুতরাং কর্ণধারহীন তরণীর ন্যায় বৌদ্ধ জনসাধারণ এই ব্রাহ্মণ্য আন্দোলনের জলধিতে টলমল করিতে লাগিল। ব্রাহ্মণগণ জাতিভেদের বন্ধনী কষিয়া আঁটিতে লাগিলেন, রন্ধনের হাঁড়ি শালগ্রামের মত সিংহাসনে বসাইয়া তাঁহারা উহাকে ধর্ম্মের প্রধান অবলম্বন স্বরূপ গ্রহণ করিলেন।...এক জাতির মধ্যেও ছোঁয়াচে রোগ এত কঠোর ভাবে নির্ব্বিচারে সকল লোককে আক্রমণ করিল যে, সময়ে সময়ে এক বাড়ীতেই সারি সারি উনুন বসিয়া গেল।...জনসাধারণের মধ্যে শত সহস্র লোক 'অনাচরণীয়' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া উচ্চশ্রেণীর লোকদিগের পায়ে একটু জল দিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইল।"

"এই ভাবে জনসাধারণ ও রাজসিংহাসনের মধ্যে একটা সুদূর ব্রাহ্মণ্য গর্ব্বের প্রাচীর উঠিয়া বাঙ্গালীর জাতীয় ঐক্যের পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল; জাতিভেদ শৈল-কঠিন গণ্ডীতে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীকে আবদ্ধ করিয়া এক শ্রেণী হইতে অপর শ্রেণীকে দূরে স্থাপিত করিল। এই ক্ষেত্র সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের উপযোগী নহে,......বঙ্গ-বিজয়ে জনসাধারণের কোন বিশেষ ক্ষোভের উৎপত্তি করে নাই। মুসলমান আগমনে বঙ্গীয় জনসাধারণ বরঞ্চ কতকটা হৃষ্টই হইয়াছিল।...... এই জন্য বঙ্গ-বিজয় এত সহজেই হইয়াছিল (১)

রাজ অনুগ্রহে সৈনিকব্রত ধারণের জন্য যে মহাশঙ্খ বঙ্গে বাজিয়া উঠিয়াছিল তাহার ইতিহাস যাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহারাই বলিবেন

(১) বৃহৎবঙ্গ—রায় বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেন—১ম খণ্ড, ৫৩০--৩৩

যে, প্রথমে হিন্দু-সৈন্যের সংখ্যাই অধিক ছিল—পরে আর তেমন দেখা যায় নাই। সংবাদ পত্রে দেখিয়াছি, যে সকল হিন্দু-যুবক বাঙ্গালীর জন্য জয়-মাল্য অর্জ্জন করিতে জীবন দান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সমুদ্রপার হইতে প্রত্যাগত হইবার পর বাঙ্গালার কোন কোন স্থান হইতে তাঁহাদিগকে সমাজচ্যুত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করা হইয়াছিল! (১) হিন্দুর সমাজ এখনও যে এতই অন্ধ হইয়া বসিয়া আছে, ইহা অপেক্ষা বিস্ময়কর আর কি হইতে পারে? যাহারা আমাদের শীর্ণ ললাটের বহুদিনের সঞ্চিত কলঙ্ক-লাঞ্ছন মুছিয়া দিবে, তাহাদিগকে মঙ্গলময় কুলদেবতার পার্শ্বে রত্নাসনে স্থান দিতে যদি কেহ কুণ্ঠিত থাকেন, বিকাশোন্মুখ বাঙ্গালী জাতি কি তাঁহার আদেশ আর মানিয়া চলিবে? ১৯১৭ সালের জুলাই হইতে, ১৯১৮ সালের জুন পর্য্যন্ত এক বৎসরে মোট ৩০১৫ জন বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান রাজসৈন্যের গৌরবময় কর্ত্তব্য গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আরও অনেকে সৈনিক হইয়াছিল, পরেও হইয়াছে। আমরাই ত এই সকল বীরগণের কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দিয়া, ইহাদিগকে সসম্ভ্রমে কামানের মুখে পাঠাইয়াছি! সমরাঙ্গনের অগ্নিপরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইয়া ইহারা ও ইহাদের পরবর্ত্তিগণ বাঙ্গালী জাতির জন্য বীরের সম্মান বহিয়া আনিয়াছে। তাহার পুরস্কার কি সমাজচ্যুতি? যুগধর্ম্মের প্রভাব হিন্দু-সমাজের অন্তর মধ্যে অজ্ঞাতে প্রবেশ করিয়া কিরূপে আপন শাসন বিস্তার করিতেছে তাহা দেখিয়াই ভবিষ্যতের পথ নির্দ্ধারণ করা প্রয়োজন।

অনুদার হিন্দুসমাজ সেকালের কালাচাঁদের ন্যায় কত হিন্দুবীরকে

(১) জার্ম্মাণ যুদ্ধান্তে দেখা গিয়াছে যে, এইরূপ মনোভাব অনেক শিথিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে।

হারাইয়াছে, তাহার সন্ধান কে রাখে! ইতিহাস তাহাদের কথা লিখিয়া রাখে নাই, ঘটককারিকা তাহাদিগের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়াছে, প্রবাদ-প্রসঙ্গও তাহাদিগকে কোনও মর্য্যাদা প্রদান করিতে পারে নাই! কালাচাঁদ শেষে হিন্দুকে নিষ্ঠুর ভাবে নিজ্জিত করিয়াছিলেন বলিয়াই শুধু সেই দুঃখ-কাহিনী আজিও স্মরণপথে উদিত হয়! কেন যে কালাচাঁদ কালাপাহাড় হইয়াছিলেন, সে কথা এখন কে ভাবে? হিন্দুসমাজ কি আবার সেই ভ্রমে পতিত হইবেন? তখন পাঠানের শাণিত অসির ভীতি হিন্দুদিগকে পরধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। এখন রাজনিমন্ত্রণে জয়মাল্যের সন্ধানে তাহারা সাগরপারে ছুটিতেছে। তখনকার অনেক ধর্ম্মভ্রষ্ট হিন্দু-বীরের কাহিনী হয়ত কালাচাঁদের কাহিনীর ন্যায় মুসলমানের শৌর্য্য বিবরণ রূপে পরিচিত হইয়া আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ উহাকে বাঙ্গালী জাতির কাহিনী বলেন নাই কিন্তু এখন আর সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। বাঙ্গালার বীর-কাহিনী—বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের বীর-কাহিনী—উহা বাঙ্গালী জাতির নিজের কাহিনী। পাঠানাগমনের পূর্ব্বে বাঙ্গালা ছিল বাঙ্গালী হিন্দুর, কিন্তু তাহার পর বাঙ্গালা হইয়াছে বাঙ্গালী হিন্দুর ও বাঙ্গালী মুসলমানের। এই সত্যকে হটাইয়া দিবার জন্য স্বার্থপ্রণোদিত হইয়া আমরা বাঙ্গালা ভাষার উপর যত অত্যাচারই করি না কেন—সত্য, সত্যই থাকিবে—উহা মিথ্যা হইবার নহে। ১৯২৬ সালে হিন্দুসংগঠন সম্বন্ধীয় একটী বক্তৃতায় দেশমান্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বলিয়াছিলেন যে, ভারতে ২৩ কোটী হিন্দু ও ৭ কোটী মুসলমান। এই ৭ কোটীর মধ্যে এক লক্ষ মুসলমানও খাঁটি মুসলমানের বংশধর নহেন। তাঁহারা হিন্দু ছিলেন, পরে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন—"এখনও দেখিতে পাই বাঙ্গালার অনেক লোক মুসলমান।

সামাজিক অনুদারতার ফল

ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয় তাহা সহজেই বুঝা যায়, কেন-না ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক—কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজা (হিন্দু)র বংশাবলী উচ্চশ্রেণী ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে—ইহাও সিদ্ধ।" এই প্রসঙ্গে ইহা না বলিয়া পারা যায় না যে, সমগ্র ভারতে এবং প্রধানতঃ বাঙ্গালা দেশের মুসলমানের তুলনায় হিন্দুর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালা দেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ছিল ৪ লক্ষ বেশী। পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু ৫০ লক্ষ হ্রাস পাইয়াছিল। "৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশে শতকরা ৭০ জন হিন্দু ও ৩০ জন মাত্র মুসলমান ছিল—আর, পঞ্চাশ বৎসর পরে বর্ত্তমানে হিন্দু শতকরা ৪৫ জন ও মুসলমান ৫৫ জন।……১৯১১—১৯২১ সাল পর্য্যন্ত সমগ্র ভারতে হাজারকরা হিন্দু কমিয়াছে ৪ জন; আর মুসলমান বাড়িয়াছে ৫১ জন।" স্বর্গীয় স্বামী শ্রদ্ধানন্দ তাই বলিয়া গিয়াছেন যে, হিন্দুরা এইভাবে ধ্বংসের পথে চলিলে, ৪২০ বৎসরে ভারত হিন্দুশূন্য হইবে! ১৯২১ সালের রিপোর্টে রিজ্‌লি সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন যে, এক বঙ্গদেশেই ৯০ লক্ষ পোদ ও নমঃশূদ্র মুসলমান হইয়া গিয়াছে। ভারতের চতুর্ব্বর্ণ এখন ২৩৭৮টী প্রধান জাতিতে বিভক্ত হইয়াছে। (১)

ইউরোপের গথ ও ভ্যাণ্ডালগণ যেরূপ রাষ্ট্র-নীতি প্রবর্ত্তন করিয়াছিল, গৌড়ের পাঠানগণও সেইরূপ Feudal শাসন-নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রধান প্রধান ভূস্বামিগণ রাজকর দিলেই তাঁহারা তুষ্ট হইতেন, কেহ রাজকর না দিয়া অসি হস্তে দণ্ডায়মান হইলে পাঠান-ভূপতি সহসা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে সাহসী হইতেন না! ভূস্বামিগণের প্রভুশক্তি পূর্ব্বাপর একরূপই ছিল।

পাঠান-রাষ্ট্রনীতি

(১) হিন্দুর নব জাগরণ—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য।

তাঁহারাও যথারীতি সেনা, রণতরী, দুর্গ ও যুদ্ধোপকরণ রক্ষা করিতেন।

গৌড়ের সুনির্ব্বাচিত স্থান সকল নিজ অধিকারে রাখিয়া পাঠান-ভূপতিগণ অন্যান্য স্থান অনুগত আমীর-ওমরাহদিগের ভোগের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন। আমীর-ওমরাহগণ নানা কারণেই সৈন্যরক্ষা করিতে বাধ্য হইতেন। সেকালে পদ-প্রতিষ্ঠা সকল সময়েই যে বিদ্যা বা তীক্ষ্ণ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিত, তাহা নহে—উহা বাহুবলের উপরই অধিক নির্ভর করিত। রাষ্ট্রবিপ্লব, রাজ-পরিবর্ত্তন, খণ্ডযুদ্ধ প্রভৃতির অন্ত ছিল না। সুতরাং সেনারক্ষা না করিলে চলিত না। সৈনিকগণ বেতনের পরিবর্ত্তে জায়গীর লাভ করিত। (১)

পাঠান-সেনা

পাঠানদিগের শাসন-সময় হইতে কোম্পানীর আমল পর্য্যন্ত বাঙ্গালার যোদ্ধৃপুরুষগণ হিন্দু ও মুসলমান দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া, এক ক্ষেত্রেই সহকর্ম্মীরূপে রণজয়ে যশোলাভ করিয়া বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তিকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিল। এ যুগের সেনা মুসলমানের রচিত ইতিহাসে "বঙ্গ-সৈন্য" আখ্যায় অভিহিত। (২) পাঠান বা মোগল-বঙ্গপতিদিগের অধীনে বহু-সহস্র হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য থাকিত। সকল মুসলমানই যে উত্তরাঞ্চল হইতে আনীত হইত তাহা নহে—সকল হিন্দুই যে রাজপুত বা শিখ ছিল তাহা নহে। বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান সৈন্য যে পাঠান ও মোগলদিগের বঙ্গসৈন্যের কলেবর পরিপুষ্ট করিত তাহা কোনও স্থানে স্পষ্ট লিখিত না থাকিলেও, পারিপার্শ্বিক অবস্থা অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে দেয় না। পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা ইহার পরিচয় পাইব।

(১) *Stewart's History of Bengal.* Pp. 186-187 (Bangabasi).

(২) *Holwells' Interesting Tracts*—P. 113 etc, *Siyer-ul-Mutaqhuerein*—Golam Hossen. *Elliot's History of India*—Vol. IV, P. 338.

পাঠানগণ সাহসে অসীম, রণকৌশলে স্থচতুর, বীরত্বখ্যাতিতে ভুবন-বিখ্যাত ছিল। যে দুর্দ্দমনীয় তেজ একদিন আরবের মরুক্ষেত্র হইতে উদ্ভূত হইয়া পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করিয়াছিল, যদিও মোগল-পাঠান সেই তেজোদৃপ্ত বংশগৌরবের স্মৃতি লইয়া নদীমেখলা স্বর্ণাভরণা গৌড় দেশে অবতীর্ণ হইয়াছিল, যদিও তাহাদিগের দামামা ধ্বনি উৎকলে, মগধে, আসামে, কামরূপে, ত্রিপুরায় ও চট্টগ্রামে ধ্বনিত হইয়াছিল—কিন্তু তাহাদিগের বীরত্বখ্যাতি, বাঙ্গালীর বীরত্বখ্যাতি নহে। যে সকল গৌড়বাসী কালক্রমে মুসলমান হইয়া ধর্ম্মের বন্ধনে রাজার সহিত আবদ্ধ হইয়াছিল, তুলনায় তাহাদের সংখ্যাই নবাগত পাঠান বা মোগলের অপেক্ষা অনেকাংশে অধিক ছিল। তাহারাই এককালে নবাগতদিগের সহিত মিশ্রিত হইয়া বাঙ্গালী হিন্দুর সহিত তুল্যাংশে বাহুবীর্য্যের জয়শ্রী লাভ করিয়াছিল।

পাঠানের রাজ্য-বিস্তার

পাঠান-শাসন-সময়ে বাঙ্গালা বলিতে সাধারণতঃ বর্ত্তমান তেলিযাগাড়ী পর্ব্বত-রন্ধ্র বা প্রাচীন মণ্ডলা গিরিসঙ্কট হইতে চট্টগ্রাম এবং কোচবিহার হইতে মেদিনীপুরের ছিতু পর্য্যন্ত বুঝিতে হইত। এই রাজ্য-বিস্তারের ইতিহাস কি শুধু বিদেশী পাঠানেরই জয় গৌরব ঘোষণা করে? উহা কি বলদৃপ্ত-বীর বাঙ্গালীরও বাহুবলের ইতিহাস নহে? সে গৌরবের সহিত বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমানের এবং বৈদেশিক পাঠানের সম্বন্ধ তুল্যাংশে বর্ত্তমান ছিল। কোন যুদ্ধে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে গৌড়পতিগণ বঙ্গদেশ হইতেই সেনা সংগ্রহ করিতেন। কখন কখনও এত অল্প সময়ের মধ্যে এত অধিক সেনা সংগৃহীত হইত যে, তাহা দেখিলে ইহাই সিদ্ধান্ত হয় যে, সেকালে বাঙ্গালী সর্ব্বদা সৈনিকব্রত ধারণ করিত। আজ তাহার সেদিন নাই বটে—সে তাহার অতীতকে বিস্মৃত হইয়াছে—অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা হারাইয়াছে! সে এখন বিস্মৃত হইয়াছে যে অধিকদিনের

কথা নহে, ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে এবং তাহার পূর্ব্বে ও পরে তাহারা বৃহৎ কামান এবং যুদ্ধোপকরণ ব্যবহার করিয়াছে। আবশ্যক হইলে কোম্পানী-বাহাদুরের নিকট হইতেও সে সকল ক্রয় করিয়াছে। (১) আবার যদি তাহার বীরব্রত ধারণের সুযোগ আসে, সে কি আপনাকে ভুলিয়াই থাকিবে ?

শের খাঁ ও বঙ্গসৈন্য

ভারত হইতে মোগলদিগকে চিরদিনের জন্য উৎখাত করিবার সঙ্কল্প করিয়া পাঠান শের খাঁ যেদিন বাবরের পাণিপথ-বিজয় গৌরবকে খর্ব্ব করিবার মানসে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন, সে দিন পার্শ্বচরদিগকে কহিয়াছিলেন—"ভগবৎ-কৃপায় যদি আমি বঙ্গ-সৈন্যকে পরাভূত করিতে পারি এবং জীবিত থাকি, দেখিও কিরূপে মোগলদিগকে হিন্দুস্থানের বাহির করিয়া দি।" (২) বঙ্গসৈন্য যে দুর্দ্ধর্ষ শের খাঁর নিকটেও একটা ভীতির ব্যাপার বলিয়া পরিচিত ছিল, ইহা হইতে কি তাহাই সূচিত হয় না ?

পাঠানের রণযাত্রা

পাঠানাগমনের উষায় মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজিকে বহুশত পাঠান-সৈন্য সঙ্গে লইয়া বঙ্গে আসিতে হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর বিংশ বর্ষ মধ্যে (১২২৬ খৃষ্টাব্দে) গিয়াসউদ্দীন বঙ্গ হইতেই বিপুল বাহিনী ও 'নৌবাট' সংগ্রহ করিয়া জলপথে কামরূপে ও পূর্ব্ববঙ্গে রণে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রায় পঞ্চাশবর্ষ মধ্যেই এমন সময় আসিয়াছিল যখন সুলতান ইখ্তিয়ার-উদ্দীন

(১) Prohibited 3rd Aug : Sale of Great Guns and Warlike Stores to Blacks to prevent either party taking umbrage.—*General Letter from Bengal to the Court ; Fort-William, January* 8, 1743—*Old Fort William in Bengal* : C. R. Wilson M. A , Vol I, P. 169

(২) Please God, when I have dispersed the *Bengal Army*, you will soon see, if I survive, how I will expel the Moghuls from Hindusthan :—*Tarikh-I-Shershahi* : Elliot, Vol IV, P 338.

বা মুঘিস্-উদ্দীন কলিঙ্গ-জয়ে গর্ব্বস্ফীত হইয়া রক্ত, কৃষ্ণ ও শ্বেত এই—ত্রিবর্ণের চন্দ্রাতপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন এবং বঙ্গদেশে অসংখ্য সেনা সংগ্রহ করিয়া আপনাকে স্বাধীন সুলতান রূপে ঘোষণা করিলেন। তাঁহার সেনা-কটক বঙ্গের রাজনগরী লক্ষ্মণাবতী হইতে যাত্রা করিয়া সুদূর 'আউধের' রাজধানী জয় করিল, কামরূপ জয়ের আশায় করতোয়ার তরঙ্গভঙ্গ উত্তীর্ণ হইয়া অগ্রসর হইল। তাহাদের শৌর্য্যপ্রভায় কামরূপ আলোকিত হইয়া উঠিল। সুলতান বহু ধনের অধিকারী হইলেন। কামরূপরাজের সেনাগণ পরে সুকৌশলে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ জলমগ্ন করিয়া দিল। সম্মুখে ও পশ্চাতে কামরূপের হিন্দুসেনা কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া বঙ্গসৈন্য পরাজিত ও সুলতান বন্দীকৃত হইলেন। (১)

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের আগমনের পর প্রায় ৮০ বর্ষের মধ্যে স্বাধীন সুলতান মুঘিস্উদ্দীন তোগ্রল্ বিপুল বাহিনী লইয়া জাজনগরের ও বাদশাহ বল্বনের সেনার গতিরোধ করিবার জন্য বঙ্গ হইতে রণযাত্রা করিয়াছিলেন। (২) ইহার কিঞ্চিদধিক শতবর্ষ পরই গৌড়পতি গণেশ দেখিয়াছিলেন যে, গৌড়রাজ্যে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। পাঠানাগমনের দুইশত বর্ষ মধ্যেই হিন্দুনরপতির সন্তান পর্য্যন্ত ইসলামমন্ত্র গ্রহণ করিয়া জালাল উদ্দীন নাম ধারণ করিয়াছিলেন! তিনি এরূপ বল প্রয়োগে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, অনেক হিন্দু ভয়ে আসামের ও ত্রিপুরার শৈল-ছায়ায়

(১) *Tabakat-I-Nasiri*—P. 763-66.

(২) He assembled a very numerous army, and invaded the country of Jagenagur (Tippera)—Stewarts' *History of Bengal*, P. 79 (Bengabasi). Elliot's *History of India*, Vol, III P. 112-113.

৺রাখালবাবু বাঙ্গালার ইতিহাসের ২য় ভাগের ৭০ এবং ৭৫ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, জাজনগর ত্রিপুরায় নহে, উড়িষ্যায়। তাঁহার যুক্তি সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

আশ্রয় লইয়াছিল। কিন্তু তখনও (১৪১৭ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গে হিন্দুর শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। তখনও "চণ্ডীচরণ পরায়ণ" হিন্দু বীর সমরে লিপ্ত হইয়া গৌড়পতিকে পর্য্যন্ত কিছুদিনের জন্য সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন—নিজের জয় প্রচার করিবার জন্য 'পাণ্ডুয়া, চাটিগ্রাম, ও সোনারগাঁ' হইতে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন।

হিন্দু ও পাঠানে সংঘর্ষ

এযুগের বাঙ্গালী হিন্দুর রণপাণ্ডিত্যের আলোচনা করিতে হইলে সর্ব্বদা ইহাই মনে রাখিতে হইবে যে, তাহারা যখন মুসলমানের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ করিয়াছিল তখন তাহাদের "সুসময়" প্রায় অতীত হইয়াছিল—রাজলক্ষ্মী ক্রমে মলিনা হইতেছিলেন। কিন্তু তখনও গৌড়-বঙ্গেই অল্প সময়ের মধ্যে দুইবার পাঠান-সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত কবিবার শক্তি হিন্দু-যোধের ছিল।

মুসলমানের ভাগ্য-বিপর্য্যয়

ভারতবর্ষের ইতিহাস যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারাই দেখিয়াছেন, দিগ্বিজয়ী আরবগণ পৃথিবীমধ্যে কেবল দুইটী দেশ হইতে "পরাভূত হইয়া বহিষ্কৃত হয়। পশ্চিমে ফ্রান্স, পূর্ব্বে ভারতবর্ষ।" হজরৎ মোহম্মদের মৃত্যুর ছয় বৎসর মধ্যে আরব্যেরা মিশর দেশ অধিকার করে; দশ বৎসর মধ্যে পারস্য দেশ; "আফ্রিকা ও স্পেইন এক এক বৎসরে, কাবুল অষ্টাদশ বৎসরে, তুর্কস্থান আট বৎসরে" সম্পূর্ণরূপে আরব্যাদিগের অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনশত বর্ষ চেষ্টা করিয়াও এই দিগ্বিজয়ী আরব্যগণ ভারতবর্ষ অধিকার করিতে পারে নাই; পাঠান দুইশত বৎসরে ভারতবিখ্যাত হিন্দুসাম্রাজ্য বিচূর্ণিত করিয়াছিল—কিন্তু তিনশত বৎসরেও বঙ্গজয়ে সমর্থ হয় নাই, উড়িষ্যা তিনশত বৎসরেও মুসলমানের অধীন হয় নাই। হিন্দুরাজগণের অধিকার সময় হইতে ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হিন্দুরাজগণ বাঙ্গালা দেশ অধিকার

করিয়াছিলেন—যেমন বিষ্ণুপুরের রাজা, বর্দ্ধমানের রাজা, বীরভূমের রাজা ইত্যাদি।")

"সর্ব্বকালে নানা জাতি আসিয়া উত্তর-পশ্চিম পার্ব্বত্যদ্বারে প্রবেশ-লাভ পূর্ব্বক ভারতাধিকারের চেষ্টা পাইয়াছে। পারসীক, যোন, বাহ্লিক, শক, হূণ, আরবা, তুরকী, সকলেই আসিয়াছে এবং সিন্ধু পারে বা তদুভয় তীরে স্বল্প প্রদেশ কিছু দিনের জন্য অধিকৃত করিয়া পরে বহিষ্কৃত হইয়াছে। পঞ্চদশ শতাব্দীকাল পর্য্যন্ত আর্য্যেরা সকল জাতিকে শীঘ্র বা বিলম্বে দূরীকৃত করিয়া আত্মদেশ রক্ষা করিয়াছিল। পঞ্চদশ শত বৎসর পর্য্যন্ত প্রবলজাতি মাত্রেরই আক্রমণস্থলীভূত হইয়া এতকাল যে সতন্ত্রতা রক্ষা করিয়াছে, এরূপ অন্য কোন জাতি পৃথিবীতে নাই এবং কখনও ছিল কি না সন্দেহ। অতি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত যে হিন্দুদিগের সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন হইয়াছিল, তাহাদিগের বাহুবলই ইহার কারণ, সন্দেহ নাই। অন্য কারণ দেখা যায় না।" (১)

ভারতের হিন্দু

বাঙ্গালীর ভাট ও চারণ কোনদিন যে তাহার জয়গান গাহিয়াছিল তাহার চিহ্ন নাই। কোন নিবিড় কাননপ্রান্তে একটী অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, কোন নিভৃত পল্লীনিকেতনের বহু প্রাচীন জনপ্রবাদ, ক্ষেত্র কর্ষণকালে কোন কৃষকের হলের অগ্রে সমুত্থিত ও অনাবশ্যক জ্ঞানে দূরে নিক্ষিপ্ত একখানি ইষ্টক বা প্রস্তর-ফলক, অন্ধ-ভক্তির ফুল-চন্দনে অর্চ্চিত কোন জীর্ণ গ্রন্থ বা তাম্রপট্ট এখন বাঙ্গালীর ভাষাহীন ভাট! বাক্‌বিতণ্ডার কলকোলাহলে তাহাদের কণ্ঠও ক্ষীণ হইয়াছে!

বাঙ্গালীর ভাট

বঙ্কিমচন্দ্র একস্থানে লিখিয়াছেন—"হিন্দুর ইতিবৃত্ত নাই। আপনার

(১) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

গুণগান আপনি না গাইলে কে গায়? লোকের ধর্ম্ম এই যে, যে আপনাকে মহাপুরুষ বলিয়া পরিচিত না করে, কেহ তাহাকে মানুষের মধ্যে গণ্য করে না। কোন্ জাতিব সুখ্যাতি কবে অপর জাতি কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে? বোমকদিগেব রণপাণ্ডিত্যেব প্রমাণ—বোমক-লিখিত ইতিহাস। গ্রীকদিগের যোদ্ধৃগুণের পরিচয়—গ্রীক-লিখিত গ্রন্থ। মুসলমানেবা যে মহারণকুশল, ইহাও কেবল মুসলমানের কথাতেই বিশ্বাস কবিয়া জানিতে পারিতেছি। কেবল সে গুণে হিন্দুদিগের গৌরব নাই। কেননা, সে কথার হিন্দুসাক্ষী নাই।" (১)

বাঙ্গালীব রণনিপুণতার পরিচয় পাঠানসেনা বঙ্গে আসিবার অর্দ্ধ-শতাব্দী মধ্যেই একবার মহানদী-তীরে প্রাপ্ত হইযাছিল। গঙ্গাবংশ বাঙ্গালী বলিয়া উহার রণজয় বাঙ্গালীব রণজয় বলিতেছি। মহানদী-তীবে প্রাচীন কটাসিন বা আধুনিক কটাসিংহ-দুর্গের সন্নিকটে(২) উড়িষ্যারাজ প্রথম-নরসিংহের জামাতার সহিত গৌড়পতি তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বাঙ্গালীর থার্ম্মপলি। সে যুদ্ধে দুইশত মাত্র পদাতিক ও ৫০ জন অশ্বারোহী হিন্দুসৈন্য পঞ্চাশৎ সহস্র পাঠান-সেনা পরাভূত কবিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল! (৩)

বাঙ্গালীর থার্ম্মপলি

মুখর তাম্রশাসন আজিও বহিতেছে যে, এই সময়ে গঙ্গাবংশের প্রথম-নরসিংহদেব উড়িষ্যায় বীর অধিপতিরূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন। (৪) তাঁহার বীর প্রতাপে—

(১) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(২) *Tabakat-I-Nasiri*—P. 588.

(৩) পরিশিষ্ট দেখুন।

(৪) *J. A. S. B.* old Series : Vol. LXXII, Part I, P. 120 (1903)

রাঢ়া-বরেন্দ্র-যবনী- নয়নাঞ্জনাশ্রুপূরেণ দূরবিনিবেশিত-কালিমশ্রীঃ।
তদ্বিপ্রলম্ভকরণাদ্ভূতনিস্তরঙ্গা-গঙ্গাপি নূনমমুনাযমুনাধুনাভূৎ ॥ (১)

রাঢ়া ও বরেন্দ্রীর যবনীদিগের নয়নকজ্জল ধৌত করিয়া যে অশ্রু-রাশি তখন গঙ্গাপ্রবাহে মিশ্রিত হইয়াছিল, তাহার কালিমায় গঙ্গা-সলিলও যমুনার ন্যায় মসিবর্ণ ধারণ করিয়াছিল। নরসিংহদেবের অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে গঙ্গাও যেন বিস্ময়ে নিস্তরঙ্গা হইয়াছিলেন। রাঢ় ও বরেন্দ্রের পাঠানগণের পরাজয়-কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার জন্য রাজকবি উৎপ্রেক্ষার আশ্রয় লইয়াছেন বটে, কিন্তু উহার ভিত্তি অবিসংবাদী সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম-নরসিংহদেব বীর-পিতার বীরর্ষভ পুত্র। তাঁহার পিতার মন্ত্রী বিষ্ণু "যবনাবনীন্দু সমরে" একাকী বহু শত্রুর কণ্ঠচ্ছেদ করিয়া অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। চাটেশ্বরে আবিষ্কৃত শিলা-লেখ আজিও সে কাহিনী কহিয়া থাকে। তিনি বিন্ধ্যাদ্রির সন্নিকটে ভীমতটিনীকুঞ্জে তুম্মান্ নগরী (২) জয় করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

কটাসিনে ১২৪৩ খৃষ্টাব্দে যে রণনিনাদ উত্থিত হইয়াছিল তাহা বহুদিন স্তব্ধ হইয়াছে, হিন্দু-বাঙ্গালীর সে বিজয়-কাহিনী বহুদিন বিস্মৃতির অন্ধকার গহ্বরে বিলুপ্ত হইয়াছে; কোন্ বীর সেনাপতি এই যুদ্ধে হিন্দুর হয়-বাহিনী পরিচালিত

কটাসিন

(১) দ্বিতীয়-নৃসিংহদেবের ১১২১ শকাব্দের তাম্রশাসন। *J. A. S. B.* Old Series: Vol LXV, Part I, P. 232 (1896)

(২) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ষোড়শভাগ—১৩৫-৩৬ পৃষ্ঠা।

Epigra: Ind., Vol I, P. 34-5, 40-41, 47. জাজল্ল দেবের ১১১৪ ও ১১৬৭ খৃষ্টাব্দের এবং পৃথ্বীদেবের ১১৯০ খ্রীষ্টাব্দের লেখমালা দ্রষ্টব্য। তুম্মাণ্ নগরীবিশেষের নাম, উহা মালিক তোগ্রল্ তোগান্ খাঁর নাম নহে। স্বর্গীয় রাখালবাবু প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের এই ভ্রম প্রদর্শন করিয়াছেন।

করিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় জানিবার উপায় নাই। কোন্ কোন্ যোধ হৃদয়-শোণিত দানে সেদিন মহানদীর চঞ্চল তরঙ্গকে রুধিরে রঞ্জিত করিয়া দিব্যধামে প্রস্থান করিয়াছিল, সে ইতিহাস হিন্দু রক্ষা করে নাই—তাহার কোনও চারণ কোনও দিন কোনও রাজসভায় সে গান গাহিয়াছিল কি না সে পরিচয়ও পাইবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমান ঐতিহাসিক এই মহাযুদ্ধের খণ্ডিত চিত্রটী মাত্র প্রদান করিয়াছেন। (১)

হিন্দুসেনা সে দিন তিনটি পরিখা কাটিয়া পাঠানের প্রতীক্ষা করিতেছিল। পাঠানগণ দুইটি পরিখা অধিকার করিয়া লইল দেখিয়া হিন্দুসেনা পলায়নের ভাণ করিয়া পশ্চাৎপদ হইল। পাঠান মনে করিল, শত্রু রণে ভঙ্গ দিয়াছে। কিন্তু হিন্দু অশ্বারোহিগণ অবিলম্বে পাঠান-সৈন্যের পশ্চাৎভাগ আক্রমণ করিল। সে ভীমবেগ রোধ করিতে অসমর্থ হইয়া পাঠানসেনা পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। পাঠানের হস্তী ও ধনরত্ন এবং অন্যান্য দ্রব্য লুণ্ঠন করিয়া বাঙ্গালী হিন্দুগণ পাশ্চাদ্ধাবন করিতে আরম্ভ করিল। গৌড়পতি তোগ্রল্ তোগান্ খাঁ লাঞ্ছিত হইয়া গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কটাসিনের যুদ্ধের তিন বৎসর (২) পর যখন সম্রাট আল্তামসের ক্রীতদাস ইখ্তিয়ার উদ্দীন বা মুঘিস্ উদ্দীন য়ুজ্বক্ গৌড়ের সিংহাসনে

(১) তবাকৎ-ই-নাসিরি (৭৬৩ পৃষ্ঠা) বলেন যে, জাজনগরের সেনাপতির নাম 'সাবন্তর'—তিনি জাজনগরপতির জামাতা। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা (ষোড়শ ভাগ, ১৩২ পৃষ্ঠা) বলেন যে, তাঁহার নাম সামন্ত রাজ। প্রাচ্য বিদ্যামহার্ণব মহাশয় নানারূপ কাল্পনিক যুক্তিবলে এই "সাবন্তরকে" উড়িষ্যাপতি অনঙ্গভীম দেবের মন্ত্রী বিষ্ণু বলিয়া প্রমাণিত করিবার বিফল প্রয়াস পাইয়াছেন।

(২) Stewart সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাসে সুল্তান কমর উদ্দীন তমুরখাঁ-ই-কিরাণের পর আর একজন সুলতানের নাম আছে। তিনি ৭ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাঁহার গৌড়ের ইতিহাসে ও ৺রাখালবাবু বাঙ্গালার ইতিহাসে ইঁহার কথা বলেন নাই। Stewart সাহেবের মতে এই সুলতানের মৃত্যুর পর ইখ্তিয়ার উদ্দীন বা মুঘিস্ উদ্দীনের রাজত্ব আরম্ভ হয়।

আরোহণ করিলেন (১২৪৬-৫৭ খৃষ্টাব্দ), তখন কটাসিনে লাঞ্ছিত পাঠানশক্তিকে কলঙ্কমুক্ত করিবার জন্য তিনি উড়িষ্যারাজ্য আক্রমণ করিয়া প্রথম দুই খণ্ড-যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৃতীয় যুদ্ধে কেবল পরাজয়ের লাঞ্ছন বহিয়াই রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজযোগ্য শ্বেত হস্তীটি পর্য্যন্ত হিন্দুসৈন্য কাড়িয়া লইয়াছিল। তবাকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে প্রকাশ যে, লাঞ্ছিত ইখ্‌তিয়ার-উদ্দীন দিল্লীর সম্রাটের সাহায্য লইয়া শেষে কলিঙ্গ-রাজের পরাজয় সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও গোপনে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে হইয়াছিল—প্রকাশ্যে আসিতে সাহস হয় নাই! এ সকল কাহিনী বাঙ্গালীর জয় ও পরাজয়ের কাহিনী—ইহা তাহাদেরই শৌর্য্য ও রণ-নিপুণতা সূচিত করে। পাঠান-ভূপতি তখন ছিলেন বঙ্গসৈন্যের পরাক্রমেই সুপ্রতিষ্ঠিত—কলিঙ্গরাজ ছিলেন বাঙ্গালী রাঢ়ী-সৈন্যের গৌরবেই গৌরবান্বিত! সুতরাং লক্ষ্মণাবতী ও জাজনগরের জয়-পরাজয় বাঙ্গালীরই সমরকাহিনী—উহা শুধু ইরান-তুরাণের পাঠানের কথা নহে, উহা শুধু উড়িষ্যার সৈন্যের জয়গাথা নহে—উহা বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমান বীরের শৌর্য্যকাহিনী।

কটাসিনের প্রতিশোধ

অষ্টম পরিচ্ছেদ

পাঠান-বন্যা

Owing to the sword and the arrow,
 and the spear and the gun,
The market of fighting became warm on both sides.
The bodies of heroes were emptied of their souls.
Like roses on their faces budded forth wounds.

—*Riyaz-us Salatin.*

ভাগ্যান্বেষী মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজি যখন ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১২০০ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গে প্রবেশ করিলেন, তখন বাঙ্গালী রণভীরু ছিল না। তিনি বাঙ্গালার কোন কোনও স্থান লুণ্ঠন কবিলেন, হয়ত বা নওদিয়া নামক কোনও স্থান রুধিরস্রোতে সিক্ত কবিয়া থাকিবেন—কিন্তু উহা বঙ্গজয় নহে—উহা লক্ষ্মণাবতী জয়ও নহে—উহা লুণ্ঠন মাত্র! মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারেব পরবর্ত্তী কালেও বাঙ্গালী কখনও বন্ধুরূপে, কখনও বা শত্রু-রূপে মুসলমানের সহিত যুদ্ধে রত হইয়াছে;—যুদ্ধে যেমন পরাজিতও হইয়াছে, তেমনি জয়লাভও করিয়াছে। অষ্টাদশ অশ্বারোহী কখনও বঙ্গ জয করে নাই। সেকালের বাঙ্গালীকে যদি আমরা মৃৎপুত্তলিকা বলিযাও গ্রহণ করি, তাহা হইলেও অষ্টাদশজন অশ্বারোহীব পক্ষে একটী রাজনগরী যুদ্ধে জয করিযা লওয়া সম্ভবপর হয় না। এ বিষয়ের আলোচনা পূর্ব্বেও কবা হইয়াছে। অষ্টাদশ অশ্বারোহী 'নোদিয়ার' সিংহদ্বাবে ছদ্মবেশে আসিয়া উপনীত হইয়া থাকিতে পারে বটে, কিন্তু তাহাদের পশ্চাতে যে বহু অষ্টাদশ সুসজ্জিত হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। ইহাব কিছুদিন পরেই মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার যখন তিব্বত-অভিযানে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার সহিত দশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল! (১) সুতরাং তিনি যখন বঙ্গে আগমন করিয়া-ছিলেন তখন তাঁহার সহিত দশ সহস্রেরও অনেক অধিক সৈন্য ছিল সন্দেহ নাই। (২) তাহাদিগেব ভিতব হইতেই তিনি বাছিয়া দশ সহস্র সৈন্য লইয়া তিব্বতাভিমুখে যাত্রা করিযাছিলেন।

পলায়ন কলঙ্ক-ভঞ্জন

যে মিন্‌হাজ লক্ষ্মণসেনের জন্মবৃত্তান্ত রূপকথার ন্যায় রচনা করিয়াছেন,

(১) *Tabakat-I-Nasiri*—Elliot, Vol II, Pp. 308, 309.
(২) *Stewart's History of Bengal*—P. 50 (Bangabasi Edn.) 1904.

তিনিই কহিয়াছেন যে, সেকালে লক্ষ্মণসেন একজন "বড় রাজা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণ যে ভারতবর্ষে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও তাঁহার অজ্ঞাত ছিল না। রাজ-পরিবার যে হিন্দুস্থানের রাজন্য-সমাজে "খলিফা" বলিয়া পরিচিত ছিলেন এবং পূজিত হইতেন তাহাও মিন্‌হাজের জানাই ছিল। (১) সুতরাং ভারতের রাজন্যসমাজ কর্ত্তৃক সম্পূজিত সেই খলিফার রাজ্য আক্রমণ করিবার কালে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার-খিলিজি কখনই মাত্র অষ্টাদশ অশ্বারোহীর শৌর্য্যের উপর নির্ভর করিতে সাহস করেন নাই! উদ্দণ্ডপুর সংঘারাম নির্ব্বিবাদে লুণ্ঠন করিয়া তিনি যখন দেখিয়াছিলেন যে, উহা হিন্দুদের "মাদ্রাসা" বিদ্যালয় মাত্র—রাজনগরী নহে, যাহারা তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল, তাহারাও ক্ষৌরিতমুণ্ড সংসারত্যাগী বৌদ্ধভিক্ষু, রণপিপাসু সৈনিক নহে (২) তখনই কি তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, প্রবল পরাক্রান্ত লক্ষ্মণাবতীর রাজার রাজনগরী জয় অত সহজে ঘটিবে না? যে অষ্টাদশ জন অশ্বারোহী আক্রমণের অগ্রদূতরূপে ছদ্মবেশে 'নওদিয়ার' দ্বারদেশে আসিয়াছিল, তাহাদিগের পশ্চাতে দশ সহস্রেরও অধিক সৈন্য প্রস্তুত হইয়া আগমন করিতেছিল। (৩) ষ্টুয়ার্ট বলেন, তাহারা বনান্তরালে অবস্থান করিতেছিল। (৪) ষ্টুয়ার্টের বর্ণনা হইতে মনে হয়—যেন লক্ষ্মণসেন রাজধানী হইতে পলায়ন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই পাঠান-সেনা আসিয়া বিনা বাধায় নগরে প্রবেশ করিল এবং

(১) He was a great Rai and had sat upon the throne for a period of eighty years. His family was respected by all the Rais or Chiefs of Hindustan, and was considered to hold the rank of Khalif or Sovereign—*Tabakat-I-Nasiri*; *Elliot*, Vol II, P. 307.

(২) *Tabakat-I-Nasiri*; Raverty—Page 552

(৩) *Ibid*; Raverty, Pages 557—559.

(৪) *Stewart's History of Bengal*—P. 47 (Bangabasi Edn.) 1904.

লুণ্ঠনে নিযুক্ত হইল। (১) কিন্তু মিন্‌হাজের বর্ণনা হইতে বুঝা যায় যে, এ সিদ্ধান্ত ভুল মাত্র।

লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কাহিনী অলীক

"বক্তিয়াব খিলিজির বঙ্গাগমন সময়ে এদেশ রাঢ়, মিথিলা, বারেন্দ্র, বঙ্গ এবং বাগ্‌ড়ী নামক ভাগ পঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমরা মুসলমান লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই; তৎকালে এই পঞ্চবিভাগ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রমপুব, লক্ষ্মণাবতী এবং লক্ষ্ণৌর নামক তিন স্থানে তিনটি রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। ......মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ বলেন,—এই নরপতির (লক্ষ্মণসেনের) নামানুসারেই পুবাতন গৌড়নগরের নাম "লক্ষ্মণাবতী" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেকদিন পর্যান্ত এদেশের মুসলমান-রাজ্য দিল্লীর ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে "লক্ষ্মণাবর্তীরাজ্য" বলিয়াই উল্লিখিত আছে।" (২)

বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমনের ৬০ বৎসর পর তবাকৎ-ই-নাসিরির ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ এদেশে আসিয়া দুইটি বৃদ্ধ সৈনিকের মুখে গল্প শুনিয়াছিলেন যে, বক্তিয়াব অষ্টাদশ মাত্র অশ্বারোহী লইয়া "নওদিয়া" (নদীয়া নহে) নামক কোনও রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্র তথাকার হিন্দু রাজা "রায় লছ্‌মনিয়া" পলায়ন করিয়াছিলেন। সুতরাং এ বর্ণনা বর্ণিত ঘটনার সমসাময়িক লেখকের নহে এবং ইহা জনশ্রুতি বা গল্প মাত্র। সেই গল্পের বক্তাও আবার একজন নাম-গোত্রহীন বৃদ্ধ সৈনিক!

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 48 (Bangabasi Edn.) 1904.

(২) স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, সি, আই, ই—"লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-কলঙ্ক"—প্রবাসী, মাঘ, ১৩১৫।

প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে ইহাই সম্ভব বলিয়া মনে হয় যে, মহারাজ বিজয়সেন "প্রথমে রাঢ় দেশের অংশবিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ়দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন" এবং তিনিই "বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন।" সেকালের এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহে যাঁহারা সৈনিক ও সেনানায়করূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা যে বাঙ্গালী ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। "রাঢ় ও বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ) অধিকৃত হইলে বিজয়-সেন পাল-সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন।" গৌড়েশ্বর বিজয়সেন কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া দেবপাড়ার শিলালিপি কহিয়া থাকে। (১) এই যুদ্ধেও যাহারা উভয়পক্ষে অস্ত্র ধরিয়াছিল, তাহারাও বাঙ্গালীই ছিল। গৌড়বিজয়ের পরও বিজয়সেনের কামরূপ এবং কলিঙ্গ বিজয় এবং তাহার পর নান্য, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামক কয়েকজন নৃপতির পরাভব ঘটিয়াছিল বলিয়া দেবপাড়ার শিলালিপি হইতে জানা যায়। তৎকালের এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঙ্গালীর সঙ্গে বাঙ্গালীর যুদ্ধ-বিগ্রহ বলিয়া পরিগণিত। একালের বাঙ্গালী বলিলে যেমন এক অখণ্ড বঙ্গদেশের লোক বুঝায়—সেকালে তেমন বুঝাইত না। কিন্তু সেই গৌড়ের সেনা, পূর্ব্ববঙ্গের সেনা, সেই রাঢ়ের সেনা বা বঙ্গ-দেশের অন্যান্য স্থানের সেনা—সকলেই বাঙ্গালী ছিল। তাহারা আর্য্যাবর্ত্ত হইতে বঙ্গভূমে সৈনিক ব্যবসায় করিতে আসে নাই। ইহা হইতেই প্রমাণিত হয় যে, এ দেশের জনগণের মধ্যে সুতীব্র সামরিক শক্তি যথাযোগ্যরূপেই বর্ত্তমান ছিল।

বিজয় সেনের পর আসিলেন বল্লাল সেন। তাঁহার রাজ্যকালের বিশেষ কোনও বিবরণ পাওয়া যায় না। কথিত হয়, তিনি কৌলীন্য-

(১) *Epigraphia Indica*, Vol V, Page 309.

প্রথার সৃষ্টিকারী—কিন্তু সে বিষয়ে তাঁহার বংশধরগণ একেবারেই নীরব। তাঁহাদের তাম্রশাসনে এই নবীন আভিজাত্য-বিধির পরিচয় নাই দেখিয়া এইরূপই মনে হয় যে, হয়ত কৌলীন্যপ্রথা বল্লালের দ্বারা সৃষ্ট হয় নাই! যাহা হউক বল্লালের পর আসিলেন লক্ষ্মণসেন। তিনি ১১১৯ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্যাভিষেক কাল হইতেই 'লক্ষ্মণাব্দ' প্রচলিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের শৌর্য্যবীর্য্য কিরূপ ছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি; জনসাধারণ শৌর্য্যহীন থাকিলে, লক্ষ্মণসেনের বিজয়বাহিনী দূর দূরান্তরে—দেশ দেশান্তরে প্রধাবিত হইতে পারিত না। লক্ষ্মণসেনের কাল যে শৌর্য্যে বীর্য্যে, সাহিত্যে ও কলায় বঙ্গদেশের একটী অতিশয় কীর্ত্তিসমুজ্জ্বল যুগ ছিল, ইতিহাস তাহা সুস্পষ্টরূপেই প্রকাশ করিয়া থাকে। সে যুগের বাঙ্গালী এরূপ ভীরু থাকা সম্ভবই নহে যে, অষ্টাদশজন মাত্র অশ্বারোহী তাহাদের কোনও রাজনগরী বা কোনও সামন্তের নিবাস-নগর অনায়াসে জয় করিয়া লইতে পারিত! লক্ষ্মণসেন পিতার দিক হইতে বিজয়ীবীর বিজয়সেনের পৌত্র—মাতার দিক হইতে চালুক্য রাজবংশের দৌহিত্র। তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন, ও মাধবসেন—সকলেই ছিলেন বীরপুরুষ। শত্রুর আগমন বার্ত্তা পাইবা মাত্রই সেই লক্ষ্মণসেন—যাঁহার ভুজবলে আর্য্যাবর্ত্ত পর্য্যন্ত কম্পিত হইয়াছিল, তিনি পুরমহিলাগণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া অন্দরের গুপ্তদ্বার দিয়া নগ্নপদে পলায়ন করিবেন, ইহা বিশ্বাস করা দূরে থাকুক—কল্পনায় আনিতেও বিশেষ দুঃসাহসের প্রয়োজন! কোনও কোনও ঐতিহাসিক বলেন—"প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশ্যে আসিয়া সেন-রাজের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কারণ নবদ্বীপে যে সেন-বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোনও প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা,

আগমনের পথ; কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ, মগধ হইতে সামান্য সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় লুণ্ঠন তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। তিনি যদি রাজমহলের নিকট দিয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে কখনই অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্ব্বত-সঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল।…তৃতীয় কথা, **লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না**। লক্ষ্মসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড়রাজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই।… এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ারের নোদিয়া-বিজয়-কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক।" (১)

যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, মিন্হাজের "city of Nudiya" বা নুদিয়া নামক নগরই নদীয়া এবং তাঁহার "Rai Lakhmaniya"ই লক্ষ্মণসেন তাহা হইলেও ব্যাপারটি কি দাঁড়ায় তাহা মিন্হাজের কথাতেই পরে বলিতেছি। লক্ষ্মণসেনের পলায়ন-প্রসঙ্গে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার 'বৃহৎ বঙ্গ' নামক পুস্তকে বহু আলোচনা করিয়াছেন। পড়িলে মনে হয় এই সকল অলোচনার মূল ভিত্তি 'ঘটককারিকা' এবং তাঁহার নিজের কল্পনা। পলায়ন-কলঙ্ক সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের আমল হইতে একাল পর্য্যন্ত বহু গবেষনা হইয়াছে এবং বাঙ্গালার সুবিখ্যাত ঐতিহাসিকগণ নানা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে, পলায়ন-কলঙ্ক একটি অলীক ঘটনা মাত্র। রায় বাহাদুর তাঁহার বিস্তৃত আলোচনার ভিতর পূর্ব্ববর্ত্তী ঐতিহাসিকদিগের

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, ৩২৫ পৃষ্ঠা—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

গবেষণালব্ধ তথ্যের উপর কোন মতামত প্রকাশ করেন নাই এবং নিজে যে একটি অদ্ভুত 'মানুষ-চুরির গল্প প্রচার করিয়াছেন, তাহা এই ;— "বক্তিয়ার নিশ্চয়ই শুনিয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণাবতীর সমস্ত সম্পত্তি পূর্ব্ববঙ্গে চলিয়া গিয়াছিল। সেই রাজধানী দখল করা বিশেষ লাভের বিষয় নহে, অথচ একটা সঙ্গীন যুদ্ধ বিগ্রহে তাঁহার অনতিবৃহৎ সৈন্যদের ধ্বংস হইবার কতকটা আশঙ্কা ছিল।......সুতরাং তিনি একটা সহজ পন্থা আবিষ্কার করিলেন। লক্ষ্মণসেনের মত খ্যাতিসম্পন্ন প্রবীন রাজাকে যদি তিনি **সশরীরে ধরিয়া লইয়া কুতুবউদ্দিনকে উপঢৌকন দিতে পারেন,** তবে তাঁহার প্রশংসা খুব বেশী রকমের হইবে।...নিজের যে দশ হাজার সৈন্য ছিল তাহা জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া তিনি অত্যধিক দ্রুততার সহিত নবদ্বীপের দিকে অগ্রসর হইলেন।... এই অভিযানের উদ্দেশ্য যুদ্ধ করা নহে—ইহার মতলব চৌর্য্য এবং দস্যুতা।..... ইহা রায় লছমনিয়াকে ধরিয়া একেবারে দিল্লী সহরে লইবার চেষ্টা।" (বৃহৎবঙ্গ—১ম খণ্ড—৫৪১-৪২ পৃঃ)। এইরূপ উক্তির সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন।

মিনহাজ বলিয়াছেন—(১) বক্তিয়ার কর্ত্তৃক বেহার জয়ের পর তাঁহার প্রতিষ্ঠার কাহিনী রায় লক্ষ্মণীয়ার কর্ণগোচর হইল এবং তাঁহার রাজ্যের মধ্যে প্রচারিত হইল। (২) রাজ্যের একদল ব্রাহ্মণ এবং বিদ্বান্ ব্যক্তি ও কতকগুলি দৈবজ্ঞ রায় লক্ষ্মণীয়ার নিকট জানাইলেন যে, প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—দেশ তুর্কীদের হস্তগত হইবে। যে সময়ে এইরূপ ঘটিবে সে সময় নিকটবর্ত্তী হইতেছে এবং তুর্কীরা বেহার জয় করিয়া লইয়াছে—পর বৎসরই রায় লক্ষ্মণীয়ার রাজ্য আক্রমণ করিবে। (৩) সুতরাং রায়ের উচিত তুর্কীদের সহিত সন্ধি করা; কারণ তাহা হইলে সে প্রদেশের লোকজন স্থানান্তরে পলায়ন করিয়া তুর্কীদের হাত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে পারিবে।

তখন—

(৪) রায় লক্ষ্মণীয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, তাঁহার রাজ্য-বিজেতাকে চিনিবার জন্য তাঁহার দেহে বিশেষ কোন চিহ্ন আছে কি? (৫) তাঁহারা (ব্রাহ্মণাদি) বলিলেন, বিশেষ চিহ্ন আছে—তিনি দণ্ডায়মান হইলে তাঁহার বাহুদ্বয় জানু স্পর্শ করে।

(৬) রায় লক্ষ্মণীয়া তখন এই বিশেষ-চিহ্ন-সংযুক্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া আসিবার জন্য একদল গুপ্তচর পাঠাইলেন। তাহারা ফিরিয়া আসিয়া জানাইল যে, মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারের দেহে এইরূপ বিশেষ চিহ্ন আছে।

তখন—

(৭) ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকেই এবং অনেক উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী শঙ্কনট প্রদেশে, বঙ্গনগরে ও কামরূপে পলায়ন করিলেন, কিন্তু রায়-লক্ষ্মণীয়া *"Did not like to leave his territory"*—তিনি রাজ্য ত্যাগ করিতে সম্মত হইলেন না!

ইহা কি লক্ষ্মণসেনের দুর্ব্বলতা সূচিত করে, না শৌর্য্য সূচিত করে? লক্ষ্মণসেন কতকগুলি অমাত্য ও ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াও স্বস্থানে কত দিন অপেক্ষা করিলেন? দুই দিন চারি দিন নহে—দুইমাস বা এক মাস নহে। মিন্‌হাজ বলিতেছেন—"*Next Year* Muhammad Bukhtiyar Khilji prepared an army and marched from Behar."—বক্তিয়ার পরবৎসর সেনা সংগ্রহ করিয়া বেহার হইতে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। ইহার পর মিন্‌হাজ নুদীয়া (Nudiya) আক্রমণ করিবার প্রসঙ্গ বর্ণনা করিয়াছেন। মহম্মদ-ই-ব্যক্তিয়ার নুদীয়া নগর লুণ্ঠনে ও নর হত্যায় সন্ত্রস্ত করিয়া রায় লক্ষ্মণীয়াকে পরাজিত করিয়াছিলেন ("*Defeated* Rai Lakhamania")—ইহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, রায় লক্ষ্মণীয়াকে **পরাজিত** করিতে হইয়াছিল—তিনি

রাজমহিষীগণ ও দাসদাসীদিগকে ফেলিয়া নগ্নপদে পলায়ন করেন নাই! মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার রায় লক্ষ্মণীয়াকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তাঁহার সৈনিকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন—তাঁহার অনুজীবীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার রণ-হস্তীগুলিকে তাড়াইয়া লইয়া যাইয়া লুণ্ঠন করিয়াছিলেন (When Muhammad Bakhtiyar *sacked the city of Nudiya and defeated Rai Lakhmania*, the soldiers, followers, and the elephants of the Rai were dispersed, and the Muhammedans pursued and plundered them—Elliot Vol II,—p. 314)।

এই বর্ণনা হইতে কি মনে হয় যে বক্তিয়ার খিলিজি লক্ষ্মণসেনকে স্বশরীরে কুতুবউদ্দিনের নিকট ধরিয়া লইবার জন্য অষ্টাদশ জন মাত্র সৈন্য লইয়া আসিয়াছিলেন বা তুর্কীরা আসিয়াছে শুনিয়াই লক্ষ্মণসেন ভোজনপাত্র ফেলিয়া পশ্চাৎদ্বার দিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন ?

এখানে রায় লখ্‌মনীয়াকে যুদ্ধে পরাজয় করিবার ও তাঁহার সেনা এবং অনুচরদিগকে বিতাড়িত করিবার কথা আছে। রায় লখ্‌মনীয়া নগ্নপদে রাজপ্রাসাদের পশ্চাৎ দিকের দ্বার দিয়া পলায়ন করিয়া থাকিলে, উদ্ধৃত বর্ণনা নিরর্থক হইয়া পড়ে। যে স্থলে নোদীয়া-জয়ের বর্ণনা আছে, সে স্থলে অষ্টাদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক নোদীয়া "দখল" করিবার কথা কোথাও লিখিত নাই! নুদীয়া, নোদীয়া, নওদীয়া, নদীয়া বা নবদ্বীপে যে লক্ষ্মণসেনের কখনও কোন রাজধানী ছিল, তাহারও প্রমাণ নাই। নবদ্বীপ লুণ্ঠন করিয়া বক্তিয়ার খিলিজি উহা ছাড়িয়া গিয়াছিলেন—সেখানে পাঠান-শাসন প্রতিষ্ঠা করেন নাই, একথা মিন্‌হাজ-ই বলিয়াছেন! বিজয়-ব্যাপার সত্য হইলে কি এইরূপ করা সম্ভবপর ছিল ?

বঙ্গে কিয়ৎপরিমাণে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার

খিলিজি তিব্বত অভিমুখে যাত্রা করিলেন; পক্ষকাল ধরিয়া শৈলে, শৈলরন্ধ্রে ভ্রমণ করিয়া, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ দারুণ শ্রমে অতিক্রম করিয়া যখন তাঁহার দশ সহস্র পাঠান অশ্বারোহী তিব্বতের এক প্রান্তরমধ্যে আসিয়া উপনীত হইল, তখন তিনি দেখিলেন—পর্ব্বত অপেক্ষাও দৃঢ়—কাঞ্চনজঙ্ঘা অপেক্ষাও দুরতিক্রম্য একটী বিপুল বাধা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে! দেখিলেন, শত্রুর শাণিত ভল্ল ও তীক্ষ্ণ শায়ক রুধির-পানের জন্য তৃষিত—বংশ-নির্ম্মিত ঢাল ও বক্ষস্ত্রাণ তাহাদের বীর বপু রক্ষা করিতেছে। এই বীর জাতির সহিত বক্তিয়াবের যে যুদ্ধ ঘটিল, তাহাতে বহু পাঠানের তপ্ত শোণিতে শৈলপৃষ্ঠ রঞ্জিত হইয়া গেল! অদূরবর্ত্তী কুর্ম্মপত্তনে এইরূপ আরও বহু যোধের সন্ধান পাইয়া পাঠানবীর পলায়ন করিলেন। (১)

তিব্বত-অভিযান

প্রত্যাবর্ত্তনকালে মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার দেখিলেন, ক্ষেত্রে শস্য নাই, পথে তৃণাদি পর্য্যন্ত নাই। শত্রু সে সমস্ত দগ্ধ করিয়া দিয়াছে। তিনি অগ্রসর হইলেন। দেখিলেন, দার্জ্জিলিংএর নিকটবর্ত্তী পাঙখাবাড়ীর প্রস্তরসেতু আর নাই—তাহার স্তম্ভ বিচূর্ণিত হইয়াছে। হিমানী-ভ্রষ্টা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ-শরীরা গিরিনদীর প্রবল স্রোত পর্ব্বতগহ্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে বহিয়া চলিয়াছে। তরী নাই, ভেলা নাই, সেতু নাই; সেতুরক্ষার নিমিত্ত যাত্রাকালে সংস্থাপিত পাঠানসেনা বা সেনাপতি কেহই তথায় নাই! মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার বুঝিলেন, কামরূপ হইতে হিন্দুগণ আসিয়া এই অনর্থ ঘটাইয়াছে। তিনি কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন। ভাবিলেন, কোন নিরাপদ স্থানে অপেক্ষা করিয়া ভেলা ও তরী নির্ম্মাণ করিবেন। (২)

প্রত্যাবর্ত্তন

(১) *Tabakat-I-Nasiri* ; Elliot, Vol. II, Pp. 309-312.
(২) *Tabakat-I-Nasiri* ; Elliot, Vol. II, P. 312.

চারিদিকে অন্বেষণ করিতে করিতে বক্তিয়ার দেখিলেন, ঘন পত্রাবলীর অন্তরালে একটী দেব-মন্দিরের চূড়া দেখা যাইতেছে। শুনিলেন, উহা দর্শনে নয়নমনোহর, গঠনে সুদৃঢ়—স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্ম্মিত শ্রীমূর্ত্তিগুলি উহার অভ্যন্তরে পূজা লাভ করে। তিনি সেই মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। কামরূপরাজ ইতিপূর্ব্বেই শৈলসেতু চূর্ণ করিয়াছিলেন, এখন তাঁহার আদেশে দলে দলে হিন্দু সৈন্য আসিয়া মন্দির অবরোধ করিতে লাগিল। সুদৃঢ় বংশখণ্ড সকল প্রোথিত করিয়া তাহারা মন্দির বেষ্টন করিতে লাগিল ; বংশ-প্রাচীব দুর্ভেদ্য হইতেছে দেখিয়া পাঠানগণ কোন ক্রমে উহার একটী স্থান ভগ্ন করিয়া গিরি-নদীর খর তবঙ্গে অশ্বসহ ঝম্প প্রদান করিল—মনে করিল উহা অতিক্রম কবিবে।

পশ্চাদ্ধাবমান হিন্দুসৈন্য জয়োল্লাসে গর্জ্জন করিয়া উঠিল। যে সকল পাঠান নদীস্রোতের আশ্রয় লইল না, তাহারা তরবারির আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া গেল! পবপারে উঠিয়া মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার দেখিলেন, তাঁহার বিপুল বাহিনীর মধ্যে মাত্র শত যোধ জীবিত রহিয়াছে!

সমাধি

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার দিনাজপুরেব পুনর্ভবাতীরে বর্ত্তমান দমদমা বা প্রাচীন দেবকোট বা দেবীকোট নামক নবগঠিত পাঠান-রাজধানীতে উপনীত হইয়া পরাজয়ের দারুণ ক্ষোভে ও শোকে জর্জ্জরিত হইয়া অনুচব আলীমর্দ্দনেব ছুরিকাঘাতে মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। তাঁহার দ্বাদশ বর্ষের রাজত্ব-কাহিনী নিহত পাঠান সৈনিকদিগের রোরুদ্যমান পরিজনবর্গের কাতর মর্ম্মোচ্ছ্বাসে অভিশপ্ত হইয়া সমাপ্ত হইল! (১) তিনি সমাধিলাভ করিলেন বটে, কিন্তু যে নবরাজ্যের সূচনা করিয়া গেলেন, তাহা তখনই বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত হইতে না পারিলেও তিনশত বর্ষ পর্য্যন্ত নিয়ত রণ-কোলাহলের কারণ

(১) *Tabakat-I-Nasiri* ; Elliot, Vol II, P. 313.

হইয়াছিল। বক্তিয়ারের আগমনের ৬০ বৎসর পর ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ এদেশে আসিয়া দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্ববঙ্গে বা বিক্রমপুরে। লক্ষ্মণসেনের পুত্র সগৌরবে রাজত্ব করিতেছেন। যদি ইহাই সত্য হয়, তবে বলিতেই হইবে, বক্তিয়ার কখনও বঙ্গজয় করেন নাই। লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটী পরগণা মাত্র তিনি দখল করিয়াছিলেন!

স্থলতান গিয়াস্ উদ্দীন

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলিজির দেহাবসানের কয়েক বর্ষ মাত্র পরেই যখন গিয়াস্‌উদ্দীন গৌড়ের স্থলতান হইয়া রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তাঁহাকে বঙ্গের পূর্ব্বভাগের কতকগুলি রাজার সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। স্থতরাং দেখা যাইতেছে যে, তখন পর্য্যন্ত হিন্দু-ভূস্বামিগণ পাঠান-ভূপতিকে স্বীকার করিয়া লন নাই! (১) শ্রীধর দাসের গ্রন্থ "সদুক্তিকর্ণামৃত" যে বৎসর সমাপ্ত হইয়াছিল, তাহার পরের বৎসর (১২০৬ খৃঃ) গৌড়বঙ্গ ভূপাল লক্ষ্মণসেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। সেই সময় হইতে ১২৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তুর্কী-প্রভঞ্জন বার বার গৌড়বঙ্গের মন্দিরদ্বারে ভীষণ আঘাত করিয়াছে, কখনও বা সেই সিংহদ্বারের একদেশ ভাঙ্গিয়াও ফেলিয়াছে—কিন্তু প্রবেশ করিতে পারে নাই! স্বয়ং মিন্‌হাজ এইরূপ চারিটী অভিযানের কাহিনী তাঁহার তবাকৎ-ই-নাসিরি গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। এই স্থদীর্ঘকালের মধ্যে লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপ এবং কেশব এবং সেনবংশের আর কোন্ কোন্ নরপতি ও দনুজমাধব বঙ্গের বা পূর্ব্ববঙ্গের জয়স্কন্ধাবার বিক্রমপুরে এবং গৌড়ে রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাহা এখনও নির্ভরযোগ্যরূপে নির্ণীত হয় নাই। রাজনগরী বিক্রমপুরের অবস্থান যে কি তাহাও এখন

(১) *Elliot, Vol II, P. 319* and *Stewart's History of Bengal*—P. 65 (Bangabasi Edn.). *Tabakat-I-Nasiri* : Raverty, Pages 769 and 558.

নানা তর্কজালে সমাচ্ছন্ন! যাহা হউক, অভিযানগুলির ফল দেখিয়া ইহাই মনে হয় যে, সেনবংশাবতংসগণ সত্য সত্যই গর্গ-যবন-কুলের প্রলয়-কালরুদ্র ছিলেন। তাঁহাদের বীর বঙ্গসেনা প্রাণ দিয়াছে—মান দেয় নাই! সুদীর্ঘকালের চেষ্টাতেও পূর্ব্ববঙ্গ পাঠানের অধীনে আসে নাই—ঘাত-প্রতিঘাতে অন্যূন একশত বৎসর কাটিয়া গিয়াছে!

গিয়াস্উদ্দীন যখন গৌড়ের অধিপতি, সুলতান আলতামস্ তখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। আলতামস্ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিলে পর বঙ্গের মুসলমান-নৌশক্তি তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য করিয়াছিল। জাজনগর, বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গ), কামরূপ এবং তীরহুতের অধিপতিগণ তাঁহার নিকট উপঢৌকন প্রেরণ করিতেন—লখ্নোর তাঁহার নিকট আনত হইয়াছিল। গিয়াস্উদ্দীনের সদ্ব্যবহার, দয়া ও উদারতা তাঁহাকে লোকের হৃদয়ে স্থান দিয়াছিল। সুতরাং বঙ্গদেশে সৈন্য সংগ্রহ করা তাঁহার পক্ষে দুরূহ হয় নাই; তাঁহার শাসনকালে সাধারণ প্রজাদিগের সহিত রাজসৈন্যের কোনও বিরোধ ছিল না। (১) ইহার প্রায় ৩৭ বৎসর পর গৌড়ের সুলতান তোঘন্ খাঁ রণতরী ও সৈন্যসহ অযোধ্যার সীমান্তে কাড়া পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। (২) ইহা হইতেই সূচিত হয় যে, অন্ততঃ কিছুদিন পর্য্যন্তও বঙ্গশক্তি কাড়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ঐতিহাসিক মিন্হাজ পথিমধ্যে সুলতানের সহিত মিলিত হইয়া লক্ষ্মণাবতীতে আগমন করিয়াছিলেন। তোঘন্ খাঁ যে কাড়া প্রদেশ বঙ্গসাম্রাজ্যের অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। (৩) তিনি দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সসৈন্যে তথায় অবস্থানও করিয়াছিলেন। তোঘন্ খাঁর শাসন সময়েই পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে

(১) *Tabakat-I-Nasiri* ; *Elliot*, Vol II, Pp 318-319.

(২) *Ibid*, P 343.

(৩) *Stewart's History of Bengal*, P. 67 (Bangabasi Edn) 1904.

বর্ণিত কটাসিনের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। ঐতিহাসিক সে পরাজয়-বার্ত্তা গোপন করিয়া কহিয়াছেন যে, চেংগিজ খাঁর সৈন্যগণ লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিযাছিল!

মহম্মদ-ই-বক্তিয়ারেব সমাধিলাভের পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পরই কটাসিনে হিন্দুবীর তাহাদের শূরত্বেব পরিচয় দিয়া অমর হইয়াছিল। কটাসিনেব

সুলতান মুঘিস্ উদ্দীন

স্মৃতি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই,—কটাসিনে অর্জ্জিত কলঙ্কলাঞ্ছন তখনও গৌড়ের রাজসিংহাসনকে মলিনই রাখিযাছিল—যখন তাতার ক্রীতদাস সুলতান মুঘিস্ উদ্দীন বঙ্গের উত্তব-পূর্ব্বদিকের রাজন্য-সমাজের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন। ত্রিপুবাপতি তাহার সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার হিন্দুগণ যে তখনও যুদ্ধ করিত, ইহা হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কথিত হয় যে, মুঘিস্ উদ্দীন এই সকল যুদ্ধেব জন্য বহু সৈন্য সংগ্রহ কবিয়াছিলেন। (১) সেজন্য তাঁহার বঙ্গের বাহিরে যাইবার প্রয়োজন হইযা থাকিলেও বঙ্গদেশ হইতেও সৈন্য সংগ্রহ করিতে হইয়াছিল, নতুবা অল্প দিনের মধ্যে "*very numerous army*" সংগৃহীত হইতে পারিত না।

বাঙ্গালী তখনও যুদ্ধ করিত। ইহার দশবৎসর পরও দেখিতে পাই—একজন হিন্দু নৃপতি আপনাকে "পরমেশ্বর পরম সৌগত

পরম রাজাধিরাজ মধুসেন

পরমরাজাধিরাজ শ্রীমদ্‌গৌড়শ্বর" বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। তাঁহার শৌর্য্য-কাহিনী জানিবার উপায় আছে কি না সন্দেহ, কারণ তাঁহার কালই এতদিন নির্দ্ধারিত ছিল না। নবাবিষ্কৃত "পঞ্চ রক্ষা" নামক বৌদ্ধ গ্রন্থের পাদটীকা হইতে এতকাল পর পরমরাজাধিরাজ মধুসেনের শুধু কালই

(১) *Stewart's History of Bengal*, P. 79 (Bangabasi Edn.) 1904.

নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উহা ১২১১ শক বা ১২৮৯ খৃষ্টাব্দ বলিয়া কথিত হয়। (১)

মুঘিস্ উদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছিলেন। সুতরাং দিল্লী হইতে সাহায্য পান নাই। দিল্লীর সেনা তাঁহার বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরিয়াছিল। দিল্লীর সুলতান সংবাদ পাইবামাত্র ব্যস্ত হইয়া দুইবার সেনা প্রেরণ করিলেন। বঙ্গসৈন্য তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া দেশ হইতে বাহির করিয়া দিল। বঙ্গ-বাহিনী পরাভূত হইল না দেখিয়া ক্রোধান্ধ সুলতান মনে করিলেন, তাঁহার সেনাপতি আমিরখাঁই অকর্ম্মণ্য! সেই অপরাধে তাঁহাকে ফাঁসি কাষ্ঠে প্রাণ দিতে হইল! (২)

আমির খাঁর প্রাণদণ্ড

সুলতান স্বয়ং রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। অসংখ্য রণতরী তাঁহার সৈন্য লইয়া গঙ্গা ও যমুনার খরস্রোত অতিক্রম করিল। তুগ্রিল বঙ্গ হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। সুলতানের রোষ অদৃষ্টের মত তুগ্রিলের অনুগমন করিল।

সুলতানের রণযাত্রা

রাজা 'দনুজ রায়' তখন পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী সোনারগাঁর স্বাধীন নরপতি। গৌড়ের পাঠানভূপতি তখনও তাঁহার মস্তক অবনত করিতে পারেন নাই, দিল্লীর সুলতান তখনও তাঁহাকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে পারেন নাই! তাঁহার প্রবল পরাক্রম তখন বঙ্গে এবং বঙ্গের বাহিরেও সুপরিচিত ছিল। তুগ্রিল যাহাতে মেঘনার খরতরঙ্গে তরণী ভাসাইয়া পলায়ন করিতে না পারেন, সুলতান সে জন্য দনুজরায়ের শরণাপন্ন হইলেন। রাজা দনুজ-রায়ের বহু রণতরী ছিল; তিনি সুলতানের অনুরোধ রক্ষা করিতে

রাজা দনুজ মাধব

(১) নারায়ণ—দ্বিতীয়বর্ষ, ১৬৫ পৃষ্ঠা।—মহামহোপাধ্যায় ৺পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১০ পৃষ্ঠা। ৺ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) *Tarikh-I-Firozshahi* ; Elliot, Vol III, P. 114.

সম্মত হইলেন। (১) ইহা হইতেই প্রাচীন পূর্ব্ববঙ্গের নৌশক্তির পরিচয় লাভ করিতে পারা যায়। দনুজরায়ের প্রকৃত নাম কি ছিল, তাহাও এখন নানা তর্কের বিষয় হইয়াছে। তিনি দনুজরায়, দনুজমাধব, ধিনাজরায়, নোজা, দনৌজা রায় প্রভৃতি নানা নামে মুসলমান-রচিত ইতিহাসে পরিচিত। দনুজমাধব বা দনুজমর্দ্দনের সত্য পরিচয় অবিষ্কার করিবার জন্য ঐতিহাসিকগণ বহুদিন হইতেই চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহার (বিক্রমপুর) আদাবাড়ী-তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে, তিনি দেববংশ নামক একটী নবীন রাজবংশেব প্রতিষ্ঠাতা। কথিত হয়, তাঁহার প্রকৃত নাম ছিল দশরথ দেব। দনুজমাধব ছিল বিরুদ মাত্র। তাঁহার মুদ্রার নাম ছিল নারায়ণ মুদ্রা—উহা সেন ভুপালদের সদাশিব মুদ্রা নহে। তিনি যখন গৌড়-রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন তখন ইহাই অনুমান হয় যে, তিনিই সেন-রাজবংশের উচ্ছেদকর্ত্তা। সেন-বংশের বিলোপ-সাধন কবে ঘটিয়াছিল তাহা জানি না, তবে দেখিতে পাই দশরথদেব দনুজমাধবের কালেও বিক্রমপুর পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। কিন্তু তিনি সোনারগাঁর রাজা বলিয়া জিয়াউদ্দীন বরণীর তারিখ-ই-ফিরোজ-শাহীতে পরিচিত হইয়াছেন। বিক্রমপুরের প্রতিষ্ঠা ও প্রাধান্য হয়ত এই সময়েই বিলুপ্ত হইয়া তাহার স্থলে সুবর্ণ গ্রামের নব অভ্যুদয় ঘটিয়া থাকিবে। এই সময়ে "পরমেশ্বর পরম সৌগত—পরম মহারাজাধিরাজ —শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বর মধুসেন" পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন। তখন গৌড় ছিল মুসলমানের রাজ্য। সুতরাং মধুসেন সম্ভবতঃ বিক্রমপুরেরই রাজা ছিলেন এবং দশরথদেব-দনুজমাধবের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিলেন। তখন হয়ত গৌড়রাজ্য বলিতে শ্রীবিক্রমপুর রাজ্য বুঝাইত। এই সময়ে এই দুই পরাক্রান্ত ভূপতির মধ্যে গৌড়রাজ্যের আধিপত্য লইয়া যে

(১) *Tarikh-I-Firozshahi* ; Elliot, Vol III, P. 116.
Stewart's History of Bengal, P. 82 (Bangabasi Edn.) 1904

সকল যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা প্রধানতঃ বাঙ্গালী হিন্দুযোধের সঙ্গে বাঙ্গালী হিন্দুযোধের বলপরীক্ষার কাহিনী। সে কাহিনী এখন কুহেলি-সমাচ্ছন্ন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশে যে উপদ্রব ও অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল, কবি কৃত্তিবাস তাহাকেই বঙ্গদেশের প্রমাদ বলিয়া আত্মপরিচয়ে বর্ণনা করিয়াছেন :—

বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর ॥

দিল্লীর সুলতান গিয়াস্উদ্দীনের পৌত্র রুকন্উদ্দীনের মুদ্রায় সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখা যায়। রাজ্য জয় করিয়া নব-বিজিত রাজ্যের উল্লেখ করিয়া মুদ্রা প্রচার করা সেকালে বিজেতৃগণের একটী প্রধান কার্য্য ছিল। মুদ্রায় বঙ্গদেশের উল্লেখ দেখিয়া মনে হয়, রুকন্-উদ্দীন ১২৯১ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩০১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময়ে পূর্ব্ববঙ্গ জয় করিয়াছিলেন—হিন্দুর স্বাধীনতা চিরতরে অস্তমিত হইয়াছিল! সেনরাজ, মধুসেন ও সুবর্ণগ্রামরাজ, দশরথদেব-দনুজমাধবের মধ্যে যে আত্মঘাতী কলহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহারই ফলে বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমানের হইয়া গেল! লক্ষ্মণাবতী ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই পাঠান-দিগের করতলগত ছিল।

বঙ্গরাজ মধুসেন, সুবর্ণগ্রামপতি দশরথদেব-দনুজমাধব, লক্ষ্মণসেনের প্রায় সমকালবর্ত্তী কুমিল্লার সন্নিকটস্থ বর্ত্তমান পাটিকারার ভূপতি রণবঙ্কমল্ল এবং তাঁহার বংশধরগণ ও চট্টগ্রাম জেলার শ্রীদামোদর প্রভৃতি বঙ্গদেশের স্বাধীন ভূস্বামিগণ যদি প্রথম হইতেই মিলিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তুরস্ক-প্রভঞ্জনের বিক্রমকালে বাঙ্গালার ইতিহাস ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করিতে পারিত। কে বলিতে পারে যে, নবাগত পাঠান শক্তির শতাব্দীব্যাপী বঙ্গবিজয়-চেষ্টা ব্যর্থতার কলঙ্কে লিপ্ত হইত না! উত্তর-ভারতে একদিন যাহা ঘটিয়াছিল, পাল-অধ্যুষিত বঙ্গে যাহা

ঘটিয়াছিল—সেন-দশরথ-রণবঙ্ক-দামোদর শাসিত বঙ্গে আবার তাহাই ঘটিল।

বাঙ্গালার হিন্দুরাজ্যের বিলোপ

বঙ্গে যখন মুসলমানদিগের জয় পতাকা শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছিল, আর্য্যাবর্ত্তের স্বাধীন নৃপতিগণ তখন আপন আপন রাজ্য-রক্ষার জন্যই নিয়ত ব্যস্ত থাকিতেন ; চেদী, চন্দেল্ল, পরমার ভূপগণ অত দূরে থাকিয়া এবং সর্ব্বদা মুসলমান-সংঘর্ষের ভয়ে সশঙ্কে কাল যাপন করিয়া সুদূর বঙ্গের স্বাধীন হিন্দুরাজগণের গতি কি হইল তাহা দেখিবার অবসর পান নাই এবং সমবেত হইয়া হিন্দুশক্তি-বিকাশের প্রয়োজনীয়তাও বোধ হয় তাঁহাদেব অন্তবে জাগ্রত হয় নাই! শুধু নিজেদের বড় করিবার চেষ্টাই ছিল তাঁহাদের একমাত্র চেষ্টা। বঙ্গের প্রতিবেশী কলিঙ্গ ভূপতিগণ তখনও বিক্রমশীল বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং বাঙ্গালার সেন-রাজদিগের সহিত সম্মিলিত হইলে হয়ত বা বাঙ্গালার কাহিনী অন্যরূপ হইতে পারিত! কিন্তু তাঁহাদের চেষ্টা ছিল দক্ষিণ-বঙ্গ আত্মসাৎ করা। সুযোগ বুঝিয়া দক্ষিণ-বঙ্গের পশ্চিম ভাগ তাঁহারা অধিকারও করিয়াছিলেন। উত্তরে ছিল প্রতিবেশী কামরূপ রাজ্য। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু নৃপতিদিগের গৌরব-বিভব বিনষ্ট হইবার বহু পূর্ব্বেই আহোমদিগের আক্রমণে কামরূপ রাজ্য বিধ্বস্ত ও বিনষ্ট হইয়াছিল। কামরূপ-রাজ্য হৃতশ্রী করিতে আহোমদিগের প্রায় শতবর্ষ প্রয়োজন হইয়াছিল। আরাকানের মগ-জলদস্যুদিগের শক্তি দিন দিন এত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল যে, তাহারা আরাকানে সমুদ্রপথে আসিয়া প্রান্ত সীমায় অবস্থিত নদীতীরবর্ত্তী জনপদ সমূহ সম্পূর্ণরূপে লুণ্ঠন করিতে লাগিল। যাহারা অস্ত্রের মুখ হইতে নিজেদের রক্ষা করিতে পারিল, তাহারাও দূর দূরান্তরে পলায়ন করিল। ফলে, দক্ষিণ-বঙ্গ ক্রমে ভীষণ অরণ্যে পরিগ্রস্ত হইয়া গেল। পরকালবর্ত্তী সেনরাজগণ একদিকে

মগ ও অপরদিকে মুসলমানের আক্রমণে ধীরে ধীরে এমন বিধ্বস্ত হইয়া পড়িলেন যে, পাঠান-শক্তির সহিত শেষে আর বল-পরীক্ষায় কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। বক্তিয়ারের মৃত্যুর পর যে বাঙ্গালার সামান্য কয়েক ক্রোশ স্থান মাত্র—গঙ্গার উত্তরে দিনাজপুর জেলার দেবকোট হইতে দক্ষিণে লক্ষ্ণৌর পর্য্যন্ত ভূভাগ, মুসলমানের করায়ত্ত হইয়াছিল—এইভাবে ক্রমে ক্রমে সেই বাঙ্গালায় হিন্দুরাজদিগের শাসন-কাহিনী শুধু স্মৃতিমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়া গেল! রাজসিংহাসনে যদিও হিন্দু রাজা রহিলেন না বটে, কিন্তু বাঙ্গালী-সেনা বাঙ্গালা দেশে যেমন আগেও ছিল, তখনও তেমনি থাকিল এবং তাৎকালীক মুসলমান রাজাদিগের শক্তি বৃদ্ধি করিতে লাগিল—নতুবা সুদূর উত্তর-ভারত হইতে সেনা আনিয়া বাঙ্গালার সুলতানগণ কখনও বা নিজেদের মধ্যে এবং কখনও বা দিল্লীর কর্ত্তাদিগের সহিত নিয়ত যুদ্ধ কলহে লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না।

সোনারগাঁ হিন্দু বীরের লীলাক্ষেত্র—উহা পাঠানের আশ্রয়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন আরাকানের মগেরা পূর্ব্ববঙ্গ আক্রমণ করিয়াছিল, সোনারগাঁয়ে তখনও সুরক্ষিত রাজপুরী ছিল। রাজপ্রাসাদের সম্মুখেই সুবিস্তৃত পরিখা এবং পরিখার উপর চলৎ-সেতু একদিন বিরাজ করিত। (১) আজিও পরিখাতীরে একটী প্রাচীন সেতুর পুরোভাগে যে ধ্বংসাবশেষ পরিদৃষ্ট হয়, তাহা পুরপ্রবেশের তোরণের কঙ্কাল-রাশি বলিয়া পরিচিত। পরবর্ত্তীকালে যখন ইবনবতুতা সুবর্ণগ্রাম হইতে অর্ণবপোতে আরোহণ করিয়া যবদ্বীপে যাত্রা করেন, তখনও উহা পাঠানাধিকারে দুর্ভেদ্য রাজদুর্গের অংশরূপে বর্ত্তমান ছিল। পঞ্চম শতাব্দীতে চীন-দূত মাহুয়ান (২) এবং ষোড়শ শতাব্দীতে রাল্‌ফ্‌ ফিচ সুবর্ণগ্রাম দর্শন

সোনারগাঁ

(১) ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।

(২) *J. R. A. S.* (1895)—Mahuan's Account of the Kingdom of Bengal by George Phillips.

করিয়া উহাকে বঙ্গদেশের অতি প্রধান বন্দররূপে বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।

দশরথদেব-দনুজমাধব—একদিন যাঁহার সহিত দিল্লীর সুলতানও সন্ধিবন্ধনে আবদ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তিনি যেমন অধুনা বিস্মৃত—চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সোণারগাঁ এবং লক্ষ্মণাবতী বা গৌড়ের পাঠান-অধিপতিদিগের মধ্যে নিয়ত যে দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষ ঘটিত, তাহাও তেমনি এখন অপরিচিত হইয়াছে। "ইবন্‌বতুতা যখন বঙ্গদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তখন সোণারগাঁর রাজধানীতে ফকরুদ্দীন মোবারক শা এবং লক্ষ্মণাবতীতে আলাউদ্দীন আলী—দুই রাজধানীতে এই দুইজন মুসলমান শাসনকর্ত্তা প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, এবং তাঁহাদের দুইজনের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছিল। সেই সময় জলযুদ্ধে সুবর্ণগ্রাম এবং স্থলযুদ্ধে লক্ষ্মণাবতী প্রসিদ্ধিসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছিল। ইবন্‌-বতুতার বর্ণনায়, বঙ্গদেশের এই দুই রাজধানীর নৌবলের ও বাহুবলের বিশদ বিবরণ দেখিতে পাই। বর্ষার সময় নৌবলের সাহায্যে মোবারক শা যখন লক্ষ্মণাবতী আক্রমণ করিতেন, তখন তাঁহার প্রভাব অপ্রতিহত বলিয়া প্রতীত হইত। আবার যখন বর্ষান্তে স্থলপথে অগ্রসর আলি-শা পূর্ব্ববঙ্গ-লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হইতেন, তখন তাঁহাকেই লোকে অত্যধিক প্রভাব-সম্পন্ন বলিয়া মনে করিত।" (১)

সোণারগাঁ ও লক্ষ্মণাবতী

ফকরুদ্দীন তারিখ-ই-ফিরোজশাহী গ্রন্থে 'ফকরা' নামে পরিচিত। কথিত হয় যে, তিনি লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তাকে নিহত করিয়া এবং লক্ষ্মণাবতীর রাজকোষ লুণ্ঠন করিয়া সাতগাঁ ও সোণারগাঁ অধিকার করিয়াছিলেন। সোণারগাঁর শাসন-কর্ত্তা বহরাম খাঁর মৃত্যুর পর এই

(১) পৃথিবীর ইতিহাস—৪র্থ খণ্ড ২৪০ পৃষ্ঠা—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী। c. f. *The voyages of Ibn Batuta.*

রাজবিপ্লব সংঘটিত হইয়াছিল। ফকরুদ্দীন যাহাদিগের সাহায্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন, তাহারা ইরান বা তুরাণের সমর-ব্যবসায়ী বলিয়া পরিচিত নহে—জিয়াউদ্দীন বার্ণী কর্ত্তৃক তাহারা বঙ্গ-সৈন্য নামে অভিহিত। (১)

বিজয়ী বঙ্গসেনা

সুবর্ণগ্রামে পাঠানরাজ্য সংস্থাপিত হইবার কিছুকাল পর সামসুউদ্দীন ইলিয়াস শাহ বঙ্গের হিন্দু ভূস্বামীদিগেব সাহায্যে পূর্ব্ববঙ্গের নানা স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তখনকার ভূস্বামী-দিগেব শক্তি ইহা হইতেই সূচিত হয়। তাঁহার নেতৃত্বে বঙ্গসৈন্য ত্রিপুরার কিয়দংশ জয় করিয়াছিল, বিহার অধিকার কবিযাছিল, তীরভুক্তি লুণ্ঠন করিযাছিল। (২) পাল ও সেন-রাজদিগের প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে অধুনা বিস্মৃত কুমার (৩) নামধেয় কোন পূর্ব্ববঙ্গ-নৃপতি একবার চীন সম্রাটের সহিত সৌখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া মগধের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিযাছিলেন, পাল-রাজগণ সমগ্র ভারতে বঙ্গের বিজয়কেতন উড্ডীন কবিয়াছিলেন, সেনভূপালের বিজয়ী গৌড়-বঙ্গ সেনা একদিন বারাণসীতে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিল—পাঠান-ভূপতির নেতৃত্বে বঙ্গসৈন্য একদিন অযোধ্যায প্রবেশ করিয়া বীরকীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছিল। সাহসী নায়কের অধীনে আবার তাহারা প্রমত্ত ভৈরবের মত অগ্রসর হইল।

জয়গর্ব্বিত ইলিয়াস্ শাহ দিল্লীর কর্ত্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। সুলতান

(১) Fakhra and his *Bengali Forces* killed Kadar Khan (Governor of Lakhnauti) and cut his wives and family &c—*Tarikh-I-Firoz Shahi* : Elliot, Vol III, Pp. 242-243.

(২) *Riyaz-us Salatin*—P. 99.
Tabakat-I-Akbari, P. 244.
Tarikh-I-Firozshahi (Barni).

(৩) পৃথিবীর ইতিহাস, ৪র্থ খণ্ড, ২৩৮ পৃষ্ঠা।—৺দুর্গাদাস লাহিড়ী।

ফিরোজশাহ তখন সপ্ততি সহস্র খানেমুল্‌ক, দুইলক্ষ পদাতিক, ষষ্টি সহস্র অশ্বারোহী, এক সহস্র কিস্তিহা-ই-বান্দ্‌-কুশা (রণতরী) এবং ৪৭০ রণহস্তী লইয়া দিল্লী হইতে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। এই মহতী চমূর সম্মুখে যাহারা অসি হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিল, তাহারা মুসলমান ঐতিহাসিক কর্ত্তৃক 'বঙ্গসৈন্য' আখ্যায় অভিহিত। তাহারা কি ভীরু ছিল?

দিল্লীর সুলতানের রণযাত্রা

গঙ্গা ও কৌশিকী যে স্থানে মিলিত হইয়াছে, সামস্‌উদ্দীন ইলিয়াস্‌ সেই স্থানে বঙ্গসেনার ব্যূহ রচনা করিলেন। দিল্লীর সুলতান দেখিলেন—তথায় নদী অতিক্রম করা অসম্ভব। নদীতীর অবলম্বন করিয়া তিনি চম্পারণ্যে প্রস্থান করিলেন এবং হস্তিদ্বারা সেতু নির্ম্মাণ করিয়া নদী অতিক্রম করিলেন। সুলতান কৌশিকী উত্তীর্ণ হইয়াছেন শুনিয়া সামস্‌উদ্দীন সসৈন্যে গৌড়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

হস্তি-সেতু

বীর বাঙ্গালীর হৃদয়শোণিতে রঞ্জিত একডালার অবস্থান লইয়া বহু মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ ইহাকে পাণ্ডুয়ার নিকটে স্থাপিত করেন, কেহ পুনর্ভবাতীরে, কেহ গৌড়ের নিকটবর্ত্তী সাগরদীঘির অনতিদূরে এবং কেহ বা ঢাকা জেলায় এই বারিবেষ্টিত একদা দুর্ভেদ্য দুর্গ অবস্থিত ছিল বলিয়া কহিয়া থাকেন। ঢাকা জেলায় আজিও একটী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি মৃন্ময় দুর্গ-প্রাচীর নদীতীরে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। সে নদীর বিস্তার এখন ৬০০ হস্ত পরিমিত। উহা স্থানে স্থানে ২৫।২৬ হস্ত পর্য্যন্ত গভীর। এক সময়ে এই নদীই সেই দুর্গের পরিখার কার্য্য করিত। নদীগর্ভ হইতে তীরভূমি এখনও এত উচ্চ যে, শত্রু আসিয়া তীরে উঠিতে পারে না। দুর্গপ্রাচীর এখনও প্রায় দুই মাইল বিস্তৃত এবং একদিকে পরিখা দ্বারা সুরক্ষিত। সে পরিখাও ক্ষুদ্র নহে—প্রশস্ত। প্রথম প্রাচীরের পরই আর একটী প্রাচীরের

একডালা

ভগ্নাবশেষ এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। তাহারই অভ্যন্তরে সুদৃঢ় বুরুজ প্রভৃতি অবস্থিত ছিল। ঢাকা-বিভাগের কমিশনর প্রত্নতত্ত্ববিৎ মিঃ র‍্যান্‌কিন্‌ আমাকে বলিয়াছেন যে, তিনি মনে করেন—বঙ্গবীর সহদেবের নামে এক সময়ে হয়ত এই দুর্গ সহদেব-দুর্গ নামে পরিচিত ছিল। স্থানীয় জনশ্রুতির "সহবেদ" সে কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। পাঠান-সুলতান এক সময়ে একডালা দুর্গের নামকরণ করিয়াছিলেন আজাদপুর। (১)

ফিরোজ শাহ দুর্গের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করিয়া কামান বসাইলেন। দিনের পর দিন খণ্ড-যুদ্ধ চলিতে লাগিল। একদিন, দুই

একডালার যুদ্ধ

দিন নহে—দ্বাবিংশ দিন যুদ্ধের পরও দুর্গ অধিকৃত হইল না! (২) প্রথম দিনের যুদ্ধ রিয়াজ-উস্‌ সালাতিনে "রুধির-রঞ্জিত" বলিয়া বর্ণিত। ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন যে, সে দিন বীরের দেহের ক্ষত আরক্ত গোলাপের ন্যায় দেখা গিয়াছিল।

"যাহারা বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানগণকে রণভীরু কাপুরুষ সাজাইয়া ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কপোল-কল্পিত উপাখ্যানের উপর আস্থা স্থাপন করিয়া, একালের লোকে সেকালের ঐতিহাসিক সত্যের উপর আস্থা স্থাপন করিতে ইতস্ততঃ করিলে, তজ্জন্য কাহাকেও

(১) The *Romance of an Eastern Capital*—F. B. Bradly Birt I. C. S., P. 62.

মালদহের "ইংরেজবাজার হইতে গৌড়ে যে রাস্তা গিয়াছে, সেই রাস্তা হইতে সাদুল্লাপুরে যাইবার যে রাস্তা আছে, একডালা তাহার দক্ষিণে ছিল। ইহা গঙ্গাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।" গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—৫৩ পৃষ্ঠা।

Tarikh-I-Firoz Shahi; Elliot, Vol III, P. 298.

(২) *Riyaz-us Salatin*—P. 100.

ভৎসনা করিবার উপায় নাই।......নৈসর্গিক কারণ-পরম্পরা যে সকল সামরিক ব্যাপারে কেবল বাঙ্গালীদিগকেই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পারদর্শিতা-লাভের যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার জন্য সেকালের বাঙ্গালী স্বদেশে বিদেশে পরিচিত থাকিয়াও, এখন সকলের কাছেই অপরিচিত হইয়া উঠিয়াছে !...আমরা যে সময়ের কাহিনী সংকলনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তখনকার বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান তাহাদের জয় পরাজয়ে তুল্যভাবে সহিষ্ণু হইয়া স্বদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থ কিরূপ অধ্যবসায়ের পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছে, ফিরোজ শাহের ইতিহাসে তাহা কিয়ৎ পরিমাণে বিবৃত হইয়া রহিয়াছে।" (১)

সম্মুখ সমরে জয়ের আশা নাই দেখিয়া দিল্লীর সুলতান কৌশল অবলম্বন করিলেন। "তিনি সসৈন্যে পলায়ন করিবার ভাণ করিয়া, গঙ্গাতীরে—একডালা হইতে সাত ক্রোশ দূরে—শিবির-সন্নিবেশ করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে দুর্গমূল হইতে বাদশাহের বিপুল বাহিনী অন্তর্হিত হইয়া গেল, দুর্গবাসিগণ তাহার সন্ধান লাভ করিলেন না।" তাঁহার কৌশলজাল বুঝিতে পারিয়া সামস্-উদ্দীন দশ সহস্র অশ্বারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক ও ৫০টী হস্তী লইয়া দিল্লীর (২) সৈন্যদিগকে অবিলম্বে আক্রমণ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহার পরাজয় ঘটিল। সামস্-উদ্দীন কালবিলম্ব না করিয়া পুনরায় একডালার দুর্গে আশ্রয় লইলেন। ফিরোজশাহ আবার দুর্গ অবরোধ করিলেন। ঐতিহাসিক আফিফ বলেন যে, দুর্গ অবরুদ্ধ হইলে সুলতান যখন দেখিলেন যে, মুসলমান-রমণীগণ একডালার ছাদের উপর সাশ্রুলোচনে,

(১) গৌড়-কাহিনী—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। বঙ্গদর্শন, ১৩১৫, ভাদ্র।

(২) *Tarikh-I-Firoz Shahi*, *Elliot*, Vol III, P. 285.

মুক্ত বদনে দণ্ডায়মানা, তখন তিনি মনোদুঃখে রণে ক্ষান্ত হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন! (১)

ঐতিহাসিক আফিফ বলিতে চাহেন যে, সুলতান মনে করিলেন, জয় ত হইয়াছেই—তবে বৃথা কেন আর মুসলমান-সেনা ক্ষয়—কেনই বা আত্মীয়-স্বজন-বিয়োগ-বিধুরা মুসলমান নারীদের নয়নে অশ্রুপ্লাবন বহানো! এত বড় অধর্ম্ম করিয়া পাপ সঞ্চয় করা কি উচিত? তাই তিনি যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু ইহা সত্য নহে! যুদ্ধে জয়ের সম্ভাবনা ছিল না দেখিয়াই যে তিনি ক্ষান্ত হইয়াছিলেন, বার্ণীর বর্ণনা হইতেই তাহা জানিতে পারা যায়। নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক স্বীকার করিয়াছেন যে, গৌড়াভিযান সম্রাটের দুর্ব্বলতাই সূচিত করে। সেই দুর্ব্বলতার বোঝাকে সমাগত বর্ষা ঋতুর স্কন্ধেই চাপানো হইয়াছিল! (২) সুলতান দেখিলেন যে, যুদ্ধ না মিটিতেই বর্ষায় দেশ ভাসিয়া যাইবে—বঙ্গে মশকের অত্যাচারও দুঃসহ—মানুষ ত দূরের কথা, অশ্ব পর্য্যন্ত সেই দংশন সহিতে পারে না! (৩) সুলতান তাই কাল্পনিক বর্ষার বারি-প্রবাহে আসন্ন পরাজয়ের কলঙ্কলেখা ধৌত করিয়া দ্রুতগতিতে দিল্লীনগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন! তাঁহার সৈন্যগণও পরম পরিতুষ্ট হইল! বাদশাহ বর্ষার ভয়ে শঙ্কিত হইয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন—এই কথাই জগতে প্রচারিত হইয়াছে। কিন্তু সত্যই কি বাঙ্গালায় তখন বর্ষা আসিয়াছিল? বর্ষা আসিবার সম্ভাবনাও কি তখন ছিল? ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, বাদশাহ ১৩৫৩ সালের ৫ই এপ্রেল তারিখে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন।

(১) *Tarikh-I-Firoz Shahi* (*Afif*)—*Elliot*, Vol III, P. 296-297.

(২) But this invasion only resulted in confession of weakness, *conveniently attributed* to the periodical flooding of the country.

—*J. A. S. B.* 1870, Page 254.

(৩) *Tarikh-I-Firoz Shahi* (*Afif*) : Elliot, Vol III, P. 295. Note.

ইংরাজি ৫ই এপ্রেল বাঙ্গালার চৈত্র মাস। তখন বাঙ্গালার নদী-নালা শুকাইয়াই গিয়াছিল—বর্ষার বারিধারায় পরিপুষ্ট হয় নাই!

বার্ণী এই যুদ্ধের বর্ণনাকালে বলিয়াছেন যে, সামসুউদ্দীনের সাহায্যকারী বঙ্গনৃপতি ও তাঁহাদের পদাতিক "পাইক"-সৈন্য প্রথমে মুখে বীরভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু কার্য্যকালে অস্ত্রত্যাগ করিয়া ভূমিচুম্বন পূর্ব্বক প্রাণরক্ষায় তৎপর হইয়াছিলেন—(১) এ বর্ণনা বিশ্বাসযোগ্য নহে। ইহা যখন সত্য যে, দিল্লীশ্বর রণে ক্ষান্ত হইয়া প্রস্থান বা পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, যখন জানিতে পাই যে, এই যুদ্ধে ১৮০০০০ জনেরও অধিক বাঙ্গালী-সৈন্য সমস্ত দিবাব্যাপী যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়া নিহত হইয়াছিল, তখনই মনে হয় তাহারা বীরবিক্রমেই যুদ্ধ করিয়াছিল—পলায়নও করে নাই—ভূমি চুম্বন পূর্ব্বক প্রাণ রক্ষা করিতেও তৎপর হয় নাই।

"ফিরোজ শাহের বঙ্গবিজয়-চেষ্টা প্রকৃত পক্ষে এইরূপে ব্যর্থ হইয়া গিয়াছিল! কিন্তু তাঁহার বেতনলুব্ধ ইতিহাসলেখকগণ, সে কথার উল্লেখ না করিয়া, বঙ্গবীরগণকে ব্যঙ্গ করিয়াই, ব্যর্থবিজয়-যাত্রার মনস্তাপ দুর করিবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা বিদূষকের রচনার উপযুক্ত হইলেও ঐতিহাসিকের রচনার উপযুক্ত বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।......যাহা হউক, এই সকল ব্যঙ্গোক্তির মধ্যেও একটি ঐতিহাসিক সত্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে;—তাহা প্রকারান্তরে বহুমূল্য। যাহারা দিল্লীশ্বরের গতিরোধ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য অকাতরে জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহারা বাঙ্গালী পাইক এবং বাঙ্গালী রাজা।" তাহারা পরাভূত হইলেও, পলায়ন করে নাই,—শত্রুহস্তে নিহত হইয়াছিল!

সুলতান ফিরোজশাহ যুদ্ধান্তে আদেশ দিয়াছিলেন যে, এক একটি

(১) *J. A. S. B.*, Vol XLII, (1873) Part I, P. 255.

বাঙ্গালীর ছিন্ন মুণ্ডের জন্য এক এক 'তঙ্কা' পুরস্কার বিতরিত হইবে! পুরস্কারের লোভে তাঁহার সৈন্যগণ ১৮০০০০ জনের অধিক বাঙ্গালীর মুণ্ড সপ্তক্রোশ বিস্তৃত রণভূমি হইতে কুড়াইয়া আনিয়াছিল! (১) গৌড়-পতি সামস্‌উদ্দীনের যে বাঙ্গালী-সেনা ছিল তাহার উল্লেখ গ্রন্থান্তরেও দেখিতে পাওয়া যায়। (২) ঐতিহাসিক আহম্মদ কহিয়াছেন যে, বাঙ্গালী-দিগের সেনাপতি সহদেও (সহদেব ?) এবং আরও অনেকে একডালার যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। পূর্ব্বে যে সহদেব-দুর্গের কথা বলিয়াছি, এই সহদেও কি সেই সহদেব ? তাহা হইলে বলিতে হয় একডালার অবস্থান ঢাকা জেলায়।

বীরের সম্মান

যুদ্ধকালে বঙ্গের কোন কোন হিন্দু ভূস্বামী (বাঙ্গালার রাও, রাণা ও জমিদার) সুলতান ফিরোজের পক্ষে (৩) এবং কেহ কেহ সামস্‌-উদ্দীনের পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে সামস্‌উদ্দীন স্বপক্ষের বীরদিগকে জয়গর্ব্বিত উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তিনি চট্টবংশীয় 'বঙ্গভূষণ' দুর্য্যোধনকে এবং মুবারক পক্ষীয় হিন্দু জমিদারগণকে পরাস্ত করায় পূতিতুণ্ড বংশীয় চক্রপাণিকে "রাজজয়ী" উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু জমিদারেরা সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। যাঁহারা সম্রাটের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে, সাগরদিয়ার মহাধনী উদয়ন কবিকঙ্কণ এবং মুরারি, মাধব প্রভৃতি তাঁহার সপ্তবীর পুত্র প্রধান ছিলেন। সম্রাট্ রাঢ়ীয় কুলীন বিকর্ত্তন

(১) *Tarikh I-Firoz Shahi* ; (*Afif*)—Elliot, Vol III, P. 297.

(২) *Tarikh-I-Mubarak Shahi* : Elliot, Vol IV. P. 8.

(৩) *Tarikh-I-Firoz Shahi*—Elliot, Vol, III P. 294.

চট্টকে "রাজা" ও মনোহর বঙ্গ-ভূষণের পুত্র শ্রীরামকে 'খান' উপাধি" দিয়াছিলেন। (১)

সিকন্দর শাহ

সামস্উদ্দীনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সিকন্দর শাহ পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। এদিকে সুবর্ণগ্রামের রাজসিংহাসন ফকরুদ্দীনের জামাতা জাফরখাঁকে প্রদান করিবার জন্য দিল্লীর সুলতান ফিরোজ শাহ আবার বহু সৈন্য লইয়া বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ৮৭টী গর্দভের পৃষ্ঠে তবলা ও দামামা বাজিয়া উঠিল। (২) সামস্উদ্দীন জীবিতকালে সুবর্ণগ্রাম-অধিপতি ফকরুদ্দীনের পুত্রের প্রাণবধ করিয়াছিলেন। জাফর খাঁ যখন এই সংবাদ লইয়া দিল্লীতে উপনীত হইলেন তখনই বাদশাহের কটক নড়িল—বহু অশ্বারোহী ও পদাতিক লইয়া দিল্লীশ্বর বঙ্গে আসিয়া উপনীত হইলেন। একডালার সুদৃঢ় দুর্গ তখনও সুদৃঢ়ই ছিল—গৌড়পতি সামস্উদ্দীন তথায় আশ্রয় লইয়া কিরূপে অসাধ্যসাধন করিয়াছিলেন, তাহা তখনও কেহ বিস্মৃত হয় নাই। সিকন্দর সাহ বিলম্ব না করিয়া একডালায় আশ্রয় লইলেন।

একডালার অবরোধ

সুলতান ফিরোজশাহ একডালার দুর্গ ভালরূপেই চিনিয়াছিলেন! তিনি দুর্গ অবরোধ করিলেন। চতুর্দ্দিকে 'আরদা' ও 'মঞ্জনিক' সংস্থাপিত হইল, তাহাদের অগ্নিমুখে যে তপ্ত গোলা ছুটিল তাহা দুর্গ-প্রাকারে আঘাত করিতে লাগিল বটে, কিন্তু বঙ্গসেনা কিছুতেই বিচলিত হইল না! (৩) অকস্মাৎ

(১) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। ৫৩ ও ৫৫ পৃষ্ঠা এবং ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশ।

(২) *Riyaz-us Salatin*, P. 103-4.

Tarikh-I-Firoz Shahi—Elliot, Vol III, P. 304-05.

(৩) *Tarikh-I-Firoz Shahi*—Elliot Vol III, P. 308.

একদিন দুর্গ-প্রাকারের একটী স্থান ভাঙ্গিয়া পড়িল, বাঙ্গালী-সেনা নিশাযোগে তাহার সংস্কার সাধন করিতে কুণ্ঠিত হইল না! দুর্গ-প্রবেশের পথ রুদ্ধ হইয়া গেল। 'ফিরোজশাহ্ বাঙ্গালী সেনাপতি সহদেবের শৌর্য্য বীর্য্যের পরিচয় ইতিপূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন, বঙ্গসেনার রণনিপুণতা তাঁহাকে একবার পলায়মানও করিয়াছিল। সুতরাং এবার যে তিনি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু এবারও ফিরোজশাহ একডলার দুর্গে প্রবেশ করিতে পারিলেন না! এরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইল যে, তাহার বর্ণনা করা সম্ভব নহে! (১)

মুসলমান ঐতিহাসিক আফিফ শেষে লিখিলেন—দুর্গে অবরুদ্ধা সম্ভ্রান্ত মুসলমান কুলমহিলাগণ পাছে বিজয়ী সৈন্যগণ কর্ত্তৃক লাঞ্ছিতা হন, এই জন্যই দিল্লীর সুলতান ভগ্ন দুর্গেও প্রবেশ করেন নাই! তাঁহার সৈন্যগণ আক্রমণ করিতে ইচ্ছুকই ছিল! এবারও আবার সেই মুসলমান রমণীর সম্মানের প্রতি শ্রদ্ধাই ফিরোজশাহকে দুর্গ জয় করিতে দিল না! কিছুদিন যুদ্ধের পর রাষ্ট্রনীতিকুশল বাঙ্গালী হয়বৎ খাঁ সম্রাটের দূত স্বরূপ আগমন করিয়া সন্ধি সংস্থাপন করিলেন। সিকন্দর শাহ্ ইহার পর হইতে গৌড় ও বঙ্গের স্বাধীন সুলতান স্বরূপ সিংহাসনে অবস্থান করিয়া নির্ব্বিবাদে রাজ্যভোগ করিতে লাগিলেন। (২)

(১) During the night "the King of the Blacks" mounted the 'Eastern roof' and urging his BENGALIS to work energetically, they laboured all night, and, restoring the ruined fort, were again prepared for the attack. The author has been informed by trustworthy people that the fort of Ikdala was built of mud, so that it was soon repaired and made ready for action. *Fighting re-commenced and went on of which no description can be given* ইত্যাদি। *Ibid*, P. 308-309.

(২) *Tarikh-I-Firoz Shahi*—Elliot, Vol III, Pp. 308-12.

পাঠান-সুলতানগণ যখন যেস্থান জয় করিতেন তখন তথা হইতে মুদ্রা প্রচার করিতেন। মুদ্রা-প্রচারই রাজ্যজয়ের নিদর্শন বলিয়া পরিচিত ছিল। পাঠান-শাসনকালের বহু মুদ্রা আজিও নানা ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। মুদ্রা-তত্ত্বের উপর নির্ভর করিয়া স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে, সামসউদ্দীনের মৃত্যুর পর সুবর্ণগ্রামে, দক্ষিণবঙ্গে, সপ্তগ্রামে, পূর্ব্ববঙ্গে, পশ্চিমবঙ্গে ও চাউলিস্তানে সিকন্দরের মুদ্রা প্রচারিত হইয়াছিল। (১) সুতরাং বঙ্গসৈন্য যে সে সময়ে নানা স্থানে যুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিল—কেহ বা পাঠানের স্বপক্ষে এবং কেহ বা বিপক্ষে অসি ধারণ করিয়াছিল তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

মুদ্রাতত্ত্ব

তখনও যে বঙ্গের নানা স্থানে স্বাধীনতাপ্রিয় হিন্দু ভূস্বামিগণ বাস করিতেন তাহা সিকন্দরের যুদ্ধবিগ্রহ হইতেই অনুমিত হয়। "সিকন্দর সসৈন্যে হিজলী আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। তখন হিজলীতে হরিদাস নামক রাজা রাজত্ব করিতেন।" (২)

রাজা হরিদাস

সিকন্দরের সময়ে মুকুটরায় নামক একজন বৈদিক ব্রাহ্মণ-জমিদারের আবির্ভাব হয়। মুকুটরায়ের জমিদারি বা রাজ্য এখনকার পাবনা, ফরিদপুর, যশোর, নদীয়া, খুলনা ও বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত ছিল। বর্দ্ধমান জেলার জাহাঙ্গীরাবাদ পরগণার পূরধুল বা পূর্ব্বস্থলীতে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৩৩৮ খৃঃ হইতে ১৩৬৫ খৃঃ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।...তিনি নিজে বীর পুরুষ ছিলেন। সে সময়ে পাঠানেরা এদেশের লোককে মুসলমান করিতে বড়

মুকুট রায়

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস, দ্বিতীয় ভাগ, ১৪৯ পৃষ্ঠা। ৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

(২) গৌড়ের ইতিহাস—৬০ পৃষ্ঠা। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

দৌরাত্ম্য করিত। তাহাদের দৌরাত্ম্যে বাধা জন্মাইতে গিয়া তিনি মারা যান। মুকুট রায় তৎসাময়িক দিল্লীর পাঠান-বাদশাহের নিকট পাঞ্জা লাভ করিয়া গঙ্গার দক্ষিণতীরবর্ত্তী সমুদায় বিভাগের জমিদার হইয়াছিলেন।" (১) স্বর্গীয় দুর্গাচন্দ্র সান্যাল মহাশয় তাঁহার 'বঙ্গের সামাজিক ইতিহাসে' মুকুট রায়কে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে মুকুট রায় পাবনা জেলার সাঁতৈল রাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

সিকন্দরের দুইটী মহিষী ছিল। একের গর্ভে গিয়াসউদ্দীন ও অপরের গর্ভে ১৭টী পুত্র জন্মিয়াছিল। সিকন্দরের জীবিতকালেই

সোনারগাঁয়ে সৈন্য সংগ্রহ

গিয়াসউদ্দীন সোনারগাঁয়ে সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক পিতার সহিত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইলেন। বিদ্রোহী সেনা বীরদর্পে পাণ্ডুয়া অভিমুখে যাত্রা করিল। (২) পিতা ও পুত্রে শেষে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী সোণার কোটে গিয়াসউদ্দীনের শিবির সংস্থাপিত হইল। সিকন্দরের সৈন্যও যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। পাণ্ডুয়ার নিকটবর্ত্তী গোয়ালপাড়া নামক স্থানে পিতা ও পুত্রে যুদ্ধ ঘটিল—পিতার শোণিতে সিক্ত হইয়া গিয়াসউদ্দীন রাজমুকুট শিরে ধারণ করিলেন! (৩) গিয়াসউদ্দীন ইতিহাসে ন্যায়নিষ্ঠ নরপতিরূপে পরিচিত; কিন্তু তাঁহার সিংহাসন-লাভের পথ পিতৃহত্যার মহাপাপে কলুষিত—মুসলমান ঐতিহাসিকের কোন চেষ্টাতেই সে কলঙ্ক দূর হইবার নহে!

বাদশাহ বাবর তাঁহার আত্মচরিতের একস্থানে লিখিয়াছেন যে (৪),

(১) গৌড়ের ইতিহাস—৬১ পৃষ্ঠা। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।
(২) *Stewart's History of Bengal,* P 101. (Bengabasi Edn) 1904.
(৩) *Riyazus Salatin* - P. 108.
(৪) *Tuzak-I-Babari* : Elliot, Vol IV, P 260.

বাঙ্গালীরা শুধু রাজসিংহাসনখানির উপরই শ্রদ্ধাবান, সেই সিংহাসনে যিনিই কেন উপবিষ্ট থাকুন না কেন, তাহাতে তাহাদের কিছু আসে যায় না। পাঠান-শাসনকালের ইতিহাস আলোচনা করিলে একথা কতক সত্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু সেকালেও দেখা গিয়াছে যে, রাষ্ট্রবিপ্লবের সুযোগে বুদ্ধিমান্ শক্তিশালী হিন্দু ভূস্বামী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দুই একবার বঙ্গের রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়াছেন। সেই রাজপরিবর্ত্তনের সহিত সমগ্র বঙ্গের জনসাধারণের যে আদৌ কোন সম্বন্ধ ছিল না এরূপ পরিচয় পাওয়া যায় না। উহা ব্যক্তিবিশেষের প্রাধান্যলাভের চেষ্টা হইলেও তাহার সহিত দেশের লোকের সহানুভূতি ছিল। রাজা গণেশের কাহিনী ইহারই একটী উদাহরণ।

তুজক্-ই-বাবরি

স্থলতান গিয়াসউদ্দীনের সিংহাসনলাভ হইতে দ্বিতীয়-সামস্উদ্দীনের সমাধি পর্য্যন্ত প্রায় অষ্টাদশ বর্ষকাল (১) যদিও ইতিহাসে রাষ্ট্রবিপ্লবের কাল বলিয়া প্রত্যক্ষভাবে পরিচিত নহে, কিন্তু উহা রাষ্ট্রবিপ্লবের ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির তেজ-সংগ্রহের কাল। বঙ্গের প্রজাসাধারণ সে বহ্নির বায়ু ও ইন্ধন যোগাইয়াছিল। স্থলতানের রাজসভা হইতেই হয়ত প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইয়াছিল। পিতৃশোণিতে সিক্ত অসির অগ্রভাগে স্থলতান যখন বৈমাত্রেয় ভ্রাতাদিগের চক্ষু উৎপাটিত করেন, তখন যে একটি বিপ্লবের বহ্নি ধূমায়িত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থলতান সৈফউদ্দীন এবং দ্বিতীয়-সামস্উদ্দীনের রাজত্বকালে সেই বহ্নি তীব্র হইয়া দেখা

বিপ্লব-বহ্নি

(১) কাল সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। গৌড়ের ইতিহাস—৬৩ পৃষ্ঠা; *Stewart's History of Bengal*—P. 160, বাঙ্গালার ইতিহাস—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভৃতি দেখুন।

দিয়াছিল। তখনই ভাতুড়িয়ার ভূস্বামী গণেশ "গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হইল রাজা।"

ভাতুড়িয়া পরগণার অধিকাংশ এখন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত। ভাতুড়িয়া-ভূস্বামী গণেশ কিরূপে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তাহা এখন জানিবার উপায় নাই। তাঁহার কাহিনী নানা প্রবাদ-প্রসঙ্গের সহিত জড়িত হইয়া এখনও উত্তরবঙ্গে প্রচলিত আছে। নহমূলা জনশ্রুতি—জনশ্রুতিকে একেবারে অবিশ্বাস না করিলে বলিতে হয় যে, সাঁতোলরাজ গণেশের বলবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। বহুপ্রচলিত জনপ্রবাদ—"বিল দেখত চলন, আর গ্রাম দেখত কলম"—এখনও রাজসাহী জেলার গৃহে গৃহে শুনিতে পাওয়া যায়। এখনও উহা প্রাচীনকালের চলনবিলের ভীষণ বিস্তার ও কলম গ্রামের প্রসিদ্ধির কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। চলনবিলের আর সে বিপুল বিস্তার নাই—আর তাহার বক্ষে তেমন বিরাট তরঙ্গ খেলে না। এখন চলনবিল ধান্যশীর্ষে সমাচ্ছন্ন। এখন আর তাহার নৈশনিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া দস্যুর তরণী ছুটে না—শ্যামা-রামার "জয়কালী জয়কালী" হুঙ্কার আর সেখানে ধ্বনিত হয় না। একালের কলম সেকালের কলমের শ্মশান মাত্র।

জনশ্রুতি

শ্যামা-রামা সেকালের দস্যু বলিয়া পরিচিত। তাহাদিগের "দৌরাত্ম্যে বাঙ্গালা দেশের অর্দ্ধভাগ প্রকম্পিত হইত।" প্রবাদ আছে, তাহাদিগকে দমন করিতে সাঁতোলের ও ভাদুড়ীচক্রের প্রবল পরাক্রান্ত দুইটি ভূস্বামী অশক্ত হইয়া উঠিলেন—গৌড়ের পাঠানশক্তি তাহাদের নিবাসদ্বীপ অধিকার করিয়াও দস্যু-দমন করিতে পারিলেন না। চলনবিলের অধিকার লইয়া যখন ভাদুড়ীচক্র ও সাঁতোলরাজদিগের মধ্যে বিবাদ আরম্ভ হইল, তখন শ্যামা-রামার বীর হুঙ্কারে ভাদুড়ীচক্র কম্পিত হইয়া উঠিল। গৌড়ের সিংহাসনের জন্য

শ্যামা-রামা

তখন ঘোর অন্তর্ব্বিরোধ চলিতেছিল। দশবৎসরের রাজত্বের পর সুলতান সৈফউদ্দীন তখন মৃত। পাঠান-রাজকর্ম্মচারিগণ সুলতান সৈফউদ্দীনের পোষ্যপুত্রকে দ্বিতীয়-সামস্‌উদ্দীন নামে সিংহাসনে স্থাপিত করিলেন। ইনি রিয়াজে বর্ণিত শাহাব্‌উদ্দীন। (১)

সম্ভবতঃ সৈফউদ্দীনের পুত্রদিগের সহিত এই কারণে দ্বিতীয়-সামস্‌-উদ্দীনের বিরোধ ঘটিয়াছিল। অধ্যাপক ব্লকম্যান বলিয়াছেন যে,

সিংহাসনের পাদপীঠ

গণেশ কখনও রাজ-উপাধি ধারণ করেন নাই, সিংহাসনেও আরোহণ করেন নাই। একটি ক্রীড়া-পুত্তলকে সুলতানরূপে স্থাপিত করিয়া নিজেই রাজদণ্ড পরিচালিত করিতেন। (২) এরূপও কথিত হয় যে, তাঁহারই কৌশলে সুলতান দ্বিতীয়-সামস্‌উদ্দীন নিহত হইয়াছিলেন। (৩) জনশ্রুতি আছে যে, ভাতুড়ীচক্রবর্ত্তী গণেশ প্রথমে দ্বিতীয়-সামস্‌উদ্দীনকে সাহায্য করিতেন। দ্বিতীয়-সামস্‌উদ্দীনই গণেশের সিংহাসন লাভের প্রথম পাদপীঠ।

এই বিপ্লবের কালে সাঁতোল-ভাতুড়ীচক্রের বিরোধ বিদূরিত হইয়াছিল। দুই রাজপরিবার বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। সাঁতোলরাজ অবিলম্বে শ্যামা ও বামার নেতৃত্বে দ্বাদশ সহস্র সৈনিক প্রেরণ করিয়া রাজা গণেশের বলবৃদ্ধি করিলেন। রাজসাহীর তানোরের নিকটে দ্বিতীয় সামস্‌উদ্দীনের সহিত সুলতান সৈফউদ্দীনের কোন পুত্র আজিম শাহের যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, তাহাতে আজিম নিহত (৪) হইলে পর চারিদিক কণ্টকমুক্ত দেখিয়া বোধ হয় গণেশ কোনও উপায়ে

(১) *Riyazus Salatin*, P. 112.

Stewart's History of Bengal—P. 106 (Bangabasi Edn.) 1904.

(২) *J. A. S. B.* Old Series, Vol XLII (1873). Part I, P. 263.

(৩) *Kiyazus-Salatin*—Pp. 110-112.

(৪) ইহা জন-প্রবাদ মাত্র।

দ্বিতীয়-সামসউদ্দীনকেও নিহত করাইয়াছিলেন। ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন—দ্বিতীয়-সামসউদ্দীন নির্ব্বিঘ্নে দুই বৎসর রাজত্ব করিবার পর ভাতুড়িয়ার জমিদার "কানিশ" বিদ্রোহী হইলেন। যুবক সুলতান সামসউদ্দীন মুসলমান-অমাত্যবর্গের সাহায্য পাইলেন না। তাঁহার সহিত যে যুদ্ধ হইল তাহাতে তিনি নিহত ও পরাজিত হইলেন। (১)

"রাজা গণেশ ভাতুড়িয়া পরগণার জমিদার ছিলেন। * * * গিয়াসউদ্দীনের আমলে, রাজসভার একজন প্রধান আমীর ছিলেন (২)। দ্বিতীয়-সামসউদ্দীন কি কারণে যে মুসলমান অমাত্যবর্গের সাহায্য পান নাই, ইহা হইতেই তাহা অনুমান করিতে পারা যায়।

রাজা গণেশ

রাজসভায় তাঁহার প্রতিপত্তি ছিল, স্বরাজ্যে তাঁহার সেনাবল ছিল, সুবিখ্যাত নরসিংহ নাড়িয়াল তাঁহার বিচক্ষণ মন্ত্রী ছিলেন। সুতরাং সামসউদ্দীনকে পরাভূত ও নিহত করিয়া তিনি অক্লেশেই গৌড়সিংহাসন লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪৯০ শকে ঈশান নাগর কর্ত্তৃক বিরচিত "অদ্বৈত প্রকাশ" গ্রন্থে সে কাহিনী ইঙ্গিতে বিবৃত হইয়াছে :—

যেই নরসিংহ নাড়িয়াল বলি খ্যাত।
সিদ্ধশ্রোত্রিয়াখ্য আরু ওঝার বংশ জাত॥
যেই নরসিংহ যশ ঘোষে ত্রিভুবন।
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত অতি বিচক্ষণ॥
যাহার মন্ত্রণাবলে শ্রীগণেশ রাজা।
গৌড়িয়া বাদশাহে মারি গৌড়ে হৈল রাজা॥

রাজা গণেশ কিরূপে সিংহাসনলাভ করিয়াছিলেন তাহা লইয়া

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 107 (Bangabasi Edn,) 1904

(২) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী। ৬৫ পৃষ্ঠা।

যেরূপ মতভেদ আছে, তিনি কোন দিন রাজ-উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন কি না, সে সম্বন্ধেও সেইরূপ মতান্তর দৃষ্ট হয়। তাঁহার নাম, যে কি ছিল তাহাও এখন বহু তর্কের বিষয়ীভূত হইয়াছে! (১) তাঁহার রাজ্যকালও তদ্রূপ মতান্তরের সৃষ্টি করিয়াছে। (২)

কিঞ্চিদধিক দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে এক দিন যে সিংহাসনে হিন্দুনরপতি বিরাজ করিতেন, দুই শত বর্ষ পূর্ব্বে একদিন যে জনপদ সায়ংকালে শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদে মুখরিত হইত, আরতির ধূপধূম-গন্ধে যাহার পবন আমোদিত হইয়া উঠিত—দুই শত বর্ষ পর চমকিত চপলার ন্যায় মাত্র সাত বৎসর (মতান্তরে ৯ বৎসর) কালের জন্য সেই সিংহাসনে একবার হিন্দুনরপতি জয়গর্ব্বে সমাসীন হইয়াছিলেন। আবাব গৌড়পতির নিদেশে বঙ্গে হিন্দুর দেবায়তন মস্তক উত্তোলন করিয়াছিল, বঙ্গে তখন যে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা পুনরারব্ধ হইয়া গ্রন্থাদি রচনার সূত্রপাৎ করিয়াছিল—রায়-মুকুটের অমরকোষের

হিন্দু বঙ্গ

(১) *J. A. S. B.* Old Series—Vol XLII (1873) Part I, P. 163.
Riyaz-us-Salatin—Pp. 110-112.
Calcutta Review—Vol LV, P. 208.
J. A. S. B. Old Series—Vol XLIV (1875), Part I, P. 287.
Do —*Vol LXI* (1892), Part I, P. 118.
Eastern India—Buchanan Hamilton, Vol II, P 618.

(২) *Stewart's History of Bengal*—P. 107 (Bangabasi) 1904; গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ৬৫ পৃষ্ঠা ইত্যাদি। মুসলমান লিখিত তিনখানি ইতিহাসে—(১) রিয়াজ-উস্-সালাতিন (২) তারিখ-ই-ফেরেস্তা (৩) তবাকৎ-ই-আকবরিতে রাজা গণেশের বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায়। রিয়াজের বিবরণ বিস্তৃত বটে, কিন্তু অধ্যাপক ব্লকম্যান বলেন যে, উহা গণেশের শত্রুপক্ষের লিখিত ইতিহাস। Vide *J. A. S. B.*—Vol XLII 1873, part I p. 264.

টীকা তাহার অন্যতম নিদর্শন। (১) "মহারাষ্ট্র শিবাজী এবং পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ ভিন্ন আর কোন হিন্দুরাজা" এরূপে সম্মুখ সমরে মুসলমান ভূপতিকে নিহত করিয়া স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপিত করিতে পারেন নাই।

গণেশ যখন হিন্দু হইয়াও সেকালে পাঠানের সিংহাসনে নির্ব্বিবাদে অবস্থিত ছিলেন, তখনই তাঁহার শক্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই। তাঁহার সদ্ব্যবহার যেমন লোকের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছিল, তাঁহার সেনাবলও সেইরূপ তাঁহাকে সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিয়াছিল। "১৪০৭ খৃষ্টাব্দে আরাকান-রাজ মেংস্যুমেয়ান বাঙ্গালায় পলাইয়া আসিয়া গৌড়েশ্বরের সাহায্য প্রার্থনা করেন, তখন জৌনপুর-রাজের সঙ্গে গণেশের বিবাদ চলিতেছিল। গৌড়-সেনার সাহায্যে আরাকান-রাজ স্বরাজ্যের উদ্ধার করেন ও আপনাকে গৌড়েশ্বরের সামন্ত বলিয়া স্বীকার করেন।" (২)

গৌড়পতি গণেশ কিরূপে শরণাগত মেংস্যুমেয়ানকে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহার বিস্তৃত ঐতিহাসিক বিবরণ নাই বটে, কিন্তু জনপ্রবাদ সে বিষয়ে নানা মনোরম তথ্য প্রকাশ করিয়া থাকে। মেংস্যুমেয়ান সাহায্যপ্রার্থী হইলেই রাজা গণেশ অবিলম্বে তাঁহার বীর পুত্র জনার্দ্দনকে ত্রিংশ সহস্র সৈন্যের নায়কপদে বৃত করিয়া প্রেরণ করিলেন। বঙ্গের রাজকুমার পথিমধ্যে ত্রিপুরাপতির সহিত মিলিত হইয়া বহু যুদ্ধে মগদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বঙ্গের রাষ্ট্রবিপ্লবে মুসলমান-বিজেতা এবং নানা যুদ্ধে মগ-বিজেতা জনার্দ্দন বীরকীর্ত্তির জন্য "বজ্রবাহু" উপাধিতে বিভূষিত হইয়া বাঙ্গালীর জয় বিঘোষিত করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। রাজসাহী ও চট্টগ্রামে

জনশ্রুতির বজ্রবাহু

---

(১) মহামহোপাধ্যায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী—নারায়ণ ২য় বর্ষ, ১৬৭ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ৬৯ পৃষ্ঠা।

জনপ্রবাদ কালক্রমে বজ্রবাহুকে একটি রমণীয় প্রেমনাটকের নায়করূপে পরিচিত করিয়া লঙ্কাজয়ী বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। কিন্তু যিনি সিংহল-বিজেতা—তিনি বিজয়সিংহ বজ্রবাহু নহেন।

বজ্রবাহুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে ইতিহাস কোনও সন্ধান রাখে না। তাঁহার মগ-জয় কাহিনীও ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দেখিতে পাই যখন জৌনপুরের ন্যায় প্রবল শত্রুর সহিত বিবাদ চলিতেছিল, রাজা গণেশ তখনও নির্ব্বাসিত বৈদেশিক রাজকুমারকে স্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অনায়াসে সেনা প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন। গৌড়পতির শক্তি বিশেষরূপে প্রবল না থাকিলে এবং গৃহরক্ষার জন্য বিশেষ আয়োজন না থাকিলে রাজা গণেশ এরূপ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

রাজা গণেশের পুত্র যদুর ইতিহাস পল্লবিত প্রবাদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। শুনিতে পাওয়া যায় তিনি মল্লযুদ্ধে সুপটু ছিলেন বলিয়া জয়মল্ল বা জিতমল্ল নামে অভিহিত হইতেন। ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাসে তিনি চেৎমল্ সুলতান জলাল্‌উদ্দীন নামে পরিচিত। ইংরাজি "Chietmull" বোধ হয় বাঙ্গালা জিতমল্লের অপভ্রংশ। পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া জিতমল্ল মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম-পরিবর্ত্তনের কারণ তবাকৎ-ই-আকবরীর মতে রাজ্যলোভ, রিয়াজের মতে সুবিখ্যাত মুসলমান ফকিরের নিকট দীক্ষালাভ এবং প্রবাদ-প্রসঙ্গে রাজকুমারী আসমানতারার প্রণয়। যে কারণেই জিতমল্ল ধর্ম্ম পরিবর্ত্তন করিয়া থাকুন, মুসলমান হইয়া তাঁহার নবীন রাজধর্ম্ম প্রচারের জন্য তিনি যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহা সত্য।

জিতমল্ল

রাজা গণেশ বঙ্গে যে নবীন প্রাণ সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহা তখনও বাঙ্গালীর পঞ্জরে ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। তখনও বঙ্গের হিন্দুগণ একে

বারে নিৰ্জ্জিতবীৰ্য্য হন নাই, তখনও উপযুক্ত নেতা পাইলেই বঙ্গবীর মুসলমান-শাসনের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হইত না। ঐতিহাসিক অনুসন্ধান এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালায় ইহার অধিক দৃষ্টান্ত আবিষ্কার করিতে সমর্থ হয় নাই।

দনুজমৰ্দ্দন-দেব

জিতমল্ল বা জলালুদ্দীনের অত্যাচার ও ধৰ্ম্মবিপ্লব যখন অসহনীয় হইয়া উঠিল, তখন দনুজমৰ্দ্দনের পতাকানিম্নে সমবেত হইয়া হিন্দু যোধগণ সিংহগৰ্জ্জনে রাজধানী কম্পিত করিয়া তুলিল। জলালুদ্দীনের মুসলমান-সেনার এমন সাধ্য হইল না যে, সেই বীরসিংহ দনুজমৰ্দ্দনকে অবরুদ্ধ করে। সম্ভবতঃ তখন একটী বিশাল রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রধূমিত অগ্নি অকস্মাৎ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল। কে তাহা নির্ব্বাণ করিবে? জলালুদ্দীন সিংহাসন হইতে অপসৃত হইলেন। বিনাযুদ্ধে যে এরূপ ঘটিয়াছিল, বিনা রক্তপাতে যে তিনি পিতৃসিংহাসন পরিত্যাগ করিয়াছিলেন এরূপ অনুমান হয় না।

সিংহাসনবিচ্যুত জলালুদ্দীন কোন্ তরুতলে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন—তাহা বঙ্গে কি জৌনপুরে, তাহা এখনও জানিবার উপায় নাই। জৌনপুরের পাঠান-ভূপতি গৌড়ের নির্ব্বাসিত রাজনন্দনকে হয়ত আশ্রয় দিয়াছিলেন। বিজয়ের শোণিতলিপ্ত শ্লাঘ্য পতাকা-হস্তে "শ্রীচণ্ডীচরণপরায়ণ" দনুজমৰ্দ্দন পাণ্ডুয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইলেন—তাঁহার রাজমুদ্রা সে কাহিনী ঘোষণা করিল (১)। বঙ্গে হিন্দুর জয়নিনাদ শ্রবণ করিয়া পাঠানের হৃদয় কম্পিত হইয়া উঠিল—আবার রাজা গণেশের অবরুদ্ধ দেবায়তনের অন্ধকার কক্ষমধ্যে

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১ম খণ্ড—২য় সংস্করণ-১৫৩ পৃঃ।

লাঞ্ছিত শ্রীমূর্ত্তির শূন্য বেদীর সম্মুখে গন্ধতৈলের স্বর্ণপ্রদীপ জ্বলিয়া উঠিল।

দনুজমর্দ্দন-দেব (১৩৩৯ শকে) ১৪১৬-১৭ খৃষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া হইতে যে সকল মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন তাহাদের নিদর্শন আজিও ঢাকার শিল্পশালায় রক্ষিত হইতেছে। বিজয়ী বীরের অপ্রতিহত শক্তি পাণ্ডুয়া হইতে অগ্রসর হইয়া, নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া চট্টগ্রাম বা চাটিগ্রামে বিস্তার লাভ করিল। দনুজমর্দ্দন-দেব চাটিগ্রাম টঙ্কশালা হইতে মুদ্রা প্রচারিত করিলেন। তিনি সুবর্ণগ্রাম জয় করিলেন—অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা কিছু-দিনের জন্য আবার নমিত হইল—সুবর্ণগ্রামের হিন্দুরাজাদিগের শৌর্য্য-কাহিনী আবার জাগ্রত হইয়া উঠিল। দনুজমর্দ্দন-দেব ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে সুবর্ণগ্রাম হইতে বহু মুদ্রা প্রচার করিলেন। পাঠোদ্ধারের ভ্রমে বাঙ্গালার এই বীরকাহিনী এতদিন অপরিজ্ঞাত ছিল। কয়েকমাস পূর্ব্বে পাঠান-ভূপতিদিগের বহু মুদ্রার সহিত দনুজমর্দ্দনের কতকগুলি মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়া যে বীর-কাহিনী প্রচার করিতেছে, তাহার জন্য বাঙ্গালার ইতিহাস প্রত্নতাত্ত্বিকদিগের নিকট ঋণী থাকিবে। (১)

দনুজমর্দ্দনের রৌপ্যমুদ্রা

দনুজমর্দ্দনের বংশবিবরণ এখনও তমসাচ্ছন্ন, কারণ তিনি দনুজ-রায় বা দনুজমাধব নহেন। কিন্তু তিনটী স্থানের মুদ্রা একত্র দেখিলে ইহাই মনে হয় যে, অন্ততঃ ১৪১৬ হইতে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তিনি গৌড়ের ভূপতি ছিলেন। তাঁহার রাজ্য-জয়কালে বাঙ্গালীর সহিত

(১) বন্ধুবর ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন যে, রাজা গণেশ ও দনুজমর্দ্দনদেব অভিন্ন ব্যক্তি এবং মহেন্দ্রদেব যদু বা জলালউদ্দীনের পূর্ব্বনাম।

Coins & Chronology of the Early Independent Sultans of Bengal—Dr. N. K. Bhattasali, M. A.

বাঙ্গালীরই যুদ্ধ হইয়াছিল—সুতরাং সে জয় ও পরাজয় বাঙ্গালীরই বাহুবলের পরিচয় দেয়।

দনুজমর্দ্দনের পরই দেখিতে পাওয়া যায় মহারাজ মহেন্দ্রের রজতমুদ্রা। এখন পর্য্যন্ত যতদূর জানা যায় তাহাতে মহারাজ মহেন্দ্র ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে পাণ্ডুয়া হইতে মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন। মহারাজ মহেন্দ্র যে কে তাহা জানিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। তিনি হয়ত দনুজমর্দ্দনের পুত্র, কিংবা আত্মীয় কিংবা তাঁহার সহিত দনুজমর্দ্দনের কোন প্রকার সম্বন্ধই বর্ত্তমান ছিল না। কিন্তু তাঁহার ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৪২৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত মুদ্রাঙ্কিত মুদ্রা ইহাই প্রকাশ করে যে, তিনি ঐ সময়ে পাণ্ডুয়ার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং সমুদয় উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহার অধীন ছিল। (১) দনুজমর্দ্দন কিরূপে সিংহাসন হইতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তাহা অন্ধকারের গর্ভে নিহিত আছে।

মহারাজ মহেন্দ্র

সুলতান জলালুদ্দীন এ সময়ে কোথায় ছিলেন? লিখিত ইতিহাস তৎসম্বন্ধে এখনও নীরব। কোন রাজমুদ্রা ১৪১৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দের কিছুকাল পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ দেয় না। ১৪১৮ খৃষ্টাব্দে তিনি সাতগাঁও হইতে যে মুদ্রা প্রচারিত করিয়াছিলেন তাহা লোকলোচনের অন্তর্গত হইয়াছে (২), সুতরাং সাতগাঁও সে সময়ে তাঁহার অধিকারে ছিল বা আসিয়াছিল। সিংহাসনচ্যুত হইয়া তিনি যে উহা পুনঃ প্রাপ্ত হইবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন, সাতগাঁয়ের মুদ্রা তাহা ব্যক্ত করে। সে চেষ্টার

সাতগাঁয়ের মুসলমান-মুদ্রা

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—৺রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—১ম খণ্ড—২য় সংস্করণ ১৫৫—৫৬ পৃঃ

(২) *Catalogue of Coins in the Indian Musuem*, Calcutta, Vol II, P. 162.

অর্থ যুদ্ধ—সে যুদ্ধের কাহিনী বাঙ্গালী-সেনার সহিত বাঙ্গালী ও পাঠান-সেনার শক্তিপরীক্ষা। সে পরীক্ষায় জলালুদ্দীনই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, কারণ সেকালের মুদ্রায় মহারাজ মহেন্দ্র বা দনুজমর্দ্দনের নাম পাওয়া যায় না। সেকালের মুদ্রা সুলতান জলালুদ্দীনের নাম বহন করে।

বাঙ্গালী হিন্দুর গৌরব

রাজা গণেশের ও তাঁহার অল্পকাল পরেই রাজা দনুজমর্দ্দনদেব ও মহারাজ মহেন্দ্রের পাণ্ডুয়ার রাজসিংহাসন লাভের কাহিনী এখন বিশেষ বিবরণের অভাবে প্রবাদের মর্য্যাদা মাত্র লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু সে কাহিনী বাঙ্গালীর—বিশেষতঃ বাঙ্গালী-হিন্দুর বিজয়-কাহিনী—উহা প্রমাণিত করে যে, প্রতিষ্ঠিত পাঠান-রাজশক্তিকে সিংহাসনবিচ্যুত করিবার যোগ্যতা পাঠানাগমনের অন্ততঃ ১৫০ বৎসর পরও হিন্দুদিগের মধ্যে বর্ত্তমান ছিল। সুতরাং সেকালে এবং অন্যান্য কারণে পরবর্ত্তীকালেও বঙ্গদেশ হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করা দুরূহ বা অসম্ভব হয় নাই। এই রাষ্ট্রবিপ্লবে যে বাঙ্গালী হিন্দুই শুধু যোগদান করিয়াছিল এরূপ মনে হয় না—বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান একত্র যোগ দিয়াছিল, কারণ ১৫০ বৎসরের মুসলমান-সম্পর্কে বহু বাঙ্গালী-হিন্দু মুসলমান হইয়াছিল। মহম্মদ-ই বক্তিয়ার খিলিজি এবং পরবর্ত্তীকালের পাঠান-সেনাপতিদিগের সহিত আগত পাঠানদিগের পুত্রকলত্রও তখন বাঙ্গালার লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছিল।

পতনের আরম্ভ

জলালুদ্দীনের পর হইতেই গৌড়সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল; পরবর্ত্তী সুলতানগণ চরিত্রহীন ও অলস হইয়া রঙ্গমহলেই কালকর্ত্তন করিতে লাগিলেন; কেহ বা বেগমদিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া স্ত্রীজনোচিত অঙ্গাভরণে ভূষিত হইয়া সুরা ও সঙ্গীতেই বিভোর হইয়া পড়িলেন। রাজসভা ক্রমে ক্রমে

নৃত্যশালা হইয়া উঠিল। (১) তখন রঙ্গমহলের খোজা ও হাবসী প্রহরিবর্গ প্রভুহত্যা করিয়া একে একে সিংহাসনে আরোহণ করিতে লাগিল। (২)

হাবসীদিগের যমস্বরূপ হইয়া যেদিন গৌড়জনেব বলে বলীয়ান, পূর্ব্বে সহায়হীন হোসেন শাহ গৌডপতি হইবার জন্য শাণিত অসি মুক্ত কবিলেন, সেদিন গৌড়ের দুর্গমূল নাগরিকদিগের শোণিতে সিক্ত হইয়া শিথিল হইয়া পড়িল। গৌড়দুর্গের চতুর্দ্দিকে হোসেনের ও মুজফ্‌ফরের চারি মাস ব্যাপী যে সুদীর্ঘ সমর ঘটিয়াছিল, হাজি মহম্মদ কান্দাহারী বলিয়াছেন যে, তাহাতে একলক্ষ বিংশ সহস্র হিন্দু ও মুসলমান নিহত হইয়াছিল! (৩) ইতিহাসে নরপাংশুল রূপে পরিচিত মুজফ্‌ফবের কাহিনী লোকে ক্রমে ক্রমে বিস্মৃত হইতে লাগিল, তৎপূর্ব্বে হিন্দু রাজাদিগের সহিত মুজফ্‌ফরেব সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল ; (৪) তাঁহার যে তখনও ৫০০০ হাবসী অশ্বারোহী, ২৫০০০ আফগান এবং বাঙ্গালী সৈন্য ছিল তাহার পরিচয় আছে। (৫)

সুলতান মুজফ্‌ফর শাহের বাঙ্গালী সৈন্য

হোসেন শাহের যুগ বঙ্গের এক অভিনব প্রেম-ধর্ম্মপ্রচারের যুগ—সে যুগ সাহিত্যে ও সঙ্গীতে সুপরিচিত—তাহার কাহিনী বঙ্গে, মগধে, মিথিলায়, উৎকলে, আসামে, কামরূপে, লক্ষকণ্ঠে পরিকীর্ত্তিত ; সে যুগের কাহিনী আজিও নীলাচলে

বঙ্গের কৌস্তুভ মণি

(১) *Stewart's History of Bengal*, P. 119 (Bangabasi Edn.) 1904

(২) *J. A. S. B.* (Old),. Vol XLII, 1873, p. 296.

(৩) ষ্টুয়ার্ট বলেন ২৬০০০ সৈন্য নিহত হইয়াছিল। *Stewart's History of Bengal*, P. 142 (Bangabasi Edn.) 1904. *Riyaz-us Salatin* p. 128.

(৪) *Ibid*, P. 124.

(৫) *Stewart's History of Bengal*—P. 1:4 (Bangabasi Edn.) 1904.

তরঙ্গগর্জ্জনে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইতেছে—সে যুগের কৌস্তুভমণি বক্ষে ধারণ করিয়া মহাসাগর সত্যসত্যই রত্নাকর হইয়াছে।

পরিব্রাজক ভর্থেমা কহিয়াছেন—আমরা 'বংঘেল্লা' নগরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলাম। * * আমি যত নগর দেখিয়াছি, ইহা তাহাদের সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এইস্থানের স্থলতান একজন মুর (মুসলমান)। তাঁহার অধীনে অশ্বারোহী ও পদাতিকে মিলিয়া দুইলক্ষ সৈন্য আছে। ইহারা সকলেই মুসলমান। নরসিংহের নৃপতির সহিত তাঁহার নিয়তই যুদ্ধ ঘটে।

পরিব্রাজক ভর্থেমা

'বংঘেল্লা' যে কোন্ নগর তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, ইহা হয় চট্টগ্রাম, না হয় সোনারগাঁ এবং ভর্থেমা-বর্ণিত মুসলমান ভূপতি—পাঠান ভূপাল হোসেন শাহ এবং নরসিংহের রাজা উড়িষ্যার নরপতি প্রতাপরুদ্র।

পাঠান-শাসনকালে কতকগুলি পাঠানভূপতির হাবসী (১) সৈন্য ছিল। স্থলতান বার্ব্বাক শাহ ও ফতে শাহের হাবসী সেনাপতি ও সৈন্যের উল্লেখ ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু শুধু পাঠান ও হাবসী সৈন্যের দ্বারাই যে সেকালের বঙ্গবাহিনী গঠিত হইতে পারিত এরূপ মনে হয় না। স্থলতানদিগের সৈন্যের সংখ্যা, অতি অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গে বহু সৈন্য সংগ্রহ, শৌর্য্য বীর্য্যের খ্যাতি প্রভৃতি হইতেই ইহা অনুমান করিতে পারা যায়। হোসেন শাহের যে দুই লক্ষ সেনা ছিল তাহা ফেরিস্তাও বলিয়া গিয়াছেন। তারিখ-ফতে-ই-আসাম নামক গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে যে, আসাম-যুদ্ধে হোসেন শাহের ২৪০০০ সেনা নিযুক্ত

হোসেনশাহের বাঙ্গালী-সৈন্য

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 123 (Bangabasi Edn.) 1904.

হইয়াছিল। অনেক রণতরীও এই যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। সে সকল রণতরীর মাঝিমাল্লা যে বাঙ্গালী ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

মুজফ্‌ফর শাহের হত্যার পর গৌড়ের প্রধানগণ এবং পৌরজন হোসেন শাহকেই গৌড়পতিরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ইহা ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দের পুরাতন কাহিনী। গৌড়সিংহাসনে আরোহণকালে যে ভীষণ যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া হোসেন শাহ শোণিত-তরঙ্গে স্নাত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। নিকটবর্ত্তী স্বাধীন ও প্রতাপশালী পাঠানরাজ্য জৌনপুর ইহার পূর্ব্ব হইতেই সুলতান সেকেন্দার কর্ত্তৃক আক্রান্ত ও

বঙ্গদেশ হইতে সেনা-সংগ্রহের সম্ভাবনা

বিধ্বস্ত হইয়াছিল। জৌনপুরের ভূপতি শাহ হুসেন আলী তখন নিজেই জৌনপুর হইতে বেহারের সীমান্তে ও বেহার সীমান্ত হইতে জৌনপুরে পলায়মান—অবশেষে সেকেন্দর কর্ত্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া তিনি গৌড়ের সিংহদ্বারেই আশ্রয়-ভিখারী হইয়াছিলেন। (১) সুতরাং জৌনপুরী সৈন্য পাইবার সম্ভাবনা হোসেন শাহের ছিল না।

সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই হোসেন শাহ হাবসী সৈন্য দূরীকৃত করিয়াছিলেন, পাইক-সেনা বিদায় দিয়াছিলেন। পাইকগণ অনেক সময়েই বিদ্রোহী হইয়া গোপনে সুলতানদিগকে নিহত করিত বলিয়া হোসেন শাহ এরূপ করিয়াছিলেন। পাইকদিগকে বিদায় করিয়া তিনি বঙ্গে যে নূতন সেনাদলের সৃষ্টি করিয়াছিলেন তাহারা ইতিহাসে 'সেরহাং' নামে পরিচিত হইয়া সুলতানের শরীর রক্ষা করিত। সেরহাং-সেনা সম্ভবতঃ মুসলমান দ্বারা গঠিত হইয়া থাকিবে—কিন্তু তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ আছে কি না জানি না।

কর্ম্মচ্যুত পাইক সেনাদিগের বংশধরগণ মেদিনীপুর অঞ্চলে বাস

(১) *Tarikh-I-Khanjahan Lodi*—Elliot, Vol V, P. 65.

করিত এবং চাকরাণ জমি ভোগ করিত। আবশ্যক হইলেই উহারা বঙ্গপতির জন্য অস্ত্র ধরিত। ইংরাজের আমলে যখন তাহাদের সাহায্যের আর প্রয়োজন হইল না, তখন গবর্ণমেণ্ট চাকরাণ বাজেয়াপ্ত করিতে চাহিলেন। পাইকগণ সেজন্য দশ বৎসর পর্য্যন্ত নানা উপদ্রবের সৃষ্টি করিয়াছিল। (১)

হোসেন শাহ যেমন দেহরক্ষীস্বরূপ পাইক সেনা রাখেন নাই, তেমনি বঙ্গের সমুদায় হাবসী সেনাও বিতাড়িত করিয়াছিলেন। হাবসীগণ বিশ্বাসঘাতক বলিয়া পরিচিত ছিল। সুতরাং কর্ম্মচ্যুত হইয়া তাহারা কি জৌনপুরে, কি দিল্লীতে—কোন স্থানেই আর নূতন কর্ম্ম পাইল না। শুনিতে পাওয়া যায় তাহাদের কতক গুজরাটে ও কতক দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিল। ইহাদিগেরই বংশধরগণ দাক্ষিণাত্যের সুবিখ্যাত 'সিদ্দি' সৈন্য বলিয়া পরিচিত। (২)

মুজফ্‌ফর শাহের মৃত্যুর পর কিরূপে উজীর হোসেন শাহ গৌড়সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইযাছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সে সময়েও বঙ্গের বাহির হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ তাঁহার ছিল না। হাবসী ও পাইকদিগকে বিদায় দেওযায় বঙ্গসৈন্যের সংখ্যাও হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই বৎসরেই আবার আসাম-অভিযানের জন্য তিনি বঙ্গে সেনা সংগ্রহ করিলেন। তাহাদের সংখ্যাও অল্প ছিল না। (৩)

---

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 127 (Bangabasi Edn.) 1904.

(২) *Ibid*—Pp. 127--128.

(৩) He......assembled a numerous army and invaded the Kingdom of Assam—*Ibid—P. 128.* রিয়াজে উড়িষ্যা আক্রমণের পর আসাম-যুদ্ধের কথা আছে।

কেবল যে তিনি আসাম-যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন তাহা নহে; গৌড় হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত ভূভাগের নৃপতিবর্গ তাঁহার নিকট আনত হইয়াছিলেন। (১) চৈতন্য ভাগবতে রিয়াজের এই উক্তিরই নিম্নলিখিত-রূপ প্রতিধ্বনি শুনিতে পাই:—

যে হুসেন শাহা সর্ব্ব-উড়িয়ার দেশে।
দেবমূর্ত্তি ভাঙ্গিলেক দেউল-বিশেযে॥ (২)

মুসলমান-সেনা এ সময়ে উড়িষ্যা জয় করিতে পারে নাই। প্রতাপ-রুদ্র মন্দারণ দুর্গ অবরোধ করিলে পর তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী গোবিন্দ বিদ্যাধর গোপনে মুসলমানদিগের সহিত যোগদান করায় প্রতাপরুদ্র পলায়ন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (৩) তখন পর্য্যন্তও বঙ্গে "প্রতাপেতে যম" অর্জ্জুনরাজ বিদ্যমান ছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

ছায়াশূন্য বেদশশী পবিমিত শক।
সনাতন হুসেনশাহ নৃপতি তিলক॥
উত্তরে অর্জ্জুন রাজা প্রতাপেতে যম।
মুল্লুক ফতেয়াবাদ বঙ্গরোড়া তক সীম॥ (৪)

বঙ্গের পার্শ্ববর্ত্তী ত্রিপুরা ও কামতা রাজ্য তখন শৌর্য্য-বীর্য্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বঙ্গদেশ যে তখন ভীরুর আবাসভূমি ছিল তাহার আদৌ কোনও পরিচয় নাই। সুতরাং পূর্ব্বাপর বর্ণিত অবস্থা আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, হোসেনশাহ্ বঙ্গদেশ হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার বীর বাঙ্গালী-সেনাপতি গৌর মল্লিকের নাম

(১) *Riyaz-us Salatin*—P. 132.

(২) চৈতন্যভাগবত—শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী। ৪২৬ পৃষ্ঠা।

(৩) *J. A. S. B.* Old series, Vol LXIX, 1900, Part I, P. 186.

(৪) ফুল্লশ্রী গ্রামবাসী বিজয় গুপ্তের ১৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'মনসা মঙ্গল'—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন, ২৭৯ পৃষ্ঠা।

আজিও পরিচিত—তাঁহার "বঙ্গাল" নামক সেনাপতির নাম বিশেষরূপে লক্ষ্য করিবার বিষয়। যুদ্ধ-ব্যবসায় বাঙ্গালায় বিশেষরূপে পরিচিত ও সুযোগ মাত্রেই অবলম্বনীয় না থাকিলে বাঙ্গালী সেনাপতি ও সৈন্য কোথা হইতে আসিত ?

ত্রিপুরাপতি ধনমাণিক্য এই যুগে একজন পরাক্রান্ত নৃপতি রূপে পরিচিত ছিলেন। হোসেন শাহ যখন তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলেন, তখন প্রথমবার পরাজিত হইলেন। পরাজয়ের কলঙ্ক দূব করিবার জন্য তিনি বঙ্গবীর গৌর মল্লিকের নেতৃত্বাধীনে আবার সৈন্য প্রেরণ করিলেন।

বঙ্গ-বীর গৌর মল্লিক ও চয়চাগ

রায় চয়চাগ তখন ত্রিপুবাপতির সেনাপতি। চয়চাগের সহিত কুমিল্লায় গৌর মল্লিকের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা বাঙ্গালী সেনাপতিরই রণনিপুণতার পরিচয় প্রদান করে। চয়চাগ পরাজিত হইলেন, বঙ্গবীরের ডঙ্কা ত্রিপুরায় বাজিয়া উঠিল—মেহেরকুল দুর্গ গৌর মল্লিকের করায়ত্ত হইল।

দুর্গ অধিকার করিয়া গৌডসেনা জয় জয় নাদে ত্রিপুরার রাজধানীর দিকে অগ্রসর হইল। চয়চাগ প্রমাদ গণিলেন। তিনি গোমতী নদীতে বাঁধ দিলেন—জলস্রোত অবরুদ্ধ হইল। গৌড়সেনা ইহা জানিতে পারিল না, মনে কবিল গোমতী একটি বিশুষ্ক নদী মাত্র। তাহারা যখন নিশ্চিন্ত চিত্তে গোমতীর শুষ্কপ্রায় গর্ভ অতিক্রম করিতে লাগিল, চয়চাগ তখন বাঁধ কাটিয়া দিলেন। বিপুল বেগে নদীতে স্রোত বহিল—ভীম গর্জ্জনে তরঙ্গের পর তরঙ্গ ধাবিত হইতে লাগিল—বঙ্গ-সেনা গোমতীর উচ্ছ্বসিত বারিপ্রবাহে নিমগ্ন হইল। যাহারা কোন ক্রমে রক্ষা পাইল, তাহারাও চণ্ডীগড়ে ত্রিপুরার সেনা কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল। হোসেন শাহ চারি বার ত্রিপুরারাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন—তিনবার পরাজিত হইয়া

চতুর্থবারে জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া ত্রিপুরার ইতিহাসে কথিত হয়। (১)

হোসেন শাহের সেবায় ও উজীর বসুবংশীয় পুরন্দর খাঁর পরামর্শে (২) বঙ্গের নৌশক্তি তখন প্রবল হইয়াছিল। বাঙ্গালার ২৪০০০ সেনা ও বহু রণতরী সেকালে আসাম-জয়ের জন্য ধাবিত হইয়াছিল। হোসেন-পুত্র নসরৎ শাহের কালেও (১৫৩১ খৃষ্টাব্দে) গৌড়সেনা ৫০ খানি রণতরী লইয়া আহোমরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। তেমানিতে যে জলযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে গৌড়সেনা পরাজিত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল। (৩) ফতিয়া-ই-ইব্রিয়া নামক গ্রন্থে কথিত হয় যে, হোসেন শাহের বহু রণতরী ছিল। (৪) তেমানির যুদ্ধের দুই বৎসর পর আর একটি জলযুদ্ধে আহোম সেনার নিকট গৌড়সেনা পরাজিত হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে "বঙ্গাল" নামক একজন গৌড়-সেনাপতির পরিচয় পাওয়া যায়। কথিত হয় যে, বঙ্গ-বাহিনী একডালা হইতে রণ-যাত্রা করিয়াছিল। (৫)

রণতরী

গৌড়ের সেনা বারংবার আসাম-জয়ের চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। হোসেন শাহের সময় হইতে মীরজুমলার কাল পর্য্যন্ত বহু বঙ্গসেনার রুধিরস্রোতে আসামের শিলাতল সিক্ত হইয়াছে—বহু রণতরী হইতে কামান ডাকিয়াছে (৬)—বহু সেনাপতি যুদ্ধে প্রাণ দিয়াছেন—কিন্তু কোন দিন আসাম বিজিত হয় নাই।

(১) রাজমালা বা ত্রিপুরার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত কৈলাশচন্দ্র সিংহ, ৪৩-৫০।
(২) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—১০৪ পৃষ্ঠা।
(৩) *A History of Assam*—Gait, P. 79.
(৪) *J. A. S. B.* (1872), Pp. 79, 335.
Ibid (1873) P. 209.
(৫) *Topography of Dacca*—Taylor, P. 69.
(৬) *A History of Assam*—Gait, Pp. 82, 87, 88, 90.

কামরূপ রাজ্য তখন হিন্দুর গৌরব-প্রভায় সমুজ্জ্বল—পাঠান-জয়ের আনন্দে উৎফুল্ল। হোসেন শাহের পুত্রের সেনা আসাম-রাজ কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া খাদ্যাদির অভাবে একান্ত বিপদগ্রস্ত ও শেষে পরাজিত হইল। ইহা বাঙ্গালীর পরাজয়-বার্ত্তা। ঐতিহাসিক গোলাম হোসেন যাহাকে এক বৎসরের একটী মাত্র যুদ্ধাভিযানরূপে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা একটি মাত্র অভিযান নহে। হোসেন শাহের সেনা রাজা নীলাম্বরের রাজ্য আক্রমণ করিয়া পরাজিত হইলে পর যখন হোসেন শাহ্ গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, তখন রাজার নিকট বলিয়া পাঠাইলেন যে, তাঁহার মহিষী রাণীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন। রাজা সম্মত হইলেন। বস্ত্রাচ্ছাদিত কতকগুলি শিবিকা তখন কামতাপুর নগরে প্রবেশ করিল। সকলে ভাবিল সুলতানপত্নী ও তাঁহার দাসী প্রভৃতি আসিয়াছে। সহসা শিবিকাগুলির আবরণ মুক্ত হইল, বহু লোক শিবিকা হইতে বাহির হইয়া পুরী আক্রমণ করিল—নীলাম্বর বন্দী হইলেন। কিন্তু সিংহ-শিশুকে কে পিঞ্জরাবদ্ধ করিতে পারে? রাজা নীলাম্বর গৌড়ের পথে পলায়ন করিয়া স্বরাজ্যে আগমন করিলেন। (১) রাজপুরে এইরূপে ছলে বহু মুসলমান-সৈন্য প্রবেশ করিবার কাহিনী সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গজয়-কাহিনীর ঈষৎ পরিবর্ত্তিত সংস্করণ বলিয়া মনে হয়!

রাজা নীলাম্বর

এ যুগের বঙ্গ-সাহিত্য বঙ্গচরিত্রের যে মূর্ত্তি প্রদর্শন করে তাহা ভীরুর চিত্র নহে। শ্রীযুক্ত দীনেশবাবু লিখিয়াছেন—"বাঙ্গালী তখনও একান্ত মৃদু ও কুসুম-সুকুমার হইয়া পড়েন নাই, তাই বীরত্বের কাহিনীগুলিতেও মূলের উদ্দীপনার যথাযথ প্রতিধ্বনি জাগিয়াছে, অমার্জ্জিত ভাষার মধ্যেও সংক্ষুব্ধ চিত্তের

বঙ্গভাষায় বীর-মূর্ত্তি

(১) *A History of Assam*—Gait, Pp. 42-43.

ক্রোধ, অপমান প্রভৃতি রসের প্রবাহ অনেকটা বাধ বাধ হইয়াও যেন কবির উত্তেজনার প্রখরতার পরিচয় দিতেছে।" (১)

হোসেন শাহের মৃত্যুর পর ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে মোগল ও পাঠানের রুধির-তরঙ্গে ভারতের পানিপথ ক্ষেত্র পরিপ্লাবিত হইয়া গেল—মোগলের প্রতিষ্ঠার বীজ পাঠান-সুলতান দিল্লীশ্বর ইব্রাহিম লোদীর শোণিতসিক্ত ভূমিতে উপ্ত হইল। তাহার পর ভারতের একাংশের ও বঙ্গের ইতিহাস মোগল-পাঠানের সমরাভিযানের ইতিহাস। তাহা কৌশলী মোগলের নবরাজ্য সংস্থাপনের প্রাণান্ত চেষ্টায় পরিপূর্ণ এবং স্বজাতিবৎসল পাঠান শেরখাঁর অদ্ভুত অধ্যবসায় ও বীরত্ব-গর্ব্বে সুবিখ্যাত। সে বীরত্ব-খ্যাতির সহিতও বঙ্গবীরের কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বেই বঙ্গরাজ্য হইতে গৌড়সেনা প্রধাবিত হইয়া লক্ষ্ণৌ নগরী আক্রমণ করিয়াছিল। এই সংবাদে বিচলিত হইয়া বাহশাহ বাবর হোসেন শাহের পুত্র নসরৎ শাহের সহিত সন্ধি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। (২)

পানিপথ

বঙ্গে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে শের খাঁ একমাস পর্য্যন্ত তেলিয়াগাড়ী ও সকরিগলির গিরিপথে বঙ্গসৈন্যের বিক্রম পরীক্ষা করিয়া যথেষ্ট বেগ পাইয়াছিলেন। এই গিরিপথে তাঁহাকে বহুমূল্যে জয়মাল্য ক্রয় করিতে হইয়াছিল। (৩) গৌড়-সুলতান মহম্মদ শাহের কামান ছিল, সেনা ছিল। শের খাঁ যে সে কালে বঙ্গসৈন্যকে ভীতির চক্ষে দেখিতেন না (৪) তাহাও নহে!

বেহারে যুদ্ধ

(১) বঙ্গভাষা ও সাহিত্য—শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন (রায় বাহাদুর)।

(২) *Riyaz-us Salatin*—P. 135.

(৩) *Riyaz-us Salatin*—P. 139.

(৪) Please God, when I have dispersed *Bengal army*, you will soon see, if I survive, how I will expel the Mughals from Hindustan.
—*Tarikh-I-Sher Shahi* : Elliot, Vol IV, Pp. 338-39.

বঙ্গসেনাপতি কুতুব খাঁ যখন বেহার আক্রমণ করেন তখন তাঁহার বঙ্গসেনা, শের খাঁর সৈন্য অপেক্ষা হীনশক্তি ছিল। (১) কুতুব মনে করিলেন, বঙ্গসেনা অক্লেশে পাঠানদিগকে জয় করিবে। ভাগ্যলক্ষ্মী শের খাঁর প্রতি প্রসন্ন ছিল। তীরবিদ্ধ হইয়া সমরক্ষেত্রে কুতুবের মানবলীলা শেষ হইল। সেকালে সেনাপতি নিহত হইলেই সৈন্যগণ পলায়ন করিত। বঙ্গসেনা যখন দেখিল কুতুব মৃত, তাহারা পলায়ন করিতে লাগিল। তাহাদের কামান, হস্তী ও জিনিষপত্র সমস্তই শত্রুকরতলগত হইল। শের খাঁ বেহারের কর্ত্তা হইলেন। বেহারের অল্পবয়স্ক ভূপতি জলাল্ খাঁ লোহানী শেরখাঁর দুর্ব্ব্যবহারে মর্ম্মপীড়িত হইয়া গৌড়ের সুলতান মহম্মদ শাহের নিকট আশ্রয় লইলেন।

মহম্মদ পুনরায় বঙ্গ হইতে বহু সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। (২) এবং কুতুবের পুত্র ইব্রাহিমকে সেনাপতিত্বে বরণ করিয়া যুদ্ধে পাঠাইলেন। ইব্রাহিম বহু কামান (আইতিস-বাজি) ও হস্তী লইয়া, বহু বঙ্গসৈন্যের নেতৃত্ব লাভে গর্ব্বিত হৃদয়ে যুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বাঙ্গালী সৈন্যের বীরত্বের উপর তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল। সেই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি সেনাপতির যথাকর্ত্তব্য পালনে ততটা মনোযোগী হইলেন না! তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, যুদ্ধে জয় নিশ্চয়ই ঘটিবে। (৩)

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 136 (Bangabasi Edn.) 1904.

(২) He however *assembled a more numerous army*, the command of which he entrusted to Ibrahim Khan, the son of the unfortunate general.—*Stewart's History of Bengal*, P. 137 (Bangabasi Edn.) 1904; *Dow's Hindusthan*—Vol II, P. 147.

(৩) Ibrahim Khan, who was very confident in *the prowess of the Bengalis* thought that in the day of battle the Afghans would be no match for them ইত্যাদি—*Tarikh-I-Sher Shahi* : Elliot, Vol IV, P. 339.

বাঙ্গালীরা শের খাঁর মৃন্ময় দুর্গ অবরোধ করিল। (১) দুর্গ বহুদিন পর্য্যন্ত অবরুদ্ধ থাকিল, কিন্তু শের খাঁ পরাজয় মানিলেন না। ইব্রাহিম বঙ্গ হইতে নূতন সৈন্য আনিবার জন্য দূত প্রেরণ করিলেন। শের খাঁ এই সংবাদ শুনিয়া নিজ সৈন্যদিগকে কহিলেন—আমি এতদিন বাঙ্গালীদের সহিত সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হই নাই, পরিখার অন্তরালেই আশ্রয় লইয়া আছি। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য এতদিন আমি কেন সামান্য মাত্র সেনা দুর্গের বাহির করিয়াছি জান? পাছে বহু বঙ্গসৈন্য দেখিয়া আমার সেনা হতাশ্বাস হইয়া পড়ে এই জন্য। এখন আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে, যুদ্ধে বাঙ্গালীসেনা পাঠানসেনা অপেক্ষা অনেক নিকৃষ্ট।···আমি এখন সম্মুখ-যুদ্ধে অগ্রসর হইব। সম্মুখ-যুদ্ধ না হইলে শত্রুকে পরাজিত করা যাইবে না। ভগবানকে ধন্যবাদ যে, পাঠানে ও বাঙ্গালীতে সম্মুখ-সমরে পাঠানের জয় নিশ্চিত। বাঙ্গালীরা যে পাঠানের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিবে—ইহা অসম্ভব। এখন আমি কি করিতে চাই শোন। যদি তোমরা সম্মত হও, ভগবান যদি সদয় হন, কল্য প্রভাতেই আমি সম্মুখ-সমরে প্রবৃত্ত হইব, নতুবা নূতন বাঙ্গালী সৈন্য আসিয়া পড়িবে। (২)

শের খাঁর উৎসাহ-বাণী

শের খাঁ দেখিলেন তাঁহার উৎসাহবাক্যে সৈন্যগণ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন তিনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। ইতঃপূর্ব্বে বঙ্গ-সেনাপতি ইব্রাহিম খাঁ যখন তাঁহাকে বলিতেন—দুর্গ হইতে বাহির হও, এস সম্মুখরণে শক্তি

যুদ্ধের আয়োজন

(১) The BENGALIANS besieged Shere in a mud fort, for a long time without success; so that Ibrahim was obliged to send home for succours.—*Dow's Hindusthan*, Vol II, P. 147.

(২) *Tarikh-I-Sher Shahi*—Elliot, Vol IV, P. 340.

পরীক্ষা করি—তখন শের খাঁ বাহির হইতে সাহসী হইতেন না! (১) সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়া শের খাঁ বঙ্গসেনাপতিকে বলিয়া পাঠাইলেন—"আপনার সহিত যদি সন্ধি হয় আমি এই আশায় এতদিন দুর্গের বাহির হই নাই ; যদি আপনি সন্ধি করিতে প্রস্তুত না থাকেন তবে কল্য প্রভাতেই রণক্ষেত্রে শক্তি-পরীক্ষা হইবে।" বঙ্গসেনাপতি বলিলেন—"আচ্ছা তাহাই হউক, কল্য প্রভাতে যুদ্ধ হইবে।"

রাত্রির তখন ত্রিযাম অতিক্রান্ত হইয়াছে—শের খাঁ শয্যাত্যাগ করিলেন, সৈন্যদিগকে দুর্গের বাহিরে আনিয়া কহিলেন—শত্রুর বহু হস্তী ও কামান আছে, তাহাদের পদাতিক সৈন্যও বহু দেখিতেছি। আমরা এমন কৌশলে যুঝিব যে, শত্রু যেন ছত্রভঙ্গ হয়। (২)

প্রভাতে যুদ্ধারম্ভ হইল। পূর্ব্ব-নির্দ্ধারিত কৌশল মত প্রথমবার আক্রমণ করিয়াই পাঠানসেনা পলায়নের ভাণ করিল। বঙ্গসেনা ভাবিল, পাঠানগণ সত্যসত্যই পলাইতেছে। বাঙ্গালী অশ্বারোহী সেনা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিল—তাহাদের পদাতিক ও কামান পশ্চাতে পড়িয়া রহিল। শের খাঁ ইহারই জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। একটী উচ্চস্থানের পশ্চাতে তাঁহার বহু সৈন্য লুক্কায়িত ছিল। তাহারা অবসর বুঝিয়া বাঙ্গালীদিগকে আক্রমণ করিল। বাঙ্গালী অশ্বারোহী ও পাঠান অশ্বারোহী তখন মৃত্যু-লীলার অভিনয় করিতে লাগিল। বাঙ্গালীর গোলন্দাজ সেনা অশ্বারোহীদিগকে সাহায্য করিতে পারিল না। বাঙ্গালী অশ্বারোহী সেনা টলিল—তাহাদের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইল। তাহারা যখন বিপদ বুঝিতে পারিল এবং

বাঙ্গালী অশ্বারোহীর যুদ্ধ

---

(১) *Tarikh-I-Sher Shahi* : Elliot, Vol IV, P. 341

(২) *Ibid.*

মৃত্যুপণ করিয়া যুদ্ধে নিযুক্ত হইল, সুবিখ্যাত যোদ্ধগণ ক্রমে ক্রমে যখন নিহত হইলেন, বিজয়মাল্য তখন শের খাঁর কণ্ঠে শোভা পাইল। (১)

ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিয়া শের খাঁ অতিশয় দুর্দ্ধর্ষ হইয়া উঠিলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল যে, মোগলদিগকে বিদূরিত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠান-রাজ্য সংস্থাপিত করিবেন। পাঠানদিগের মধ্যে একজাতীয়তার স্নেহবন্ধন যাহাতে সুদৃঢ় হয় সেজন্য শের খাঁ যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে একটী শক্তিশালী পাঠানজাতি সংগঠিত করিবার জন্য তিনি আমরণ চেষ্টিত ছিলেন। (২)

পাঠান-সম্মিলন

বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়া যখন শের খাঁ আবার সসৈন্যে হুমায়ুনের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন তখন ভাতুড়িয়ার রাজা অনুপ-নারায়ণের নিকট হইতে পঞ্চ সহস্র সৈন্য লইলেন। অনুপনারায়ণের বীরপুত্র মুকুন্দ নারায়ণ সেই সৈন্যের নায়ক স্বরূপ অগ্রসর হইয়া কনৌজের নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে, মোগল-পাঠানের কুরুক্ষেত্রে মোগল-বিজয়-গৌরবের অংশভাগী হইয়াছিলেন। (৩)

ভাতুড়িয়ার রাজকুমার

অখ্যাত শের খাঁ আগ্রাপতি শের শাহ হইলেন; তাঁহার জীবনপণে যে উচ্চচূড় পাঠান-কীর্ত্তি-মিনার রচিত হইয়াছিল তাহা তাঁহার মৃত্যুর পর দ্বাবিংশ বর্ষ মধ্যেই চূর্ণ হইয়া গেল। পানিপথে উপ্ত মোগল-প্রতিষ্ঠার বীজ পত্রে পুষ্পে সুশোভিত মহামহীরুহের ন্যায় পাঠানের সমাধির উপর শির তুলিল। তখনও বঙ্গের সিংহাসনে পাঠান-সুলতান সমাসীন ছিলেন বটে, তখনও তাঁহার

নির্ব্বাণোন্মুখ দীপ

(১) The BENGALIS however rallied and stood their ground and the two armies became closely engaged. যাঁহারা এই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা জানিতে চাহেন তাঁহারা তারিখ-ই-শেরশাহী দেখুন। *Tarikh-I-Sher Shahi* : Elliot : Vol IV, Pp. 342-43.

(২) *Tarikh-I Sher-Shahi* : Elliot : Vol IV, p. 364.

(৩) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।—১৬২ পৃষ্ঠা।

রাজসভা গন্ধতৈলের অসংখ্য প্রদীপে সমুদ্ভাসিত হইত বটে, তখনও তাঁহার সিংহদ্বারের উচ্চ শিরে প্রভাতে সন্ধ্যায় বাঁশরীর মুখে পাঠানের জয় গীত হইত বটে—কিন্তু এ সমস্তই পতনের আরম্ভ মাত্র!

বেহারের শাসনকর্ত্তা সোলেমান যখন গৌড় অধিকার করিলেন তখন গৌড়ের জল-বায়ু দূষিত হইয়া উঠিয়াছে। সোলেমান দেখিলেন, ইতিপূর্ব্বে অনেক স্থলতান গৌড়ে নিহত হইয়াছেন। তিনি গৌড় নগরকে দুর্ভাগ্যের আলয় মনে করিয়া টাঁড়ায় নূতন রাজধানী নির্ম্মাণ করিলেন। গৌড় হইতে রাজমহলে যাইবার পথে টাঁড়া নগর অবস্থিত ছিল, ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রবল বন্যায় উহার চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়।

নূতন রাজধানী

উড়িষ্যার সিংহাসনে তখন মুকুন্দদেব অধিষ্ঠিত ছিলেন। দিল্লীর রাজসভা হইতে দূত প্রেরিত হইয়া তখন উড়িষ্যায় অবস্থান করিতেন। রাজদূতের সহিত পরামর্শ করিয়া মুকুন্দদেব বঙ্গদেশ আক্রমণের আয়োজন করিতে লাগিলেন। সে সংবাদ টাঁড়ায় আসিতে বিলম্ব হইল না। স্থলতান সোলেমান অবিলম্বে বহু সেনা সহ সেনাপতি কালাপাহাড়কে উড়িষ্যা-বিজয়ের জন্য প্রেরণ করিলেন।

উড়িষ্যার মুকুন্দদেব

কালাপাহাড়ের কাহিনী বাঙ্গালী হিন্দুর কাহিনী—কালাপাহাড়ের স্মৃতি হিন্দু-সমাজের অনুদার নীতির প্রবল উদাহরণকে চিরদিনের জন্য জাগ্রত করিয়া রাখিবে। যিনি অনায়াসে হিন্দুর কীর্ত্তিধ্বজা বহন করিয়া দিকে দিকে দেশে দেশে জয়নাদে অগ্রসর হইতে পারিতেন, তিনি এখন কুক্রিয়াসক্ত পতিত হিন্দুর প্রতিমূর্ত্তিরূপে বাঙ্গালার গৃহে গৃহে উপেক্ষিত!

কালাপাহাড়

রাজসাহী জেলার বীরজাওন গ্রামে একটাকিয়া ভাদুড়ীবংশে কালাচাঁদের জন্ম হইয়াছিল। তাঁহার পিতা নয়নচাঁদ বীরজাওন ও

পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভৌমিক বলিয়া পরিচিত ছিলেন—গৌড়পতি তাঁহাকে ফৌজদারী বিভাগে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

বুদ্ধিমান মেধাবী পরম বৈষ্ণব কালাচাঁদ সাহসী দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ সুপুরুষ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। তাঁহার শস্ত্রচালনায় অধিকার ও অশ্বারোহণে দক্ষতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। কালাচাঁদ গৌড়পতির নিকট কর্ম্মপ্রার্থীরূপে উপস্থিত হইলে পর তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তি দর্শনে পুলকিত হইয়া গৌড়পতি তাঁহাকে গৌড়রাজ্যের ফৌজদারের পদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

একদিন কোন্ অশুভক্ষণে সুলতান-দুহিতা কুমারী 'দুলারী' নবনিযুক্ত ফৌজদারের বরবপু দর্শনে মোহিতা হইলেন, তাঁহার গুণপনা রাজ-দুহিতার হৃদয় আকর্ষণ করিল। সুলতান সোলেমান যখন এ সংবাদ শুনিলেন তখন দুলারীর সহিত কালাচাঁদের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। কালাচাঁদ ইতিপূর্ব্বেই শ্রীপুবনিবাসী রাধামোহন লাহিড়ীর দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু হইয়া কিরূপে মুসলমান রাজকন্যাকে বিবাহ করিবেন! সুতরাং অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। এ প্রত্যাখ্যান সহ্য করা সুলতানের পক্ষে অসম্ভব হইল। অবিলম্বে কালাচাঁদ বধ্যভূমে নীত হইলেন—ঘাতকের উদ্যত খড়্গ তাঁহার মুণ্ড কাটিবার জন্য সৌরকরে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। জনপ্রবাদ কহিয়া থাকে যে, রাজকুমারী স্বয়ং বধ্যভূমে আসিয়া কালাচাঁদের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন।

কালাচাঁদ অবশেষে বাধ্য হইয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিতে সম্মত হইলেন। তিনি শ্রীক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যাদেশের আশায় শ্রীমন্দিরের দ্বারদেশে সপ্তাহকাল ধন্না দিলেন—নিদ্রিত দেবতা তাঁহার দিকে চাহিলেন না, দেবদাসগণ তাঁহাকে লাঞ্ছিত করিয়া বিশ্বপতির সিংহদ্বার হইতে দূর করিয়া দিল। অনুদার হিন্দুসমাজের আরক্ত-চক্ষু অদৃষ্টের মত তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে ফিরিতে লাগিল।

সমাজ তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত গ্রহণ করিল না—তাঁহার বিপদে বিন্দুমাত্রও সহানুভূতি দেখাইল না, তাঁহার বিচার পর্য্যন্ত করিল না! প্রচণ্ড ক্রোধে প্রজ্বলিত, দারুণ লাঞ্ছনায় মর্ম্মাহত, মমতাহীন বিচারশূন্য সমাজের অন্যায় আদেশে বিদ্রোহী বৈষ্ণব কালাচাঁদের হৃদয়মধ্যে যে সয়তান ছিল সে তখন জাগ্রত হইয়া উঠিল—সে কালাচাঁদকে সমাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করাইল। কালাচাঁদ ইসলামধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক মহম্মদ ফর্ম্মুলি নাম গ্রহণ করিলেন এবং সুদীর্ঘ একাদশ বর্ষ ধরিয়া হিন্দুর দেবমন্দির ও শ্রীমূর্ত্তি সকল ধ্বংস করিয়া, শতসহস্র হিন্দুকে বলে কৌশলে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করাইয়া কালাপাহাড় নামে পরিচিত হইলেন! তাঁহার শৌর্য্যকাহিনী বাঙ্গালীর শৌর্য্যকাহিনী। সে অনুপম বীরের অসির ফলকে বঙ্গসৈন্যের বিজয়কীর্ত্তি উড়িষ্যায় ও রাঢ়ে, কামরূপে ও কোচবিহারে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। (১) মুসলমান রচিত ইতিহাসে কালাপাহাড়ের কাহিনী মুসলমানের বীরগাথারূপে বর্ণিত হইয়াছে—হিন্দু-কালাচাঁদের অতীত ইতিহাস এখন প্রবাদকে আশ্রয় কবিতে বাধ্য হইয়াছে, তাহার অন্য আশ্রয় নাই!

নৌশিল্প

সোলেমানের রাজত্বকালে সিজার ফ্রেডারিক নামক ভিনিস দেশীয় একজন বণিক সমুদ্রপথে ঝটিকা-তাড়িত হইয়া সন্দীপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। সন্দীপ তখন মুসলমান অধিবাসিদিগের দ্বারা পরিপূর্ণ, বঙ্গের দক্ষিণ-পূর্ব্বাঞ্চলের লোক তখন প্রায়ই মুসলমান ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছে। ফ্রেডারিক দেখিয়াছিলেন যে, সেকালে চট্টগ্রামে বহু অর্বণপোত প্রস্তুত হইত। কনষ্টাণ্টিনোপলের

(১) বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস—শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল।
গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, ১৬৯-১৭০ পৃষ্ঠা।

সুলতান আলেকজান্দ্রিয়ায় নির্ম্মিত অর্বর্ণপোত অপেক্ষা চট্টগ্রামের পোতেরই সমধিক আদর করিতেন।

মুসলমান-শাসনের সূত্রপাতেও গৌড়ের "চিড়াইবাড়ী" নৌনির্ম্মাণের জন্য সুবিখ্যাত ছিল এবং শত শত শিল্পীর অন্ন সংস্থানের উপায় করিয়া দিত। এইখানে নবীন তরণী নির্ম্মিত হইত, জীর্ণ তরী সংস্কৃত হইত। "না-ঘাটা" আজিও সেই প্রাচীন নৌশিল্পের স্মৃতি বহন করে। ভালুকীর অলঙ্কার কুণ্ড, বর্দ্ধমানের ধুসা দত্ত, ইছানীর লক্ষপতি, গৌড়ের গর্ভেশ্বর দত্ত প্রভৃতি সেকালের প্রবীণ বাঙ্গালী বণিক্ ছিলেন। ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ের ভিখু শেখ রেসম ও কার্পাস-বস্ত্র লইয়া রুষদেশে যাত্রা করিয়াছিলেন।

প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যও বাঙ্গালার এই নৌসাধনের পরিচয় প্রদান করে। চাঁদ ও ধনপতি সদাগরদিগের কাহিনীতে যে পরিচয় পরিস্ফুট, মালদহের গম্ভীরার গানে এখনও তাহা গীত এবং সেকালের 'গঙ্গাপ্রসাদ' 'হংসরব', 'সাগর-ফেনা', 'মধুকর', প্রভৃতি কবিজনোচিত নামাবলীর সহিত সে কাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে।

যখন মনে হয় বঙ্গের কার্য্যকুশল শিল্পিগণ অর্ণবপোত নির্ম্মাণের জন্য—

শাল পিয়াল কাটে খরি তেতলি।
কাটিল নিম্বের গাছ গম্ভারি পারলি॥
আম্র কাঁঠাল কাটে, কাটিল বকুল।
চম্পা খিরণি কাটি করিল নির্ম্মূল॥ (১)

সে দিন বঙ্গের কি গৌরবেরই যুগ ছিল। সে যুগের "কুশাই কামিলা"র ও তাহার শিষ্যদিগের হাতুড়ীর আঘাতের প্রতিধ্বনি আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীতেও (১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে) ঢাকার পোতাশ্রয়ে শুনিয়াছি; ঊনবিংশ

(১) মনসা মঙ্গল—জগজ্জীবন।

শতাব্দীর প্রথম পাদেও ফরাসী লেখক বলিয়াছেন—নৌনির্ম্মাণ বিষয়ে প্রাচীন হিন্দুগণ উৎকর্ষলাভ করিয়াছিল, এখনও তাহারা য়ুরোপকে, নৌশিল্পের আদর্শ উপহার দিতে সমর্থ। (১)

নবম পরিচ্ছেদ

বঙ্গে মোগল

The Governors of provinces exercised, each within his jurisdiction, all the executive powers of the state......In most provinces there were Hindu chiefs who retained an hereditary jurisdiction ; the most submissive of this class paid their revenue and furnished the aid of their troops and militia to the governor......but were not interfered with in the ordinary course of their administration ; the most independent only yielded a general obedience to the Government and afforded their aid to keep the peace......

—*History of India* : *Elphinstone.*

মোগলাধিকারের ঊষায় ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোনের উদ্ধৃত উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। পাঠানদিগের আমলে বঙ্গভূস্বামিগণের প্রভুশক্তি যেরূপ প্রবল ছিল, মোগলের কালে সেরূপ থাকিতে পারে নাই। তখনও ভূস্বামিগণ যদৃচ্ছা সেনা রক্ষা করিতেন,

অমৃতে গরল

(১) *Les Hindoes by F. Baltazzar* (1811) in Mr. *Mukerjee's, Indian Shipping.*

যদৃচ্ছা শাসন-ব্যবস্থা প্রচলিত করিতেন এবং আবশ্যক হইলে পরস্পর পরস্পরের কণ্ঠচ্ছেদ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। আপন আপন ক্ষুদ্র রাজ্যমধ্যেই তাঁহাদের সকল আশা, আকাঙ্খা ও উৎসাহ নিবদ্ধ থাকিত—বৃহতের দিকে তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত না।

পাঠানরাজগণ বঙ্গের ভূস্বামিদিগের প্রভুশক্তির উপর হস্তক্ষেপ করেন নাই, কিন্তু মোগল আসিয়াই উহা হ্রাস করিতে চাহিল। বঙ্গের প্রভু বলিতে এককালে বঙ্গের ভূস্বামিদিগকেই বুঝাইত—কিন্ত মোগল তাহা সহ্য করিল না। ভূস্বামিদিগেব শক্তি হরণ করিয়া তাহারা নিজশক্তিও অজ্ঞাতে খর্ব্বীকৃত করিয়া ফেলিল! মোগল মনে করিয়াছিল ভূস্বামিদিগকে পঙ্গু করিতে পারিলেই তাহাদের শাসন অব্যাহত রহিবে—পাঠান-কালের ন্যায় তাহাদেব শাসন-কাল অস্ত্রের ঝন্‌ঝনায় পরিপূর্ণ হইবে না। মোগলের আশা কতকাংশে ফলবতী হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে ফল অমৃত দান করিল না! উহার বিষ মোগলকেও জর্জ্জরিত করিল, বঙ্গের ভূস্বামিদিগকেও শিথিল-শক্তি করিয়া ফেলিল!

মোগল ও পাঠান শাসনে বঙ্গের ভূস্বামী

"আলিবর্দ্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নবাবদিগের আমলে বাঙ্গালী জমীদার-দিগের বিশেষ আধিপত্য ছিল না। যথাসময়ে রাজকর পরিশোধ করিতে না পারিলে সকলকেই সবিশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইত। কেহ কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইতেন, কাহারও বা বৈকুণ্ঠবাসের ব্যবস্থা হইত।" (১) কিন্তু পাঠান-শাসনকালে "ইঁহারাই দীন দুনিয়ার মালিক ছিলেন, ইঁহারাই রাজস্ব আদায় করিতেন, শান্তি রক্ষা করিতেন এবং দণ্ড বিধান করিতেন।" (২)

(১) সিরাজদ্দৌলা—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।—৭৭ পৃষ্ঠা।

(২) বিবিধ প্রবন্ধ—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

মোগলের কালেও দেখিতে পাই বিষ্ণুপুরের স্বাধীনতার গৌরব—তাহার শাসন-সংরক্ষণ-ব্যবস্থা। হলওয়েল সাহেব বিষ্ণুপুর প্রসঙ্গে, বলিয়াছিলেন—এখানে জনসাধারণের সম্পত্তি ও স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করে না; এখানে দস্যুর নাম গন্ধ নাই। কোন পর্য্যটক বিষ্ণুপুরের সীমামধ্যে প্রবেশ করিলেই রাজা তাঁহার রক্ষার ভার গ্রহণ করেন—পর্য্যটকের প্রাণ ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য রক্ষিবর্গ নিযুক্ত হয। রক্ষিরাই তাঁহাকে স্থান হইতে স্থানান্তরে পৌঁছাইয়া দেয়। (১) এ চিত্র মোগলের উষার চিত্র। বঙ্গের অন্যান্য ভূস্বামিদিগের ইতিহাস আলোচনা করিলেও আমরা এইরূপই দেখিতে পাইব। বঙ্গেব এই সকল ভূস্বামিদিগের সেনা ও দুর্গের, অস্ত্র শস্ত্র ও বীরত্ব-খ্যাতির তখন অভাব ছিল না। বঙ্গে যখন মোগলের শাসন শিথিল হইয়া আসিয়াছিল তখন আবার "এই সকল প্রবল প্রতাপশালী হিন্দু জমীদারগণ বিদ্যা, বুদ্ধি, শাসন-কৌশল ও বাহুবলে যেরূপ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন তাহাতে সহসা তাঁহা-দিগকে উপেক্ষা করিবার চেষ্টা না করিলে হয়ত সিরাজদ্দৌলার শোচনীয় ইতিহাস অন্যভাবে লিখিত হইত।" (২)

বিষ্ণুপুর

"সেকালে রাজধানীতে যে সকল ধনশালী বণিক্ ও জমীদারদিগের বসতি ছিল তাঁহারা জানিতেন যে দেশে বিচার নাই, বাহুবল অথবা নবাবের ইচ্ছাই একমাত্র প্রবল শক্তি; সুতরাং তাঁহারা মুখে নবাবের অধীন বলিলেও কার্য্যতঃ বাহুবলে বাহুবল পরাস্ত করিবার জন্য আবশ্যক-তানুসারে সৈন্যদল পোষণ করিতেন এবং সর্ব্বদা সতর্ক প্রহরীর মত

বাঙ্গালীর সমর-ব্যবসায়

(১) Holwell's *Historical Events*—Part I, Pp. 198-199.

(২) সিরাজদ্দৌলা—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়,—৭৯ পৃষ্ঠা।

আত্ম-স্বার্থ রক্ষা করিতেন।······দেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ী লোকের অভাব ছিল না। আজ যে বাঙ্গালী রাজানুমতি না লইয়া একখানি জরাজীর্ণ পুরাতন তরবারিও ব্যবহার করিতে পারে না—সেই বাঙ্গালীও তখন অশ্বারোহী ও পদাতিক দলে প্রবেশ করিত এবং প্রতিভা ও রণ-কৌশল থাকিলে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত হইত···টাকা থাকিলে সপ্তাহের মধ্যে যে-কেহ সহস্র সহস্র সেনা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হইত। ইহারা কোন নির্দ্দিষ্ট সেনানিবাসে বাস করিত না। আবশ্যক হইলে যে-কেহ অর্থ বিনিময়ে এই সকল শোণিত-লোলুপ সৈনিকদলের সাহায্য ক্রয় করিতে সক্ষম হইত! নবাব বা বাদশাহদিগের জীবনকাল যতই শেষ হইয়া আসিত, এই শ্রেণীর লুণ্ঠনলোলুপ সৈনিকগণ ততই রাজধানীর আশে-পাশে সমবেত হইতে আরম্ভ করিত।" (১)

গৌড়ের পাঠান সুলতান সুলেমান কররানি যখন মোগল-আক্রমণে বিব্রত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সেই সময় আধুনিক পাবনা জেলার ছাতকের বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণ নরপতি রাজা দেবীদাস গৌড়ের সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিলেন। (২) গৌড়েশ্বরের আদেশে ছাতকরাজের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরিত হইল। সৈন্য-সামন্ত সমভিব্যাহারে পাঠান সেনাপতি উমরু খাঁ ছাতক আক্রমণ করিলেন। পুণ্যতোয়া আত্রাইয়ের বক্ষে উভয়পক্ষে যে নৌযুদ্ধ হইল তাহাতে নৌসাধন-পরায়ণ হিন্দু-সৈন্যের নিকট পরাজিত হইয়া পাঠান-সেনাপতি প্রাণ লইয়া পলায়ন করিলেন। (৩)

রাজা দেবীদাস

ইহার কিছুকাল পরে পাঠান সৈন্য পুনরায় ছাতক আক্রমণ করিল।

(১) সিরাজদ্দৌলা—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৯৬ পৃষ্ঠা।

(২) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী—২য় খণ্ড—২৮৭ পৃঃ।

(৩) বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ কাণ্ড—শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু

"দেবীদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র তিন দিন ছাতক রক্ষা করিয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ" করিলেন ;—তুমুল যুদ্ধের পর দেবীদাস স্বয়ং নিহত হইলেন—ছাতকের পতন হইল। (১) জনৈক বিশ্বাসী ভৃত্যের সাহায্যে আত্মরক্ষা করিয়া দেবীদাসের পুত্র কালিদাস ও চণ্ডীদাস পুনরায় সৈন্য সংগ্রহ করিয়া পাঠান সেনাদিগকে বাধা দিতে লাগিলেন এবং সুলেমান কররানির পতনের পর পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করিলেন। (২) মোগল কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া গৌড়পাশা দায়ুদ তাঁহাদিগকে বাধা দিবার সুযোগও পাইলেন না। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমপাদে সেণ্ট অগাষ্টাইন শ্রেণীভুক্ত সিবাষ্টিয়ান ম্যান্‌রিক নামক এক ধর্ম্মযাজক বাঙ্গালাদেশে আসিয়াছিলেন। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বাঙ্গালায় দ্বাদশ ভৌমিকের বিবরণ সম্বলিত যে গ্রন্থ রচনা করেন তাহা হইতে ছাতক যে সপ্তদশ শতাব্দীতেও বাঙ্গালায় একটি উল্লেখযোগ্য প্রধান স্থান ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। (৩)

সুদীর্ঘ পাঠান-শাসন কিরূপে বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল তাহার ইতিহাস লিখিবার স্থান এই গ্রন্থ নহে। শেষ পাঠান-সুলতান বা "গৌড়পাশা" দায়ুদ সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই দেখিলেন, তাঁহার ১,৪০,০০০ পদাতিক, ৪০,০০০ অশ্বারোহী, ৩৬০০ রণ-হস্তী এবং বহু রণতরী আছে। (৪) দায়ুদ

গৌড়পাশা দায়ূদ

(১) পাবনাজেলার ইতিহাস—৺রাধারমণ সাহা—৪র্থ খণ্ড—৯০ পৃঃ ; বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—৺দুর্গাচন্দ্র সান্ন্যাল—১৫৫ পৃঃ।

(২) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী - ২য় খণ্ড—২৮৭ পৃঃ।

(৩) Itineraria de las Missiones que hizo—by Manrique p. 415, as quoted in the Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series, Vol IX—p 439.

(৪) *Strwart's Htstory of Bengal*—P. 173 (Bangabasi Edn.)

স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। বঙ্গসৈন্য মোগল-দুর্গ অধিকার করিবার জন্য যাত্রা করিল।

দায়ূদের সহিত বাদশাহ্ আকবরের সেনার কয়েকটী খণ্ড যুদ্ধের পর কিছুদিনের জন্য সন্ধি সংস্থাপিত হইল। সম্রাট্ তুষ্ট হইলেন না। আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শোণ ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে বাঙ্গালার নৌ-সেনা বাদশাহী নৌসেনার সহিত শক্তি পরীক্ষা করিল। নৌযুদ্ধে বাদশাহের জয় হইল। দায়ূদ পাটনার দুর্গমধ্যে আশ্রয় লইলেন, কিন্তু অধিক দিন থাকিতে পারিলেন না—পরাজিত হইয়া বঙ্গে পলায়ন করিলেন। মোগল-সেনা তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিল।

চারিদিক হইতে পাঠানগণ আসিয়া দায়ূদকে সাহায্য করিয়াছিল বটে, তাঁহার পুত্র দুইবার মোগলদিগকে পরাজিতও করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজা টোডরমল্লেরই পরিশেষে জয় হইল।

মোগলের সহিত সন্ধি

এবার দায়ূদের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হইল তাহার ফলে তিনি বঙ্গ ও বেহার ত্যাগ করিয়া উড়িষ্যায় রাজ্যভোগ করিবার অনুমতি পাইলেন—পাঠানগণ উড়িষ্যায় আশ্রয়লাভ করিল।

দায়ূদের সঙ্গে সঙ্গেই বঙ্গে পাঠান-প্রদীপ নির্ব্বাপিত হইয়া গেল। মোগল-শাসনকর্ত্তা মুনিম্ খাঁ গৌড়ে আসিয়া দেখিলেন অতি বৃহৎ রাজ-প্রাসাদ শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি গৌড়েই রাজধানী স্থাপন করিতে যত্নবান্ হইলেন। মোগলের

গৌড়ে অরণ্য

দুরদৃষ্ট। তাহাদের শুভাগমনের সঙ্গে সঙ্গেই গৌড়নগরে এমন ভীষণ মহামারী উপস্থিত হইল যে, প্রতিদিন শত সহস্র লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইতে লাগিল। মৃতদেহের সৎকার করা শেষে অসম্ভব হইয়া উঠিল—শবে নদীর স্রোত রোধ করিল—নদীর জল বিষতুল্য হইল! মহামারী মুনিম্ খাঁকেও গ্রাস করিল! তখন যে যেরূপে পারিল, শুধু প্রাণ লইয়া গৌড় হইতে পলায়ন করিল—প্রাণাধিক ধন রত্ন সমস্তই পড়িয়া রহিল!

দেখিতে দেখিতে রাজপথে বন জন্মিল—প্রাসাদ, উদ্যান, কুঞ্জভবন, দুর্গ, মস্‌জেদ, মিনার সমস্তই শেষে অরণ্যের গভীর আবরণে ঢাকা পড়িল। যেখানে একদিন বেণু-বীণা বাজিত সেই কক্ষে তখন বৃহৎকায় ব্যাঘ্র বাসা বাঁধিল! হিন্দুর ও পাঠানের বহুশত বর্ষের মহানগরী, মোগলের স্পর্শমাত্রেই অকস্মাৎ মহারণ্যে পরিণত হইল। বাঙ্গালীর সৌভাগ্য যে, বহু যুগ পর সদাশয় ভারত-গবর্ণমেণ্ট সেই কানন কাটিয়া কীর্ত্তিরত্নগুলি লোকলোচনের অন্তর্গত করিয়াছেন।

মুনিম্ খাঁর মৃত্যুসংবাদ পাইয়াই দায়ূদ ৫০ সহস্র পাঠান-অশ্বারোহী সংগ্রহ করিয়া আবার বিদ্রোহী হইলেন। হোসেনকুলী খাঁ তখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়া কর্ম্মস্থলে আসিতে বিলম্ব করিতেছিলেন। দায়ূদ রাজমহলে আসিলেন। মোগলের সহিত পাঠানের আবার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। তেলিয়া-গাড়ীর গিরিপথ আবার রুধিরে রঞ্জিত হইয়া উঠিল। ইহার কয়েক-দিন মাত্র পরেই দায়ূদের ছিন্নমুণ্ড রণজয়ের নিদর্শন স্বরূপ আগ্রায় প্রেরিত হইল! মোগল জয়লাভ করিল বটে, কিন্তু বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে তাহার অনেক দিন লাগিল। বলশালী পাঠান ও বঙ্গের ভৌমিক-রাজগণ সহজে মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিলেন না। বাঙ্গালার পাঠানগণ কতক উড়িষ্যায় এবং কতক ভাটি-প্রদেশে যাইয়া আশ্রয় লইল। ইশা খাঁ তখন ভাটি-প্রদেশের দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ অধীশ্বর ছিলেন।

দীপ-নির্ব্বাণ

পাঠান ও মোগলের কালে আসাম এবং কোচবিহারপতিদিগের সহিত বঙ্গসেনার যে সকল যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহা আজিও স্মরণ করাইয়া দেয় যে, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান সেকালে যুদ্ধে লিপ্ত হইতে পরাঙ্মুখ ছিল না। ইতিহাস বিশেষ-ভাবে বাঙ্গালীর কথা না বলিলেও দেখা যাইবে যে,

আসাম ও কোচ-বিহারে বাঙ্গালী

নানা কারণে বাঙ্গালীর সহিত আসাম ও কোচরাজ্যের প্রাচীন সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ যে প্রদেশকে কোচহজো নামে অভিহিত করিয়াছেন তাহা সঙ্কোস্ নদীর পূর্ব্বভাগে অবস্থিত। এখন সঙ্কোস্ই আসাম হইতে বঙ্গদেশকে পৃথক্ করিয়া রাখিয়াছে। এক সময়ে গোয়ালপাড়া ও কামরূপ বাঙ্গালার সহিত ঘনিষ্ঠরূপে সংযুক্ত ছিল —শ্রীহট্ট সেদিন পর্য্যন্তও বাঙ্গালা দেশেরই অন্তর্গত ছিল। সেই প্রাচীনকালে বাঙ্গালী বলিলে, সাধারণভাবে গোয়ালপাড়া ও কামরূপের অধিবাসীদিগকেও বুঝাইত, কারণ রাষ্ট্রনীতি ও শিক্ষা-দীক্ষায় কামরূপ ও গোয়ালপাড়া বঙ্গদেশ হইতে বিভিন্ন ছিল না—এখনও নাই।

গোয়ালপাড়া ও কামরূপ

কামরূপ বা কামতারাজ্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে উন্নতির উচ্চশিরে আরোহণ করিয়াছিল। করতোয়া হইতে বড়নদী পর্য্যন্ত সে রাজ্যের বিস্তার ছিল। রংপুর, কোচবিহার, গোয়ালপাড়া ও কামরূপ জেলা এক সময়ে কামতা-রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। সুতরাং কামতা-রাজ্যের শৌর্য্য-কাহিনীকে বাঙ্গালীর শৌর্য্যকাহিনী বলিব না কেন? পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে সুলতান হোসেন সাহের আক্রমণে কামতারাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে জয় বাহুবলের নহে—মিথ্যা ছলের, ধর্ম্মযুদ্ধের নহে, অধর্ম্মাচরণের। বীর নৃপতি নীলধ্বজ ও নীলাম্বরের স্মৃতি বাঙ্গালার ইতিহাস হইতে বিলুপ্ত হইবার নহে।

কামতা রাজ্য

প্রথম বর্ষের যুদ্ধের পর বিজয়ী বলদর্পিত পাঠান-সেনা পরবৎসর যেরূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়াছিল, কামতা-সৈন্য কর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া যেরূপে অনাহারে প্রাণত্যাগ করিয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর দৃঢ়তার ও সহিষ্ণুতার পরিচায়ক, তাহা পাঠানের রণমত্ততার নিদর্শন। তখন জেতাও বাঙ্গালী—বিজেতার মধ্যেও

বঙ্গসৈন্যের পরাভব

বাঙ্গালী ছিল। সুলতান হোসেন শাহের দুইলক্ষ সেনা ছিল। বাঙ্গালীও যে তাঁহার সৈন্যমধ্যে ছিল তাহা পূর্ব্ব পরিচ্ছেদেই দেখাইয়াছি।

কামতাপুর নগরের ১৯ মাইল বিস্তৃত অবশেষ রাশি (১) ইহাই প্রকাশ করে যে, উহার অধীশ্বর ভীরু ছিলেন না, তাঁহার সেনার বীরত্ব-গর্ব্ব হোসেন শাহের নিকট বিন্দুমাত্রও খর্ব্ব হয় নাই, কারণ জয় বা পরাজয় দ্বারা শৌর্য্যের পরিমাপ হয় না। হোসেন শাহ কামতা-বিজয়ের নিদর্শন স্বরূপ গৌড়ে যে মাদ্রাসা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, একখানি জীর্ণ প্রস্তরফলক ভিন্ন তাহার আর চিহ্ন পর্য্যন্তও নাই; কিন্তু বীর ভূপতি নীলাম্বরের কাহিনী বাঙ্গালীর বীর-স্মৃতির সহিত চিরদিনের জন্য সম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। আহোমদিগের সহিত কামতাপতিগণের দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধাদির কথা আজিও আসামের ইতিহাস বিস্মৃত হইতে দেয় নাই। আহোম-রাজকুমারের সহিত কামতার রাজকুমারীর পরিণয়-কাহিনী আজিও আসামের নির্ঝরের মৃদু-কলতানে গীত হইয়া থাকে। একদিন সেই কামতা-রাজ্যের পশ্চিম সীমা করতোয়ার পুণ্য সলিলে বিধৌত হইত (২), তাহার সুদীর্ঘ রাজপথ বগুড়া হইতে প্রসারিত হইয়া কামতারাজ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। জন-প্রবাদ আজিও কহিয়া থাকে যে, বগুড়া জেলার গড়ফতেপুর রাজা নীলাম্বর কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল। "নীলাম্বরের পিতামহ নীলধ্বজের জন্মভূমি বগুড়া জেলায় বলিয়া প্রবাদ প্রচলিত আছে।" (৩)

বীর নীলাম্বর

কতিপয় বর্ষের অরাজকতার পর বিশ্ব সিংহ যে রাজবংশ স্থাপন

(১) *A History of Assam*—Gait, Pp. 42 and 88.

(২) *A History of Assam*—Gait Pp. 41, 244.

(৩) বগুড়ার ইতিহাস—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন দেববর্ম্মা, ১ম খণ্ড, ৫৩ পৃষ্ঠা।

করিয়াছিলেন, তাহা কোচরাজবংশ নামে পরিচিত। ষোড়শ শতাব্দীতে নৃপতি নরনারায়ণের রাজত্বকালে কোচবিহার রাজ্য হিন্দুধর্ম্মের গরিমায়, হিন্দু শিক্ষা ও দীক্ষায় এবং রাষ্ট্রনীতি ও রণকুশলতায় গৌরবান্বিত ছিল। বাঙ্গালার ব্রাহ্মণগণ কোচ-রাজ্যে গমন করিয়া শিক্ষা ও সংস্কার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। (১) তখন নানাস্থানে বহু দেবমন্দির শির উত্তোলন করিয়া কোচবিহার রাজ্যের শোভাবর্দ্ধন করিত। বৃক্ষচ্ছায়া-সমাচ্ছন্ন বহু রাজপথ দিকে দিকে প্রধাবিত হইয়া তখন পথিকের ক্লেশ দূর করিত। খরস্রোত ব্রহ্ম-পুত্রের কুটিলকায় পর্য্যন্ত তখন পাণ্ডুনাথের নিকট সরল হইয়াছিল; রালফ্ ফিচ্ কোচবিহারে পশু-চিকিৎসালয় দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। (২)

কোচবিহার

কোচরাজ্যের গৌরব শুধু কোচনৃপতির গৌরবকাহিনী নহে, উহার সহিত বাঙ্গালীরও কিছু সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। নৃপতি বিশ্বসিংহের পুত্র ও বীরধুবন্ধর সেনাপতি শুক্লধ্বজ বা চিলরায়ের বীরবাহিনী আসামের প্রান্তসীমা পর্য্যন্ত গমন করিয়া কোচজয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিল, ত্রিপুরা কোচ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল। ১৫৬৮ খৃষ্টাব্দে যখন সুলতান সুলেমান কররানি বঙ্গ হইতে সসৈন্যে বহির্গত হইয়া কোচরাজ্য জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তখন সেনাপতি শুক্লধ্বজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। শুক্লধ্বজ বন্দীকৃত হইয়া গৌড়ে আনীত হইলেন। আসামের বুরঞ্জী হইতে জানিতে পারা যায় যে, বন্দীকৃত শুক্লধ্বজ সুলতান-কন্যার শুভদৃষ্টি লাভ করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছিলেন এবং যৌতুক

কোচরাজ্যের বীর-গাথা

(১) *A History of Assam*—Gait, P. 55.

(২) *Ibid*, P. 59.

স্বরূপ বাহিরবন্দ, ভিতরবন্দ, গয়াবাড়ী, সেরপুর এবং দশ-কাহনিয়া লাভ করিয়াছিলেন। (১)

শুক্লধ্বজের মৃত্যুর পরই কোচবিহার রাজ্যের ধ্বংস আরম্ভ হইয়াছিল। শুক্লধ্বজ কোচরাজ্যের মুকুটমণি। বসন্ত রোগে যখন তাঁহার মৃত্যু হয় তখন তিনি পুত্র রঘুদেবকে ভ্রাতা নরনারায়ণের হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। কালক্রমে রঘুদেব বিদ্রোহী হইলে পর নরনারায়ণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া কোচরাজ্য দুইভাগে বিভক্ত করিলেন (১৫০১ খৃঃ)। সঙ্কোস্ নদীর পশ্চিম ভাগ পশ্চিম-কোচরাজ্য নামে পরিচিত হইয়া তাঁহার অধীনে রহিল, সঙ্কোসের পূর্ব্বভাগ পূর্ব্ব কোচরাজ্য নাম গ্রহণ করিল। মুসলমান ঐতিহাসিক এই পশ্চিম ভাগকে কোচবিহার ও পূর্ব্ব ভাগকে কোচহজো নাম দিয়াছিলেন। আধুনিক কামরূপ, গোয়ালপাড়া এবং ময়মনসিংহের পূর্ব্বাংশ কোচহজো এবং দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও রংপুর জেলা কোচবিহার রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। (২) এই কারণেই বলিতে চাই যে, কোচবিহারের বীরত্ব-গাথা বাঙ্গালীর বীরত্ব-গাথা।

কোচবিহার ও কোচ হজো

সুলতান দায়ূদ তখন বঙ্গের দণ্ড-মুণ্ডের কর্ত্তা ছিলেন, দ্বাদশ ভৌমিকের প্রতাপ তখন তাঁহাকে স্পর্শ করিতে আরম্ভ করিয়া থাকিবে—সেই সময়ে বঙ্গের ভৌমিকরাজদিগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভৌমিক ইশা খাঁ সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রঘুদেবের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গতঃ জঙ্গলবাড়ীতে যে দুর্গ বর্ত্তমান ছিল তাহার পরিখাদি সংস্কৃত করাইয়া রঘুদেব সসৈন্যে

রঘুদেব ও ইশা খাঁ

(১) *A History of Assam*—Gait, P. 53.

(২) *Ibid*—Gait, Pp. 61-62.

অবস্থান করিতে লাগিলেন। ইশা খাঁর বঙ্গসৈন্য বিপুল বিক্রমে জঙ্গলবাড়ী আক্রমণ করিল। রঘুদেব তাঁহার নিজরাজ্য হইতেই সেনা সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন; আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি সে রাজ্য কামরূপ গোয়ালপাড়া, এবং ময়মনসিংহ জেলা। ইশা খাঁ তখনও দায়ুদের অধীনস্থ পাঠানসেনার সাহায্য পান নাই, কারণ দায়ূদ তখনও বঙ্গের সুলতান ছিলেন। দায়ুদের অধীনস্থ পাঠান-সেনার মধ্যে অনেকে তাঁহার মৃত্যুর পর ইশা খাঁর নিকট আশ্রয় লইয়াছিল—দায়ুদের জীবনকালে তাহাদের ছত্রভঙ্গ হইবার কাবণ ছিল না। সুতরাং অনুমান হয়, ইশা খাঁও তাঁহার রাজ্য হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইশা খাঁর সহিত রঘুদেবের সমর তাই বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর সমর। যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত দেখিয়া রঘুদেব একটী গুপ্ত সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করিলেন। ইশা খাঁর বিজয়ী সেনা জয় জয় নাদে অগ্রসর হইয়া গোয়ালপাড়া হইতে রাঙ্গামাটী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া লইল। (১)

লক্ষ্মীনারায়ণ ও তাঁহার সেনা কটক

নৃপতি নরনারায়ণেব মৃত্যুর পর কোচরাজ্যে ঘোরতর অশান্তি উপস্থিত হইল। সেই সময়ে নরনারায়ণের বংশধর লক্ষ্মীনারায়ণ মোগলের শরণাগত হইলেন। তখনও তাঁহার ৪ সহস্র অশ্বারোহী, দুইলক্ষ পদাতিক ও ৭ শত রণহস্তী ছিল। তাঁহার এক সহস্র রণতরী তখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, রাজ্যবিভাগকালে তাঁহার অংশে দিনাজপুর, রংপুর ও জলপাইগুড়ি জেলা পড়িয়াছিল। সুতরাং তিনি যে স্বরাজ্যে (অর্থাৎ বঙ্গদেশ) হইতে অন্ততঃ কতক সৈন্যও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এইরূপই অনুমান হয়। কোচ, মেচ জাতীয় সৈন্য তাঁহার

(১) *Wise on the Barah Bhuiyas of Eastern Bengal* : *J. A. S. B.* (1874) P. 203. and *A History of Assam*—Gait, P. 61.

অধীনে থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারাই তাঁহার একমাত্র সেনা ছিল বলিয়া মনে হয় না। আকবরনামায় কথিত হয় যে, এই সময়ে তাঁহার রাজ্য পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র, উত্তরে তিব্বত, দক্ষিণে ঘোড়াঘাট এবং পশ্চিমে ত্রিহুত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সুতরাং সৈন্য সংগ্রহ করিবার ক্ষেত্রও তাঁহার ক্ষুদ্র ছিল না, সৈন্যসংখ্যাও কম ছিল না। ঢাকার মোগল-নবাব ইসলাম খাঁ শরণাগতের সাহায্যার্থ ছয় সহস্র অশ্বারোহী, দশ সহস্র হইতে দ্বাদশ সহস্রের অধিক পদাতিক ও পঞ্চশত রণতরী প্রেরণ করিলেন (১৬১২ খৃঃ)। কোচ-হজোর অধিপতি পরীক্ষিত দশ সহস্র পদাতিক ও পঞ্চশত অশ্বারোহী লইয়া শত্রুর সম্মুখীন হইলেন। ধুবড়ী অবরুদ্ধ হইল। কিছুদিন যুদ্ধের পর পরীক্ষিত পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। বড়নদীর তীরে তখন মোগল-জয়পতাকা উড্ডীন হইল। লব্ধপ্রতিষ্ঠ বহু মুসলমান তখন বঙ্গদেশ হইতে এই নবজিত রাজ্যে গমন করিয়া বাস করিতে লাগিল। বঙ্গদেশের দশ হইতে দ্বাদশ সহস্রের অধিক পাইকসৈন্য সামরিক কার্য্য করিবার সর্ত্তে চাকরাণ লইয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিল। (১)

বঙ্গের পাইক-সৈন্য

বঙ্গরাজ্য রক্ষার জন্য তখন যে সৈন্যের বিশেষ আবশ্যক ছিল তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব। বঙ্গে প্রয়োজনানুরূপ সৈন্য-সংগ্রহের উপায় না থাকিলে নবাব ইসলাম খাঁ কি দশ হইতে দ্বাদশ সহস্র পর্য্যন্ত পাইক-সৈন্য চিরদিনের জন্য দূরদেশে প্রেরণ করিতে সাহস করিতেন? ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আহোমরাজ প্রতাপসিংহের সহিত যখন মোগলের যুদ্ধ

(১) Several Mahomedan notables were given estates in the conquered country and 10,000 to 12000 Paiks or Soldiers armed with shields and swords were sent up from BENGAL and provided with lands in return for military service—*A History of Assam*—Gait, P. 65.

হয় তখন বাঙ্গালার এই পাইক-সৈন্যই মোগলের পরাজয়-সাধনের সহায় হইয়াছিল ! (১)

আসামের আহোমগণ ব্রহ্মের সান্ জাতির একাংশ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশ হইতে নির্গত হইয়া আহোম জাতি ক্রমে ক্রমে আসামে প্রবেশ করে এবং শিবসাগরে তাহাদের একটী রাজধানী স্থাপিত হয়। আসামে থাকিতে থাকিতে আহোমগণ যখন হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল, কামতা ও কোচবিহার রাজগণের সহিত আহোমরাজগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিল, তখন হিন্দু পুরোহিত ও শিল্পিগণ নবপরিণিতা রাজকুমারিদের সহিত ক্রমে ক্রমে আসামে প্রবেশ করিতে লাগিলেন। ক্রমে গৌড়-সুলতান-দিগের সহিত আহোম জাতির সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। সেই সংঘর্ষের ফলে অনেক বাঙ্গালী-মুসলমান যুদ্ধে বন্দী হইয়া আহোমরাজ্যে বাস করিতে লাগিল। (২) বন্দিগণ নবীন প্রভুর বশ্যতা স্বীকার করিল না। সুযোগ পাইলেই তাহারা বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া দণ্ডায়মান হইতে লাগিল।

আহোম রাজ্যে বাঙ্গালী বন্দী

১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দে দুই-মুনি-শিলায় আহোমদিগের সহিত বঙ্গসৈন্যের যে

(১) He (Protap Singh) also succeeded in attaching to his cause the chiefs of about ten thousand soldier-cultivators or Paiks who had been settled by Quasim Khan in Kamrup. His troops soon reduced the Mahamedan forts at Deoneiha Bantikot, Chamaria and Nagorbera after which they entrenched at Paringa etc.

A History of Assam—Gait P. 109.

(২) *History of Aurangzib*—Sir. J. N. Sarkar M. A. P. R. S. Vol II, P. 173.

যুদ্ধ হইয়াছিল, আজিও তাহা আহোমদিগেরই বিজয়বার্ত্তা ঘোষিত করে।

সেনাপতি "বঙ্গাল"

সে যুদ্ধে সাধারণ সৈনিকদিগের সহিত যে দুইজন মুসলমান সেনাপতি নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের একজনের নাম ছিল "বঙ্গাল"। এ যুদ্ধ নৌযুদ্ধ বলিয়া পরিচিত। "বঙ্গাল" ব্যক্তিবিশেষের নাম, কি স্থানবিশেষের নাম তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। মোগলের নৌ-সৈন্য বিক্রমপুর অঞ্চল হইতে সংগৃহীত হইত। ঢাকার নোয়ারার ইতিহাসে তাহার পরিচয় বর্ত্তমান আছে। দুই-মুনি-শিলার জলযুদ্ধে ১৫০০ হইতে ২০০০ বঙ্গসেনা নিহত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। ইহার পূর্ব্ববৎসর পাঠানের সহিত আহোমের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে পাঠানসেনাপতি তুর্ব্বাক্ এক সহস্র অশ্বারোহী, ৩৮ রণহস্তী, বহু কামান ও পদাতিক লইয়া যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তাহার পাঁচবৎসর পূর্ব্বে সুলতান হোসেন শাহের সহিত আহোমদিগের শক্তি-পরীক্ষা হইয়াছিল। এই সকল যুদ্ধে বন্দীকৃত বঙ্গসৈন্য আসামের নানাস্থানে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল, স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারে নাই। (১)

ষোড়শ শতাব্দীতে আহোম রাজ্য যখন পশ্চিমে বড়নদী পর্য্যন্ত অঙ্গ বিস্তার করিয়াছিল বাঙ্গালায় তখন মোগল-পতাকা উড্ডীন হইয়াছে—

বঙ্গবীর সত্রজিৎ

মোগলের সহিত আহোমদিগের সংঘর্ষ চলিতেছে। ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন নবাব ইসলাম খাঁর ভ্রাতা ঢাকার নবাব, তখন তাঁহার আদেশে অশ্বারোহী ও পদাতিকে দশ সহস্র বঙ্গ-সৈন্য এবং চারি শত রণতরী ঢাকা হইতে হজোতে প্রেরিত হইয়াছিল। পাণ্ডু ও গৌহাটীর বাঙ্গালী থানাদার সত্রজিৎ এই যুদ্ধে সপুত্র যোগ দিয়া বীর বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ভূষণার বীর ভূস্বামী

(১) *A History oI Assam*—Gait, Pp. 90-92.

মুকুন্দের পুত্র। (১) কোচরাজ পরীক্ষিতের সহিত বঙ্গসেনার যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, সেই যুদ্ধে যোগদান করিয়া বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি পাণ্ডু ও গৌহাটীর থানাদারের বিশিষ্ট পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নর-বলি

একদিন নিশাযোগে আহোমগণ বঙ্গসৈন্যের শিবির আক্রমণ করিল। জলে ও স্থলে ভীষণরূপে আক্রান্ত হইয়া বঙ্গসৈন্য পরাজয় মানিল। সৈয়দ অবাবকর্ এবং অনেক মুসলমান সেনাধ্যক্ষ ধৃত ও নিহত হইলেন। থানাদার সত্রজিতের পুত্রও বন্দীকৃত হইলেন। আহোমগণ রণজয়ের মহোৎসবে মত্ত হইয়া এই বীর বঙ্গ-যুবককে নীলাচলের শক্তি-মন্দিরতলে বলিরূপে অর্পণ করিল। বাঙ্গালীর রুধিরে মহাদেবীর খর্পর পরিপূর্ণ হইয়া গেল!

বিদ্রোহী সত্রজিত

সত্রজিত বা তাঁহার বীরপুত্রের সম্মান মুসলমান ঐতিহাসিক রক্ষা করেন নাই—তাঁহারা সত্রজিতকে বিদ্রোহী অবিশ্বাসী প্রভৃতি বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, মোগল বাহিনীর পরাজয়ের জন্য তাঁহাকেই দায়ী করিয়াছেন। ঢাকার নবাব সত্রজিতকে কারারুদ্ধ করিয়া নিহত করিয়াছেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ একথা বিবেচনা করিবার অবসর পান নাই যে, যে যুগে সত্রজিত গৌহাটীর থানাদার হইয়া শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিলেন, সে যুগে বঙ্গের ভূস্বামিগণ যুগধর্ম্মের প্রভাবে সুবিধা পাইলেই নিজের একটী স্বাধীন রাজ্য, পদ ও প্রতিষ্ঠা লাভের জন্য চেষ্টিত হইতেন—মোগল-শাসনে অবহিত হইতে চাহিতেন

(১) Son of Mukindra, Zamindar of Bhoosna which is 3 stages from Dacca—*J. A. S. B.* No 1, 1874, P. 59.

C. f. *Padisanama and History of Assam*—Gait, P. 105.

না। সত্রজিত বোধ হয় এই উদ্দেশ্যেই আসাম-নৃপতিদিগের সহিত মৈত্রী করিয়া ঢাকায় রাজকর-প্রেরণ বন্ধ করিয়াছিলেন।

আসামের বঙ্গসৈন্য

কোচরাজ লক্ষ্মীনারায়ণ যেদিন ঢাকায় আসিয়া নবাবের নিকট সাহায্য চাহিয়াছিলেন সেই সময় (১৬১২ খ্রীষ্টাব্দ) হইতে, নানা যুদ্ধাদির পর মোগলের সহিত আহোমের সন্ধি সংস্থাপন পর্য্যন্ত (১৬৩৮ খৃষ্টাব্দ) বহু সৈন্য বঙ্গদেশ হইতে আসামে প্রেরিত হইয়াছিল। কবে, কোন্ সময়ে, কত সৈন্য প্রেরিত হইয়াছিল তাহার তালিকা সঙ্কলিত হইবার সম্ভাবনা আছে কি না জানি না। অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছি এই পঞ্চবিংশ বর্ষ মধ্যে পঞ্চ বর্ষেই (১৬১২, ১৬১৫, ১৬১৬, ১৬১৭, ১৬৩৫, খ্রীষ্টাব্দ) অশ্বারোহী ও পদাতিকে ৪৯৫০০ যোদ্ধা ও ১৩৩৫ রণতরী (১) আসামে প্রেরিত হইয়াছিল। মীরজুমলার আসাম-অভিযানকালে প্রত্যেক রণতরীতে ৬০ জন করিয়া লোক থাকিত। তখন নোয়ারার অবস্থা যথেষ্ট উন্নত হইয়াছিল। সুতরাং তৎপূর্ব্বকালে (১৬১২—৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) প্রত্যেক রণতরীতে গড়ে ৩০ জন লোক ছিল অনুমান করিলে অসঙ্গত হইবে কি? তাহা হইলেই দেখা যায়, ১৩৩৫ রণতরীতে মোট ৪০০৫০ লোক নৌসৈন্য স্বরূপ আসামে প্রেরিত হইয়াছিল—অশ্বারোহী, পদাতিক ও নৌ-সৈন্যে মোট ৮৯৫৫০ লোক বাঙ্গালা হইতে আসামে গিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে কতক এরূপও ছিল যে, হয় ত দুই তিন অভিযানেই যোগ দিয়াছিল। পরপৃষ্ঠায় তালিকা প্রদত্ত হইল :—

(১) *A History of Assam*—Gait, Pp. 64-65, 105-106, 109-110, 112.

সাল	পদাতিক ও অশ্বারোহী	রণতরী
১৬১২ খৃষ্টাব্দ	১৮০০০	৫০০
১৬১৫ খৃষ্টাব্দ	১০০০০	৪০০
১৬১৬ খৃষ্টাব্দ	১২০০০	+ +
১৬১৭ খৃষ্টাব্দ	২০০০	২০০
১৬৩৫ খৃষ্টাব্দ	৭৫০০	২৩৫
	৪৯৫০০	১৩৩৫

দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থা

দিল্লীর রাজনৈতিক অবস্থা একালে যেরূপ ছিল, তাহাতে বাদশাহ সম্ভবতঃ বাঙ্গালার নবাবকে সাহায্য করিতে পারেন নাই। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের কালে বাদশাহী সেনা নানা রাজদ্রোহ-দমনে ও দাক্ষিণাত্য-সমরে, পরে সিভালিক-সমরে ও রাজকুমার শাজাহানের বিদ্রোহ-দলনেই ব্যতিব্যস্ত ছিল। শাজাহানের সকল চেষ্টা তাঁহাকে সিংহাসনের পথ কণ্টক-মুক্ত করিতেই নিযুক্ত রাখিয়াছিল। সিংহাসনে আরোহণ করিয়া তিনি উজ্‌বেগ্‌দিগের আক্রমণ, বুন্দেলখণ্ডের যুদ্ধ, দাক্ষিণাত্যে সমরাভিযান প্রভৃতি কার্য্যেই বাদশাহী সৈন্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

বাঙ্গালার রাষ্ট্রগগন

বাঙ্গালার রাজনৈতিক গগনও একালে বিশেষরূপে মেঘাচ্ছন্ন ছিল। সেখ আলাউদ্দীন ইসলাম খাঁ বঙ্গের শাসনকর্ত্তা হইয়া (১৬০৮ খৃষ্টাব্দ) আত্মরক্ষার জন্যই ঢাকায় রাজধানী স্থাপিত করিলেন। আফজল খাঁ তখন বেহারের শাসনকর্ত্তা। আরাকান ও চট্টগ্রামের তীরভূমি তখন পর্ত্তুগীজদিগের আবাসস্থল। আরাকানপতির সহিত তখন পর্ত্তুগীজদিগের যে বিরোধ চলিতেছিল, তাহার তপ্ত শিখা বঙ্গদেশকেও স্পর্শ করিয়াছিল। পর্ত্তুগীজগণ তখন

বাঙ্গালার নানা স্থানে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত, নবাব তাহাদিগকে দমন করিতে পারিতেন না। সন্দ্বীপ তখন পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছে—মোগল সৈন্যের তপ্তশোণিতে সন্দ্বীপের দুর্গতল তখন কর্দ্দমাক্ত হইয়াছে! সিবাষ্টিয়ান্ গঞ্জালেস সে সময় সন্দ্বীপ অধিকার করিয়া রাজা হইয়াছেন; তাঁহার একসহস্র পর্ত্তুগীজ, দুই সহস্র দেশীয় ও দুই শত পদাতিক সৈন্য তখন মোগলের চক্ষের উপর দম্ভ করিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে, তাঁহার ৮০ খানি রণতরী হইতে কামান নিনাদিত হইয়া বাঙ্গালার নবাবের রাজ-সিংহাসন পর্য্যন্ত বিকম্পিত করিতেছে! পর্ত্তুগীজের অত্যাচারে সাহবাজপুর, পাতিলভাঙ্গা প্রভৃতি জনপদে রোদনের রোল উঠিয়া তখন নবাবের কর্ণকুহর বধির করিয়াছে।

আরাকানের মগবাহিনী তখন মোগল-বঙ্গ আক্রমণ করিবার জন্য পর্ত্তুগীজদিগের সহিত মিলিত হইয়া ডঙ্কা নিনাদ করিতেছে—পর্ত্তুগীজ রণতরী জলপথে ও মগ-সেনা স্থলপথে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য তখন সজ্জিত হইয়াছে! কিছুদিন পরেই দেখিতে পাই, মেঘনাতীরে লক্ষ্মীপুর ও ভুলুয়ায় পর্ত্তুগীজ এবং মগের সম্মিলন—মেঘনাতীরে মোগলের অসংখ্য সেনার (১) সহিত মগের ভীষণ রণ।

পাঠান ওসমান খাঁ

আফগান-সর্দ্দার ওসমান খাঁ সুযোগ বুঝিয়া তখন বিংশ সহস্র পাঠান-সেনার অধিনায়ক হইয়া মনে করিলেন, তিনি দ্বিতীয় সেকেন্দর স্বরূপ জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন! তাঁহার উন্মত্ত পাঠান সেনা শেষবার স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া মোগল-দিগকে উৎখাত করিবার জন্য তখন সুবর্ণরেখার দিকে ধাবমান হইল। নবাব ইসলাম খাঁ প্রমাদ গণিলেন; তিনি অবিলম্বে বাঙ্গালা হইতে বহু

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 237, (Bangabasi Edn.).

সৈন্য সংগ্রহ করিয়া (১) পাঠান-সমরে প্রেরণ করিলেন। বহু লোকক্ষয়ের পর পাঠানের পরাজয় হইল বটে, কিন্তু তখন দেখা গেল, আরও নূতন সৈন্য না আসিলে রণজয় সম্পূর্ণ হয় না—পলায়মান পাঠান-দিগের পশ্চাদ্ধাবন করা যায় না। তখন আবার বাঙ্গালার তিন শত অশ্বারোহী ও চারি শত পদাতিক আসিয়া মোগল-সেনার বল বৃদ্ধি করিল।

জাল খশ্রু

পাঠানের সহিত যখন মোগলের যুদ্ধ চলিতেছিল, তখন কুতুব নামক কোন দুরাকাঙ্ক্ষ রোহিলা আফগান আকৃতির সৌসাদৃশ্য হেতু নিজেকে কারামুক্ত রাজকুমার খশ্রু বলিয়া পরিচিত করিয়া সপ্তাহ মধ্যে বেহার হইতে সপ্ত সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিল এবং দিল্লীর রাজমুকুটের আশায় প্রলুব্ধ হইয়া পাটনাভিমুখে ধাবিত হইল। এই আকস্মিক বিদ্রোহে তখন দিল্লীর সিংহাসন পর্য্যন্ত নড়িয়া উঠিল।

এইরূপ দুঃসময়ে বাঙ্গালার নবাব আসামে অষ্টাদশ সহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী এবং পাঁচশত রণতরীতে অন্ততঃ ১৫০০০ নৌসৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন! বাঙ্গালা হইতে সেনা সংগ্রহ না করিলে তিনি কি ইহা পারিতেন?

অরণ্য নিম্নবঙ্গ

১৬১৫ হইতে ১৬১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অশ্বারোহী ও পদাতিকে ৪২০০০ এবং ১৮০০০ নৌসৈন্য বঙ্গদেশ হইতে আসামে গিয়াছিল। কাশিম খাঁ তখন বঙ্গের শাসনকর্ত্তা। তাঁহার শাসনকাল পর্ত্তুগীজ ও মগদিগের অত্যাচার নিবারণ কল্পেই ব্যয়িত হইয়া গেল। তখন মগদিগের নিষ্ঠুর তাড়নে নিম্নবঙ্গ অরণ্যে পরিণত হইল! মেজর রেনেল যখন বঙ্গের মানচিত্র অঙ্কিত করেন তখন এই জনহীন অরণ্য বিশেষরূপে চিহ্নিত করিয়াছিলেন।

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 239.

দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তা বলিয়া কাশিম খাঁ দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য আদিষ্ট হইলে পর, ইব্রাহিম খাঁ ফতেজঙ্গ বাঙ্গালার মস্‌নদে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার শাসন-সময়ের প্রথম পঞ্চবর্ষ বাঙ্গালায় সুখ ও শান্তি বিরাজিত ছিল, শিল্প ও বাণিজ্য তখন সমুন্নত হইয়াছিল বটে, কিন্তু রাজকুমার শাজাহানের বিদ্রোহ তখন দিল্লী হইতে বঙ্গ পর্য্যন্ত আলোড়িত করিয়াছিল। তিনি বহু সেনা লইয়া যখন বঙ্গদেশ আক্রমণ করিবার জন্য ধাবিত হইলেন, ইব্রাহিম খাঁর বঙ্গসৈন্যের একাংশ তখন চট্টগ্রামে মগ-যুদ্ধে ব্যাপৃত এবং অপরাংশ বঙ্গের নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া রাজস্ব সংগ্রহে নিযুক্ত! ইব্রাহিম খাঁ ঢাকা হইতে যতদূর সম্ভব সৈন্য সংগ্রহ করিয়া রাজকুমারের সহিত যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। এই নবনিযুক্ত সেনাদল কি বাঙ্গালী ছিল না?

শাজাহানের বিদ্রোহ

কাশিম খাঁর শাসনকাল হইতে ইব্রাহিম খাঁর জীবনান্ত পর্য্যন্ত পঞ্চদশ বর্ষের কাহিনী, পর্ত্তুগীজ ও মগদিগের সহিত বঙ্গসৈন্যের সংঘর্ষের কাহিনী—কাশিম খাঁর কালে তাহা চরম পরিণতি লাভ করিয়া হুগলীতে কামানের মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল! হুগলীর পর্ত্তুগীজগণ যেদিন (১৬৩২ খ্রীষ্টাব্দ) মুসলমানের নিকট আত্মসমর্পণ না করিয়া, দুই সহস্র বালক-বালিকা এবং স্ত্রী ও পুরুষ অর্ণবপোতে তুলিয়া বারুদে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল, সেই অনলে ভীষণনাদে যেদিন পর্ত্তুগীজ অর্ণবপোত আরোহিসহ রেণু রেণু হইয়াছিল, যে দিন স্ত্রী ও পুরুষ এবং বালক ও বালিকায় ৪৪০০ জন পর্ত্তুগীজ বন্দীকৃত হইয়াছিল, পর্ত্তুগীজ রমণীগণ যে দিন দিল্লীর রাজাবরোধে উপহার স্বরূপ প্রেরিত হইয়াছিল, যেদিন পর্ত্তুগীজ বালকগণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইল—সেদিন বিধাতার দণ্ড পর্ত্তুগীজদিগের

হুগলীর যুদ্ধ

পূর্ব্বানুষ্ঠিত নৃশংসতার শাস্তি দিবার জন্য স্বর্গ হইতে অবতরণ করিয়াছিল সন্দেহ নাই !

ইহার পর তিনবর্ষ মধ্যে বঙ্গ হইতে ১৪৫৫০ সৈন্য আসামে প্রেরিত হইয়াছিল। আজিম খাঁ তখন ঢাকার নবাব। তাঁহার সময়েই মগ ও আসামের অধিবাসিগণ সর্ব্বদা বঙ্গদেশ আক্রমণ করিত, বাঙ্গালার ধন-ভাণ্ডার লুণ্ঠন করিত, বাঙ্গালীদিগকে বন্দী করিয়া দাসরূপে লইয়া যাইত! এইরূপ সঙ্কটকালে বঙ্গরক্ষার জন্য সৈন্য না রাখিয়া আজিম খাঁ কি আসামে সেনা প্রেরণ করিতে পারিয়াছিলেন? সুতরাং দেখা যাইতেছে তখনও বঙ্গেই সৈন্য-সংগ্রহের প্রয়োজন হইয়াছিল।

বিধি-লিপি

আসামে সৈন্য-প্রেরণের চারিবর্ষ মাত্র পর যখন সুলতান সুজা (১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে) চতুর্ব্বিংশ বর্ষ বয়সে বঙ্গের শাসন-ভার গ্রহণ করিলেন, তখন কি কেহ ভাবিয়াছিল যে কিঞ্চিদধিক বিংশবর্ষ মধ্যেই তাঁহার সকল সাধ বাতাসে মিলাইয়া যাইবে—শত্রু-পরিবেষ্টিত সুদূর আরাকানের শীতল নদীগর্ভে পুত্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করিয়া তাহারই সহিত তাঁহাকে সমাধি লাভ করিতে হইবে!

সুলতান সুজা

সুজা বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি হইলেন। তাঁহার সদাচার, মিত্র ব্যবহার ও ন্যায়নিষ্ঠা ক্রমে ক্রমে বাঙ্গালীকে তাঁহার পরম বন্ধু করিয়া তুলিল। (১) রাজমহলে রাজধানী পরিবর্ত্তিত করিয়া সুলতান সুজা একটী রমণীয় রাজনগরী গড়িয়া তুলিলেন। সমুন্নত সৌধমালায় রাজকুমারের আবাসস্থল সুশোভিত হইল—তাঁহার সাধের নন্দনে দুই দিনের জন্য সুখের কুসুম ফুটিয়া উঠিল! সম্রাট্ শাজাহান মধ্যে মধ্যে বিভাগীয় শাসন-কর্ত্তার

(১) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, Pp. 197, 261.

পরিবর্ত্তন করিতেন। সুলতান্ সুজাকে সেই কারণে দুই বৎসরের জন্য কাবুলে যাইতে হইল।

কাবুল হইতে বঙ্গে প্রত্যাগমন করিবার নয় বৎসর মধ্যেই সুজা শুনিলেন, সম্রাট্ শাজাহান পীড়িত—যুবরাজ দাবা সিংহাসন গ্রহণ করিয়া বঙ্গ, আহম্মদাবাদ ও দক্ষিণ হইতে দিল্লীতে আগমনের পথ রোধ করিয়াছেন। সুজা অবিলম্বে বাঙ্গালা হইতে সৈন্য লইয়া দারাব সহিত যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন। তাঁহার অর্থের অভাব ছিল না, অস্ত্র শস্ত্রেব অভাব ছিল না। বাঙ্গালায় সৈনিকব্রত ধারণেব লোকের অভাব ছিল না—সৈন্যগণ যে অকর্ম্মণ্য ছিল তাহাও নহে। (১) সুজা অনায়াসে বঙ্গদেশ হইতে বিপুল সৈন্য-সংগ্রহ করিলেন। (২) তাহারা কি বাঙ্গালী ছিল না?

বঙ্গে সুজার প্রথমবার সৈন্য সংগ্রহ

রাজকুমার দারা ও রাজা জয়সিংহের মিলিত বাহিনীর সহিত সুজার সাক্ষাৎ হইল। সম্রাটের আদেশে জয়সিংহ সুজাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন, সুজাও সম্মত হইলেন। যুদ্ধ না কবাই স্থিব হইল। সুজা বলিলেন—আমি আর যুদ্ধ করিব না এবং বঙ্গে ফিরিয়াই সেনাদিগকে বিদায় দিব। (৩) সুজার সৈন্যগণ বঙ্গদেশীয় না হইলে বাঙ্গালায় ফিরিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিবার প্রয়োজন দেখা যায় না। অন্ততঃ এইরূপ অনুমান হয় যে, তাহা

বাহাদুরপুরের যুদ্ধ

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 289 (Bangabasi Edn.). *Muntakhabu-L-Lubab* : Elliot, Vol VII, P. 914.

(২) The resources which Suja possessed, promised success to his enterprise. He had accumulated treasure and levied an army etc. *History of Hindusthan*—Dow, Vol. III, Pp. 190, 199.

(৩) Dow's *History of Hindusthan*—Vol III, P. 200.

না হইলে, জয়সিংহ হয়ত বলিতেন, সেনাদিগকে এই স্থানেই বিদায় কর —তাহারা সকলেই ত পশ্চিমাঞ্চলবাসী।

সুজা নিশ্চিন্ত মনে পটাবাসে নিদ্রাগত, বঙ্গসৈন্য আসন্ন যুদ্ধের জন্য অপ্রস্তুত—সকলেই জানিত আর যুদ্ধ হইবে না। এমন সময় দারার পুত্র ভিন্ন পথে গঙ্গা উত্তীর্ণ হইয়া অতর্কিতে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। সুদক্ষ সেনাপতি দিলের খাঁর সুশিক্ষিত বাদশাহী সেনার ভীষণ আক্রমণে বঙ্গসৈন্য পরাজিত হইল। সুজা পলায়ন করিয়া প্রথমে পাটনায় ও পরে মুঙ্গেরে আশ্রয় লইলেন।

বঙ্গে সুজার দ্বিতীয়-বার সৈন্য-সংগ্রহ

অল্পকাল মধ্যেই সুজা শুনিলেন, দারা সমরে পরাজিত হইয়াছেন, সম্রাট্ আগ্রার দুর্গে বন্দীকৃত হইয়া প্রহরী-বেষ্টিত অবস্থায় বাস করিতে-ছেন, চতুর আওরঙ্গজেব দিল্লীর সিংহাসন গ্রহণ করিয়াছেন। পিতা কারারুদ্ধ ও রাজ্য হস্তচ্যুত দেখিয়া সুজা ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন। কিন্তু শক্তি সঞ্চয় না করিলে প্রতিবিধানের উপায় নাই দেখিয়া আবার বাঙ্গালায় সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। (১) বাঙ্গালায় সুজার বন্ধুর অভাব ছিল না। তিনি অনায়াসে বহুসৈন্য ও কামান সংগ্রহ করিয়া ঢাকা হইতে অগ্রসর হইলেন। বাঙ্গালায় যে সকল সৈনিক নবাবের অধীনে কর্ম্ম করিত, সুজা তাহাদিগকে লইলেন, বহু নূতন সেনাও গ্রহণ করিলেন। সুজার রণ-যাত্রার পর বৎসর কোচরাজ প্রাণনারায়ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া যখন গোয়ালপাড়া আক্রমণ করেন, তখন কাম-রূপ ও হজোর ফৌজদার দেখিয়াছিলেন যে, তাঁহার অধিকাংশ সৈন্যই সুজার সহিত চলিয়া গিয়াছে। (২) সুজা যখন কামরূপে স্থাপিত

(১) *Dow's History of Hindusthan*—Vol. III, P. 254.
Muntakhabu-L-Lubab ; Elliot, Vol. VIII P. 231.

(২) *A History of Assam*—Gait, P. 125.

সৈন্যও লইয়াছিলেন, তখন অনুমান হয় বঙ্গে যে সকল সেনা ছিল তাহাদিগকে ছাড়িয়া যান নাই। বাঙ্গালায় ও আসামে সেনার অভাবে মোগল-সাম্রাজ্য তখন এরূপ অরক্ষিত হইয়াছিল যে, রাজা জয়ধ্বজ কল্লং নদী উত্তীর্ণ হইয়া গৌহাটীর নিকটবর্ত্তী হইলেন, গৌহাটীর ফৌজদার মীর লুৎফুল্লা সিরাজি যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা না করিয়া নৌকা যোগে ঢাকায় পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন—আহোমগণ বিনাযুদ্ধে কামরূপের রাজধানী অধিকার করিয়া লইল ! মুসলমান ঐতিহাসিক কহিয়াছেন—অনধিকারী আসামবাসিগণ লুণ্ঠনের সম্মার্জ্জনী তাড়নে কামরূপ প্রদেশ বিধূনিত করিয়া যাবতীয় স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি লইয়া গিয়াছিল। গৃহাদি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া মনুষ্য বাসের চিহ্ন পর্য্যন্ত আর রাখে নাই ! দেখিতে দেখিতে ব্রহ্মপুত্র নদের তীর-সংলগ্ন প্রদেশ আহোমদিগের করায়ত্ত হইয়া পড়িল—অতি অল্পকাল মধ্যেই তাহারা আসিয়া ঢাকার সন্নিকটে হাটচিলায় উপস্থিত হইল ! (১) সুজা বঙ্গদেশকে কিরূপভাবে সেনাশূন্য করিয়াছিলেন ইহা হইতেই তাহা অনুমান করিতে পারা যায়। ইহার মাত্র তিনবৎসর পরই মীরজুমলা আসামে যুদ্ধাভিযান করিয়াছিলেন।

সুজার সেনা

সুজা একটী বিপুল বাহিনী লইয়া দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন, তাঁহার ২৫০০০ অশ্বারোহী ও বহু (২) কামান ছিল। ঐতিহাসিক ফেরিস্তা বলিয়াছেন—সুজার অসংখ্য সুনির্ব্বাচিত সেনা ছিল ("Numerous and well appointed army") (৩) সুজা যে

(১) *History of Aurangzeb*—Sir. J. N. Sarkar, P. 177.

(৪) Intelligence now arrived that Mahammed Suja had marched from Bengal with 25000 horse and a strong force of artillery with the intention of fighting against Aurangzeb.

—*Muntakhabu-L-Lubab* : *Elliot*, Vol VII, P. 232.

(৩) *History of Hindusthan*, Dow—Vol III, P. 254.

শুধু সুশিক্ষিত নবাবী সৈন্য লইয়াই এই জীবন-মরণ-রণে যাত্রা করিয়াছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার সৈন্য মধ্যে অনেক নূতন লোকও ছিল। তাহাদিগকে রণকৌশল শিক্ষা দিয়া যুদ্ধাভিযান করিবার আর সময় ছিল না। সুজা পথেই বঙ্গসৈন্যকে রণদীক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। (১)

খ্‌জোয়ার যুদ্ধ

১৬৫৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারির রৌদ্রকরোজ্জ্বল মধ্যাহ্নে খ্‌জোয়ার ক্ষেত্রে প্রথম যে কামান ডাকিল তাহা সুজার বাঙ্গালী সেনার। সুজার গোলন্দাজদিগের মধ্যে দেশীয় (বাঙ্গালী) ও য়ুরোপীয় উভয়ই ছিল। (২) তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। উচ্চ ভূমিতে অবস্থিত বাঙ্গালার কামানগুলি মুহুর্মুহু অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল—আওরঙ্গজেবের ঘনসন্নিবিষ্ট সেনাদল প্রতি আঘাতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইতে লাগিল—বাদশাহী সৈন্য স্থানে স্থানে ভঙ্গ দিল! আওরঙ্গজেব দুই সহস্র অশ্বারোহী লইয়া কেন্দ্রস্থলে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। অল্প শিক্ষিত বা তখনো অশিক্ষিত (!) বঙ্গসৈন্য ভীমবেগে সে স্থান আক্রমণ করিল। কেন্দ্রে কিরূপ ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছিল, আওরঙ্গজেব দিল্লীর রাজমুকুট হারাইতে হারাইতেও কিরূপে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ঐতিহাসিক কাফি খাঁ সবিস্তর তাহা বর্ণনা করিয়াছেন। (৩)

সন্ধ্যাসমাগমে সুজা উচ্চ স্থান হইতে নিজের কামানগুলি সরাইয়া

(১) *History of Hindusthan*—Dow, Vol. III, P. 254.
(২) *Storia do Mogor*—Manuci, Vol. I, P. 328.
(৩) *Muntakhabu-L-Lubab* : Elliot, Vol. VII, P. 235.
History of Hindusthan—Dow, Vol. III, Pp. 257-260.

আনিলেন—বঙ্গ-সৈন্য বিশ্রামের জন্য শিবিরে ফিরিল। অতি প্রভাতে

বীর বাঙ্গালী

যখন অকস্মাৎ একটি কামানের গোলা সুজার পট্ট-ভবন ছিন্ন করিয়া চলিয়া গেল, সুজা তখন জাগরিত হইয়া দেখিলেন, ভীষণ গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে; যে স্থানে কামান সংস্থাপিত করিয়া তিনি পূর্ব্বদিন,বাদশাহী-সেনা পরাজিত করিয়াছিলেন, সে স্থান এখন সেনাধ্যক্ষ মীর জুমলার কামানে সুরক্ষিত! সুজা ভ্রম বুঝিতে পারিলেন—তিনি প্রমাদ গণিলেন। বঙ্গসৈন্য দেখিল সম্মুখে মৃত্যুর বিকট বদন দেখা যাইতেছে! তাহারা ভীত হইল না—বিশেষ সাহসের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত রহিল। এইরূপে কয়েক ঘণ্টা কাটিল। বঙ্গসৈন্য রণে ভঙ্গ দিল না। তাহাদের জয় হইল।

ঐতিহাসিক মানুর্শি কহিয়াছেন—সুজার সৈন্য আওরঙ্গজেবের ভীষণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিল। তাঁহার সেনাবল অনেক অধিক থাকা সত্ত্বেও তিনি যে শুধু জয়লাভ করিতে পারিলেন না তাহা নহে—ভাবিয়াছিলেন, সুজাকে স্থানভ্রষ্ট করিবেন কিন্তু তাহাও পারিলেন না! ছত্রভঙ্গ হইয়া তিনিই বহুবার পশ্চাৎপদ হইতে লাগিলেন। তিনি এমনই কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন যে, কি করিবেন কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। শাহসুজা কিছুতেই প্রাকার-বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া মুক্তক্ষেত্রে সম্মুখ-যুদ্ধে রত হইলেন না—স্থানও ত্যাগ করিলেন না। আওরঙ্গজেব ইহাতেই আরও অধিক কর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। (১)

(১) They resisted valorously the fierce attack of Aurangzeb, and inspite of his superior strength in men he was unable to win the day; he could not even make the other side quit their ground, as he had hoped He was forced to retire several times in disorder. He was so much perplexed that he could not hit upon any course

ইহাই কি বঙ্গসেনার অক্ষমতার লক্ষণ ? কিন্তু ফেরিস্তা বলিয়াছেন, বঙ্গসৈন্যের অক্ষমতার জন্যই শাহ সুজা যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছিলেন ! মানুশি বলিতেছেন—আওরঙ্গজেব দেখিলেন, সকলেই তাঁহাকে তখন ত্যাগ করিয়াছে—তাঁহার চরম বিপদের সময় উপস্থিত হইয়াছে—ভাগ্যলক্ষ্মীও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন—শত্রুকর্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কা হইয়াছে ! তিনি মনে মনে বুঝিলেন, শত্রুর হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার আর উপায় নাই ! (১) বাদশাহী-সেনার দ্বারা সুরক্ষিত—দিলেরখাঁ, মীরজুম্‌লা প্রভৃতি কর্তৃক পরিবেষ্টিত, সাহসী আওরঙ্গজেবের এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা যাহারা করিতে পারিয়াছিল, তাহারা যুদ্ধনীতিতে অশিক্ষিত হইলেও (!) বীরত্বগর্ব্বে কখনই হীন ছিল না। সুতরাং ঐতিহাসিক ফেরিস্তার নিন্দাবাদ তাহাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আওরঙ্গজেবের সঙ্কট

খজোয়ার ক্ষেত্রে দিল্লীর রাজমুকুট যখন হত্যার মানদণ্ডে তুলিত হইতেছিল, তখন আওরঙ্গজেব বুঝিলেন, রণক্ষেত্রে অবস্থান করিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত, কিন্তু পলায়ন করিলেও ময়ুর-সিংহাসন চিরদিনের জন্য হস্তচ্যুত হইবে ! আওরঙ্গজেব মৃত্যুকেই বাঞ্ছনীয় মনে করিলেন ! তিনি দৃঢ়চিত্তে হস্তীর উপর

to take, the more so that Shah Shuja declined to come out and venture himself in the open ; nor would he evacuate his position.

—*Storia do Mogor*, Manuci, Vol I, P. 328.

ইহা নিরপেক্ষ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা, আওরঙ্গজেবের স্বধর্ম্মাবলম্বী ঐতিহাসিকের বর্ণনা নহে।

(১) Already Aurangzeb was in the last extremity—abandoned by all, fearful of capture and fortune seemed to have deserted him. He thought he could never escape from his enemy's hands.

—*Storia do Mogor*—Manuci, Vol I, P. 328.

বসিয়া রহিলেন। সুজা আপনার বৃহৎ হস্তীর উপর দণ্ডায়মান হইয়া নির্ভীকভাবে সৈন্য চালনা করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার চক্ষু ভ্রাতার উপর পতিত হইল, তখন তিনি নিজ হস্তীকে সেই দিকে ধাবিত করিবার জন্য আদেশ দিলেন। আওরঙ্গজেবের একজন প্রধান অমাত্য বিপদ বুঝিতে পারিয়া বেগে সুজার সম্মুখে উপস্থিত হইবামাত্র প্রথম আক্রমণেই পরাজিত হইলেন। সুজার হস্তী আহত হইয়া থর থর করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। সুজার প্রধান সেনানায়ক তখন আওরঙ্গজেবের দিকে ধাবিত হইলেন।

আওরঙ্গজেব দেখিলেন মহা বিপদ উপস্থিত! তিনি অবিলম্বে হস্তী হইতে অবতরণ করিবার জন্য পা বাড়াইলেন। ভারতের রাজমুকুট তখন সেই এক মুহূর্ত্তের দৃঢ়চিত্ততার উপর নির্ভর করিতেছিল। মীরজুম্লা নিকটেই ছিলেন। তিনি দেখিলেন, হস্তী হইতে অবতরণ করিলেই দিল্লীর সিংহাসন সুজার হইবে; তিনি চীৎকার করিয়া বলিলেন "কায়েম! কায়েম! হস্তী হইতে নামিলেই সিংহাসন হইতেও নামিতে হইবে!" (১) আওরঙ্গজেবের জীবন তখন সংশয়াপন্ন হইয়াছিল। তাঁহার মাহুত কৌশলে শত্রুর হস্তীর উপর পতিত হইয়া তাহাকে সরাইয়া লইয়া গেল। (২)

কায়েম! কায়েম!

নিরাপদ হইয়া আওরঙ্গজেব ভাবিলেন, সুজাকে তাঁহার হস্তী হইতে নামাইতেই হইবে! তাহা হইলেই সুজার সৈন্যগণ তাঁহাকে আর দেখিতে পাইবে না, মনে করিবে, তিনি নিহত হইয়াছেন এবং অবিলম্বে পলায়ন করিবে! সেকালে সেইরূপই হইত। সেনাপতি বা রাজার অভাব হইলেই যুদ্ধে পরাজয় ঘটিত—

ধূর্ত্তের পত্র

(১) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, Pp. 258-259.
Storia do Mogor—Manuci, Vol I, Pp. 328-329.

(২) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 259.

সৈন্যগণ জয়ের আশা ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে পলায়ন করিত। আওরঙ্গ-জেব তৎক্ষণাৎ সুজার একজন প্রধান সেনানায়ককে লিখিলেন—

আলিবর্দ্দী খাঁ! আজ যদি তুমি আমাকে হিন্দুস্থানের সম্রাট্ করিতে চাও, তাহা হইলে সুজা যাহাতে হস্তী হইতে অবতরণ করেন, যেরূপে পার তাহাই করিও। আমি আর কিছু চাহি না। আমি শপথ করিতেছি, তোমাকে এবং তোমার আত্মীয়পরিজনদিগের মধ্যে যাহারা আমার সহায় হইয়াছে, তাহাদিগকে পুরস্কৃত করিব। আমার বিশেষ ভরসা আছে যে, তুমি আমাকে নিরাশ করিবে না। (১)

আওরঙ্গজেব।

বিশ্বাসঘাতক আলিবর্দ্দীর কথায় প্রতারিত হইয়া সুজা হস্তী হইতে অবতরণ করিলেন! ফেরিস্তা বলেন, সুজার হস্তী আহত হইয়াছিল বলিয়া বন্ধু আলিবর্দ্দী তৎক্ষণাৎ একটি অশ্ব আনিলেন! সুজা হস্তী ত্যাগ করিয়া অশ্বে আরোহণ করিলেন। সুজার সৈন্যগণ অল্পক্ষণ মধ্যেই দেখিল সুজার হস্তী শূন্য! এদিকে আলিবর্দ্দী স্বয়ং পশ্চাতে যাইয়া ভীতভাবে সৈন্যদিগকে কহিতে লাগিলেন—'কৈ! কৈ! শাহ সুজা কৈ?' সুজার সেনা আর দাঁড়াইল না—ভীত হইয়া রণে ভঙ্গ দিল! একবার চাহিয়াও দেখিল না যে, স্বয়ং সুজা তখন তাহাদিগকেই ফিরাইবার জন্য অশ্বারূঢ় হইয়া সেনা-সমুদ্র মধ্যে ঝম্প প্রদান করিয়াছেন! সুজা নিরুপায় হইলেন—দিল্লীর রাজমুকুট তাঁহার করতলগতপ্রায় হইয়াও স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল! আজিও পশ্চিমাঞ্চলবাসিগণ সেই কথা স্মরণ করিয়া কহিয়া থাকে—"সুজা জিৎ বাজি, আপ্না হাত্ হারা।" (২)

"সুজা জিত্ বাজি আপ্না হাত্ হারা"

(১) *Storia do Mogor*, Vol I, P. 329.

(২) *Storia do Mogor*—Manuci, Pp. 329-331.
History of Hindusthan—Dow, Vol III, P. 260.

সমরকোলাহল তখনও স্তব্ধ হইয়াছিল কি না তাহা কে বলিতে পারে, সুজা রজনীর অন্ধকারে চিরদিনের মত পলায়ন করিলেন। পরদিন প্রভাতেই আওরঙ্গজেব দশ সহস্র অশ্বারোহী সেনা সঙ্গে দিয়া পুত্র মহম্মদকে সুজার পশ্চাদ্ধাবন করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না।

সুজার পরাজয়

প্রধান সেনাধ্যক্ষ (খান্-খানান্) মীরজুম্‌লা বহু অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদের অনুগমন করিলেন। মীরজুম্‌লার সৈন্যসংখ্যা যে কত ছিল, তাহা জানিবার উপায় আছে কি না বলিতে পারি না, তাঁহার সঙ্গে পদাতিক সৈন্য থাকিবার কথা, ফেরিস্তা, কাফিখাঁ বা মানুশি কেহই বলেন নাই। মহম্মদের সহিত দশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল, (১) মীরজুমলার সহিত অনেক অশ্বারোহী ছিল ("A large body of horse") —ধরিয়া লওয়া যাউক, আওরঙ্গজেব তাঁহার সহিত বিংশ সহস্র অশ্বারোহী দিয়াছিলেন। কেন এরূপ অনুমান করিতেছি, তাহা পরে দেখা যাইবে।

সুজা পলায়ন করিয়া মুঙ্গেরে আসিলেন এবং তথায় থাকিয়াই বঙ্গ দেশ হইতে তৃতীয়বার সৈন্য সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। (২) তাঁহার আগেকার সেনাদলের মধ্যে অনেকে আসিয়া যোগ দিল। সুজা মুঙ্গের-দুর্গ সুরক্ষিত করিয়া পুনরায় যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইতেছেন, এমন সময় মীরজুম্‌লা ভিন্ন পথে অগ্রসর হইয়া তাঁহার পৃষ্ঠদেশে উপনীত হইলেন।

সুজা আর মুঙ্গেরে থাকিতে পারিলেন না—ক্ষিপ্রগতিতে রাজমহলে

(১) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 261.

মীরজুম্‌লার সহিত যে দ্বাদশ সহস্রের অধিক অশ্বারোহী ছিল, ষ্টুয়ার্ট সে পরিচয় দিয়াছেন। *Stewart's History of Bengal*, P. 299. (Bangabasi Edn.) 1904.

(২) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 288.

পলায়ন করিলেন। রাজমহলে বাদশাহী কামান গর্জ্জন করিয়া উঠিল, সুজা তাহার প্রত্যুত্তর দিলেন! সুদীর্ঘ ছয়টী দিবস ব্যাপিয়া যুদ্ধ চলিল। মীরজুম্‌লার দ্বাদশ সহস্র বাদশাহী-সেনা ছয় দিনই বঙ্গসেনার নিকট পরাজিত হইল! তবুও ফেরিস্তা বলিয়াছেন—সুজা উত্তরাঞ্চলের তাতার সৈন্যের সম্মুখে মুক্তক্ষেত্রে দুর্ব্বল বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে সংস্থাপিত করিতে ভরসা করিলেন না! (১) ঐতিহাসিক মানুশি বলিয়াছেন যে, সুজার সৈন্য ছয়দিন পর্য্যন্ত বিশেষ বীরত্বের সহিত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। (২) সুজা নিজে বীর ও রণনিপুণ ছিলেন। নিজসৈন্যের উপরও তাঁহার অসীম বিশ্বাস ছিল। (৩) সৈন্যগণ অক্ষম হইলে সুজার এরূপ বিশ্বাস থাকিত না। যে বঙ্গসৈন্য ছয় দিন পর্য্যন্ত দ্বাদশ সহস্র বাদশাহী-সেনার সহিত যুদ্ধ করিয়াও পরাজিত হয় নাই, বীরত্বের সহিত যুদ্ধই করিয়াছিল, কেন যে ফেরিস্তা তাহাদিগের শিরে অক্ষমতার কলঙ্ককালি লেপন করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

রাজমহলে ছয়-দিবস-ব্যাপী যুদ্ধ

সুজা দেখিলেন, রাজমহলে থাকা আর নিরাপদ নহে—তখন তিনি নিশাযোগে টাণ্ডায় (টাঁড়ায়) পলায়ন করিলেন। ঝটিকাতাড়িত গঙ্গাপ্রবাহ তাঁহাকে বাধা দিতে পারিল না। সুজার সৌভাগ্য যে, সেই দিনই অকস্মাৎ ভীষণ বর্ষাসমাগম হইল, বিপুল গর্জ্জনে গঙ্গার স্রোত ছুটিতে লাগিল—বাদশাহী-সৈন্য আর অগ্রসর হইতে পারিল না। এই সুযোগে সুজা

বঙ্গে সুজার চতুর্থ বার সৈন্যসংগ্রহ

(১) *History of Hindusthan*, Dow, Vol III, P. 289.

(২) *Storia do Mogor*—Vol I, P. 334.

(৩) *Stewart's History of Bengal*—P. 305 (Bangabasi Edn.).

আবার নিম্নবঙ্গ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিলেন।(১) পর্ত্তুগীজ ও ইউরোপীয় গোলন্দাজগণ সুজার সহিত যোগ দিলেন। মানুশি বলিয়াছেন যে, এই সময়ে বঙ্গে য়ুরোপীয় ও এদেশীয় ৮০০০ পর্ত্তুগীজ-পরিবার বাস করিত।(২) সুদক্ষ গোলন্দাজগণ নিযুক্ত হইল দেখিয়া সুজার তথাকথিত "দুর্ব্বল" সৈনিকদিগের হৃদয়ে সাহস আসিল। ব্যাপার দেখিয়া আওরঙ্গজেব পর্য্যন্ত চিন্তিত হইলেন! ফেরিস্তা বলিয়াছেন, যদিও মীরজুম্‌লার দক্ষতার উপর তাঁহার অগাধ বিশ্বাস ছিল, তবুও তিনি বিচলিত হইয়া পড়িলেন।(৩) ইহাই কি বঙ্গসেনার দুর্ব্বলতা সূচিত করে?

আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদও তখন মীরজুম্‌লার সঙ্গেই ছিলেন, কিন্তু তাঁহার হৃদয় ছিল সুজার অবরুদ্ধ প্রাসাদের কক্ষে। রাজদুহিতার

প্রেমাভিনয়

প্রেম তাঁহার দৃঢ় মুষ্টি হইতে অসি কাড়িয়া হইল—তিনি একদিন নদী উত্তীর্ণ হইয়া বাঞ্ছিতের দ্বারদেশে আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজকুমারীর সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়া গেল। নির্ম্মম রাজাজ্ঞা প্রেমের শাসন মানিল না। মহম্মদ দেখিলেন, পিতার রোষরক্ত নয়ন তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! মহম্মদ উহা তুচ্ছ করিয়াও সুজার সহিতই থাকিতে চাহিলেন, কিন্তু সুজা সম্মত হইলেন না। মহম্মদ তখন বাধ্য হইয়া নবপরিণীতা প্রিয়তমাকে বক্ষে লইয়া রাজকারাগারে বন্দী হইবার জন্য মীরজুম্‌লার শিবিরে প্রত্যাগমন করিলেন।

(১) ....during the inactivity of the Imperialists, *strengthened himself with troops from the lower Bengal*—*History of Hindusthan*, Dow, Vol III, P. 289.

(২) *Storia do Mogor*—Manuci Vol I. P. 335.

(৩) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 289.

সুজার সহিত মীরজুম্‌লার যুদ্ধ চলিতেছিল; সুজার প্রথম পুত্র সমরক্ষেত্রে নিহত হইলেন। বহু বাঙ্গালীসৈন্যের হৃদয়শোণিতে টাণ্ডার রণভূমি রঞ্জিত হইয়া গেল। সুজা টাণ্ডা পরিত্যাগ করিয়া ঢাকায় যাত্রা করিলেন। মীরজুম্‌লা তখন কিছুদিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইয়া পশ্চিম-বঙ্গের শাসনব্যবস্থায় মনোযোগ দিলেন। (১) বাদশাহীসৈন্যগণ বঙ্গদেশ হইতে সেনা লইয়া দল পুষ্টি করিতে লাগিল। (২) একদিন মীরজুম্‌লা নিজ সৈন্য-দিগকে উৎসাহিত করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালায় বহু লোক আছে, খাদ্যসামগ্রী আছে, অর্থও আছে; কিন্তু শৌর্য্য সে দেশে জন্মে না! (৩) কিন্তু এই উক্তির কয়েকদিন মাত্র পরেই তাঁহার সেনাদল বাঙ্গালী কর্ত্তৃকই পরিপুষ্ট হইয়াছিল! পরে যে তিনি আরও কত বঙ্গসেনা গ্রহণ করিয়াছিলেন, সে পরিচয় আমরা ক্রমে পাইব।

সুজার টাণ্ডা পরিত্যাগ

সুজা ঢাকায় আসিলেন কিন্তু তিনি তখন অর্থহীন—সুতরাং সেনা সংগ্রহ করিবার শক্তি আর ছিল না। (৪) তাঁহার দুঃখে অনেকই দুঃখিত হইল বটে, তাঁহার দুর্দ্দশায় অনেকেই মর্ম্মাহত হইল বটে, কিন্তু নিয়তির যে ভীষণ অন্ধকার গহ্বর তাঁহার জন্য প্রতিমুহূর্ত্তেই মুখ ব্যাদান করিতেছিল, তাহা হইতে কেহ সুজাকে রক্ষা করিতে পারিল না। তিনি তখন পঞ্চদশ শত মাত্র অশ্বারোহী লইয়া আরাকানের শীতল সমাধিক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়া চলিলেন। তাঁহার পশ্চাতে চলিল বাঙ্গালার সমবেদনা ও আওরঙ্গজেবের রোষ! সে রোষ

সুজার সমাধি

(১) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 297.

(২) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 293.

(৩) *History of Hindusthan*—Dow,—P. 292.

(৪) He (Suja) had but little money, and he could have no army—*History of Hindusthan*—Vol III, P. 297.

মীরজুম্‌লার কামানের মুখে গর্জ্জন করিতে লাগিল, বাদশাহী-সেনার কৃপাণের ফলকে ঝলসিতে লাগিল!

হাজিগঞ্জ দুর্গ

দিল্লীর গৃহবিবাদ ভ্রাতৃশোণিতে ধৌত হইলে পর (১৬৬০ খৃষ্টাব্দে) মীরজুম্‌লা আসাম-জয়ের জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। বঙ্গসৈন্য দুইভাগে যাত্রা করিয়া কতক আহোমদিগের সহিত ও কতক কোচবিহার রাজ্যে যুদ্ধ করিবার জন্য ধাবিত হইল। কোচবিহার রাজ্যের সিংহদ্বার একদুয়ার দুর্গের সন্নিকটে সম্মিলিত হইয়া বঙ্গবাহিনী সাহায্যের জন্য ঢাকায় সংবাদ প্রেরণ করিল। মীরজুম্‌লা স্থির করিলেন যে, তিনি স্বয়ং আসামে যাইবেন। যেদিন তিনি নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী হাজিগঞ্জের দুর্গ হইতে রণযাত্রা করিয়াছিলেন, সেদিন বঙ্গে বীরব্রতের মহোৎসব উপস্থিত হইয়াছিল। আজ সেই হাজিগঞ্জের দুর্গ বিস্মৃত—কিছুদিন পরে হয় ত তাহার চিহ্ন পর্য্যন্তও আর থাকিবে না। এখনও সেই দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিলে সুদৃঢ় দুর্গপ্রাচীর ও বুরুজের ভগ্ন স্তূপ এবং মসলেম-নিদর্শন স্বরূপ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি স্বচ্ছ পুষ্করিণী পুরাতন কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। (১)

মীরজুম্‌লা কত সৈন্য লইয়া এই ইতিহাস-বিশ্রুত অভিযানে নিযুক্ত হইয়াছিলেন? তাহারা সকলেই কি রাজপুত ও তাতার ছিল? তাহাদের বীরকীর্ত্তির সহিত বাঙ্গালীর কি কোন সম্বন্ধই ছিল না?

(১) Taylor's *Topography of Dacca*—P. 77.

History of Aurangzeb—Sir. J. N. Sarkar M.A. P. R. S. Vol III, P. 179.

Collected *in the neighbourhood of Dacca, a numerous army, well equipped with artillery* and warlike stores, and accompanied by a *strong fleet of war-boats.*—

আসাম-অভিযানের কথা স্মরণ হইলে এই সকল প্রশ্নই প্রথমে মনে হয়।

আসাম-অভিযানে বাঙ্গালী-সৈন্য

ষ্টুয়ার্ট বলিয়াছেন, মোগলের বিনষ্ট-গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য মীরজুম্‌লা ঢাকার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে অসংখ্য সেনা সংগ্রহ করিলেন। কামান এবং যুদ্ধোপকরণ বহুপরিমাণে সংগৃহীত হইল—প্রবল 'নৌবাট' জল-যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। (১)

মীরজুম্‌লা সসৈন্যে কোচবিহারে আসিয়া উপনীত হইলেন। কোচবিহার-রাজ প্রাণনারায়ণ প্রাণভয়ে ভোটানে পলায়ন করিলেন। কোচবিহারের রাজধানী অধিকার করিয়া এই নবজিত রাজ্য শাসন করিবার জন্য পঞ্চসহস্র সৈন্য (২) রাখিয়া মীরজুম্‌লা আসামে যাত্রা করিলেন। আসামে মীরজুমলাব সহিত কত সৈন্য গমন করিয়াছিল? আসাম-বুরঞ্জী হইতে বিবরণ সংগ্রহ করিয়া ঐতিহাসিক গেট সাহেব বলেন, তাঁহাব সহিত দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও ত্রিংশ সহস্র পদাতিক ছিল। (৩) ঐতিহাসিক মানুশি বলিয়াছেন, মীরজুমলার অশ্বারোহী ও পদাতিকে চল্লিশ সহস্র ছিল। (৪) মুসলমান-ঐতিহাসিকগণ এ বিষয়ে বিশেষ কিছু বলেন নাই। আসামের বুরঞ্জীর সহিত মানুশির উক্তির বিশেষ কোন প্রভেদ দেখা যাইতেছে না। যুদ্ধ যখন আসামে সংঘটিত হইয়াছিল, তখন বুরঞ্জীর কথাই অধিক প্রামাণ্য। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, নৌসৈন্য ছাড়াও মীরজুমলা ৪২০০০ সৈন্য লইয়া হাজিগঞ্জ দুর্গ হইতে যাত্রা করিয়াছিলেন। ইহাদের অধিকাংশই কি বাঙ্গালী ছিল না?

(১) *History of Bengal* : Stewart—P. 324 (Bangabasi Edn.).
(২) *History of Bengal*—Stewart. P. 327, (Bangabasi).
(৩) *A History of Assam*—Gait, P. 127.
(৪) *Storia do Mogor*—Manuci, Vol II, P. 98.

মীরজুম্‌লা এত সৈন্য কোথায় পাইলেন? তিনি যখন শাহসুজার পশ্চাদ্ধাবন করেন, তখন তাঁহার সহিত অনেক অশ্বারোহী ছিল—পদাতিক যে ছিল, এরূপ প্রমাণ নাই। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদের সহিতও পদাতিক ছিল না, দশ সহস্র অশ্বারোহী ছিল। ইতিপূর্ব্বে অনুমান করিয়া লইয়াছি যে, মীরজুম্‌লা বিংশ সহস্র অশ্বারোহী লইয়া সুজার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, মহম্মদের ও মীরজুম্‌লার মিলিত বাহিনী আনুমানিক ত্রিংশ সহস্র ছিল। রাজমহল ও টাণ্ডার যুদ্ধে ইহাদের মধ্যে কতক নিহত হইয়াছিল। (১) মহম্মদকে বন্দীকৃত করিয়া আগ্রায় প্রেরণের সময়েও অনেক সৈন্য আবশ্যক হইয়াছিল। (২) সুতরাং আসাম-অভিযানকালে দিল্লী হইতে আনীত ত্রিংশ সহস্র সৈন্য যে ছিল না তাহা সহজেই অনুমেয়। আসাম-অভিযানকালে আসামের গড়গাঁও নামক স্থানে মীরজুম্‌লার অধীনে দ্বাদশ সহস্র অশ্বারোহী ও বহু পদাতিক ছিল বলিয়া কথিত হয়। (৩)

আসাম-অভিযানের পূর্ব্বে মীরজুম্‌লা সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের আদেশ লইয়াছিলেন বটে; (৪) কিন্তু সম্রাট্ কি তাঁহাকে সৈন্য দ্বারা সাহায্য করিয়াছিলেন? ইহা আদৌ সম্ভব নহে। মীরজুম্‌লার এত শক্তি ও প্রতিষ্ঠা আওরঙ্গজেবের মনোমত হইল না। তিনি তাঁহাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। আওরঙ্গজেবের পক্ষে ইহা স্বাভাবিক। আওরঙ্গজেব দেখিলেন, খাজোয়ার-ক্ষেত্রে মীরজুম্‌লা তাঁহাকে দিল্লীর

(১) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 289.
History of Bengal—Stewart, P. 301 (Bangabasi).

(২) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 269.

(৩) *A History of Assam*—Gait, P. 127.

(৪) *Ibid*—P. 326.

রাজমুকুট প্রদান করিয়াছেন, রাজমহলে ও টাণ্ডায় সুজাকে পরাজিত করিয়া তিনিই সে রাজমুকুট রক্ষা করিয়াছেন ; ব্যাধতাড়িত পলায়মান মৃগের ন্যায় সুজা যখন প্রাণ লইয়া কাননে কাননে, শৈলে শৈলে আশ্রয়ের আশায় গমন করিতেছিলেন, তখন মীরজুম্‌লাই তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া আওরঙ্গজেবের পথ কণ্টকশূন্য করিয়াছেন। সেই মীরজুমলা ত ইচ্ছা করিলেই বিভ্রাট ঘটাইয়া দিল্লীর রাজসিংহাসন টলাইতে পারেন! আওরঙ্গজেব তাই মীরজুম্‌লাকে সন্দেহের চক্ষে দেখিলেন। তাঁহাকে লিখিলেন—বঙ্গ ত্যাগ করিয়া মীরজুম্‌লার দিল্লীতে আসা বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে, নতুবা মন্ত্রীহীন রাজ্যের কার্য্য চলিতেছে না! তিনি আরও লিখিলেন—আপনার কৃতকার্য্যের জন্য আমি যে কতদূর কৃতজ্ঞ এবং আপনাকে যে কত সম্মান করি, তাহা সাক্ষাতে প্রকাশ করিবার আশায় অপেক্ষা করিতেছি। (১)

মীরজুম্‌লা এই রাজসম্মান চাহিলেন না! রাজমন্ত্রী হইয়া লেখনীর পরিচর্য্যা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না। যেখানে কামান অতি গভীর গর্জ্জন করিতেছে, যেখানে বীরের শোণিতে ধরণীতল সিক্ত হইতেছে, অশ্বারোহণে সেইস্থানে পরিভ্রমণ করিতেই তাঁহার বীরের প্রাণ নৃত্য করিয়া উঠিত। তিনি সম্রাট্‌কে জানাইলেন যে, রাজশাসন শিরোধার্য্য করিয়া তিনি বঙ্গদেশেই থাকিতে চাহেন। দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে অসম্মতি জানাইয়া তিনি নিবেদন করিলেন যে, আসাম জয় করিতে পারিলে মোগলের গৌরব বাড়িবে—ধন-সম্পদ বাড়িবে। (২)

দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে মীরজুম্‌লার অনিচ্ছা দেখিয়া আওরঙ্গজেব চিন্তিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই ; কিন্তু মনোভাব গোপন করিয়া

(১) *History of Hindusthan*, Dow—Vol III, P. 325.

(২) *History of Hindusthan*, Dow, Vol III, P. 325.

রাখিতে তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, বেশ সুযোগ হইয়াছে! আসামে গমন করিলে মীরজুম্‌লা বাঙ্গালায় শক্তি সঞ্চয়, করিবার আর সুবিধা পাইবেন না! (১) হয় ত বা আর আসাম হইতে না-ও ফিরিতে পারেন! (২) আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ আসাম-অভিযানে সম্মতি দিলেন। এরূপ অবস্থায় তিনি কি আর দিল্লী হইতে সেনা প্রেরণ করিয়া মীরজুম্‌লার বলবৃদ্ধি করিযাছিলেন? তাহা কখনই সম্ভব নহে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, মীরজুম্‌লা বঙ্গদেশ হইতেই বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আসাম জয় করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

আসাম জয়

মীরজুম্‌লার সমরাভিযান যে-কোন দেশে গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইবার যোগ্য। তিনি যে পথে অগ্রসর হইলেন, তাহা ঘন-সন্নিবিষ্ট বংশবনে সমাচ্ছন্ন ছিল। ধীরে ধীরে বন কাটিয়া পথ করিতে করিতে এই বৃহৎ বাহিনী অগ্রসর হইল। মীরজুম্‌লার সৈন্যদিগের কর্তব্যনিষ্ঠা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞা ও সহিষ্ণুতা ইতিহাসে সুপরিচিত। পঞ্চরত্ন ও সন্দরে যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিল, তাহাতে আহোমগণ পরাজিত হইয়া পলায়ন করিল। দুর্গের পর দুর্গ বঙ্গ-সৈন্যের করতলগত হইতে লাগিল, পরিখার পর পরিখা, বংশপ্রাকারের পর বংশপ্রাকার কিছুতেই বঙ্গবাহিনীর গতিরোধ করিতে পারিল না। মনাসের মুখে যোগী গোফা, গৌহাটি—বড় নদীর মুখে শ্রীঘাট, পাণ্ডু, বেলতলা ও কজলী সমস্তই জয় করিয়া মীরজুমলা অগ্রসর হইলেন। যুদ্ধনিপুণ আহোমগণ রুধিরস্নাত হইয়া অবিলম্বে বুঝিতে পারিল যে, বঙ্গসেনার পথ রোধ করা সম্ভব নহে।

---

(১) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 325.

(২) *Storia do Mogor*—Manuci Vol II, P. 98. and *J. A. S. B.* No I (1872) P. 49—H. Blochmann on Kuchbihar and Assam and Dow's *History of Hindusthan*, P. 325, Vol III.

দেখিতে দেখিতে বর্ষা সমাগত হইল। পার্ব্বত্য প্রদেশে বর্ষা! অবিলম্বে গিরি-নদী ভীমবেগে ছুটিতে লাগিল, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র ডুবিয়া গেল। মনে হইতে লাগিল, অকস্মাৎ দিহিং হইতে যেন একটি বৃহৎ নদী মুক্তি পাইয়া তরঙ্গভঙ্গে নৃত্য করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। মোগল-শিবিরগুলি এক একটি দ্বীপের মত হইয়া উঠিল। কোথাও বা সৈন্যগণ জলমধ্যে আজানু-নিমজ্জিত হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হইল! আহার্য্য নাই, আহার-সংগ্রহের উপায় নাই—যে দুই একটী রাজপথ জলের উপর ভাসিতেছিল, তাহাও শত্রু কর্ত্তৃক অধিকৃত! মোগলসেনা শতে সহস্রে মরিতে লাগিল। কোথায় বা রহিল মীরজুম্‌লার রণতরী, কোথায় বা রহিল তাঁহার কামানবাহী ঘুরব্! তাহাদের সংবাদ পর্য্যন্ত পাইবার আর উপায় রহিল না!

বঙ্গসেনার বিপত্তি

দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। শেষে এক ছিলিম তামাকের দাম তিন টাকা হইল, এক সের মুগের দাইল দশ টাকায় বিক্রীত হইতে লাগিল! দুর্ভিক্ষের সঙ্গে সঙ্গে মড়ক দেখা দিল। জ্বরপর্ব্বত হইতে যে বাতাস বহিল, তাহাতেই সর্ব্বনাশ উপস্থিত করিল। এদিকে আহোমগণ মধ্যে মধ্যে আপতিত হইয়া উৎপাত আরম্ভ করিয়া দিল। শেষে এমন দিন আসিল, যখন বৃক্ষপত্র ভিন্ন আর কিছু আহার্য্য মিলিল না। বর্ষা অন্তে মীরজুম্‌লা যখন পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতেছিলেন, তখন সহসা তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইল। তিনি সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ফিরিবার পথে এমন দিনও গিয়াছিল, যখন বঙ্গসৈন্য চারি দিন পর্য্যন্ত শুধু জলমাত্র পান করিয়া জীবন ধারণ করিয়াছিল। (১) মীরজুম্‌লা খিজিরপুর পর্য্যন্ত

মীরজুম্‌লার মৃত্যু

(১) *A History of Assam*—Gait, P. 137. and *Stewart's History of Bengal*, (Bangabasi)—P. 331.

আসিয়া চিরনিদ্রায় অভিভূত হইলেন (১৬৬৩ খৃষ্টাব্দে)—ঢাকায় পৌঁছিতে পারিলেন না—আওরঙ্গজেব মনে করিলেন—বাঁচিলাম ! (১)

যে নৌবাট বা নৌবিতান হিন্দুরাজন্যবর্গের সময়ে বঙ্গের নৌশক্তির সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল; পাঠানদিগের সময়েও যাহার শক্তি দিল্লীর সুলতান বলবনকে সুবর্ণগ্রামপতির সাহায্য ভিক্ষা করিতে বাধ্য করাইয়াছিল, সম্রাট্ আকবরের মৃত্যুর পর বঙ্গের সেই নৌশক্তি বাঙ্গালার নবাব ইসলাম খাঁর আশ্রয়ে পরিপুষ্ট হইয়া 'নওযারা' নামে পরিচিত হইয়াছিল। আরাকানপতি ও পর্ত্তুগীজগণ সে নৌশক্তির প্রভাব একদিন বিশেষ ভাবে অনুভব করিয়াছিল—সুদূর আসামে পর্য্যন্ত পঞ্চ বর্ষে ১৩৩৫ খানি নৌতরণী প্রেরিত হইয়াছিল। সুলতান সুজার শাসন-সময়ে নানা রাজনৈতিক গোলযোগের জন্য তিনি নওযারার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেন নাই। নওয়ারার জন্য তখন বার্ষিক ১৬ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইত; কিন্তু সুজার অপেক্ষাকৃত শিথিল শাসনব্যবস্থায় তহশিলদারদিগের অত্যাচার এতই প্রবল হইয়াছিল যে, যে সকল জমিদারী হইতে এই ১৬ লক্ষ মুদ্রা আদায় হইত, সে সমস্ত ধ্বংস-প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বঙ্গের নৌশক্তি

মীরজম্লার ইচ্ছা ছিল, সংস্কার সাধন করেন। তিনি বঙ্গের নৌশক্তির উন্নতিবিধানও করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনে কুলাইল না। তাঁহার অভিশপ্ত আসাম-অভিযানে জলযুদ্ধনিপুণ অনেকগুলি

But the enemies of Aurungzebe were of opinion that he was much *pleased* with the event, as he was *excessively jealous of the abilities* and *much feared the ambition* of that great man (Meer Joomla).

(১) *Stewart's History of Bengal*, P. 332. and P. 333. (Bangabasi).

কর্ম্মচারী ও সৈন্য মরিয়া গেল। সুতরাং তাঁহার মৃত্যুকালে বঙ্গের নৌশক্তি কেবল নামমাত্রেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল!

এই সময়ে (১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে) শায়েস্তা খাঁ বঙ্গের নবাব হইয়া আগমন করিলেন। রাজমহলে আসিয়াই প্রচার করিলেন, যে উপায়ে হউক, বঙ্গের বিলুপ্ত নৌশক্তির পুনরুদ্ধার করিয়া, কোচবিহারে যুদ্ধযাত্রা করিবেন। সংবাদ শুনিয়াই কোচবিহাররাজ প্রাণনারায়ণ তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন—মোগল-সেনা কামরূপ রাজ্য জয় করিয়া ফেলিল। (১) শায়েস্তা খাঁ পাইক প্রেরণ করিয়া বঙ্গের নানা স্থান হইতে পোতনির্ম্মাণোপযোগী কাষ্ঠ সংগ্রহ করিলেন। হুগলী, বালেশ্বর, চৌলমারি, যশোহর, কড়িবাড়ী, মুরং প্রভৃতি নানাস্থানে পোতাদি নির্ম্মিত হইয়া ঢাকায় আনীত হইতে লাগিল।

শায়েস্তা খাঁ

চট্টগ্রামের অবস্থা এই সময় কিরূপ ছিল, তাহা আলোচনার বিষয়। সত্য বটে, পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে আরাকানের একজন লাঞ্ছিত গৃহতাড়িত নরপতি বঙ্গে পলায়ন করিয়া গৌড়-সুলতানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং প্রার্থিত সাহায্য লাভ করিয়া তাঁহার অধীনতাও স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে আরাকান-রাজগণ সে কথা আর স্মরণ রাখেন নাই। আরাকানপতি বিদ্রোহী হইলেন, সুলতান বার্ব্বাক শাহের হস্ত হইতে চট্টগ্রাম খসিয়া গেল। পাঠানশক্তি তখন ধ্বংসোন্মুখ। উহা যখন বিলুপ্ত হইয়া মোগলের জন্য বাঙ্গালার সিংহাসন শূন্য করিল, আরাকান-পতি তখন চট্টগ্রামে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। নোয়াখালি ও ত্রিপুরার কিয়দংশ তাঁহার হস্তগত হইল।

চট্টগ্রাম

(১) *History of Aurangzeb*—Sir. J. N. Sarkar M.A P. R S. Vol III, p. 219.

সপ্তদশ শতাব্দীতে নবাব ইসলাম খাঁ মেঘনা নদীর পূর্ব্বদিকে স্থিত ফেণী নদী পর্য্যন্ত ভূভাগ আরাকানের শাসনমুক্ত করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু অধিক দূর আর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

মগ-নৌবল

জাহাঙ্গীরের দুর্ব্বল শাসনব্যবস্থা ও সাজাহানের বিদ্রোহ মগদিগকে যে সুযোগ আনিয়া দিল, তাহাতে পূর্ব্ববঙ্গের নদীবক্ষ মগ-রণতরীতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল—সমরব্যবসায়ী বৈদেশিক ও দেশজ পর্ত্তুগীজগণ আরাকানের নৌশক্তি বৃদ্ধি করিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রাক্কালে (১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দে) যখন একখানি ক্ষুদ্র পর্ত্তুগীজ অর্ণবপোত আরাকানে উপস্থিত হইয়া মগেব সহিত পর্ত্তুগীজকে সৌখ্য বন্ধনে আবদ্ধ করিয়াছিল, তখন কে জানিত যে একদিন এই বান্ধবদিগের অত্যাচারে বঙ্গদেশেব বক্ষ চিরিয়া শোণিত-স্রোত বহিবে—সুদূর ঢাকা ও বাখরগঞ্জ পর্য্যন্ত বিকম্পিত হইবে—নিম্নবঙ্গ জনহীন অরণ্যে পরিণত হইবে—চট্টগ্রাম হইতে ঢাকা পর্য্যন্ত নদীর উভয় তীরের সমুদয় গ্রাম শিবাকুলাশ্রয় বন হইবে—বাখরগঞ্জের এরূপ দুর্দ্দশা ঘটিবে যে, গৃহস্থবাটীর তুলসীমঞ্চে প্রদীপটি জ্বালিবার জন্য কেহ আর থাকিবে না!

বঙ্গের নৌশক্তি তখন এতই হীনবল হইয়াছিল—পর্ত্তুগীজ ও মগভীতি তখন নৌসেনার মনের উপর এমনই আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল যে, মাত্র ৪ খানি মগ-রণতরী একত্র দেখিলেই, একশত মোগল-রণতরীর সেনা পলায়নের পথ পাইত না! কি মাঝি, কি গোলন্দাজ, কি সিপাহী সকলেই তরঙ্গভীষণ নদীর মধ্যেই ঝম্প প্রদান করিত, ভাবিত—ডুবিয়া মরি, সেও ভাল—তবুও 'হার্ম্মাদের' হস্তে বন্দী হইয়া জীবনান্ত পর্য্যন্ত দুঃসহ যন্ত্রণা সহিব না!

আরাকান ও বাঙ্গালার মধ্যবর্ত্তী আশ্রয়স্থল বলিয়া 'হার্ম্মাদগণ' চাটগাঁকেই কর্ম্মকেন্দ্ররূপে নিরূপিত করিয়াছিল। আরাকানপতি লুণ্ঠনলব্ধ অর্থের অংশ গ্রহণ করিতেন বলিয়া নিজ সৈন্য দ্বারা সর্ব্বদা চট্টগ্রাম

সুরক্ষিত রাখিতেন। প্রতি বৎসর এক শত রণতরী আরাকান হইতে সৈন্য বহিয়া আঁনিয়া চাটগাঁয়ে নামাইয়া দিত। পূর্ব্ববৎসর যাহারা আসিয়াছিল, তাহারা তখন গৃহে ফিরিয়া যাইত।

রণতরী প্রস্তুত হইলে পর যখন সেগুলি অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইল, সুদক্ষ নৌসেনাধ্যক্ষগণ তাহাদের পরিচালনভার গ্রহণ করিলেন, বাঙ্গালী মাঝি নববলে উৎসাহিত হইয়া আবার যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইল, চাটগাঁয়ে সমরায়োজনের জন্য তখন একটি কর্ম্মকেন্দ্রের প্রয়োজন হইল। শায়েস্তা খাঁ দেখিলেন যে, নব প্রতিষ্ঠিত সংগ্রামগড় ও চাটগাঁয়ের মধ্যবর্ত্তীস্থলে সন্দ্বীপ অবস্থিত। মোগল-নওয়ারার অন্যতম বীর সেনাধ্যক্ষ দিল্‌ওয়ার খাঁ নওয়ারা পরিত্যাগ করিয়া তখন সন্দ্বীপে স্বাধীন ভূস্বামীর ন্যায় বাস করিতেছিলেন। শায়েস্তা খাঁ সর্ব্বপ্রথমে সন্দ্বীপই আক্রমণ করিলেন। নাবাধ্যক্ষ আবুল্‌হাসনের কামান তথায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। দিল্‌ওয়ার খাঁ যদিও অশীতিপর বৃদ্ধ ছিলেন, তবুও বিক্রমের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে দুইবার আহত হইয়া কাননাভ্যন্তরে আশ্রয় লইলেন। তাঁহার দুইটি দুর্গ চূর্ণীকৃত হইল। দিল্‌ওয়ার নয়দিনের মধ্যেই ভগ্নদুর্গ সংস্কৃত করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন বটে, কিন্তু পরাজিত হইয়া সপরিবারে বন্দীবেশে ঢাকায় আনীত হইলেন। দস্যুদলন করিবার জন্য শায়েস্তা খাঁ তখন সন্দ্বীপ অধিকার করিলেন।

বৃদ্ধ দিল্‌ওয়ার খাঁ

শায়েস্তা খাঁর ত্রয়োদশ সহস্র সৈন্য প্রস্তুত হইল। দিল্লীর সম্রাট্‌ তখন শিবাজীর সহিত যুদ্ধে শ্রান্ত এবং অত্যন্ত পীড়িত—অন্তঃপুর হইতে তখন রাজদ্রোহের ধূম নির্গত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, আমীর ওমরাহগণ তখন আসন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের জন্য শঙ্কান্বিত—জল্পনালোলুপ জনপ্রবাহের মুখে মুখে তখন রাজদ্রোহের নানা ভীতিপূর্ণ কাহিনী প্রচারিত হইতেছে—তখন দিল্লী

আওরঙ্গজেবের পীড়া

ও আগ্রার বিপণিসমূহ পর্য্যন্ত বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছে! যুবরাজ শাহ্ আলম তখন রাজ্যের প্রধান প্রধান ওমরাহদিগের সহিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন—সম্রাট্‌ভগ্নী রোসেনারা তখন প্রচার করিতেছেন যে, বালক আকবরের শিরেই দিল্লীর রাজমুকুট স্থাপিত করিবেন! এইরূপ সঙ্কটকালে সুদূর বঙ্গদেশে শায়েস্তা খাঁর সাহায্যার্থ বাদশাহী-সৈন্য যে আসিতে পারে নাই বা আসিয়া থাকিলেও, অতি অল্পই আসিয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পারা যায়। (১)

শায়েস্তা খাঁ অবিলম্বে সার্দ্ধ ছয় সহস্র সৈন্য সহ পুত্র উমেদ খাঁকে স্থলপথে প্রেরণ করিলেন। বাঙ্গালার ২৮৮ খানি রণতরী যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইল। নোয়াখালিতে মিলিত হইয়া সেনাদল সমুদ্রের তীরে তীরে বন কাটিয়া পথ করিতে করিতে অগ্রসর হইল—নৌসেনাধ্যক্ষ ইবন্ হুসেন চাটগাঁয়ের সন্নিকটে কুমারিয়ার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন—সম্মুখে ও পশ্চাতে সুদূরবিস্তৃত পথহীন নিবিড় বনশ্রেণী! চাটগাঁয়ের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য তখন একদল যোদ্ধৃপুরুষ বন কাটিয়া অগ্রসর হইল, আর একদল উমেদ খাঁর আগমন পথ প্রস্তুত করিবার মানসে তাঁহার দিকে ধাবিত হইল।

যুদ্ধের আয়োজন

মগদিগের সহিত প্রথমদিন যে যুদ্ধ হইল, তাহাতে বঙ্গসৈন্য জয়লাভ করিলেও সে যুদ্ধ বৃহৎ হয় নাই। সে যুদ্ধে শত্রুর দশ খানি ঘুরব্ এবং ৪৫ খানি 'জালিয়া' তরণী নিযুক্ত হইয়াছিল। মগগণ প্রাণের ভয়ে ঘুরব্ হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া পলায়ন করিল। শত্রুর বৃহৎ বৃহৎ রণতরী (খালু এবং ধুম্) অদূরে

প্রথম দিনের যুদ্ধ

(১) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, Pp. 314-321.

মগ-দলনের জন্য কত সৈন্য নিয়োজিত হইয়াছিল, তাহার একটী বিস্তৃত তালিকা পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল।

সজ্জিত ছিল। তাহারা বাঙ্গালার সমর-তরণী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইল না—দূর হইতেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ হইল।

পরদিন মোগলের কামান-গর্জ্জনে কর্ণফুলী চঞ্চল হইয়া উঠিল—তাহাদের রণহুঙ্কারে আকাশতল কম্পিত হইতে লাগিল। বৃহৎ বৃহৎ রণপোতগুলি পুরোভাগে সজ্জিত করিয়া, ক্ষুদ্র ও ক্ষিপ্রগামী তরণীগুলিকে পশ্চাতে রাখিয়া বঙ্গসেনা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইল। রণসজ্জা দেখিয়াই শত্রুগণ পলায়ন করিল! অপরাহ্নে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মগগণ ফিরিঙ্গি-বন্দরে কামান ও গোলা রাখিয়া উহা সুরক্ষিত করিয়াছিল। তথা হইতে মুহুর্মুহুঃ গোলা আসিয়া বঙ্গের রণপোতের উপর পতিত হইতে লাগিল, চাটগাঁ-দুর্গ হইতেও গোলা বর্ষণ হইতে লাগিল। ঝটিকাবিক্ষুব্ধ-সাগরবক্ষে ভীষণ যুদ্ধে মগের অনেকগুলি রণতরী বিচূর্ণীত ও নিমজ্জিত হইয়া গেল—বিজয়ী বঙ্গসেনা শত্রুর ১৩৫ খানি রণতরী ধরিয়া লইল!

কর্ণফুলীর যুদ্ধ

জয়গর্ব্বে উল্লসিত হইয়া মোগলসেনা পরদিন চাটগাঁ দুর্গ অবরোধ করিল। সমস্ত দিবস যে ঘোর রণ হইয়াছিল, তাহার কাহিনী মগগণ কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। চট্টগ্রাম-দুর্গ জয় করিয়া বঙ্গসেনা ১০২৬টি লৌহ ও পিত্তল নির্ম্মিত কামান, অনেকগুলি বন্দুক ও 'জাম্বুরক্' এবং বহু বারুদ প্রাপ্ত হইল। দুই সহস্র মগদস্যু বন্দীকৃত হইয়া শৃঙ্খল পরিধান করিল, কতক বা রজনীর অন্ধকারে তরী ভাসাইয়া পলায়ন করিল। বিজয়কাহিনী চিরস্মরণীয় করিবার জন্য সেনাধ্যক্ষ উমেদ খাঁ চট্টগ্রামের নাম রাখিলেন ইস্‌লামাবাদ। (১)

চট্টগ্রাম দুর্গ জয়

(১) *History of Aurangzeb*—Sir J N. Sarkar, M. A. P. R. S. Vol III, Chap. XXXII.

Stewart's History of Bengal—Pp. 335-339, (Bangabasi Edn.).

শায়েস্তা খাঁর পর বঙ্গের নৌশক্তি আর উন্নতিলাভ করে নাই, ক্রমে হীনবলই হইয়াছিল। কিঞ্চিদধিক শতবর্ষপরও (১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে), দেখিতে পাই, কোন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গালার অর্ণবপোত বাণিজ্য-ব্যপদেশে সমুদ্রপথে নানাস্থানে গতায়াত করিত। (১) ইহার বিবরণ পর্চ্চাস্ (Purchas) নানাস্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। শায়েস্তা খাঁ কর্ত্তৃক মগ-দলনের প্রায় ৯০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার রণপোত মালদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছিল (১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দ)। ইহার প্রায় ৫০ বৎসর পরও দেখিতে পাই—ঢাকার হিন্দু শিল্পিগণ সুদৃঢ় পোত নির্ম্মাণ করিত। (২) বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণ যখন অত্যন্ত প্রবল ছিলেন তখন খিজিরপুর, বন্দর, শ্রীপুর এবং ধাপা প্রধান নাবি-স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল।

বাঙ্গালার নৌ-শিল্পের সমাধি

গবর্ণমেণ্টের মিলিটারি সেক্রেটারী কর্ণেল রবার্ট কিডের চেষ্টায় ১৭৮৭ সালে শিবপুর বোটানিকাল গার্ডেন প্রথম সংস্থাপিত হয়। তথায় পোত-নির্ম্মাণোপযোগী সেগুন বৃক্ষের চাষ তাঁহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। (৩) বিশপ হেবার ১৮২৩ সালে হাবড়ার বর্ণনাকালে লিখিয়াছিলেন—"ইহা প্রধানতঃ পোতনির্ম্মাণক্ষম ব্যক্তিদিগেরই আবাসস্থল।" ইহার ২৫ বৎসর পরও হাবড়ার লোক পোত-নির্ম্মাণ-কুশলী বলিয়া পরিচিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও হাবড়ার নৌশিল্প অনেকাংশে সমুন্নত ছিল। (৪)

১৮৪০ খৃষ্টাব্দ হইতে বঙ্গের নৌশিল্প বিশেষরূপে অবনত হইতে

(১) *Considerations on Indian Affairs*—Bolts, P. 21.

(২) *East Indian Gazetteer*—Walter Hamilton, Vol I, P. 480.

(৩) *Howrah District Gazetteer*—P. 404.

(৪) *Ibid*—P. 166.

আরম্ভ হইয়াছিল এবং বিংশ বর্ষ মধ্যেই একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছিল। তখনও চট্টগ্রামে পোতাদি নির্ম্মিত হইত। (১) ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ষোলখানি পোত চট্টগ্রামের পোতাশ্রয়ে বাঙ্গালীর নৌশিল্পের পরিচয় দিয়াছিল; দশবর্ষ মধ্যেই ষোলখানির স্থলে ছয়খানি হইল। তিনবর্ষ পরে দেখা গেল—চারিখানি মাত্র পোত নির্ম্মিত হইয়াছে! ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে অনেক দিনের মত শেষ অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইয়া বঙ্গের নৌশিল্পের সমাধি ঘোষণা করিয়াছিল! (২)

দশম পরিচ্ছেদ

ক্ষীণপুণ্য তারকা

A people that can feel no pride in the past, in its history and literature loses the mainstay of its national character.

—*Max Muller.*

সম্রাট্ আকবর সিংহাসনারোহণ করিবার (১৫৫৫ খৃষ্টাব্দ) পর বহুদিন পর্য্যন্ত বঙ্গদেশ অধিকৃত হয় নাই। প্রথমে দায়ূদের বিদ্রোহ,

বঙ্গে বিদ্রোহ

তাহার পর কতলু খাঁ ও ওসমানের বিদ্রোহ; ঘোড়াঘাটে কাকশেলান্‌দিগের বিদ্রোহ প্রভৃতি সম্রাট্‌কে

(১) *East Indian Gazetteer*—Walter Hamilton, P. 154.

(২) Hunter's *Statistical Account of Bengal*—Vol VI.

কিছুদিন হইল চট্টগ্রামে আবার অর্ণবপোত নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে—ভারতবর্ষ, শ্রাবণ, ১৩২৫ সাল।

এরূপ ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল যে, তিনি তাঁহার অসীম বিশ্বাসের পাত্র মুজাফ্‌ফর খাঁ, রাজা টোডর মল্ল, রাজা মানসিংহ প্রভৃতিকে নানা সময়ে বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে বঙ্গে প্রেরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। উড়িষ্যার স্বামী রামচন্দ্রের তখন বহু সেনা ও ৭১টী দুর্গ ছিল (১)। কোচবিহারপতির তখন একলক্ষ পদাতিক, চারি সহস্র অশ্বারোহী, সপ্তশত রণহস্তী এবং এক সহস্র রণতরী ছিল (২)। বঙ্গে দায়ূদের সৈন্য যে কত ছিল, তাহা আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি। তাহারা সকলেই পাঠান ছিল না। বেহার ও বঙ্গের অনেকগুলি ভূস্বামী আপন আপন সৈন্য লইয়া দায়ূদের সাহায্যার্থ রণে অগ্রসর হইয়াছিলেন। (৩) বাঙ্গালার এই যুগের ইতিহাস পূর্ব্বের ন্যায় রুধিররঞ্জিত। তখন বঙ্গের আকাশ মোগল-পাঠানের কামান গর্জ্জনে আলোড়িত—বঙ্গের শ্যাম শস্যক্ষেত্র মোগল-পাঠানের অশ্বপদভরে বিদলিত! কাকশেলান্‌দিগের একটী বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য মসীজীবী পাত্তর দাস সসৈন্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন বলিয়া তারিখ্‌-ই-বদাউনি এবং তারিখ্‌-ই-আকবরী গ্রন্থে লিখিত রহিয়াছে।

সেকালে যে ভূস্বামীর সৈন্যসংখ্যা যত অধিক ছিল, তিনি তত অধিক সম্মানের পাত্র ছিলেন। তাঁহাদের সেনাবল যদিও ক্রমেই খর্ব্বীকৃত হইতেছিল, তবুও আমরা দেখিতে পাই—এমন কি পলাশীর যুদ্ধের তিনবর্ষ পরও বর্দ্ধমানপতির পঞ্চসহস্র সৈনিক ছিল এবং সেই সময়েও তিনি ১০।১৫ সহস্র নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া নবাগত কোম্পানী-বাহাদুরের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত

বর্দ্ধমান

(১) *Orissa*—Hunter, Vol II, P. 19.

(২) *Stewart's History of Bengal*—P. 211 (Bangabasi Edn.)

(৩) *History of Hindusthan*—Dow, Vol III, P. 252.

বর্দ্ধমানের সৈন্যসংখ্যা ৮৫০০ ছিল এবং ইহাদিগের ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ প্রতিবর্ষে ১,৫৪,৫২১ মুদ্রার আবশ্যক হইত। (১) ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে দেখিতে পাই যে, বীরভূমিপতি বীরহম্বরের দুর্গ কামানে সুরক্ষিত ছিল। তিনি বাঙ্গালার নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিলেন। (২)

উগ্রক্ষত্রিয়

বর্দ্ধমানের উগ্রক্ষত্রিয়দিগের শৌর্য্যকাহিনী তখনও সকলের স্মৃতিপথে জাগ্রত ছিল। সুলতান সুলেমান অনেক দিনের তীব্র সমরের পর তাহাদিগকে আনত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বন্দীকৃত উগ্রক্ষত্রিয়গণ শুধু "বেণীদান" করে নাই—শিখজাতির ন্যায় বেণীর সহিত মস্তকও দান করিয়াছিল। তাহারা পরমানন্দে মহাশূলকে আশ্রয় করিয়াছিল, তবুও ধর্ম্মত্যাগ করে নাই! তখনও বাঙ্গালী-ব্রাহ্মণ বিস্মৃত হয় নাই যে, অল্পকাল পূর্ব্বেও তাহারা সপ্তগ্রামের দেবমন্দির রক্ষার্থ পাঠানদিগের সহিত ভীষণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল।

ব্রত মন্ত্র

সুপ্রাচীন কালের ব্রতমন্ত্রে দেখিতে পাই, বঙ্গকুমারীগণ যেমন যুক্ত করে রামের মত স্বামী ও লক্ষ্মণের মত দেবর, "সভা উজ্জ্বল জামাই" আর "নিত্যানন্দ ভাই" পাইবার প্রার্থনা করিতেছেন, তেমনি যুদ্ধনিরত স্বামীর নিরাপদে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের প্রার্থনা ভগবচ্চরণে নিবেদন করিতেছেন। আবার বঙ্গের সেই শুভদিন কি ফিরিয়া আসিবে? আবার কি শুনিতে পাইব যে, কুমারীগণ ব্রতধারণ করিয়া বলিতেছেন—

"পাকা পাণ, মর্ত্তমান,
আমার স্বামী নারায়ণ

(১) *Bengal M. S. Records*, Hunter— Vol. I, Pp. 98-100.

(২) *Hunter's Statistical Account*—Vol. IV.

যখন যাবেন রণে,

নিরাপদে ফিরে আসেন যেন ঘরে।”

আবার কি শুনিতে পাইব যে, বাঙ্গালী হিন্দুর গৃহে গৃহে কুমারীগণ “রণে এয়ো ব্রত” পালন করিতেছেন এবং ভক্তিভরে বলিতেছেন—

“রণে রণে এয়ো হবো।
জনে জনে সো হবো।
আকালে লক্ষ্মী হবো
সময়ে পুত্রবতী হবো।”

আবার কি শুনিতে পাইব যে, ব্রত সাঙ্গ করিয়া প্রণাম করিবার সময় তাঁহারা বলিতেছেন—

“রণে এয়ো ব্রত ক’রে যেন হই স্বামীর সো।
যতকাল থাকৃব বেঁচে, যেন না পড়ে আমার নো।” (১)

এই সকল বিস্মৃত ব্রতকথার অন্তরালে যে ঐতিহাসিক তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীকে সমরকুশল জাতি বলিয়াই পরিচিত করে, —তাহা আজিও অশ্বপৃষ্ঠে বঙ্গনারীর রণচণ্ডিকা-মূর্ত্তি নয়ন-সমক্ষে উপস্থাপিত করে—সে কালেব সহিত এ কালের তুলনা করিয়াই বঙ্গকবি অতি-বড় দুঃখে লিখিযাছেন—“হায় হায়! ওই যায় বাঙ্গালীর মেয়ে!” ইঁহারা কি সেই বঙ্গনারী যাঁহারা একদিন দোলায় আসিতেন, ঘোড়ায় যাইতেন? (২) ইঁহারা কি সেই বঙ্গনারী, “রণে

(১) ব্রতমন্ত্র—ভারতী, আষাঢ—১৩১৯

(২) দোলায় আসি, ঘোড়ায় যাই।
আঁকে বইসা দই ভাত খাই।
—পূর্ব্ববঙ্গের মাঘ মণ্ডল ব্রত-কথা।

আইয়ো হইও” বলিয়া একদিন যাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইত ? (১) বিস্তৃত বঙ্গের নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলে এখনও হয়ত এইরূপ নানা ব্রতের নানা কথার ভিতর প্রাচীন ইতিহাসের ক্ষীণস্মৃতি জাগ্রত দেখিতে পাওয়া যাইবে। বাঙ্গালীর যুদ্ধযাত্রা একটি সহজ ও সাধারণ ঘটনার মধ্যে না থাকিলে কি তাহার স্মৃতি বঙ্গকুমারীর ব্রত-কথায় স্থান পাইতে পারিত? সকল আকাঙ্ক্ষাব অধিক যাহা, সকল আশার শ্রেষ্ঠ যাহা, সকল কামনার সারভূত যাহা—যাহা নারীজীবনের অতি স্বাভাবিক ও সহজ এবং প্রাত্যহিক আকাঙ্ক্ষার সামগ্রী, বঙ্গরমণীর ব্রত-কথায় শুধু তাহারই স্থান হইয়াছে। ইহার সহিত সেকালে মিথ্যার বা অত্যুক্তির সংস্রব ছিল না।

ব্রতকথায় বাঙ্গালীর যে চিত্র পাই, ইতিহাস তাহার সমর্থন করে। ব্রতকথা বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইয়াছে, কিন্তু ইতিহাস এখনও জাগ্রত। বঙ্গের “তকৃশীম্ জমাব” কাহিনী, সম্রাট্ আকবরের শাসন-ব্যবস্থার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ বর্ত্তমান থাকিয়া আজিও দেখাইয়া দেয় যে, সেকালে ভারতের বীরের সভায় বাঙ্গালীরও একটী নির্দ্দিষ্ট আসন ছিল—সে আসনেরও গৌবব ছিল, খ্যাতি ছিল।

ভারতের বীরের সভায় বাঙ্গালী

বীরভূমি যোধপুর, বিকানীর, কুমায়ূঁ যখন সম্রাট্ আকবরের জন্ম প্রত্যেকে ৫০,০০০ পদাতিক দিত—বাঙ্গালার ফতেহাবাদ সরকার (ফরিদপুর, বাখরগঞ্জের দক্ষিণাংশ এবং মেঘনার মুখে অবস্থিত দ্বীপাবলী) তখন ৫০,৭০০ পদাতিক দিতে পারিত! তখন সোনারগাঁয়ে (বিক্রমপুরের

(১) আকালে ভাতস্তি হইও,
সকালে স্থতস্তি হইও,
রণে আইয়ো হইও,
জনে সায়তি হইও—ইত্যাদি।

পূর্ব্ববঙ্গের থুয়া ব্রতের কথা। “আইয়ো হইও”—সধবা থাকিও।

পশ্চিমাংশ এবং নোয়াখালি) ৪৬,০০০ পদাতিক মুহূর্ত্তে সজ্জিত হইত, বাজুহায় (রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা এবং ঢাকার কিয়দংশ) ৪৫,৩০০ পদাতিক অস্ত্র ধরিত—১৭০০ অশ্বারোহীর করে শাণিত কৃপাণ জলিয়া উঠিত। যখন বিয়া এবং রাভিনদী বিধৌত জনপদ 'দুয়াবে-বারিতে' ১৪,৫৫০ পদাতিক সমরেব জন্য প্রস্তুত হইত, তখন বাঙ্গালার ঘোড়াঘাট (দিনাজপুরের অংশ, রংপুর ও বগুড়া) ৩২,৬০০ পদাতিক দিতে পারিত, বাকলায় (বাখরগঞ্জ ও ঢাকা) ১৫০০০ পদাতিক সংগৃহীত হইতে পারিত। যখন ঝিলাম ও সিন্ধু নদ বিধৌত জনপদ 'দুয়াবে-সিন্ধ্-সাগরে' সম্রাটের আদেশে দুই সহস্র পদাতিক ও ২২০ অশ্বারোহী রণে অগ্রসর হইত, তখন বাঙ্গালার ৪টী সরকার প্রত্যেকে ৫ সহস্র পদাতিক দিত, তিনটী সবকারে ৭ সহস্র করিয়া সেনা সংগৃহীত হইত! যখন 'দুয়াবে-জলন্ধর' (বিয়া এবং সট্‌লেজ বিধৌত জনপদ) ২০,৪০০ পদাতিক ও ২৪০০ অশ্বারোহী দিত, তখন বাঙ্গালার খলিফতাবাদ ও বাকলা প্রত্যেকে পঞ্চদশ সহস্র পদাতিক দিতে পারিবে বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। শূরস্বর্গ চিতোরে যখন ৮২,০০০ পদাতিকের ভল্লাগ্রে অরুণ-কিবণ ঝলসিয়া উঠিত, আজমীবে যখন ৮০,০০০ পদাতিক জয ধ্বনিতে দিগ্দেশ কম্পিত করিত—তখন ১০,৮,১৬০ পদাতিকের বীর-হুঙ্কারে কটক-সরকার নিনাদিত হইত, সোণারগাঁ ও বাজুহায় তখন ৪৬০০০ এবং ৪৫০০০ পদাতিক সম্রাটের জয় ঘোষণা করিত, ফতেহাবাদে ৫০,৭০০ বীরের জয়গর্ব্বে নিষ্কোষিত অসির ফলক শত্রুরুধির পানের জন্য নৃত্য করিয়া উঠিত! (১)

(১) *Ayeen-I-Akbari,* Vol II (Gladwin : Popular Edition) Pp. 459-544.

Khulasat ; *Punjab* (Sir. J. N. Sarkar)—Pp. 82, 83, 100.

ইতিহাস পাঠক-মাত্রেরই ইহা অবিদিত নাই যে, সম্রাট্ আকবর সিংহাসনে আরোহণ করিয়া ভারতবর্ষকে পঞ্চদশ ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন। প্রত্যেক বিভাগ সে কালে 'সরকার' নামে পরিচিত ছিল। প্রত্যেক সরকারের অধীনে কতকগুলি 'মহল' থাকিত। মহলগুলি আধুনিক 'সব্ডিবিসন' (মহকুমা) মনে করা যাইতে পারে। উড়িষ্যার যে সামান্য অংশ তখন মোগলের অধীন হইয়াছিল, তাহা সরকার বঙ্গের অন্তর্গত বলিয়া বিবেচিত হইত। শ্রীহট্টও বাঙ্গালারই অংশ ছিল। সম্রাটের প্রয়োজন অনুসারে প্রত্যেক সরকার হইতে সেনা সংগৃহীত হইবার রীতি ছিল। বাঙ্গালী রণভীরু হইলে বাঙ্গালা হইতে সেনা-সংগ্রহ করার সম্ভাবনা ছিল না। বাঙ্গালার কোন্ সরকার সম্রাটের জন্য কত সৈন্য প্রদান করিত, আইন-ই-আক্‌বরিতে তাহার একটি তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে। (১) প্রত্যেক সরকারের সৈন্যসংখ্যা যে স্থান, কাল ও পাত্র বিবেচনায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। বাঙ্গালায় তখন এমন সরকারও ছিল, যেস্থান হইতে পঞ্চাশৎ সহস্রেরও অধিক পদাতিক সংগৃহীত হইতে পারিত! এমন সরকারও ছিল, যেখানে সম্রাট সপ্তদশ শত অশ্বারোহী সেনা পাইতেন! সরকার ভদ্রক, কটক ও জালেশ্বর সহ সুবা বঙ্গের সৈন্য-তালিকা আইন-ই-আকবরি হইতে উদ্ধৃত হইল:—

বঙ্গের তক্‌শীম্ জমা

সরকারের নাম	আধুনিক ভৌগোলিক সংস্থান (২)	অশ্বারোহী	পদাতিক
টাণ্ডা বা ঔদম্বর	মুর্শিদাবাদ	০	০

(১) *Ayeen-I-Akbari*, Vol II, Part II, Pp. 459-473 : Gladwin : (Popular Edition).

(২) Prof. Blochmann in the *J. A. S. B.* (1873) Pp. 208-218, No. 3.

সরকারের নাম	আধুনিক ভৌগোলিক সংস্থান (২)	অশ্বারোহী	পদাতিক
জন্নতাবাদ	মালদহ	৫০০	১৭০০
ফতেহাবাদ	ফরিদপুর. বাখরগঞ্জের দক্ষিণাংশ এবং মেঘনার মুখে অবস্থিত দ্বীপাবলী	৯০০	৫০৭০০
বার্বাকাবাদ	মালদহ, রাজসাহী এবং বগুড়া	৫০	৭০০০
বাজুহা	রাজসাহী, বগুড়া, পাবনা এবং ঢাকা	১৭০০	৪৫৩০০
সোনারগাঁ	ত্রিপুরার পশ্চিমাংশ এবং নোয়াখালি	১৫০০	৪৬০০০
চাটগাঁ	... ...	১০০	১৫০০
সরিফাবাদ	বর্দ্ধমান	২০০	৫০০০
সুলেমনাবাদ	হুগলীর উত্তরাংশ এবং নদীয়া ও বর্দ্ধমানের কিয়দংশ	১০০	৫০০০
সাতগাঁও	২৪-পরগণা, নদীয়ার পশ্চিমাংশ এবং মুর্শিদাবাদের দক্ষিণ পশ্চিমাংশ	৫০	৬০০০
মহম্মুদাবাদ	নদীয়ার উত্তরাংশ, যশোহরের উত্তরাংশ এবং ফরিদপুরের পশ্চিমাংশ	২০০	১০১০০
খলিফতাবাদ	যশোহরের দক্ষিণাংশ এবং বাখরগঞ্জের পশ্চিমাংশ	১০০	১৫১৫০
বাকলা	বাখরগঞ্জ এবং ঢাকা	৩২০	১৫০০০
ঘোড়াঘাট	দিনাজপুর, রংপুর এবং বগুড়া	৯০০	৩২৬০০
পাঞ্জরা	দিনাজপুর	৫০	৭০০০
মদারণ	বীরভূমের পশ্চিমাংশ, বর্দ্ধমান এবং হুগলীর পশ্চিমাংশ	১৫০	৭০০০
পূর্ণিয়া	... ...	১০০	৫০০০

সরকারের নাম	আধুনিক ভৌগোলিক সংস্থান		অশ্বারোহী	পদাতিক
তাজপুর	পুর্ণিয়ার পূর্ব্বাংশ ও দিনাজপুরের পশ্চিমাংশ		১০০	৫০০০
সিল্‌হেট	শ্রীহট্ট		১১০০	৪২৯২০
কটক	...	...	১৯২০	১০৮১৬০
ভদ্রক	...	...	৭৫০	৩৭০০
জালেশ্বর	...	...	৩৪৭০	৪৩৮১০

উদ্ধৃত তালিকা হইতে দেখা যাইতেছে যে, বাঙ্গালার প্রায় সকল স্থান হইতেই সৈন্য সংগৃহীত হইত। বাঙ্গালী যোদ্ধৃজাতি না থাকিলে এরূপ ঘটিতে পারিত না। আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, পাঠান ও মোগল-শাসনকর্ত্তাগণ আবশ্যকমত বঙ্গদেশ হইতেই সেনা সংগ্রহ করিতেন। উল্লিখিত তালিকা তাহারই সম্ভাবনা সূচিত করে।

সম্রাট্ আকবরের প্রত্যেক সুবার শাসনকর্ত্তা 'সিপাসালার' নামে পরিচিত হইতেন; তাঁহার অধীনে যে সকল 'ফৌজদার' নিযুক্ত হইতেন, তাঁহারা প্রত্যেক পরগণা বা মহালের সামরিক কর্ত্তাস্বরূপ বিরাজ করিতেন। স্থানীয় সেনা বা 'মিলিসিয়া' এবং বাদশাহী-সেনা উভয়ই তাঁহাদের অধীনে থাকিত।

ভিত্তিহীন সন্দেহ

বাঙ্গালা তখন দ্বাদশ ভৌমিকের 'মুলুক' নামে পরিচিত ছিল। ভৌমিক-দিগের প্রত্যেকেরই সেনা ছিল, রণতরী ছিল, যুদ্ধোপকরণ ছিল। আবুল্ ফজল্ বলিয়াছেন যে, ভারতবর্ষের সুবাগুলির সৈন্যসমষ্টি ৪৪,০০,০০০ ছিল। ঐতিহাসিক এল্‌ফিনষ্টোন এই উক্তিকে সন্দেহের চক্ষুতে দেখিয়া থাকেন। তিনি সন্দেহের কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই! (১) আবুল্‌ফজল্ কর্ত্তৃক বিরচিত আকবরের কাহিনী সেকালের

(১) Elphinstone's *History of India*—P. 547 (7th Edn).

ইতিহাসের প্রধান উপাদান। তাঁহার অন্যান্য সকল বর্ণনাই যদি প্রামাণ্য ও বিশ্বাসযোগ্য হয়, তবে সামরিক ব্যবস্থার কাহিনীকে সন্দেহের চক্ষে দেখিবার কারণ কি ?

সম্রাট্ আকবরের "তক্‌শীম্ জমা" যে বিশেষ বিবেচনার সহিত প্রস্তুত করা হইয়াছিল, তাহা ইতিহাস-পাঠকমাত্রেরই জানা আছে। রাজ্য-রক্ষা ও রাজ্য-জযেব জন্য অর্থেরও যেমন প্রয়োজন, সেনারও তেমনই প্রয়োজন। সুতরাং ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, সম্রাট্ যেমন রাজস্ব-বিভাগের সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন, সামরিক বিভাগেরও সেইরূপ তৎকালোচিত ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। রাজ্যের যে স্থান হইতে যে শ্রেণীর ও যে পরিমাণ সৈন্য পাইবার সম্ভাবনা ছিল, "তক্‌শীম জমায়" তাহারই নির্দ্দেশ দেখিতে পাই। সম্রাট্ আকবর যখন কাবুল-অভিযানে গমন করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার সহিত ৫০০০০ অশ্বারোহী ও অসংখ্য পদাতিক ছিল। নানা জাতীয় লোক দ্বারা সম্রাটের এই বিপুল বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। পাদরী মন্‌সিরেট (Father Monserrate) এই সময়ে সম্রাটের সহিত গমন করিয়াছিলেন। তিনি মোগল-বাহিনীর বর্ণনা করিয়াছেন। (১)

মোগল-সেনা

সম্রাটের বেতনভোগী সৈন্যের সংখ্যা অধিক ছিল না—মিলিসিয়া বা স্থানীয় সৈন্যই তাঁহার প্রধান অবলম্বন ছিল। (২) সুতরাং সেই মিলিসিয়া গঠন করিতে যে বিশেষ ধীরতা অবলম্বন করিতে হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক সেনা পাইবার জন্য কোনরূপেই

(১) *Akbar, the Great Moghul* : V. A. Smith, P. 361.

(২) Most of the military strength consisted of the aggregate of irregular contingents raised and commanded either by autonomous chieftains or by high imperial officers.

—*Akbar, the Great Moghul* by V. A. Smith, P. 360.

চেষ্টার ত্রুটী হইত বলিয়া বোধ হয় না। সেকালে যেমন ভূম্যধিকারীদের সৈন্য ছিল, তেমনই প্রত্যেক রাজকর্ম্মচারীও আবার সেনা সংগ্রহ ও রক্ষা করিতে বাধ্য ছিলেন। অল্প সেনা রাখিয়া প্রবঞ্চনা পূর্ব্বক অধিক জায়গীর যাহাতে কেহ ভোগ করিতে না পারেন, তদ্বিষয়েও বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। (১) পদাতিকগণ গণনার মধ্যে আসিত না বলিয়া কথিত হয় বটে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই, কষ্টসাধ্য যুদ্ধাভিযান-মাত্রেই বহু পদাতিক সৈন্য গৃহীত হইত। কোন যুদ্ধই সেকালে পদাতিকের সাহায্য ভিন্ন সম্পন্ন হইতে পারিত না—একালেও পারে না।

এই সকল পদাতিক সৈন্য নিয়মিত বেতনভোগী থাকিত না। উহারা উপস্থিত মত যুদ্ধকালে কার্য্যে নিযুক্ত হইত। সুতরাং সম্রাট্ বা সেনাপতি কাহারও দিকেই তাহারা চাহিত না—নিজেদের লাভ ও ক্ষতি, সুবিধা ও অসুবিধাই অধিকাংশ সময়ে তাহাদের লক্ষ্যের বিষয় হইত। দেশের প্রতি মমতা, যে কারণে তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে আসিয়াছে, তাহার সাফল্যের জন্য আগ্রহ—অনেকের মধ্যেই এ সকলের অত্যন্ত অভাব দেখা যাইত। (২) তাহাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সাহসের অভাব ছিল না, রণকৌশলের অভাব ছিল না, উৎসাহ ও আগ্রহের অভাব ছিল না। ব্যক্তিগত সাহস ও শৌর্য্য অনেক সময় সীমা অতিক্রম করিয়া অলৌকিক হইত। কিন্তু সম্রাটের জয়ে লুণ্ঠন ব্যতীত তাহাদের যে অন্য কিছু লাভ থাকিতে পারে, অনেকের মধ্যেই সে বিষয়ে বিশ্বাসের অভাব ছিল বলিয়া কথিত হয়। (৩) এই কারণেই

(১) *Akbar, the Great Moghul*—V. A, Smith. Pp. 360:361
Army of the Indian Moghuls—W. Irvine I. C. S. Pp. 3, and 46.
(২) *Ibid*—Pp. 296-297.
(৩) *Ibid*—Pp. 57-58.

মোগল-বাহিনী ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা নিন্দিত হইয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, মোগল-সেনার মধ্যে এই কারণেই সর্ব্বদা রাজদ্রোহ দেখা দিয়াছে, তাহারা অনায়াসে আপন পক্ষ ত্যাগ করিয়া ব্যক্তিগত লাভের লোভে বিপক্ষের সহিত যোগদান করিয়াছে।

বেতনভোগী সৈন্য ছিল না, তাহা নহে,—তবে তাহাদের সংখ্যা মিলিসিয়ার তুলনায় অনেক অল্প ছিল। বেতনভোগী সেনাগণও সর্ব্বদা তুষ্ট থাকিত না, কারণ তাহারা সময়-মত বেতনাদি পাইত না। বাঙ্গালার নবাবদিগের কালে এই কারণে যে কত অনর্থ ঘটিয়াছিল, তাহা ঐতিহাসিক মাত্রেরই অবিদিত নাই। লর্ড ক্লাইব ইহা লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে, নিয়মিতরূপে বেতন না পাওয়াতেই মোগল-সেনা এরূপ অক্ষমতার পরিচয় দিত। (১) ঐতিহাসিক আর্‌ভিন্ বলিয়াছেন যে, এ দেশের রীতিই এই যে, ইহারা অন্যের প্রাপ্য অর্থ দিতে চাহে না! ঐতিহাসিকের চমৎকার কল্পনা বটে!

সম্রাট্ সাজাহানের দুর্দ্দশার কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে প্রকাশ যে, তাঁহার বহু সৈন্য ছিল। সমগ্র ভারতে সম্রাটের যত সৈন্য ছিল (অর্থাৎ মিলিসিয়া প্রভৃতি) সে সমুদয় ধরিলে তাঁহার সৈন্য-সংখ্যা দশ লক্ষেরও অনেক অধিক হইত। ১৬৭৮ খৃষ্টাব্দে বাদশাহী-সেনার যে তালিকা পাওয়া যায়, তাহাতে দেখা যায় যে, ৪০,০০০ পদাতিক ও অশ্বারোহী মোগল-বাহিনীর বল বৃদ্ধি করিয়াছিল। স্থানীয় সৈন্য বা মিলিসিয়া ইহাদের অন্তর্গত ছিল না। ফৌজদার, ক্রোড়ী, আমলাগণ মোগল রাজ্যের বিভিন্ন পরগণায় এই সকল 'স্থানীয়

---

(১) *Minutes of Select Committee of 1772 in Irvine's Army of the Indian Moghuls* : P. 24.

c. f. *Sier*, Vol III, P. 35.

সৈন্যের' কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিলিসিয়ার সংখ্যা বহু লক্ষ ছিল বলিয়া কথিত হয়। (১)

দেখা যাইতেছে যে, সম্রাট্ আকবরের পরেও মোগল-রাজ্যের পরগণায় পরগণায় পরগণাতি সৈন্য বা স্থানীয় সৈন্য ছিল। বঙ্গে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিবার বিশেষ কোন কারণ দেখা যায় না। বাঙ্গালার পরগণাতি সৈন্য যে বঙ্গের বাহির হইতে সংগৃহীত হইত না, তাহা সহজেই অনুমেয়। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান এই সেনা দলে যোগদান করিত। ইহারাই বহুবার আসামে ধাবিত হইয়াছিল—মগ ও ফিরিঙ্গির সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল—বঙ্গের বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত করিতেও যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিল, বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া মোগল রাজপুরুষদিগকে সেইরূপ ব্যতিব্যস্তও করিয়াছিল। বাঙ্গালার ইতিহাস পূর্ব্বাপর ইহাই দেখাইয়া দেয় যে, বঙ্গে যোদ্ধার অভাব ছিল না। যাঁহার অর্থ ছিল, তিনি অনায়াসেই বহু সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন। বাঙ্গালায় অভাব ছিল নিয়মিত শিক্ষার,—অভাব ছিল নিয়মানুবর্ত্তিতার—অভাব ছিল এক-জাতি-প্রতিষ্ঠার।

পরগণাতি সেনা

পাল ও সেনরাজদিগের রাজত্বকালে যাঁহারা সামন্তরাজ নামে পরিচিত ছিলেন, পাঠান ও মোগল শাসনের সময় তাঁহাদেরই পদ-প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া যাঁহারা বঙ্গের গৌরব স্বরূপ বিরাজ করিতেন, তাঁহারা বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিক নামে পরিচিত হইয়া-

ক্ষীণ-পুণ্যতারকা

(১) These (মোট ৪,৪০,০০০) did not include the local militia posted in the Parganas and commanded by the Foujdars, Kroris and Amlas—who must have numbered several Lakhs more.

—*Anecdotes of Aurangzeb* : an Historical Essay : Sir. J. N. Sarkar, M. A. P. R. S., P. 161.

ছিলেন। বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের কাহিনী—বাঙ্গালীর বীর্য্য শৌর্য্য ও গৌরবের কাহিনী। পাঠানদিগের সময় দ্বাদশ ভৌমিকদিগের যে প্রভুত্ব ছিল, মোগলদিগের সময় তাহা ক্রমে ক্রমে ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল। তাঁহাদের সেনা ও দুর্গ তখনও ছিল বটে, কিন্তু মগ ও ফিরিঙ্গি-দিগের ন্যায় তাঁহাদিগকে দমন করা ও ঢাকায় 'নওয়ারা' সৃষ্টির অন্যতম কারণ। ভৌমিকগণ তখন বঙ্গের আকাশে ক্ষীণ-পুণ্য তারকা বটে—কিন্তু তাঁহাদেরই জ্যোতিঃ একদিন দিল্লীর সম্রাটের পর্য্যন্ত চক্ষু ঝলসাইয়া দিয়াছিল! বাদশাহ্‌ প্রকাশ্যে বলিতেন বটে যে, ভৌমিকগণ তাঁহারই সামন্ত নৃপতি—কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই জানিতেন যে, সামন্তগণ সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন! সে স্বাধীনতা হরণ করিতে মোগলদিগকে যে কি বেগ পাইতে হইয়াছিল, তাহা সেনাপতি কিলম্যাক্‌ বা রাজা মানসিংহ বেশ ভালরূপেই বুঝিয়াছিলেন!

যশোহরে প্রতাপাদিত্য, চন্দ্রদ্বীপে কন্দর্প রায়, সাঁতৈলে (সাঁতোড়ে) রামকৃষ্ণ, ভূষণায় মুকুন্দরায় প্রভৃতি যখন বীরদর্পে রাজ্য শাসন করিতেন —যখন বিক্রমপুরে কেদার রায়, ভুলুয়ায় লক্ষ্মণ মাণিক্য, চন্দ্রপ্রতাপে চাঁদগাজি, খিজিরপুরে ঈশাখাঁ, ভাওয়ালে ফজল গাজি রাজত্ব করিতেন— তখন বঙ্গের প্রজা বুঝিবার সুযোগ পায় নাই যে, গৌড়ে বা টাণ্ডায়, রাজ-মহলে বা ঢাকায় একজন গৌড়পতি ছিলেন—দিল্লীতে বা আগ্রায় একজন সম্রাট্‌ ছিলেন! তখন পুঁটিয়া, সুসঙ্গ-দুর্গাপুর, তাহেরপুর প্রভৃতি স্থানের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-বংশের খ্যাতি, দিনাজপুর ও বিষ্ণুপুরের রাজবংশের গৌরব, বর্দ্ধমান ও তমোলুকের রাজকাহিনী বঙ্গদেশে স্বাধীন ভূস্বামি-বর্গের বীরকাহিনীরূপে পরিচিত ছিল। সুলতান দায়ূদের পতনের ঊনবিংশ বর্ষ পরে যখন ধর্ম্মযাজক সোয়াট্‌ পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করেন, তখন পূর্ব্ববঙ্গেই তিনজন হিন্দু ও নয়জন মুসলমান ভৌমিক দর্শন করিয়াছিলেন।

আকবরনামায় দেখিতে পাই, প্রতাপ-বেগেরার সাহায্যে সুবিখ্যাত খান্-জাহান্ ভাটী প্রদেশের ভৌমিক ইশার্খাকে ১৫৭৮ খৃষ্টাব্দে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রতাপ-বেগেরা বঙ্গের প্রতাপাদিত্য কি না, তাহা অনুসন্ধানের বিষয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকগণ দ্বাদশ আদিত্যের ন্যায় বিরাজ করিতেন; পাল ও সেন রাজদিগের পরে—দীর্ঘকাল পাঠান-শাসনের অধীনে থাকিয়াও যে বাঙ্গালীর শৌর্য্য বিলুপ্ত হয় নাই—ভৌমিকদিগের কাহিনীই তাহার অন্যতম প্রমাণ। সেই কাহিনী ইহাই প্রমাণিত করে যে, ভৌমিকগণ বীর বঙ্গসেনার উপর নির্ভর করিয়াই বহুদিন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেন, সম্রাট্ আকবরের সময়ে যে স্বাধীনতার উদ্ভব হইয়াছিল, সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়ে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটে! এই সুদীর্ঘ কালের যুদ্ধ-বিগ্রহ বাঙ্গালীর সামরিক শক্তিরই পবিচয় দেয়—আর পরিচয় দেয় তাহার স্বাধীনতা-লিপ্সার! বন্ধুবর ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন—"১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই জুলাই তারিখে বাঙ্গালার শেষ স্বাধীন সুলতান দায়ূদের মৃত্যু হইয়াছিল। আর, শ্রীহট্ট জেলায় মোগলদের সহিত যুদ্ধে ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের ২রা মার্চ্চ তারিখে পাঠানবীর ওসমান্ নিহত হন। এই দীর্ঘ ৩৬ বৎসরকাল বাঙ্গালার মুসলমান ও হিন্দু ভৌমিকগণ মোগলের সহিত, মোগলশ্রেষ্ঠ আকবরের সেনাপতি-গণেব সহিত সমানে লড়িয়াছে। কখনও হারিয়াছে, কখনও জিতিয়া মোগল সেনাপতিগণকে বিহার পর্য্যন্ত তাড়াইয়া দিয়া আসিয়াছে, কিন্তু কোনদিনই বশ্যতা স্বীকার করে নাই। আকবরের গোটা রাজত্ব-কালটায় আকবর কখনও বাঙ্গালা দেশে স্থায়ী অধিকার লাভ করিতে পারেন নাই।" (১)

দ্বাদশ আদিত্য

(১) প্রতাপাদিত্যের কথা—ভারতবর্ষ, ফাল্গুন, ১৩৩৯।

ভৌমিকদিগের মধ্যে 'মরজ্‌বান্‌-ই-ভাটী' ইশাখাঁই শ্রেষ্ঠ, কি প্রতাপ-আদিত্যই শ্রেষ্ঠ, সে বিষয়ে ঐতিহাসিক মতভেদ আছে বটে ; কিন্তু, বাঙ্গালীর শৌর্য্য-কাহিনীর সহিত সাধারণ ভাবে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। সেকালের বৈদেশিক পর্য্যটকগণ ইঁহাদের প্রভুশক্তি দর্শন করিয়া যে সকল বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সে সমুদয় অত্যুক্তি নহে। তাঁহারা বলিয়াছেন—ভৌমিকগণ কাহারও অধীন ছিলেন না, কাহাকেও কর দিতেন না। তাঁহারা রাজনাম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু রাজার ন্যায়ই বাস করিতেন—গৌরব বিভবও তদ্রূপই ছিল। ডি-আভিটি ১৬৪৩ খৃষ্টাব্দে পারি (Paris) নগরীতে দ্বাদশ ভৌমিকের ইতিবৃত্ত প্রচার করিয়াছিলেন। (১) ধর্ম্মযাজক পাইমেণ্টা যদিও কহিয়াছিলেন যে, ভৌমিকগণ একত্র ষড়যন্ত্র করিয়া মোগলদিগকে উৎখাত করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন ; কিন্তু ইতিহাস এরূপ প্রমাণ দেয় না—বরং ইহাই দেখাইয়া দেয় যে, মিলনের মহত্ত্ব সেকালে বঙ্গে সবিশেষ পরিচিত ছিল না ! তাহা থাকিলে, ১৫৭৬ হইতে ১৬১২ খৃঃ পর্য্যন্ত ৩৬ বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালায় স্বাধীনতা-অর্জ্জনের জন্য যে রক্তনদী বহিয়াছিল, মানসিংহ যাহার তরঙ্গে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে খাইতে রোহতশ গড়ে

বৈদেশিক পর্য্যটকের বিবরণ

(১) The Bhuiyas according to them (European travellers) had been dependents of the King of Gour, but had acquired independence by force of arms. They refused to pay tribute or to acknowledge allegiance to any one. *From being prefects appointed by the King, they had become Kings, with armies and fleets at their Command,* ever ready to wage war against each other or to oppose the invasions of Portuguese pirates or Magh freebooters.—*The Barah Bhuiyas of Bengal*: J. A. S. B. Vol XLIII, Part I, 1874 and Vol XLIV, Part I, 1875.

বা জয়পুরে অজ্ঞাত-বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন—সে প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে সফল হইত!

বাঙ্গালীর বাহুবল তখন স্থল অপেক্ষা জলেই অধিক আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। তখন বাঙ্গালীর রণপোতে বাঙ্গালীর কামান অনল বর্ষণ করিয়া মগ ও পর্ত্তুগীজদিগকে বিপর্য্যস্ত করিত—মোগল-নবাবের রাজপ্রাসাদে আকস্মিক ভূমিকম্প ঘটাইত—বঙ্গের রাজপুরুষগণ আহার-নিদ্রার অবসর পাইতেন না—সম্রাটের চিত্ত বিচলিত হইত! ১৬০২ খৃষ্টাব্দে মোগলদিগের নিকট হইতে সন্দ্বীপ কাড়িয়া লইয়া শ্রীপুররাজ কেদার রায় পর্ত্তুগীজদিগকে অর্পণ করিলেন; কারণ তাঁহার সহিত তাহাদের মিত্রতা ছিল। পর্ত্তুগীজ কার্ভোলিয়াস্ সন্দ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করিলে পর একদিকে লাঞ্ছিত মোগলশক্তি ও অপরদিকে পর্ত্তুগীজের শত্রু মগরাজ কেদার রায়কে নিগৃহীত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। আরাকানের সুসজ্জিত ১৫০ রণতরী সমরে অগ্রসর হইল। কেদার রায়েরও নৌবল ছিল। তিনি ১০০ রণতরী লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কামানের ধূমে নদী-বক্ষ অন্ধকার হইয়া গেল। বঙ্গবীরের অসাধারণ রণকুশলতায় মগের ১৪৯খানি রণতরী ধৃত হইল! আরাকান-রাজ মেং রাজগী (সেলিম শা) সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন।

কেদার রায়

পরাজিত আরাকানরাজ ক্রোধপ্রজ্বলিত হৃদয়ে পুনরায় নৌবাটক প্রেরণ করিলেন। তাঁহার একসহস্র রণতরী লাঞ্ছিত গৌরব উদ্ধার করিবার জন্য বিপুল বেগে অগ্রসর হইল। এবারও বীরভোগ্যা বিজয়-লক্ষ্মী কেদার রায়ের কণ্ঠেই জয়মাল্য অর্পণ করিলেন। বঙ্গ-সাগরের তরঙ্গভঙ্গ উপেক্ষা করিয়া (১) সেদিন বঙ্গের রণতরী শত্রুর দিকে ধাবিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী নৌসৈন্য সেদিন যে বিজয় লাভ করিয়াছিল, তাহা মানসিংহকে অত্যন্ত বিচলিত করিয়াছিল সন্দেহ নাই।

মানসিংহ কালবিলম্ব না করিয়া একশত 'কোষা' রণতরী প্রেরণ করিলেন। বিক্রমপুরের সুদক্ষ সেনাপতি মন্দারায় বা মধু রায় যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইলেন। পর্চ্চাস্ বর্ণনা করিয়াছেন যে, এসময়ে মন্দারায়ের ন্যায় বিখ্যাত নৌসেনাপতি বঙ্গে ছিল না। মন্দারায়ের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হইল। বঙ্গের প্রসিদ্ধ নৌসেনাপতি মন্দারায় যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিলেন না—নিহত হইলেন। কেহ কেহ বলেন, পর্তুগীজ কার্ভোলিয়াস্ এই যুদ্ধে কেদার রায়ের নৌতরণী পরিচালিত করিয়াছিলেন। (২)

মন্দারায়

পর্চ্চাস্ যাঁহাকে 'মন্দ্রি' বা মন্দা রায নামে পরিচিত করিয়াছেন, তিনি বিক্রমপুরে মধুরায় বলিয়া কথিত হইয়া থাকেন। তাহার বীরত্ব-খ্যাতি তাঁহার জন্য 'মুকুট-রায' উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিল। তাঁহার রাজধানী মুকুটপুর এখনও বিক্রমপুরে সবিশেষ প্রসিদ্ধ। অতি সুপ্রশস্ত একটি রাজবর্ত্ম তাঁহার রাজধানী হইতে পদ্মাতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দেখিয়াছি, কৃষকগণ তাহার অংশ-বিশেষ এখন শস্যক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছে। এই রাজপথের যে অংশ এখনও বর্ত্তমান আছে, তাহা 'মুকুটপুরের দরজা' নামে পরিচিত। একদিন যে রাজপথে কত বঙ্গযোধ রণজয়ে গর্ব্বিত হইয়া ডঙ্কা নিনাদ করিতে করিতে গৃহে ফিরিয়াছে, এখন তাহা কৃষকের হলের আঘাতে চিহ্নশূন্য হইবার উপক্রম হইয়াছে।

(১) গৌড়ের ইতিহাস—দ্বিতীয় ভাগ, ২৭৩ পৃষ্ঠা—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

(২) Cadry lord of the place (Saripur) where he was suddenly assaulted with one hundred corser sent by Mansing, Governor under the Moghul, who having subjected the tract to his master, sent for this Navie against Cadry. Mandry, a man famous in these parts...ইত্যাদি।

After a bloudie fight Mandry was slain.—*Purchas*, Part VI : Book V, P. 513.

এখনও দেউলগড় মুকুট রায়ের একটি গভীর পরিখার স্মৃতি বহন করিতেছে। (১)

মানসিংহের সেনাপতি যখন কেদার রায়ের সহিত সমরে নিহত হইলেন, তখন পদাহত মোগলরাজশক্তি থর থর কম্পিত হইয়া উঠিল!

বীরের পত্র

মানসিংহ তখন মগদিগের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। তিনি কেদার রায়কে ভীত করিবার জন্য তাঁহার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন। শুনিতে পাওয়া যায়, রাজদূত একখানি শাণিত অসি, একটি শৃঙ্খল ও একখানি পত্র লইয়া কেদারের সম্মুখীন হইলেন। মানসিংহ বড় দর্প করিয়া লিখিয়াছিলেন—

ত্রিপুর মগ বাঙ্গালী, কাককুলী চাকালী,
সকল পুরুষমেতৎ ভাগী যাও পালায়ী,
হয়-গজ-নর-নৌকা কম্পিতা বঙ্গভূমি
বিষম-সমর-সিংহো মানসিংহঃ প্রযাতি।

বঙ্গবীর দূতের সম্বর্দ্ধনা করিয়া অসি গ্রহণ করিলেন, শৃঙ্খল লইলেন না এবং প্রত্যুত্তরে জানাইলেন—

ভিনত্তি নিত্যং করিরাজকুম্ভং
বিভর্ত্তি বেগং পবনাতিরেকং।
করোতি বাসং গিরিরাজশৃঙ্গে
তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ॥

মানসিংহ পত্র পাইয়া চমকিত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই—বাঙ্গালীর বীর্য্য তাঁহাকে চমৎকৃতও করিয়াছিল। যখন তিনি শুনিলেন, মোগল-

ফতেজঙ্গপুরের নৌযুদ্ধ

সেনাপতি কিলম্যাক্ কেদার কর্ত্তৃক শ্রীনগরে অবরুদ্ধ হইয়া দিনযাপন করিতেছেন, তখন আবার

(১) বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৯৮ পৃষ্ঠা।

মোগল-রণতরী ধাবিত হইল—শ্রীনগরে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল —কেদার রায় আবার পঞ্চশত কোষা লইয়া-মোগলের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, এবারও মানসিংহ জয়লাভ করিতে পারিলেন না,—কেদারের বীরত্বে মুগ্ধ হইয়া শেষে তাঁহাকেই স্বরাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গেলেন। টাক্‌মিলা-ই-আকবর-নামায় কথিত হয় যে, ভীষণ অগ্নিক্রীড়ার পর কেদার রায় আহত হইয়া বন্দীকৃত হইলেন। সেই দারুণ আঘাতেই তাঁহার জীবলীলা শেষ হইল। (১) রণাহত কেদার বন্দী হইয়া প্রাণত্যাগ কবিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জয়গর্ব্ব ক্ষুণ্ণ হয় নাই। আজিও তাঁহাব বীরগাথা মেঘনার উদাস কলস্বরের সহিত মিশ্রিত থাকিয়া গগনে পবনে ধ্বনিত হইতেছে, আজিও বাঙ্গালী তাঁহার সেই গর্ব্বিত উক্তি বিস্মৃত হয় নাই—"তথাপি সিংহঃ পশুরেব নান্যঃ!" যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিজয়ী মানসিংহ বানু ও লাক্ষ্যা নদীর সঙ্গমস্থলের নিকটবর্ত্তী ডেমরার প্রান্তরে শিবির সংস্থাপন করিলেন। তাঁহার বিজয়-কাহিনীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ বিক্রমপুরে ফতেজঙ্গপুর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। (২)

(১) Raja Mansingh, after defeating the Magh Raja, turned his attention toward Kaid Rai of Bengal, who had collected nearly 500 vessels of war, and had laid siege to Kilmack, the Imperial commander in Srinagur. Kilmack held out, till a body of troops was sent to his aid by the Raja. These finally overcame the enemy, and after a furious cannonade took Kaid Rai prisoner, who died of his wounds soon after he was brought before the Raja.—*Tukmila I-Akbar-Nama* : Elliot Vol VI, P. 111.

(২) বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বলেন—"কেদার রায়ের মৃত্যুর পর সৈন্যগণ নিতান্ত নিরুৎসাহ হইয়া পড়িল, কিন্তু কেদার-মহিষী, মন্ত্রী রঘুনন্দন চৌধুরী, সেনাপতি রামশরণ রায়, কালিঢালি, রামরাজা সর্দ্দার, শেখ কালু প্রভৃতির সাহায্যে যুদ্ধে ক্ষান্ত না হইয়া বীরদর্পে যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন।"—বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ১১২ পৃষ্ঠা।

কলাগাছিয়া দুর্গের স্মৃতি আজিও স্মরণ করাইয়া দেয় যে, ইশা খাঁ যেদিন চাঁদরায়ের ভগ্নী—(১) সোনামণিকে লাভ করিবার জন্য চাঁদ ও কেদারের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন, সেদিন রায়বাহিনী দারুণ ক্রোধে ইশাখাঁর সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া প্রথমে এই দুর্গ আক্রমণ করিয়াছিল। (২)

ত্রিবেণী

সোনামণি চাঁদরায়ের দুহিতা কি ভগ্নী ইহা লইয়া যেমন নানা মতভেদ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ কলাগাছিয়া দুর্গই সোনাকান্দা বা সোনাকুণ্ডা দুর্গ কি না এবং তাহাই ত্রিবেণী দুর্গ নামে কথিত হয় কি না, ইহাও নানা মতভেদের সৃষ্টি করিয়াছে। (৩) জনপ্রবাদ কহিয়া থাকে যে, এই দুর্গে সোনামণি অনলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। অনুমান হয়, সেই জন্যই ইহার নাম সোনাকুণ্ড। সোনাকাঁদা তাহারই অপভ্রংশ মাত্র। ব্রহ্মপুত্র, ধলেশ্বরী ও লাক্ষ্যার সম্মিলনস্থান বঙ্গের ইতিহাসে ত্রিবেণী নামে পরিচিত। প্রয়াগের মহাতীর্থের ন্যায় এই ত্রিবেণীও বীর বাঙ্গালীর মহা তীর্থ। ইহাই বীরজায়ার রণক্রীড়ার পুণ্যক্ষেত্র—ইহাই তাঁহার চিতারোহণের মহাশ্মশান! একদিন এই দুর্গে দ্বিতীয়-বল্লালের বঙ্গসৈন্য বীরপদভরে ভ্রমণ করিত—তীক্ষ্ণ শরসন্ধানে স্থবর্ণগ্রামের পথ

(১) কেহ কেহ বলেন ইঁহার নাম স্বর্ণময়ী। ইনি চাঁদরায়ের দুহিতা। —প্রতিভা, আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩২৪ সাল।

কেদার রায়, চাঁদ রায়ের পুত্র বলিয়া পরিচিত। চাঁদরায়ের পূর্ব্ব পুরুষ নিম রায় কর্ণাট হইতে পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। কেহ কেহ বলেন চাঁদরায় কেদার রায়ের ভ্রাতা। গৌড়ের ইতিহাস—২য় ভাগ, ২৭২ পৃঃ। ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

(২) *J. A. S. B.* Part I, 1874.

(৩) প্রতিভা—৭ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা, ২৫৪ পৃঃ।

শত্রুমুক্ত রাখিত। পরবর্ত্তীকালে চাঁদ রায় এই দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। (১)

সোনামণি ইশার্খাঁর নিকট নিষ্কৃতি পাইলেন না—বিশ্বাসঘাতক অমাত্যের কৌশলে তিনি খিজিরপুর দুর্গে ইশার্খাঁর অন্তঃপুরে বন্দিনী হইলেন। চাঁদ ও কেদারের সেনাগণ তখন প্রভুর তীব্র হৃদয়জ্বালা নিবারণ করিবার জন্য খিজিরপুরে নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া দিল! ইহাতেও কোন ফল হইল না। জনপ্রবাদ কহিয়া থাকে যে, সোনামণি শেষে ইশার্খাঁকে বিবাহ করিয়া নেয়ামত বিবি নাম ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। (২) যখন বিবাহ হইয়া গেল, তখন নেয়ামত বিবি পতিপদে ভক্তিমতী হইলেন। নারায়ণগঞ্জের নিকটবর্ত্তী হাজিগঞ্জের দুর্গে অবস্থানকালে একবার ইশার্খাঁর অনুপস্থিতিতে তিনি স্বর্ণগ্রাম আক্রমণকারী মগদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। আরও শুনিতে পাওয়া যায়, ইশার্খাঁর মৃত্যুর পরও তিনি শ্রীপুর, আরাকান ও ত্রিপুরার বিরুদ্ধেও সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। (৩) ইশার্খাঁ ও মোগলের মধ্যে যে জলযুদ্ধ ঘটিয়াছিল, সোনামণি তাহাতেও বীরপত্নীর কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়।

নেয়ামত বিবি

ইশার্খাঁর মৃত্যুর পর সোনামণি দেখিলেন, ত্রিপুরা ও আরাকান-

(১) ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।

(২) She (Svarnamayee) embraced her husband's faith remaining throughout his life a devoted helpmate and defending his kingdom against his enemies, kith and kin, even after his decease. —*The Romance of an Eastern Capital* by F. B. Bradley-Birt, I. C. S.

(৩) ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।

The Romance of an Eastern Capital—F. B. Bradley Birt I. C. S.

পতির সহিত মিলিত হইয়া কেদার রায় ইশার্থার সোনারগাঁ আক্রমণ করিতে আসিতেছেন। তিনি হাজিগঞ্জ দুর্গ ত্যাগ করিয়া ত্রিবেণী বা সোনাকুণ্ড দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

চিতারোহণ

ত্রিপুরা, আরাকান ও বিক্রমপুরের মিলিত বাহিনী ত্রিবেণী আক্রমণ করিল। বীরাঙ্গনা তখন চণ্ডীর বেশে স্বয়ং দুর্গ রক্ষা করিতে লাগিলেন। শত্রুগণ বহুদিন পর্য্যন্ত দুর্গ অবরোধ করিয়া রহিল—লাক্ষ্যাতীর বহুদিন পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের কামান গর্জ্জনে কম্পিত হইতে লাগিল। আঘাতের পর আঘাতে যখন দুর্গপ্রাচীব ভাঙ্গিয়া পড়িল, তখন দুর্গে অগ্নি সংযোগ করিয়া সোনামণি সেই প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন! কেহ কেহ বলেন, শত্রুর গুলির আঘাতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। (১)

রাণী দুর্গাবতীর কাহিনী ইতিহাসে স্থান লাভ করিয়াছে, চাঁদবিবির বীরগাথা আজিও সসম্ভ্রমে গীত হইয়া থাকে—কিন্তু বঙ্গরমণী সোনামণি বিস্মৃতা! সোনাকুণ্ড দুর্গ এখন কণ্টকলতায় সমাচ্ছন্ন, দেখিয়াছি বটমূল তাহার দুর্গ-প্রাচীর ভেদ করিয়াছে। তাহার সিংহদ্বার এখন বন্যলতায় সমাবৃত হইয়াছে—তাহার প্রাচীর-বেষ্টিত অঙ্গন মধ্যে এখন নির্ব্বিবাদে কৃষকের হল চলিতেছে! বাঙ্গালী কি কোন দিন তাহার বীরজননীর কীর্ত্তিমণ্ডিত যজ্ঞক্ষেত্রের উপর স্মৃতিসৌধ নির্ম্মাণ করিতে অগ্রসর হইবে না?

মুসলমান ঐতিহাসিক যে প্রদেশকে 'ভাটি' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহার অবস্থান লইয়া অনেক মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা পূর্ব্বে ও পশ্চিমে চারিশত ক্রোশ এবং উত্তর-দক্ষিণে তিনশত ক্রোশ বিস্তৃত ছিল। এই বিস্তৃত জনপদের পূর্ব্বদিকে যশোহর ও সমুদ্র, পশ্চিমে টাঁড়ার দক্ষিণে অবস্থিত

ভাটি জনপদ

(১) *The Romance of an Eastern Capital*—F. B. Bradley-Birt I. C. S.—Pp. 79-80. সোনাকাঁদা দুর্গ নারায়ণগঞ্জের নিকটে অবস্থিত।

পার্ব্বত্যপ্রদেশ এবং উত্তরে লবণ-হ্রদ ও তিব্বতের পর্ব্বতমালা। (১) সাধারণতঃ 'ভাটি' বলিলে সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গ এবং শ্রীহট্টের কিয়দংশ বুঝাইত বলিয়া কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। (২)

দ্বাদশ ভৌমিকদের মধ্যে প্রধান ভৌমিক প্রবলপরাক্রান্ত ইশা খাঁ এই 'ভাটি' প্রদেশের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার রাজধানী কত্রাভূপুরে কি খিজিরপুরে কিংবা সোনারগাঁয়ে কিংবা কিশোরগঞ্জের নিকট জঙ্গল-

ইশা খাঁর রাজধানী

বাড়ীতে ছিল, তাহা এখনও স্থিররূপে নির্ণীত হয় নাই। রালফ্ ফিচ্ ১৫৮৬ খ্রীষ্টাব্দে সোনারগাঁয়ে আসিয়া বলিয়াছিলেন—'এই প্রদেশের রাজার নাম ইশা খাঁ। তিনি অন্যান্য রাজার মধ্যে শ্রেষ্ঠ। (৩) এই বর্ষেই বাকলা নামে রাজনগরী দর্শন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—নগরের রাজপথ সুপ্রশস্ত। গৃহগুলি দেখিতে সুন্দর এবং উচ্চ * * * রাজা একজন 'জেণ্টাইল' (হিন্দু)।

(১) Bhati is a low-lying country, and is called by that Hindi name because it lies lower than Bengal. It extends nearly 400 kos from east to west and nearly 300 from south to north. On the east lies the Sea and the country of Jessore, on the west lies the hill country south of Tonda ; on the north the salt Sea, and the extremities of the hills of Tibet—*Akbar-Nama* : Elliot, Vol VI. P. 73. আইন-ই-আকবরির প্রথম খণ্ডের ৩৪২ পৃষ্ঠায় ব্লকম্যান বলেন—এই বর্ণনা হইতে কিছুই বুঝা যায় না।

'ভাটি'র বিশেষ বিবরণ ১৩৩৬ সালের ভাদ্র মাসে 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছে। দেখা যায় 'ভাটি' ছিল একটী বিশাল রাজ্য।

(২) *J. A. S. B.*, No. I (1904), P. 57 etc.

(৩) The chief King of all these countries is called Isa Can, and he is the chief of all the other Kings and is a great friend to all Christians—*R. Fitch.*

তিনি বন্দুক দ্বারা মৃগয়া করিতে ভালবাসেন। ইশা খাঁর পৌত্র মিনিম্ খাঁ একখানি অপ্রকাশিত পত্রে বাঙ্গালার অধিপতি বলিয়া কথিত। (১) কেহ কেহ বলিতে চাহেন, এই বাঙ্গালা বা বঙ্গই সোনারগাঁ। (২)

কালিদাস গজদানি ও তাঁহার পুত্র

কথিত হয় যে, কালিদাস গজদানি নামক জনৈক রাজপুত হিন্দু কায়স্থ স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বঙ্গে স্থায়ীরূপে পূর্ব্বময়মনসিংহে বাস করিতেন। একজন মুসলমান পণ্ডিতের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তর্কযুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন। ইশাখাঁ তাঁহারই পুত্র। কালিদাসের পুত্র মোগল-শাসনে অবহিত হইতে চাহিতেন না। সুযোগ পাইলেই বিদ্রোহী হইতেন। ভারতে ইস্‌লাম সাহের রাজত্ব কালে সলিম খাঁ, তাজ খাঁ এবং দরিয়া বা দরাপ খাঁ সর্ব্বদাই তাঁহার বিরুদ্ধে সৈন্য লইয়া ধাবিত হইতেন। মোগল কর্ত্তৃক বারংবার উৎপীড়িত হইয়া কালিদাস পরিশেষে সন্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভ করিবার ইচ্ছা তাঁহাকে আবার বিদ্রোহী করিয়া তুলিল। আবার মোগলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। তিনি কৌশল-জালে পড়িয়া পরাজিত ও নিহত হইলেন! তাঁহার দুই পুত্র ইশা এবং ইসমাইল ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হইলেন। গজদানি-পরিবারের সহিত মোগলের সমরে বাঙ্গালী সৈন্যই যে গজদানিদিগের অধীনে ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে।

বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকের শ্রেষ্ঠ যিনি, ভৌমিকদিগের স্বাধীনতা

(১) *J. A. S. B.* (New) Vol IX, 1913, Pp. 444-445.

(২) প্রতিভা ৭ম বর্ষ, ষষ্ঠ সংখ্যা, ২৫৭ পৃঃ।

বাঙ্গালা নগরী—শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু ঠাকুর।

রক্ষা করিতে অগ্রণী ছিলেন যিনি—বাইশ পরগণার 'মালিক' ছিলেন যিনি—সেই ইশাখাঁর বাল্যকাল তুরাণে ক্রীতদাস রূপে কাটিয়া গেল! (১) ভাগ্যলক্ষ্মী তাঁহার উপর প্রসন্ন ছিলেন। ইশা খাঁ মুক্তি লাভ করিয়া বঙ্গে আসিলেন; বঙ্গে শক্তিসঞ্চয় করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে এতই প্রবল হইলেন যে, মোগল-রাজশক্তিও

পূর্ব্ব-ময়মনসিংহের গজদানি বংশের স্বাধীনতা লাভের চেষ্টা বা ইশা খাঁর বিদ্রোহ

নানা যুদ্ধে তাঁহার নিকট লাঞ্ছনা লাভ করিয়াছিল, কোচরাজ তাঁহার নিকট পরাজয় মানিয়াছিলেন, রাজা মানসিংহের পুত্র তাঁহার সহিত জলযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। দায়ূদের পতনের পর অনেক পাঠান ইশাখাঁর আশ্রয় লাভ করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার বহু সৈন্য যে বঙ্গদেশ হইতেই সংগৃহীত হইযাছিল তাহা অবস্থানুসারে অনায়াসেই অনুমিত হয। বঙ্গের সে যুগ স্বাধীনতালাভেচ্ছুদিগের বিদ্রোহের ও সমরাভিনয়ের যুগ! তখন কেদার রায ও মগপতি মোগলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরিয়াছেন, ইশা খাঁ মোগল-শাসন মানিতেছেন না—বাদশাহের নৌ-আরা বিধ্বস্ত করিযাছেন; তখন কতলু-কিরাণী বর্দ্ধমানে রণডঙ্কা বাজাইতেছেন; ইশা খাঁ তখন ব্রহ্মপুত্রের তীরে ১৫টী স্থান কাটিয়া দিয়া মোগল শাসন-কর্ত্তা শাহবাজ খাঁকে সসৈন্যে জলমগ্ন করিয়াছেন! (২) শাহবাজ খাঁ তখন যুদ্ধোপকরণাদি পরিত্যাগ করিয়া ভাওয়াল হইতে পলায়ন করিবার জন্য ব্যগ্র—তখন ইশা খাঁর সহিত ভীষণ যুদ্ধে মীর-ই-আদল্ ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ মোগল-কর্ম্মচারীদিগের পুত্রাদি বন্দীকৃত হইয়াছেন—বিহার ও বঙ্গের জায়গীরদারগণ তখন বিদ্রোহী ইশা খাঁকে দমন করিবার জন্য সসৈন্যে অগ্রসর হইতে

(১) *Akbarnama* : Elliot Vol VI, P. 73 ; বঙ্গীয় ভৌমিকগণের সহিত মোগলের সংঘর্ষ—শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী, এম্-এ—ভারতবর্ষ, ভাদ্র, ১৩৩৬।

(২) *Akbarnama* : Elliot, Vol VI, P. 75.

আদিষ্ট হইয়াছেন। (১) বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে, এই ইশা খাঁর ইতিকথা এখনও লিখিত হয় নাই!

দিল্লীতে যখন এই সকল পরাজয়ের বার্ত্তা যাইয়া পৌছিল, সম্রাট্ আকবর তখন বিরক্ত হইয়া শাহবাজকে জানাইলেন—যদি আপনার সৈন্য না থাকে তবে রাজা টোডর মল্ল ও অন্যান্য সেনাপতিগণ সৈন্য সহ যাইয়া আপনাকে সাহায্য করিতে পারেন। শাহবাজ রাজদূতকে জানাইলেন,—আমার সৈন্যসংখ্যা এখন অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে (numerous), তাহারা পরম উৎসাহী—আর আমার বাদশাহী সৈন্যের প্রয়োজন নাই! বঙ্গদেশ হইতে বাঙ্গালী-সৈন্য না লইলে কিরূপে শাহবাজের সেনা সহসা এরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছিল? (২)

শাহবাজের সৈন্যসংগ্রহ

ইহার কিছুকাল পর দেখিতে পাই মগবাজ শ্রীপুরের কেদার রায়ের সহিত মিলিত হইয়া প্রকাশ্যভাবে রাজদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন—তখন 'বঙ্গুবাজ্য' মগরাজের করতলগত হইয়াছে। তাঁহারা সোনারগাঁয়ে সৈন্য সমাবেশ করিয়া নিকটবর্ত্তী মোগলদুর্গ অবরুদ্ধ করিলেন। সোনারগাঁর শাসনকর্ত্তা সুলতান কুলি খাঁর সহিত তাঁহাদের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। আহম্মদ নামক আর একজন বিদ্রোহী সসৈন্যে আগমন করিয়া আরাকান ও বিক্রমপুরের সেনার সহিত মিলিত হইলেন। রাজা মানসিংহ সংবাদ পাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত হইলেন এবং কুলি খাঁর সাহায্যার্থ সেনা প্রেরণ করিলেন। যে তিনজন সেনাপতি মানসিংহের আদেশে এই যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিলেন তাঁহাদিগের এক-

সেনাপতি রঘুদাস কি বাঙ্গালী?

(১) *Akbarnama* : Elliot, Vol, VI, Pp. 75-77.

(২) He replied that his army was now numerous, and the men full of ardour.

—*Akbarnama of Abu-L-Fazl* : Elliot, Vol VI, P. 77.

জনের নাম রঘুদাস। রঘুদাসের অন্য পরিচয় জানিবার সম্ভাবনা নাই বটে, কিন্তু নাম দেখিয়া মনে হয় তিনি হয়ত বাঙ্গালী ছিলেন। (১) মগরাজকে পরাজিত করিয়া মানসিংহ কিরূপে কেদার রায়ের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

মোগলের অসি ও আসলতুমার জমা

বঙ্গের ভৌমিক-নৃপতিদিগকে উৎখাত করিবার জন্যই মানসিংহ সসৈন্য প্রেরিত হইয়াছিলেন, ঢাকার নৌ-আরার উন্নতিবিধানও সেই কারণেই ঘটিয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। মগ ও পর্ত্তুগীজদিগকে দমন করা নৌ-আরার গৌণ উদ্দেশ্য ছিল সন্দেহ নাই, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব্ববঙ্গের ভৌমিকদিগের উচ্ছেদসাধন! টোডরমল্লের রাজস্ব-ব্যবস্থা যাহার পাদ-পীঠ রচনা করিয়াছিল, সেই "আসলতুমার জমা" ও মানসিংহের তরবারি বাঙ্গালীকে ক্রমে ক্রমে বীর্য্যহীন করিয়াছিল! 'আসলতুমার জমা' যখন ভৌমিকদিগকে স্বাধীন নৃপতির উচ্চপদবী হইতে সাধারণ 'জমীদার' শ্রেণীর অন্তর্গত করিয়া দিল, তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমীদার কর্ত্তৃক বঙ্গভূমি পরিপ্লাবিত হইল। তাঁহাদেরও সৈন্য ছিল, তাঁহারাও আবশ্যক মত সেনা দিয়া সম্রাটের সাহায্য করিতেন, কিন্তু পূর্ব্বের ন্যায় সে স্বাধীন প্রভুশক্তি আর থাকিতে পারিল না। রাজা মানসিংহ ও রাজপুতাদি যোদ্ধৃ-পুরুষদিগের শাণিত খড়্গ সর্ব্বদা ভৌমিক ও জমীদারদিগের মস্তকের উপর বিলম্বিত থাকিয়া তাঁহাদিগকে আর শক্তিসঞ্চয় করিতে দিল না। সে খড়্গকেও উপেক্ষা করিয়া বঙ্গবীর মোগল-শক্তির সহিত অনেকবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন—মোগল-সেনাপতি-গণ বহুরুধিরপাত ও লাঞ্ছনার পর অনেক আয়াসে বঙ্গের জীবনীশক্তি

(১) *Tukmila-I-Akbarnama* : Elliot, Vol. VI, P. 109.
অপর দুইজন মোগল সেনাপতির নাম ইব্রাহিম আৎকা এবং দলপৎরায়।

হরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্গদেশ সম্পূর্ণরূপে মোগলের শাসনাধীনে আনিতে পারেন নাই—প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা স্বাধীনই ছিল! (১) সম্রাট্ আকবর বঙ্গের বার্ষিক রাজকর ১০৬৯৩১৫২ টাকা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কোন দিনই এই টাকা সম্পূর্ণরূপে আদায় করিতে পারেন নাই। (২)

দ্বৈরথ সমর

এগার-সিন্ধু, একডালা, রণভাওয়াল, দেওয়ানবাগ, রাঙ্গামাটী, মশ্বাদি, সোনাকুণ্ড বা ত্রিবেণী, হাজিগঞ্জ, প্রভৃতি দুর্গ এক দিন ইশা খাঁ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত থাকিয়া বাঙ্গালীর রণলিপ্সার ও শৌর্য্যের পবিচয় দিয়াছিল বটে, কিন্তু এখন তাহাদের ইতিহাস জনপ্রবাদেব সহিত মিশ্রিত হইয়া মর্য্যাদা হারাইয়াছে। এগার-সিন্ধুর দুর্গমূলে মানসিংহেব সহিত ইশা খাঁব যে দ্বৈরথ সমর ঘটিয়াছিল তাহা তাঁহাব বীরকাহিনীকে গৌরবোজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে।

ইশা খাঁর অনুপস্থিতিতে মানসিংহ এগার-সিন্ধু দুর্গ অবরোধ করিয়াছিলেন। ইশা খাঁ যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিলেন। মানসিংহের সেনা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল না। স্থির হইল, ইশা খাঁ ও মানসিংহে দ্বৈরথ সমর হইবে। সে সমরে যিনি জয়ী হইবেন, রাজ্য তাঁহারই অধিকারে আসিবে। মানসিংহ ভাবিয়াছিলেন বাঙ্গালীর বাহুতে আর কতটুকু শক্তি আছে—ইশা খাঁ অক্লেশেই পরাজিত হইবেন! কিন্তু নিজের শক্তির উপর বোধ হয় তাঁহার বিশ্বাস ছিল না। তিনি স্বয়ং দ্বৈরথ সমরে অগ্রসর হইতে সাহস না করিয়া প্রথমে জামাতাকে

---

(১) The province of Bengal paid a nominal submission to the throne of Delhi, but during several reigns had been *virtually independent.*

—Mill's *History of British India*, Vol II, P. 303.

(২) Grant's Analysis of Finances of Bengal.

প্রেরণ করিলেন! ইশা খাঁ এ চাতুরী বুঝিতে পারিলেন না। যুদ্ধে মানসিংহের জামাতা নিহত হইলে পর মানসিংহ আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন।

আবার যুদ্ধারম্ভ হইল। উভয় পক্ষের সেনাদল নিরুদ্ধ নিশ্বাসে সেই অপূর্ব্ব অসিক্রীড়া দর্শন করিতে লাগিল—বীরের হৃদয়ে রুধিরতরঙ্গ বহিতে লাগিল। এমন সময় মানসিংহের অসি দ্বিখণ্ডিত হইয়া গেল। ইশা খাঁর সৈন্যগণ হর্ষে গর্ব্বে সিংহনাদ করিয়া উঠিল—মোগল-সৈন্য দেখিল, মানসিংহের জীবননাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে! (১)

ইশা খাঁ কাপুরুষ ছিলেন না—তিনি মানসিংহের কেশাগ্রও স্পর্শ না করিয়া আপন হস্তের শাণিত কৃপাণখানি মানসিংহকে দিতে চাহিলেন। লজ্জিত, পরাজিত, ক্ষুব্ধ মানসিংহ সে অসি গ্রহণ করিলেন না। ইশা খাঁ তখন অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া মল্ল যুদ্ধ চাহিলেন। মানসিংহ তাহাতেও সম্মত হইলেন না। বন্ধু বলিয়া—বীর বলিয়া ইশা খাঁর হস্ত ধারণ করিলেন। উভয় পক্ষের সেনাদল তখন মহোল্লাসে জয় নিনাদ করিয়া উঠিল। মানসিংহ ইশা খাঁকে লইয়া সম্রাটের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইশা খাঁ সম্রাট্ কর্ত্তৃক দ্বাবিংশটী পরগণার অধীশ্বর বলিয়া গৃহীত হইলেন। বোধ হয় এই জন্যই আবুল্-ফজল্ বলিয়া থাকিবেন যে, ইশা খাঁ দ্বাদশটি জমীদারকে নিজের অধীনে আনিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভৌমিকদিগের স্বাধীনতা-সমরে ইশা খাঁই ছিলেন প্রধান নায়ক। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন—নায়কত্বের এই গৌরব প্রতাপাদিত্যের প্রাপ্য নহে। উহার প্রধান অধিকারী ইশা খাঁ। একথা ঠিক। প্রতাপাদিত্য যে কেবল মোগলের আনুগত্যই করিয়াছিলেন, এরূপ অভিমত বিচার-সহ নহে।

হিন্দুর সোনারগাঁ—পাঠানের সোনারগাঁ—ভৌমিকের সোনারগাঁর

(২) *Akbarnama of Abul-Fazl*—Elliot, Vol VI, P. 73.

চিহ্ন আর নাই! হিন্দু ও পাঠান নৃপতিদিগের শেষ আশ্রয়স্থল—

সোনারগাঁ

মুসলমান পীব ও ফকিরের মিলনক্ষেত্র সোনারগাঁর গৌরব-রবি, সোনাকুণ্ড দুর্গের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইয়াছে। সোনামণির চিতাভস্ম তপ্ত থাকিতে থাকিতেই চাঁদপুরপতি বঙ্গের এই অংশ লুণ্ঠনব্যস্ত করিয়াছিলেন—তাঁহাদের চরণচিহ্ন অনুসবণ করিয়া মগদস্যু বঙ্গে প্রবেশ করিয়াছিল। সে ইশা খাঁর কোন চিহ্ন নাই, সেই সোনামণি এখন বিস্মৃতা—বঙ্গেব সেই শেষ হিন্দুনৃপতিরও কোন চিহ্ন আর সোনারগাঁয়ে নাই। পাঠান বা মোগলের চিহ্নও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন আছে একটী ভগ্ন সিংহদ্বার ও বিস্মৃত সোনারগাঁয়েব বিলুপ্তপ্রায় শ্মশান! এখন মগরা-পাড়ায় ক্ষুদ্র একটী হাটে সুবিখ্যাত মুন্নাসাহেব দরবেশের জীর্ণ সমাধিমাত্র বর্ত্তমান রহিয়াছে। সন্ধ্যার অন্ধকাবে ক্ষুদ্র একটী দীপ তথায় জ্বলিয়া জ্বলিয়া চারিদিকের অন্ধকাবই কেবল বৃদ্ধি কবিয়া থাকে! (১)

চাঁদ ও কেদার রায় যেমন অধুনা বিস্মৃত—তাঁহাদিগের রাজধানী

কীর্ত্তিনাশা

শ্রীপুবও তেমনি বিলুপ্ত। তাঁহাদিগের সেনানিবাস, কারাগার, বিচারশালা, কোষাগার প্রভৃতি সমস্তই ভীমদর্শনা পদ্মার কুক্ষিমধ্যে স্থানলাভ করিয়া পদ্মাকে কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত করিয়াছে।

একদিন যাহা বঙ্গেব সুবিখ্যাত পোতাশ্রয় ছিল, একদিন পর্ত্তুগীজ কার্ভোলিয়াস্ যেখানে যুদ্ধে ভগ্ন রণতবীগুলি সংস্কৃত করাইয়াছিলেন,

শ্রীপুর

হতভাগ্য শাহ সুজা একদিন ভ্রাতৃক্রোধবহ্নিতে বিদগ্ধ হইয়া যে স্থান হইতে জন্মের মত আরাকানে গমন করিয়া নিষ্ঠুরভাবে নিহত হইয়াছিলেন, রাল্‌ফ ফিচ্, সার জন্

(১) *The Romance of an Eastern Capital*—F. B. Bradley-Birt, I. C. S.—Pp. 79-81.

হার্বার্ট্ প্রভৃতি একদিন যে স্থানের সম্পদ্ ও গৌরবের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন—দুরন্ত কালের প্রকোপে তাহার চিহ্ন পর্য্যন্ত আর নাই!

রাজাবাড়ীর মঠ

আজিও পদ্মার তীরে সুন্দর কারুকার্য্যসমন্বিত, অধুনা বন্যলতার আশ্রয় যে সুন্দর মঠ, উচ্চশিরে দণ্ডায়মান থাকিয়া পূর্ব্ববঙ্গের গৌরব-বিভবের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়—আজিও যাহার উচ্চচূড়া বর্ষায় স্ফীতবক্ষা ভৈরবী পদ্মার বহুদূরবস্থিত তীরভূমি হইতে চিত্রলেখার ন্যায় প্রতীয়মান হয় দেখিয়াছি, শুধু তাহাই এখন চাঁদরায়ের মাতৃশ্মশানের চিহ্নরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া, বিক্রমপুরের শ্মশানস্মৃতি উদ্রিক্ত করিতেছে! তাহার ১১ ফিট বেধের কঠিন প্রাচীর আজিও দুরন্ত কালের হস্ত হইতে কোন প্রকারে আত্মরক্ষা করিতেছে। (১) কেদারপুর এখন কেদার রায়ের রাজপ্রাসাদের স্মৃতি বহন করিয়া ভূগর্ভে নিহিত ইষ্টক রাশিকেই রায়-রাজভবনের ভগ্নাবশেষ বলিয়া ঘোষণা করে। (২)

প্রতাপাদিত্যের কাহিনী

মোগল-সিংহের আত্মাভিমান যে শুধু কেদার রায়ের নিকটেই পরাজয় মানিয়াছিল, তাহা নহে। বঙ্গকবির কাব্যে যাঁহার যুদ্ধ-বর্ণনা অমর হইয়া আজিও গৌড়বাসীকে সমরক্ষেত্রের সেই—

"ধূ ধূ ধূ ধূ ধূ নৌবত বাজে।
ঘন ভোরঙ্গ ভম্ ভম্, দামামা দম্‌দম্
ঝনর ঝম্ ঝম্ ঝাঁজে।" (৩)

(১) রাজাবাড়ীর মঠ আর নাই—পদ্মাগর্ভে গিয়াছে।

(২) *J. A. S. B.*, No. 3, (1874)—P. 202.
List of Ancient Monuments in the Dacca Division—P. 24.

(৩) অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

শুনাইতেছে, সেই প্রতাপাদিত্য এবং তাঁহার পুত্র উদয়াদিত্যের নিকটেও সিংহের পরাজয় ঘটিয়াছিল। প্রতাপের দশ সহস্র অশ্বারোহী ও "ষোড়ষ হল্কা" হস্তী বাঙ্গালীর জন্য বীরত্বগৌরব অর্জ্জন করিয়াছিল! শুনিতে পাওয়া যায় তাঁহার "বায়ান্ন হাজার ঢালী" এবং "একান্ন হাজার" তীরন্দাজ ও "মুদ্গরপ্রসাদিহস্ত" বহু সৈন্য ছিল। 'ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিতে,' এ কাহিনী লিখিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে যে অত্যুক্তি নাই তাহা বলি না। কিরূপে এই বঙ্গদেশ হইতেই প্রতাপাদিত্য এক বিপুল বাহিনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সে ইতিহাস এখন অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। কিরূপে সূর্য্যকান্ত গুহ, প্রতাপসিংহ দত্ত, শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, কালিদাস রায়, রঘু, সুখা, মদন মাল প্রভৃতি বীরগণ বঙ্গবাহিনীর পরিচালন-ভার গ্রহণ পূর্ব্বক, সুনিপুণ রণকৌশলে বাঙ্গালার প্রতাপকে দিল্লীর নিকটেও দুঃসহ করিয়া তুলিয়াছিলেন, সে কাহিনী কিছুদিন পূর্ব্বেও বাঙ্গালীর নাট্য-শালায় পর্য্যন্ত গীত হইয়াছে। স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় আলাউদ্দীন ইস্‌ফাহানী শিতাব খাঁ নামক লেখকের হস্তলিখিত পুঁথি বহার-স্তান্-ই-ঘাইবী অবলম্বনে প্রতাপাদিত্যের পতন শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায়, সে সময়ে "প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে নাই। তাঁহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় ৭০০ নৌকা, বিশ হাজার পাইক (পদাতিক সৈন্য) এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য" ছিল। (২) বলা বাহুল্য, প্রতাপাদিত্যের সেনা বাঙ্গালীই ছিল।

প্রতাপাদিত্যের রণতরী তখন সাগরদ্বীপে, চণ্ডীকানে, দুধলী ও চকশ্রীতে বিপুল শক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছিল; তাঁহার কুশলীর কর্ম্মশালায় নির্ম্মিত কামান ও বন্দুক যে অনল বর্ষণ করিত, তাহা দিল্লীর রাজসিংহাসনকেও স্পর্শ করিয়াছিল! পর্ত্তুগীজ রুডা তাঁহার গোলন্দাজ সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। আজিও মুকুন্দপুর প্রভৃতি বহু দুর্গের জীর্ণ-

(১) প্রবাসী—কার্ত্তিক ১৩২৭।

বশেষ প্রতাপের ও বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয় দিয়া থাকে। আজিও রাজনগরী ঈশ্বরীপুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে কৃষক যখন হল চালনা করে, তখন লৌহমণ্ডিত প্রস্তর-গোলক উত্থিত হয়। দুর্গের এক প্রান্তে কিছুদিন পূর্ব্বেও বহু পরিমাণে লৌহ দেখা গিয়াছিল বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। (১) দায়ূদের পলায়নকালে যখন শ্রীহরি তাঁহার বহু অর্থ লইয়া কাননের আশ্রয়ে আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, তখন কে জানিত যে, তাঁহারই পুত্রের গৌরবে একদিন বঙ্গভূমি গৌরবান্বিত হইবে? ক্রমে শক্তি সঞ্চয় করিয়া প্রতাপ পার্শ্ববর্ত্তী ভূস্বামিদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন—যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাঁহাদের রাজ্য করতলগত করিলেন। তাহার পর এমন দিন আসিল যখন প্রতাপের রাজপ্রাসাদে স্বাধীনতার জয়ধ্বজা উড্ডীন হইল—তিনি দিল্লীর সম্রাট্‌কেও উপেক্ষা করিতে ভয় করিলেন না! যাহাদের উপর নির্ভর করিয়া প্রতাপ ইহা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহারা সকলেই বঙ্গবীর—তাহারাই প্রতাপের শক্তি এরূপ দুর্জ্জয় করিয়া তুলিয়াছিল যে, ২২ জন মোগল-আমীর তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন! ঈশ্বরীপুরের টেঙ্গা মস্‌জেদের নিকটে আজিও কতকগুলি গর্ত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। জন-প্রবাদ ইঙ্গিত করে যে, প্রতাপ যে সকল মোগল সেনানায়কদিগকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছিলেন, গর্ত্তগুলি তাঁহাদেরই সমাধি। (২)

প্রতাপের পরাজয়

যশোহরের নিকটবর্ত্তী মৌতলায় প্রতাপের সহিত মোগলের যে ভীষণ যুদ্ধ ঘটিয়াছিল, মোগল কোনদিন তাহা বিস্মৃত হইতে পারে নাই। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সহচর দ্বাবিংশজন আমীরের রুধিরস্রোতে বাঙ্গালার যুদ্ধক্ষেত্র সেদিন কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল! প্রতাপাদিত্যের পুত্র উদয়াদিত্যের অসামান্য

(১) *Khulna District Gazetteer*—P. 174.
(২) *Ibid*—P. 175.

রণ-কৌশল সেদিন শত্রু-মিত্র উভয়কেই চমৎকৃত করিয়াছিল। সমভূমে যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রতাপ যখন রুধিরাক্ত দেহে যশোহর-দুর্গ মধ্যে আশ্রয় লইলেন, তখন মোগল-সৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল। মোগলের কামানের গোলা বৃষ্টির ধারার ন্যায় দুর্গ মধ্যে পতিত হইতে লাগিল!

প্রতাপ অবরুদ্ধ দুর্গদ্বার মুক্ত করিলেন এবং যশোরেশ্বরীর চরণপদ্ম স্মরণ করিয়া ক্ষিপ্ত শত্রুসাগরে ঝম্প প্রদান করিলেন। তখন—

"ঘোড়ায় ঘোড়ায়, যুঝে পায় পায়
গজে গজে শুণ্ডে শুণ্ডে
সোয়ারে সোয়ারে খর তরবারে
মালে মালে মুণ্ডে মুণ্ডে॥

* * *

ভালায় ফুটিয়া পড়িছে লুটিয়া
গুলিতে মরিছে কেহ।
গোলায় উড়িছে, আগুনে পুড়িছে
তীরে কেহ ছাড়ে দেহ॥
পাতশাহি ঠাটে কেবা কবে আঁটে
বিস্তর লস্কর মারে।
বিমুখী অভয়া, কে করিবে দয়া
প্রতাপ আদিত্য হারে॥" (১)

প্রতাপাদিত্য পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন এবং দিল্লীর পথে কাশীধামে তনুত্যাগ করিলেন। বনাকীর্ণ দুর্গাদির চিহ্ন, ১৯০৭ সালে

প্রতাপের স্মৃতি

কলিকাতায় প্রদর্শিত বৃহৎ বৃহৎ কামানের গোলা এবং বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের রমেশ-ভবনে সযত্নে

(১) অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

রক্ষিত তিনটী প্রস্তর-গোলক মাত্র এখন সেকালের বঙ্গবীরের স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। একদিন এমন ছিল যখন তাঁহারই—

"কামানের ধূমে তম রণভূমে
আত্মপর নাহি শুঝে।" (১)

বাঙ্গালার কয়েকজন খ্যাতনামা ঐতিহাসিকদিগের নানা চেষ্টা সত্ত্বেও দ্বাদশ ভৌমিকদিগের ইতিহাস অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়াই আছে।

প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস

স্থানে স্থানে আলোকের দুই একটী কিরণপাত হইয়াছে মাত্র, কিন্তু সেই সামান্য আলোকে দূর নিকট হয় নাই এবং নিকটও অনেক স্থলে অস্পষ্ট হইয়াই আছে। রাম রাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য-চরিত' ১৮০: খৃষ্টাব্দে প্রথমবার প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস রচনার উহাই প্রথম পাদপীঠরূপে গৃহীত হইতে পারে। পরবর্ত্তীকালে রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গলকে অবলম্বন করিয়া প্রতাপাদিত্যের যে কাহিনী প্রচারিত হইয়াছিল, অনেকদিন পর্য্যন্ত উহাই প্রতাপের সত্য ইতিহাসরূপে পরিচিত ছিল। সেই কাহিনীর উপর নির্ভর করিয়া বাঙ্গালার প্রথম বীরকাহিনী বঙ্গের রঙ্গমঞ্চে যে উদ্দীপনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহা এখন বিলুপ্ত হইয়াছে।

প্রায় কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে বহার-স্তান্-ই-ঘাইবী' নামক একখানি হস্তলিখিত পুঁথির সন্ধান পাইয়া স্যর্ যদুনাথ সরকার মহাশয় উহার সারাংশ প্রচার করিয়া বাঙ্গালার ঐতিহাসিক মাত্রেরই কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়াছেন, এই পুঁথি খানি ৬৫৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত হইয়াছে। প্রত্যেক পৃষ্ঠায় কুড়িটী করিয়া লাইন আছে। ইহা হইতেই পুঁথির আয়তন সম্বন্ধে একটা ধারণা হইবে। আলাউদ্দীন ইস্ফাহানী শিতাব খাঁ, "ঘাইবী" এই ছদ্মনাম গ্রহণ করিয়া গ্রন্থের নাম রাখিয়াছিলেন—'বহার-

(১) অন্নদামঙ্গল—ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর।

স্তান্-ই-ঘাইবী।' ১৬০৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৬২২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পঞ্চদশ বর্ষের বাঙ্গালার ইতিহাস,—অর্থাৎ "বাঙ্গালার সমস্ত জমিদারদের সহিত মুঘলরাজের সংঘর্ষের—" বিবরণ এই গ্রন্থে পাওয়া যায়। এখন দেখা যাইতেছে, রামরাম বসুর 'প্রতাপাদিত্য চরিত' অনেকাংশে 'বহার-স্তানেব' বর্ণনার অনুরূপ—'অন্নদা মঙ্গল' কবি-কাহিনী।

ভারত সম্রাট্ আকববের রাজত্বকালে মানসিংহ বাঙ্গালার সুবাদার হইয়াছিলেন। ইহা ১৫৮৯ খৃষ্টাব্দেব কথা। 'ইক্‌বলনামা' নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে, ১৬০৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগে কুতুবউদ্দীন খাঁ মানসিংহের সুবাদারী-গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। 'ঘাইবীর' বর্ণনা হইতে দেখা যায় যে, প্রতাপাদিত্য ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে এবং তাহার পর পর্য্যন্তও জীবিত ছিলেন এবং রাজসাহী জেলার নাটোর মহকুমাব প্রধান নগর নাটোব হইতে ১৫ মাইল উত্তরে বজ্রপুব নামক স্থানে প্রতাপের সহিত নবাব ইস্‌লাম খাঁর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। প্রতাপ ৬টী হাতী, কর্পূব, অগুরু, ও নানা মূল্যবান বস্তু এবং বহু অর্থ উপঢৌকন দিয়া সুবাদাবকে তুষ্ট করিয়াছিলেন। সুতরাং প্রতাপাদিত্য কখনই মানসিংহের নিকট যুদ্ধে পরাজিত ও তৎকর্ত্তৃক বন্দীকৃত হন নাই। মানসিংহেব সহিত প্রতাপের যুদ্ধ ঘটে নাই, এবং মোগলের সঙ্গে বাঙ্গালার জমীদাবদের সংঘর্ষে প্রতাপ মোগলের পক্ষ অবলম্বন করেন নাই বলিয়াই শেষে নিজে মোগল কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিলেন। বাঙ্গালার ভৌমিকদিগের মধ্যে তীব্র আত্ম-কলহের সৃষ্টি করিয়া একে একে প্রত্যেককে হীনবল করিয়া ফেলা—এই ভেদ-নীতিই ছিল মোগলের আমলের প্রধান রাষ্ট্রনীতি। বাঙ্গালার ভৌমিকগণ সেই নীতির ফাঁদে পড়িয়া যে ভাবে সর্ব্বস্ব হারাইয়াছিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে তখনও স্বাধীন বাঙ্গালাকে পরাধীন করিয়াছিলেন সে কাহিনী বর্ণনা করিবার স্থান এই গ্রন্থ নহে। ভৌমিকদের মধ্যে

যাঁহারা প্রথম হইতেই মোগলের অভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া সতর্ক হইয়াছিলেন এবং স্বাধীনতা-সমরে লিপ্ত হইয়াছিলেন, বন্ধু শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় প্রায় দশ বৎসর পূর্ব্বে 'বিচিত্রা' নামক মাসিক পত্রে (বিচিত্রা—১৩৩৫) কতকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া দেখাইয়াছিলেন যে, স্বাধীনতালিপ্সু সেই কয়েকজন ভৌমিক ছিলেন—পাঠান ওস্মান্, মসুম কাবুলি, ইশা খাঁ এবং কেদার রায়। তিনি বলিযাছেন, "জাহাঙ্গীবের সময়ে বঙ্গেব সুবাদার ইস্লাম খাঁর সেনাপতিগণের সহিত প্রতাপ লডিয়াছিলেন বটে এবং লডিযা বন্দীও হইয়াছিলেন, কিন্তু সে নেহাৎই আত্মরক্ষার্থে…" (১)

'বহার-স্তানে' আমরা প্রতাপাদিত্যের যে ইতিকথা পাই তাহা হইতে ইহাই মনে হয় যে, প্রতাপও বাঙ্গালাব অন্যান্য ভৌমিকদিগেব ন্যায় প্রথম হইতেই বুঝিয়াছিলেন যে, মোগলের ভেদ-নীতির বিষময় ফল ভৌমিকদিগের উচ্ছেদসাধন ও বাঙ্গালাকে মোগলেব মুষ্টিমধ্যে আনয়ন। প্রতাপ যদি সে সময়ে বাঙ্গলার প্রসিদ্ধ ভৌমিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া মোগলকে বাধা দিতেন, তাহা হইলে বঙ্গজয় করা মোগলের পক্ষে সম্ভব হইত না। কিন্তু প্রতাপ নিজেকে বাঁচাইয়া চলিতে লাগিলেন—মোগলের সহায় হইলেন না বটে, কিন্তু শত্রুও হইলেন না। প্রতাপের এই দুর্ব্বল অদূবদর্শী ও স্বার্থপর নীতিই তাঁহার কাল হইয়াছিল।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে সুবাদার ইস্লাম খাঁ যখন রাজমহল হইতে গোয়াসে এবং গোয়াস্ হইতে বজ্রপুরে আসিয়াছিলেন, তখন প্রতাপ বহু উপঢৌকন বহন করিয়া সেইখানে উপস্থিত হইয়া-

(১) বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা-সমর—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ। বিচিত্রা, বৈশাখ—১৩৩৫।

ছিলেন এবং সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইহার পূর্ব্বেই প্রতাপ তাঁহার পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে রাজদূত শেখবদীর সহিত রাজমহলে সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য পাঠাইয়াছিলেন। এইভাবে সুবাদার-সম্পূজনের ব্যাপার আলোচনা করিলে ইহাই মনে হয় যে, প্রতাপ তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবার জন্য অন্ততঃ প্রকাশ্যে প্রস্তুত ছিলেন না।

বজ্রপুরে প্রতাপের সঙ্গে সুবাদারের সাক্ষাৎ ঘটিল। সুবাদার তাঁহাকে যথাযোগ্যরূপেই অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন—"তাহার পর এই সর্ত্তে তাঁহাকে বিদায় দিলেন যে, দেশে ফিরিয়া তাঁহার পুত্র ও যুদ্ধ-নৌকাগুলি বাদ্‌সাহী নওযারার সহিত যোগদান করিতে পাঠাইবেন, এবং যখন বর্ষার শেষে নবাব স্বয়ং ভাটীপ্রদেশের জমিদারদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা করিবেন, তখন প্রতাপ সসৈন্যে বাদ্‌সাহী সেনাপতিদের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ প্রতাপ কনিষ্ঠ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যের সহিত ৪০০ রণপোত পাঠাইবেন, এবং বর্ষা শেষে স্বয়ং আরও একশত নৌকা (একুনে পাঁচ শত), এক হাজার অশ্বারোহী এবং বিশ হাজার পদাতিক সৈন্য লইয়া আন্দল খাঁ (বর্ত্তমান নাম আড়িয়াল্ খাঁ) নদীর পথে গিয়া শ্রীপুর ও বিক্রমপুর আক্রমণ করিয়া ভাটীর জমিদার মুসা খাঁ মস্‌নদ্-ই-আলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিবেন।" (১)

নবাব-সম্মেলনকালে তাঁহাকে তুষ্ট করিবার জন্য প্রতাপ এই সকল সর্ত্তই স্বীকার করিয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তুষ্ট হইয়া নবাব ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপকে 'ইনাম্' দিতে ভুলিলেন না; তখন পর্য্যন্তও স্বাধীন শ্রীপুর ও বিক্রমপুর ইনাম স্বরূপ প্রদত্ত হইয়া গেল! আর প্রদত্ত হইল—রত্নখচিত ছোরা, খেলাৎ, তিনটী হস্তী, কয়েকটী অশ্ব এবং বাদ্‌শাহী

(১) প্রতাপাদিত্যের পতন—স্যর যদুনাথ সরকার। প্রবাসী, কার্ত্তিক—১৩২৭।

ঠাট 'নক্কড়া'। রাজমান্য লাভ করিয়া প্রতাপ যশোহরে ফিরিলেন বটে কিন্তু তিনি মনে মনে "নিশ্চয় জানিতেন যে, বারোভুঁইয়া ও উস্‌মানকে জয় করিবার পর মুঘল-সৈন্য তাঁহার উপর পড়িবে, সুতরাং উহাদের ধ্বংসের সাহায্য করা তাঁহার পক্ষে আত্মহত্যা হইবে।" (১)

রাষ্ট্রনৈতিক-চাতুর্য্য স্বরূপ প্রতাপ নবাবের নিকট মুখে মাত্র যে পণে বদ্ধ হইয়াছিলেন, সে পণরক্ষার জন্য কার্য্যকালে আদৌ চেষ্টিত হইলেন না। মোগলের সহিত সংঘর্ষ যদি কোন মতে এড়াইতে পারা যায়—ইহাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য : সে জন্য তাঁহাকে স্বদেশদ্রোহী বলিতে পারি না এবং এ কথাও বলিতে পারি না যে, প্রতাপ প্রথম হইতেই মোগলের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বা মোগলের স্বপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। (২)

নবাব ইস্‌লাম খাঁ প্রতাপের চাতুরী প্রথমে হয়ত বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু যখন দেখিলেন প্রতিশ্রুত সাহায্য যশোহর হইতে আসিল না, তখন তিনি নিজেই ভৌমিকদলনে অগ্রসর হইলেন। ক্রমে ভাটীর মুসা খাঁ ও অন্যান্য ভৌমিকগণ মোগলের বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। প্রতাপের তখন উচিত ছিল, ভৌমিকদিগের সহিত মিলিত হইয়া বাঙ্গালার স্বাধীনতার জন্য রণে অবতীর্ণ হওয়া! সে কর্ত্তব্য পালন না করিয়া প্রতাপ দূর হইতে ভৌমিকদিগের পরাজয় দেখিতে লাগিলেন! "ইস্‌লাম খাঁর এই সব বিজয়ের পর প্রতাপের চৈতন্য হইল।" ইহাকেই বলে 'ভূতে পশ্যন্তি বর্ব্বরাঃ।' প্রতাপ যখন বুঝিলেন যে, এইবার তাঁহার পালা—তিনি তখন আত্মরক্ষার কারণে "পূর্ব্ব অপকর্ম্মের জন্য অনুতাপ করিয়া নিজ পুত্র সংগ্রাম-আদিত্যকে

(১) প্রতাপাদিত্যের পতন—স্যর যদুনাথ সরকার। প্রবাসী, কার্ত্তিক—১৩২৭।

(২) The Amrita Bazar Patrika (Town), 19th April, 1937 ; ভারতবর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৩৯।

৮০ খানা রণপোত সহ নবাবের নিকট পাঠাইলেন এবং ক্ষমা চাহিলেন। ইস্‌লাম খাঁ রাগে আজ্ঞা দিলেন যে মীর-ইমারৎ (গৃহ নির্ম্মাণের অধ্যক্ষ) ঐ ৮০ খানা নৌকায় কাঠ, খড়, ইট, পাথর বহিয়া বহিয়া ঐগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলুক।" (১)

সুবাদারী ক্রোধেব ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না। প্রতাপ যাহা এড়াইতে চাহিয়াছিলেন তাহাই আসিয়া তাঁহার উপর চাপিয়া পড়িল! সুবাদারের সেনাপতি "ইনায়েৎ খাঁর অধীনে এক প্রকাণ্ড সৈন্যদল, অগণিত অশ্বারোহী ও পদাতিক, ৫০০০ বর্ক-আন্দাজ, ৩০০ রণপোত এবং অনেকগুলি তোপ দিয়া" সুবাদার "তাহাকে যশোহর প্রদেশ জয় করিতে পাঠাইলেন। মুসা খাঁ ও অন্যান্য বাধ্য জমিদারগণ নিজ নিজ নৌকা ও সৈন্য সহ বাদ্‌শাহী অভিযানে যোগ দিল। ঠিক সেই সময়ে অপর একদল বাদ্‌শাহী সৈন্য বগ্‌লার জমিদার (কন্দর্পের পুত্র) রামচন্দ্রকে জয করিবার জন্য সৈয়দ হকীমের অধীনে প্রেরিত হইল। আর ২০০০ বর্ক-আন্দাজ ও ৪০০ নৌকা অনেকগুলি ওমরা সহ উস্‌মান খাঁর গতিবিধি লক্ষ্য কবিবার জন্য 'বার সন্দুর' নামক স্থানে বসিয়া রহিল—প্রতাপ যেন কোন দিক হইতে সাহায্য না পান। (এদিকে) ইস্‌লাম খাঁ স্বয়ং ঘোড়াঘাট হইতে ঢাকা গেলেন।" (২)

প্রথম যুদ্ধ হইল প্রতাপের পুত্র উদয়াদিত্যের সঙ্গে। খোজা কমল ছিলেন তাঁহার অগ্রবর্ত্তী সেনার সেনাপতি। কোষা, বলিয়া, বেপারি, পাল, ঘুরাব্ (Floating battery and Gun boats), পশ্‌তা, জলিয়া, মাচোয়া প্রভৃতি নানা রকমের বহু রণতরী লইয়া তিনি যুদ্ধে নিযুক্ত হইলেন; কিন্তু সৈন্যাধিক্যবশতঃ নৌবাহিণী শৃঙ্খলা হারাইয়া

(১) প্রতাপাদিত্যের পতন—স্যর যদুনাথ সরকার। প্রবাসী—কার্ত্তিক, ১৩২৭।

(২) প্রতাপাদিত্যের পতন—স্যর যদুনাথ সরকার। প্রবাসী, কার্ত্তিক—১৩২৭।

পরাজয় লাভ করিল। অনেকগুলি রণতরী তোপ সহ ধরা পড়িয়া মোগলের হস্তগত হইল। উদয়াদিত্য কোনরূপে পলায়ন করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন।

বিজয়ে উল্লসিত মোগল-সেনা তখন জয়নাদে অগ্রসর হইয়া দুই পার্শ্ব হইতে যশোহর আক্রমণ কবিবাব আয়োজন করিল। প্রতাপাদিত্য সংবাদ পাইয়া যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইলেন। এখন তিনি বেশ বুঝিলেন যে, তাঁহার ভীরু-নীতির ফল ফলিতেছে! মূল্যবান্ খেলাৎ, রত্ন-খচিত ছোরা প্রভৃতি এখন তাঁহার জ্বালার কাবণ হইল!

প্রতাপ দেখিলেন,—ভাটীর মুসা খাঁ ও বাঙ্গালার অন্যান্য ভৌমিকগণ সুবাদাবের বশ্যতা স্বীকার করিয়া তাঁহার বিরুদ্ধেই অস্ত্র ধরিয়াছেন—ভূষণার রাজা শত্রুজিৎ মোগলের পক্ষ লইয়াছেন, উস্‌মান্ পরাজিত হইয়া বকাইনগর-দুর্গ ছাড়িয়া শ্রীহট্টের অরণ্যে পলায়ন করিয়াছেন—মোগলের ভেদ-নীতি সর্ব্বাংশেই সফল হইয়াছে! বহু বিলম্বে প্রতাপ বুঝিলেন—তিনি অসহায়।

প্রতাপ যুদ্ধেব জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। যিনি ছিলেন সেকালে নৌবলে বহুবলী, উদয়াদিত্যেব সঙ্গে মোগলের যুদ্ধে তাঁহার সেই বল তখন হীন হইয়াছে—রণতবীর অর্দ্ধেকই আর নাই! কিছুদিন সময় সংগ্রহ করাব জন্য প্রতাপ প্রথমে একটা মিথ্যা সন্ধির ছলনাময় প্রস্তাব পাঠাইলেন। ইচ্ছা ছিল, যদি সময় পান তবে যশোহরের সন্নিকটে নূতন একটী দুর্গ তাড়াতাড়ি নির্ম্মাণ করিয়া তথায় আশ্রয় লইবেন এবং মোগলদিগকে পরাজিত করিবার জন্য বল সঞ্চয় করিবেন। ছলনা ধরা পড়িয়া গেল এবং মোগলসেনাপতি ইনায়েৎ খাঁর বিপুল বাহিনী জলপথে ও স্থলপথে যশোহরের দিকে ধাবিত হইল। প্রতাপ তখন দুর্গের মধ্যে হস্তী, বহু পদাতিক সেনা ও বৃহদাকার কামান সাজাইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। দুর্গের

এক পার্শ্বে ভাগীরথী এবং অপর পার্শ্বে কাগরঘাটা-খাল খরস্রোতে দুর্গমূল ধুইয়া বহিয়া চলিতেছিল। সেই স্রোতে স্থানান্তরে ভাসিতেছিল প্রতাপের রণতরীগুলি।

মোগলে আর প্রতাপে যুদ্ধ বাধিল। মানসিংহ ও প্রতাপে নয়—সুবাদাবের সেনাপতি ইনায়েৎ খাঁ ও প্রতাপে। অন্নদামঙ্গলে এই যুদ্ধেরই বর্ণনা দেখিতে পাই। সেই মহাযুদ্ধে দুই পক্ষের কামান গর্জ্জনে দিঙ্মণ্ডল আলোড়িত হইয়া উঠিল—রক্তের নদী জলের স্রোতে মিশিল। কতকগুলি মোগল বীর প্রতাপেব অগ্নিবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া হস্তীপৃষ্ঠে কাগবঘাটা-খালে নামিল—ইচ্ছা, খাল পার হইয়া দুর্গ আক্রমণ করিবে।

প্রতাপের আদেশে তাঁহার গোলন্দাজগণ কামানগুলির মুখ ফিরাইল—খালে অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হইল। যাহারা মৃত্যুপণ করে, কামানের সাধ্য কি যে তাহাদের অগ্রগতির পথ রুদ্ধ করে। তাহারা মরে, শেষে মরিয়াই জিতিয়া যায় বলিয়া বিশ্বের বীরের সভায় তাহাদের আসন এত উচ্চে। মোগল সেদিন সেই উচ্চ আসন জয় করিবার জন্য অকৃপণ হইয়া হৃদয়ের রক্ত ঢালিয়া দিল কাগবঘাটা খালে। মোগল-সেনাপতি মির্জা সহন্ সেই রুধির-রঞ্জিত কাগবঘাটা খাল পার হইলেন—তাঁহার প্রমত্ত হস্তীগুলি তখন গিরিবিচ্যুত গণ্ডশৈলবৎ ভীমবেগে দুর্গের দিকে ধাইল—দুর্গদ্বার আক্রমণ করিল। হতাহতে নরদেহের বিশাল বিশাল স্তূপ গঠিত হইযা গেল সেখানে! বাঙ্গালার প্রতাপ মোগল-সেনাপতিকে দেখাইলেন—প্রয়োজন হইলেই বাঙ্গালী বীর মরিতে জানে! অসম্ভবকে কেহই সম্ভব করিতে পারে না—প্রতাপও পারিলেন না। এদিকে সংবাদ আসিল, নৌযুদ্ধে তাঁহার রণতরীগুলি বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং মোগল নৌ-আরা ভাগীরথীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া দুর্গের দিকে আসিতেছে। প্রতাপ ছিলেন বীর। এমন দুঃসংবাদেও তিনি ভাঙ্গিয়া পড়িলেন না,

কাগরঘাটা ছাড়িয়া নব বল সংগ্রহের জন্য রুধিরাক্ত দেহে যশোহরের দিকে পলায়ন করিলেন। মোগলের জয়পতাকা উড্ডীন হইল—স্বাধীন বাঙ্গালার শ্মশানে চিতানল জ্বলিয়া উঠিল।

যশোহরে আসিয়া প্রতাপ দেখিলেন, যুদ্ধে পরাজয় সুনিশ্চিত। সুতরাং অনর্থক হত্যার স্রোত বৃদ্ধি করিয়া লাভ নাই বিবেচনা করিয়া একাকী প্রতাপ একখানি নৌকায় উঠিয়া নিঃশব্দে কাগরঘাটার নূতন মোগল শিবিরে আসিয়া পৌঁছিলেন! সঙ্গে ছিল মাত্র দুই জন মন্ত্রী। ইনায়েৎ খাঁ এই মহৎ বৈরীকে শিবিরে পাইয়া সসম্মানে অভিবাদন করিলেন।

প্রতাপ আত্মসমর্পণ করিলেন। যশোহর-রাজ্য মোগলের অধিকারে আসিল। বিজয়ী মির্জা নহনের সেনা দৈত্যের মত গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে ছুটিতে লাগিল। লুণ্ঠনের পরিসীমা রহিল না—নারীমর্য্যাদা লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত হইয়া হায় হায় করিয়া রোদন করিয়া উঠিল। বীর প্রতাপের বীর পুত্র উদয়াদিত্য প্রতিশোধ লইবার জন্য আবার যুদ্ধারম্ভ করিলেন। কুশলী-ক্ষেত্রে কয়েকদিন ব্যাপী যে মহাযুদ্ধ ঘটিল তাহাতে যেমন মরিল মোগল—তেমনি মরিল উদয়াদিত্যের বঙ্গ-সেনা। শেষে সেই মরণযজ্ঞে নিজেকে আহুতি দিয়াছিলেন রাজকুমার উদয়াদিত্য। (১)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকদিগের কাহিনী তমসাচ্ছন্ন। তাঁহারা সংখ্যায় যে মাত্র বার জনই ছিলেন, তাহা নহে। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' রচয়িতা অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বঙ্গে দ্বাদশ-ভৌমিকদের উদ্ভব সম্বন্ধে গবেষণাপূর্ণ আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "অতি প্রাচীন-কাল হইতে দ্বাদশ জন সামন্ত রাজের প্রসঙ্গ চলিয়া আসিতেছে।

দ্বাদশ ভৌমিকের উদ্ভব

(১) প্রতাপাদিত্যের পতন—স্যর যদুনাথ সরকার। প্রবাসী, কার্ত্তিক ১৩২৭।

মনুসংহিতা প্রভৃতি প্রাচীন গ্রন্থে প্রধান বা মণ্ডলেশ্বর রাজার পার্শ্ববর্ত্তী নানা সম্বন্ধযুক্ত দ্বাদশ প্রকার নৃপতির উল্লেখ আছে (মনু ৭।১৫৫-৫৬)। প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থেও যে সকল প্রধান রাজার উল্লেখ আছে, তাঁহারা রাজসভায় আসিলেই সাধারণতঃ বারভূঞা বেষ্টিত হইয়া বসিতেন। (মাণিক গাঙ্গুলীর ধর্ম্মমঙ্গল, সাহিত্য-পরিষৎ সংস্করণ, ১৫১ পৃষ্ঠা)। বাঙ্গালার মত আসামেও বার জন রাজা, বা বার জন মন্ত্রী না হইলে রাজ্যশাসন হইত না।······আরাকান, শ্যাম প্রভৃতি দেশেও প্রধান রাজাব রাজ্যাভিষেক কালে, বার জন সামন্ত রাজা বা ভূঞার আবশ্যক হইত এবং উঁহাদের অভিষেক এক সময়ে সম্পন্ন হইত।····· কতকগুলি প্রধান প্রধান ভূঞা বঙ্গে আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন বলিয়াই উঁহা-দিগকে বারভূঞা বলিত। প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা যে সংখ্যায় ঠিক বার জন ছিলেন এমন বোধ হয় না।" (১) বন্ধুবর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন—"আসামেব ইতিহাসে দেখা যায় যে, অধিরাজ-বংশ লুপ্ত হইলে বা অধিরাজ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে যে সামন্তরাজগণ রাজ্যময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া স্বাধীন হইয়া বসিতেন তাঁহাদেরই সাধারণ নাম ছিল বারভূঞা। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের পর (দায়ূদের পতনের পর) বাঙ্গালায় যখন ঠিক ঐ রকম অবস্থাতেই ভূঞাগণের অভ্যুত্থান ঘটে, তখন পর্য্যন্ত বিশ্বসিংহ (কোচ্‌বিহার রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা) কর্ত্তৃক দলিত আসামের বারভূঞাগণেব স্মৃতি তাজা ছিল (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগ) এবং সমান অবস্থায় সমুত্থিত বাঙ্গালার ভূঞাগণও আসামের ভূঞাগণের অনুকরণেই বারভূঞা আখ্যা পাইয়াছিলেন।" (২)

(১) যশোহর ও খুলনার ইতিহাস—২য় খণ্ড, ২০—২২ পৃষ্ঠা। অধ্যাপক সতীশচন্দ্র মিত্র।

(২) বঙ্গীয় ভৌমিকগণের স্বাধীনতা-সমর—বিচিত্রা, চৈত্র ১৩৩৪—শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী এম্ এ।

মুসলমান-শাসনকালে বাঙ্গালার জমীদারী প্রথার আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সাধারণভাবে কয়েক শ্রেণীর উল্লেখযোগ্য জমীদার ছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—প্রাচীন, স্বাধীন ও করদ নৃপতিবর্গ। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্ব্বাপর স্বাধীন ভূপরূপেই নিজ রাজ্য শাসন করিতেন—মুসলমান-শাসন মানিতেন না। ইহাদের মধ্যে কতক কতক আংশিক ভাবে মুসলমান-শাসন মানিয়া লইয়াছিলেন—কিন্তু স্বরাষ্ট্রের মধ্যে ছিলেন সম্পূর্ণ স্বাধীন। সুতরাং এই সকল রাজাদের যথারীতি সেনা ও দুর্গাদি ছিল।

দেশের অন্তর্বিপ্লবের সুযোগ লইয়া কতকগুলি হিন্দু ও মুসলমান জমীদার আপন আপন অধিকৃত রাজ্যের সীমা বহু পরিমাণে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রতাপ এতই প্রবল ছিল যে, মুসলমান-শাসন-কর্ত্তারা তাঁহাদিগকে এড়াইতে পারিলে আর ঘাঁটাইতেন না। তাঁহারাও স্ব স্ব রাষ্ট্রে স্বাধীনভাবেই বাস করিতেন এবং মুসলমান কর্ত্তাদের রাজকর প্রদান করিতে প্রায়ই বিস্মৃত হইতেন! ইঁহাদেরও সেনা ছিল, দুর্গ ছিল—অস্ত্র-শস্ত্র ছিল।

মুসলমান-শাসনকালে যাঁহারা সুবাদারের রাজস্ব আদায় করিতেন এবং প্রজাদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তাহার বিচার ও মীমাংসা করিতেন, তাঁহাদের রাজপদের নাম ছিল 'চৌধুরী'। এই চৌধুরীরা প্রায় সকলেই হিন্দু ছিলেন। ইঁহাদের বংশধরেরা এখনও পর্য্যন্ত চৌধুরী পদবী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন। ক্রমে চৌধুরীদের প্রতাপ এতই প্রবল হইয়াছিল যে, তাঁহারাও এক একজন বড় বড় জমীদার হইয়া পড়িলেন এবং স্বাধীন রাজন্যবর্গের অনুকরণে নিজ নিজ রাজদরবার গঠন, রাজ্যরক্ষার জন্য সেনা-সংগ্রহ ও দুর্গাদি-নির্ম্মাণ প্রভৃতি করিতে লাগিলেন। সম্রাট্ আকবরের সময় হইতেই এই শ্রেণীর জমীদারদের প্রসার প্রতিপত্তি অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

পাঠান-শাসনের শেষসময়ে চৌধুরীদের প্রভাব এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া-ছিলেন। ইঁহারাই বাঙ্গালার দ্বাদশ ভৌমিকদিগের অন্যতম ছিলেন। পাঠানের পর বাঙ্গালায় মোগল আসিয়াই ইঁহাদের জৌলুস দেখিয়া বিচলিত হইয়া পড়িল এবং মোগল কর্ত্তারা স্থির করিলেন, যে কোনও প্রকারেই হউক এই শ্রেণীর প্রবলপ্রতাপ ভূম্যধিকারীদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া মোগলশাসন বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবেন।

পূর্ব্বকথিত বহার-স্তান্ অবলম্বনে স্যর যদুনাথ বাঙ্গালার এই সকল প্রবলপরাক্রান্ত ভূম্যধিকারীদের কাহারও কাহারও কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। (১) এই সকল জমীদার বা রাজাদের মধ্যে সভ্রাতৃগণ ওস্মান, ভাটীর ইশা খাঁর পুত্রগণ, পাবনা জেলার চাটমোহরের সুল্‌তান মির্জ্জা মুমিন্ খাঁ, খল্‌সার মধু রায়, পাবনা-শাহাজাদপুরের রাজা রায়, চাঁদপ্রতাপ পরগণার (মাণিকগঞ্জ মহকুমার উত্তরার্দ্ধ) মদন রায় (নবুদ রায় ?), ভাওয়ালের বাহাদুর গাজী প্রভৃতি, মটং-এর পালোয়ান, হাজি শামসুদ্দীন বোগ্দাদী, ফতেহাবাদের (ফরিদপুর অঞ্চল) মজলিস্ কুতব, বাংলার রামচন্দ্র, ভাতুড়িয়া পরগণার অন্তর্গতঃ চৌনা-জোয়ারের (সাঁড়াঘাট এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান) পীতাম্বর ও অনন্ত, আগাইপুরের (বর্ত্তমান রাজসাহী জেলার একাংশ) আলা-বক্স, ভুলুয়ার অনন্ত মাণিক্য সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের কালে স্বাধীনতা লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হইয়া বাঙ্গালার সুবাদারী-বাহিনীর বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা যদি সম্মিলিত হইয়া স্বাধীনতা-

(১) প্রতাপাদিত্যের পতন—প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩২৭
বঙ্গের শেষ পাঠান বীর—ঐ অগ্রহায়ণ, ১৩২৮
বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদের পতন—ঐ ভাদ্র, ১৩২৯
বঙ্গে মগ ও ফিরিঙ্গী—ঐ ফাল্গুন, ১৩২৯

সমরে অগ্রসর হইতেন তাহা হইলে বাঙ্গালায় মোগলের ইতিহাস অন্যরূপ হইত। যাহা হউক মোটের উপর নিঃসন্দেহে ইহাই বলা যায় যে, বঙ্গদেশের সকল অঞ্চলেই তখন স্ব স্ব রাজ্যে স্বাধীন ভূপতি ছিলেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেকেরই যথেষ্ট সৈন্য-সম্পদ্ ছিল। সুতরাং সৈনিকবৃত্তি সেকালে বাঙ্গালীর একটী সাধারণ ও স্বাভাবিক বৃত্তিরূপেই পরিগণিত হইত। কাহারও পা ভাঙ্গিয়া দিয়া তাহাকে 'খোঁড়া' বলিলে যেরূপ হয়—বাঙ্গালী জাতিকে একালে অসামরিক ভীরু জাতি রূপে প্রচার করিলেও ঠিক সেইরূপই হইবে!

'আকবরনামা' নামক ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রাল্‌ফ-ফিচের বাকলায় আগমনের একাদশ বর্ষ মাত্র পূর্ব্বে বর্ত্তমান ফরিদপুরের

মুকুন্দরায়

নিকট বিশালকায়া পদ্মার তীরে মুকুন্দরায় রাজত্ব করিতেন। মুরাদ খাঁর দ্বারা পরিচালিত মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিয়া মুকুন্দরায় মুরাদকে নিহত করিয়াছিলেন।

এই ঘটনার অষ্ট বর্ষ মধ্যেই রাল্‌ফফিচ ইশা খাঁর রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন (১৫৮৩ খৃষ্টাব্দ); ইহার দ্বাদশ বর্ষ পর ইশা খাঁর সহিত মানসিংহের যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল, সে কাহিনী পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সম্রাট্ সাজাহানের শাসন-সময়েও মুকুন্দরায় এবং তাঁহার পুত্র সত্রজিৎ অর্দ্ধস্বাধীন নৃপতিরূপে ফতেবাদ ও ভূষণা শাসন করিতেন। আজিও চর মুকুন্দ সে স্মৃতি বহন করিতেছে, আজিও নবগঙ্গাতীরে সত্রজিৎপুর বঙ্গবিক্রমের চিতানলোদ্ভাসিত অস্পষ্ট চিত্র প্রদর্শন করিতেছে। (১)

স্যর যদুনাথ সরকার মহাশয় ফার্সী হস্তলিখিত গ্রন্থ 'বহার-স্তান্-ই-

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল। শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঘাইবী' অবলম্বনে লিখিয়াছেন (প্রবাসী, ভাদ্র—১৩২৯) যে, ইস্‌লাম খাঁর সহিত পাবনা জেলার শাহাজাদপুরের জমিদার এবং চাটমহর অঞ্চলের বিদ্রোহী পাঠান ভূম্যধিকারীদিগের সহিত নানা যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটিয়াছিল। বাঙ্গালার স্বাধীন জমিদারদিগকে দমন করাই এই সকল যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য ছিল (১৬০৮—১৩ খৃষ্টাব্দ)। শাহাজাদপুরের জমিদার রাজারায় বর্ষা-সমাগমে বহু নৌকা সংগ্রহ করিয়া মুসলমানের শাহাজাদপুর দুর্গ অবরোধ পূর্ব্বক ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গ জয় করিতে পারেন নাই। এই রাজারায়ের কোন ইতিহাস এখন আর জানা যায় না। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, ইনি একজন বৈদ্য জাতীয় জমিদার ছিলেন।

পাবনায় যুদ্ধ-বিগ্রহ

রাল্‌ফফিচের ত্রয়োদশ বর্ষ পর যখন জেস্যুইট ধর্ম্মপ্রচারক ফন্‌সেকা বাক্‌লায় আগমন করিয়াছিলেন, তখন কন্দর্পনারায়ণের পুত্র রামচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের অধীশ্বর। রামচন্দ্র বাঙ্গালীর নিকট প্রতাপাদিত্যের দুর্ভাগ্য জামাতা রূপেই পরিচিত। তাঁহার হতভাগিনী পত্নী বিন্দুমতী, কবিকল্পনার অশ্রুসিক্তা লাঞ্ছিতা অভিমানিনী নায়িকা; কিন্তু রামচন্দ্র ঘটককারিকায় "মহা ধনুর্দ্ধর ও ভীমসম বলবান্" বলিয়া পরিচিত। ভুলুয়াপতি লক্ষ্মণ মাণিক্য তাঁহারই নিকট বন্দীকৃত ও নিহত হইয়াছিলেন!

রামচন্দ্র

দৈববিড়ম্বনায় রামচন্দ্র যখন স্বীয় শ্বশুরের গৃহে জীবন হারাইতে বসিয়াছিলেন, তখন তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী রামনারায়ণ মল্ল "চতুঃষষ্টি দণ্ডযুতা, নালিকসজ্জিতা, সৈন্যাদি পরিরক্ষিতা" একখানি ক্ষিপ্রগামী তরণী আনিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন। রামচন্দ্র ভীরুর ন্যায় রজনীর অন্ধকারে গোপনে পলায়ন করেন নাই; নালিক (কামান)-ধ্বনিতে প্রতাপাদিত্যের পুরী কম্পিত করিয়া, তিনি শ্বশুরকে পলায়ন-বার্ত্তা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন!

তূর্ণং গমনবার্ত্তাঞ্চ নালিকধ্বনিভির্দদৌ।
কম্পয়িত্বা শক্রপুরীং স্বরাজ্যে পুনরাগতঃ॥

রামচন্দ্রের কাহিনী সেই বিস্মৃত সপ্তদশ শতাব্দের প্রথমপাদের ইতিহাস, যখন বাঙ্গালী-বীরের স্বহস্তে গঠিত আগ্নেয়াস্ত্র, তাহার নিজ পোতাশ্রয়ে নির্ম্মিত রণতরীতে সর্ব্বদা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিত। সেকালে মগ ও মোগল ভালমতেই সে পরিচয় লাভ করিয়াছিল! রামচন্দ্রের পুত্র কীর্ত্তিনারায়ণের (কৃষ্ণনারায়ণ) সহিত সমরে অগ্রসর হইয়া পর্ত্তুগীজগণ মেঘনার উপকূলে আবার বাঙ্গালীর বল-বীর্য্য ও রণনিপুণতার পরিচয় পাইয়াছিল। কীর্ত্তিনারায়ণ ঢাকার নবাবদিগের সাহায্যার্থে সর্ব্বদা যুদ্ধে যোগদান করিতেন। (১)

সপ্তদশ শতাব্দের শেষ পাদে (১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে) রাণাঘাটের নিকট-বর্ত্তী শ্রীপুরে যে একটী ক্ষুদ্র সমৃদ্ধ রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল—শুনিতে পাওয়া যায়, রুদ্ররায় তথায় রাজা ছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ তড়াগে দেউলে সুশোভিত করিয়া রাজধানী শ্রীনগরকে শ্রীশালিনী করিয়াছিলেন। কণ্টক ও গুল্মলতায় সমাচ্ছাদিত একটী জীর্ণ শিবমন্দিরের কারুকার্য্যসমন্বিত ইষ্টকাবলী আজিও তথায় প্রাচীন শিল্পের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। মন্দির-গাত্রে প্রাপ্ত শিলাফলক আজিও “রাজেন্দ্রতুল্য” রাঘবের “মঠে” শিব-স্থাপনের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়—আজিও একটী সুদীর্ঘ পরিখা, বনানীসমাকীর্ণ থাকিয়া সেকালের আত্মরক্ষার উপায় সূচিত করিয়া থাকে। জনশ্রুতি আজিও শ্রীনগরের ধ্বংসকাহিনীর সহিত মুসলমান-যুগের ধর্ম্মবিপ্লবের স্মৃতি সংযুক্ত রাখিয়াছে। (২)

রুদ্ররায়

(১) *J. A. S. B.*, No. 3, (1874) Pp. 202, 208.

(২) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—ত্রয়োবিংশ ভাগ, ৪র্থ সংখ্যা।

ইলিদপুরের ঘটকদিগের যে কারিকা আছে, তাহাতে দনুজমর্দ্দন নামক চন্দ্রদ্বীপের একজন অধিপতির পরিচয় পাওয়া যায়। আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও প্রবল জনশ্রুতি ইহাকে চন্দ্রদ্বীপের পরাক্রান্ত অধিপতি বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। মোগল যখন বঙ্গবিজয়ের জন্য চেষ্টিত, তখন বহুশত রণতরীর অধিপতি চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ প্রবল প্রতাপে নিজ রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। ঘটককারিকা এবং একটী পিত্তলনির্ম্মিত কামান আজিও তাঁহার শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তিনি মুসলমান-সেনাপতি গাজিকে রণে নিহত করিয়াছিলেন। মগ-দস্যু তাঁহার বিক্রমে পরাজয় মানিয়াছিল—মুসলমানগণ তাঁহার অনল-বর্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া হোসেনপুর হইতে পলায়ন করিয়াছিল। কন্দর্পনারায়ণের পিতামহ পরমানন্দ, ঘটককারিকায় রণে "সব্যসাচী"-তুল্য বলিয়া পরিচিত। পর্য্যটক রাল্‌ফফিচ্ ১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে বাক্‌লায় উপস্থিত হইয়া দেখিয়াছিলেন যে, কন্দর্পনারায়ণ বন্দুক-ক্রীড়ায় অনুরক্ত। আজিও মাধবপাশা কন্দর্পনারায়ণের রাজচিহ্নের স্মৃতি বহন করিতেছে। (১)

কন্দর্পনারায়ণ

পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান-শাসন প্রসারিত হইলে পর দনুজমাধব চন্দ্রদ্বীপে গমন করিয়া গুরুদেব চন্দ্রশেখর চক্রবর্ত্তীর আদেশক্রমে নবোত্থিত দ্বীপে একটী রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, তাহাই চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য বলিয়া কেহ কেহ ঘোষণা করিয়া থাকেন। আইন-ই-আকবরিতে (২) দেখিতে পাই, পরমানন্দ রায় নামে জনৈক যুবরাজ ১৫৮৫ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপে বর্ত্তমান ছিলেন। সুতরাং চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য যে বহুদিনের একটী প্রাচীন হিন্দুরাজ্য

চন্দ্রদ্বীপ রাজ্য

(১) *Backergunj District*—H. Beveridge : P. 226.

(২) *Ayeen-I-Akbari*—Gladwin, P. 304.

তাহাতে সংশয় নাই। কেহ কেহ চন্দ্রদ্বীপ-অধিপতিকে সোণারগাঁর অধিপতির সহিত অভিন্ন করিতে চাহিয়াই নানা ঐতিহাসিক বিতণ্ডার সৃষ্টি করিয়াছেন!

বঙ্গের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, সপ্তদশ শতাব্দের পূর্ব্বে সমগ্র বঙ্গভূমি কখনও মুসলমান-শাসনাধীনে আসে নাই। আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, প্রথমে পাঠানে ও হিন্দুতে সংঘর্ষ, মধ্যযুগে পাঠানে-পাঠানে সমর, পরবর্ত্তীকালে মোগলে-পাঠানে শক্তি-পরীক্ষা—ইহাই এককালের বাঙ্গালার ইতিহাস। সে ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালীর রণ-শিক্ষা, বাঙ্গালীর বলবীর্য্য, বাঙ্গালীর অসিচালন-কৌশল ওতপ্রোত-ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। বাঙ্গালার চারণ নাই, তাই সে গান কেহ গাহে নাই।

দক্ষিণ বঙ্গ

হিন্দু ভূস্বামিবর্গ তখন স্বাধীন বা অর্দ্ধস্বাধীন ছিলেন। চাঁদ, প্রতাপ, কেদার, রামচন্দ্র প্রভৃতির রাজ্যের ন্যায় সেকালে দক্ষিণবঙ্গে যে এক শক্তিশালী রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা সর্ব্বদা নৌরক্ষিত থাকিত। রাজ্যাধিপতি সুবুদ্ধি রায়ের নামের সহিত সে কাহিনী জড়িত রহিয়াছে। একসময়ে তাঁহার রায়নগর বঙ্গের নৌশক্তির একটী প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছিল। টোডরমল্ল বঙ্গের রাজপ্রতিনিধি হইলে পর রায়নগর-রাজ দুর্গাদাস তাঁহাকে যুদ্ধকালে ২০খানি করিয়া রণতরী দিয়া সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। (১)

টোডরমল্ল ও মানসিংহ

মোগলাগমনে পাঠানদিগকে দমন করিবার জন্য প্রথমে যে সকল মুসলমান-শাসনকর্ত্তৃগণ এদেশে বাস করিতেছিলেন, তাঁহারাই দেশের শান্তি নষ্ট করিয়া ঘোরতর বিপ্লবের সূচনা করিয়াছিলেন। বেহারেই এই বিদ্রোহের পতাকা প্রথমে

(১) ঐতিহাসিক চিত্র—১৩১৫ সাল।

উড্ডীন হইয়া, সম্রাট্ আকবরকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই বিদ্রোহ-দমনই রাজস্বসচিব টোডরমল্লের বঙ্গে আগমন করিবার প্রধান কারণ।

টোডরমল্ল হিন্দু জমীদারদিগের সাহায্যে বেহারের বিদ্রোহ দমন করিতে না করিতেই বঙ্গের প্রান্তভাগে বিদ্রোহ-বহ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তাৎকালিক মুসলমান-শাসনকর্ত্তা ভেদ-নীতি অবলম্বন করিয়া বিদ্রোহী সামন্তদিগকে আয়ত্ত করিতে প্রয়াসী হইলেন। উড়িষ্যা হইতে উন্মত্ত পাঠানগণ কতলুখাঁর পতাকাতলে সমবেত হইয়া দক্ষিণ-পশ্চিম-বঙ্গ আক্রমণ করিল।

দীর্ঘকালের যুদ্ধের পর সম্রাট্-সেনাপতি মানসিংহ পাঠানদিগকেও নিরস্ত করিলেন, এবং পরাক্রান্ত হিন্দু ভূস্বামিবর্গের শক্তিও খর্ব্ব করিতে লাগিলেন। বঙ্গশক্তির সমাধি আরব্ধ হইল! পাঠানের বিজয়-লালসা ষোড়শ শতাব্দের মধ্যভাগে সেবপুর-আতাইএর সমরাঙ্গনে চিরদিনের জন্য পরিতৃপ্তি লাভ করিল! দিল্লীর সম্রাট্ তখন শের খাঁর শোণিতে সিক্ত হইয়া রূপসী মেহেরুন্নিসার পদতলে স্তিমিত নেত্রে ধ্যানমগ্ন হইলেন।

পর্ত্তুগীজ হার্ম্মাদ

পর্ত্তুগীজগণ তখন দুর্গ, পরিখা, প্রাকার প্রভৃতি রচনা করিয়া অজেয় হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অত্যাচার-কাহিনী পরিব্রাজক বার্ণিয়ার কর্ত্তৃক বিবৃত হইয়া বঙ্গের এক দুঃসহ দুর্দ্দিনের অশ্রুসিক্ত ইতিহাসকে সজীব রাখিয়াছে। কবিকঙ্কনের কবিতা—

ফিরিঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্ম্মাদের ডরে॥

এখনও সে পুরাকাহিনী বিস্মৃত হইতে দেয় নাই। বঙ্গ ভাষাও বঙ্গের কুসুম কানন কোন দিনই পর্ত্তুগীজদিগকে ভুলিতে দিবে না।

এ দেশে বাণিজ্য করিতে আসিয়া পর্ত্তুগীজগণ যেমন বঙ্গ-সাহিত্যকে চাবি, গির্জ্জা, প্রেক, ফিতা, বাল্‌তি, বেসালি, নিশান প্রভৃতি শব্দ উপহার দিযাছে,—তেমনি বঙ্গের কুঞ্জ-ভবনে রজনীগন্ধা, সূর্য্যমুখী, গাঁদা, পীত-কববী-প্রভৃতি কুসুম ফুটাইয়াছে ;—যেমন 'বেহালার' মধুবস্বরে বঙ্গভবন পূর্ণ করিয়াছে, তেমনি কদর্য্য "ফিবঙ্গ" রোগেব সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালীর জন্য 'সেঁকো' বিষ ও 'সালসার' ব্যবস্থা করিযাছে। তাহাবা এক সময়ে যেমন বাঙ্গালীব জন্য যুদ্ধে শোণিত দান কবিতে কুণ্ঠিত হয় নাই,—তেমনি আবার বঙ্গভূমি লুণ্ঠিত কবিয়া, সর্ব্বদা নিবীহ পল্লীবাসীর উৎকণ্ঠার কারণ হইয়াছে! যখন শ্রীপুব, চন্দ্রদ্বীপ, সুবর্ণগ্রাম প্রভৃতি উপকূলবর্ত্তী রাজ্য স্বাধীন হইয়াছিল, তখন পরাক্রমশালী পর্ত্তুগীজ "হার্ম্মাদ" যাহাতে সেই সকল জনপদের অধিপতিদিগেব সহায় থাকে, তজ্জন্য তাঁহাবাই সবিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। "বাঙ্গালী মাঝির" সহায়তায় নবাব শায়েস্তা খাঁ কিরূপে ইহাদিগকে উৎখাত কবিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনেব ১৩২১ সালের সম্বোধনে বাঙ্গালার এই কীর্ত্তিকেই বঙ্গের যষ্ঠ "গৌরব" রূপে বর্ণনা কবিযাছেন। "বাঙ্গালী মাঝি" সেকালেও যেরূপ সাহস এবং কৌশলের পরিচয় দিয়াছিল, একালেও নদীপথে বা সমুদ্রে তাহারা সেই পরিচয়ই দিয়া থাকে। গত পাবলিক্ সার্বিস্ কমিসনের রিপোর্টেও আমরা একথার উল্লেখ দেখিতে পাই। (১)

বাঙ্গালী মাঝি

সম্রাট্ আওরঙ্গজেব যখন নিজেই নিজেব জালে জড়িত হইয়া সম্রাট্ আকবর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত ভারত-সাম্রাজ্যের বিরাট মন্দিরের পাদপীঠ খনন করিতেছিলেন, সেই সময়ে (১৬৯৫ খৃষ্টাব্দে) বাঙ্গালায় বিদ্রোহ দেখা দিল। বর্দ্ধমান প্রদেশের

শোভাসিংহ

(১) *Mr. Justice Rahim on the Pilot Service:*

এক ক্ষুদ্র তালুকদার শোভাসিংহ বিদ্রোহের নায়ক রূপে বর্দ্ধমানের জমীদার কৃষ্ণরামের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন এবং উড়িষ্যার পাঠান-সর্দ্দার শোভাসিংহের আমন্ত্রণে সসৈন্যে আগমন করিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। বিদ্রোহী বাহিনী বঙ্গদেশ হইতে মোগল-শাসন উৎখাত করিবার মানসে জয়নাদে যাত্রা করিল।

কৃষ্ণরামের মুষ্টিমেয় সেনা ছিল বটে, কিন্তু তাঁহার সাহস ও বিক্রম অসীম ছিল। রাজপ্রাসাদ অধিকার করিবার পূর্ব্বে বিদ্রোহিগণ সে পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিল। মুষ্টিমেয় বঙ্গসেনার শোণিতে রাজপ্রাসাদের সোপানতল সিক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত পাঠান প্রবেশ লাভ করিতে পারিল না! কৃষ্ণরাম যুদ্ধে নিহত হইলেন। অন্তঃপুরচারিকাগণ আত্মসম্মান রক্ষার্থ বিষপান করিলেন। প্রাসাদে প্রবেশ করিয়া পাঠান দেখিল, হিন্দু নারীর মৌন-বিক্রম তাহাদিগের খর তরবারিকেও পরাস্ত করিয়াছে! রহিম খাঁ তখন বিষাচ্ছন্ন রাজকুমারীর মৃত্যুমলিন অবশ দেহকেই বিজয়ের জয়মাল্য স্বরূপ গ্রহণ করিলেন!

কৃষ্ণরাম

বিদ্রোহিগণ গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন পূর্ব্বক ভীমবেগে অগ্রসর হইল। বিলুণ্ঠিত গ্রামের অগ্নিসংযুক্ত গৃহরাশির প্রভায় গ্রামান্তর আলোকিত হইতে লাগিল! লুণ্ঠনলোলুপ বিদ্রোহিগণ তথায় উপনীত হইয়া আবার লুণ্ঠন আরম্ভ করিল! দেশ অরাজক হইয়া উঠিল—কাশীমবাজার লুণ্ঠিত হইল—পঞ্চসহস্র বাদশাহী সৈন্য পরাজয়ের লাঞ্ছন বহিয়া পলায়ন করিল! হুগলী ও ঢাকা ভিন্ন বিদ্রোহিরা সমুদয় বঙ্গ লুণ্ঠনব্যস্ত করিয়া তুলিল! (১)

(১) General letter from Fort St. George to the Court, January 3. 1697. O. C. No. 6408. in *Old Fort William in Bengal*, Vol I, P. 14 by C. R. Wilson.

বাঙ্গালায় নবপ্রতিষ্ঠিত ইউরোপীয় বণিক্-কোম্পানী তখন আত্মরক্ষার জন্য দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করিলেন। কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়ম আজিও অগ্নিমুখে সে কাহিনী কহিয়া থাকে। (১) এই দুর্দ্দিনে চুঁচুড়ার ওলন্দাজ, চন্দননগরের ফরাসী এবং সুতানটীর ইংরাজ বণিক্‌গণ ধন-সম্পত্তি রক্ষার জন্য দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। (২) ক্রমে ক্রমে সুরাট, মছলিপত্তন, আর্মাগণ, মান্দ্রাজ, হুগলী এবং বালেশ্বরে কোম্পানীর কুঠীতে দেশীয় সৈন্য নিযুক্ত হইয়া কুঠী রক্ষণাবেক্ষণ করিতে লাগিল। সুতানটী বা হুগলীতে যে সকল দেশীয় সৈন্য লওয়া হইয়াছিল, অনুমান হয় তাহারা বাঙ্গালী। এই সকল রক্ষীসৈন্য তরবারি, ঢাল, ধনুর্ব্বাণ, বল্লম ও বন্দুক ব্যবহার করিত। (৩) ইতিহাসে উহারা শুধু "Native Soldier" আখ্যায় অভিহিত।

ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম 'দেশীয় সৈন্য'

তখনও বাঙ্গালায় এমন দিন ছিল যে, বলদৃপ্ত ভূস্বামিগণ সমবেত হইয়া অত্যাচারী শত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ভাগীরথী-তীরে যখন সুতানটী প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তখন পাঠান রহিম খাঁ সে পরিচয় পাইয়াছিলেন!

বর্দ্ধমান-রাজদুহিতা সত্যবতী যখন নারীসম্মান রক্ষা করিবার জন্য দুর্বৃত্ত শোভাসিংহের বক্ষে শাণিত ছুরিকা প্রোথিত করিলেন, তখন তাঁহার স্থানে বিদ্রোহিদিগের দলপতি রূপে রহিম খাঁ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। কর্ম্মশূন্য বোম্বেটে ও

রাজদুহিতা সত্যবতী

(১) Extracts from Chutanuttee Diary and Consultations—January. 1796 : *Old Fort William in Bengal*, Vol I, P. 21—C. R. Wilson.

(২) *Stewart's History of Bengal*, P. 372 (Bangabasi Edn.)

(৩) *Imperial Gazetteer of India*, Vol IV, Pp. 326-327

যুদ্ধব্যবসায়িগণ তাঁহার পতাকাতলে সমবেত হইতে লাগিল। দিল্লীশ্বর সংবাদ পাইয়া পৌত্র আজিম্ উশ্বানকে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার শাসন-কর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন।

ফৌজদার নুরউল্লা খাঁ

বিদ্রোহের সংবাদ পাইয়াও যশোহবের ফৌজদার নূরউল্লা খাঁ প্রথমে নীরবে রহিলেন। বাণিজ্য ও অর্থ-সঞ্চয়—ইহাতেই তাঁহার সময় কাটিত —অস্ত্র ধাবণ করিবার অবসর ছিল না! যখন বিদ্রোহ দমন করিবার আদেশ আসিল তখন তিনি প্রমাদ গণিলেন। সেকালে মনসবদারগণ যে পরিমাণ সৈন্যের বেতন গ্রহণ কবিতেন, তদপেক্ষা অনেক অল্প সৈন্য রক্ষা কবিয়া উদ্বৃত্ত অর্থ আত্মসাৎ করিতেন। মোগল-সামরিক-ব্যবস্থার অসম্পূর্ণতার ইহা একটী প্রধান লক্ষণ বলিয়া কথিত হয়। (১) নবাব আলিবর্দ্দীর সময় এমনও দেখা গিয়াছে যে, যিনি ১৭০০ সৈন্যের বেতন লইতেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে ৭০।৮০ জন মাত্র সেনা রক্ষা করিতেন! (২) ফৌজদার নূরউল্লাও তাহাই করিয়াছিলেন। তিনি যদিও তিন-হাজারি মনসবদার ছিলেন, কিন্তু কখনই তিন সহস্র সৈন্য রক্ষা করিতেন না। বিদ্রোহ-দমনের আদেশ পাইবামাত্র তিনি ত্বরায় বঙ্গে সৈন্যসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এই সকল সৈন্য যশোহব, মেদিনীপুর, হুগলী এবং বর্দ্ধমান হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়াই অনুমান হয়, কারণ এই সকল স্থান নূরউল্লার ফৌজদারীর অধীনে ছিল। (৩) নূরউল্লাকে আর অধিক দিন চিন্তাক্লিষ্ট হইয়া হুগলী দুর্গে লুক্কায়িত থাকিতে হইল না, কারণ আজিম্ উশ্বানের সেনাদল বর্দ্ধমানেব সন্নিকটে একটী যুদ্ধে রহিমখাঁকে নিহত

(১) *Army of the Indian Moghals*, P. 45—Irvin.

(২) *Siyar-ul-Mutaqherin* : Vol I, P. 609.

(৩) *Jessore District Gazetteer*—P. 33.

করিল। কথিত হয় যে, নদীয়ার মহারাজা রামকৃষ্ণ এই বিদ্রোহ দমনকল্পে মোগলের যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। (১)

রহিমের শোণিত-রঞ্জিত সপ্তদশ শতাব্দের কর্ম্মক্লান্ত রবি যখন অস্তাচলাবলম্বী হইলেন, তখন হিন্দুর বংশধর স্বনামপ্রসিদ্ধ মুর্শিদকুলি খাঁ বঙ্গের শাসন কর্তৃত্ব লইয়া ঢাকার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন। বাঙ্গালার ভূস্বামিদিগের বিভব-গৌরব ক্রমেই হ্রাস পাইতে লাগিল—তাঁহাদিগের রাজকোষের অর্থ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেবের যুদ্ধের জন্য ব্যয়িত হইতে আরম্ভ করিল। বাঙ্গালার রাজধানী তখন ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে অন্তরিত হইল।

মুর্শিদকুলি খাঁ

মোগলের শক্তি ও প্রতিষ্ঠা নবাব মুর্শিদকুলির শাসন সময়েই বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত এরূপ ভাবে সুদৃঢ় হইয়াছিল যে শুনিতে পাই, একজন মাত্র পদাতিক প্রেরণ করিলেই সে অনায়াসে একটী জমিদারী ক্রোক করিয়া আসিতে পারিত—কেহ তাহাকে বাধা দিতে পারিত না! (২) নবাব-দরবারে কোন অভিযোগ উপস্থিত হইল কি না, ভূস্বামিগণ সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত হৃদয়ে তাহার সংবাদ লইতেন। মুর্শিদকুলির আদেশ তিলমাত্র অবহেলিত হইলেই কাহারও আর রক্ষা থাকিত না!

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম পাদে (১৭০৭ খৃষ্টাব্দে) যখন দুর্দ্ধর্ষ সম্রাট্ ঔরঙ্গজেব্ জীবন বিসর্জ্জন করিলেন, তখন দিল্লীর কৌলিক রাষ্ট্রবিপ্লব আবার শির তুলিল। চন্দননগরের নিকটে কিঙ্কর সেনের যে গড় আছে, তাহা আজিও সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে, হুগলীর ফৌজদার জোয়াদীনের মসীজীবী পেস্কার

কিঙ্কর সেনের গড়

(১) *Nadia District Gazetteer*—P. 27.

(২) *Stewart's History of Bengal*—(Bangabasi Edn.).

কিঙ্কর সেনের অসিধারণ-পটুত্বের পরিচয় দিয়া থাকে। সেই বিপ্লবের কালে কিঙ্কর সেনের সুনিপুণ অগ্নিক্রীড়ার পবিচয় মুর্শিদকুলির নব-নিযুক্ত হুগলীর শাসনকর্ত্তা ওয়ালীবেগ বিশেষরূপেই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিঙ্কর সেন যখন মুর্শিদাবাদের চেহেল্‌সুতুনে উপস্থিত হইয়া মুর্শিদকুলিকে বাম হস্তে অভিবাদন করিলেন, তখন ক্রুদ্ধ নবাব মুর্শিদকুলি কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন। গর্ব্বিত কিঙ্কব সেন কহিলেন—'যে হস্তে একবার সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিয়াছি, সেই হস্তে অন্যকে অভিবাদন করিব কিরূপে?'

সীতারাম রায়

বঙ্গের প্রভুশক্তি যখন ক্রমে ক্রমে সমাধি লাভ করিতেছিল সেই সময়েও মধুমতী নদীর তীরবর্ত্তী মহম্মদপুবে সীতারাম রায় ধীরে ধীরে একটী স্বাধীন হিন্দুবাজ্য সংস্থাপন করিতেছিলেন। সে রাজ্য যখন রাজনগরী ও দুর্গে সুশোভিত হইয়া উঠিল, সেই দুর্গে যখন অকুতোভয় বঙ্গসেনা অস্ত্রে শস্ত্রে সজ্জিত হইল—নানা স্থানের শিল্পী আসিয়া যখন সীতারামেব অস্ত্রাগার নানা প্রহরণে পরিপূর্ণ করিয়া দিল, তখন তিনি মোগলের রাজকর বন্ধ করিলেন। তাঁহার আকস্মিক আক্রমণে বঙ্গের মোগলাধিকার সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল!

রাজা সীতারাম

স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পূর্ব্বে সীতাবামের শক্তি ও প্রতিষ্ঠার কথা বাদশাহের কর্ণগোচর হইয়াছিল। যশোহর প্রদেশ তখন দ্বাদশ চাক্‌লায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক চাকলায় এক এক জন পরাক্রান্ত ভূস্বামী বাস করিতেন—তাঁহারা সকলেই রাজকর-প্রদান বন্ধ করিলেন—সকলেই মোগলের অধীনতা পাশ ছিন্ন করিতে চাহিলেন। হীনশক্তি বাদশাহ বাহাদুরশাহ্ ও ফরোক-শেয়ারের কালে এইরূপ অবস্থা ঘটিয়াছিল। অবাধ্য ভূস্বামিবর্গকে বশীভূত করিবার জন্য বাদশাহ শেষে সীতারামের সাহায্য গ্রহণ করিলেন। সীতারামের বাহুবলে সেই দ্বাদশ চাক্‌লা তাঁহার করতলগত

হইল—বাদশাহ তখন তাঁহাকে যশোহরের দ্বাদশ চাক্‌লার রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন। (১)

ইংরাজ ঐতিহাসিক ওয়েষ্টল্যাণ্ড সাহেব সীতারামকে পশ্চিম প্রদেশের কায়স্থ বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। সীতারাম যে বাঙ্গালী, বাঙ্গালীর নিকট নূতন করিয়া সে পরিচয় দিবার প্রযোজন নাই। হিন্দুরা সীতারামের ইতিহাস লেখেন নাই—মুসলমান তাঁহার উপন্যাস মাত্র রচনা করিয়াছেন—ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্ট তাঁহাকে লুণ্ঠনপরায়ণ দস্যু বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন! সীতারামের পর দুই শত বৎসর যাইতে না যাইতেই তাঁহার ইতিহাস বিলুপ্ত হইয়াছে! তাঁহার বীরত্ব-কাহিনী বিলুপ্ত হইযাছে বটে, কিন্তু বীরকীর্ত্তিব নিদর্শন এখনও একেবারে লুপ্ত হয় নাই। মেনাহাতি সম্মুখ-সমরে প্রাণত্যাগ কবিয়াছিলেন কি, কোনও গুপ্তঘাতক অতর্কিতে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়াছিল ইহা এখন বিতর্কের বিষয় হইলেও বাঙ্গালী মেনাহাতিব অপূর্ব্ব বীরত্ব-খ্যাতি প্রবাদের মত এখনও লোকের মুখে মুখে ফিরিতেছে।

স্বাধীনতা ঘোষণা করিবার পব ফৌজদাব আবুতোরাব যখন সীতা-রামের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইতে লাগিলেন, মধুমতীর তীরে কামান সাজাইয়া সীতারাম ফৌজদারী-সৈন্যের সেনাপতি পীরখাঁকে বিতাড়িত করিলেন—তখন নবাবের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইল। ভূস্বামিদিগকে নির্জ্জিত-বীর্য্য করিয়া মুর্শিদকুলি অনাবশ্যক জ্ঞানে ইতঃপূর্ব্বেই বহু পরিমাণে রাজসৈন্য হ্রাস করিযাছিলেন। মুর্শিদকুলি মনে করিতেন যে, তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা এতই তীক্ষ্ণ যে, "দুই সহস্র অশ্বারোহী ও চারি সহস্র পদাতিক সৈন্যই দেশ শাসন ও রাজস্ব

(১) পৃথিবীর ইতিহাস—চতুর্থ খণ্ড, ২৫০ পৃষ্ঠা—স্বর্গীয় দুর্গাদাস লাহিড়ী।
সাহিত্য, ফাল্গুন ১৩০২—৭৫৩ পৃষ্ঠা।

আদায়ের সাহায্য জন্য যথেষ্ট।" সুতরাং আবুতোরাবের সাহায্যার্থ কোন সৈন্য আসিতে পারিল না।

শেষে যেদিন নবাব শুনিলেন, সীতারামের সেনা আবুতোরাবকে নিহত করিয়াছে, সেইদিন তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তিনি ভীত হইলেন। তখন সুবাদারী-সৈন্য বঙ্গের রাজধানী হইতে যুদ্ধযাত্রা করিল। নবাব মুর্শিদকুলি আদেশ দিলেন, যাঁহার জমিদারীর ভিতর দিয়া সীতারাম পলায়ন করিবেন, তাঁহাকেই বিশেষ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে—তাঁহার ভূসম্পত্তি কাড়িয়া লওয়া হইবে!

বঙ্গে স্বাধীন পাঠান-রাজ্যের অবসানের পর হইতে (১৫৭৬ খৃষ্টাব্দে) মুর্শিদকুলির শেষ আমল—মাত্র দেড়শত বৎসরের মধ্যেই বাঙ্গালার প্রভু বা জমীদারবর্গের এমনি দাস-মনোবৃত্তি হইয়াছিল যে, তাঁহারা ভীতচিত্তে নবাবের সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলেন।

সীতারামের হিন্দু ও মুসলমান তীরন্দাজ এবং বর্শাধারী রায়বংশী সিপাহীগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পর পর চারিটী পরিখায় সুরক্ষিত গড়ের নানা স্থানে গোলন্দাজ-সেনা কামান পাতিয়া বসিল।

আজিও যে রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের পুরোভাগ 'বঙ্গোজ্জ্বল' নামে পরিচিত থাকিয়া, পুণ্যশীলা মহারাণী ভবানীর পবিত্র স্মৃতি রক্ষা করিতেছে, আজিও যাহার বহু বিস্তৃত পরিখার পর পরিখা, সেকালের দুর্ভেদ্য দুর্গ-রচনার কৌশল প্রচার করিতেছে, জনপ্রবাদ আজিও যে রাজ্যের বহু ঐশ্বর্য্য—অসামান্য শক্তি ও দিগ্দেশে খ্যাত গৌরব-কাহিনী গান করিয়া অর্দ্ধবঙ্গেশ্বরীর মহিমা প্রকাশ করিতেছে—সেই বিপুল নাটোর-রাজ্যের স্থাপয়িতা মহারাজ রামজীবনের শৌর্য্য বীর্য্য তখন এরূপ ছিল যে, বাঙ্গালার নবাবকে পর্য্যন্ত তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিতে হইল।

বঙ্গোজ্জ্বল

রামজীবন বিংশ সহস্র বঙ্গ-সৈন্য লইয়া (১) প্রতিভাশালী অকুতোভয় বীর মন্ত্রী দয়ারামের সহিত নবাবপক্ষে অগ্রসর হইলেন,। তাঁহাদিগের সে বীরবাহিনী উত্তরবঙ্গ হইতেই গঠিত হইবার অধিক সম্ভাবনা ছিল। সুবাদারী-সৈন্য সংগ্রাম সিংহের অধীনে জয়নাদে সীতারামেব রাজ্য আক্রমণ করিল। জমিদারী-সেনার নায়ক বীরবব দয়ারাম ভূষণা আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। সীতারামের প্রধান সেনাপতি মেনাহাতি বা যশোহবের রামরূপ ঘোষ যুদ্ধে নিহত হইলেন;—বক্তার খাঁ, মুচরা সিংহ, গবরদালান প্রভৃতি বঙ্গবীরগণ সীতারামের রাজ্য রক্ষা করিতে পারিলেন না। সীতারাম বন্দীবেশে মুর্শিদাবাদের বাজকারাগাবে স্থান লাভ করিয়া যখন শুনিলেন যে, তাঁহার জন্য তীক্ষ্ণশূল প্রস্তুত হইতেছে, তখন বিষাক্ত অঙ্গুরীয়ক সাহায্যে প্রাণত্যাগ কবিলেন (২)—বঙ্গেব স্বাধীনতালিপ্সু ভূস্বামিদিগের কাহিনী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই সমাপ্ত হইল! রাজনগরী মহম্মদপুর শ্মশান হইয়া গেল! প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভবানী সেই শ্মশানে আবাব সৌধ গঠন করিয়াছিলেন—সে সৌধে আবার আরতির শঙ্খ ঘণ্টা বাজিত; কিন্তু তাঁহার স্বর্গারোহণের পর মহম্মদপুর আবার যে শ্মশান, সেই শ্মশান হইয়া উঠিল! বহু দেবমন্দির ও সুদীর্ঘ দীর্ঘিকায় সুশোভিত রাজনগরী ব্যাঘ্র ও বরাহের আবাসভূমি হইয়া গেল!

দয়ারাম

আজিও সীতারামের ক্রোশাধিক দীর্ঘ সমচতুষ্কোণ মৃদ্‌দুর্গের ভগ্নাবশেষ সেকালের বীর বাঙ্গালীর বীরত্ব সূচিত করে, আজিও তাঁহার দুর্গবেষ্টিত জলপূর্ণ ভিতর ও বাহিরের গড় বা পরিখার অধুনা-বিশুষ্ক উত্তর ও পূর্ব্ব

(১) বঙ্গের সামাজিক ইতিহাস—শ্রীযুক্ত দুর্গাচন্দ্র সান্যাল এবং *The Rajas of Rajshahi.*

(২) *J. Westland's Jessore.*

খাত বনানী সমাবৃত হইয়াও বঙ্গবীরের দুর্গরচনার পরিচয় দেয়; আজিও রাজসাহীর দীঘাপতিয়ার রাজবাটীতে বহু আড়ম্বরে সম্পূজিত সীতারামের কৃষ্ণজী বিগ্রহের চরণামৃতে, দীঘাপতিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর দয়ারামের অসিচালন-কৌশলে সমরজয়ের কাহিনী সঞ্জীবিত রহিয়াছে; আজিও ইষ্টকগাত্রে খোদিত সীতারামের রাজমূর্ত্তি ও তৎসম্মুখে স্থিত অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত অভিবাদনকারী বঙ্গসৈনিকের বীরমূর্ত্তি, সেকালের বঙ্গবাহিনীর গৌরবময় স্মৃতি বহন করিতেছে। বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে লিওনিডাস্ এবং প্রতি স্থানে থার্ম্মপলি নাই বটে—কিন্তু তাহার বহু জনপদ কুরুক্ষেত্রের পুণ্যে পূত, তাহার বহু তরঙ্গিনী বীরোত্তমদিগের হৃদয়শোণিতে অনুরঞ্জিত, তাহার বহু প্রান্তর কর্‌বালার কাতরোচ্ছ্বাসে পরিপূর্ণ!

একাদশ পরিচ্ছেদ

বর্গী ও বাঙ্গালী

If we consider the retreat of these veterans........... in all its circumstances, it will appear as amazing an effort of human bravery as the history of any age or people have chronicled, and we think it merits as much being recorded and transmitted to posterity as that of the celebrated Athenian general and historian.

—*Holwell : Interesting Historical Events.*

পাঠানের সময়েও যেমন, মোগলের সময়েও তেমনি এই বঙ্গদেশ হইতেই সাধারণতঃ সৈন্য সংগৃহীত হইত। পাঠানের রণজয়গর্ব্বের অংশ যেমন বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের প্রাপ্য, মোগলের জয়গর্ব্বের অংশও তেমনি তাহাদের লভ্য।

বঙ্গে সৈন্য-সংগ্রহ

তাহারা হৃদয়-শোণিত দানে উহা অর্জ্জন করিয়াছিল ; তাহাদের জনার্দ্দনের ন্যায় সুদক্ষ শিল্পী কামান-বন্দুক, গোলা-গুলি ও নানা প্রহরণাদি প্রস্তুত করিয়া উহা অর্জ্জন করিয়াছিল, তাহাদের মীর-বাঙ্গালী, সুবুদ্ধি, শিখাই, রামজীবন, দয়ারাম, নন্দলাল, দুর্লভরাম, মোহনলাল, শ্যামসুন্দর, মীর-মদন প্রভৃতি সুকৌশলে সৈন্য পরিচালনা করিয়া সে জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন ; তাহাদের নিয়ামত খাঁ, পাঁচু প্রভৃতি জীবন-সংগ্রামে উত্তীর্ণ হইয়া সে কীর্ত্তি আহরণ করিয়াছিলেন ; তাহাদের রাম, শ্যাম, হরি, যদু—মবারক, রহিম, করিম প্রভৃতি কামানের মুখে—কৃপাণের মুখে উন্মুক্তবক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া সে কীর্ত্তিলেখায় বাঙ্গালীর ললাট বিভূষিত করিয়াছিল !

মিলিসিয়া

যে ভারতরক্ষা বিধি বিঘোষিত হওয়ায় বাঙ্গালায় এক নব-জীবনের ঊষার পূর্ব্বচ্ছটা দেখা দিয়াছিল, আমরা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি, সম্রাট্ আকবরের সময়েও অনেকাংশে সেইরূপ সাধারণ দেশরক্ষক সেনার অস্তিত্ব ছিল। তখন তাঁহার আদেশে প্রত্যেক শক্তিশালী বঙ্গভূস্বামীকেই সৈন্য রক্ষা করিতে হইত।

ঐতিহাসিক আবুল্ফজল কহিয়াছেন—বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার জন্য এই সাধারণ সৈনিক বিভাগে বা মিলিসিয়ায় ৮৯৪৭৯০ পদাতিক, ২৬৯৭৫ অশ্বারোহী ও ৪৫২ রণহস্তী থাকিত। কেবল বাঙ্গালাতেই ৮০১১৫৮ পদাতিক, ২৩৩৩০ অশ্বারোহী, ১৭০ রণহস্তী, ৪২৬০ কামান এবং ১৪৪০০ রণতরী রাখিবার ব্যবস্থা ছিল। (১)

সৈন্য রক্ষা না করিলে সেকালে বঙ্গের ভূস্বামিদিগের উপযুক্ত সম্মান থাকিত না—প্রাণ সম্পত্তিও রক্ষিত হইত না। ভূস্বামিবর্গের প্রভু-শক্তি

(১) *Bengal Manuscript Records* : Hunter : Vol I. P. 98 and *Ain-I-Akbari* : Gladwin Vol I, p. 16.

ক্রমেই খর্ব্বীকৃত হইয়া আসিতেছিল বটে, কিন্তু তখনও তাঁহারা সেই নিয়ত-হ্রাস-প্রাপ্ত সেনাব্যূহের দ্বারাই আপন আপন আভিজাত্য-গৌরব রক্ষা করিতেছিলেন এবং অবশেষে অশেষ ক্ষোভের সহিত গৌরবের শেষ চিহ্ন—অশ্বারোহী সৈন্য ও রণহস্তী পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন! সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই ভূস্বামিদিগের সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস প্রাপ্ত হইতেছিল; লর্ড কর্ণওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কালেও দেখা গিয়াছে যে, ভূস্বামিদিগের অধীনে সুসজ্জিত সেনাবৃন্দ থাকিত।

কোম্পানী-বাহাদুরের আমলে বঙ্গে ভূম্যধিকারীদিগের সৈন্যগণ কখনও বা কোম্পানীর বন্ধু, কখনও বা শত্রুরূপে বিরাজ করিত।

সিবন্দী সৈন্য

কালক্রমে ইহারাই কোম্পানীর 'সিবন্দী' সৈন্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। (১) এই সিবন্দী সৈন্যদিগকে আমি বঙ্গের 'মিলিসিয়া' নামে অভিহিত করিতে ইচ্ছা করি! কোম্পানী বাহাদুর এক সময়ে সিবন্দী সেনাদলকে শিক্ষিত করিবার জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। দিনাজপুর সেই শিক্ষার অন্যতম কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হইয়াছিল। (২) শেষে যখন সিবন্দী সৈন্যের অস্তিত্ব আর রহিল না, তখন তাহারা ভূম্যধিকারিদিগের 'লাঠিয়াল' রূপে বঙ্গে দেখা দিয়াছিল! ইহাই বঙ্গ-সৈন্যের চরম অধোগতির যুগ। (৩) এই সকল সৈন্য যে বঙ্গ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণের অভাব নাই। মুর্শিদকুলি খাঁর দেওয়ানী লাভের মাত্র বিংশবর্ষ পূর্ব্বেও আবশ্যক

(১) *Bengal Manuscript Records* : Hunter : Vol I, P. 100.

(২) *Ibid*—Letters Nos. 5100, 5183—Sept. 1785.

(৩) *Ibid*—Letter No. 492. Aug., 1785
Letter No. 856, Feb., 1785

But these corps were in turn broken up and supplied materials for the clubmen of the Zemindars—*Ibid.* P. 100.

হইলেই পূর্ব্বের ন্যায় যে বঙ্গ হইতে সৈন্য সংগৃহীত হইত, তাহা পর্য্যটক উইলিয়ম হেজেস ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে স্বচক্ষে ঢাকায় দর্শন করিয়াছিলেন। (১)।

অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম ভাগে (১৭০৮ খৃঃ অব্দে) যখন বিষ্ণুপুরের সহিত বর্দ্ধমানের বিবাদ ঘটিয়াছিল, সেই সময় বিষ্ণুপুর ঝাড়খণ্ডবাসিদিগের তাড়নে ব্যতিব্যস্ত। ইহার অল্পকাল পরই এক নবাগত শত্রু সমগ্র বঙ্গভূমে যে হাহাকার তুলিয়াছিল, আজিও তাহার স্মৃতি বঙ্গের পুরনারীগণ সংরক্ষণ করিয়া 'বর্গি এল দেশে' বলিয়া দুরন্ত শিশুকে শান্ত করেন। (২)

বর্গীর সূত্রপাত

যে অসি বিষ্ণুপুরপতির মাথা কাটিবার জন্য বর্দ্ধমানপতি উত্তোলিত করিয়াছিলেন, দেশের বিপদ বুঝিতে পারিয়া তিনি মহারাষ্ট্র-দস্যুর শির লক্ষ্য করিয়া তাহা পরিচালন করিলেন। বর্দ্ধমান ও বিষ্ণুপুরের মিলিত শক্তি বর্গীদিগকে তখনকার মত দেশের বাহির করিয়া দিল। বিষ্ণুপুরের রাজগণ পরবর্ত্তীকালে কখনও মোগলের শত্রু (৩) এবং কখনও বা বন্ধুরূপে গৌরবে ও সম্ভ্রমে বিরাজ করিয়াছিলেন। কর্ণেল গাষ্ট্রেল বিষ্ণুপুরের দুর্গাবশেষ দর্শন করিয়া যে বর্ণনা করিয়াছিলেন, তাহাতেই প্রকাশ যে, সে দুর্গ এককালে অত্যন্ত সুরক্ষিত ছিল। বিষ্ণুপুরের সুবৃহৎ কামান আজিও তাহার প্রাচীন বীরত্ব-গর্ব্ব সূচিত করিয়া থাকে।

প্রাচীন রাজসাহী পরগণা, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলার কিয়দংশ লইয়া গঠিত ছিল। মুর্শিদকুলি খাঁর শাসন সময়ে উদয়নারায়ণ এই বিস্তীর্ণ ভূভাগের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার সেনাবল ও দুর্গাদি সে সময়ে তাঁহাকে প্রবল ভূস্বামীরূপে পরিচিত করিয়াছিল।

রাজসাহী

(১) *Dacca District Gazetteer*—B. C. Allan.

(২) *Statistical Account of Bengal* : Hunter, Vol IV.

(৩) *Varsitart's Narratives*, Vol I, P. 35, P. 156, P. 170.

বল সঞ্চয় করিয়া তিনি যে দিন মোগলের অধীনতাপাশ ছিন্ন করিবার জন্য উৎসুক হইলেন, সেইদিন নবাব মুর্শিদকুলির সহিত তাঁহার সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। উদয়নারায়ণকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য সেনাদল মুর্শিদাবাদ হইতে অগ্রসর হইল, লাহরি মল্ল সে বাহিনীর নায়ক ছিলেন।

ক্ষিতীশ বংশাবলীচরিতে লিখিত আছে যে, কৃষ্ণনগরের রাজপুত্র বীরবর রঘুরাম এই সময়ে লাহরি মল্লের সাহায্যার্থ সসৈন্যে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। রঘুরামের বীরত্ব-কাহিনী সে সময়ে বঙ্গে প্রবাদের ন্যায় প্রচলিত ছিল।

বীরকীটীর প্রান্তরে স্বাধীনতালিপ্সু বঙ্গবীর উদয়নারায়ণের সহিত মোগল-সেনার যে যুদ্ধ ঘটিল তাহাতে মোগল জয়লাভ করিল। রাজসাহীর বিস্তীর্ণ ভূসম্পত্তি নবাবের অনুগ্রহে নাটোর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা রঘুনন্দনের হস্তগত হইল। পদ্মানদীর বামতীরে অবস্থিত যে সুবৃহৎ ভূভাগ এখন রাজসাহী নামে পরিচিত, আজিও তাহা উদয়নারায়ণের রাজসাহীর গৌরবমণ্ডিত নামই বহন করিতেছে।

বঙ্গের ভূস্বামিদিগের শক্তি খর্ব্ব করিয়া মুর্শিদকুলি দেহত্যাগ করিলেন। তিনি অনাবশ্যক বোধে বাঙ্গালার সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করিয়াছিলেন। কিন্তু জামাতা সুজাউদ্দীন বঙ্গের কর্ত্তা হইয়া উহা আবার বৃদ্ধি করিলেন। অশ্বারোহী ও পদাতিকে ২৫০০০ সেনা, বন্দুকে তরবারে সুসজ্জিত হইয়া বঙ্গরক্ষায় নিযুক্ত হইল। সুজাউদ্দীনের রাজ্যারম্ভের কিছুকাল পরই, বেহারের ভূস্বামিগণ অধীনতাপাশে বদ্ধ হইলেন। তাঁহাদিগের অধীনস্থ পাঠান-সৈন্যগণ তখন কতক নবাবের ও কতক হিন্দু ভূস্বামিদিগের অধীনে কার্য্য লইয়াছিল। (১) শুধু ইহারাই যে সুজাউদ্দীনের সৈন্য-সংখ্যা অতদূর (মুর্শিদকুলির আমলের

সুজাউদ্দীন

(১) *History of Bengal* : Stewart : P. 479 (Bangabasi Edn.).

ছয় সহস্রের স্থানে পঁচিশ সহস্র) বৃদ্ধি করিয়াছিল তাহা অনুমান করিবার কারণ দেখি না। বঙ্গদেশ হইতেও নিশ্চয়ই বাঙ্গালী সৈন্য সংগৃহীত হইয়াছিল। বীরভূমির ভূস্বামীর বিরুদ্ধে সুজাউদ্দীন যখন সৈন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, তখন খোজা বসন্ত তাহাদের অন্যতম নায়ক ছিলেন। খোজা বসন্ত যে বাঙ্গালী ছিলেন, তাহা নামেই প্রকাশিত হইতেছে! এখনও মুর্শিদাবাদে বসন্ত আলিখাঁর মসজেদ ও ধর্ম্মশালা তাঁহার ত্যক্ত সম্পত্তির আয় হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।"

সুজাউদ্দীনের মৃত্যুর পর যখন সরফরাজ সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে), তখন পরবর্ত্তীকালের সুবিখ্যাত নবাব আলিবর্দ্দী নবাব সুজাউদ্দীন কর্ত্তৃক অপমানের প্রতিশোধ লইবার জন্য বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিলেন (১৭৪০ খৃষ্টাব্দ)। গোপনে দিল্লী হইতে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাবী-সনন্দ আনাইয়া, ভোজপুরের জমীদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন বলিয়া আলিবর্দ্দী সসৈন্যে পাটনা হইতে যাত্রা করিলেন।

আলিবর্দ্দী

পাটনার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে আলিবর্দ্দীর যে সামরিক সভা বসিল তথায় হিন্দু সেনা গঙ্গাজল ও তুলসীপত্র হস্তে প্রতিজ্ঞা করিল, জীবনপণেও আলিবর্দ্দীর সহায়তা করিবে। মুসলমান কোরাণ স্পর্শে কহিল—"আমরণ আলিবর্দ্দীর জন্য যুদ্ধ করিব।" (১)

আলিবর্দ্দী তখন উল্লাসে বঙ্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। বাঙ্গালার নবাবের সিংহাসন টলিল।

আলিবর্দ্দী ত্রিংশ সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক এবং অসংখ্য কামান লইয়া যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইলেন। গোলন্দাজ-সেনার অধিনায়ক শারিয়ার অবিশ্বাসী প্রতিপন্ন হওয়ায় "ফিরিঙ্গি আণ্টনীর দেশজ পুত্র" বাঙ্গালী পাঁচুর হস্তে কামানের ভার অর্পিত হইল!

গোলন্দাজ পাঁচু

(১) *History of Bengal* : Stewart ; P 498. (Bangabasi Edn.).

আলিবর্দ্দীর সেনাপতি নন্দলাল অর্দ্ধেক সৈন্য লইয়া নবাবের প্রধান সেনাপতি ঘৌস্‌খাঁর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। ইহা গিরিয়ার যুদ্ধ নামে ইতিহাসে পরিচিত। উভয় পক্ষের কামানের ধূমে গগন সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। এই যুদ্ধে সরফরাজের তূণের সমস্ত শব নিঃশেষে ফুরাইয়া গেলে পর, তিনি অকস্মাৎ স্বপক্ষেব (মতান্তরে বিপক্ষের) নিক্ষিপ্ত কামানের গোলায় আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন! (১) সেনাপতি নন্দলালের হৃদয়-শোণিতে সমরক্ষেত্র অনুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। আলিবর্দ্দী যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিপুল বিক্রমে বাজধানী মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন। চেহেল্‌-স্তুনের বিশাল বাজকক্ষে নূতন নবাবেব অভিষেক-ক্রিয়া সংঘটিত হইলে পর, সে বার্ত্তা কামানের মুখে মুহুর্মুহুঃ ধ্বনিত হইয়া উঠিল! সে কামান-গর্জ্জনে কি বীব নন্দলালেব ও বাঙ্গালী পাঁচুর বীরত্বখ্যাতি বিঘোষিত হয় নাই?

বীর নন্দলাল

আলিবর্দ্দীর সুদীর্ঘ শাসনকাল রণ-কোলাহলেই ব্যয়িত হইয়াছিল; কখনও উড়িষ্যায়, কখনও বেহাবে বীর পদভরে অগ্রসর হইয়া—কখনও আক্রমণ, কখনও বা আত্মবক্ষায় নিযুক্ত থাকিয়া তখন বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান, উড়িষ্যা ও বেহার-বাসী পাঠানদিগের ন্যায়, অথবা অসিচর্ম্মধারী মোগল-সৈন্যের তুল্য সমর-পটুত্বের পবিচয় প্রদান করিয়াছিল।

আলিবর্দ্দীর শাসন-সময়

মেদিনীপুব প্রদেশের ভূম্যধিকারীদিগের শক্তি তখনও বিলুপ্ত হয় নাই; তখনও সে অঞ্চলের বীর বাঙ্গালী যুদ্ধে অগ্রসর হইবার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দেও দেখিতে পাই, যখন রাণী জানকী মহিষাদলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখনও মহিষা-

(১) *Bayan-I-Washi*—Elliot. Vol VIII.

দল হইতে বহুসংখ্যক বাঙ্গালী সৈন্য বীরদর্পে সুদূর মহীশূর রাজ্যে যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিল। (১) পলাশীর যুদ্ধের পর ২৮ বর্ষ পর্য্যন্তও মেদিনীপুর অঞ্চলের অষ্টাদশ জন নায়ক কোম্পানী-বাহাদুরের নিকট সম্পূর্ণ বশ্যতা স্বীকার করেন নাই, তখনও তথাকার কোন কোন ভূস্বামীর সহিত কোম্পানী-বাহাদুরের নিয়ত সংঘর্ষ ঘটিত বলিয়া সরকারি পত্রাদিতে প্রকাশ। ময়ূরভঞ্জের সেনার সহিতও তৎকালে কোম্পানীর ফৌজের বিরোধ ঘটিত। (২)

আলিবর্দ্দীর বিদ্রোহ দমন

আলিবর্দ্দী যখন দ্বাদশ সহস্র সৈন্য লইয়া (৩) উড়িষ্যার শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন তখন তাঁহাকেও মেদিনীপুরের ভূস্বামিবর্গের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সেনা না থাকিলে ইহার প্রয়োজন হইত না। বঙ্গ-সৈন্যের সহিত সুবর্ণরেখা তীরে ময়ূরভঞ্জের সেনা-দিগের যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল তাহাতে জয়লাভ করিয়া আলিবর্দ্দী অগ্রসর হইলেন। বালেশ্বরের ভীষণ যুদ্ধের পর পরাজিত উড়িষ্যাপতি মুর্শিদকুলী সপরিবারে মছলীপত্তন বন্দরে পলায়ন করিলেন।

প্রথম বারের বিদ্রোহানল নির্ব্বাপিত হইতে না হইতেই, অল্পকাল মধ্যে আবার রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল। আলিবর্দ্দীর ভ্রাতা কহিলেন—

(১) He [Mr. A. K. Jameson I.C.S., Settlement officer of Midnapur] added that while investigating the papers of the district he came to learn that in about 1780 in Rani Janaki's time a large number of Bengalee Soldiers raised from the Mohisadal Purgunas of this District went to fight in Mysore.........Speech of Mr. Jameson in a recruiting meeting at Midnapur on May 22nd, 1917 (*Bengalee*, 25-5-17 Dak).

(২) *Bengal M. S. Records* : Hunter : Letter No 514.

(৩) *History of Bengal* : Stewart : P. 511 (Bangabasi Edition).

'কাজ নাই, উড়িষ্যা যায় যাক্'! আলিবর্দ্দী তাহা শুনিলেন না। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তাঁহার সেনা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল। মুর্শিদাবাদের শাসন-ভার জামাতার উপর অর্পণ করিয়া অশ্বারোহী ও পদাতিকে বিংশ সহস্র সৈন্য সহ আলিবর্দ্দী উড়িষ্যা যাত্রা করিলেন। প্রত্যেক সেনা-নায়ককে কহিলেন—যতদূর সম্ভব সেনা সংগ্রহ কর। (১) বঙ্গসৈন্য পুনরায় বীরদর্পে উড়িষ্যায় বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হইল। বঙ্গদেশে যথেষ্ট সৈন্য পাইবার সম্ভাবনা না থাকিলে আলিবর্দ্দী কখনই এরূপ চেষ্টা করিতেন না।

বর্গীর সুযোগ

ভাস্করপন্ত এই সুযোগেরই সন্ধানে ছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন কটকে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলেই বেহার যোদ্ধপুরুষশূন্য হইবে—সকলেই উড়িষ্যায় গমন করিবে এবং এইরূপ অরক্ষিত অবস্থাতেই বেহার প্রদেশকে উপদ্রুত করিবার সুবিধা হইবে। তাঁহার আশা ফলবতী হইল—উড়িষ্যায় বিদ্রোহানল জ্বলিয়া উঠিতেই তিনি বেহার আক্রমণ করিলেন। তাঁহার সহিত তখন দশ কিংবা দ্বাদশ সহস্রের অধিক অশ্বারোহী ছিল না। মুসলমান ঐতিহাসিক আলিবর্দ্দীর বীরপণা প্রকাশ করিবার জন্য শত্রুর সংখ্যা ৪০ সহস্র বলিয়াছেন! (২) আলিবর্দ্দীর সঙ্গেও তখন সর্ব্বসমেত তিন চারি সহস্র পদাতিক ও সমসংখ্যক অশ্বারোহী ছিল। (৩) তিনি পণ করিলেন মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিবেন।

(১) *History of Bengal*, Stewart, P. 514.
Scott's History of Bengal, P. 323.

(২) *History of the Maharattas* : Grant Duff : Vol II, P. 11.

(৩) Aliverdy Khan although only at the head of 3 or 4 thousand cavalry, and 4 thousand infantry, resolved to oppose them.
—*History of the Maharattas* : Grant Duff : Vol II, P. 11.

আলিবর্দ্দী যে সেনা লইয়া বঙ্গদেশ হইতে উড়িষ্যায় বিদ্রোহ দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন, "পঞ্চ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তনের" কাহিনীতেই তাহাদিগের অসীম বীরত্ব, ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পরিস্ফুট রহিয়াছে। বাঙ্গালীর জেনোফন থাকিলে এ কাহিনী রচনা করিয়া অমর হইতেন সন্দেহ নাই। আলিবর্দ্দী মহারাষ্ট্রদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিল। মহারাষ্ট্রগণ আলিবর্দ্দীকে ঘিরিয়া ধরিল—তাঁহার দ্রব্যসম্ভার লুণ্ঠন করিল—তাঁহার বহু সৈন্য নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে পড়িয়া রহিল! অনেকে পলায়নও করিল। মুসলমান ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে, আলিবর্দ্দী উড়িষ্যায় বিদ্রোহ দমন করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে পঞ্চসহস্র মাত্র সৈন্য সঙ্গে রাখিয়া অন্য সকলকে বিশ্রামের জন্য বিদায় দিয়াছিলেন। গ্রাণ্ট ডফ্ বলিয়াছেন—মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধের পর যে বীর-বাহিনী লইয়া আলিবর্দ্দী বঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন তাহারা সংখ্যায় তিন সহস্রের অধিক ছিল না। (১) এই তিন সহস্র বীরপুরুষ প্রতিজ্ঞা করিল—হয় রণজয়, না হয় মৃত্যু। তিন সহস্র হউক, আর পঞ্চ সহস্রই হউক—কিরূপে তিন দিন পদে পদে আক্রান্ত হইয়া তাহারা কাটোয়ায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল তাহা পরে বলিতেছি! আলিবর্দ্দীর সেনাদলে আফগান সৈন্য ও সেনানায়ক ছিল বটে, কিন্তু রণযাত্রাকালে তিনি বঙ্গদেশ হইতে যে সকল সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহারাও কি ছিল না? ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি, তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মুর্শিদাবাদে বিংশ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন! ইহারা সকলেই কি উত্তর-পশ্চিমের পাঠান ছিল? আলিবর্দ্দী যখন প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন অনেক আফগান "সৈন্যকে অবসর দান করা হইয়াছিল" বলিয়া কথিত

পঞ্চসহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন

(১) *History of the Maharattas* : Grant Duff : Vol II, P. 11.

হয়। ঐতিহাসিক ফেরিস্তার মতে উড়িষ্যায় যুদ্ধজয়ী আলিবর্দ্দী বাঙ্গালায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পঞ্চ সহস্র সৈন্য সঙ্গে রাখিয়া অন্য সকলকে বিশ্রাম সুখ লাভ করিবার জন্য পূর্ব্বাহ্নেই বিদায় দিয়াছিলেন। এই বীর পঞ্চ সহস্রের মধ্যে কতক যে ভৃত্য ও ভারবাহী ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। (১) তাঁহার রণশ্রমে ক্লান্ত অশ্বারোহিগণ যখন ধীরে ধীরে অনায়াস-গতিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিল, তখন সহসা সংবাদ আসিল, মহারাষ্ট্র-সেনা পঞ্চকোটের পার্ব্বত্যপথে বঙ্গভূমি লুণ্ঠনের জন্য অশ্বারোহণে আগমন করিতেছে!

বর্গী

একদিন ইহারাই এদেশে বর্গী নামে পরিচিত হইয়া নর-নারীর ভীতি উৎপাদন করিয়াছিল। বর্গীর অত্যাচারে বঙ্গের কত গ্রাম, কত নগর জনশূন্য—কত শস্যক্ষেত্র অশ্বপদদলিত, গৃহাদি ভস্মীভূত, ধনাঢ্যের কোষাগার নিঃশেষে বিলুণ্ঠিত হইয়াছিল! বর্গী ভাস্করপন্ত অনায়াসে নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট হইতে হুগলী, ইন্‌জিলি, বালেশ্বর পর্য্যন্ত বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলা, বীরভূমি, রাজসাহী ও রাজমহল কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (২) ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মুর্শিদাবাদ ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী ভূভাগ ভিন্ন তখন নবাব আলিবর্দ্দীর আর কিছুই ছিল না! তখন কোম্পানী বাহাদুর কলিকাতা রক্ষার্থ যে খাত খনন করাইয়াছিলেন, তাহা আজিও 'মহারাষ্ট্র খাত' নামে পরিচিত রহিয়াছে।

অনাহারক্লিষ্ট, শত্রুমর্দ্দিত মুষ্টিমেয় বঙ্গসেনা (৩) সেকালে যেরূপ বিক্রমের সহিত যুঝিয়াছিল—যেরূপ সাহস, ধৈর্য্য ও কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়াছিল তাহা স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়। বৃক্ষের সহিত

(১) *J. Scott's History of Bengal*—P. 324.

(২) *Ibid*—P. 320.

(৩) *Ibid*—P. 332.

একটী বৃহৎ কামান বাঁধিয়া মহারাষ্ট্রগণ যখন বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী কোন ক্ষেত্রে নবাব-শিবিরে মুহুর্মুহুঃ গোলাবর্ষণ করিয়াছিল, বঙ্গসৈন্য তখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই! শরীরে শক্তি নাই, শিবিরে খাদ্য নাই—গ্রামে মনুষ্য নাই—চতুর্দ্দিক ভীষণ অনলে দগ্ধ হইয়া এক মহাশ্মশানের মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছে—বঙ্গসৈন্য তখনও বিচলিত হয় নাই!

বঙ্গসেনা কিছুতেই পরাজয় মানিল না। অনশনে থাকিয়াও যুদ্ধে বর্গীদিগকে পরাস্ত করিল—বৃক্ষপত্র আহার করিয়াও নিপুণহস্তে অস্ত্রচালনা করিতে বিরত হইল না! শুনিতে পাওয়া যায় তখন বৃক্ষত্বক্, কীট-পতঙ্গ, পিপীলিকা পর্য্যন্ত আহার করিয়াও অনেকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়াছিল! অর্দ্ধদগ্ধ তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়াও অনশনক্লিষ্ট বঙ্গসৈন্য কাটোয়ায় উদরপূর্ত্তি করিতে বাধ্য হইয়াছিল!

এই বীর পঞ্চ সহস্রের প্রত্যাবর্ত্তন-কাহিনী বর্ণনা করিতে গিয়া সমসাময়িক ইংরাজ লেখক হল্‌ওয়েল বলিয়াছেন—যেরূপ অবস্থায় এই রণকুশল বীরগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল, তাহা পৃথিবীর সকল জাতির সকল কালের শৌর্য্যের ইতিহাসে একটী অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বলিয়া পরিচিত হইবার যোগ্য। (১)

বর্গীর অত্যাচার

বর্গীর ভয়ে ভীত নাগরিকগণ মুর্শিদাবাদ ও তৎপার্শ্বস্থ ভূভাগ পরিত্যাগ করিয়া শশব্যস্তে পদ্মা নদী অতিক্রম করিল এবং মালদহ ও রামপুর-বোয়ালিয়ায় গিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিল। নবাব আলিবর্দ্দীও আপন পরিবারবর্গ

(১) If we consider the retreat of these veterans......in all its circumstances, *it will appear as amazing an effort of human bravery as the history of any age or people have chronicled*, and we think it merits as much being recorded and transmitted to posterity as that of the celebrated Athenian general and historian.

—*Holwell : Interesting Historical Events.*

এবং ধন সম্পত্তি পদ্মাপারে গোদাগাড়ীতে প্রেরণ করিলেন। (১) উড়িষ্যার শান্ত শিষ্ট প্রজাগণ বর্গীকর্ত্তৃক ধৃত হইয়া দাক্ষিণাত্যে দাসরূপে বিক্রীত হইতে লাগিল! (২) বর্গীর সে লোমহর্ষণ অত্যাচার-কাহিনী ষ্টালিং সাহেবের বিবরণে আজিও রক্ষিত হইয়াছে। (৩) 'রিয়াজে' কথিত হয় যে, নগর ও গ্রাম লুণ্ঠন করিয়া, নর-শোণিতে দেশ প্লাবিত করিয়া, মহারাষ্ট্রগণ নিরীহ প্রজাদিগকে বন্দী করিতে লাগিল। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর ধূ ধূ জ্বলিতে লাগিল—শস্যের চিহ্নমাত্রও আর রহিল না—গোলা-গঞ্জ পুড়িয়া ছাই হইল! ক্ষেত্রের শস্য বিনষ্ট হইয়া গেল! যখন বর্দ্ধমানের সঞ্চিত শস্য নিঃশেষিত হইল, স্থানান্তর হইতে আর শস্যাদি আনিবারও উপায় রহিল না—তখন লোকে কদলীমূল আহার করিতে লাগিল! শেষে তাহাও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিল। মহারাষ্ট্রগণ তখন মেদিনীপুর ও জালেশ্বর হইতে রাজমহল পর্য্যন্ত করতলগত করিয়াছে। তাহারা লোক ধরিয়া নাসা কর্ণ ও বাহু ছেদনপূর্ব্বক নদীর জলে ডুবাইয়া মারিতে লাগিল—কাহারও মুখের উপর আবর্জ্জনা-পূর্ণ থলি বাঁধিয়া দিয়া অঙ্গচ্ছেদপূর্ব্বক জীবন্ত দগ্ধ করিতে লাগিল!

বন্যার ন্যায় বঙ্গে আসিয়া 'বর্গী' দুর্দ্দিনের রজনীর ন্যায় রহিয়া গেল! আলিবর্দ্দী আবার বঙ্গে যথেষ্ট সৈন্য সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিলেন। সমগ্র

মহারাষ্ট্র পুরাণ

বর্ষাকাল সৈন্যসংগ্রহে ব্যয়িত হইল। সৈন্যদিগের মধ্যে দশ লক্ষ মুদ্রা বিতরণ করিয়া আলিবর্দ্দী তাহাদিগকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। সম্পূর্ণরূপে বর্ষাপগম হইবার পূর্ব্বেই তিনি সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ হইতে যাত্রা করিয়া সেতুর

(১) *History of Bengal* : Stewart : P. 520 (Bangabasi Edition)
(২) *Hunter's Orissa*, Vol II. P. 62.
(৩) *Asiatic Researches*, Vol XV, Pp. 299-305.
Sterling's Account.

সাহায্যে ভাগীরথী অতিক্রম করিলেন। বঙ্গসৈন্য জয়নাদে কাটোয়ার দিকে অগ্রসর হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের বঙ্গকবি গঙ্গারাম তাঁহার "মহারাষ্ট্র পুরাণে" বর্গীর কাহিনী কথঞ্চিৎ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। ভাস্করপন্ত নবাব আলিবর্দ্দীর নিকট সংবাদ পাঠাইলেন—

"চৌথাই না দিবে যবে যুদ্ধ করিব তবে
এই কথা বোল যাইয়া তারে ॥

যত জমাদার ছিল তারে নবাব কহিল
চৌথাই চাহে বারে বারে।
যতেক সরদার ছিল তারা সব কহিল
সেই টাকা দেহ সিপাএরে ॥
আমরা যত লোকে মারিব বরগীকে
দেশে যেন আইস্তে নাই পারে।
বরগী সব মারিব দেশে আইস্তে না দিব
কি করিতে পারে ভাস্করে ॥"

(বঙ্গসাহিত্য পরিচয়, ২য় ভাগ, ১৪২৫ পৃষ্ঠা।)

মহারাষ্ট্র দেশের ঐতিহাসিক গ্রাণ্ট ডফ বলিয়াছেন—যখন কাটোয়া হইতে মেদিনীপুর পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ মহারাষ্ট্রদিগের করতলগত হইল, কেবল স্ফীতবক্ষা ভাগীরথী (হুগলী) অতিক্রম করিতে না পারিয়া তাহারা মুর্শিদাবাদে উপনীত হইতে পারিল না, সেই বিপদের সময় দিল্লীর সম্রাট্ কোথায় আলিবর্দ্দীকে সাহায্য করিবেন, না তাঁহার দূত আসিয়া নবাবের নিকট প্রাপ্য রাজকর দাবী করিয়া বসিল! আলিবর্দ্দী নিজের বিপদ বিজ্ঞাপিত করিয়া তখন অর্থদানে অক্ষমতা প্রকাশ

করিলেন এবং কাতরভাবে বাদশাহী-সৈন্যের সাহায্য চাহিলেন। ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে যে, এ পর্য্যন্ত কোন বাদশাহী-সৈন্য নবাবের সাহায্যার্থ আসে নাই। (১)

আলিবর্দ্দী তখন কি করিলেন? এক ভরসা ছিল যদি পেশোয়া বালাজি রঘুজি ভোঁস্‌লার বেরার রাজ্য আক্রমণ করেন তাহা হইলে বঙ্গদেশ হইতে মহারাষ্ট্রগণ ফিরিয়া যাইবে। তিনি পেশোয়ার নিকট দূত প্রেরণ করিলেন—দূতের সহিত বহু অর্থও প্রেরিত হইল। (২) দূত পেশোয়ার নিকট পৌঁছিতে পারিল না—আউধের (অযোধ্যা) শাসনকর্ত্তা পথিমধ্যেই তাহাকে ধৃত করিলেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, আউধ হইতেও আলিবর্দ্দী সৈন্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ পান নাই। সম্রাট্ যখন নবাব আলিবর্দ্দীর বিপদের কথা শুনিলেন তখন তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য আউধের নবাবকে আদেশ করিলেন, নিজে কোন সৈন্য প্রেরণ করেন নাই। সফ্‌দর জঙ্গ (আউধের নবাব) কোন সাহায্য প্রেরণ করিলেন না। সম্রাট্ পেশোযাকেও সাহায্যের জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে, পেশোয়া নবাবের সাহায্য করিলে আজিমাবাদ হইতে মহারাষ্ট্রদিগের প্রাপ্য চৌথ নবাবই তাঁহাকে দিবেন। তিনি আরও বলিয়াছিলেন যে, কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ তিনি পেশোয়াকে মালব রাজ্যের কর্ত্তৃত্বভারও অর্পণ করিবেন।

সাহায্য ভিক্ষা

যাহা হউক, সম্রাট্ ও পেশোয়ার নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিয়াই

(১) *History of the Maharattas* : Grant Duff, Vol II, P. 12

(২) *History of the Maharattas* : Grant Duff, Vol II, P. 12

আলিবর্দ্দী নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তিনি নিজ বাহুবলের উপর নির্ভর করিলেন। বাঙ্গালায় যেখানে যে যোদ্ধপুরুষ ছিল আলিবর্দ্দী সকলকেই ডাকিয়া লইলেন (১) এবং ভাস্কর পন্তকে পর্য্যুদস্ত করিবার নিমিত্ত বিশেষ আয়োজন করিতে লাগিলেন। আগমনের আর প্রয়োজন না থাকিলেও প্রলুব্ধ পেশোয়া বালাজি ১৭৪৩ খৃষ্টাব্দে সসৈন্যে বঙ্গে আগমন করিয়া রঘুজি ভোঁস্‌লাকে পরাজিত করিলেন। পরাজয়-বার্ত্তা শ্রবণমাত্রেই ভাস্করপন্ত উড়িষ্যার ভিতর দিয়া সসৈন্যে পলায়ন করিতে চেষ্টিত হইয়া কিরূপে বঙ্গসৈন্য কর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়াছিলেন তাহা বলিতেছি।

আলিবর্দ্দী কর্ত্তৃক বঙ্গে সৈন্য সংগ্রহ ও বঙ্গসেনার জয়লাভ

যে তরঙ্গিণী—হুগলী ও অজয় তখনও মহারাষ্ট্র সৈন্যদিগকে বঙ্গসৈন্য হইতে পৃথক্ রাখিয়াছিল, নবাবের আদেশে তাহাদের উপর নৌসেতু নির্ম্মিত হইল। শত্রুর অলক্ষিতে বঙ্গসৈন্য গঙ্গানদী অতিক্রম করিল। অকস্মাৎ অজয়ের মধ্যস্থলে কয়েকখানি নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় পনেরো শত বঙ্গ-সৈন্য নদীগর্ভে প্রাণ হারাইল বটে (ঐতিহাসিক (২) স্কট্ বলেন—ছয়শত), কিন্তু অল্পক্ষণ মধ্যেই অন্যান্য সেনা সুশৃঙ্খলায় নদী পার হইয়া বীরের ন্যায় যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইল। মহারাষ্ট্রগণ সঙ্কট বুঝিয়া পলায়ন করিল। (৩) তাহাদিগের পটাবাস ও দ্রব্যাদি বঙ্গসৈন্য লুণ্ঠন করিয়া লইল!

(১) *He assembled every man he could command*, and made vigorous preparations for attacking Bhuskur Punt's camp at Catwa, as soon as the season should permit.

—*History of the Maharattas*, Grant Duff, Vol II, P. 12 and *J. Scott's History of Bengal*, Vol II, P. 327.

(২) *Ibia*—P. 13.

(৩) *J. Scott's History of Bengal*, Vol II, P. 328.

বঙ্গসৈন্য কর্তৃক পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া মহারাষ্ট্র ভাস্কর প্রথমে পচেটে এবং তথা হইতে বিষ্ণুপুরের বনমধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। বনপথে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রসৈন্য অবশেষে মেদিনীপুরের সন্নিকটে আসিয়া উপনীত হইল। আলিবর্দ্দী বীরবিক্রমে বর্দ্ধমানের পথে অগ্রসর হইয়া মেদিনীপুরেই মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। অবশেষে বঙ্গসৈন্যের নিকট পরাজয় মানিয়া দুর্দ্দান্ত বর্গী সত্বর স্বদেশাভিমুখে পলায়ন করিতে বাধ্য হইল।

বীরভুবন

এই ঘোর দুঃসময়ে বীরভূমির বীর পুত্রগণ নীরবে গৃহকোণে অবস্থান করে নাই—প্রাণপণে নবাবের সাহায্য করিয়াছিল। পঞ্চকোট ও বর্দ্ধমানরাজ বর্গীদিগের হস্ত হইতে যথাসম্ভব নিজ নিজ রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। বঙ্গের ভূস্বামিগণ নবাবের রাজকোষে অর্থদান করিয়া যুদ্ধের ব্যয় বহন করিতে আরম্ভ করিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী এইভাবে সমগ্র বঙ্গভূমির শক্তি ও সম্পদ্ লাভে বলীয়ান হইয়া দীর্ঘ দশ বৎসর পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সমরে প্রবৃত্ত ছিলেন। বিষ্ণুপুর ও পঞ্চকোটরাজ এবং তদঞ্চলের অন্যান্য ভূস্বামিবর্গের সাহস ও শক্তি, সমরকুশলতা ও বীরত্ব মহারাষ্ট্রদিগের নিকট হইতেও স্তুতিবাদ অর্জ্জন করিয়াছিল। মহারাষ্ট্র-ঐতিহাসিক বীরভূমিকে 'বীরভুবন' নামে অভিহিত করিয়াছিলেন! ইহাই কি সেকালের পশ্চিম-বঙ্গের শৌর্য্য-বীর্য্যের অন্যতম প্রমাণ নহে?

আলিবর্দ্দীর কাল

আলিবর্দ্দী যতদিন জীবিত ছিলেন, তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ মহা-রাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল এবং দেশের অন্তর্বিরোধ ও পাঠান-বিদ্রোহ দমন করিতে হইয়াছিল। দশ বৎসর পর যখন মহারাষ্ট্রগণ সত্য সত্যই বাঙ্গালা পরিত্যাগ করিল, তখন দেখা গেল যে, পশ্চিম-বঙ্গ ছারখার হইয়াছে, কৃষ্ণনগর রাজ্যের পশ্চিম ভাগ উৎসন্ন হইয়াছে—রাজা শিবনিবাসে

নবরাজধানী গঠন করিয়া বাস করিতেছেন। উড়িষ্যা বহুদিন হইতেই লাঞ্ছিত শরণাগতের আশ্রয়স্থল। কেহ কেহ বলেন, ত্রয়োদশ শতাব্দের প্রারম্ভে এই প্রদেশেই বাঙ্গালার কোন হিন্দু নৃপতি পাঠানের ভয়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন! তিনশত বৎসর পর দিল্লীর দুই দিনের সম্রাট্ সুলতান ইব্রাহিম লাঞ্ছিত হইয়া বঙ্গপতির ভয়ে উড়িষ্যাতেই পলায়ন করিয়াছিলেন—আবার মোগলেব নিকট পর্য্যুদস্ত হইয়া পাঠান শেষে উড়িষ্যার কাননাভ্যন্তরেই লুক্কায়িত হইয়াছিল। দুরন্ত বর্গী এবার আলিবর্দ্দীর সহিত বহু খণ্ডযুদ্ধ কবিয়া অবশেষে উড়িষ্যাকেই চরম আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ করিল। বঙ্গদেশ বর্গীমুক্ত হইল। (১)

নবাব আলিবর্দ্দীর হিন্দু ও মুসলমান প্রীতি ইতিহাসে সুব্যক্ত রহিয়াছে। উচ্চপদস্থ হিন্দু কর্ম্মচারী মাত্রেই তাঁহার শাসনসময়ে মন্‌সবদার ও সেনানায়ক পদে প্রতিষ্ঠিত থাকিতেন। সামরিক বিভাগের কর্ম্মভার প্রথমে রাজা জানকীরামের উপর এবং পরে তাঁহার পুত্রের উপর অর্পিত হইয়াছিল। রাজা রামনারায়ণ পাটনার নায়েব-নাজিমের আসন ভূষিত করিতেন, রায়-রাযান্ চিন্ময় রায় বাজস্ব-সচিবের পদ অলঙ্কৃত করিতে করিতে পরলোক গমন করিলে, যথাক্রমে বীরুদত্ত, অমৃত রায়, উমেদরায় এবং আলমচাঁদেব পুত্র কীর্ত্তিচাঁদ রাজস্ব বিভাগের দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। বৈদ্য রাজবল্লভ এক সময়ে নায়েব-সুবাদারের পদেও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। সেকালের হিন্দু অমাত্যগণ সকলেই মন্‌সবদার বা সেনানায়ক ছিলেন—সকলেই সৈন্যরক্ষা ও যুদ্ধকালে সৈন্য চালনা করিতেন। অসি ও মসী একালের ন্যায় পৃথগন্ন ছিল না!

রাজা জানকীনাথ সোম আলিবর্দ্দীর আমলে সুবে বেহারের দেওয়ান

(১) Hunter's *Orissa*—Vol II, Pp. 14-15.

হইয়া, আপন প্রতিভাবলে বহুদিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র-বন্যাকে বাধা দিয়াছিলেন। গুণমুগ্ধ আলিবর্দ্দী এ জন্য যথাযোগ্য পুরস্কার দিতে বিরত হন নাই। দিল্লীর সম্রাট্ হৃষ্টচিত্তে রাজা জানকীনাথ সোমকে ছয় সহস্র মন্‌সবদারেব পদবীতে বিভূষিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র রাজা দুর্লভবামেব কাহিনী একজন সুদক্ষ সেনাপতির কাহিনী। কলিকাতা জয় করিয়া নবাব সিবাজউদ্দৌলা রাজা মাণিক চাঁদের অধীনে তিন সহস্র সেনা রক্ষা করিয়াছিলেন। সে কালের বাঙ্গালার ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তেব অভাব নাই।

অসামান্য হিন্দু-প্রীতিই আলিবর্দ্দীকে বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিয়াছিল; হিন্দু সেনাগণ দশ বর্ষ ধরিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে মুসলমান সেনার সহিত এক ক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল, এক ক্ষেত্রে বঙ্গের জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া, হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শোণিত-ধারায় যুদ্ধক্ষেত্রে বঙ্গবীর্য্যের অভিষেক করিয়াছিল—বঙ্গদেশকে বর্গীর অত্যাচার হইতে মুক্ত করিয়া যশোলাভ করিয়াছিল।

আলিবর্দ্দীর ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, নবাব সুজাউদ্দীনের পুত্র সরফরাজ খাঁ আলিবর্দ্দীর ভ্রাতা হাজির পরামর্শে সৈন্য-সংখ্যা হ্রাস করিয়াছিলেন। সেই সকল অবসরপ্রাপ্ত সৈন্যগণ হাজির কৌশলে আলিবর্দ্দীর অধীনে নিযুক্ত হইয়াছিল। সুজাউদ্দীনের সৈন্য-দিগের মধ্যে কতক কতক বাঙ্গালা হইতে বেহারে গমন করিয়াছিল এবং আলিবর্দ্দীর "আকর্ষণে" তাঁহারই অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল। আলিবর্দ্দী যখন ভোজপুরের বিদ্রোহী ভূস্বামির সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়া পাটনা হইতে বহির্গত হন, তখন এই সামান্যসংখ্যক সৈন্যই তাঁহার প্রধান সম্বল ছিল। তিনি পাটনা হইতেও কিছু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া থাকিবেন। এই সময়েও নন্দলাল আলিবর্দ্দীর বিশ্বস্ত হিন্দু সেনাপতি ছিলেন। সরফরাজের সহিত যুদ্ধান্তে জয়লাভ করিয়া

আলিবর্দ্দী বাঙ্গালার নবাব হইলেন বটে, কিন্তু নবাব সুজাউদ্দীনের জামাতা মুর্শিদকুলীব দুর্ব্ব্যবহারের জন্য উড়িষ্যার সহিত তাঁহার বিরোধ আরম্ভ হইল। সুতরাং উড়িষ্যা হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার সুযোগ আলিবর্দ্দীর প্রথমে ছিল না—পরবর্ত্তীকালে থাকিলেও থাকিতে পারে। উড়িষ্যায় সুব্যবস্থা করিবার জন্য আলিবর্দ্দীকে বাঙ্গালা হইতেই সৈন্য লইয়া শান্তি স্থাপন করিতে হইয়াছিল!

আলিবর্দ্দী যে পুনঃ পুনঃ বঙ্গদেশ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা বলিয়াছি। দেখিতে পাইতেছি, তখন এবং পরবর্ত্তীকালেও বাঙ্গালীর মধ্যে সামরিক শক্তির অভাব ছিল না। ইহার প্রায় চল্লিশ বর্ষ পূর্ব্বেও দেখিতে পাই, একবিংশতি সংখ্যক মন্‌সবদার বঙ্গে জায়গীর লাভ করিয়া বাস করিতেন—সে জায়গীরের পরিমাণ ২০ পরগণায় ১১০৮৫২ টাকা নির্দ্দিষ্ট ছিল। মন্‌সবদারগণ প্রত্যন্ত প্রদেশে নিয়োজিত থাকিয়া সেনা রক্ষা করিতেন। "ইঁহাদের অনেককেই পঞ্চ শত হইতে সহস্র পর্য্যন্ত সৈন্য লইয়া প্রয়োজন হইলে যুদ্ধকার্য্যে যোগ দিতে হইত।" এই সকল মন্‌সবদার ব্যতীতও "আমলা-ই-আসাম নামে আসামের দিকে প্রত্যন্তভাগ রক্ষার জন্য কিঞ্চিদধিক অষ্ট সহস্র সৈন্য রক্ষার জন্যও জায়গীর নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই সমস্ত সৈন্য পূর্ব্বসীমান্তে চট্টগ্রাম হইতে রাঙ্গামাটী (ব্রহ্মপুত্র তীরে) পর্য্যন্ত সীমান্ত দুর্গাদি রক্ষার জন্য নিয়োজিত ছিল। এই সীমান্ত-রক্ষক মন্‌সবদার ও সৈন্যগণের জায়গীর প্রভৃতি পূর্ব্বব্যবস্থামত নির্দ্দিষ্ট ছিল।" (১) নবাব মুর্শিদকুলী বেতনভোগী সৈন্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়াছিলেন, সুজা আসিয়া তাহা বৃদ্ধি করিলেন, নবাব আলিবর্দ্দী উহা আরও বাড়াইয়া তুলিলেন। সকল সৈন্যই কি বেহার বা "ভোজপুর" বা স্থানান্তর হইতে আসিয়াছিল—বঙ্গের বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান কি সেনাদলে গৃহীত হয়

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল। ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাই ? তখন পথ-ঘাট সেরূপ ছিল না, ত্বরিত গমনাগমনের সুবিধা ছিল না, দেশের লোকের অস্ত্র শস্ত্র ব্যবহারেও একালের মত কোন বিশেষ বিধি-নিষেধ ছিল না। সিরাজউদ্দৌলার সময়ে বাঙ্গালাদেশ ২৩ চাকুলায় বিভক্ত ছিল। চাকুলাগুলি ১৬৬০ পরগণায় বিভক্ত হইয়াছিল বলিয়া গ্রাণ্ট সাহেব তাঁহার রাজস্ব বিষয়ক গ্রন্থে (Analysis) প্রকাশ করিয়াছেন। এই সকল পরগণা কোন না কোন জমীদারের অধিকারভুক্ত ছিল। দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনের জন্যও জমীদারগণ সেনা রক্ষা করিতেন। নবাব সরকারের সহিত তাহাদের কেবল রাজস্বের সম্বন্ধ ছিল। রাজস্ব দিতে পারিলেই তাঁহাদের স্বাধীনতার উপর কেহ হস্তক্ষেপ করিত না। শুধু দেশের জনসাধারণ নহে, সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকগণও তখন লাঠি, তরবারি চালনা করিতেন—মল্লের নিকট ক্রীড়া-"কসরৎ" শিক্ষা করিতেন —গুলাল ও ভল্ল নিক্ষেপ করিয়' দস্যু দূর করিতেন। "আলিবর্দ্দী সুযোগ পাইয়া বাদশাহকে কর প্রদান করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলেন! জমীদারগণও অবসর পাইয়া প্রকারান্তরে স্বাধীন হইয়া উঠিতেছিলেন।"

এই সকল অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, মহারাষ্ট্র-সমরকালে আলিবর্দ্দী বঙ্গদেশ হইতেই সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার বীর· পঞ্চ বা ত্রিসহস্রের মধ্যেও অনেক বাঙ্গালী সৈন্য ছিল। পরবর্ত্তীকালের ইতিহাস আলোচনা কালে আমরা দেখিতে পাইব যে, কোম্পানীর সময়েও বঙ্গসৈন্যের অভাব ছিল না। সুবিখ্যাত ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তাহা প্রমাণিত করিয়াছেন। নবাব আলিবর্দ্দীর মৃত্যুর (১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে) সামান্য কিছুদিন পরই পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে নবাব সিরাজের যে ৫০ হাজার মিশ্র পদাতিক ও ১৮ হাজার শিক্ষিত অশ্বারোহী সেনা ছিল, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণও সে কথা স্বীকার করিয়াছেন। বাঙ্গালীরা অবাধে সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন না করিলে সিরাজের পক্ষে এত সেনা সংগ্রহ করা আদৌ সম্ভব হইত না। সুতরাং

পলাশীর যুদ্ধের কয়েক বৎসর মাত্র পূর্ব্বে, নবাব আলিবর্দ্দীর জীবিতকালে বঙ্গে বীরের যে অভাব ছিল না ইহা সহজেই অনুমেয়।

মহারাষ্ট্রগণ যে সময়ে বঙ্গদেশ আক্রমণ করে সেই সুপ্রাচীন কালেও (১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে) কলিকাতার বাজারে দেশীয় কর্ম্মকারের দ্বারা প্রস্তুত আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রীত হইত। মহারাষ্ট্রগণ আসিতেছে শুনিয়া প্রাচীন ফোর্ট উইলিয়মের কর্ত্তাগণ বাজার হইতে বন্দুক (small arms) ক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (১)

প্রাচীন কলিকাতার বাজারে আগ্নেয়াস্ত্র

কোম্পানীবাহাদুর যে সে সময় বাঙ্গালার বাজারে ১২০টী বন্দুক ও ৫০০ অসি ক্রয় করিয়াছিলেন, সে পরিচয় সরকারি পত্রে বর্ত্তমান আছে। (২) তখন নগররক্ষার জন্য অতিমাত্র চিন্তিত হইয়া কোম্পানী-বাহাদুর ৪ঠা ও ২৪শে এপ্রিল (১৭৪২) তারিখে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া সত্বর 'মিলিসিয়া' গঠন করিয়াছিলেন। (৩) ইহা হইতেই মনে হয় যে, বাঙ্গালীদিগকে বাদ দিয়া এই মিলিসিয়া গঠন করা সম্ভব ছিল না।

তখন কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে যে সকল বণিক্ বাস করিত,

(১) *Resolutions for fortifying Calcutta* : April 22, 1742 ; *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson, Vol I, P. 157.

(২) *Bengal General Letter, January* 8, 1743, Paras 118, 122. In *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson Vol I, P. 169.

(৩) *Ibid*,—P. 169, (Para 96 of Bengal General Letter to Court, Feb. 3, 1744—*Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson. Page 177. c.f.—21 March, 1744—*Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson. Page 177.

তাহারা "কৃষ্ণবর্ণ বণিক" বা "Black Merchants"(১) নামে অভিহিত হইত। আত্মরক্ষার জন্য তাহারা শুধু কোম্পানী-বাহাদুরের উপরই নির্ভর করে নাই—তাহাদের নিজ ব্যয়ে (২) যে খাত খনিত হইয়াছিল, আজিও তাহা মহারাষ্ট্র খাত নামে পরিচিত রহিয়াছে। বণিক্‌গণ নিজ নিজ লোকজনের সাহায্যে উহা রক্ষা করিবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। কোম্পানীর নিকট হইতে মাত্র ৬০ জন যুরোপীয় সেনা চাহিয়াছিলেন! কোম্পানীর কর্ত্তাগণ বণিক্‌দিগের সাহায্যার্থ ৬০জন য়ুরোপীয় সেনা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। (৩) ইহা হইতেই সূচিত হয় যে, কৃষ্ণবর্ণ বণিক্‌গণ যুদ্ধে পরাঙ্মুখ ছিল না—তাহাদেরও রক্ষী ছিল, যুদ্ধোপকরণ ছিল—তাহারা মহারাষ্ট্রদিগের ন্যায় প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হইতেও সাহস করিয়াছিল! কোম্পানী জানিতেন যে, কলিকাতার অধিবাসিগণ সাহায্য করিলে মাত্র দুইজন সবল্‌টার্ণ, ত্রিশ জন সেনা এবং কতকগুলি পিস্তল লইয়াই দুর্দ্ধর্ষ মহারাষ্ট্রদিগকে কলিকাতা হইতে দূরে রাখিতে পারা যাইবে! ইহাই কি ইঙ্গিতে প্রকাশ করে না যে, কলিকাতার কৃষ্ণবর্ণ অধিবাসিগণ রণভীরু ছিল না? তাহাদিগের বলবীর্য্যের উপর যে

মহারাষ্ট্র খাত ও কলিকাতা রক্ষা

(১) General Letter from Court, London : Feb. 7, 1745 : *Old Fort William in Bengal*, Vol I, P. 180—C. R. Wilson.

(২) *Bengal Public consultations* : March 31, 1743. *Old Fort William in Bengal*—Vol I, P. 174. C. R. Wilson.

c. f. Merchants repaid on 20 May loan for digging Ditch being 9980 rupees : *Bengal Letter to Court* : January 31, 1746 *Ibid*, Vol I, P. 186.

(৪) Bengal Public Consultations : March 24, 1744 : *Old Fort William in Bengal*, Vol I, P. 178—C. R. Wilson.

কোম্পানীর এতখানি বিশ্বাস ছিল ইহা কাপ্তান ফেনিকের উক্তি হইতেই বুঝিতে পারা যায়। (১)

কোম্পানী-বাহাদুর যে সে সময়ে বক্সারি-সৈন্য গ্রহণ করিতেন তাহা সত্য। তাহারা নিশ্চয়ই মিলিসিয়া হইতে স্বতন্ত্র ছিল। আমরা একই পত্রে মিলিসিয়া ও বক্সারি-সৈন্য নিযুক্ত করিবার কথা দেখিতে পাই। আরও দেখিতে পাই যে, মহারাষ্ট্র-অভিযানকালে কোম্পানী-বাহাদুর গোলন্দাজরূপে ১০০ জন লস্কর নিযুক্ত করিয়াছিলেন। লস্করগণ চট্টগ্রামাঞ্চলবাসী বলিয়াই অনুমান হয়। উহাই হয়ত সেকালে তদঞ্চল-বাসিদের সাধারণ সংজ্ঞা রূপে পরিণত হইয়াছিল। (২)

নিম্নে উদ্ধৃত পত্র হইতে ইহাও জানিতে পাওয়া যায় যে, সেকালে কোম্পানী-বাহাদুর এ দেশীয়দিগের নিকট বৃহৎ কামান ও যুদ্ধোপকরণ বিক্রয় করিতেন। (৩)

সেকালের দেশীয় সৈন্যের অপবাদ

ইংরাজ-লিখিত কোম্পানী-বাহাদুরের কাহিনী হইতে জানিতে পারা যায় যে, সেকালের বঙ্গসৈন্য ইউরোপীয় আদর্শের তুলনায় সুশিক্ষিত ছিল না। (৪) ইহারা অনেক স্থলে "Rabble" অখ্যায় অভিহিত হইত,—সেকালে নবাবদিগের অধীনে সৈন্যসংখ্যা যত অধিক দেখা যাইত, সৈন্যগণ যদি সেইরূপ কর্ম্মক্ষম হইত তাহা হইলে তাহাদিগের বিজয়-কাহিনীতেই ইতিহাসের পৃষ্ঠা পরিপূর্ণ হইতে পারিত।

---

(১) *Old Fort William in Bengal*—Vol I, P. 106—C. R, Wilson,

(২) *Old Fort William in Bengal*—Vol I, P. 169.—C. R. Wilson.

(৩) 134. Prohibited 3rd August Sale of Great Guns and Warlike Stores *to Blacks* to prevent either party taking umbrage—Bengal General Letter to the Court, Jany. 8, 1743.—*Old Fort William in Bengal*, Vol I. P. 169—C. R. Wilson.

(৪) *Vansittart's Narratives*—Vol I. P. 33, 67, 70, 197.

সেকালে সেনা-কটকের সহিত যোদ্ধৃপুরুষও যেমন থাকিত, তেমনি চলন্ত বিপণি সহ বিক্রেতার দলেরও অভাব থাকিত না। সেই বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে সংশক্তির অভাব ছিল বলিয়াই তাহারা সুশিক্ষিত সেনার সম্মুখে অধিকক্ষণ তিষ্ঠিতে পারিত না; অনেকে হয়ত লুণ্ঠনের লোভেই সেনাদলে নাম লিখাইত—যুদ্ধে জয় পরাজয়ের সহিত বিশেষ কোন সম্বন্ধ রক্ষা করিত না। দলপতিগণ কখন কখনও আপন আপন স্বার্থ সাধন মানসে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকিতেন—যাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন তাঁহার ইষ্টানিষ্ট চিন্তা দলপতিদিগের হৃদয়ে অনেক সময় স্থান পাইত না! যুদ্ধে লিপ্ত সৈনিকগণ কেবল আপন আপন দলের নেতার দিকেই চাহিয়া থাকিত; যুদ্ধে জয় সুনিশ্চিত হইলেও যদি সহসা সেনানায়ক নিহত হইতেন তাহা হইলে সেই বিজয়ী সেনাও হস্তধৃত জয়মাল্য ত্রস্তে নিক্ষেপ করিয়া পলায়ন-পথের সন্ধানে ব্যগ্র হইয়া উঠিত। (১) এদেশীয় সেনার অক্ষমতা প্রকাশের জন্য ইংরাজ ঐতিহাসিক যাহাই কেন না বলুন—একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, সেই অক্ষম সেনাদের সাহায্য লাভ করিবার জন্যই কোম্পানী-বাহাদুর এক সময়ে অতিমাত্র ব্যগ্র ছিলেন (২) এবং তাহাদের বলেই বলী হইয়া এদেশে অনেক যুদ্ধে জয়লাভও করিয়াছিলেন! (৩)

(১) *Imperial Gazetteer of India*, Vol IV, Pp. 330—331.

(২) *Proceedings of a Select Committee held* at Calcutta on the 15th. Sept, 1760.

(৩) *History of the Sepoy Mutiny—Kaye and Malleson;* Vol I, P. 149.

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

লাল পল্টন

A battalion of *Bengali Sipahis* fought at Plassey side by side with their comrades from Madras......*that the Bengali Sipahi was an excellent soldier, was freely declared by men who had seen the best troops of the European powers.*—History of the Sepoy Mutiny : Kaye and Malleson Vol I.P. 149.

বাঙ্গালার কাব্যে ও নাটকে, বাঙ্গালীর ইতিহাসে ও জনপ্রবাদে নবাব সিরাজউদ্দৌলার কলঙ্কের অবধি নাই। কিন্তু সিরাজ যে রণভীরু ছিলেন, একথা কেহ বলেন নাই। তাঁহাকে রণপণ্ডিত করিবার জন্যই নবাব আলিবর্দ্দী অনেক সময় সিরাজের হস্তে সেনাপরিচালন-ভার অর্পণ করিতেন। (১) মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণে নবাব আলিবর্দ্দী যখন একান্ত ব্যতিব্যস্ত—যখন বঙ্গসেনা সেই দুর্ব্বার বৈরীর সহিত সমরে লিপ্ত হইয়া অকাতরে প্রাণপাত করিতেছিল—নবাবের প্রাণোপম সিরাজ তখনও শাণিত অসি হস্তে তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিলেন—ক্রীড়া-কৌতুক বা ব্যসন-লালসা তাঁহাকে সমরক্ষেত্রের বীরোৎসব হইতে দূরে রাখিতে পারে নাই।

সিরাজউদ্দৌলা

সিরাজ যখন পাটনার নবাব হইলেন তখন তিনি বালকমাত্র। নবাব আলিবর্দ্দী সেই জন্য জানকীরামকে রাজপ্রতিনিধি স্বরূপ বেহারে প্রেরণ করিলেন। জানকীরাম বঙ্গের দক্ষিণরাঢ়ী কায়স্থদিগের মুকুটমণি। যে পঞ্চ বা ত্রি সহস্র

রাজা জানকীরাম

(১) His intention in this was to accustom the young man to face an enemy and to command troops—*Mutakkherin*, Vol I, P. 606.

বঙ্গবীর নবাব আলিবর্দ্দীর সহিত বঙ্গে প্রত্যাগমন কালে প্রতিপদে শত্রুকর্ত্তৃক পর্য্যুদস্ত হইয়াও পরাজয় মানে নাই—যাহাদের অধুনা-বিস্মৃত শৌর্য্যস্মৃতি এখনও নব জীবনের প্রাণস্পন্দন আনয়ন করিতে সমর্থ—জানকীরাম তাহাদিগেরই একজন ছিলেন। তিনি কি একাকী আলি-বর্দ্দীর সহিত গমন করিয়াছিলেন? তাহা সম্ভব নহে। তাঁহারও সেনাদল ছিল। জানকীরামের পদগৌরবের অভাব ছিল না। তিনি রাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। দেওয়ান্-ই-তন্ ও সামরিক বিভাগের প্রধান মন্ত্রিত্ব প্রাপ্ত হইয়া তিনি গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। (১)

সিরাজের পিতা জয়েনুদ্দীন পাটনার ডেপুটী-সুবাদার ছিলেন। তাঁহার দেহাবসানের পর সিরাজ পিতৃপদ লাভ করিয়া কেবল নবাব-নির্দ্দিষ্ট মাসিক বৃত্তির উপর নির্ভর করিতে চাহিলেন না। তাঁহার ইচ্ছা হইল জানকীরামের হস্ত হইতে শাসনভার কাড়িয়া লইবেন। পাটনায় আসিয়াই সিরাজ প্রচার করিলেন, জানকীরাম ভৃত্যমাত্র—তিনিই দুর্গস্বামী!

নবাবের আদেশ ছিল না—সুতরাং প্রভুভক্ত জানকীরাম দুর্গদ্বার মুক্ত করিলেন না—অবিলম্বে নবাবের নিকট সংবাদ প্রেরণ করিলেন। সিরাজ ক্রোধে উন্মত্ত হইলেন—তাঁহার দুর্দ্দমনীয় হৃদয় এ অপমান সহ্য করিতে চাহিল না। অবিলম্বে তাঁহার কামান গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল—তাঁহার বঙ্গসেনা দুর্গ আক্রমণ করিল। যুদ্ধে সিরাজেরই পরাজয় ঘটিল—তাঁহার প্রধান সেনাপতি নিহত হইতেই সেনাগণ পলায়ন করিল। রোষে প্রজ্বলিতহৃদয় যুবক সিরাজ নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তে পর্ণকুটীরে আশ্রয় লইলেন। সংবাদ পাইবামাত্র জানকীরাম সিরাজের

(১) সাহিত্য—ষষ্ঠ বর্ষ, ৬০৪—৬১৫ পৃষ্ঠা।

বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তখনও দুর্গদ্বার মুক্ত করেন নাই—এমনি ছিল এই বঙ্গবীরের কর্ত্তব্যনিষ্ঠা। (১)

নবাব আলিবর্দ্দী সংবাদ পাইবামাত্র পাটনায় আগমন করিলেন। দুর্গমধ্যে যে দরবার বসিল তথায় তিনি ঘোষণা করিলেন যে, সিরাজই বঙ্গ, বেহার, ও উড়িষ্যার যৌববাজ্যে অভিষিক্ত হইলেন। "সিরাজউদ্দৌলা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু দেশের লোক সন্তুষ্ট হইতে পারিল না। যাহারা নানা উপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিত, যাহারা গোপনে গোপনে সিংহাসন কাড়িয়া লইবার আয়োজন করিত, যাহারা রাজকর্ম্মচারী হইয়াও রাজদ্রোহিতার পরিচয় দিত, তাহারা সকলেই স্বার্থরক্ষার জন্য চিন্তিত হইয়া উঠিল।" (২)

ধূমায়মান বহ্নি

বঙ্গের জমীদারদিগের সহায়তায় আলিবর্দ্দী সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন,—তিনি তাঁহাদিগের সহিত সর্ব্বদা মিত্র ব্যবহারই করিতেন। জমীদারদিগের প্রবল প্রতাপ তখনও কিছু ছিল। কিন্তু রোগ-শয্যায় শায়িত আলিবর্দ্দীর শেষ সময়ে সিরাজ যখন প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্য-ভার গ্রহণ করিলেন তখন তাঁহার ইহা ভাল লাগিল না। সিরাজের ইন্দ্রিয়-বিকার সঙ্গে সঙ্গে কাল হইয়া দাঁড়াইল। নবাব হইলে পাছে সিরাজের হস্তে জাতি ধর্ম্ম বিনষ্ট হয়, এই আশঙ্কায় লোকে ব্যাকুল হইয়া উঠিল।

নবাব আলিবর্দ্দী উদরীরোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। অন্তিম শয্যায় সিরাজকে রাজনীতি সম্বন্ধে নানা উপদেশ প্রদান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন (১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে)। সিরাজের শত্রুগণ মনের ভাব গোপন করিয়া তাঁহাকেই তখন নবাব বলিয়া স্বীকার করিয়া লইল। মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পূর্ণিয়ার নবাব সাইয়েদ

শওকত জঙ্গ

(১) *Stewart's History of Bengal.* P. 552 (Bangabasi Edn.).

(২) সিরাজউদ্দৌলা—স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার মৈত্রেয়। ৫০—৫১ পৃষ্ঠা।

আহম্মদের বিশ্বাস ছিল যে, তিনিই আলিবর্দ্দীর শূন্য সিংহাসন লাভ করিবেন। কিন্তু তাঁহার অভাবে পুত্র শওকতজঙ্গ শ্যেন দৃষ্টিতে সেই সিংহাসনের দিকে চাহিতে লাগিলেন। দিল্লীর বাদশাহ তখন নামসর্ব্বস্ব বটে—কিন্তু সেই নামেরও এমন একটী মাহাত্ম্য ছিল যে, সেকালে অনেকেই তাঁহাকে স্বপক্ষে রাখিবার জন্য প্রয়াস পাইত—তাঁহার প্রদত্ত ফারমান্ সেকালে মূল্যহীন এক খণ্ড কাগজ হইলেও তাহারই জন্য অনেককে লালায়িত হইতে হইত। শওকতজঙ্গের জন্যও একখানি ফার্ম্মান আনাইবার ব্যবস্থা হইল। (১)

নবাব সিরাজউদ্দৌলা যে এ সকল ব্যাপার একেবারে জানিতেন না তাহা নহে। তিনি প্রথমে দরবারের সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। মীরজাফর এতদিন সেনাপতি ছিলেন, এখন তাঁহার পদচ্যুতি ঘটিল! নবীন সেনানায়ক বাঙ্গালী মীরমদন বঙ্গবাহিনীর নায়ক হইলেন। দেওয়ান মোহনলাল অবিলম্বে মহারাজা উপাধিতে বিভূষিত হইয়া পাঁচহাজারি মন্‌সবদারের উচ্চপদ পাইলেন। মোহনলালের পদ ও গৌরব সকলের হৃদয়ে হিংসার অনল প্রজ্জলিত করিয়া দিল। দরবারের প্রবীণ অমাত্যগণ তখন আহত ফণীর ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিলেন। মীরজাফর প্রমুখ শত্রুগণ গোপনে শওকতজঙ্গকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন। দরবারের সংস্কার সাধন ও তন্নিমিত্ত আপনার শত্রুদল বৃদ্ধি করিয়া নবাব সসৈন্যে পূর্ণিয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন। শওকতজঙ্গের চমক ভাঙ্গিল! তিনি যখন ভয়ে কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়, তখন শুনিলেন নবাব রাজমহল পর্য্যন্ত আসিয়াই আবার ফিরিয়া গিয়াছেন।

শত্রুবৃদ্ধি

মহাকাল সিরাজের চতুর্দ্দিকে ঊর্ণনাভের ন্যায় যে জাল রচনা করিতে

(১) *Stewart's History of Bengal.* P. 567. (Bangabasi Edn.).

আরম্ভ করিয়াছিলেন, বাঙ্গালার কোম্পানী-বাহাদুরের সহিত তাহার সম্বন্ধ অতি নিকট ছিল। সে বিবরণ এখন বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগেরও অজ্ঞাত নাই। কোম্পানী-বাহাদুরের সহিত নবাবের যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল, সে অনল গৃহবিবাদের ইন্ধনলাভ করিয়া যেরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল তাহার প্রথম পরিচয় কাশীমবাজার অবরোধ, দ্বিতীয় পরিচয় কলিকাতা অবরোধ ও তাহার চরম পরিণতি পলাশীতে সমরাভিনয়।

ঊর্ণনাভ

শওকতজঙ্গের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করিয়া সিরাজ যখন রাজমহলে শুনিলেন যে, তাঁহার আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই—তাঁহার বিনানুমতিতে কোম্পানী-বাহাদুর কলিকাতায় যে দুর্গ-প্রাচীর রচনা করিতেছিলেন তাহা চূর্ণ করা হয় নাই (১) তখন তিনি অত্যন্ত কুপিত হইলেন। (২) ইতঃপূর্ব্বে যখন রাজদূত লাঞ্ছিত (৩) হইয়া কলিকাতা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছিল, নবাব তখনও সহ্য করিয়াছিলেন—কিন্তু এখন তাঁহার সহিষ্ণুতা সীমা অতিক্রম করিল। তিনি অবিলম্বে পটাবাস তুলিয়া কাশীমবাজার অবরোধ করিবার জন্য ফিরিয়া আসিলেন। শওকতজঙ্গ আপনাকে বিপন্মুক্ত ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

নবাবের রোষ

কাশীমবাজার সে কালে কোম্পানী বাহাদুরের কুঠি বলিয়া পরিচিত ছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহাই তাঁহাদের দুর্গ ছিল। সে দুর্গ দৃঢ়োন্নত প্রাচীরে বেষ্টিত, অনেকগুলি ছোট বড় কামানে সুরক্ষিত ও ৮টী বুরুজে সুশোভিত ছিল।

কাশীমবাজার অবরোধ

(১) That unless upon receipt of that order, he (Mr. Drake) did not immediately begin to pull down those fortifications, he would come down himself and throw him in the river—*Hasting's Mss.*

(২) Stewart's *History of Bengal.*—P. 568 (Bangabasi Edn.).

(৩) Orme, Vol II, P. 54.

এখন আর সে দুর্গের চিহ্ন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান নাই—কিন্তু একদিন তাহার সিংহদ্বারের সম্মুখে দুইটী কামান সর্ব্বদা অনল উদ্গীরণের জন্য প্রস্তুত থাকিত। ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের ১লা জুন কাশীমবাজার অবরুদ্ধ হইল—চতুর্থ দিনে দুর্গবাসীরা আত্মসমর্পণ করিলেন। (১)

দুঃসংবাদ রটনা হইতে বিলম্ব হয় না—কাশীমবাজার যে নবাবের হস্তগত হইয়াছে সে সংবাদ প্রথমে জনরবের ন্যায় কলিকাতায় আসিল।

কলিকাতা রক্ষার আয়োজন

পরদিন ৭ই জুন প্রভাতে (২) কলেট্ সাহেবের পত্রে সকলেই শুনিল যে, কাশীমবাজার কোম্পানী-বাহাদুরেব হস্তচ্যুত হইয়াছে—নবাব ৫০ সহস্র লোক লইয়া কলিকাতার দিকে ধাবিত হইয়াছেন! কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়া গেল। সেই দিনই কালবিলম্ব না করিয়া বালেশ্বর, ঢাকা, জগদীয়া প্রভৃতি কুঠির কর্ত্তাদিগের নিকট সাহায্য চাহিয়া এবং তাঁহাদিগকে সত্বর আসিতে বলিয়া কলিকাতার গবর্ণর ড্রেক সাহেব বাহুবলে নগর রক্ষা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। (৩)

১৭৫২ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে যখন ডিরেক্টর সভা আদেশ দিয়াছিলেন যে, কলিকাতার দুর্গ রক্ষা করিবার জন্য মিলিসিয়া সৈন্য গঠন করা

কলিকাতার মিলিসিয়া

প্রয়োজন, তখন সে আদেশ প্রতিপালিত হয় নাই। (৪) চারি বৎসর পরই ডিরেক্টর সভা রুষ্ট

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 568, (Bangabasi Edn.)

(২) *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson, Vol II, P, 60.

(৩) *Hasting's Mss.* Vol 29209.

(৪) নবাব সিরাজউদ্দৌলা কর্ত্তৃক কলিকাতা জয় ও পলাশীর যুদ্ধের অনেক দিন পূর্ব্ব হইতেই কোম্পানী-বাহাদুর কলিকাতা হইতে দিল্লি পর্য্যন্ত পথের বিবরণ, একস্থান হইতে অন্য স্থানের দূরত্ব, ভাগীরথীর উভয় তীরে স্থিত গ্রাম, নগর, খাল, বাজার প্রভৃতির নাম সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার মোটামুটি একখানি মানচিত্র

হইয়া পুনরায় ঐ বিষয়ে বিশেষ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। (১) যখন এই দ্বিতীয় আদেশ প্রচারিত হইল তখন কোম্পানী-বাহাদুরের অতিশয় দুঃসময়, কারণ সিরাজের ৪০ সহস্র সৈন্যেব (২) লস্কার তখন কলিকাতার অদূরে শ্রুত হইতেছিল! এ সময়ে সামরিক কর্ম্মচারিগণসহ দুর্গমধ্যে মোট ১৯০ জন সৈনিক পুরুষ ছিল—তন্মধ্যে ৬০ জন মাত্র য়ুরোপীয় থাকিবার কথা জানিতে পাওয়া যায়। হল্‌ওয়েল সাহেব বলিয়াছেন যে, ইহাদের মধ্যে ৫ জনও এমন ছিল না যাহারা ইতিপূর্ব্বে কোন দিন কাহাকেও ক্রোধভরে বন্দুক ছুঁড়িতে দেখিয়াছিল! (৩) ঐতিহাসিক অর্ম্মের মতে দুর্গরক্ষক সৈন্যসংখ্যা ২৬৪ ছিল—ইহাদের মধ্যে সখের সৈনিক সহ মোট ১৭৪ জন য়ুবোপীয় সেনা থাকিবার কথা তিনি

প্রস্তুত হইয়াছিল। কর্ণেল স্কট্‌ ইহা করিয়াছিলেন। মুর্শিদাবাদ নবাবদরবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের পরিচয়াদিও এই সময়ে সংগৃহীত হইয়াছিল। কর্ণেল স্কট্‌ সেই সময়ে মিলিসিয়া সৈন্য গঠন করিবার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেও কোম্পানী-বাহাদুরকে জানাইয়াছিলেন। তখন তাঁহার প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই।

——Noble's Account of Colonel Scott : *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilsen—Vol II, P. 73.

(১) *Calcutta Past and Present*—K. Blechynden, Pp. 202—204.

Old Fort William in Bengal—C. R. Wilson, Vol II, Pp. 83, 91

(২) *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson. Vol II, Pp. 60, 61,

হলওয়েল বলিয়াছেন যে, নবাবের সঙ্গে ৩০০০০ অশ্বারোহী, ৩৫০০০ পদাতিক ও ৪০০ হস্তী ছিল। এই সৈন্যসংখ্যা হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, ইহাদের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী সেনা ছিল। অন্য প্রমাণের আবশ্যক হয় না। সেকালে যোদ্ধা ভিন্ন অনেক অন্যলোকও নবাব-বাহিনীর সহিত থাকিত। ৩৫০০০ পদাতিকের মধ্যে সেরূপ লোক যে কত ছিল তাহা জানিবার উপায় নাই।

(৩) *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson, Vol II, P. 80.

কহিয়াছেন। সেক্রেটারী কুক বলেন যে, ১৭০ জনের অধিক কার্য্যক্ষম লোক তখন দুর্গে ছিল না। ইহাদের মধ্যে ৫০।৬০ জন মাত্র য়ুরোপীয় ছিল বলিয়া তিনি প্রচার করিয়াছেন। (১) কলিকাতার য়ুরোপীয় ও কতিপয় পর্ত্তুগীজ এবং আর্ম্মেনীয় লইয়া গবর্ণর ড্রেক অতি সত্বর ২৫০ জনে মিলিসিয়া সৈন্য গঠিত করিলেন। কামানের কোন্ দিক সোজা, কোন্ দিক উল্টা ইহাদের মধ্যে অনেকেরই সে জ্ঞান ছিল না! এই মুষ্টিমেয় সেনা লইয়া যে যুদ্ধ অসম্ভব তাহা বুঝিতে কাহারও বাকি রহিল না। ফরাসী ও ওলন্দাজগণ এ যুদ্ধে সাহায্য করিয়া নবাবের বিষদৃষ্টিতে পতিত হইতে সাহস করিলেন না। (২) কোম্পানী-বাহাদুর অবিলম্বে ১৫০০ বন্দুকধারী হিন্দু সিপাহী সংগ্রহ করিলেন। (৩)

১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে আলিবর্দ্দী সমাধিলাভ করিয়াছিলেন। নবাব সিরাজ কর্ত্তৃক কাশীমবাজার অবরোধ ১লা জুন তারিখে ঘটিয়াছিল।

কয়েকটি তারিখ

কলিকাতাবাসিগণ ৬ই জুন সে সংবাদ পাইয়া সন্ত্রস্ত হইয়াছিল। অবরোধ-ব্যাপাব সত্য কি না তাহা তখনও তাহারা নিশ্চয়রূপে জানিত না। ৭ই জুন প্রাতে সে দুঃসংবাদ সত্য বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল—১৬ই জুন সায়াহ্নে নবাবের সেনা বাগবাজারের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল।

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২১৪ পৃষ্ঠা।

ঐতিহাসিক ভিন্সেন্ট স্মিথ বলিয়াছেন—তাহারা (কোম্পানী বাহাদুর) অর্থচিন্তায় এতই নিমগ্ন হইয়াছিলেন যে, দুর্গাদির সংস্কার করেন নাই; কিরূপে আত্মরক্ষা করিতে হইবে তাহাও তাঁহারা বিস্মৃত হইয়াছিলেন।—*The Oxford Student's History of India* : V. A. Smith, I. C. S.—P. 163.

(২) *Stewart's History of Bengal*—P. 568. (Bangabasi Edn).

(৩) *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson, Vol II, P. 80.
Stewart's History of Bengal—P. 569 (Bangabasi Edn.).

কাশীমবাজার অবরোধ হইতে বাগবাজার আক্রমণ পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১লা জুন হইতে ১৬ই জুন পর্য্যন্ত এই অত্যল্পকাল মধ্যে কোন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইলে দূরদেশ হইতে সেনা সংগ্রহ করা সেকালে অসম্ভব ছিল। কোম্পানী-বাহাদুর যুদ্ধাযোজন করিতে ১৬ দিন সময়ও পান নাই। তাঁহারা ৭ই জুন কাশীমবাজার অবরোধের কথা প্রথমে নিশ্চয়রূপে জানিয়াছিলেন। সুতরাং সকল বন্দোবস্ত ৭ই জুন হইতে ১৬ই জুনের মধ্যেই শেষ করিতে হইয়াছিল। দশ দিবস মধ্যেই অস্ত্রের ব্যবস্থা, গোলাগুলি সংগ্রহ, মিলিসিয়া ও বেতনভোগী সেনা নিযোগ, দুর্গপ্রাচীর সংস্কার প্রভৃতি বহু কার্য্য করিতে হইয়াছিল!

শুনিতে পাওয়া যায়, সেকালে যুদ্ধ-ব্যবসায়িগণ নানা স্থান হইতে আসিয়া বঙ্গে ও দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, শুধু এই শ্রেণীর লোক লইয়াই কলিকাতা রক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। যুদ্ধব্যবসায়িগণ বঙ্গের নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত—ইহা সত্য হইলেও একথা মনে করিতে পারা যায় না যে, তাহারা সর্ব্বদা একস্থানে সংখ্যায় এত বেশী থাকিত যে, শুধু তাহাদিগের ভিতর হইতেই মাত্র দশ দিনে ১৫০০ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারিত! সহজ অনুমান ইহাই হয় যে, যখন বাঙ্গালী সেকালে যুদ্ধ করিতে অক্ষম ছিল না—যখন নবাবের অধীনেও বহু বঙ্গসৈন্য যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল—যখন তৎকালে মোহনলাল, মীরমদন, শ্যামসুন্দর প্রভৃতির ন্যায় বীর বাঙ্গালী সেনাপতির অস্তিত্ব ইতিহাস প্রকাশ করিতেছে—তখন এই নবনিযুক্ত ১৫০০ হিন্দু বন্দুকধারী সৈন্যমধ্যে অন্ততঃ কতক বাঙ্গালার বাঙ্গালীই ছিল। কলিকাতা এবং নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই এই সেনাদল সংগৃহীত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়—কারণ দূরদেশ হইতে সেনা আনিবার সময় ও সুযোগ উভয়েরই তখন বিশেষ অভাব ছিল।

নবাব কর্ত্তৃক কলিকাতা জয়ের একটী বিস্তৃত বিবরণ কাপ্তান গ্রান্ট

প্রদান করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—'আমরা স্থির করিলাম দুর্গে আসিবার যে সকল পথ আছে, প্রত্যেক পথের মুখেই তোপমঞ্চ স্থাপিত করিব। আমাদের সেনার সংখ্যা অল্প। সুতরাং যে পরিমাণ দূরে দূরে কামান রাখিলে তাহারা দুর্গ রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে, সেইরূপেই কামান স্থাপন করিতে আমরা সম্মতি দিলাম। আমরা স্থির করিলাম নাগরিকদিগকে লইয়া তখনই একদল মিলিসিয়া গঠিত করিব। যে সকল কর্ম্মকার ও সূত্রধর ছিল, তাহাদিগকে কামানের গাড়ী প্রস্তুত করিতে নিযুক্ত করা হইল; কামান ছুঁড়িবার জন্য লস্কর ও 'কুলি' নিযুক্ত করিতে হইবে স্থির হইল—আরও স্থির হইল যে, কোন য়ুরোপীয়ের নেতৃত্বে সিপাহী ও 'পিওন'দিগকে লইয়া একদল সেনা গঠন করিতে হইবে। (১)

কাপ্তান গ্রাণ্ট

কাপ্তান গ্রাণ্টের লিখিত পত্রে "Inhabitants" বা কলিকাতার নাগরিকদিগের যে উল্লেখ আছে, তাহাদের পরিচয় গ্রহণ করা প্রয়োজন, নতুবা ইহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না যে, কোন্ শ্রেণীর লোক লইয়া মিলিসিয়া সৈন্য গঠিত হইয়াছিল।

মিলিসিয়া সৈন্য

(১) Accordingly we gave it as our opinions that batterys should be erected in all the roads leading to the Fort at such distances as would be anywise defensible with the small number of troops we had, that the *inhabitants* should be immediately formed into a body of Militia. All the carpenters and smiths in the place taken into the Fort to prepare carriage.........and *Lascars* and coolys taken into pay for the use of the cannon and other works to be done, and likewise what sepoys and *peons* could be got to be formed into a body under the command of some European,—Extract from a letter from Captain Grant, Fulta, July 13, 1756: *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson: Vol II, P. 50.

এখন লস্কর বলিলে আমরা চট্টগ্রামবাসী এক শ্রেণীর মুসলমানদিগকে বুঝি। কোম্পানীর আমলে লস্কর অর্থে কি তাহাই বুঝাইত না?

অনেকের ধারণা আছে যে, নবগঠিত মিলিসিয়ার ভিতর য়ুরোপীয়, আর্ম্মেনীয় ও পর্ত্তুগীজ ভিন্ন অন্য জাতীয় লোক ছিল না। বাঙ্গালার প্রচলিত ইতিহাসে এই কথাই দেখিতে পাওয়া যায়।

যে মিলিসিয়া গঠিত হইয়াছিল তাহার ভিতর যে য়ুরোপীয়, পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মেনীয়গণ ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যখন যুদ্ধ উপস্থিত হইল, তখন পর্ত্তুগীজ ও আর্ম্মেনীয়দিগের মধ্যে শিক্ষিত সেনা খুঁজিয়া পাওয়া গেল না! (১) য়ুরোপীয় সেনার অবস্থাও তদ্রূপই ছিল!

"Inhabitants"
বা
কলিকাতার নাগরিক

সেকালে দেশীয় বণিক্‌দিগের মধ্যে অনেকেই কলিকাতায় বাস করিতেন। ইঁহারা কলিকাতার "Black Merchants" বা কৃষ্ণবর্ণ বণিক্ নামে পরিচিত ছিলেন। ইঁহারাই নিজব্যয়ে মহারাষ্ট্র খাত খনন করাইয়া কয়েকজন মাত্র য়ুরোপীয় সেনার সাহায্যে মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া নগর রক্ষা করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। মহারাষ্ট্র-অভিযানের সূত্রপাতেই নাগরিকদিগের ও দুর্গের অস্ত্রশস্ত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত হইয়াছিল। (২) সে তালিকা

(১) When we came to action *there were hardly any* amongst the Armenians and Portuguese inhabitants and but few amongst the European militia, *who knew the right from the wrong end of their pieces,—Old Fort William in Bengal* : C. R. Wilson. Vol II. P. 80। দেবোনেয়ার (Debonnaire) লিখিয়াছেন—অধীন কুঠিগুলিতে যে লোক ছিল তাহা ছাড়া কলিকাতা রক্ষার্থ আমাদের মোট ১৮০ জন পদাতিক সেনা ছিল; ইহাদের মধ্যে য়ুরোপীয়ের সংখ্যা মোট ৪০ জনের অধিক হইবে না। *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson—Vol II, P 50.

(২) Ordered 20th April a Survey of the Town, Guns, small Arms and Ammunition in store, also a list of Inhabitants,—General Letter from Bengal to Court. Jany 8, 1743. *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson : Vol I, P 169.

পাওয়া যায় কিনা তাহা জানি না। কিন্তু কোম্পানীর কালের পত্রাদি পাঠ করিলে ইহাই অনুমান হয় যে, অধিকাংশ সময়ে এদেশীয়দিগকে এবং কখন কখনও দেশীয় ও য়ুরোপীয় উভয় সম্প্রদায়কেই বুঝাইবার জন্য "Inhabitants" শব্দ ব্যবহৃত হইত। যেখানে বিশেষভাবে য়ুরোপীয় সম্প্রদায় বুঝাইবার প্রয়োজন হইয়াছে, সেখানে সর্ব্বদাই "White Inhabitants" বা শ্বেত অধিবাসী বলা হইয়াছে। যখন একই পত্রে শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয়প্রকার অধিবাসী পৃথক্ পৃথক্ ভাবে বুঝাইবার আবশ্যক হইয়াছে তখন শ্বেত ও কৃষ্ণ উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। (১)

কৃষ্ণ এবং শ্বেত নাগরিকদিগের (Black and White Inhabitants) উল্লেখ এক পত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়। (২) য়ুরোপীয়দিগকে বিশেষ করিয়া বুঝাইবার জন্য কেবল "শ্বেত নাগরিক" বলিয়া উল্লেখও স্থানে স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। (৩) এই সকল পত্র পাঠ করিলে অনুমান হয় যে, নবগঠিত মিলিসিয়ায় সম্ভবতঃ এদেশীয় লোকও ছিল—

(১) *General Letter from the Court to Bengal* : London, January 12, 1750 ;
General Letter from the Court to Bengal : London, January 24, 1753 ;
Cf. Bengal General Letter to the Conrt, 28 January, 1728 ; July 24, 1735 ; January 8, 1732. Para 115 ;
General Letter from the Court to Bengal : London, February 11, 1732 Para 92 ; June 17, 1748. Paras 7 and 15.

(২) *General Letter from the Court to Bengal* : London, January 29, 1734.

(৩) *Drake's Accounts of the loss of Calcutta* : Orme Collections: India IV.

Cf. Old Fort William in Bengal—C. R. Wilson : Vol I, P. 227, 250, 169, 138, 140, 123, 135, 141, 209, 212 ; Vol II, P. 68 ইত্যাদি।

শুধু য়ুরোপীয়, আর্ম্মানী ও পর্ত্তুগীজ দ্বারা উহা গঠিত হয় নাই। কাপ্তান গ্রাণ্টের কলিকাতা রক্ষার আয়োজনের বর্ণনায় দেখিয়াছি যে, "Inhabitants" দিগকে লইয়া মিলিসিয়া গঠন করিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। যদি শুধু য়ুরোপীয়, আর্ম্মানী ও পর্ত্তুগীজ দ্বারাই উহা গঠিত হইত তাহা হইলে কাপ্তান গ্রাণ্টের পত্রে সেরূপ উল্লেখ দেখিবার সম্ভাবনা ছিল।

গোবিন্দরাম মিত্র

শুনিতে পাওয়া যায়, কলিকাতার সুবিখ্যাত মিত্র বংশের গোবিন্দরাম মিত্রকে ইংরাজের পক্ষে যুদ্ধ করিতে দেখিয়া নবাব কারারুদ্ধ করিয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর কোম্পানী-বাহাদুর তাঁহার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। (১) বাঙ্গালার পারিবারিক ইতিহাস সঙ্কলন করিবার রীতি বর্ত্তমান থাকিলে গোবিন্দরামের ন্যায় অনেক বীর বাঙ্গালীর কাহিনী বাঙ্গালীর জাতীয় চরিত্রের এই অংশকে সমুজ্জ্বল করিতে পারিত।

নবাবের যুদ্ধ-যাত্রা

"তৎকালে কলিকাতায় যে অল্প কয়েক সহস্র ইংরাজ বণিকের বসতি ছিল, তাঁহারা যেমন সংখ্যায় নগণ্য, সেইরূপ সমরকৌশলে নিতান্ত অশিক্ষিত। তাঁহাদিগকে পরাজয় করিতে সবিশেষ আড়ম্বর করা নিষ্প্রয়োজন। সিরাজউদ্দৌলা তাহা জানিতেন। কিন্তু পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিকালের অবসর পাইয়া কুচক্রীদল শওকতজঙ্গকে সিংহাসনে বসাইয়া দিয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে, এই ভয়ে যাঁহার যাঁহার প্রতি সন্দেহ সমধিক প্রবল, তাঁহাদের সকলকেই সঙ্গে লইয়া যুদ্ধে যাত্রা করিলেন —নিতান্ত অনুগত কয়েক জন সেনা-নায়ক রাজধানী রক্ষার জন্য মুর্শিদাবাদে অবস্থান করিতে লাগিল।" (২) একালের মুর্শিদাবাদ সেকালের মুর্শিদাবাদের শ্মশান মাত্র। কমনস্

(১) বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। ২৩ পৃষ্ঠা।

(২) সিরাজউদ্দৌলা—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ১৬৭ পৃষ্ঠা।

মহাসভায় সাক্ষ্য দান কালে স্বয়ং লর্ড ক্লাইব বলিয়াছিলেন—মুর্শিদাবাদ নগর লণ্ডনের ন্যায়ই বৃহৎ ও ধনজনপরিপূর্ণ। (২) সেই সুবৃহৎ রাজধানী রক্ষার নিমিত্ত অল্প সেনা রাখিয়া কেন যে নবাব ৫০ সহস্র সৈন্য লইয়া সেকালের ফোর্ট উইলিয়মের ন্যায় ক্ষুদ্র একটি দুর্গ জয় করিতে আসিয়াছিলেন তাহার কারণ সেকালের বঙ্গবাহিনীর দুর্ব্বলতা নহে।

টানার যুদ্ধ

নবাবের আগমনবার্ত্তা পাইয়াই কোম্পানী-বাহাদুর টানার নবাবী-দুর্গ আক্রমণ করিলেন। সেকালে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে এই ক্ষুদ্র দুর্গ অবস্থিত ছিল। সে দুর্গও যেমন ক্ষুদ্র ছিল, তাহার রক্ষার ব্যবস্থাও তদ্রূপ সামান্য ছিল। ৫০ জন সিপাহী তথায় ১৩টী মাত্র কামান লইয়া অবস্থান করিত। জলপথে কোন বহিঃশত্রু আসিয়া যাহাতে আক্রমণ করিতে না পারে সেই জন্যই নবাবী আমলে টানা দুর্গের প্রয়োজন ছিল। কোম্পানীর ৪ খানি রণতরী ১৩ই জুন প্রভাতে টানার সম্মুখীন হইয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া দুর্গ-রক্ষকগণ পলায়ন করিয়া হুগলীতে যাইয়া উপস্থিত হইল। পরদিন হুগলীর ফৌজদার দুই সহস্র সেনা প্রেরণ করিলেন। তাঁহাদের কামান গর্জ্জনে দিঙ্‌মণ্ডল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। কোম্পানীর সেনা পর্য্যুদস্ত হইয়া পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। কলিকাতা হইতে ৫০ জন সৈন্য কোম্পানীর সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না। (১) টানার এই সংঘর্ষ কি সেকালের বঙ্গসৈন্যের দুর্ব্বলতা সূচিত করে? যদি তাহা না করে তবে কোম্পানী কর্ত্তৃক বঙ্গসেনা গ্রহণ করিবার পক্ষে তৎকালে যে কোন

(১) *Evidence of Lord Clive before the Committee of the House of Commons*—1772.

(১) Orme, Vol II. Pp. 50—60.

বাধা ছিল এমন বোধ হয় না। এখন যে স্থানে বোটানিকাল গার্ডেন, পূর্ব্বে তথায় টানা দুর্গ অবস্থিত ছিল।

সিরাজ যে এত অল্প কালের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আসিতে পারিবেন, ইহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই। এরূপ ক্ষিপ্রকারিতা রণবিশারদদিগের নিকট বিশেষ প্রশংসার কারণ বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। (১) নবাব যে বিপুল বাহিনী লইয়া আগমন করিতেছিলেন, তাহা সুশৃঙ্খলায় ও ক্ষিপ্রগতিতে কলিকাতা পর্য্যন্ত আনয়ন করায় সেকালের সেনানায়কদিগের রণশিক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়; উহা সেকালের বঙ্গসৈন্যেরও সমরপটুতার অন্যতম পরিচয় বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। একদিন এইরূপ ক্ষিপ্রকারিতাই মহীশূরের হায়দার আলিকে বীরসমাজে সুপরিচিত করিয়াছিল—কোম্পানী-বাহাদুর মনে করিতেন যে, হায়দারের পায়ে পাখা আছে!

বঙ্গসৈন্যের ক্ষিপ্রকারিতা

কোম্পানী-বাহাদুর নূতন সেনা সংগ্রহ করিয়া নবাবের সহিত যুদ্ধ করিলেন। সে যুদ্ধ শুধু যে য়ুরোপীয় ও বাঙ্গালীর শক্তি পরীক্ষা, তাহা নহে; উহা বাঙ্গালীর সহিত বাঙ্গালীর শক্তি পরীক্ষাও বটে। কলিকাতার পূর্ব্ব, উত্তর ও দক্ষিণে কোম্পানীর যে তিনটী তোপমঞ্চ নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহাদের উপর হইতে অজস্র গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল; রণপোত ও পেরিং দুর্গ-প্রাকার হইতে কোম্পানীর কামান গর্জ্জন করিতে লাগিল। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সকল কামান চালাইবার জন্য লস্করগণ গৃহীত হইয়াছিল।

কলিকাতার যুদ্ধ

নবাবের বঙ্গসেনা ভীত হইল না—হটিল না—অপরাহ্ণ তিনটা হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত গোলা বর্ষণ করিল। (২) পরদিন আবার যুদ্ধ

(১) *Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson, Vol II, P. 32.
(২) Orme, Vol II, Pp. 61-62.

চলিল। কোম্পানীর তিনটী তোপমঞ্চ অধিকার করিয়া নবাবী-সেনা উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। কোম্পানী-বাহাদুরের কর্ত্তাগণ দেখিলেন নগররক্ষা করা অসম্ভব। দুর্গ মধ্যে ভীষণ কোলাহল উপস্থিত হইল। কে কাহার কথা শুনে—সকলেই তখন উপদেশ দিবার জন্য লালায়িত,—আদেশ পালন করিতে কেহ প্রস্তুত ছিল না। (১)

অসম্ভবকে কেহ সম্ভব করিতে পারে না—কোম্পানীর সেনাও পারিল না। দুর্গে তখন সুশিক্ষিত সেনা ছিল না, সুগঠিত সুদৃঢ় সমুন্নত প্রাকার ছিল না—যাহা ছিল তাহা তখন জীর্ণ হইয়াছিল। সুদৃঢ় কামান ও যথোপযুক্ত যুদ্ধোপকরণ পর্য্যন্ত দুর্গে ছিল না। কতকগুলি কামান তখন চক্রহীন অবস্থায় দুর্গতলে পড়িয়াছিল। (২) এরূপ অবস্থায় দুর্গ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করা ভিন্ন উপায় ছিল না। নিশাযোগে ইংরাজমহিলাগণ জাহাজে উঠিলেন। গবর্ণর ড্রেক, মিঃ ম্যাকেট্, কাপ্তান গ্রাণ্ট, সৈনিক মিন্‌চিন্ প্রভৃতি কয়েকজন সেই সঙ্গে পলায়ন করিয়া বীরের ইতিহাসকে কলঙ্ক-মলিন করিয়া রাখিয়াছেন (৩) বটে, কিন্তু পলায়ন করিতে না পারিয়া যাঁহারা অকুতোভয়ে দুর্গদ্বার রুদ্ধ করিয়া শেষ

(১) From the time that we were confined to the defence of the fort itself nothing was to be seen but disorder, riots and confusion. Every body was officious in advising, but no one was properly qualified to give advice.—*The evidence of John Cooke Esqr* :

(২) *First Report of the committee of the House of Commons.* 1772.

(৩) In such circumstances, the expediency of abandoning the fort...naturally occurred to the besieged...But...criminal eagerness manifested by some of the principal servants of the Company to provide for their own safety at any sacrifice, made the closing scene of the seige one of the most disgraceful in which Englishmen have ever been engaged—*Thornton's History of the British Empire.* Vol I, P. 190.

পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহারা শেষে পরাজিত হইলেও, সে পরাজয় কোন অংশে অগৌরবের কারণ হয় নাই। পরাজয়ে জয়ের গৌরব অর্জ্জন করিয়া যাঁহারা বীরের সভায় জয়মাল্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীর অভাব ছিল না।

২০শে জুন সহস্র সহস্র নবাবী সৈন্য দুর্গমূলে সমবেত হইল—অবরুদ্ধ দুর্গদ্বার বিচূর্ণিত করিবার জন্য নবাবের বৃহদায়তন কামানগুলি মুহুর্মুহুঃ অগ্নিবর্ষণ করিতে লাগিল। তখন স্থির হইল, কোম্পানীর সেনা আত্মসমর্পণ করিবে। অবিলম্বে একখানি পত্র নবাবের সেনাপতি রাজা মাণিকচাঁদের উদ্দেশে দুর্গপ্রাকার হইতে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল। পত্রের উত্তর আসিল না—বঙ্গবাহিনী আক্রমণ করিতে বিরত হইল না—কোম্পানীর সেনা প্রতিমুহূর্ত্তে আহত হইতে লাগিল। হল্ওয়েল তখনও দুর্গরক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেছিলেন—এমন সময় দুর্গের একজন সেনা পলায়নের জন্য দুর্গের পশ্চিম-দ্বার মুক্ত করিয়া দিল। সেই মুক্তদ্বারে তখন বর্ষার উচ্ছ্বসিত বারিপ্রবাহের ন্যায় সাত সহস্র নবাবী সৈন্য দুর্গ মধ্যে ভীম বেগে প্রবেশ করিল। হল্ওয়েলের সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া গেল—তাঁহারা অবিলম্বে বন্দী হইলেন। (১) দুর্গ জয় করিয়া নবাব সিরাজ উহার নাম পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলেন। দুর্গশিরে অর্দ্ধচন্দ্রাঙ্কিত পতাকা উড্ডীন করিয়া তিনি বিশ্রাম-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

কলিকাতা-জয়ের পর রাজধানীতে আসিয়া নবাব যখন বিশ্রাম-সুখ লাভ করিতেছিলেন তখন রাজসিংহাসনের ছায়ায় রাজদ্রোহ পুষ্টি লাভ করিতেছিল। সেনাপতি মীরজাফর তখন কুপিত, মাণিকচাঁদের ক্ষমতা দর্শনে অন্যান্য অমাত্যগণ রুষ্ট,

ষড়যন্ত্র

(১) *Holwell's Account of the loss of Calcutta : Old Fort William in Bengal*—C. R. Wilson, Vol II, P. 62.

রাজা দুর্লভরাম ও অন্যান্য অনেক হিন্দু সেনাপতিগণ মনে করিতে লাগিলেন যে, নবাবের ব্যবহারে তাঁহাদের আত্মসম্মান দারুণ আহত হইয়াছে। তাঁহারা স্থির করিলেন, পূর্ণিয়ার নবাব শওকতজঙ্গকে বঙ্গের সিংহাসন প্রদান করিবেন। শওকতজঙ্গের নিকট সেই মর্ম্মে পত্রও লিখিত হইল। ঈর্ষা অল্পকালের মধ্যেই মুর্শিদাবাদ-রাজসভায় বিদ্রোহের বেশে দেখা দিল। শওকতজঙ্গ সুরাপায়ী—শওকতজঙ্গ দুর্ব্বলচিত্ত—শওকতজঙ্গ কাপুরুষ! তিনি মুর্শিদবাদ-রাজসভার অশ্বাসবাণী পাইয়া আকাশে কত সুখ-স্বপ্ন বপন করিতে লাগিলেন! এদিকে কোম্পানীর সভায় স্থির হইল যে, শওকতজঙ্গকে উপহারে প্রীত করিয়া সিরাজের পরাজয় সাধন করিতে হইবে। (১)

ফৌজদার রাসবিহারী

ষড়যন্ত্রের কাহিনী নবাব সিরাজ সম্পূর্ণরূপে জানিতে পারিয়াছিলেন কি না সন্দেহ; তিনি শওকতজঙ্গকে পরীক্ষা করিবার জন্য রাসবিহারী নামক এক ব্যক্তিকে পূর্ণিয়ার অন্তর্গত বীরনগরের ফৌজদার নিযুক্ত করিয়া প্রেরণ করিলেন! সেকালে বাঙ্গালীরা ফৌজদারের পদ লাভ করিতেন। ফৌজদারদিগের অধীনে বহু সেনা থাকিত। আবশ্যক হইলেই তাঁহারা নবাবের জন্য অস্ত্র ধারণ করিতেন। রাজা মাণিকচাঁদ, নন্দকুমার প্রভৃতি এইরূপ এক একজন সুবিখ্যাত ফৌজদার ছিলেন। বাঙ্গালা তখন ১৩ চাক্‌লায় বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক চাক্‌লায় এক একজন ফৌজার থাকিতেন। পরগণার সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন ভূস্বামিগণ।

নবাবের আদেশ-পত্র পাইয়াই শওকতজঙ্গ ক্রোধে অগ্নিবৎ হইয়া

(১) The Board agreed to send a letter in Persian to the Pyrnea Nabob with presents, hoping he might defeat Sirajud Dowla—*Consultations*, 15 September 1756.

উঠিলেন। তখনই দিল্লীর উজিরের নিকট হইতে সংগৃহীত বঙ্গ, বেহার, ও উড়িষ্যার নবাবী পদ লাভের সনন্দ বাহির হইল এবং পূর্ণিয়ায় মহাসমারোহে পঠিত ও ঘোষিত হইয়া গেল! শওকতজঙ্গ আদেশ দিলেন, নবাবের দূতকে প্রহার করিয়া বিদায় কর। ইহাতেও তাঁহার তৃপ্তি হইল না। তিনি নবাবকে জানাইলেন—'জানিও আমি বাদশাহের নিকট হইতে বঙ্গ, বেহার ও উড়িষ্যার নবাবী সনন্দ আনাইয়াছি। তুমি আমার কুটুম্ব, তোমার প্রাণ বধ করিব না। পূর্ব্ববঙ্গের যে কোন স্থানে যাইয়া তুমি বাস করিতে পাব। তুমি যথোপযুক্ত মুষাহারাও পাইবে। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি অবিলম্বে মুর্শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া প্রস্থান কব! সাবধান! যাইবার সময় রাজকোষ হইতে কপর্দ্দক লইতে পারিবে না—কোন মূল্যবান জিনিষে হাত দিবে না! পত্রপাঠ উত্তর চাই। জানিও, আমি রেকাবদলে এক পা তুলিয়া রাখিয়াছি!' (১)

শওকতজঙ্গের পত্র

শওকতজঙ্গের ধৃষ্টতাপূর্ণ পত্র পাইবামাত্র মুর্শিদাবাদে সাজ্ সাজ্ রব উঠিল। বঙ্গসেনা দুই ভাগে বিভক্ত হইল। এক ভাগ রাজমহলের পথে নবাব সিরাজের নেতৃত্বে অগ্রসর হইল—অপর ভাগের নায়ক হইয়া মোহনলাল ভাগীরথী অতিক্রম করিয়া সোমদহের পথে পূর্ণিয়া অভিমুখে ধাবিত হইলেন।

যুদ্ধ-যাত্রা

সম্মুখে দূরবিস্তৃত দুর্গম জলাভূমি—পঙ্কে পরিপূর্ণ। সেই দূরতিক্রম স্থান অতিক্রম করিবার জন্য একটী মাত্র সঙ্কীর্ণ পথ—তাহারই মুখে শওকতজঙ্গের সেনা স্থাপিত হইল। কাহার সাধ্য জলাভূমি অতিক্রম করে? শওকতজঙ্গ যখন পান-পাত্র ত্যাগ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া উপনীত হইলেন, তখন বীর

মণিহারীর যুদ্ধ

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 576 (Bangabasi Edn.)

মোহনলাল ও মীরজাফরের মিলিত বাহিনী বিপুল বিক্রমে অগ্রসর হইতেছিল। কেহ তাহাদের পথ রোধ করিতে পারিল না। মোহনলাল সেই জলাভূমির নিকটে আসিয়া গোলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন কামানের গোলা শওকতজঙ্গের শিবির পর্য্যন্ত পৌঁছিল না—কর্দ্দম মধ্যে পতিত হইয়া ডুবিয়া যাইতে লাগিল। বৃহদায়তন কামানের সুতপ্ত লৌহপিণ্ডগুলি শত্রুশিবিরে হুলস্থূল বাধাইয়া দিল। অকস্মাৎ যখন একটী গোলা আসিয়া শওকতজঙ্গের শিবিরের নিকট পতিত হইল, তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া রাজ-পতাকা প্রভৃতি অপসৃত করিলেন। বহু যুদ্ধে অভিজ্ঞ একজন আফ্‌গান সেনাপতি আসিয়া কহিল—"এ ত যুদ্ধরীতি নহে। আমি যখন দাক্ষিণাত্যে নিজাম-উল্‌-মুলুকের অধীনে কর্ম্ম করিতাম তখনও এরূপ যুদ্ধ দেখি নাই। এখানে যাহার যাহা ইচ্ছা সে তাহাই করিতেছে, দেখিতেছি। উপযুক্তরূপে সৈন্য সমাবেশ করুন। তোপ সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হউক। সৈন্যগণ সম্মিলিত হইয়া যুদ্ধ করুক—তবেত জয়লাভ ঘটিবে।" শওকতজঙ্গ উপদেশবাক্য শুনিযা রুষ্ট কণ্ঠে কহিলেন—"নিজাম-উল্‌-মুলুক নিতান্ত বোকা! আমি এমন তিন শত যুদ্ধ করিয়াছি—আমাকে আর রণ-নীতি শিখাইও না!"

বাঙ্গালী কায়স্থ শ্যামসুন্দর শওকতজঙ্গের মসীজীবী কর্ম্মচারী মাত্র ছিলেন। মণিহারীর যুদ্ধে তিনিই গোলন্দাজদিগের নায়ক স্বরূপ রণে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া সেই সঙ্কীর্ণ পথে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বজ্রনাদী কামান প্রতিমুহূর্ত্তে অগ্নি বর্ষণ করিতে লাগিল। ধূমে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন হইল—গুরুগম্ভীর গর্জ্জনে আকাশতল বিকম্পিত হইয়া উঠিল। শ্যামসুন্দর জলাভূমি অতিক্রম করিয়া এমন স্থলে তোপ সাজাইলেন যে, প্রত্যেক গোলা বিপক্ষকে আঘাত করিতে লাগিল।

গোলন্দাজ শ্যামসুন্দর

রণপণ্ডিত মোহনলাল এই অনভিজ্ঞ অথচ অসমসাহসিক বঙ্গবীরের বীরপ্রতাপ দর্শনে স্তম্ভিত হইয়া অশ্বরশ্মি সংযত করিলেন। শওকতজঙ্গ উত্তেজিত হইয়া নিজ অশ্বারোহিদিগকে আদেশ দিলেন—অগ্রসর হও।

প্রবীণ সেনাপতিগণ কত মতে বুঝাইল যে, অগ্রসর হইলে কেহ আর ফিরিবে না। নবাব তাহা শুনিলেন না,—কাহারও উপদেশ লইলেন না—কুপিত হইয়া কহিলেন—"তোমরা ভীরু—কাপুরুষ। একজন হিন্দু মসীজীবী এমন প্রতাপের সহিত মুহুর্মুহুঃ গোলা চালাইতেছে—আর তোমরা জীবনের ভয়ে ভীত হইয়াছ?"

সেনাপতিগণ আর দ্বিরুক্তি করিল না—ক্ষুব্ধচিত্তে অগ্রসর হইল। বুঝিল উভয় পক্ষের গোলার আঘাতে তাহাদিগকে মরিতেই হইবে। তাহারা মৃত্যু পণ করিয়া উল্কাপিণ্ডের ন্যায় ছুটিয়া চলিল। শওকতজঙ্গ ভাবিলেন আর কেন? যুদ্ধ ত ফতে হইয়াছে! তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া পটমণ্ডপে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। পরিপূর্ণ পান-পাত্র তাঁহার শিরায় শিরায় অনল ছুটাইল—তিনি নর্ত্তকীদিগের নৃত্য গীতে মনোনিবেশ করিলেন!

বাঙ্গালী শ্যামসুন্দর তখনও প্রাণপণে যুঝিতেছিলেন—তখনও তাঁহার কামান আরক্তিম লৌহপিণ্ড নিক্ষেপ করিতেছিল। সহসা বিপক্ষের একটী গোলার আঘাতে তিনি কামানের পার্শ্বে পতিত হইলেন—শওকতজঙ্গের নবাবী ফুরাইল!

শওকতের অশ্বারোহিসেনা যখন পঙ্ক মধ্যে পতিত হইয়া গতিশক্তি-হীন, তখন বিপক্ষের কামান তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল। যাহারা পারিল তাহারা হটিতে লাগিল! সেনাপতিগণ ভাবিলেন, এখন নবাব শওকতজঙ্গকে সম্মুখে আনিতে পারিলে সেনাগণ উৎসাহিত হইবে। নবাব তখন পটমণ্ডপে সংজ্ঞাশূন্য—তাঁহার পটমণ্ডপ তখন নর্ত্তকীদিগের নূপুর-শিঞ্জনে মুখরিত!

সেনাপতিগণ সেইরূপ অবস্থাতেই তাঁহাকে হস্তিপৃষ্ঠে তুলিয়া যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আনিলেন। তাঁহাকে আর বহুক্ষণ এ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইল না। বিপক্ষের গোলার আঘাতে তাঁহার ললাট বিদ্ধ হইল। তিনি পটমণ্ডপে সুরার প্রভাবে যে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহা আর পুনরুন্মীলন করিতে পারিলেন না! (১)

মণিহারীর যুদ্ধ-কাহিনী বহুদিন বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হইয়াছে; এখন আর কেহ স্মরণ করে না যে, আজ হইতে কিঞ্চিদধিক সার্দ্ধ এক শতাব্দী পূর্ব্বেও মসীজীবী বাঙ্গালী (২) আবশ্যক হইলে লেখনী ফেলিয়া অকুতোভয়ে কামান পরিচালনা করিতে পারিত! বাঙ্গালীর সে শৌর্য্য-বীর্য্য এখন ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিয়া জগৎসমক্ষে প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হয়—তাহাকে এখন সমরাঙ্গণে লইবার জন্য কত সভা সমিতির প্রয়োজন হয়!

বাঙ্গালীর কামান

বাঙ্গালী যে সেকালে কেবল কামান-চালনাই করিয়াছে তাহা নহে, আবশ্যক মত উহা প্রস্তুতও করিয়াছে। নবাব সিরাজউদ্দৌলার কতক-গুলি বৃহদায়তন কামান ছিল; সেগুলি দেশীয় লোকের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল। কলিকাতা ও কাশীমবাজার অবরোধের পর নবাব কতকগুলি 'ফিল্ড্ পিস্' আনিয়া-ছিলেন। সে সকল কামান কোম্পানী-বাহাদুরের। য়ুরোপ হইতে সেগুলি আনা হইয়াছিল। নবাব সেই ফিল্ড্ পিসের অনুকরণে ২০টী এমন সুন্দর কামান প্রস্তুত করাইয়াছিলেন যে, য়ুরোপীয় কামানের সহিত এক স্থানে রাখিলে আসল নকল বুঝিতে পারা যাইত না। (৩) এই

(১) *Stewart's History of Bengal*—Pp. 578-580 (Bangabasi Edn.)

(২) শ্যামসুন্দর বাঙ্গালী কায়স্থ ছিলেন—মুতাক্ষরীণ।

(৩) Sirajud-Dowla had 20 of the latter (field pieces) so well constructed by his own people, that they could hardly be known from those made in Europe.—A Defence of Mr. *Vansittart's conduct.*

প্রসঙ্গে হাবড়া (দয়ারপুর) নিবাসী শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ কর্ম্মকারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বগ্রামে সামান্য লেখা-পড়া শিক্ষা করিয়া তিনি শেষে নিজের উদ্যম ও প্রতিভাবলে নেপাল রাজদরবারে মহারাজা বীর সমসের জঙ্গ বাহাদুর কর্ত্তৃক প্রদত্ত কাপ্তেন পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাজকৃষ্ণ বাবু এবং তাঁহার কর্ম্মসঙ্গী বাঙ্গালী কর্ম্মকার শ্যামাচরণ, দিগম্বর চন্দ্র, গিরীশচন্দ্র, কৈলাসচন্দ্র ও যদুনাথ আধুনিক সমুন্নত কামান, বন্দুক এবং মেসিনগান (Machine-gun) পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নেপালে উন্নত ধরণের কামান-বন্দুকের কারখানা স্থাপন করিয়া বঙ্গের এই শিল্পচূড়ামণি সুদূর নেপালে বাঙ্গালীর প্রতিভার জলন্ত নিদর্শন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সেকালে ঢাকা, মুর্শিদাবাদ ও বিষ্ণুপুরে যে সকল কামান নির্ম্মিত হইত, ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ তাহার কত প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন! কামান শুধু লৌহের দ্বারাই প্রস্তুত হইত না— পিত্তল দ্বারাও হইত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নামাঙ্কিত একটী কামান মুর্শিদাবাদের শেলেখানায় এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

১৭৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে নবাব সিরাজের কত সৈন্য ছিল তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা পাওয়া যায়। উহাতে প্রকাশ—কলিকাতায়—২০০ অশ্বারোহী, ১১০০ বরকন্দাজ, ৫০০ পাইক সেনা এবং টানার দুর্গে ৩০০ পাইক সেনা ছিল। (১) এই তালিকা সম্পূর্ণ নির্ভর-যোগ্য নহে, কারণ ঐ ডিসেম্বর মাসেই রাজা মাণিকচাঁদ কলিকাতার শাসনকর্ত্তা ছিলেন। বজবজের সন্নিকটে মুক্ত প্রান্তরে যখন লর্ড ক্লাইব সসৈন্যে বিশ্রাম করিতেছিলেন তখন মাণিকচাঁদ সহসা ১৫০০ অশ্বারোহী ও দুই সহস্র পদাতিক সহ উপস্থিত হইয়া কোম্পানার

পাইক সেনা

(১) *Old Fort William in Bengal*: C. R. Wilson, Vol II P. 99.

সেনাদলকে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ বজবজের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

কোম্পানী বাহাদুর এই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও নানা কারণে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক মাণিকচাঁদকে রণভীরু না বলিয়া, বিশ্বাসহন্তৃরূপেই পরিচিত করিয়াছেন। (১)

পূর্ব্বকথিত পাইক সেনা বাঙ্গালার ও আসামের ইতিহাসে সুপরিচিত। বঙ্গের সুলতান ফতেশাহের বহু পাইক ছিল। তাহারা তরবারি ও ভল্লধারী পদাতিক সৈন্য। অস্ত্রধারী পদাতিক সেনা বুঝাইবার জন্য কোম্পানীর পত্রাদিতেও 'পাইক' শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। (২) সে কালে সুলতানদিগের জীবন আদৌ নিরাপদ ছিল না বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা পাইক সেনা পরিবেষ্টিত রাজপ্রাসাদে বাস করিতেন। (৩) এখনও পাইক শব্দের ব্যবহার আছে। সেকালে যে পাইক অসি চর্ম্ম ধারণ করিত, একালে সে যষ্টির আশ্রয় লইয়াছে।

পুরাতন কথা

সিরাজউদ্দৌলা কিরূপে ঊর্ণনাভের পাশে ধীরে ধীরে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, কিরূপে আলিনগরের (কলিকাতার) দ্বারদেশে নৈশ রণ ঘটিয়াছিল, কিরূপে সেই রণাবসানে কোম্পানীর সেনা পরাজিত হইয়া (৪) পলায়মান হইয়াছিল,

(১) সিরাজউদ্দৌলা—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়। ৫৬৬ পৃষ্ঠা।
বাঙ্গালার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৩৯ পৃষ্ঠা।

(২) *Old Fort William in Bengal*: C. R. Wilson, Vol I, P. 147.

(৩) *Stewart's History of Bengal*—P. 117 (Bangabasi Edn.)
A History of Assam—Gait.

(৪) অর্ম্মে লিখিত ইতিহাসে এই নৈশ রণের বর্ণনা আছে। ষ্টুয়ার্টের ইতিহাসে যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাহাতে কোম্পানীর সেনার পরাজয়ের কথা স্পষ্টতঃ কথিত হয় নাই। (*Stewart's History of Bengal*—p. 587); সিরাজউদ্দৌলা—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—২৮৫ ২৮৭ পৃষ্ঠা।

কিরূপে নবাবের অশ্বারোহী সেনা তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া কোম্পানীর দুইটী কামান কাড়িয়া লইয়াছিল—কিরূপে ১২০ জন য়ুরোপীয় সেনা ও শতাধিক সিপাহী রুধিরাক্ত দেহে কর্দ্দমলিপ্ত রণভূমে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল (১)—এ সকলই পরিচিত পুবাতন কাহিনী। নৈশ রণের কোলাহল নীবব হইলে পর কিরূপে নবাবের সহিত সন্ধি সংঘটিত হইয়াছিল ইতিহাস-পাঠকগণের নিকট তাহা অবিদিত নাই। এই যুদ্ধ-ব্যাপারেই সিরাজউদ্দৌলা বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, মীরজাফর প্রভৃতি কতকগুলি প্রধান অমাত্যের উপর সবিশেষ আস্থা স্থাপন করা নিরাপদ নহে! (২) আলিনগরের এই সন্ধির পর কি কারণে কোম্পানীর সহিত ফরাসীদিগেব বিবাদ বাধিয়াছিল সে কাহিনীও পুরাতন। সে বিবাদের চবম পরিণতি চন্দননগরের যুদ্ধে প্রকাশিত হইয়াছিল। লর্ড ক্লাইব যখন ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ১৪ই মার্চ্চ তারিখে চন্দননগর আক্রমণ করেন, তখন ২০০০ মুসলমান-সেনা ফরাসীর পক্ষে সজ্জিত ছিল। কেহ কেহ বলেন চন্দননগরের কর্ত্তা মসিয় রেনল্ট (M. Renault) অর্থদানে ইহাদিগকে নিযুক্ত কবিয়াছিলেন (৩); কেহ বলেন ইহারা নবাবী সৈন্য—ফৌজদার নন্দকুমারের নেতৃত্বে নবাবের আদেশে প্রেরিত হইয়াছিল—নন্দকুমার উৎকোচে বশীভূত হইয়া যুদ্ধকালে এই সেনাদল সরাইয়া লইয়াছিলেন। যদি তিনি যুদ্ধ

(১) এই যুদ্ধে ইংরাজ পক্ষের ৫৭ জন হত ও ১১৭ জন আহত হয় বলিয়া বাঙ্গালার ইতিহাসে কথিত হইয়াছে। বাঙ্গালার ইতিহাস—স্বর্গীয় কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়। ২৪৫ পৃষ্ঠা।

(২) *Scrafton's Reflectiors.*

(৩) *Three Frenchmen in Bengal* : S. C. Hill, P. 33.

করিতেন তাহা হইলে কোম্পানীর জয়লাভ করা সম্ভব হইত না। (১) যাহা হউক, এই সকল পুরাতন কাহিনী ইহাই প্রকাশ করে যে, পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বাঙ্গালী বঙ্গের রাষ্ট্রনীতির সহিত সংযুক্ত থাকিয়া সর্ব্বদা যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইত! নবাব সিরাজউদ্দৌলা কি কোম্পানী-বাহাদুর, ফরাসী কি ওলন্দাজ—অর্থ দিতে পারিলেই বাঙ্গালা হইতে সেনা সংগ্রহ করিতে পারিতেন। সেকালের রাষ্ট্রনৈতিক কল-কোলাহলের সহিত জনসাধারণের যে একেবারেই কোন সম্বন্ধ ছিল না তাহা নহে—তবে উহা রাজসভাকেই অধিক মুখরিত করিয়া রাখিত—রাজ-অমাত্যবর্গকেই অধিক উত্তেজিত করিত—রাজসভার সহিত যাহাদের সম্বন্ধ ছিল তাহাদিগকেই নানা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত করিত।

ফরাসী কোর্টিন্

চন্দননগর হস্তচ্যুত হইলে পর ২২ শে জুন পর্য্যন্ত ঢাকায় থাকিয়া ফরাসী কোর্টিন্ মুষ্টিমেয় লোক লইয়া ফরাসী বীর মসিয়ু লার সহিত মিলিত হইবার মানসে ঢাকা হইতে যাত্রা করিলেন। ঐতিহাসিক অর্ম্মে বলেন যে, সে সময় কোর্টিনের সহিত ১০০ সিপাহী ছিল। (২) কোর্টিন্ তাঁহার পত্রে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার সহিত মাত্র ২৫।৩০ জন 'পিওন' ছিল। (৩) লার সহিত মিলিত হওয়া অসম্ভব দেখিয়া কোর্টিন্ ১০ই জুলাই দিনাজপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। রাজা রামনাথ তখন

(১) If these troops were not withdrawn, it would have been highly improbable to gain the victory—*Select Committee*, 10th April, 1757.

Thornton's History of the British Empire—Vol I, P. 221.

Stewart's History of Bengal—P. 589 (Bangabasi Edn.).

(২) *Orme* : Book VIII, P. 285.

(৩) *Three Frenchmen in Bengal*, S. C. Hill—P. 139.

দিনাজপুরের অধিপতি। তখনও তাঁহার ৫০০০ পদাতিক এবং কতকগুলি অশ্বারোহী ছিল। (১) এ সকল সৈন্য কি দিনাজপুর এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সংগৃহীত হয় নাই ?

দিনাজপুরপতির আদেশ লইয়া বীরপ্রবর কোর্টিন্ একটী দুর্গ নির্ম্মাণ করিলেন। তাঁহার প্রতিপত্তি দর্শনে লোকে তাহাকে "ফিরিঙ্গি রাজা" বলিয়া অভিহিত করিত। কোর্টিনের দুর্গ যখন প্রায় সুরক্ষিত হইয়াছে তখন পূর্ণিয়ায় বিদ্রোহ দেখা দিল। হাজির আলির্খাঁ রাজনগরী অধিকার করিয়া সাহায্যের জন্য কোর্টিনের নিকট পুনঃ পুনঃ পত্র লিখিতে লাগিলেন। কোর্টিনের সেনা না থাকিলে এরূপ সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন ছিল না। তিনি ২৫।৩০ জন মাত্র 'পিওন' লইয়া ঢাকা ত্যাগ করিযাছিলেন ; সুতরাং অনুমান হয় যে, দুর্গ রচনা করিয়া তিনি নবীন সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই নবীন সেনাদল দিনাজপুরের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল, কারণ কোর্টিন্ যেরূপ অবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন তাহাতে দূর দেশ হইতে বহু অর্থ ব্যয়ে সৈন্য সংগ্রহ করিবার সুবিধা তাঁহার ছিল না!

ফিরিঙ্গি রাজা

কোর্টিন্ বিদ্রোহীদলে যোগদান না করিয়া বঙ্গে আসিবার জন্য চেষ্টিত হইলেন। এদিকে লর্ড ক্লাইবের আদেশে রঙ্গপুরের ফৌজদার কাশিম আলির্খাঁ কোর্টিন্‌কে ধৃত করিবার জন্য সেনা প্রেরণ করিলেন। অশ্বারোহী ও পদাতিকে ৬০০ সেনা কোর্টিনের পথ রোধ করিল। শেখ ফৈজুল্লা এই যুদ্ধের নেতা হইলেন। দিনাজপুরের কান্তনগরে কোর্টিনের সহিত ফৈজুল্লার যুদ্ধ আরম্ভ হইল। কোর্টিনের পত্র হইতে জানা যায় যে, তখন ফৈজুল্লার

কান্তনগরের যুদ্ধ

(১) *Three Frenchmen in Bengal* S. C. Hill—p. 141.

অধীনে ৩ সহস্র সেনা ছিল! ইহারা কি বাঙ্গালী নহে? কোর্টিন্ যখন দেখিলেন, সেনানায়ক ফৈজুল্লা কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক, তখন লর্ড ক্লাইবের নিকট পত্র লিখিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। মিঃ স্ক্রাফ্‌টন্ লর্ড ক্লাইবের নিকট যে পত্র লিখিয়াছিলেন (১২ই মার্চ্চ, ১৭৫৮) তাহা হইতে জানা যায় যে, এ সময়ে কোর্টিনের অনুচরদিগের মধ্যে চট্টগ্রামবাসী কতকগুলি লোক এবং ২০ জন 'পিওন' ছিল। (১)

নবাব সিরাজউদ্দৌলার কাল পূর্ণ হইয়া আসিতেছিল; ভাগ্যস্রোত অতি প্রবল বেগে তাঁহাকে পলাশীর দিকে টানিতে লাগিল। প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন সে শক্তি তাঁহার আর ছিল না! মীরজাফর, জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, দুর্লভরাম, উমাচরণ, মাণিকচাঁদ প্রভৃতি সিরাজের চতুর্দ্দিকে গুপ্তরাজদ্রোহের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিলেন। কৃষ্ণনগরাধিপতির রাজ্য তখন সমুদ্রকূল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। (২) তিনিও সেই অনলে ইন্ধন সংযোগ করিলেন। পুণ্যব্রত-ধারিণী বীর রমণী মহারাণী ভবানী—যাঁহার রাজ্যের চতুঃসীমা ভ্রমণ করিয়া আসিতে সেকালে ৩৫ দিন সময় লাগিত—শুনিতে পাওয়া যায় শুধু তিনিই স্ত্রীজনোচিত শঙ্খ, বলয়, সিন্দূর ও চীনাম্বর প্রেরণ করিয়া মন্ত্রণা-সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর প্রদান করিয়াছিলেন!

সমাধির আয়োজন

সিরাজের সমাধির সকল আয়োজন যখন তাঁহার অজ্ঞাতে শেষ হইয়া গেল, তখন তিনি ৩৫০০০ পদাতিক ও ১৫০০০ অশ্বারোহী লইয়া পলাশীর আম্রকাননে শিবির সংস্থাপন করিলেন। মান্দ্রাজ হইতে লর্ড ক্লাইবের সহিত ১৫০০ সিপাহী

পলাশী

(১) *Three Frenchmen in Bengal*—S. C. Hill—Pp. 144-156.

(২) ক্ষিতীশ বংশাবলী চরিত।

ও ৯০০ গোরা সৈন্য আসিয়াছিল। বাঙ্গালা হইতেও অবৈতনিক সেনা এবং সিপাহী সংগৃহীত হইল। যুদ্ধকালে কিঞ্চিদধিক ৩২০০ সেনা লর্ড ক্লাইবের নেতৃত্বাধীনে সমবেত হইল। যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্লাইব একান্ত চিন্তিত হইলেন—"কি হয়, কি হয় রণে জয় পরাজয়।" তিনি দেখিলেন—সম্মুখে তরঙ্গভঙ্গবহুলা ভাগীরথীর জলোচ্ছ্বাস—তাহা অতিক্রম করিয়া রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হওয়া দুরূহ নয়; কিন্তু পর পারে যদি ভাগ্যবিধাতা বাম হন, তাহা হইলেত তাঁহার মুষ্টিমেয় সেনার একজনও ফিরিবে না! (১) পরে মহাসভায় সাক্ষ্যদান কালে তিনি বলিয়াছিলেন—মনে হইয়াছিল, যদি পরাজিত হই তাহা হইলে পরাজয়বার্ত্তাবাহী পর্য্যন্তও কেহ আর থাকিবে না। (২) ক্লাইব ভাবিতে লাগিলেন—"বর্ত্তমান অবস্থায় অন্যের সাহায্য না লইয়া আত্মবলেই নবাব-শিবির আক্রমণ করিব, কি দেশীয় শক্তির সহায়তা না পাওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিব।" (৩) এই "দেশীয় শক্তি" অর্থে কি বুঝিতে হইবে? ইহা কি শুধু মহারাষ্ট্র-শক্তিই সূচিত করে, না বঙ্গের শক্তিশালী ভূস্বামিবর্গের সাহায্যও সূচিত করে? (৪) যুদ্ধের পূর্ব্বে ক্লাইব যে বর্দ্ধমানপতির নিকট অশ্বারোহী সেনা চাহিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন ইহা

(১) Before him lay a river over which it was easy to advance, but over which, if things went ill, not one of his little band would ever return —*Macaulay's Lord Clive.*

(২) Had a defeat ensued, "not one man *would have* returned to tell it."—*First Report* : *Select Committee*, 1772, P. 149.

(৩) Whether in our present situation, without assistance, and on our own bottom, it would be prudent to attack the Nabob, or whether we should wait till joined by some COUNTRY POWER ?—Sir John Malcolm. c. f. *Clive's Evidence First Report*, P. 144.

(৪) *Orme*—Vol II, P. 170.

জানিতে পারা যায়। কেবল মেজর কূটের সাক্ষ্যে (১) ও অর্ম্মের গ্রন্থে প্রকাশ যে, মহারাষ্ট্রদিগের কথাই ক্লাইব তখন ভাবিতেছিলেন। ইহা কি ঠিক? (২)

যুদ্ধারম্ভ হইল। ফরাসীর কামান নবাবপক্ষে প্রথম ডাকিল। "লক্ষবাগ" আম্রকানন কম্পিত হইয়া উঠিল। মৃগয়ামঞ্চের পার্শ্বে ক্লাইবের ব্যূহ রচিত হইয়াছিল। দূরে মীরজাফর, ইয়ার লতিফ এবং রায় দুর্লভ অর্দ্ধচন্দ্রাকারে আম্রবন বেষ্টন করিতে লাগিলেন। ফরাসী বীর সিন্ফ্রেঁ এক পার্শ্বে, অপর পার্শ্বে বাঙ্গালী বীর মোহনলাল— মধ্যস্থলে বাঙ্গালী সেনাপতি মীরমদন আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন। বহু হস্তীর পৃষ্ঠে সুন্দর কারুকার্য্যখচিত রক্তবর্ণ আস্তরণগুলি রবিকরে রক্তিমচ্ছটা বিকাশ করিল—অশ্বারোহীর মুক্ত শাণিত কৃপাণ প্রভাত-তপনে জ্বলিয়া উঠিল—বৃহদায়তন নবাবী কামান বলীবর্দ্দ কর্ত্তৃক বাহিত হইয়া ঘর্ঘরনাদ সমুত্থিত করিল, নানা বর্ণের রাজপতাকা মৃদু পবনে সঞ্চালিত হইয়া দুলিতে লাগিল। কোম্পানীর সেনা মনে করিল— ইহারা দুর্ব্বার বৈরি।

নবাবের কামান প্রতিমুহূর্ত্তে গর্জ্জন করিতে লাগিল—মীরমদনের কামান প্রতিক্ষণে তপ্ত লৌহপিণ্ড উদ্গীরণ করিতে লাগিল—ধূমপুঞ্জে গগনতল সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। কোম্পানীর কামানের গোলায় নবাবসৈন্য ধরাশায়ী হইতে লাগিল। যুদ্ধের অবস্থা গুরুতর দেখিয়া ক্লাইব স্থির করিলেন, সমস্ত দিন আম্রকাননে আত্মরক্ষা করিয়া মধ্য রাত্রে নবাবশিবির আক্রমণ করিবেন। (৪)

(১) *Coote's Evidence*, First Report, P. 153.
(২) *Thornton's History of the British Empire*, Vol I, P. 239.
(৩) *Scrafton's Reflections.*
(৪) *Orme*—Vol II, P. 175.

আকাশে আষাঢ়ের নবীন মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছিল—উহা ক্রমে ক্রমে গগন ছাইয়া ফেলিল। মধ্যাহ্নে মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া মীরমদনের বারুদ ভিজাইয়া দিল, সুতরাং তাঁহার কামান অপেক্ষাকৃত শিথিল হইয়া পড়িল! এমন সময় বিপক্ষের গোলার আঘাতে বঙ্গবীরের উরুদেশ ছিন্ন হইয়া গেল—তিনি ভূপতিত হইলেন! লোকে যখন তাঁহাকে বহিয়া আনিয়া নবাবের শিবিরে উপস্থিত করিল তখন তাঁহার আসন্ন সময় উপস্থিত হইয়াছে! অন্যান্য সেনাপতিগণ যে যুদ্ধ করিতেছে না এই সংবাদ মাত্র নিবেদন করিতে করিতেই মীরমদনের প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল! (১) নবাব হায় হায় করিয়া উঠিলেন। এমন যে ঘটিবে তাহা ত তিনি যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্ব রজনীতেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন;—একাকী নির্জ্জন পটমণ্ডপে ক্ষণ গণনা করিতে করিতে চিন্তায় যখন তিনি আত্মহারা, তখন চক্ষের সম্মুখ হইতেই ধূর্ত্ত চোর তাঁহার 'ফরশী' লইয়া প্রস্থান করিল! বিরক্ত হইয়া তিনি তখনই বলিয়াছিলেন—'হায়! আমি না মরিতেই কি তোমরা আমাকে মৃত বলিয়া গ্রহণ করিলে?' (২)

মীরমদনের কথা কেহ আর এখন স্মরণ করে না—ফরিদপুরের পূর্ব্বদিকে ফরিদটোলায় তাঁহার ক্ষুদ্র সমাধির উপর কেহ আর বীরপূজার অর্ঘ্য অর্পণ করে না। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বেও ঐতিহাসিক বেভারিজ সাহেব সেই সমাধি ক্ষেত্র দর্শন করিয়া লিখিয়াছিলেন—মীরমদনই পলাশীক্ষেত্রের প্রকৃত মুসলমান বীর। (৩)

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 600 (Bangabasi Edn.)

(২) *Stewart's History of Bengal*—P. 599 (Bangabasi Edn.)

(৩) The real Musulman hero of Plassey was Mir Madan and unfortunately for his fame he is not burried here, but at Faridtola,

বঙ্গবীর মোহনলাল বিপুল বিক্রমে যুদ্ধ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহাকেও রণক্ষেত্র ত্যাগ করিতে হইল। আহত মোহনলাল নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও যখন রণভূমি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন, তখন পশ্চিম গগন লোহিত রাগে রঞ্জিত হইতেছে। তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া সেনাগণও অবিলম্বে রণে ভঙ্গ দিল—পলাশীর ইতিহাসবিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র নিশার আবরণে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। (১) শেষ ফল অত্যন্ত সমুজ্জ্বল, তাই পলাশীর যুদ্ধ একটা বৃহৎ ব্যাপার বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে; কিন্তু শক্তি-পরীক্ষার মানে তুলিত করিয়া সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ম্যালেসন এ যুদ্ধকে মহাযুদ্ধের গৌরব দানে অসম্মত হইয়াছেন। (২)

মোহনলাল সমরক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন বটে কিন্তু সিরাজকে ত্যাগ করিলেন না। রাজধানীতে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, নবাব বহু অর্থ দান করিয়াও আর নূতন সেনা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই (৩), পলায়ন করিয়াছেন—তখন তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্য ভগবানগোলার দিকে অগ্রসর হইলেন। মীরজাফরের চর সিরাজকে ও তাঁহাকে

east of Faridpur, and about 5 miles north of Plassey.—*Old places in Murshidabad*: H. Beveridge, I. C. S.: Art. 5 in the *Calcutta Review*, Vol XCIV. P. 343.

c. f—Mir Madan was a Dacca man, and of humble origin. He was made Mir Bakshi or Commander-in-Chief, in the room of Mir Jaffar.—*Ibid* P. 344 (Note).

(১) *Stewart's History of Bengal*—P. 601 (Bangabasi Edn.)

(২) *Decisive Battles of India*—Col. Malleson, P. 73.

(৩) As a last resource, the Nabob opened the doors of his treasury, and distributed large sums to the soldiers; who received his bounty and deserted him with it to their homes.—*Scott's History of Bengal*, P. 369.

ধৃত করিবার জন্য গ্রামে গ্রামে ছুটিল। বন্দীকৃত মোহনলালের ধন-সম্পদ্ ও জীবন সমস্তই রায় দুর্লভের হস্তে শেষ হইয়া গেল—সিরাজের শোণিতধারায় মুর্শিদাবাদের রাজপথ অনুরঞ্জিত হইল! (১)

সেনা-পরিবেষ্টিত বিজয়ী বীর লর্ড ক্লাইব পলাশীর যুদ্ধের সপ্তাহ মধ্যে জয়গর্ব্বে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া, মীরজাফরের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বাঙ্গালার সিংহাসনে সংস্থাপিত করিলেন।

বাঙ্গালার মোগল-শাসন সমাপ্ত হইল।

পলাশীর কর্দ্দমাক্ত ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরদিন যে সূর্য্যকিরণ জ্বলিয়া উঠিল, তাহা এক নবযুগের নবীন জীবন আনিয়া দিল। মোগলের রাজদণ্ড তখন শিথিল-হস্ত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে—কোম্পানী-বাহাদুর উহা তুলিয়া লইলেন। পলাশীর বিজয় সে দিন ভারতবর্ষে যে একটী কর্ম্মবীর, অসমসাহসিক, বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্, সুচতুর মহাজাতির জয়স্তম্ভ প্রোথিত করিয়া এদেশে নূতন ভাব, নূতন চিন্তাধারা, নবীন কর্ম্মপ্রবাহ, অভিনব শাসননীতি ও অদৃষ্টপূর্ব্ব জ্ঞান-ভাণ্ডার আনিয়া দিল তাহারই ফলে পুরাতন ভারতবর্ষের জীর্ণ কায়া প্রতিদিন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে।

এ গৌরব যে শুধু ইংরাজ সৈনিকের প্রাপ্য তাহা নহে। ইহা বঙ্গ-বীরেরও গৌরব-কাহিনী। সেদিন যাহারা লর্ড ক্লাইবের সহিত একত্রে রণাঙ্গনে প্রবেশ করিয়াছিল তাহাদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর অভাব ছিল না। এই ৩৯ সংখ্যক সৈন্যদল পরবর্ত্তীকালে "লাল পল্টন" নামে খ্যাত হইয়াছিল। পলাশী-সমরে তাহারা বিশেষ ভাবে নিযুক্ত হইয়া-

(১) *Scott's History of Bengal*—P. 371.
Stewart's History of Bengal—P. 604 (Bangabasi Edn.)
Orme, Vol II, P. 184.

ছিল বলিয়া আজিও তাহাদের জয়পতাকায় পলাশীর নাম লিখিত রহিয়াছে। (১)

লাল পল্টন

সিপাহী যুদ্ধের ঐতিহাসিক কে এবং ম্যালেসন্ এই "লাল পল্টনের" গৌরব-গীতি গাহিয়া কহিয়াছেন—একদল বাঙ্গালী সিপাহী তাহাদিগের মান্দ্রাজের সহকর্ম্মিদিগের সহিত একত্রে পলাশীতে যুদ্ধ করিয়াছিল। যাঁহারা য়ুরোপের শ্রেষ্ঠ সেনাকুল দেখিয়াছেন, তাঁহারাও অসঙ্কোচে বলিয়াছেন যে, বাঙ্গালী সিপাহী অত্যুৎকৃষ্ট যোদ্ধা।

ঐতিহাসিক ব্রুমের "বেঙ্গল আর্ম্মির" ইতিহাস অবলম্বনে কেহ কেহ কহিয়া থাকেন যে, উদ্ধৃত উক্তি নির্ভরযোগ্য নহে, কারণ ম্যালেসন্ অন্যকথা প্রসঙ্গে বিশেষ বিচার না করিয়াই বাঙ্গালী সৈন্য সম্বন্ধে উক্ত অভিমত প্রচার করিয়াছেন—"বেঙ্গল আর্ম্মির" আলোচনা করিয়া উহা বলেন নাই! কর্ণেল ব্রুম্ 'বেঙ্গল আর্ম্মির'ই ইতিহাস রচনা করিয়া কহিয়াছেন যে, বাঙ্গালী সৈন্য লর্ড ক্লাইবের অধীনে যুদ্ধ করে নাই! সুতরাং ব্রুমই প্রামাণ্য! (২) কিন্তু ব্রুমের উক্তিই প্রকৃত প্রস্তাবে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে—পারিপার্শ্বিক অবস্থা

---

(১) Praise was more particularly given to the 39th Regiment which still bears on its banners the name of "PLASSEY" and the motto, PRIMUS IN INDIS—*Great battles of the British Army*, P. 169 সিরাজউদ্দৌলা—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—৩৭৯ পৃষ্ঠা।

(২) It was from such men (adventurers from the northward) and their immediate descendants that the selection was made, and in the corps then and subsequently raised in and about Calcutta were to be found Pathans, Rohillas, a few Jats, Rajputs and Brahmins. The natives of the Province (Bengal proper) were never entertained as soldiers by any party.—Broome's *History of the Bengal Army* : Chapt. II, Pp. 92-93.

এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকদিগের অভিমত তাঁহার উক্তির সমর্থন করে না।

কর্ণেল ম্যালেসন্

ম্যালেসন্ কৃত লর্ড ক্লাইবের জীবনী আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, যে সকল উপাদান সংগ্রহ করিয়া কর্ণেল ক্রম্ তাঁহার পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহার প্রত্যেকটীই ম্যালেসন্ নিজে পরীক্ষা করিয়াছিলেন এবং আবশ্যক মত কতকগুলি ব্যবহারও করিয়াছিলেন। (১) ক্রমের ইতিহাস রচিত হইবার পর ম্যালেসন্ সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছিলেন। ক্রম্ ম্যালেসনের পরম বন্ধু ছিলেন, সুতরাং ইহাই অনুমান হয় যে, বন্ধু ক্রমের উক্তির প্রতিবাদ স্বরূপেই ম্যালেসন্ বঙ্গ-সৈন্যের জয় গান গাহিয়াছেন। কর্ণেল ম্যালেসনের ন্যায় একজন পণ্ডিত ও বিচক্ষণ ঐতিহাসিকের উক্তিকে সহসা অপ্রামাণ্য বলা চলে না। দেখা যাইতেছে যে, ভিন্ন ভিন্ন সময়েও ভিন্ন ভিন্ন নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক ম্যালেসনের ন্যায় একই অভিমত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

ইংলিশ

'লাল পল্টনের' নাম এখন লোকে বিস্মৃত হইয়াছে বটে কিন্তু তাহার কীর্ত্তিকাহিনী বিস্মৃত হইবার নহে। সেকালে লাল পল্টন Primus in Indis বলিয়া পরিচিত ছিল। ইংরাজ-প্রতিষ্ঠার ঊষায় লাল পল্টনের হৃদয়শোণিতেই শিলা-বিন্যাস করিয়া যে কীর্ত্তিসৌধ নির্ম্মিত হইয়াছিল, এখন তাহা শত স্বর্ণ চূড়ায় সুশোভিত হইয়াছে। এখনও যাঁহারা রাজকার্য্যে প্রাণপাত করিতেছেন, গবর্ণমেণ্টের গুণানুগ্রাহিতা তাঁহাদের জন্য রাজসম্মান ও জায়গীরের ব্যবস্থা করিতেছে। সেকালের ইতিহাস আলোচনা করিলেও দেখা

---

(১) Colonel Broome was my intimate and valued friend...... He had collected an enormous mass of materials......I have seen and handled them......

—Malleson's *Lord Clive* : Preface.

যাইবে যে, যে সকল বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান লাল পল্টনে যোগ দিয়া ইংরাজশক্তিকে বাঙ্গালায় ও ভারতে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল, কোম্পানী বাহাদুর তাহাদিগের অনেকের জন্য জায়গীরের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। সে জায়গীর তৎকালে "ইংলিশ" নামে পরিচিত ছিল। (১) মালদহের কালেক্টরীর দপ্তর আজিও ইহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। যাহারা 'ইংলিশ' লাভ করিয়াছিল তাহারা বাঙ্গালী—অন্য দেশের লোক ছিল না।

পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চদশ বর্ষ মাত্র পরে যে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইযাছিল, বাঙ্গালার সেই ইতিহাসে ঐতিহাসিক বোল্‌টস্

ঐতিহাসিক বোল্‌টস্

বলিয়াছেন—বাঙ্গালীরাই আমাদের ভারতীয় যুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করে; অনেক যুদ্ধ শুধু তাহারাই করিয়াছে—গোরা সৈন্যকে একবারও বন্দুক ছুঁড়িতে হয় নাই! বঙ্গসৈন্য বহুবার দেখাইয়াছে যে, ব্যক্তিগত সাহসিকতায় তাহারা গোরা-সৈন্য অপেক্ষা কোন অংশে হীন নহে। (২)

বাঙ্গালীর এই বীরকীর্ত্তি বিশপ হেবার প্রমুখ প্রতীচ্য পুরোহিতের প্রশস্তি-পত্রে পরিস্ফুট হইয়া, স্বদেশে ও বিদেশে নিম্নোদ্ধৃত রূপে

বিশপ হেবার

সুপরিচিত হইয়া রহিয়াছে—আমি অনেক স্থানে শুনিয়াছি যে, সমগ্র ভারতবর্ষে বাঙ্গালীরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভীরু বলিয়া পরিচিত। কতকটা এই কলঙ্কের জন্য এবং কতকটা

(১) গৌড়তত্ত্ব—স্বর্গীয় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—বঙ্গদর্শন, কার্ত্তিক, ১৩১৫ সাল।

(২) *Let such who place their security in the pretended degeneracy or effiminacy of the natives [Bangalese] recollect, that they are those very natives who fight our Indian battles; which they have sometimes done without a single musket being fired by our European troops, to whom they have, on many occasions, shown themselves no way inferior in personal courage.—Bolt's Considerations on Indian Affairs : preface.*

তাহাদের অপেক্ষাকৃত অসামরিক আকারের জন্য, বেহার এবং উত্তর প্রদেশ হইতেই সিপাহী সৈন্য সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু লর্ড ক্লাইবের যে মুষ্টিমেয় সেনা অসাধ্য সাধন করিয়াছিল, তাহারা প্রধানতঃ বঙ্গদেশ হইতেই সংগৃহীত হইয়াছিল। (১)

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়াল্টার হ্যামিল্টন বলিয়াছেন—বাঙ্গালীরা ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া কথিত। কিন্তু ইহা বিস্মৃত হইলে চলিবে না যে, আমাদের (ইংরাজের) ভারতাগমনের প্রথম যুগে কেবল ইহাদের দ্বারাই আমাদের অনেকগুলি বাহিনী গঠিত হইয়াছিল। বাঙ্গালী সৈনিক তখন সাহস ও কর্ম্মতৎপরতার সবিশেষ পরিচয় প্রদান করিয়াছিল। (২)

ওয়াল্টার হ্যামিল্টন্

(১) *I have indeed understood from many quarters that the Bengalis are regarded as the greatest cowards in India; and that partly owing to this reputation, and partly to their inferior size, the Sepoy regiments are always recruited from Behar and the Upper Provinces; yet that little army with which Lord Clive did such wonders was raised chiefly from Bengal.*

—*Bishop Heber : Indian Journal, Chap. IV.*

(২) *The native Bengalees are generally stigmatised as pussillanimous and cowardly but it should not be forgotten that at an early period of our military history in India they almost entirely formed several of our battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers.—A Geographical, Statistical and Historical Description of India : Walter Hamilton, Vol I. P. 95.*

c. f "* * * But, then again the physique of the people is inferior. They are an inferior race."

"Is their physique so inferior? I will introduce you to two Bengalis who have come with me to England" (They towered above me and they were as well-proportioned as tall. They smiled on my small stature indulgently) "*It was with the Bengalis that*

উল্লিখিত মন্তব্যগুলি পাঠ করিলে ইহাই মনে হইবে যে, কর্ণেল ক্রম্ তাঁহার গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা পর্য্যন্ত জীবিত থাকিলে আপন অভিমত পরিবর্ত্তন করিয়া ম্যালেসন্ প্রভৃতির সহিত একমত হইতেন।

Clive carried out his conquest. There is a great variety of people and some of them are of very fine physique"—The Sunday Chronicle representative and Mrs. A. Beasant. *The Daily Bengalee*, Dak, July 26, 1919.

ঊনবিংশ শতকের প্রথম ভাগে অনেকগুলি রাজকর্ম্মচারী 'সার্কইট্ জজ্' নামে পরিচিত ছিলেন এবং বাঙ্গালার নানাস্থান পরিদর্শন করিতেন; প্রধান প্রধান নগরে অস্থায়ী বিচারশালা বসাইয়া তাঁহারা বিচার করিতেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। জজেরা ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে সেই সকল প্রশ্নের যে উত্তর দিয়াছিলেন তাহাতেও বাঙ্গালীর বীরত্বের অভ্রান্ত প্রমাণ বর্ত্তমান আছে।

মেদিনীপুর হইতে 'সার্কইট্ জজ' মিষ্টার এইচ্ ষ্ট্রেচি লিখিয়াছিলেন:—There is here, as elsewhere, a very numerous class of the lower orders, ready to serve under my standard, when they can get subsistence... ...No native can greatly distinguish himself as a soldier, for he can never *rise beyond the rank of a subadar; and I understand it has rather been the policy to depress, than to raise them.—H. Strachey, Judge and Magistrate.* Zilla Midnapur, the 30th. January, 1802.

তৃতীয় জজ্ মিষ্টার জেম্‌স্ ষ্টুয়ার্ট বারাণসী হইতে লিখিয়াছিলেন:—*They who think so meanly of the Bengalees (cowards, as they are represented), surely forget, that at an early period of our military history, they almost entirely formed several of our battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers. Jas: Stuart, 3rd Judge: Benares, the 5th February, 1808.*

এই সেদিনও (২৮ জানুয়ারী, ১৯৩৮) বেঙ্গল কাউন্সিলে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে:—To say that the Bengalees were unsuitable physically for military training was to his (Mr. Laidlaw) mind, *nonsense;* Mr. W. B. G. Laidlaw in the Bengal Council on 28th. January, 1938.—The Amrita Bazar Patrika, Town, January 29th, 1938.

পলাশীর যুদ্ধকালে কিঞ্চিদধিক ৩২০০ সৈন্য লর্ড ক্লাইবের নেতৃত্বাধীনে যুদ্ধক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইয়াছিল। ইহাদিগের মধ্যে ২১০০ জন সিপাহী, ২০০ এদেশীয় পর্ত্তুগীজ, ৭৫০ গোরা পদাতিক, ১ গোরা গোলন্দাজ, ৫০ জন গোরা নাবিক ও কয়েকজন এ দেশীয় লস্কর ছিল।

ফলতায় শিক্ষালাভ

এই ২১০০ সিপাহীর মধ্যে বাঙ্গালী সৈন্য ছিল কিনা তাহা লইয়া মতভেদ আছে। কলিকাতার অবরোধ কালে বিপুল নবাব-বাহিনীর সম্মুখে তিষ্ঠিতে না পারিয়া গবর্ণর ড্রেক প্রভৃতি গোরাগণ ও টোপাস্ বা এদেশীয় পর্ত্তুগীজ ভলাণ্টিয়ারগণ যেরূপে পলায়নপর হইয়াছিল, ১৫০০ হিন্দু বন্দুকধারী [বাঙ্গালী] সৈন্যদিগেরও কতক কতক তেমনি পলায়ন করিয়াছিল! যুদ্ধের তৃতীয় দিনেও কলিকাতার দুর্গ মধ্যে যে ১৯০ জন যোদ্ধপুরুষ দেখা গিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে ভলাণ্টিয়ারও যেমন ছিল, বেতনভোগী সিপাহীও তেমনি ছিল। (১) সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ঐতিহাসিক ষ্টুয়ার্টের অভিমত (২) ঠিক নহে। সকল গোরাও পলায় নাই, সকল সিপাহীও পলায় নাই!

Recently......two Companies of Urban Infantry had been raised and they held their camp in Calcutta. The camp was a great success. The companies consist of men of position and enlightenment. It is understood that nearly 800 applications were received for enlistment and about 400 applications *had to be rejected* as the number sanctioned for enrolment was limited.—Rai Bahadur Keshabchandra Banerjee in the Bengal Council on 28th January, 1938: The Amrita Bazar Patrika, Town, January 29th, 1938.

(১) *Cook's Evidence* and Stewart's *History of Bengal* P. 571 (Bangabasi Edn.).

(২) *Stewart's History of Bengal* P. 570 (Bangabasi Edn.)

কলিকাতা অবরুদ্ধ হইলে পলায়ন করা সত্ত্বেও, লর্ড ক্লাইব যদি মান্দ্রাজ হইতে আসিয়া সেই সকল পলায়িত গোরা ও এ দেশীয় পর্ত্তুগীজ সৈন্যদিগকে নূতন করিয়া কুচ-কাওয়াজ শিক্ষা দিয়া পলাশীর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করিয়া লইতে দ্বিধা বোধ না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই একই অপরাধে অপরাধী 'সিপাহী' সৈন্যদিগকে কর্ম্মচ্যুত করিয়া, নূতন সিপাহী গ্রহণ করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পলাশীর যুদ্ধের বহু পূর্ব্বে প্রত্যেক কোম্পানীতে ২০ জন করিয়া "কালো সৈনিক" থাকিত। ইহারা যুদ্ধও করিত—দোভাষীর কার্য্যও করিত। (১) কোম্পানী বাহাদুরের বাঙ্গালার বাণিজ্য বাঙ্গালীর সহিতই চলিত, সুতরাং দোভাষী বাঙ্গালী থাকাই সম্ভব বলিয়া মনে হয়। ইহা ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের কথা। কোম্পানী-বাহাদুর যেমন পরবর্ত্তীকালে টোপাস্‌দিগকেও (এদেশীয় পর্ত্তুগীজ) গ্রহণ করিতেন তেমনি ফোর্ট উইলিয়মের নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেও সৈন্য গৃহীত হইত। ইহারা কি বাঙ্গালী ছিলনা? কোন কোন সরকারি পত্রে ইহারা "other people" বলিয়া পরিচিত। (২)

(১) Have about 220 soldiers, will reduce them when peace, but 20 black fellows in a company, do service in heat of sun and do service for interpretors.—General Letter from Bengal to the Court : 1719 ; *Old Fort William in Bengal*—Vol. I, P. 107 : C. R. Wilson.

(২) Nov. 28, 1748 : Barwell to Boscawen—In my last I took the liberty to write you what I thought necessary concerning our situation and the state of defence we are in......though I have already taken into pay all the Topasses and other people I could possibly procure, but these are very few to be got and the Topasses here are nothing like those on the Bombay side—*Old Fort William in Bengal* : Vol I, P. 213 : C. R. Wilson.

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্য কিরূপ ছিল, মান্দ্রাজ হইতে বাঙ্গালায় আসিয়া সুচতুর লর্ড ক্লাইব সে সংবাদ নিশ্চয়ই সংগ্রহ করিয়াছিলেন; নবাব আলিবর্দ্দীর বাঙ্গালী সেনাপতি ও সৈনিকের ইতিহাস তাঁহার অপরিচিত ছিল বলিয়া বোধ হয় না, মসীজীবী শ্যামসুন্দরের অদ্ভুত কামান-চালনার কাহিনী ক্লাইব অবশ্যই কলিকাতায় আসিয়া শুনিয়াছিলেন। সুতরাং বাঙ্গালাকে বাদ দিয়া শুধু বিহার ও উত্তরাঞ্চল হইতে সৈন্য সংগ্রহের দুরূহ চেষ্টা ক্লাইব কেন করিবেন তাহা বুঝিতে পারা যায় না! ইতিপূর্ব্বেই কর্ম্মশালাগুলি রক্ষার নিমিত্ত কোম্পানী-বাহাদুর স্থানীয় রক্ষীসৈন্য নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইহাদিগকে উপযুক্ত রূপে শিক্ষা না দিয়া অকারণে কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করা হইয়াছিল এরূপ অনুমান করিবার কারণ নাই; বরং আমরা দেখিতে পাই, পরবর্ত্তীকালে যে সকল স্থানীয়-সৈন্য কোম্পানী বাহাদুরের 'সিবন্দী' সৈন্য নামে পরিচিত হইয়াছিল, তাহাদিগকে দিনাজপুরে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে

পলাশীর যুদ্ধের প্রাক্কালে দিল্লীর অবস্থা শোচনীয় হইয়াছিল। সম্রাট্ ক্রীড়াকন্দুকের ন্যায় এক এক বার এক এক শক্তির আশ্রয় লইতেছিলেন। তখন চারিদিকে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা বিরাজ করিতেছিল। সেই সময়ে যুগধর্ম্মের প্রভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যুদ্ধব্যবসায়িগণ বঙ্গে, বিহারে ও দাক্ষিণাত্যে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিল বলিয়া কোন কোন ঐতিহাসিক কহিয়া থাকেন। বাঙ্গালীর উপর যে সেই যুগধর্ম্ম প্রভাব বিস্তার করে নাই, এরূপ অনুমান অসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। হেষ্টিংসের আমলেও যে চট্টগ্রামনিবাসী বঙ্গসৈন্য কোম্পানীর অধীনে কর্ম্ম করিত এবং অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল, সরকারি দপ্তর সন্ধান করিলে সে প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পর ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে যখন ওলন্দাজদিগের সহিত কোম্পানী-বাহাদুরেব গোলযোগ আরম্ভ হইয়াছিল তখন সাত-খানি ওলন্দাজ-অর্ণবপোতে ৭০০ শত পদাতিক ও ৮০০ শত মালয় সৈন্য আসিয়া উপনীত হইল। চুঁচুড়ায় তখন ১৫০ যুরোপীয় গোলন্দাজ এবং বহু সংখ্যক সিপাহী ছিল। ওলন্দাজগণ এই সময়ে বাঙ্গালায় নূতন লোক লইয়া সেনাদল গঠিত করিবাব জন্য ব্যস্ত ছিল। (১) এই নূতন লোকের মধ্যে কি বাঙ্গালী থাকার সম্ভাবনা ছিল না? ইহার দুই বৎসর পূর্ব্বেইত আমরা দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালায় ওলন্দাজদিগেব সৈন্যসংখ্যা ৭৮ জনের অধিক ছিল না। (২) নবাব সিরাজউদ্দৌলা যখন ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা অবরোধ করেন তখন এই কারণেই তাহারা নিরপেক্ষ থাকিতে বাধ্য হইয়াছিল। বাঙ্গালা হইতে সৈন্য না লইলে দুই বৎসরেব মধ্যে কিরূপে তাহাদের বহু দেশীয় সেনা সংগৃহীত হইয়াছিল তাহা বুঝিতে পারা যায় না। মালয় হইতে মাত্র ৮০০ সিপাহী আসিয়াছিল! সেকালের রাজনৈতিক অবস্থাও আমাদের বিশেষরূপে বিবেচনা করা প্রয়োজন। ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরাজ-কোম্পানী, মীরজাফর এবং দিল্লীর ক্রীড়াপুত্তল সম্রাট্ সকলেরই তখন সৈন্যের প্রয়োজন ছিল। আপন আপন শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তখন সকলকেই যথাসম্ভব বলসঞ্চয় করিতে হইয়াছিল। সুতরাং ইহাই অনুমান হয় যে, যাঁহারা যে স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা তথা হইতে বা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতেই অধিক সেনা সংগ্রহ করিতে যত্নবান্ ছিলেন। পেশাদার সৈনিকের তখন চাকুরির অভাব

ওলন্দাজবণিক ও বঙ্গ-সৈন্য

(১) News soon came, however, that the Dutch were *busily enlisting soldiers* and that their fleet was moving up the Hoogly—*Hooghly Dist*: *Gaz*—P. 61.

(২) *Bengal in 1756-57* : Hill : Vol I, XXXVI.

ছিল না। বঙ্গদেশে না আসিলেও সম্রাটের অধীনে নিযুক্ত হইবার সুযোগ তাহাদের ছিল! দিনাজপুরের রাজা, রংপুরের ফৌজদার, ফরাসী কোর্টিন্, চুঁচুড়ার ওলন্দাজ, কলিকাতার কোম্পানীবাহাদুর, বর্দ্ধমানের অধীশ্বর, বীরভূমির নৃপতি প্রভৃতি সকলেরই একালে বহু সৈন্য ছিল। ইঁহারা সকলেই কি বঙ্গের বাহির হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিবার আয়োজনেই ব্যস্ত ছিলেন? শুধু বঙ্গের বাহির হইতে যোদ্ধপুরুষগণ আসিয়াই কি ইঁহাদের বলবৃদ্ধি করিয়াছিল? একালের ন্যায় সেকালে গমনাগমনের সুবিধা ছিল না। সুতরাং দূর স্থান হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া শক্তিসঞ্চয় করা সেকালে অত্যন্ত দুরূহ ছিল। এরূপ অনুমান কি সঙ্গত হইবে যে, সে সময় বঙ্গের বাহির হইতে পঙ্গপালের ন্যায় যোদ্ধপুরুষগণ আসিয়া বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে কর্ম্মপ্রার্থীরূপে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইত—সুতরাং বঙ্গে থাকিয়াই বিনা আয়াসে যথেষ্ট বিদেশী সেনা সংগৃহীত হইতে পারিত?

পলাশীর যুদ্ধের পর চারি বর্ষ মধ্যেই (১৭৬০) কোম্পানী বাহাদুরের সহিত বর্দ্ধমানরাজের যে যুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাতে কোম্পানীর ২০০ সিপাহী পরাজিত হইয়াছিল। বীরভূমি ও বিষ্ণুপুরের রাজা মিলিত হইয়া সেই বৎসরেই ১০।১৫ সহস্র সৈন্য সংগ্রহ পূর্ব্বক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র মেজর হোয়াইট সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া এই মিলিত-বাহিনী পরাভূত করিয়াছিলেন। দামোদরতীরে সজ্যটগোলা নামক স্থানে এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। (১)

সজ্যটগোলার যুদ্ধ

এই ঘটনার প্রায় ত্রিশ বৎসর পর দেখিতে পাই যে, বর্দ্ধমানের

(১) *Burdwan Dist: Gaz*—P. 32.

কালেক্টর সাহেব নিজের দায়ীত্বে একদল সেনা রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। এই সেনাদলে ৭৭ জন সৈন্য ছিল।

দস্যু দমন

সেকালের দস্যুগণ যেরূপ বহুসংখ্যক অনুচর রক্ষা করিত তাহা শুনিলে বিস্মিত হইতে হয়। জীবন নামক একজন দস্যুর ৪০০ অস্ত্রধারী অনুচর ছিল বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ দস্যুদিগকে দমন করিবার জন্য সেকালে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন হইত—সে সকল যুদ্ধে হাউইজার কামান ও এক ব্যাটালিয়ান সৈন্যেরও আবশ্যকতা অনুভূত হইত! (১) যশোহরেব কাহিনীতে দেখিতে পাই, ১৭৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ৩০০০ লোক সমবেত হইয়া লুণ্ঠনে নিযুক্ত হইয়াছিল। মেদিনীপুর ও বীরভূমির ইতিহাসও এইরূপ কাহিনীতে পরিপূর্ণ। (২) অধুনা নড়াইলের ভূস্বামিগণ বঙ্গে বিখ্যাত; কিন্তু ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে মিঃ হেন্‌কেল্ যখন যশোহরের কর্ত্তা ছিলেন তখন নড়াইল-ভূস্বামিদিগের পূর্ব্বপুরুষ তাঁহার নিকট দস্যু ও শান্তিভঙ্গকারী বলিয়া প্রচারিত হইলেন। মিঃ হেন্‌কেলের আদেশে কতকগুলি সিপাহী তাঁহাকে ধৃত করিবার জন্য অগ্রসর হইল। কালীশঙ্করেব পঞ্চদশ শত অনুচর ছিল। তিনি তাহাদিগকে লইয়া রণে অবতীর্ণ হইলেন। তিন ঘণ্টা পর্য্যন্ত যুদ্ধের পর কোম্পানীর শিক্ষিত সিপাহী সেনা পরাজিত হইয়া প্রত্যাগমন করিতে বাধ্য হইল। (৩) এই সকল ব্যাপার সেকালের ইতিহাসে অর্দ্ধ-সামরিক অভিযান রূপে পরিচিত হইয়াছিল। (৪)

(১) *Burdwan Dist* : *Gaz.*—Pp. 35-36.

(২) *Midnapur Dist* : *Gaz.*—Pp. 35—46.
Birbhum Dist : *Gaz.*—P. 17.

(৩) *Jessore Dist* : Gaz.—P. 39.

(৪) When a dacoity occurred, the investigation consisted chiefly in following up the dacoits to their homes ; and as they relied

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশী-প্রাঙ্গণে ইংরাজের যে কামান গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, বাঙ্গালায় অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহা নীরব হয় নাই! নবাব মীরজাফর তাহার গর্জ্জনে অভিনন্দিত হইয়া বাঙ্গালার মসনদে উপবিষ্ট হইলেন—আবার তাহারই গর্জ্জনে ভীত হইয়া একদিন রাজদণ্ড মীরকাশেমের হস্তে অর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। (১) নবীন সম্রাট্ শাহ্ আলম সে কামান-নিনাদ শুনিয়া পলায়ন করিলেন। অবশেষে নবাব মীরকাশেমও বক্সার যুদ্ধের পূর্ব্ব দিন একটী ভগ্নপাদ হস্তিনী পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিবির পরিত্যাগ করিলেন এবং দিল্লী ও আগ্রার মধ্যবর্ত্তী কোন স্থানে জীর্ণ-কুটীর মধ্যে দারিদ্র্যদুঃখপীড়িত হইয়া ভগ্নহৃদয়ে তনুত্যাগ করিলেন। এ সকল পুরাতন কাহিনী কাহারও অবিদিত নাই।

পলাশীর যুদ্ধের পর

পলাশীর পরেও দেখিতে পাই বিহারের রাজা রামনারায়ণকে বশ করিবার জন্য দশ সহস্র সৈন্যের নায়করূপে দুর্লভরাম, পঞ্চাশ সহস্রের নেতৃত্ব লইয়া নবাব মীরজাফর এবং সদলে লর্ড ক্লাইব গমন করিয়াছিলেন। সেনাদলে বাঙ্গালার বাঙ্গালী না থাকিলে তাঁহারা এত সৈন্য কোথায় পাইয়াছিলেন?

তখনও মেদিনীপুর শক্তি ও সম্পদে গর্ব্বিত, বীরভূমি তখনও বীর-ভুবন বটে কিন্তু প্রায় বীরশূন্য! তাহার মুসলমান নৃপতি আসদ্-জমান্ খাঁ তখনও বিংশতি সহস্র পদাতিক ও পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী লইয়া কড়েয়ার নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে পরিখা খনন করিয়া, নবাব মীর-

rather upon their *strength* than upon the secrecy of their proceedings, this was simply a *quasi-military expedition*—*Khulna Dist. Gaz.* P. 42.

(১) *Imperial Gazetteer of India* : Vol. IV. P. 316.
Vansittart's *Narrative* : Vols I to III

কাশেমের গোলন্দাজপতি গুগিন খাঁ ও মেজর ইয়র্কের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

মীরকাশেম সে সময়ে যে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন তাহারই ফলে সেনাসংস্কার করিবার বাসনা তাঁহার হৃদয়ে বলবতী হইল। তিনি সমুন্নত ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্যদল গঠন করিতে আরম্ভ করিলেন। মুঙ্গেরের দুর্গমধ্যে সুদক্ষ শিল্পিগণ তখন নানাবিধ কামান, বন্দুক ও অস্ত্রাদি গঠন করিয়া নবাবের অস্ত্রাগার পূর্ণ করিতে লাগিল। এই সকল কামান কোম্পানীর কামান অপেক্ষা হীন ছিল না। (১) তখনও দেখিতে পাই নবাবের সেনাদলে বাঙ্গালী হিন্দু সেনাপতির পদগৌরবে ভূষিত ছিলেন।

নবাব মীরকাশেমের সৈন্য সংস্কার

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ১লা জুলাই বাঙ্গালী ফৌজদার রামনিধি মীরকাশেমের তিন সহস্র অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনার নেতৃত্ব লইয়া কোম্পানী-বাহাদুরের সহিত যে যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা বাঙ্গালার ইতিহাসে মাঞ্জির যুদ্ধ নামে সুপরিচিত। প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাসে বঙ্গবীর রামনিধির উল্লেখ না থাকিলেও জনৈক ইউরোপীয় চিকিৎসকের ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দের রোজনামচায় এবং মুতাক্ষরীণে রামনিধির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। (২)

বাঙ্গালী ফৌজদার রামনিধি

(১) Provident in all things, he had during the training of these men set up a large foundry for casting cannon, and this foundry provided him (Mir Kasim) with guns as serviceable as any which could be brought against him.—*The Decisive battles of India* : Malleson : P. 135.

(২) We observed several villages on fire about a *crose* from us, and heard of one Somero, with four or five companies of sepoys and three or four guns having crossed over hereabouts in order to

মীরকাশেমে ও কোম্পানী-বাহাদুরে যে সংঘর্ষ চলিতেছিল, মীরজাফর তাহাতে ইন্ধন সংযোগ করিতে লাগিলেন। তখনও মীরকাশেমের অধীনে, তাঁহার নবশিক্ষাপ্রাপ্ত ৪০০০০ সেনা যুদ্ধার্থে প্রস্তুত ছিল। ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্বপ্রথামত বাঙ্গালী সৈন্যও যে ছিল তাহা অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না।

মীরকাশেমের নবীন সৈন্য

"বীরভূমির যুদ্ধব্যাপারে বঙ্গীয় সৈন্যের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া মীর-কাশেম সৈন্যসংশোধনের আবশ্যকতা অনুভব করেন। একদল মাত্র সৈন্য গুগিন খাঁর অধীনে পূর্ব্বাবধি ইউরোপীয় প্রণালী অনুসারে শিক্ষিত হইয়াছিল। এক্ষণে পাটনা যাত্রার পূর্ব্বেই মহম্মদ তকী খাঁকে উপযুক্ত একদল অশ্বারোহী ও পদাতিক সৈন্য গঠনের আদেশ প্রদত্ত হইল। পাটনা-অঞ্চলের জমিদার-দলনের পরে নবাব মীরকাশেম ক্রমশঃ অকর্ম্মণ্য সেনাদলকে বিদায় দিতে আরম্ভ করেন। অনাবশ্যক জনতা এইরূপে অন্তর্হিত হইলে তিনি মুঙ্গেরে বসিয়া স্বয়ং নূতন নিয়মে সৈন্যগঠন আরম্ভ করিলেন। অশ্বারোহী সৈন্যদলে রোহিলা, আফগান প্রভৃতি পশ্চিমাঞ্চলবাসী মুসলমানই অধিক সংখ্যক নিয়োজিত হইল। সংখ্যা হ্রাস হইয়া ষোল হাজার হইলেও ইহারা কার্য্যকারিতায় প্রাচীন দল অপেক্ষা অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ হইল। পদাতি সৈন্যও এইরূপ দলে দলে ইউরোপীয় প্রণালীমত বিভক্ত হইল। শ্রেণীবিভাগ অনুসারে ইহাদের সাধারণ নাম নজ্‌ফী ও তেলেঙ্গা হইল। প্রথম দল দেশীয়

Join Ram Nidi the Foujdar of the country, who has got together about 3000 horse and foot in order to oppose us—*Anderson's Diary*: Dated 28th June, 1763 [Vide *The Patna Massacre*: Art VII. by H. Beveridge Esqr., I. C. S. in the *Calcutta Review* P. 345.

অন্যত্র—The author of the Sier Mutakherin describes Ram Nidi, who defeated us at Manjhi as an ungrateful Bengali. *Ibid* P. 346.

ও দ্বিতীয় দল ইউরোপীয় প্রথায় সজ্জিত হইল। পদাতিক বিভাগেও বলিষ্ঠ ও কর্ম্মক্ষম লোক বাছিয়া গৃহীত হইল। কথিত আছে, প্রত্যেক ক্ষুদ্রদলের মধ্যে সমধিক বলশালী ও উন্নত বপুষ্মান্ কতকগুলি লোক নিযুক্ত ছিল; সৈন্যগণের মধ্যে কেহ পৃষ্ঠপ্রদর্শনের উদ্যম করিলে, তাহাকে তৎক্ষণাৎ নিহত করিবে, এই ইহাদের কার্য্য ছিল।... সেনাপতি ও কর্ম্মচারিগণের মধ্যে আর্ম্মানী, ইউরোপীয় এবং মুসলমানই অধিক ছিল।" (১)

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, মীরকাশেমের সৈন্য যখন এই রূপে সুসংস্কৃত হইতেছিল, তখনও বাঙ্গালী রামনিধি তাঁহার অন্যতম সেনানায়কের কর্ত্তব্যভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন! মীরকাশেমের নবীন সেনাদলে কি পরিমাণ বাঙ্গালী সৈন্য ছিল, বিশেষ বিবরণের অভাবে তাহা নির্দ্ধারণ করা সম্ভব না হইলেও সেনানায়ক রামনিধির দৃষ্টান্ত হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, তখনকার নবাবী-বাহিনীতেও বাঙ্গালীর উপযুক্ত আসন বর্ত্তমান ছিল এবং সাধারণ সৈনিকদিগের মধ্যেও বাঙ্গালী সৈন্য বর্ত্তমান ছিল। সৈন্য সংখ্যার বিপুলতাও এই অনুমানেরই পোষকতা করে।

গিরিয়ায় পরাজয়ের পর মীরকাশেম বন্দীকৃত হিন্দু ভূস্বামিদিগকে মুঙ্গেরে নিহত করিয়া রুধিরাক্ত দেহে সসৈন্যে উধূয়ানালায় আগমন করিলেন। (২) কোম্পানীর ও মীরজাফরের মিলিত বাহিনীর আঘাতে মীরকাশেমের সেনা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। গিরিয়া ও উধূয়ানালার যুদ্ধ-বিবরণ ইতিহাস-পাঠক মাত্রেই অবগত আছেন। কোম্পানীর সিপাহীদিগের বীরত্ব-কাহিনী, ইংরাজ সেনানায়কদিগের অসীম রণনৈপুণ্য, মহম্মদ তকীখাঁর অসামান্য বীরত্ব প্রভৃতি সে আখ্যায়িকাকে সমুজ্জ্বল রাখিয়াছে।

গিরিয়া ও উধূয়ানালা

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল) ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৪১৪ পৃষ্ঠা।
(২) বাঙ্গালার ইতিহাস (নবাবী আমল) ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪২৭ পৃষ্ঠা।

মীরকাশেমের চরিত্র সমালোচনা কালে তাৎকালিক গভর্ণর ভ্যান্সি-টার্ট তাঁহার সৈন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন—ইহা বাস্তবিকই বিশেষরূপে, উল্লেখযোগ্য যে, যখন তাঁহার সহিত আমাদের যুদ্ধ উপস্থিত হইল··· তখন তাঁহার সৈন্যগণ যেরূপ ভক্তি ও অনুরক্তির সহিত তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিল এবং বীরত্বের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছিল, হিন্দুস্থানের শৃঙ্খলাহীন সেনাদিগের মধ্যে সেরূপ কদাচিৎ পরিদৃষ্ট হয়। (১) এ প্রশংসা যে কেবল রোহিলা বা পাঠানের প্রাপ্য তাহা নহে; পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, মীরকাশেমের সৈন্যের মধ্যে ফৌজদার রামনিধির ন্যায় বাঙ্গালী সৈন্যও ছিল।

যে কয়েকটি যুদ্ধে ভারতে ইংরাজরাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ইতিহাস-বিশ্রুত গিরিয়ার যুদ্ধ তাহাদের অন্যতম। এই যুদ্ধে মেজর আডাম্‌সের সৈন্যগণ যেরূপ রণনিপুণতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিল, ইংরাজ-ঐতিহাসিক তাহার উজ্জ্বল চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন।

গিরিয়ার যুদ্ধে বাঙ্গালীসৈন্য

সুতীর সুরক্ষিত গড়খাত পরিত্যাগ করিয়া নবাব মীরকাশেমের মিলিত বাহিনী গিরিয়ার সম্মুখে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে সমবেত হইল। মধ্যস্থলে সমরু ও মর্কারের সুশিক্ষিত পদাতিক, দক্ষিণে সেনাপতি আসদুল্লার অশ্বারোহী এবং বামে পূর্ণিয়ার ফৌজদার শের-আলীর বাহিনী যুদ্ধার্থে অগ্রসর হইল। কোম্পানীবাহাদুরের গোরা সৈন্য মধ্যস্থলে এবং দক্ষিণে ও বামে সিপাহিগণ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

(১) ......It is remarkable, that when the war broke out between us,......his soldiers fought for him with a bravery and fidelity rarely experienced in the undisciplined troops of Indostan.—Vansittart's *Narrative of the Transactions in Bengal.* Vol III, P. 395.

সেনাপতি কার্ণাক্ কোম্পানীর সেনাব্যূহের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন।

কিছুক্ষণ যুদ্ধের পর কোম্পানীর সৈন্যের বামভাগ পরাজিত হইল, কেন্দ্রভাগ যায় যায় হইয়া উঠিল—যাহারা সেনাব্যূহ রক্ষা করিতেছিল তাহারা একান্ত শ্রান্ত হইয়া পড়িল। দক্ষিণভাগ প্রবল বেগে আক্রান্ত হইলে মনে হইল যেন জয়লক্ষ্মী একেবারেই উহাদিগকে পরিত্যাগ করেন (১) এমন সময় মেজর আডাম্সের রণনিপুণতায়—তাহার গোরা ও সিপাহী সৈন্যের বীরপণায় কোম্পানীর জয় হইল,—জয়ে ও পরাজয়ে এমন ভীষণ দ্বন্দ্ব বুঝি আর কোনও যুদ্ধে ঘটে নাই—আর কোন যুদ্ধে বুঝি পরাজয় এমন অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠে নাই, দেশীয় অশ্বারোহী সিপাহী বুঝি আর কখনও এমন নিপুণতার সহিত পরিচালিত হয় নাই—যোদ্ধা বুঝি আর কখনও এমন অকুতোভয়তা, এমন বীর্য্য প্রদর্শন করে নাই! (২)

পরাজিত নবাবীসৈন্য অবিলম্বে উধুয়ানালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। সে গিরিবর্ত্ম দুর্ভেদ্য—সে সম্পূর্ণশরীরা পার্ব্বত্য-তরঙ্গিনী বর্ষার জলে খরস্রোতা—অদূরে রাজমহলের ধূসর বর্ণ গিরিশ্রেণী। মেজর আডাম্স্ প্রমাদ গণিলেন—জয়ের আশা একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। (৩) কিন্তু অবিশ্রান্ত যুদ্ধের পর সেনাপতি আডাম্স্ মাত্র পঞ্চসহস্র বীর সৈনিকের সাহায্যে শত্রুর ৪০ সহস্র সেনা পরাজিত করিলেন—পঞ্চদশ সহস্র অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হইল। কোম্পানীর এই পঞ্চসহস্র যোদ্ধৃপুরুষের মধ্যে মাত্র এক সহস্র গোরা ও চারিসহস্র সিপাহী

(১) *Decisive Battles of India* : Malleson . P. 153.

(২) Certainly never was a battle more fiercely contested ; never at one period of its duration did defeat seem more assured ; never were native cavalry better led ; never did men show greater courage—*Decisive Battles of India* ; Malleson P. 154.

(৩) *Decisive Battles of India* : Malleson—P. 155—157.

ছিল। তাহারা সেদিন যে জয়মাল্য অর্জ্জন করিয়াছিল, বীরের ইতিহাসে তাহার পরিচয় চিরদিন অম্লান রহিবে। (১)

বাঙ্গালী সৈন্যের কোনও লিখিত ইতিহাস নাই বলিয়া এই গৌরবের ন্যায্য অংশ তাহার পক্ষে এখন একান্ত দুর্লভ হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজ লিখিত সমসাময়িক ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, গিরিয়ার যুদ্ধের অব্যবহিত পূর্ব্বে সেনাপতি আডাম্‌সেব ৮০০ শত গোরা এবং মাত্র ২২০০ সিপাহী সৈন্য ছিল। এই সকল সিপাহিদিগেব অধিকাংশই কলিকাতা এবং তন্নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে যুদ্ধের সমকালে সংগৃহীত হইয়াছিল। ইহা হইতে কি অনুমান করা যায় না যে তাহাদেব অনেকেই বাঙ্গালী নূতন রংরুট্ (Recruits) ছিল এবং সেনাপতি আডাম্‌সের নেতৃত্বে গিবিয়া এবং উধুয়ানালায় শৌর্য্যের অভ্রান্ত প্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক বাঙ্গালীর জন্য শুভ্র যশোমাল্য অর্জ্জন করিয়াছিল? (২)

ইহার পর হইতেই দেখিতে পাই যে, বাঙ্গালাব নবাবেব সৈন্যসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গালীর যুদ্ধব্যবসায় অবলম্বনের

নবাবীসৈন্যের সংখ্যা হ্রাস (আলিবর্দ্দী)

সুযোগ ও সুবিধা ক্রমেই কম হইয়া আসিতে লাগিল। নবাব আলিবর্দ্দী যখন বাঙ্গালার বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন তখন তাঁহার সহিত ত্রিংশ সহস্র

(১) Such was the battle of Udhuwah Nalla—one of the most glorious, one of the most daring and most successful feat of arms ever achieved. It was in every sense of the word a decisive battle.—*Decisive Battles of India* : Malleson—Pp. 160—161.

(২) Major Adams had, before the battle of Gherea, about 800 Europeans, including artillery and cavalry, and about 2200 Sepoys, *many of which were new recruits raised in Calcutta and the neighbourhood*—Vansittart's *Narrative of the Transactions in Bengal*, Vol III, P. 390.

সৈন্য ছিল। তিনি যখন বাঙ্গালার নবাব হইলেন তখন সৈন্য-সংখ্যা আরও অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

নবাব সিরাজ যখন পলাশী প্রাঙ্গণে প্রায়শ্চিত্ত করেন তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ৫০ সহস্র ছিল বলিয়া জানিতে পাওয়া যায়।

সিরাজউদ্দৌলা

মীরজাফর যখন প্রথমবার বাঙ্গলার নবাব হইয়া বিহার প্রদেশের রাজা রামনারায়ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন তখন তাঁহার সহিত ৪০ সহস্র সৈন্য ছিল।

মীরজাফর

জামাতা মীরকাশেম যখন মীরজাফরের শিথিলহস্ত হইতে কৌশলে রাজদণ্ড কাড়িয়া হইলেন এবং অকর্ম্মণ্য সৈনিকদিগকে বিদায় দান পূর্ব্বক য়ুরোপীয় প্রথায় সৈনিকদিগকে শিক্ষা দিয়া গিরিয়া ও উধূয়ানালার সমরের জন্য প্রস্তুত করিলেন, তখনও তাঁহার ৪০ সহস্র সৈন্য ছিল। উধূয়ানালায় বিজয় লাভ করিয়া সেনাপতি আডাম্‌স্ যখন কোম্পানীর রক্তপতাকা কর্ম্মনাশার তীরভূমে প্রোথিত করিলেন এবং প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গ ও বিহার বাঙ্গালার নবাবের করচ্যুত করিয়া কোম্পানীর হস্তে অর্পণ করিলেন, তখন জামাতার সমাধির উপর মীরজাফর আবার নবাবী মসনদ সংস্থাপন করিয়াছেন। সে সময়ে কোম্পানী বাহাদুর তাঁহাকে সর্ব্ব সমেত মাত্র ১৮০০০ সৈন্য রক্ষার অনুমতি দিয়াছিলেন! (১)

মীরকাশেম

সম্ভবতঃ ওয়ারেন্ হেষ্টিংসের মন্তব্যানুসারে বা সুপারিশে পরে নবাব

(১) Fourthly...he will maintain in his pay, no greater number of troops than 6000 horse 12000 effective foot, for the protection of his frontiers, and collection of his revenues.—Articles of the Treaty with Meer Juffer Allee Caun : Vansittart's *Narrative of the Transactions in Bengal*, Vol III P. 338.

মীরজাফরের অশ্বারোহী সংখ্যা ৬ সহস্রের স্থলে দ্বাদশ সহস্র করা হইয়াছিল (১); তাঁহার পদাতিকের সংখ্যা হ্রাস করা হয় নাই। (২) তিনি শেষে সর্ব্বসমেত মাত্র ২৪০০০ সৈন্য রক্ষা করিবার অনুমতি লাভ করিয়াছিলেন!

এক বৎসর যাইতে না যাইতেই যখন নবাব মীরজাফর অন্তিমকালে কিরীটেশ্বরীর পাদোদক পান করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দ) তখন তাঁহার পুত্র নজমুদ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। স্থির হইল যে, যখন কোম্পানী-বাহাদুর স্বয়ং দেশরক্ষার জন্য সৈন্য রাখিবেন, তখন পৃথক্‌ভাবে নবাবের সৈন্যরক্ষা করা নিষ্প্রয়োজন! (৩) নবাব নজমুদ্দৌলা শুধু নবাবী ঠাট ও শোযারি স্থির রাখিবার জন্য বার্ষিক ৩৬০৭২২৭৷৷০ ব্যয়ে সৈন্যাদি (পিওন, বরকন্দাজ প্রভৃতি) রক্ষা করিবার আদেশ পাইলেন! (৪)

নজমুদ্দৌলা

কোম্পানী-বাহাদুর বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করিয়া (১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে) সকল কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন; পর বর্ষেই মহা ধূমধামে মুর্শিদাবাদে কোম্পানীর পুণ্যাহ সুসম্পন্ন হইল। পুণ্যাহ অন্তে এক মাস মধ্যেই যখন নবাব নজমুদ্দৌলা সংসার হইতে বিদায় লইলেন তখন তাঁহার ষোড়শবর্ষীয়

সৈফ-উদ্দৌলা

(১) ---Mr. Hastings's Minute: *Vansittart's Narrative of the Transactions in Bengal*, Vol III P. 343 & 344.

(২) 10th July, 1764: *Ibid* P. 360.

(৩) *Articles of a Treaty and agreement* concluded between the Governor and Council of Fort William on the part of the English East India Company and the Nabob Nudjum-ul-Dowla.—20th February, 1765. 25th February, 1765.

(৪) *Agreement between the Nabob Nudjum-ul-Dowla and the Company*: 30th Sept, 1765.

ভ্রাতা সইফ্-উ-দ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসনে আরোহণ করিয়া নবাবী ঠাটের বার্ষিক ব্যয় স্বরূপ পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বাদশ লক্ষ মুদ্রা কম পাইতে লাগিলেন! (১) বাঙ্গালায় তখন যে ঘোর মন্বন্তর দেখা দিয়াছিল তাহা ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে প্রসিদ্ধ (১৭৭০ খৃষ্টাব্দ)।

মোবারক-উ দ্দৌলা

মন্বন্তরের বর্ষেই বসন্ত রোগে সইফ্-উ-দ্দৌলা কালগ্রাসে পতিত হইলে পর, মীরজাফরের চতুর্থ পুত্র বালক মোবারক্-উ-দ্দৌলা বাঙ্গালার সিংহাসন লাভ করিলেন। তাঁহার 'শোয়ারি' খরচ বার্ষিক ১৬ লক্ষ মুদ্রা নির্দ্ধারিত হইল। (২)

নজমুদ্দৌলা যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন হইতেই নবাবী সৈন্যের অস্তিত্ব একরূপ শেষ হইয়া আসিয়াছিল—শুধু শাসন-সংরক্ষণের জন্য কতকগুলি 'পিওন' ও 'বরকন্দাজ' মাত্র তখন বাঙ্গালার নবাবের সেনা বলিয়া পরিচিত ছিল। যুদ্ধ-বিগ্রহের সম্ভাবনা তখন আর বাঙ্গালায় ছিল না—বহিঃশত্রুর আক্রমণ হইতে দেশরক্ষার ভার কোম্পানী-বাহাদুর লইয়াছিলেন। কিন্তু তখনও বাঙ্গালীর সামরিক শক্তি বিলুপ্ত হয় নাই। লর্ড ক্লাইবের ন্যায় দূরদর্শী রণকুশল রাজনীতিবিৎ পর্য্যন্তও একথা বিশেষরূপে বুঝিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী অপরিণামদর্শী হইতে পারে, কিন্তু যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া পুনরায় যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া তাহাদের পক্ষে খুবই সম্ভব। নবাব নজমুদ্দৌলার সৈন্য সামন্ত থাকিলে পাছে তিনি কোন কুচক্রীর কুপরামর্শে কোম্পানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযান করেন

(১) *Articles of a Treaty and Agreement* concluded between the Governor of Fort. William, on the part of the English East India Company and Nabob Syef-ul-Dowla.—19th May, 1766.

(২) *Articles of a Treaty and Agreement* between the Governor and Council of Fort William on the part of the English East India Company and the Nabob Mobarek-ul-Dowla.—21st March, 1770.

এই কারণেই লর্ড ক্লাইব বিলাতে লিখিয়াছিলেন—'যদি আপনারা আপনাদের বর্ত্তমান সুবিধা ও অধিকৃত রাজ্য অক্ষুণ্ণ রাখিতে চাহেন, তবে সেনা ও রাজস্ব নিজেদের হাতে রাখিতে হইবে। নবাব যদি উহা নিজে লইতে চাহেন তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, আপনারা পূর্ব্বে যেমন নবাবের অধীন ছিলেন, এখনও তিনি আপনাদিগকে সেইরূপ অধীনতা পাশে বদ্ধ করিতে চাহেন। কোম্পানীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার ইচ্ছা না থাকিলে এখন আর পূর্ব্ববৎ অধীনতা স্বীকার করা যায় না।' (১) বাঙ্গালী তখন একেবারে সামরিক শক্তিহীন হইয়া থাকিলে লর্ড ক্লাইবের এরূপ ভীত হইবার কোন কারণ দেখা যায় না।

নবাবদিগের অধীনে যখন সৈনিকবৃত্তি গ্রহণের আর সুবিধা রহিল না, বঙ্গের ভূস্বামিগণ যখন প্রতিদিনই হীনশক্তি হইতে লাগিলেন, একদিন যাহারা সৈনিকের উচ্চব্রত প্রতিপালন করিতে উৎসাহযুক্ত ছিল, তাহাদের বংশধরগণ তখন ক্রমে ক্রমে নিশ্চিন্তমনে হলচালনায় নিযুক্ত হইল—আত্মরক্ষার ভার অন্যের উপর অর্পণ করিবার সুযোগ পাইয়া তাহারা পঙ্গু হইয়া উঠিল, কেহ কেহ বা বাঙ্গালার জমিদারদিগের

(১) * * But so great is the infatuation of the natives of this country, that they look no farther than the present moment, and *will put their all to the hazard of a single battle*......If you mean to maintain your present possessions and advantages, the command of the army and the receipt of the revenues must be kept *in your own* hands ; every wish he (Nabob Najim-al-Dowlah) may express to obtain either, be assured, is an indication of his desire to reduce you to your original state of dependency, to which you can never now return without ceasing to exist.

—Lord Clive's letter to the Board of Directors : Calcutta, the 30th Sept, 1765, para 15—In Bolt's *Considerations*, pages 46, 47.

লাঠিয়ালে পরিণত হইল (১), কেহ বা দুঃসাহসিক কর্ম্ম করিয়া আত্মতৃপ্তি লাভ এবং অর্থের আশায় লুণ্ঠনকারীর ঘৃণিত বৃত্তি অবলম্বন করিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর দস্যুদল যে কিরূপে বহুদিন পর্য্যন্ত কোম্পানী-বাহাদুরকে উত্যক্ত করিয়াছিল তাহা স্থানান্তরে বলা হইয়াছে। বাঙ্গালার মীরমদন, মোহনলাল, শ্যামসুন্দরগণ তখনও বঙ্গ হইতে বিলুপ্ত হন নাই বটে, কিন্তু উচ্চ সামরিক পদ ও গৌরব লাভ করিবার সুযোগ হারাইয়া তাঁহারা ক্রমে ক্রমে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। অনভ্যাসে ও অনুশীলনের অভাবে বহু যত্নে অধীত বিদ্যাও বিস্মৃত হইতে হয়—বাঙ্গালীরও এতদিনে তাহাই ঘটিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে মেদিনীপুরের সার্‌কুইট্ জজ্ মিষ্টার এইচ্ ষ্ট্রেকির উক্তি—"And I understand it has rather been the *policy* to depress, than to raise them." গবর্ণমেণ্টের অনুগ্রহে আবার বাঙ্গালী সামরিক বিদ্যা অনুশীলনের সুযোগ পাইয়াছে। যদিও বাঙ্গালী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত সামরিক ব্যাপারে লিপ্ত হইবার সুবিধা পায় নাই কিন্তু তাই বলিয়া সে হৃদয় হারায় নাই—হৃদয়ে যে শক্তি থাকিলে মানুষ সমরক্ষেত্রে অস্ত্র ধারণ করিতে সমর্থ হয়—বাঙ্গালীর হৃদয়ের সে শক্তি কিরূপে নানা ভাবে, নানা দিকে, নানাস্থানে আত্ম-পরিচয় দিয়া আসিতেছে তাহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

(১) *Bengal M. S. Records* : Hunter : Vol I. P. 100. and Letter No. 492, Aug. 1783 and letter No 856 Feby., 1785.

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বীর-স্মৃতি

It is a remark of Mr. Helps......that families seem to be like certain plants which take long to come to maturity, and then flower and die; and the remark is probably even more applicable to Bengal than to Europe. I could enumerate many native families which, after being long obscure have shot up during a single generation, have exercised much power and influence and then have sunk back into insignificance with the death of the one leading spirit.—H. Beveridge. Esq. I.C.S.*

সে আজ বহুযুগের অতীত কাহিনী যখন আর্য্যগণ বাঙ্গালীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে অভ্যস্ত হন নাই, যখন আর্য্য-সভ্যতা বাঙ্গালায় বিস্তৃতি লাভ করে নাই, তখনও বাঙ্গালী জাতি নিজ শক্তি-বলে যশ ও গৌরব লাভ করিয়াছিল। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতেও বীর বাঙ্গালী আনামে যাইয়া যে রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহা সার্দ্ধ তিন শতাব্দী পর্য্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ কহিয়াছেন যে, পুরাকালের বঙ্গ-লঙ্গবাসিগণ বঙ্গদেশের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহারাই আনামে নবীন রাজ্য সংস্থাপন করিয়া বাঙ্গালীর খ্যাতি ও শক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী জাতির অধুনা বিস্মৃত একটি শাখা এক সময়ে সুদূর দাক্ষিণাত্যে গমন করিয়া ইতিহাস-বিশ্রুত চেরারাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। বহু প্রাচীনকালে বঙ্গোপসাগরের তীর প্রদেশ হইতে বীর বাঙ্গালী অকুতোভয়ে সমুদ্র-

বিলুপ্ত গৌরব

---

* District of Backerganj etc.—P. 190.

পথে গমন করিয়া দক্ষিণ-ভারতে যে বিরাট রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল, তাহাই ভারতেতিহাসে চোল সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হইয়াছিল। এসকল কাহিনী বহুদিন বিস্মৃতি-সাগরে নিমজ্জিত হইয়াছে। ঔপনিবেশিক বাঙ্গালীর ইতিবৃত্ত যেদিন যথাযথরূপে রচিত হইবে, সেদিন আমরা দেখিতে পাইব যে, বাঙ্গালী জাতির অতীত তিমিরাচ্ছন্ন ছিল না;—উহা শৌর্য্যে বীর্য্যে দীপ্ত, জ্ঞান-গরিমায় উজ্জ্বল, সভ্যতা, ধর্ম্ম ও ললিত শিল্প-কলার বিকাশে মহৎ ছিল। বাঙ্গালী যে কিরূপে বঙ্গের বাহিরে যাইয়া সেই সুপ্রাচীন কালেও একটী বৃহত্তর মহত্তর বঙ্গদেশ রচনা করিয়াছিল, সে কাহিনী আলোচনার অভাবে এখন পর্য্যন্ত বাঙ্গালার ইতিহাসে যথা-যোগ্য সমাদর লাভ করে নাই। শুধু সন-তারিখের তালিকায় ভারাক্রান্ত ও যন্ত্র-তন্ত্রের বিচারে কণ্টকিত বাঙ্গালার ইতিহাস বাঙ্গালী জাতি গঠন করিতে পারিবে বলিয়া বোধ হয় না। ঐতিহাসিক যেদিন বাঙ্গালীর মর্ম্মস্পর্শ করিতে পারিবেন, সেই দিন তাঁহার লেখনী সার্থক হইবে। বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন—"যে যাহা হইতে চায়, তাহার সম্মুখে তাহার সর্ব্বাঙ্গসম্পন্ন আদর্শ চাই। সে ঠিক আদর্শানুরূপ না হউক, তাহার নিকটবর্ত্তী হইবে। ষোল আনা কি, তাহা না জানিলে আট আনা পাইবার কেহ কামনা করে না।"(১)

বীরস্মৃতি

বিস্তীর্ণ বঙ্গের নানা স্থানে অনুসন্ধান করিলে আজিও কত রাজ-নগরীর ধ্বংসাবশেষ, কত দুর্গ-পরিখার বিশুষ্ক খাত, কত ভগ্ন প্রাকারের জীর্ণ স্তূপ ও বিলুপ্ত বুরুজের পাদপীঠ নয়নগোচর হইয়া থাকে। ইহাদিগের ইতিহাস, বাঙ্গালীর ইতিহাস। উহা সংগ্রহ করিতে হইলে অধুনা প্রবাদের উপরই নির্ভর করিতে হয়। কালনির্দ্দেশের উপায় নাই, বংশ-বিবৃতির উপায় নাই,

(১) অনুশীলন, চতুর্থ অধ্যায়—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সমসাময়িক রাষ্ট্ররঙ্গের সহিত সে সকল স্মৃতিচিহ্নের সম্বন্ধ সংস্থাপন দুরূহ বা অসম্ভব। কিন্তু বাঙ্গালীর রণ-কুশলতার ইতিহাস রচনা করিতে হইলে এই সকল বীরস্মৃতি বাদ দিলে চলিবে না। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান তাহাদের ইতিহাস লেখে নাই—দিল্লী-আগ্রার মুসলমান ঐতিহাসিক মোগল পাঠানের বিজয়-বার্ত্তা ঘোষণা করিবার জন্য বাঙ্গালীর যে কথাটী যেরূপে লিখিবাব প্রয়োজন মনে করিয়াছেন, অনেকস্থলে তাহাই লিখিয়াছেন মাত্র।

বিলুপ্ত নিদর্শন

পাঠানাগমনের কালে বঙ্গের নানা স্থানে অনেক স্বাধীন ও শক্তিশালী হিন্দুরাজা রাজত্ব করিতেন;—আমরা দেখিয়াছি তাঁহাদিগেরও সৈন্য, সেনাপতি, অশ্ব, গজ, সমরতরণী প্রভৃতি সমস্তই ছিল। এখন তাঁহাদিগের জীর্ণাবশেষ জনপ্রবাদের মর্য্যাদা মাত্র লাভ করিয়া বর্ত্তমান আছে, তাঁহাদিগের পরিপূর্ণ পরিখার অধুনা কঙ্কালসার মূর্ত্তি, লতাগুল্মে সমাবৃত থাকিয়া, প্রাচীনকালের বাঙ্গালী-হিন্দুর সামরিক শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। বাঙ্গালার ঐতিহাসিক সে পরিচয় গ্রহণ করিবার জন্য যে বিশেষভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন এমন বলিতে পারি না। কিন্তু সে পরিচয় কি অন্ততঃ সাধারণ ভাবেও জাতীয় শক্তির নিদর্শন নহে? এখনও যদি আমরা এই পরিচয় গ্রহণ না করি, আর কিছুদিন পর দুষ্ট কাল আর তাহা লইবার অবকাশ দিবে না।

উত্তরবঙ্গের পুরাতত্ত্ব

"গৌড়েশ্বরগণ এবং তাঁহাদিগের রাজ্যরক্ষক রাজন্যবর্গ উত্তরবঙ্গের নানা স্থানে যে সকল দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক দুর্গ এখনও স্বস্থানে বর্ত্তমান আছে। তাহাদের মৃৎ-প্রাচীরের উপর বৃক্ষ লতা অঙ্গবিস্তার করিয়াছে,—পরিখার জল শুষ্ক অথবা শৈবালাকীর্ণ হইয়াছে,—স্থানে স্থানে আধুনিক হলকর্ষণ প্রভাবে দুর্গ-প্রাচীরের কিয়দংশ সমতল ক্ষেত্রে পরিণত হইতেছে।"

"কোন কোন দুর্গাভ্যন্তরে এখনও পুরাতন অট্টালিকাদির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে—এবং তাহার সহিত কোন না কোনরূপ গ্রাম্য জনশ্রুতি জড়িত হইয়া রহিয়াছে। দুর্গরক্ষার জন্য দুর্গের বাহিরে অনেক দূর পর্য্যন্ত "জাঙ্গাল" নামক মৃৎপ্রাচীর গঠিত হইত। কোন কোন স্থানে তাহারও যথেষ্ট নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল "জাঙ্গাল" নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করিত; শত্রু-সেনার আক্রমণ-বেগ প্রতিহত করিত,—জলপ্লাবন হইতে দুর্গমূল রক্ষা করিত,—একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাতায়াতের রাজপথ রূপেও ব্যবহৃত হইত। দুর্গের জন্য স্থান নির্ব্বাচনের এবং জাঙ্গালের জন্য দিঙ্‌নির্ণয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলে, এখনও সেকালের সামরিক-প্রতিভার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

"উত্তরবঙ্গের কোন্ কোন্ স্থানে কোন্ পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিবামাত্র দেখা যাইবে,—এক সময়ে এদেশের অধিবাসিবর্গ, আত্মরক্ষার জন্য কিরূপ সামরিক আয়োজন করিতে বাধ্য হইত। তাহার কারণ-পরম্পরার অভাব ছিল না। উত্তরে পার্ব্বত্য রাজ্য, পূর্ব্বে কামরূপের অধিকার, পশ্চিমে মিথিলার পুরাতন জনপদ বর্ত্তমান থাকায়, প্রায় সকল দিক হইতেই উত্তরবঙ্গ পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত হইত। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যই দুর্গরক্ষার প্রয়োজন উপস্থিত হইত।"

"যাহারা এইরূপে নিয়ত বাহুবলে আত্মরক্ষা করিতে বাধ্য হইত, তাহারা রণভীরু বা কাপুরুষ বলিয়া নিন্দিত হইতে পারে না। যাহারা এই সকল দুর্গপ্রাচীর রচনা করিয়াছিল তাহারা বাহুবলে মুসলমানের গতিরোধ করিতেও ত্রুটি করে নাই। উত্তরবঙ্গের রাজন্যবর্গ তাহাতে কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, অধ্যাপক ব্লকম্যান, তাহার পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।"

তিনি কহিয়াছেন—বক্তিয়ার খিলিজির কাল হইতে আরম্ভ করিয়া

বহু আক্রমণের মধ্যেও উত্তরবঙ্গের রাজন্যবর্গ প্রবল পরাক্রমে অর্দ্ধস্বাধীন রূপে রাজ্যশাসন করিতেন; তখন দিনাজপুরের নিকট দেবকোটই উত্তরাঞ্চলের প্রধান সামরিক কেন্দ্র বলিয়া পরিগণিত ছিল।

"উত্তরবঙ্গ চিরবিপ্লবের লীলা-নিকেতন বলিয়া প্রসিদ্ধ। এক সময়ে পার্ব্বত্য হূণ জাতি উত্তরবঙ্গের উপর আপতিত হইয়া অনেক অনর্থ উৎপন্ন করিত। পালবংশীয় এবং সেনবংশীয় নরপালগণের শাসনসময়েও তাহার কিছু কিছু পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কলিঙ্গসমর, কাশী-সমর, কামরূপ-সমর—উত্তরবঙ্গের পুরাতন ইতিহাসের বিচিত্র বীরত্ব-কাহিনীতে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে! কখন হিন্দু-বৌদ্ধ সংঘর্ষ, কখন হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ উত্তরবঙ্গের পুরাকাহিনীকে রুধিরাক্ত করিয়া রাখিয়াছে! তথ্যানুসন্ধানের অভাবে তাহার সকল কথাই ক্রমে ক্রমে জনসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।"(১)

গৌড় নগরী

গৌড়ের ইতিহাস, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের বীরত্বের ইতিহাস। গৌড়রাজ্য বাঙ্গালীর শৌর্য্য বীর্য্যের, ধনসম্পদের ও শিল্পকলার সাধনভূমি; উহা হিন্দুর অস্তাচলাবলম্বী গৌরবরবির রক্তরাগরঞ্জিত আকাশতলে পাঠান-প্রতিষ্ঠার লীলাভূমি; উহা পাঠানের সমাধির উপর মোগল-মিনারের রচনাক্ষেত্র। যে বিশাল মৃৎপ্রাচীরে প্রাচীন গৌড়নগরের উত্তর দিক রক্ষিত ছিল, তাহার মূলদেশের বেধ প্রায় ১০০ ফিট বলিয়া কথিত হয়। ইষ্টক ও মৃত্তিকার সংযোগে যে সকল সুদৃঢ় প্রাচীর গঠিত হইয়া সেকালে গৌড় নগর রক্ষা করিত—কি হিন্দু, কি মুসলমান, উভয়ের রাজ্যকালেই

(১) উত্তর বঙ্গের পুরাতত্ত্ব সংগ্রহ—৺অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় সি, আই, ই। প্রবাসী, কার্ত্তিক, ১৩১৫।

বাঙ্গালী তাহা রচনা করিয়াছিল—বাঙ্গালীই এক কালে গৌড় নগরীকে রাজশ্রী দান করিয়াছিল। (১)

অধুনা কাননকুন্তলা গৌড নগরীর প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত এখনও বুঝি বাঙ্গালী-হিন্দুর রণনিনাদ 'হর হর বম্ বম্' বা বাঙ্গালী-মুসলমানের বীর গর্জ্জন "দিন্ দিন্", নৈশপবনসঞ্চালিত ক্ষীণ প্রতিধ্বনির আকারে পত্রমর্ম্মরে শ্রুত হয়। বার্বাক শাহের 'দাখিল-দরওয়াজা' বা নসরৎ শাহের 'বড়দরওয়াজি', কিংবা 'বাইশগজি' প্রাচীর বা 'কদম রসুল', আলাউদ্দীন হুসেন শাহের 'ফিরোজমিনার' বা জয়স্তম্ভ, কিংবা সেই বহু-প্রখ্যাত 'সোণামসজেদ' যেমন মুসলমান-বীরের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়—তেমনি তাহাদের উপকরণ রাশি মনে করাইয়া দেয় যে, একদিন বাঙ্গালী-হিন্দুর গৌরব বিভবেরও তুলনা ছিল না—মনে করাইয়া দেয় যে, দ্বারবাসিনী-মন্দিরের ন্যায় কত মন্দির একদিন গৌড়ের শোভা বর্দ্ধন করিয়াছিল—হিন্দুর হৃদয়-শোণিতে সেই সকল মন্দিরতলের প্রস্তররাশি সিক্ত হইয়া পরবর্ত্তী মুসলমান রাজন্যবর্গের সভাগৃহের কুট্টিমভূমি প্রস্তুত করিয়াছিল!

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে যখন শামস্‌উদ্দীন গৌড়ের স্বাধীন পাঠান-নরপতিরূপে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন তখন আত্মরক্ষার জন্য

স্থলতান শামস্ উদ্দীন

বাঙ্গালার হিন্দু-সৈন্যের দ্বারা একটী বিপুল বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। দিল্লীর সহিত তাঁহার যে যুদ্ধারম্ভ হইয়াছিল, তাহাতে মুসলমানগণ তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিবেন কি না তদ্বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হওয়ায় এইরূপ করিতে হইয়াছিল।

শামস্‌উদ্দীন ভাজনীগ্রাম হইতে সুবুদ্ধিরাম ভাদুড়ী, কেশবরাম

(১) *Martin*, Vol III (1838) G. H. Ravenshaw's *Gaur, its ruins and Inscriptions* (1878); *Archeo: Survey Report*—Cunningham, Vol. XV, P. 39—94.

ভাদুড়ী ও জগদানন্দ ভাদুড়ীর উপর সৈন্য-সংগ্রহের ভার অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। শিখাই, সুবুদ্ধি ও কেশবরাম গৌড়পতির জন্য সেনা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ইঁহাদিগের নেতৃত্বে ৫০ সহস্র বাঙ্গালী হিন্দু-সেনা সংগৃহীত হইয়া গৌড়পতির চিন্তা দূর করিল। পুলকিত শামস্‌উদ্দীন জায়গীরস্বরূপ ভাদুড়ীদিগকে একটাকা মাত্র নজরে লক্ষ টাকা লাভের ভাতুড়িয়া পরগণা প্রদান করিলেন; চলন বিলের দক্ষিণাংশ সান্যালদিগের জায়গীর স্বরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়া সাঁতোল বা সান্যালগড় নামে পরিচিত হইল। ভাদুড়ীবংশের জায়গীর ভাদুড়ীচক্র নামে প্রসিদ্ধ।

সুবিশাল চলন বিলের তরঙ্গে বিধৌত এই দুই স্বাধীন রাজ্য এক সময়ে প্রবল পরাক্রমে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল! ভাদুড়ীচক্রাধিপতি ও সাঁতোলরাজ নামে মাত্র গৌড়ের অধীনতা স্বীকার করিতেন। ভাদুড়ীচক্রের রাজধানীতে ৭টী দুর্গ ছিল বলিয়া উহা সপ্তদুর্গা বা সাতগড়া নামে অভিহিত হইত। রাজা স্বয়ং সৈন্য রক্ষা করিতেন, মুদ্রা প্রস্তুত করিতেন। গৌড়সিংহাসনে গৌড়পতির প্রতিষ্ঠাকার্য্যেও ইঁহাদের যথেষ্ট হাত ছিল বলিয়া কথিত হয়।

লিখিত ইতিহাস এই পর্য্যন্ত বলিয়া দেয় যে, সুলতান শামস্‌উদ্দীন হাজি ইলিয়াস্ "হিন্দু জমিদারের সাহায্যে, ১৩৫২ খ্রীষ্টাব্দে পূর্ব্ব-বাঙ্গালা অধিকার করেন। আলি মুবারকও প্রথমতঃ হিন্দুদের সাহায্যে ক্ষমতালাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে হিন্দুদিগকে অবজ্ঞা করিতে থাকেন। ইলিয়াস শাহ্ ইহা অবগত হইয়া হিন্দুদিগকে হস্তগত করেন এবং বাঙ্গালী নৌসেনার সাহায্যে আলি শাহকে পরাজিত করেন।" ধ্রুবানন্দ মিশ্রের মহাবংশ নামক গ্রন্থে কথিত হয় যে, "ইলিয়াস শাহ স্বপক্ষীয় হিন্দুবীরগণকে উপাধিদানে সম্মানিত করিয়াছিলেন।" (১)

(১) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী ৫২, ৫৫ পৃষ্ঠা।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বঙ্গ ও বিহার হইতে বহুসংখ্যক সৈন্যসংগ্রহের দৃষ্টান্ত অনেক আছে। রাজকুমার খস্রু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন পাঠান পাটনা আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি বিহার হইতে এক সপ্তাহে সপ্তসহস্র সৈন্য সংগ্রহ (১) করিয়াছিলেন। আমরা ইতিপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, বঙ্গ হইতেও আবশ্যকমত বহু সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দিল্লীসমরে, আসাম-বিজয়ে, কিংবা মগ-দলনে প্রেরিত হইয়াছিল।

পাণ্ডুয়া

এককালে পাণ্ডুয়া নগর সুদৃঢ় প্রাচীরে বেষ্টিত হইয়া আধুনিক মালদহ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুদীর্ঘ প্রাচীর-বেষ্টিত নগর গৌড়-রাজ্যের অন্যতম দুর্গের কার্য্য করিত। মালদহ তখন একটী সুরক্ষিত বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। যে সুপ্রশস্ত রাজপথ সামরিক প্রয়োজনের জন্য নির্ম্মিত হইয়াছিল, পীরগঞ্জের নিকট একটী সেতুর দ্বারা তাহা মহানন্দার উভয় তীরের সহিত সংযুক্ত ছিল। সেই সেতু শত্রু হস্ত হইতে রক্ষা করিবার জন্য রায়-খাঁ-দীঘি নামক অন্যতম বাণিজ্যকেন্দ্রকেও সুদৃঢ় দুর্গে পরিণত করিতে হইয়াছিল। পাণ্ডুয়ার সৌভাগ্য ও সম্পদ্ যতই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল, উহার প্রাচীরও ততই দীর্ঘ হইয়া পড়িল—বুরুজাদির সংখ্যাও বাড়িল। তখন ২০ মাইল উত্তরে অবস্থিত একডালা নামক স্থানে প্রান্ত-দুর্গ পর্য্যন্ত নির্ম্মিত হইল। একডালা এখন দিনাজপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শামস্উদ্দীন ইলিয়াস গৌড় হইতে পাণ্ডুয়ায় রাজধানী পরিবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। নগরের মধ্যভাগ দিয়া যে ইষ্টকনির্ম্মিত রাজপথ ছিল, তাহা ১২ হইতে ১৫ ফিট প্রশস্ত বলিয়া কথিত হয়। রাজপথের উভয়পার্শ্বে দ্বিতল ত্রিতল হর্ম্ম্যশ্রেণী শোভা

(১) *History of Bengal*—Stewart—P. 240 (Bangabasi Edn.).

পাইত; তাহাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও স্তূপাকারে পরিদৃশ্যমান। রাজপথের সর্ব্বোত্তর অংশে যে প্রবেশ-দ্বার ছিল তাহা গড়-দুয়ার নামে প্রসিদ্ধ। পাণ্ডুয়ায় বহু ছোট বড় পুষ্করিণী দেখিতে পাওয়া যায়—সেগুলি প্রায়ই উত্তর-দক্ষিণে দীর্ঘ। সুতরাং বলা যায় পুষ্করিণীগুলি হিন্দুদিগের কীর্ত্তি।

মালদহ জেলার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে একটী গড আছে, উহা ঠাকুর প্রসাদের গড নামে পরিচিত। গড়টী মাটীর জাঙ্গালে বেষ্টিত। ঠাকুর-

ঠাকুর প্রসাদের গড় ও সোনারায়ের গড়

প্রসাদ যে কে তাহা আর জানিবার উপায় নাই, কিন্তু তাঁহার গড় আজিও বীর বাঙ্গালীর আত্মরক্ষার উপায় প্রদর্শন করিয়া থাকে। রামকেলি যাইবার পথে আর একটী গড আছে—তাহার নাম সোনারায়ের গড়। অনুসন্ধানের অভাবে সোনারায় এখন ব্যাঘ্রের ইষ্টদেব রূপে পরিচিত। (১)

মহাভারতের নির্দ্দেশ ক্রমে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রঙ্গপুর জেলা কামরূপ বা প্রাগ্‌জ্যোতিষ রাজ্যের পশ্চিম সীমা ছিল। কামরূপ রাজ্য

রাজা নীলাম্বরের দুর্গ ও ধর্ম্মপালের নগরী

পশ্চিমে করতোয়া পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এইরূপ কথিত হয় যে, রাজা ভগদত্ত রঙ্গপুরেও একটী রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন এবং কখন কখনও তথায় বাস করিতেন। মোগলগণ ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে গোয়ালপাড়ার অন্তর্গতঃ রাঙ্গামাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু তখনও রঙ্গপুর অধিকার করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৬৬১ খৃঃ অব্দে রঙ্গপুর অধিকৃত হইয়াছিল। কোচবিহারপতিকে সন্ধি-সূত্রে বদ্ধ করিতে আরও একাদশ বর্ষ লাগিয়াছিল। রঙ্গপুরের ১০ ক্রোশ দক্ষিণে যে প্রাচীন দুর্গের জীর্ণ

(১) গৌড়ের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, পরিশিষ্ট।

স্তূপ দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা রাজা নীলাম্বরের দুর্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডিমলার কয়েক মাইল দক্ষিণে যে সুরক্ষিত নগরীর ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান আছে তাহা ধর্ম্মপাল নামক নরপতির নগরী নামে পরিচিত। এই উভয় দুর্গই সুদৃঢ় প্রাচীরে ও সুগভীর পরিখায় বেষ্টিত ছিল—বঙ্গবীর অস্ত্রশস্ত্র লইয়া উহাদের প্রহরী-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত।

"দিক্কেশ্বরী" নামক একখানি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ এক ধর্ম্মপালের কাহিনী কীর্ত্তন করে—তাঁহার দুইটী দুর্গ ও ১৯২ খানি রণতরীর পরিচয় প্রদান করে। এই ধর্ম্মপালও ইতিহাসবিশ্রুত ধর্ম্মপালের ন্যায় কীর্ত্তি-বিমণ্ডিত ছিলেন বলিয়া কবি তাঁহাকে "যশসা ধর্ম্মপালসমঃ" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ধর্ম্মপাল

ত্রয়োদশ শতাব্দের এই ধর্ম্ম-পালের বীর সেনাপতি লাউসেন, কামরূপরাজ কর্পূরধবলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া শুনিতে পাওয়া যায়। সেনাপতি লাউসেনের সহিত নানারূপ কিম্বদন্তী বিজড়িত রহিয়াছে। ব্যাঘ্রাদি পশুর সহিত তাঁহার সমর-কাহিনী ঘনরামের শ্রীধর্ম্মমঙ্গলে নানা ভাবে বর্ণিত হইয়া লাউসেনকে বঙ্গকবির মানসপুত্র রূপে প্রচার করিতেছে বটে, কিন্তু সুরী নগরী হইতে দশ ক্রোশ মাত্র দূরে অবস্থিত সেনপাহাড়ী নামক বিস্তৃত কানন, আজিও পত্র-মর্ম্মরে স্মরণ করাইয়া দেয় যে, একদা সুবিখ্যাত ইছাই মন্দিরের ভক্ত সেবক শ্যামরূপ-দুর্গের অকুতোভয় দুর্গপতি ইছাই ঘোষ লাউসেনের সহিত যুদ্ধে পরাভূত হইয়াছিলেন। (১)

লাউসেন ও ইছাই ঘোষ

রঙ্গপুরের 'হরিশ্চন্দ্র পাট' নামক স্তূপ আজিও মাণিকচন্দ্র-মহিষী ময়নামতীর গানের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া বঙ্গরমণীর অসিধারণপটুত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। ময়নামতী তাঁহার পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্য উদ্ধার করিবার জন্য ত্রিস্রোতার

বঙ্গরমণীর অসিধারণ

(১) Hunter's *Statistical Account of Bengal*—Vol. V.

তীরে এক পরাক্রান্ত ধর্ম্মপাল রাজার সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া জয়লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হয়। এই পরাক্রান্ত নৃপতি রাণী ময়নামতীর ভগ্নীপতি ছিলেন। (১)

রাণী ময়নামতি

ভবানীদাস কবির ময়নামতির পুঁথি যে বিচিত্র তথ্য প্রকাশ করিতেছে তাহা হইতে জানা যায় যে, রাণী ময়নামতীর "উনশত রাজবাটী" ছিল। পুত্র গোবিন্দচন্দ্র মেহারকুলের প্রবল নরপতি ছিলেন। চল্লিশ জন রাজা তাঁহাকে কর দান করিত।

চল্লিশ রাজা এ কব দেএ আমার গোচর।
আমা হতে কোন জন আছএ ডাঙ্গর॥

তিনি যখন "সাজ সাজ" বলিয়া ডাক দিতেন তখন "এক ডাকে" "বাসত্তের লাখ" সৈন্য সজ্জিত হইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইত; তাঁহার "বাষষ্টি উজীর" আর "চৌষষ্টি সিকদার" এবং ঢাল হস্তে "বিরাশি হাজার" ঢালী সৈন্য মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইত—তাঁহার "বত্তিশ কাহন নাও" জলযুদ্ধের জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিত। রাজসম্পদ্ এত অধিক ছিল যে, রাজমাতার দাসী পর্য্যন্ত সেকালে ঘৃণায় "পাটের পাছড়া" পরিত না...... "ঘিনে বাঁদী নাহি পিন্ধে পাটের পাছড়া।"

রাজা গোবিন্দচন্দ্রের চারিটী বিবাহ হইয়াছিল—বিবাহের বাঁশরীর সহিত রণভেরীও নিনাদিত হইয়াছিল। তিনি উড়িষ্যার রাজার সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কবি সে যুদ্ধ-কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে কহিয়াছেন—

দশ দিন লড়াই কৈল উড়ুয়া রাজার সনে।
চৌদ্দ বোড়ি মনিস্য কাটিলাম একদিনে॥

(১) *Hunter's Statistical Account of Bengal*—Vol. VII; The District of Rangpur, R. G. Glazier I. C. S; Bengal District Records, Rangpur—W. K. Firminger,—B. D; F. R. G. S.—P. 9.

চৌদ্দ পোয়ন মনিস্য কাটি সাত শত লস্কর !
হস্তি ঘোড়া কাটিলাম তিষট্টি হাজার ॥
জুধ্যেতে হারিয়া নির্প গেল পলাইয়া।
তার বেটি বিভা কৈলাম মহিম জিনিয়া ॥

গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী কবির অত্যুক্তিপূর্ণ বর্ণনা বটে, কিন্তু একেবারে মিথ্যা বলিবার কারণ দেখি না।

অদুনা পদুনা

একদিন যে অদুনা পদুনার কথা ভাটমুখে প্রচারিত এবং যোগী ও চারণদিগের গীতে ধ্বনিত হইয়া সমগ্র ভারতবর্ষে ঘোষিত হইয়াছিল, লক্ষ্মণ দাস প্রমুখ উত্তর-ভারতের কবিগণ যাঁহাদের বিরহ-মিলন গাহিয়া ধন্য হইয়াছেন, তাঁহারা সর্ব্বেশ্বর নগরের রাজদুহিতা ছিলেন। রাজা গোবিন্দচন্দ্র ইঁহাদিগকে এবং রত্নমালা ও কাঞ্চনমালাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। শেষোক্ত দুইজনকে বিবাহ করিবার কালেই রাজাকে যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।—

এক বিভা করাইলা অদুনা পদুনা।
সে সব সোন্দরি জানে আমার বেদনা ॥
আর বিভা করাইলা খাণ্ডাএ জিনিয়া।
আর বিভা করাইলা উরয়া রাজার মাঁএয়া ॥ (১)

পৃথু রাজা

বর্ত্তমান জলপাইগুড়ি জেলা এক সময়ে প্রাচীন প্রাগ্জ্যোতিষ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। নবম শতাব্দীর পূর্ব্বে পৃথুরাজা নামক কোন নরপতির রাজধানী ও দুর্গাদির জীর্ণাবশেষ এখন শুধু বিশুষ্ক পরিখায় ও গুল্ম কণ্টকে সমাবৃত স্তূপরাশিতে পরিণত হইয়া ভিতরগড় নামক স্থানে বর্ত্তমান আছে। একটীর পর

(১) সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাবলী—৪৩ সংখ্যা।

একটী করিয়া ছয়টী পরিখায় রাজধানী পরিবেষ্টিত ছিল। আজিও পৃথ্বীশূল দীঘি পৃথুরাজের নাম বহন করিতেছে। (১)

করতোয়ার পশ্চিম-তটে ঘোড়াঘাট অবস্থিত। এক কালে যে এই স্থান সুদৃঢ় দুর্গাদির দ্বারা সুশোভিত ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মুসলমানগণ যে ঘোড়াঘাটে দুর্গাদি রচনা করিয়া উহা সুরক্ষিত করিয়াছিল এবং বঙ্গসাম্রাজ্যকে শত্রু মুক্ত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিল, আজিও সে সকল চিহ্ন বনান্তরালে লুক্কায়িত রহিয়াছে। (২) ঘোড়াঘাট বঙ্গের প্রান্তদুর্গ। উহার সহিত বঙ্গসৈন্যের শৌর্য্য-বীর্য্যের যে সম্বন্ধ ছিল তাহার সকল কথা ইতিহাস স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া না রাখিলেও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দ্বারা সূচিত হয়!

ঘোড়াঘাট

বালুরঘাট মহকুমার দেবীকোটের সহিত কত দিনের কত প্রাচীন কাহিনীর স্মৃতি জড়িত রহিয়াছে। একদিন এই পুনর্ভবাতীরে নৃপতি বাণের বিজয়-ভেরী নিনাদিত হইয়াছে, একদিন তাঁহার চারু-কারুসমন্বিত দেবমন্দিরের প্রস্তর-প্রাচীর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া সান্ধ্য-আরতির শঙ্খ-ঘণ্টা-নিনাদ উত্তরবঙ্গের গগনে পবনে বিলীন হইয়াছে। এই পুনর্ভবার পথেই একদিন পাল রাজার বিজয়ী "নৌ-বিতান" জয়গর্ব্বে বাহিত হইয়া "ভর্গের মৌলী" পর্য্যন্ত গমন করিয়াছে—"ঘনাঘন" রণকুঞ্জরে আরোহণ করিয়া বিজয়ী বঙ্গবীর একদিন এই পথে প্রধাবিত হইয়া সমগ্র উত্তরাপথকে "করপ্রদ" করিয়া তবে গৃহে ফিরিয়াছে! আজ সেই মহা-শ্মশানে কত প্রস্তর-স্তম্ভ, শিল্প-সৌষ্ঠব-সম্পন্ন কত পাষাণরাশি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। সুবিস্তৃত দুর্গের (১৮০০ ফিট × ১৫০০ ফিট) চতুর্দ্দিকে যে সুদৃঢ়

দেবকোট

(১) Martin's (*Eastern India*)—Vol. III, Pp. 433—46.

(২) *Ib* —Pp. 678—81.

প্রাচীর ছিল, প্রাচীরের দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে যে সুগভীর পরিখা ছিল—এখনও তাহাদের চিহ্ন সন্ধান করিলে মিলিতে পারে। পরিখার একাংশ পুনর্ভবার গর্ভে স্থান লাভ করিয়াছে।

দুর্গের পশ্চিম ভাগে যে বিস্তৃত ভূখণ্ড বর্ত্তমান আছে, সেইখানেই হয়ত সেকালে সিংহদ্বার রক্ষার্থে নির্ম্মিত বহিঃপ্রাচীর বর্ত্তমান ছিল। কেন্দ্রস্থলের বিশাল ইষ্টক-স্তূপ রাজবাটীর অবস্থান সূচিত করিতেছে বলিয়া কথিত হয়। দুর্গের পূর্ব্বদিকে আর একটী প্রবেশ-পথ বর্ত্তমান ছিল। পরিখার উপর দিয়া দুই শত ফিট দীর্ঘ একটী সেতু বিস্তৃত হইত। রাজপ্রাসাদ ও দুর্গ সমচতুষ্কোণাকৃতি ভূখণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। উহার এক একটী পার্শ্ব দৈর্ঘ্যে এক মাইলের কম ছিল না। এই বৃহৎ পুরীব প্রাচীর ইষ্টক দ্বারা গ্রথিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। প্রাচীরের বাহিরেই সুগভীর পরিখা ছিল।

মুসলমান-শাসনকালের ঊষায় এই দেবকোটেই বক্তিয়ার খিলিজির প্রধান দুর্গ ছিল—দেবকোটেই তাঁহার কঙ্কালরাশি শেষ আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। তাঁহার গুরু আতাউদ্দিনের মসজেদ ১২০৩ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়া এই দেবকোটেই উচ্চশিরে দণ্ডায়মান ছিল, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলাউদ্দিন হোসেন দেবকোটেই তাঁহার প্রধান সীমান্ত দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (১)

মহাস্থান গড়

জলোচ্ছ্বাসময়ী আবর্ত্তভীষণা বীচিভঙ্গবহুলা সদানীরা করতোয়ার অধুনা রেখাবৎ জলধারার তীরে যে বিশাল দুর্গের সমুচ্চ প্রাকার এখনও মহাস্থানে দেখিতে পাওয়া যায়, যাহার সুবিস্তৃত পরিখার চিহ্ন আজিও সুস্পষ্টরূপে বর্ত্তমান, যাহার

(১) *Imp. Gazet. of India* (E. B. & A)—Pp.219—20
Eastern India, Martin—Vol. II. Pp. 659—64.
Archeo : Survey Reports—Cunningham. Vol. XV. Pp. 94—104.

দক্ষিণে বারাণসী খাল ও পশ্চিমে কালীদহ এবং গিলাতলা খাল আজিও প্রকাশ করে যে, বগুড়া জেলার মহাস্থান গড় একদিন দুর্ভেদ্য ছিল—যাহার বিপুলায়তন জাঙ্গালগুলি আকারে অতি বৃহৎ বলিয়া আজিও ভ্রমক্রমে পাণ্ডব ভীমের নামের সহিত সংযুক্ত থাকিয়া বিস্ময় উৎপাদন করে—'রামচরিত' আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তাহারও ঐতিহাসিক তথ্য যথাযথরূপে সমুদ্ঘাটিত হয় নাই। জনপ্রবাদ এই গড়কে ত্রয়োদশ শতাব্দীর অধুনা-বিস্মৃত রাজা পরশুরামের কীর্ত্তি বলিয়া প্রচারিত করিতেছে। (১) শুনিতে পাওয়া যায়, এই দুর্গের পশ্চিম-প্রবেশপথে একটী তাম্রনিৰ্ম্মিত বৃহৎ সিংহদ্বার ছিল।

(১) *Bogra Dist* : *Gazet*—J. N. Gupta Esq. I. C. S. and *Statistical Account of Bengal*, Hunter. Vol. VIII.

"মীর্জ্জা আরজমন্দ ও মুন্সী সুরযনারায়ণ প্রণীত 'তারিখ-ই-বাঙ্গালা' নামক পারস্য ভাষায় লিখিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ত্তমান মহাস্থান গড়ই প্রাচীন পৌণ্ড্রবর্দ্ধন এবং তথাকার শেষ নৃপতি রাজা পরশুরামের প্রকৃত নাম রাজা নরসিংহ। তিনি ভোজগৌড় বংশীয় ও ৪৩৯ হিজরীতে বর্ত্তমান ছিলেন। আইন-ই-আক্‌বরি ও মিন্‌হাজুল্ মুতাক্ষরিণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, ভোজগৌড় বংশের পতনের পর বৈদিকমার্গ-প্রবর্ত্তক শূরবংশীয় প্রথম রাজা আদিশূর (ইঁহার প্রকৃত নাম জয়ন্ত) গৌড়রাজ্যের রাজা হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিনী ও প্রাচীন কুলশাস্ত্র অনুসারে জয়ন্ত বা আদিশূরের রাজধানী পৌণ্ড্রবর্দ্ধন (বর্ত্তমান মহাস্থান) ছিল।"

অন্যত্র—(মহাস্থান গড়ে সা সুল্‌তানের) "আস্তানার প্রবেশ দ্বারের প্রস্তর-নিৰ্ম্মিত চৌকাঠের উপরিভাগে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে "শ্রীনরসিংহ দাসস্য" এই কয়েকটি অক্ষর মুদ্রিত আছে।......উক্ত 'নরসিংহ' রাজা পরশুরামেরই প্রকৃত নাম।"

—বগুড়ার ইতিহাস—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র সেন বৰ্ম্মা, বি-এল্; ৩৭ এবং ৪৪ পৃষ্ঠা।

সা সুল্‌তানের আস্তানার উত্তর-পশ্চিমদিকে একটি বৃহৎ স্তূপ দেখিয়াছি। উহার অংশবিশেষ খনন করিবার পর একটি প্রস্তরনিৰ্ম্মিত মন্দিরের অংশ প্রকাশিত হয়। মন্দির মধ্যে নানা প্রস্তরমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে সশিষ্য ধ্যাননিমগ্ন

এই গড়ের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪৫০০ ফিট ও প্রস্থ ৩০০০ ফিট। দুর্গাভ্যন্তরে একটী কূপ আছে, উহার ব্যাস প্রায় ১৪½ ফিট। উহা এখন "জেয়ৎকুণ্ড" নামে পরিচিত। মৃত্তিকা খনন কালে এই গড়ের ভিতর হইতে দ্বিতীয়-চন্দ্রগুপ্ত ও কুমার গুপ্তের মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

কোন্ পাঠান-সেনাপতি মহাস্থান গড় প্রথমে আক্রমণ করিয়াছিলেন তাহা জানিবার উপায় নাই। কিন্তু জনপ্রবাদ সেই উন্নতশীর্ষ দুর্গের সহিত যে অপূর্ব্ব বীরত্ব-কাহিনী সংযুক্ত করিয়াছে, তাহা বাঙ্গালীর গৌরবগাথা। মুসলমান-আক্রমণ রোধ করিবার জন্য যখন হিন্দুবীরগণ একে একে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, যখন দুর্গেশনন্দিনী র[illegible]রী শীলা-দেবীর শাণিত অসি শত্রুর শোণিতে অনুরঞ্জিত হইল, তখন নারীধর্ম রক্ষার জন্য তিনি দুর্গপ্রাকার হইতে ঝম্প প্রদান করিয়া দুর্গমূল-প্রবাহিণী করতোয়ার তরঙ্গমধ্যে লুক্কায়িত হইলেন।

বগুড়া জেলার অধুনা শীর্ণকায়া তুলসীগঙ্গার তটে আজিও 'সতীঘাট' সেকালের বঙ্গরমণীর যে অসাধারণ বীরত্ব-কাহিনীর স্মৃতি রক্ষা করিয়া বাঙ্গালীর পবিত্র তীর্থরূপে বিরাজ করিতেছে, বাঙ্গালী তাহার বিশেষ সন্ধান রাখে না! পাথুরিয়াঘাটায় মহীপুরের বিস্তীর্ণ ধ্বংসাবশেষের অদূরেই সতীঘাট। পাঠানগণ যখন এই প্রদেশ আক্রমণ করিয়াছিল তখন এই স্থানের কোন সামন্তরাজ

সতীঘাট

বুদ্ধমূর্ত্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য যে বৃহৎ দ্বার ছিল, তাহার নিম্ন চৌকাঠ প্রস্তরে গঠিত। বহুদিন পর্য্যন্ত উহা 'খোদাকা পাথর' নামে পরিচিত ছিল। খননের পর দেখা গিয়াছে যে, সেই চৌকাঠের মাপ—৯'.৪" × ২" ৪" × ২'.৫"। উহার মধ্যস্থলে একটি পুষ্প খোদিত আছে। ইহার সম্বন্ধে কানিংহাম সাহেব লিখিয়াছেন—"The massive door-sill of a Hindu temple, which is now worshipped under the name of 'Khodaca Pathor' or Gods' Stone." মহাস্থান গড় হইতে ন্যূনাধিক ৫০ মাইলের মধ্যেই অধুনা সুবিখ্যাত পাহাড়পুর স্তূপ।

প্রথমে স্বপক্ষ ত্যাগ করিয়া পাঠানপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরপত্নী এই সংবাদে মর্ম্মাহত হইয়া নানা উপায়ে স্বামীর মত পরিবর্ত্তন করিলেন। সামন্তরাজ তখন পাঠানের বিরুদ্ধে অসি ধারণ করিয়া ভীষণ যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিলেন। সামন্তপত্নী অবিলম্বে চামুণ্ডাবেশে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া স্বামীর মৃত দেহ উদ্ধার করিলেন। তখন তুলসীগঙ্গাতট চিতানলে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! সতী মৃতপতির দেহ অঙ্গে ধারণ করিয়া সেই অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলেন—পাঠানসেনা স্তব্ধ হইয়া সেই চিতার আলোকের দিকে চাহিয়া রহিল!

রায়বাঘিনী

"ভূরস্থট রাজবংশ প্রায় ৪০০ বৎসর অপ্রতিহতভাবে দক্ষিণরাঢ়ে রাজত্ব করিয়াছিলেন এবং অনেক কীর্ত্তিকলাপও রাখিয়া গিয়াছেন। আকবরের সময় এই বংশের একজন রাণী—রাণী ভবশঙ্করী—উড়িষ্যার পাঠানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া বাদশাহ আকবর তাঁহাকে 'রায়বাঘিনী' উপাধি দিয়াছিলেন। গুণগ্রাহী আকবর রাণীকে উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য বহুমূল্য উপহার সহ অম্বররাজ মানাসিংহকে ভূরস্থটে প্রেরণ করেন। আজিও দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের লোকে কোন নারীর নির্ভিকতা ও উগ্রপ্রকৃতি বুঝাইবার জন্য সচরাচর বলিয়া থাকে, "রমণী যেন রায়বাঘিনী।" (১)

বর্দ্ধমান

আধুনিক বর্দ্ধমান এক সময়ের পার্থালিস্ (Parthalis)—গ্রীক্ ভৌগোলিকগণ ইহাকেই গঙ্গরাঢ় সাম্রাজ্যের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এরিয়ান যে নদকে আন্দোমেটিস্ (Andomates) নামে বর্ণনা করিয়াছেন, উইল-ফোর্ড সাহেব বিবেচনা করেন যে তাহাই দামোদর। গ্রীক্‌দিগের

---

(১) বঙ্গবীরাঙ্গনা রায়বাঘিনী—বিধুভূষণ ভট্টাচার্য্য—১৫০-৫১পৃষ্ঠা।

আমিস্‌টিস্‌ (Amystis) বর্দ্ধমানের অজয়, তাহাদিগের Kutudupa একালের কাটোয়া। এই ভৌগোলিক নির্দ্দেশ সত্য হইলে, ইহা বলিতেই হইবে যে, বর্দ্ধমানের শৌর্য্যখ্যাতি একদিন ভুবন-বিখ্যাত ছিল—তাহা কবি ভার্জ্জিলের গানেও স্থান লাভ করিয়াছিল।

বর্দ্ধমানের প্রাচীন দুর্গ

বর্দ্ধমানের শেরগড পরগণা এখন কানন। সেই কাননাভ্যন্তরে এখনও ফরিদপুর থানার সন্নিকটে দিঘি, অজয়তীরে চুরুলিয়ায় এবং ডিহি শেরগড়ে প্রাচীন দুর্গের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। জনশ্রুতি চুরুলিয়া দুর্গের সহিত নরোত্তম নামক একজন রাজার নাম সংযুক্ত করিয়াছে। ডিহি-দুর্গের প্রস্তর-রচনা অনেক প্রাচীন কালের বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। (১)

গোপভূম

যে অঞ্চল এখন গোপভূম নামে পরিচিত তাহা গোপরাজ মহেন্দ্র নাথ বা মহিন্দি রাজার রাজ্য বলিয়া কথিত। মানকরার নিকটে আমরাগড় নামক যে স্থান আছে তাহাই এককালে মহেন্দ্র রাজার রাজধানী ছিল। এখনও তাঁহার দুর্গাবশেষ পরিলক্ষিত হয়।

এই গোপরাজ্য যে কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও দামোদরতীরে ভরতপুর ও কনকেশ্বর নামক স্থানে যে দুইজন প্রতাপশালী গোপ-জমীদার বাস করিতেন, কিম্বদন্তী তাহা এখনও বিস্মৃত হইতে দেয় নাই। সৈয়দ-সৈয়দ বোখারি নামক জনৈক মুসলমান কনকেশ্বরের জমীদারের সহিত কলহে লিপ্ত হইয়া তাঁহার জমীদারী বলপূর্ব্বক কাড়িয়া লইয়াছিলেন। এ কলহে যথেষ্ট রুধিরপাত ঘটিয়াছিল। আজিও ভরতপুরে এবং কনকেশ্বরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুইটী দুর্গের চিহ্ন পরিলক্ষিত হয়—নিকটবর্ত্তী দীর্ঘিকা হইতে কখন কখনও

(১) *Burdwan Dist.* Gazet. P. 20.

কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্ম্মিত দেব দেবীর প্রতিমূর্ত্তি উত্তোলিত হইয়া থাকে। অজয়তীরে মঙ্গলকোটও প্রাচীন বিভবের নানা চিহ্ন ধারণ করিয়া এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই স্থানেই একদিন বর্দ্ধমানের অধুনা-বিস্মৃত গোপরাজ্যের প্রান্তদুর্গ বর্ত্তমান ছিল। (১)

গৌড় এবং রাজমহল হইতে মেদিনীপুর ও কটক পর্য্যন্ত যে সুবিস্তৃত রাজপথ আজিও মুসলমান-সাম্রাজ্যের কঙ্কাল স্বরূপ বর্ত্তমান আছে তাহা আবশ্যক মত রণযাত্রার জন্যই প্রথমে গঠিত হইয়াছিল।

বাদশাহের সহিত খণ্ড যুদ্ধ

সম্রাট আকবরের সৈন্য একদিন রাজমহলে পরাভূত ও নিহত দাউদের পরিজনবর্গকে বর্দ্ধমানেই ধৃত করিয়াছিলেন। ইহার দশবৎসর পর দাউদের শোকসন্তপ্ত পুত্রের সহিত সম্রাট আকবরের যে সকল খণ্ডযুদ্ধ ঘটিয়াছিল তাহাও এই বর্দ্ধমান প্রদেশে। দাউদের সেনার মধ্যে বাঙ্গালী যে কম ছিল না তাহা আমরা ইতঃ পূর্ব্বেই দেখিয়াছি।

রাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের নাম এখন বিলুপ্ত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাঁহার বীরস্মৃতি বিলুপ্ত হইবার নহে। চন্দ্রকোনা এবং বরোদার রাজাদিগের

কীর্ত্তিচন্দ্র

সহিত ঘাটালের নিকটে তাঁহার যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বাঙ্গালীর রণলিপ্সার পরিচয় দেয়। চন্দ্রকোনা এবং বরোদা রাজ্য জয় করিয়া কীর্ত্তিচন্দ্র বীরদর্পে অগ্রসর হইলেন। বল্‌ঘরার রাজা তাঁহার সহিত শক্তি পরীক্ষার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন; তারকেশ্বরের শ্রীমন্দির সান্নিধ্যে উভয়ের যুদ্ধ ঘটিল। কীর্ত্তিচন্দ্রকে শক্তিসম্পন্ন দেখিয়া মুর্শিদাবাদের নবাব তাঁহাকেই এসকল রাজ্যের স্বামী বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের

(১) *Burdwan Dist. Gazet*. P. 22.

রাজা তখন বীর বলিয়া পরিচিত ছিলেন বটে, কিন্তু কীর্ত্তিচন্দ্র তাঁহাকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

১৭৪০ খৃষ্টাব্দে কীর্ত্তিচন্দ্র স্বর্গারোহণ করিলে পর তাঁহার পুত্র চিত্রসেন রায় দিল্লীর সম্রাট কর্ত্তৃক রাজগৌরবে বিভূষিত হইলেন।

চিত্র সেন

বীরভূমি, বিষ্ণুপুর ও পঁচেটের ভূপগণ তাঁহার চির শত্রু ছিলেন। শত্রুদিগকে বিধ্বস্ত করিবার জন্য চিত্রসেন যে প্রান্তদুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজিও তাহা রাজগড় নামে পরিচিত। (১) আজিও রাজগড়ের ৪০ ফিট উচ্চ প্রাকার দর্শকের কৌতূহল উদ্দীপিত করে। আজিও সেই দুর্গের উত্তর ও দক্ষিণ দ্বার ও তাহাব সুদৃঢ় বুরুজ চিত্রসেনের স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। ইহারই উত্তর-পশ্চিমে অজয় নদের তীরে যে ভূভাগ বনাকীর্ণ হইয়াছে, তথায় একদিন চিত্রসেনের বীরভদ্রগণ সর্ব্বদা সুদৃঢ় দুর্গ রক্ষা করিত। আজিও তাঁহার নামসম্বলিত কামান সেকালের বাঙ্গালীর যুদ্ধোপকরণের পরিচয় দিয়া থাকে—আজিও সেনপাহাড়ী এই সেন বংশের গৌরবস্মৃতি রক্ষা করিতেছে।

এমন একদিন ছিল যখন এই বংশের তিলকচন্দ্র রায় সম্রাট আহম্মদ শাহের নিকট হইতে রাজপদ ও পঞ্চহাজারি মনসবদারি প্রাপ্ত হইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন। (২) রায়না থানায় আজিও এক দস্যুরমণীর কাহিনী বিবৃত হইয়া থাকে। সুদক্ষ কর্ণেল বা কাপ্তানের ন্যায় এই দস্যুরমণীও অশ্বারোহণে পটু ছিল। মধ্যে মধ্যে আলোকোদ্ভাসিত সার্কাস্ মণ্ডপে আমরা অশ্বপৃষ্ঠে বঙ্গরমণী দেখিতে পাই বটে—কিন্তু

তিলকচন্দ্র রায়,
রায়নার দস্যু-রমণী

(১) *Burdwan Dist. Gazet.* P. 195.

(২) *Burdwan Dist. Gazet.* P. 292.

রায়নার দস্যুরমণী যে যুগের, সে যুগে এ দেশে য়ুরোপীয় সার্কাস আসে নাই। (১) তখন বঙ্গনারীও অশ্বে আরোহণ করিতেন,—তাই আমরা এখনও 'মাঘ মণ্ডল' ব্রত কথায় শুনি—'দোলায় আসি ঘোড়ায় যাই।' আজ যে বঙ্গনারী আত্মরক্ষায় অসমর্থ—কে তাহাকে এমন করিল? আমরা নয় কি?

'ভবিষ্য খণ্ড' নামক গ্রন্থে প্রকাশ যে চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বর্দ্ধমান প্রদেশে দামোদর নদতীরে হেম সিংহ নরপতির সুবিস্তৃত রাজধানী বিরাজ করিত। এক সময়ে বর্দ্ধমান, হাবড়া, হুগলী, নদীয়া, পাবনা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কিয়দংশ বর্দ্ধমানরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আজিও মহবংগড, শক্তিগড, রামচন্দ্রগড, শেরগড়, সমুদ্রগড, প্রভৃতি ষোলটী গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান থাকিয়া এই বিপুল সাম্রাজ্যের হিন্দু ও মুসলমানের ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সহিত বাঙ্গালীর শৌর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছে।

বর্দ্ধমানরাজা

মেদিনীপুরের প্রাচীন ইতিহাস বিচিত্র তথ্যে পরিপূর্ণ। এক সময়ে মেদিনীপুর জেলার পূর্ব্ব-ভাগে নৌবল সম্পন্ন বাঙ্গালীর বাস ছিল। সম্রাট অশোক যখন কলিঙ্গ জয় করিলেন (খৃঃ পূঃ ২৬১) মেদিনীপুর জেলা তখন মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মৌর্য্য-সভ্যতার আলোকে সমুজ্জ্বল হইয়াছিল। তাম্রলিপ্ত তখন মেদিনীপুরের প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র রূপে বর্ত্তমান ছিল। সম্রাট অশোক এই স্থানে একটী সুবৃহৎ স্তম্ভ স্থাপন করিয়া তাম্রলিপ্তকে চিরস্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। (২)

মেদিনীপুর

(১) *Imperial Gazet.* of India—Vol. I, Pp. 270—313.

(২) *Budhist Records of the Western World*, Beal—Vol. II, P. 201.

মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ বৃহদ্রথ যখন বিদ্রোহী সেনাপতির হস্তে নিহত হইলেন, তখন মৌর্য্য-সাম্রাজ্য চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া গেল। কলিঙ্গে আবার স্বাধীনতার বিজয়-পতাকা উড্ডীন হইল। উদয় গিরির হস্তিগুহায় যে শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাতেই প্রকাশ যে কলিঙ্গরাজ খাববেল মগধ জয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাম্রলিপ্ত তখন একটী পৃথক্ রাজ্যরূপে পরিণত হইয়াছিল। মেদিনীপুর জেলা তখন এই তাম্রলিপ্ত রাজ্যের অন্তর্গত হইয়াছিল। (১)

তাম্রলিপ্ত রাজ্য

উত্তর-ভারত যখন গুপ্ত-সাম্রাজ্যের প্রভায় সমুজ্জ্বল, পরিব্রাজক ফা-হিয়ান তখন (৪০৫-৪১৮ খৃঃ অঃ) তাম্রলিপ্ত রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন। তখনো উহা নৌসাধনের খ্যাতিতে প্রসিদ্ধ ছিল। ভৌগোলিক টলেমিও তাম্রলিপ্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

গুপ্তসাম্রাজ্যের ধ্বংসের পর মেদিনীপুর জেলা যাঁহার চরণ চুম্বন করিয়াছিল তিনি দেবরক্ষিত নামে পরিচিত। তাঁহার পরই মহারাজ শশাঙ্কের বঙ্গসৈন্য আসিয়া মেদিনীপুর জয় করিয়াছিল। কলিঙ্গরাজ খারবেলের কাল হইতে বহুদিন পর্য্যন্ত তাম্রলিপ্ত রাজ্য একটী স্বতন্ত্র ও স্বাধীন বৃহৎ রাজ্যরূপে পরিচিত থাকিয়া বঙ্গের একাংশের শূরত্বের পরিচয় দিয়াছিল। শেষে উহা রাঢ়রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে রণশূর রাঢ়ে রাজত্ব করিতেন। সুবিখ্যাত বীর ও রাজ্যবিজেতা দাক্ষিণাত্যের রাজেন্দ্র চোল দেবের সহিত তাঁহার সমর-কাহিনী রাঢ় বীরগণের সমর-পটুত্বের পরিচয় দেয়।

একদিন যে তাম্রলিপ্ত বঙ্গের শ্রেষ্ঠ বাণিজ্য-কেন্দ্ররূপে দেশে বিদেশে

(১) *Notes on Geography of Bengal*—M. M. Chakerberty.—*J. A. S. B.* 1808, P. 289.

বিখ্যাত হইয়াছিল, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহা শুধু প্রাচীন গৌরবের চিতাভস্মের তিলক ধারণ করিয়াছিল।

হিজলী

হিজলী তখন বঙ্গের নবীন বাণিজ্যকেন্দ্র—তমোলুক তখন বিস্মৃত ও বিলুপ্ত। রাল্‌ফ ফিচ (১৫৮৬ খৃষ্টাব্দে) বর্ণনা করিয়াছেন যে নেগাপত্তন্, সুমাত্রা, মলাক্কা প্রভৃতি নানা স্থান হইতে অর্ণবপোত হিজলীতে বাণিজ্যব্যপদেশে আগমন করিত। এককালে যেমন তাম্রলিপ্তের সহিত বঙ্গীয়-বাণিজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল—তেমনি আবার পরবর্ত্তীকালে হিজলীই বঙ্গের বাণিজ্যের ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। হুগলীর খণ্ডযুদ্ধের পর জব-চার্ণক ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানীর পক্ষ হইতে হিজলী অধিকার করিয়াছিলেন। মোগলপতির নির্দ্দেশ-ক্রমে মোগল সৈন্য ৩।৪ মাস ধরিয়া হিজলী অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল। পরে যখন মোগল-সৈন্য হিজলী পরিত্যাগ করিল, জব-চার্ণক তখন নিরাপদে বহির্গত হইয়া যে নগরীর পাদপীঠ রচনা করিলেন তাহাই ভারতের প্রধান রাজধানী কলিকাতা। (১)

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পর্ত্তুগীজগণ মোগল কর্ত্তৃক বিতাড়িত হইয়া (২) তাহাদের বাণিজ্যকেন্দ্র ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হইল। দিনেমার-বাণিজ্যতরণী এই স্থানেই পণ্য বহিয়া আনিত এবং কোম্পানীর বণিকও এই বন্দরেই দিনেমারদিগের সহিত বাণিজ্য-ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা করিতেন। তখনো 'তমোলুক' একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই—উহা তখন পর্ত্তুগীজ কর্ত্তৃক 'তম্বোলি' নামে অভিহিত হইত।

প্রাচীন কালে মেদিনীপুর ময়ূর-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ময়ূর-বংশ

(১) *Imperial Gazet* : *Bengal* Vol. 1, P. 314.

(২) W. Hedge's *Diary*, Vol. II, P. 240.

তাম্রলিপ্ত নগরকে রাজধানী করিয়াছিলেন। শুনিতে পাওয়া যায় ময়ূর বংশের নৃপতিগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন। শেষ নৃপতি নিঃশঙ্ক নারায়ণের মৃত্যুর পর ময়ূর-সিংহাসন কৈবর্ত্ত রাজগণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হইল। কালু ভুঁইয়া সেই কৈবর্ত্তরাজদিগের প্রথম পুরুষ। শুনিতে পাওয়া যায় ময়ূররাজগণ দীর্ঘে প্রস্থে ৮ মাইল স্থান ঘিরিয়া দুর্গ-প্রাচীর রচনা করিয়াছিলেন, প্রাকার-মূলে গভীর পরিখা বর্ত্তমান থাকিয়া রাজনগরীকে নিরাপদ রাখিয়াছিল।

ময়ূর রাজবংশ

কোথায় বা সেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তের গৌরব, বিভব—কোথায় বা সেই ময়ূর-বংশের বীরত্ব-খ্যাতি—আর কোথায়ই বা অশোকের সেই ২০০ ফিট উচ্চ স্তম্ভ—তমোলুকে এ সকলের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! এক কালে সমুদ্র যাহার চরণ ধৌত করিত, এখন উহা তাহার নিকট হইতে প্রায় ৩০ ক্রোশ দূরে অপসৃত হইয়াছে! কৈবর্ত্তরাজদিগের অট্টালিকা ও দুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ এখন বহু অনুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে হয়—তাঁহারা এখন উপকথার নায়ক মাত্র! প্রাচীন নগরী ভূগর্ভে স্থান লাভ করিয়াছে—একটী সুবৃহৎ দেবমন্দির পর্য্যন্ত অনেকাংশে ভূতলে বসিয়া গিয়াছে—ইষ্টক-গ্রথিত কূপ ও গৃহাদি প্রায় ১৮ হইতে ২১ ফিট খনন না করিলে আর দেখিবার সম্ভাবনা নাই। রূপনারায়ণের ভঙ্গপ্রবণ তটনিম্নে কিছুদিন পূর্ব্বেও কতকগুলি প্রাচীন রৌপ্য ও তাম্র-মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। সেগুলি যে বৌদ্ধযুগের তাহার নিদর্শন উহাদের গাত্রেই বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাম্রলিপ্তের শ্মশানের উপর এখন কেবল 'বর্গভীমার' প্রাচীন মন্দির দণ্ডায়মান থাকিয়া প্রাচীন উন্নত স্থাপত্যের চিহ্ন স্বরূপ প্রশংসিত হইতেছে। (১)

সম্রাট আকবরের বঙ্গবিজয় হইতে আরম্ভ করিয়া নবাব শায়েস্তা

(১) *Imperial Gazet. Bengal* :—Vol. I. P. 317—318.

খাঁর চট্টগ্রাম বিজয় পর্য্যন্ত, মগ ও ফিরিঙ্গি দস্যুগণ জল-পথে বঙ্গদেশ আক্রমণ করিত। তাহারা লুণ্ঠন করিতেই আসিত, লুণ্ঠন করিয়াই পলায়ন করিত। যেমন ধন রত্ন লইত, তেমনি বাঙ্গালার হিন্দু ও মুসলমানদিগকেও চুরি করিয়া লইয়া যাইত। স্ত্রী কি পুরুষ, ধনী কি নির্ধন—কেহই বাদ যাইত না। এইরূপে ধৃত নরনারীর হস্ত-তালু বিদ্ধ করিয়া তাহারা সেই ছিদ্রপথে বেত্র প্রবেশ করাইয়া দিত এবং বেত্র দ্বারা একজনের সহিত আর একজনকে গ্রথিত করিয়া রাখিত! হতভাগ্য বন্দিগণ এইরূপে আবদ্ধ হইয়া অর্ণবপোতের কোটর মধ্যে একজন আর একজনের উপর পড়িয়া থাকিত! দস্যুগণ প্রভাতে ও সন্ধ্যায় অসিদ্ধ শুষ্ক তণ্ডুল লইয়া উপর হইতে কোটরমধ্যে বন্দীদিগের আহারের জন্য নিক্ষেপ করিত! পোতগুলি বালেশ্বর ও তমোলুকের ঘাটে পঁহুছিলে, দস্যুগণ বন্দীদিগকে দাস দাসীরূপে বিক্রয় করিবার ব্যবস্থা করিত। ইহাদিগকে বাধা দিবার সাহস স্থানীয় শাসন-কর্ত্তাদিগের ছিল না—তাঁহারা অর্থদ্বারা দাস দাসী ক্রয় করিয়া তাহা-দিগের মুক্তিবিধান করিতেন! (১) শায়েস্তা খাঁ কিরূপে বঙ্গসৈন্য লইয়া এই দস্যুদিগকে উৎখাত করিয়াছিলেন সে কাহিনী পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই শায়েস্তা খাঁরই ১২০০০ সৈন্য হিজলীর দুর্গ অবরোধ করিয়া জব-চার্ণকের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল।

মগ ও ফিরিঙ্গিদস্যু

ইহার কিঞ্চিদধিক ৫০ বৎসর পরও আমরা দেখিতে পাই যে যখন নবাব আলিবর্দ্দী সসৈন্যে মুর্শিদকুলির বিরুদ্ধে উড়িষ্যায় যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন তখনও খেলাৎ ও উপঢৌকনাদি প্রদান করিয়া মেদিনীপুর অঞ্চলের বীর ভূস্বামি-বর্গের সাহায্য লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছিল। (২)

নবাবী আমলে মেদিনীপুরের ভূস্বামী

(১) *The Firingi Pirates of Chatgaon—J. A. S. B.* 1907, P. 422.
(২) *Riyaz-us-salatin*—P. 327.

সুবর্ণরেখাতীরে ময়ূরভঞ্জরাজের সেনাদিগকে পরাভূত করিয়া নবাব আলিবর্দ্দী মুর্শিদকুলিকেও একটি ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। নবাব আলিবর্দ্দী ও নবাব শায়েস্তাখাঁ যে বঙ্গ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিতেন সে পরিচয় আমরা পূর্ব্বেই পাইয়াছি।

মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধ

মুর্শিদকুলির সহিত যুদ্ধের ছয় বৎসর পর (১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দে) নবাব আলিবর্দ্দী যখন উড়িষ্যা হইতে মহারাষ্ট্রদিগকে বিতাড়িত করিবার মানসে মেদিনীপুরের ফৌজদার মীরজাফরের অধীনে ৭ সহস্র অশ্বারোহী ও ১২ সহস্র পদাতিক স্থাপন করিয়াছিলেন, তখনও আমরা বঙ্গসৈন্যের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান নহি। এই সেনা লইয়া মীরজাফর কতকগুলি পাঠান ও মহারাষ্ট্রদিগের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াছিলেন। ইহার ৪ বৎসর পর দেখিতে পাই রাজা দুর্লভরাম ও মীরজাফর উভয়ের হস্তেই নবাবী সৈন্যের কর্ত্তৃত্ব ভার অর্পিত হইয়াছিল।

রাজারাম সিংহ

পলাশীর যুদ্ধের পর মেদিনীপুরের ফৌজদার রাজারামসিংহ যখন জানিতে পাইলেন যে নূতন নবাব মীরজাফরের চক্রান্তে লর্ড ক্লাইব তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন, তখন তিনি ২০০০ অশ্বারোহী এবং ৫০০০ পদাতিক সংগ্রহ করিয়া লর্ড ক্লাইবকে লিখিয়াছিলেন—যদি আমাকে আক্রমণ করেন আমি মেদিনীপুরের বনে আশ্রয় লইয়া শেষ পর্য্যন্ত যুঝিয়া দেখিব। (১) পলাশীর যুদ্ধের তিন বৎসর পর যখন সম্রাট শাহ আলম্ মহারাষ্ট্রদিগের সহায়তায় বঙ্গ আক্রমণের উদ্দেশ্যে মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী হইয়াছিলেন, তখন যে সকল অস্ত্রধারী দেশীয় লোক ("natives") কোম্পানীর

(১) Broom's *History of the Bengal* Army—P. 180—183. ব্রুম সাহেব মনে করেন যে সেকালের বাঙ্গালী রণবিমুখ জাতি ছিল। "লাল পল্টন" প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে।

অধীনে কর্ম্ম করিত না, তাহাদিগকে কলিকাতা পরিত্যাগ (১) করিবার আদেশ প্রদান করা হইয়াছিল। এই "native"দিগের মধ্যে কি বাঙ্গালী সৈন্য ছিল না? আমরা দেখিয়াছি যে নবাব মীরকাশেমের সময়েও কোম্পানী-বাহাদুর কলিকাতায় এবং কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

পলাশীর যুদ্ধের পরও অনেকদিন পর্য্যন্ত মহারাষ্ট্র ভূস্বামিগণ মধ্যে মধ্যে মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গতঃ কোন কোন স্থান আক্রমণ করিয়া লুণ্ঠন ও হত্যা করিতে বিরত ছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধের ৪২ বৎসর পরও দেখিতে পাই, পাইকড় ভুঁইয়া নামক একজন মহারাষ্ট্র-ভূস্বামী এইরূপ লুণ্ঠন ব্যাপারে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। মেদিনীপুর অঞ্চলে তখনও অস্ত্র ব্যবসায়ীর অসদ্ভাব হয় নাই। বলরামপুরের বীরপ্রসাদ চৌধুরী নামক একজন ভূস্বামী এই সময়ে ৩০০ বন্দুকধারী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া মহারাষ্ট্র-ভূস্বামীর সহায়তা করিয়াছিলেন। শুশুনিয়া ও নলপুরায় স্থাপিত কোম্পানীর সিপাহীদিগের সহিত বিদ্রোহীদলের সমস্ত দিবস ব্যাপী যুদ্ধ হইয়াছিল। সিপাহীগণ সমস্ত গোলা-বারুদ নিঃশেষে ব্যয় করিয়া শেষে পশ্চাৎপদ হইতে বাধ্য হইয়াছিল। (২)

বীরপ্রসাদ চৌধুরী

হাবড়া জেলার টানা দুর্গের সহিত অধুনা-বিস্মৃত বহুদিনের প্রাচীন রণকাহিনীর সম্বন্ধ বর্ত্তমান আছে। টানা আধুনিক সাকরাইল আউট-পোষ্টের অধীনে স্থিত একটী ক্ষুদ্র গ্রাম। কিন্তু ভেলেন্‌টিন (Valentin) কর্ত্তৃক অঙ্কিত মানচিত্রে টানা দুর্গের অবস্থান দেখিতে পাওয়া যায়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ

হাবড়ার টানা

(১) Broom's *History of the Bengal Army*—Pp. 289-95, 319.

(২) *Midnapur Dist. Gazet*—P. 46.

ভাগে অঙ্কিত বাউরির পাইলট-চার্টে বৃহৎ টানা ও তন্নিম্নে ক্ষুদ্র টানা চিহ্নিত হইয়াছিল। ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে অঙ্কিত পাইলট-চার্টে বৃহৎ টানা, তন্নিম্নে টানা দুর্গ এবং তাহার নীচে ক্ষুদ্র টানা চিহ্নিত আছে। এখন যে স্থানে শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অবস্থিত, তাহাই এক সময়ে বৃহৎ টানা নামে পরিচিত ছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে বোটানিকাল গার্ডেনের সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্টের আবাস-গৃহ প্রাচীন টানা দুর্গের ভিত্তির উপর বিনির্ম্মিত।

জব-চার্ণক ও বাঙ্গালার নবাব

১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা শায়েস্তা খাঁর সহিত কোম্পানী বাহাদুরের বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। কোম্পানীর লোক তখন হুগলী পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়া জব-চার্ণকের নেতৃত্বে সুতানটীতে আসিয়া আশ্রয় লইল। তখন সমগ্র দেশের লোক তাহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। এই 'সমগ্র দেশের লোক' কাহারা ছিল? বাঙ্গালী না বিহারী—না অন্য দেশবাসী? (১) মোগল-নবাবের বৃহৎ বাহিনী চার্ণকের বিরুদ্ধে রণযাত্রা করিল। চার্ণক টানা দুর্গ জয় করিয়া লইলেন। দেখা যাইতেছে যে টানা ও সুতানটী অঞ্চলের লোক সে সময়ে শিক্ষিত সেনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারিত। নবাব শায়েস্তা খাঁর আদেশে তখন স্থানীয় শাসনকর্ত্তাগণ বাঙ্গালার নানা স্থান হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া যুদ্ধের আয়োজন করিয়াছিলেন। পরবৎসর (১৬৮৭ খৃঃ) যখন কোম্পানীর সেনা হিজলীতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইল, চার্ণক সাহেব সেনা সংগ্রহ করিয়া আসন্ন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলেন, তখন 'নবীন বালেশ্বর' নগর অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনাবৃন্দের

(১) But *the country was up in arms* and a large army was advancing against them.—*Howrah Dist. Gazet*, P. 21. c. f. Hunter's *History of British India*, Vol II. P. 267.

পদভরে কম্পিত হইয়া উঠিল—প্রত্যেক মোগলের গৃহই এক-একটী ক্ষুদ্র দুর্গে পরিণত হইল। (১)

প্রাচীন সরস্বতী নদীর দক্ষিণ তীরে আন্দুল গ্রাম। আন্দুলের সুপ্রসিদ্ধ মিত্র-জমীদারদিগের পূর্ব্বপুরুষ দেওয়ান রামচন্দ্র রায় লর্ড

মন্‌সবদার রামলোচন

ক্লাইবের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সম্রাট শাহআলম রামচন্দ্রের পুত্র রামলোচনকে রাজা উপাধিতে বিভূষিত করিয়া ৪ হাজারি মনসবদার করিয়াছিলেন। একথা বলাই বাহুল্য যে সেকালে মন্‌সবদারগণ যথেষ্ট সেনা রাখিতেন এবং প্রয়োজন হইলেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেন। রামলোচন একটী নূতন অব্দ প্রচার করিতে চাহিয়াছিলেন—তাহার নাম 'আন্দুলাব্দ'।

মেদিনীপুরের কাহিনী মনে হইলেই বীরভূমির কথা মনে পড়ে। মনে পড়ে যে দ্বাদশ শতাব্দীতে যে প্রদেশের কোকিলকণ্ঠ কবি

বীরভূমি

"রতিসুখসারে গতমভিসারে" গাহিয়া বঙ্গের রাজধানী মুখরিত করিয়াছিলেন, তাঁহারই আবাস-ভূমিকে বেষ্টন করিয়া এক সময় গভীর রণনিনাদ ধ্বনিত হইয়াছিল—অসির তাড়না তখন ললিত লবঙ্গলতাকে পরিপুষ্ট হইয়া পবনান্দোলিত হইবার অবকাশ দেয় নাই!

যদিও বীরভূমি জেলা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মুসলমানের হস্তগত হইয়াছিল, কিন্তু বহুদিন পর্য্যন্ত উহা হিন্দুরই রাজত্ব ছিল। সে রাজ-

বীর পরিবার

পরিবার বীর-রাজ-পরিবার নামে প্রখ্যাত। ভবিষ্য পুরাণের ব্রহ্মাণ্ড খণ্ডে আমরা বীরভূমির উল্লেখ দেখিতে পাই। দেখিতে পাই উহার জনসাধারণ তখন ধনুর্ব্বিদ্যাবিশারদ

(১) *Early Annals of the English in Bengal*—C. R. Wilson: Vol I. Pp. 99, 106, 107.

ছিল। 'নগর' নগর এই বীর দেশের রাজধানী বলিয়া পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে।

একাদশ শতাব্দীতে জগৎমল্ল যখন বীরভূমির রাজা ছিলেন তখন তাঁহার রাজধানী ধনে জনে, সেনাবাসে ও হস্তিশালায় সুশোভিত ছিল।

বঙ্গসৈন্যের বিশেষ পরিচ্ছদ

তাঁহার নাট্যশালা হিন্দু নাট্যের অভিনয়ে মুখরিত থাকিত। ত্রয়োদশ শতাব্দীর বীরভূমির নৃপতি রাজা রাম মল্ল বা ক্ষেত্রনাথ মল্ল আপন সৈন্যের জন্য বিশেষ পরিচ্ছদের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহার বীরত্বখ্যাতি এতদূর বিস্তার লাভ করিয়াছিল যে, শত্রুগণ তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হইত না। (১)

বীরভূমির অধুনা বনাকীর্ণ রাজনগর বা আধুনিক 'নগর' নামক গ্রাম এক সময়ে সৌভাগ্যে সম্পদে বঙ্গে প্রসিদ্ধ ছিল। মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গ-

প্রাচীন 'নগর'

বিজয়েব পূর্ব্বেই উহা বীরভূমির রাজধানী রূপে পরিচিত থাকিয়া হিন্দু-নৃপতির বীরত্বগর্ব্ব সূচিত করিত। আজ তাহার বিচূর্ণিত অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ, পরবর্ত্তী-কালের মুসলমান-বিজয়ের স্মৃতিচিহ্ন—মসজেদাদির জীর্ণ ভগ্ন ইষ্টকাদি ও লতাগুল্মাচ্ছাদিত বহু জলাশয় এখনও সেই প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছে। নগরের উত্তর দিকে যে বহুবিস্তৃত মৃৎদুর্গ একদিন গর্ব্বে উন্নতশীর্ষ হইয়া বাঙ্গালীর বিজয়কীর্ত্তি ঘোষণা করিত—যাহা অষ্টাদশ শতাব্দীতে বর্গীর উপদ্রব হইতে রাজধানীকে রক্ষা করিয়াছিল, আজ তাহার শেষ চিহ্নটুকুও বনসমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। একদা-প্রসিদ্ধ ১৬ ক্রোশ বিস্তৃত নগরপ্রাকার এখন প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে—বর্ষের পর বর্ষ ধরিয়া বর্ষার বারিধারায় তাহা ধীরে ধীরে চিহ্নহীন হইয়া উঠিতেছে।

(১) Hunter's *Statistical Account of Bengal*—Vol. IV.

যে সিংহদ্বারে শতযোধ একদিন জয়োল্লাসে হুঙ্কার করিয়া উঠিত, আজ তাহা উপকথার আখ্যানবস্তু মাত্র! (১)

গৌড়-বাদশাহী রাজপথ আজিও বীরভূমির পাঠানশাসনকাল স্মরণ করাইয়া দেয়। এই রাজপথ লখ্‌নৌতি হইতে মঙ্গলকোট এবং তথা হইতে বর্দ্ধমান ও সাতগাঁও পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। টোডরমল্লের রাজস্ব-বিবরণ কহিয়া দেয় যে, ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে এ প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদিগের করতলগত হইয়াছিল—তাহার পূর্ব্বে নহে। শের শাহের পূর্ব্বে এবং পরে এই প্রদেশেই ক্রমে ক্রমে অনেক মুসলমান-জায়গীরদার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ঝাড়খণ্ড বা ছোটনাগপুরের অসভ্য পার্ব্বত্য জাতিদিগের আক্রমণ হইতে বঙ্গের এই অংশকে রক্ষা করিবার নিমিত্তই এইরূপ ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছিল। জায়গীরপ্রাপ্ত মুসলমান বীরগণ ও তাঁহাদের বংশধরগণ এক সময়ে বীরভূমির মিলিসিয়ার কার্য্য করিতেন। (২)

সিয়র-মুতাক্ষরীণে দেখিতে পাই যে, এক সময়ে বীরভূমির রাজার ন্যায় আর কোন ভূস্বামীই বঙ্গে এত প্রতাপশালী ছিলেন না। তাঁহার

লর্ড ক্লাইব ও বীরভূমি

যেমন বীরবাহিনী ছিল, তিনি নিজেও তেমনি অদ্বিতীয় বীর ছিলেন। আসদ্-উল্-জমান্ যখন বীরভূমির অধীশ্বর তখন তাঁহার শক্তি দর্শনে লর্ড ক্লাইবও বিচলিত হইয়াছিলেন। পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বে তিনি সিলেক্ট কমিটীর নিকট লিখিয়াছিলেন—বীরভূমির রাজা, দিল্লীর উজীর এবং মহারাষ্ট্র জাতি—

(১) *Imperial Gazetteer of India* : Bengal, Vol. I. P. 286.

(২) Contribution to the Geography and History of Bengal-Blochman : *J. A. S. B.* (1873) Pp. 222—223.

এই তিনটীই এখন প্রধান শক্তিস্বরূপ। ইহাদিগের সহিত সৌখ্যবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। (১)

পলাশীর যুদ্ধের তিন বর্ষ পরে দেখিতে পাই, বীরভূমিপতি অন্যান্য শক্তিশালী ভূস্বামিদিগের সহায়তায় এরূপ প্রবল হইয়াছিলেন যে, তিনি দিল্লীর বাদশাহ শাহ্ আলমকে বঙ্গ আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। কাপ্তান হোয়াইট্ মেদিনীপুর অঞ্চলে শান্তি সংস্থাপন করিয়া এই সময়ে যখন বৰ্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হন, তখন মেদিনীপুরে প্রাদেশিক সরকারী সৈন্য ছিল। (২) তিনি তাহাদিগের সাহায্যার্থ অল্প-সংখ্যক সিপাহী সৈন্য রাখিয়া বৰ্দ্ধমানের দিকে অগ্রসর হইলেন, ইচ্ছা তথা হইতে বীরভূমির বিদ্রোহ দমনের জন্য যাত্রা করিবেন।

বৰ্দ্ধমান রাজ্যের দেশীয় সৈন্য

"বৰ্দ্ধমানের নিকটবৰ্ত্তী হইয়া সেনাদলের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য হোয়াইট্ রাজার নিকট দশ সহস্র টাকা প্রার্থনা করিলেন। অর্থসাহায্য প্রেরণ রাজার অভিপ্রেত হইলেও, হোয়াইট সদলে বৰ্দ্ধমান নগরের নিকট দিয়া আসিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হওয়ায় রাজ-সেনানীগণ একদল সৈন্য লইয়া হোয়াইটের আগমন নিবারণের উদ্যম করেন। একটী সামান্য মত যুদ্ধে অশিক্ষিত রাজসৈন্য-দল পরাভূত হয়। এই বৰ্দ্ধমান-সৈন্যদলে দেশীয় নানা শ্রেণীর মিলিত সৈন্য ছিল। সেনাপতি হোয়াইট্ 'ফকীর' বলিয়া এক শ্রেণীর সৈন্যের উল্লেখ করিয়াছেন।" (৩) তখনও এমন সময় ছিল যে, কোম্পানী বাহাদুর যে দুই দল মোগল-অশ্বারোহী সেনা গঠন করিয়াছিলেন,

(১) *Bengal in 1756-57*: C. R. Hill—Vol. I. P. CXCVII, Vol. II. P. 418.

(২) বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল—৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

(৩) বাঙ্গালার ইতিহাস, নবাবী আমল।—৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৫৮ পৃষ্ঠা।

তাহাদের নায়কপদে কোন ইংরেজ সেনানী ছিলেন না। রেসেলাদার, জামাদার প্রভৃতি সমস্তই দেশীয় লোক ছিল। (১)

বঙ্গের নূতন নবাব মীরকাশেম বীরভূমিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিলেন। মেজর ইয়র্ক সসৈন্যে তাঁহার অনুগমন করিলেন।

কড়েয়ার যুদ্ধ

গোলন্দাজপতি গুর্গিণ খাঁ কামান লইয়া যুদ্ধে আসিলেন। কাপ্তান হোয়াইট্ আপন সেনাদল লইয়া শত্রুর পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। আসদ্-জমান্ খাঁ এইরূপ বিরাট রণসজ্জা দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হইলেন না। তাঁহার বিংশতি সহস্র পদাতিক ও পঞ্চসহস্র অশ্বারোহী ছিল। তিনি কড়েয়ার নিকট গড়খাত করিয়া দুর্গম কাননাভ্যন্তরে সৈন্য সমাবেশ করিলেন। এই স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, বীরভূমির শক্তি তাহাতেই একান্ত হীন হইয়া পড়িয়াছিল। (২) আসদ্-জমানের এই ২৫ সহস্র সৈন্য কোথা হইতে আসিয়াছিল? ইহারা সকলেই কি উত্তরাঞ্চলের মোগল ও পাঠান ছিল? সমরব্যবসায়িগণ সেকালে দলবদ্ধ হইয়া নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইত বটে (৩), কিন্তু বীরভূমি ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সৈন্য সংগ্রহ না করিলে কি আসদ্-জমান্ এত সৈন্য পাইতেন? আমরা ইতঃপূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, তখনও দেশীয় সৈন্য দুষ্প্রাপ্য হয় নাই! তখনও দুর্লভরাম আর রাজস্ব-সচিবের পদ চাহেন নাই, কোম্পানীর অধীনে নায়েব-বক্সীর (সেনাপতির) পদ প্রার্থনা করেন (৪), তখনও দেশীয় সৈন্য কোম্পানীর সিপাহীর সহিত শক্তি

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—৩৫৪ পৃষ্ঠা এবং *Ninth Report of the Committee of Secrecy*, P. 569.

(২) সিয়র-মুতাক্ষরীণ—২য় খণ্ড, ৩৯৫-৯৬ পৃষ্ঠা।

(৩) Broome's *History of Bengal Army*.

(৪) First Report, App 9, P. 228 Consultations, Sept. 11, 1760 in বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল, ৩৫৮ পৃষ্ঠা (প্রথম সংস্করণ)।

পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত হয়, তখনও রাজবল্লভ বঙ্গীয় সৈন্যের নায়কত্ব করিয়া নবাব মীরকাশেমের শিবিরে উপস্থিত হন! (১) শুনিতে পাওয়া যায় কড়েয়ার যুদ্ধেই "দেশীয় সেনাদলের অকর্ম্মণ্যতা লক্ষ্য করিয়া মীরকাশেম বাঙ্গালার সৈন্যবিভাগের আমূল-সংশোধনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন।" (২)

বগড়ীর গজপতি সিংহ

গজপতি সিংহের সহিত কিম্বদন্তী মেদিনীপুরের বগড়ী পরগণার নাম সংযুক্ত করিয়াছে। এই বংশের রঘুনাথ সিংহ এক সময়ে শক্তিশালী রাজা বলিয়া সুপরিচিত ছিলেন। সিমলাপাল, রামগড়, লালগড, রাইপুব, তুঙ্গভূম, অম্বিকানগর প্রভৃতি স্থান তাঁহার করায়ত্ত হইয়াছিল। সাবাংএব নিকট ময়না নামক স্থানে পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। বাঙ্গালার প্রচলিত লিখিত ইতিহাস গজপতি সিংহেব সন্ধান না রাখিতে পারে, কিন্তু জনপ্রবাদ আজিও তাঁহাকে বিস্মৃত হইতে দেয় নাই। নাগদেবী সনৎকুমারীর উদ্দেশ্যে গঠিত মন্দির এখনও তাঁহার নাম সঞ্জীবিত বাখিয়াছে। বগড়ীপতি মল্লভূম-বাজের করদমিত্র ভূস্বামীস্বরূপ বিরাজিত ছিলেন। ১৩৪১ খৃষ্টাব্দে যখন রাজপুত চৌহান সিং বগড়ী-রাজবংশকে উৎখাত করিয়া রাজ্যগ্রহণ করেন, তখনও মল্লভূমপতি নামে মাত্র বগড়ীর অধীশ্বরের নিকট হইতে রাজসম্মান লাভ করিতেন।

এই রাজপুত-বংশের রাজা তেজচন্দ্র সিংহ রায়কতে (রায়কোটে) একটী রাজবাটী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। আজিও গড়বেতার বারুদখানা-পুষ্করিণী তাঁহার 'ম্যাগাজিনের' স্মৃতি বহন করিতেছে, গড়বেতা দুর্গের

(১) বাঙ্গালার ইতিহাস—নবাবী আমল, ৺কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, ৩৬৪ পৃষ্ঠা (প্রথম সংস্করণ)। *Seir Mutaqherin* Vol II, P. 376.

(২) *Seir Mutaqherin*, ২য় খণ্ড—৩৯৬ পৃষ্ঠা।

ধ্বংসাবশেষ (১) আজিও মেদিনীপুর অঞ্চলবাসীর শূরত্বের ইঙ্গিত করিয়া থাকে। (২)

ময়ূরভঞ্জের সেনানায়ক সমসের সিংহ বাহাদুর যেদিন সসৈন্যে গড়বেতায় যাইয়া উপস্থিত হইলেন, সেই দিন গড়বেতা তাঁহার করায়ত্ত হইল। ইহার পর তাঁহার বংশধরগণই কিছুদিন পর্য্যন্ত গড়বেতার অধীশ্বর স্বরূপ বর্ত্তমান ছিলেন। বর্দ্ধমানপতির সহিত গড়বেতাস্বামীর মধ্যে মধ্যে যুদ্ধ বাধিত। অবশেষে একদিন গডবেতা বর্দ্ধমানের অধীন হইয়াছিল।

ঘাটাল মহকুমার চন্দ্রকোনা নামক গ্রামে এখনও লালগড়, রামগড় ও

(১) The remains of the ruinous fort of Gurbetta recall its former state and the local influence which the Rajahs once possessed. The places which were filled by the large and massive gates still bear their respective names (1) Lal Darojah, (2) Hanuman Darojah, (3) Pesha Darojah, (4) Routa Darojah. Heaps of rubbish and big stones are all that remain in Roycote, where once stood the magnificent palace constructed by Rajah Tez Chandra......... The cannons which were on the battlements were carried away by the English.—*A list of the Objects of Antiquarian Interest*—P. 14.

(২) The people of Midnapur (proper) are generally composed of an amalgamated race, who can neither be called Bengalees nor Oryhas : but are a mixture of both.........The people of Midnapur proper are of Bengal and of Orrissa.........its inhabitants consist of emigrants from both parts, who have, by long association with each other, lost the salient points of their respective nationalism. —*Memoranda of Midnapur*, Pp. 4 and 65.

উড়িষ্যা হইতে ঔপনিবেশিকগণ আসিয়া মেদিনীপুরে বাস করিত সত্য, কিন্তু মেদিনীপুরের আদিম অধিবাসিগণ বাঙ্গালী ছিল। মেদিনীপুর চিরদিনই বাঙ্গালার একটী প্রধান অংশ।

রঘুনাথপুর নামক তিনটী দুর্গের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। যখন চন্দ্রকোনার সুদিন ছিল, তখন এই সকল দুর্গে বঙ্গসেনা বীর-বিক্রমে বিরাজ করিত। চন্দ্রকোনা নগরের পাঁচটী বিস্তৃত বিভাগের কাহিনীও যেমন এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, রাজদুর্গগুলিরও ইতিহাস তেমনি চিরদিনের মত অন্তর্হিত হইয়াছে। তুজাক্-ই-জাহাঙ্গিরিতে 'হরিভন্' নামে চন্দ্রকোনার একজন নৃপতির সন্ধান পাওয়া যায়। পাৎশানামায় ইনি পঞ্চ হাজারি মনসবদার নামে খ্যাত। বর্দ্ধমান-রাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের সহিত চন্দ্রকোনাপতির সর্ব্বদা যুদ্ধ ঘটিত। কীর্ত্তিচন্দ্র যুদ্ধে চন্দ্রকোনা জয় করিয়াছিলেন। উভয় পক্ষের সৈন্যই কি বাঙ্গালী ছিল না?

চন্দ্রকোনা

রাজা মহাবীর সিংহের নাম এখন আর কেহ জানে না—কিন্তু আজিও মেদিনীপুরের ৬ মাইল উত্তরে কর্ণগড় নামে তাঁহার দুর্গের ভগ্নপ্রাচীর ও বিশুষ্ক পরিখা তাঁহার স্মৃতি বহন করিতেছে। তাঁহার বংশধরের চিতাভস্মের উপর যে মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল, আজিও কৌতূহলী নর নারী তাহা দর্শন করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণভূম, ভুঞ্জভূম, বগড়ী, নয়াবসান, ঝাড়গ্রাম প্রভৃতি স্থান লইয়া মেদিনীপুরের আধুনিক জঙ্গল মহাল গঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই বিস্তৃত ভূভাগ দুর্ভেদ্য বনসমাকুল হইয়াছিল। পাইক এবং চূয়াড়গণ এই প্রদেশে বাস করিত। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে লেফ্‌টেনাণ্ট ফাগুর্সন্ ৩।৪ কোম্পানী সিপাহী সৈন্য লইয়া দুর্দ্ধর্ষ লুণ্ঠন-লোলুপ চূয়াড়দিগকে দমন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলেন। বিদ্রোহ-দমনের জন্য মেদিনীপুর ও ধরিন্দা পরগণা হইতে অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা সংগৃহীত হইয়াছিল। মেদিনীপুর হইতে ৫০ জন অশ্বারোহী ও ৪।৫ শত পদাতিক সৈন্য লেফ্‌টেনাণ্ট ফাগুর্সনের অনুগমন করিয়াছিল। (১)

চূয়াড় বিদ্রোহ

(১) *Midnapur Dist. Gazetteer—P. 40.*

মেদিনীপুরের ২১ মাইল দক্ষিণে যে স্থান একদিন মহাপ্রভুর চরণরেণু স্পর্শে পবিত্র হইয়াছিল, যে প্রদেশের রাজার সহিত সৌখ্যসম্বন্ধ সংস্থাপন, ও রক্ষা করিবার জন্য বাদশাহ্ পর্য্যন্ত একদিন ব্যগ্র হইতেন—সেই একদা-সুবিখ্যাত নারায়ণগড় আজিও কত প্রাচীন বীরস্মৃতি জাগ্রত করিয়া দেয়।

মারি-সুলতান

দুইটী সুদৃঢ় প্রাকারে নারায়ণগড় সুরক্ষিত ছিল। দ্বিতীয় প্রাকারের অন্তরেই দুর্গমধ্যে অর্দ্ধ বর্গমাইলের অধিক স্থান ছিল বলিয়া জানিতে পারা যায়। বঙ্গ হইতে উড়িষ্যার পথে এই সুবৃহৎ ও সুরক্ষিত দুর্গ সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া উহার প্রভুকে তুষ্ট রাখিবার জন্য বাদশাহ্ ব্যগ্র থাকিতেন। নারায়ণগড়পতি একদিন 'শ্রীচন্দন' ও 'মারি-সুলতান' পদবীতে ভূষিত হইয়াছিলেন। মারি-সুলতান অর্থে পথের কর্ত্তা বুঝায়। বঙ্গ হইতে উড়িষ্যার পথ তাঁহার রাজ্যের ভিতর দিয়া প্রসারিত ছিল বলিয়া নারায়ণগড়ের অধিপতি বঙ্গেশ্বর কর্ত্তৃক মারি-সুলতান্ আখ্যায় সম্মানিত হইয়াছিলেন। ১৭৬০ এবং ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন কোম্পানী বাহাদুর মহারাষ্ট্রদিগের আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন, তখন মারি-সুলতান তাঁহাদিগকে বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। (১)

সুবর্ণরেখা তীরে নয়াগ্রাম। এখন সেখানে একটী থানা আছে। এক সময়ে নয়াগ্রামের রাজা মহারাষ্ট্রদিগের অধীনে 'পাইক' সৈন্যের নায়ক ছিলেন। এমন সময় ছিল, যখন নয়াগ্রামের খেলার গড় ও চন্দ্ররেখা গড (২) বঙ্গবীরের শূরত্বের

নয়াগ্রাম

(১) *Midnapur Dist. Gazetteer*—P. 216; *Memoranda of Midnapur*—P. 15. and A *List of the Objects of Antiquarian Interest*: —P. 25.

(২) This was erected by the 4th Rajah Chandra Sekhar Sinha in the 16th century, and is a large entrenchment more than a

পরিচয় প্রদান করিত। আজিও খেলার গড়ের সিংহদ্বার বর্ত্তমান আছে—আজিও তাহার সুদৃঢ় প্রাকারের অংশবিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়—দুর্গপরিখা আজিও দেখাইয়া দেয় যে, খেলার গড় সেকালে দুর্ভেদ্য ছিল।

দুর্গের অভ্যন্তরে যে সকল গৃহাদি ছিল, সে সমস্ত এখন স্তূপে পরিণত হইয়াছে বটে, কিন্তু এখনও তাহাদের কঙ্কালরাশি বীরজননীর চামুণ্ডা মূর্ত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই জীর্ণগৃহের কোন একখানি পাষাণের গাত্রে সেকালের রমণীর অশ্বারোহণ-পটুত্বের ক্ষীণ পরিচয় আজিও বর্ত্তমান আছে। নীল প্রস্তরের কঠিন গাত্র তক্ষণ করিয়া ভাস্কর যে অশ্বারূঢ়া নারী-মূর্ত্তি খোদিত করিয়া রাখিয়াছে, কে বলিতে পারে যে, সেই নারীমূর্ত্তি নয়াগ্রামেশ্বরীর নহে? (১)

বীর জননী

mile square, with one entrance towards the east.........on the eastern side, where the entrance is, a very deep trench and rampart were constructed.........on the other 3 sides there is one more only. —A *List of the Objects of Antiquarian Interest* : P. 18.

(১) Balabha ra Sing, the third Rajah of Khelar, completed this fortification, of which his father, Protap Chandra Sinha, had laid the foundation (1490 A. D.).........The building is a regular fortress with bastions and walls of laterite stone and surrounded by a moat. The gate and postern are intact, and the walls are standing......... there are two curious figures in blue stone representing a man of Persian extraction and his *wife* on horse back. The face of the man, his arrows, and quiver bear some resemblance to the figures found in Nineveh:—*A list of the Objects of Antiquarian Interest in the Lower Provinces of Bengal* (1879) : Bengal Secretariat Press.—P. 17.

বঙ্গদেশের দুর্গ-প্রাচীরে ভাস্কর যে বিনা কারণে অশ্বারূঢ়া পারসিক-রমণীর মূর্ত্তি খোদিত করিবে, তাহা মনে হয় না!

চন্দ্ররেখা দুর্গ রাজা চন্দ্রকেতু কর্ত্তৃক ষোড়শ শতাব্দীতে গঠিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত হয়। ইহা দৈর্ঘ্যে ১০৫০ গজ ও প্রস্থে ৭৮০ গজ ছিল। ইহার চতুর্দ্দিকে এক মাইল বেড়িয়া বহিঃপরিখা বর্ত্তমান আছে। দুর্গের পূর্ব্বদিকে আর একটী পরিখা আছে। ইহারই পার্শ্ব হইতে বুরুজ-সমন্বিত প্রস্তরপ্রাচীর উর্দ্ধে উঠিয়াছে। এখনও তাহার উচ্চতা ১০ হস্তের কম হইবে না।

চন্দ্ররেখা দুর্গ

তমোলুক মহকুমায় ময়না গ্রাম। আজিও তথায় একদা-বৃহৎ ময়না দুর্গের অবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। কালীঘাই ও কাসাই নদীর সঙ্গমস্থল হইতে অল্প দূরে, কাসাইয়ের পশ্চিম তীরে এই সুবৃহৎ দুর্গ অবস্থিত ছিল। দুর্গটী দেখিলে মনে হয় উহা যেন দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত আর একটী দ্বীপ। দুইটী অতি বিস্তৃত হ্রদ বা পরিখা সেই দ্বীপদ্বয়কে বেষ্টন করিয়া থাকিত। কিম্বদন্তী কহিয়া থাকে যে, বাঙ্গালার বহু প্রবাদ-প্রসঙ্গের অদ্ভুত নায়ক লাউসেন এই দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। (১)

ময়না দুর্গ

এক কালে বাঁকুড়া জেলা সুপ্রাচীন কর্ণসুবর্ণ রাজ্যের অন্তর্গত ছিল,

(১) *Midnapur Dist. Gazetteer*—P. 207.

c.f.—The fort is built on an island within an island,.........it was evidently constructed by excavating two great moats, almost lakes. The earth of the first was thrown inwards, so as to form a raised embankment of considerable breadth which, having become overgrown with dense bamboo clumps, is impervious to any projectile that could have been brought against it a hundred years ago. Inside the larger island, the outer edge of which is this embankment, another lake has been excavated, and the earth thrown inwards, forming a large and well-raised island about 200 yards square etc. etc.—*A list of the Objects of Antiquarian Interest*: P. 20.

পরে উহা রাঢ়ান্তর্ব্বর্ত্তী হয়। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বিষ্ণুপুরেই একটী সমৃদ্ধিশালী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল।

বিষ্ণুপুর

যে আটজন সমরকুশল হিন্দু নৃপতি তৎকালে বাঙ্গালার সীমান্ত প্রদেশ রক্ষা করিতেন, বিষ্ণুপুরের রাজবংশ তাঁহাদের অন্যতম। মুসলমান শাসনকালেও বিষ্ণুপুরপতি কখনও বা মুসলমানের বন্ধু, কখনও বা শত্রুরূপে এবং কখনও বা তাহাদের সামন্তরূপে বঙ্গের ইতিহাসে পরিচিত ছিলেন—কিন্তু সর্ব্বকালেই বিষ্ণুপুরপতির স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ ছিল। (১)

শুনিতে পাওয়া যায় এক সময়ে বিষ্ণুপুর নগরের শোভা ইন্দ্রধামের তুল্য ছিল। সাত মাইল বিস্তৃত দুর্গের অভ্যন্তরে সেকালে রাজপ্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আজিও একটী লৌহনির্ম্মিত কামান দুর্গাভ্যন্তরে পতিত থাকিয়া প্রাচীন স্মৃতি জাগ্রত রাখিয়াছে। সেই কামানের দৈর্ঘ্য ১০ ফিট। দুর্গ-প্রাকারের অভ্যন্তরে বহু দেবায়তন বর্ত্তমান থাকিয়া রাজনগরীর শোভা বর্দ্ধন করিত। মন্দিরগাত্রে ইষ্টকে খোদিত নানাবিধ লতা পুষ্প পত্র ও বিহঙ্গাদির মূর্ত্তি বর্ত্তমান থাকিয়া সেকালের চারু-শিল্পের পরিচয় প্রদান করিত। (২)

হুগলী জেলায় পাণ্ডুয়া গ্রাম। প্রাচীনকালে যে হিন্দু নৃপতি পাণ্ডুয়ার রাজ্য শাসন করিতেন তাঁহার নাম বা রাজ্যের বিবরণ জানিবার উপায় নাই, কিন্তু এখনও তাঁহার প্রাকারবেষ্টিত পরিখা-

পাণ্ডুয়া

রক্ষিত রাজনগরীর স্মৃতি বিলুপ্ত হয় নাই। ৫ মাইল ঘিরিয়া যে সুদৃঢ় প্রাকার ছিল, প্রাকারতলে যে সুগভীর পরিখা ছিল, এখনও তাহাদের চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে

(১) Imperial Gazetteer of India, Bengal :—Vol. I. P. 289.
(২) *Imp. Gazet. of India, Bengal*—P. 297.

মুসলমানগণ হিন্দু-নৃপতির পরাজয় সাধন করিয়া ১২০ ফিট উচ্চ এক বিজয়স্তম্ভ গঠন করিয়াছিলেন। আজিও তাহা বাঙ্গালীর বলের পরিচয় দেয়, কারণ জয় বা পরাজয় উভয়েরই সহিত সেকালে বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের বাহুবলের সম্বন্ধ ছিল। (১)

দ্বারপাল

দ্বারবাসিনী গ্রাম হুগলীর পাণ্ডুয়া থানায়। শুনিতে পাওয়া যায়, দ্বারপাল নামক জনৈক সদ্গোপরাজ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন। ইতিহাস দ্বারপালরাজের কোন সংবাদ রাখে না, তাঁহার সহিত মহম্মদ আলি নামক একজন মুসলমান সেনাপতির যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহারও কোন সংবাদ রাখে না। কিন্তু চন্দ্রকূপ, জীয়ৎকুণ্ড, পাপহরণ প্রভৃতি তড়াগ ও ভূগর্ভে নিহিত ইষ্টক-গ্রথিত প্রাচীরাদির চিহ্ন আজিও দ্বারপালরাজের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। (২)

ভিতরগড়

গোঘাট থানায় মান্দারণ গ্রাম আজিও মান্দারণ ও ভিতরগড় নামক দুর্গদ্বয়ের চিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছে। আমোদর নদীতীরে ভিতর-গড়ের অবশেষ, কতদিনের কত প্রাচীন কীর্ত্তির মূক-নিদর্শন। এই দুর্গ যিনি রচনা করিয়াছিলেন তিনি রণকুশল ছিলেন। একজন ইংরাজ রাজপুরুষ (৩) বলিয়াছেন—দুর্গের স্থান সুনির্ব্বাচিত। ধনুর্ব্বাণ ও আগ্নেয়াস্ত্র লইয়া কোন শত্রু যুদ্ধে অগ্রসর হইলে দুর্গ হইতে সুন্দররূপে আত্মরক্ষা করা চলিত।

(১) *Imp. Gazet. of India, Bengal*—Vol. I, P. 347.
Hunter's *Statistical Account of Bengal*—Vol. III.

(২) *Hoogly Dist. Gazet.*—P. 260.

(৩) Lt. Col. D. G. Crawford, I. M. S.—*Places of Historical Interest in Hoogly Dist.*

মান্দারণ বাহিরের দুর্গ। ভিতরগড় ইহার অন্তর্ব্বর্ত্তী। বাহিরের দুর্গ শত্রুকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও বিজিত হইলেও ভিতরের দুর্গে পানীয় বারির অভাব হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অধুনা ১৪।১৫ ফিট উচ্চ মৃন্ময় প্রাকারে বাহিরের দুর্গ বেষ্টিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রাচীরের উভয় পার্শ্ব ক্রমে অবসর্পিত হইয়া ভূমি স্পর্শ করিয়াছে। অশ্বারোহী সেনা অনায়াসে সেই অবসর্পিত অংশের উপর দিয়া অশ্বচালনা করিতে পারে। কে জানে কত দিনের বর্ষার বারিধারায় স্নাত হইয়াও এই দুর্গপ্রাচীর এখনও সে কালের বাঙ্গালীর রণকুশলতার পরিচয় প্রদান করিতেছে এবং অমর বঙ্কিমের "দুর্গেশনন্দিনীর" আশ্রয়ে বঙ্গের গৃহে গৃহে পরিচিত হইয়াছে। উড়িষ্যার কাহিনী এই মান্দারণের সহিত জড়িত, আইন-ই-আকবরিতে ইহা হাবেলি মদারণ নামে সুধী-সমাজে পরিচিত।

হাবেলি মদারণ

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৫০৩—২১ খৃঃ অঃ) যখন উড়িষ্যার নৃপতি দাক্ষিণাত্যে ইসলামের শরণ লইয়া ইতিহাসবিশ্রুত স্বাধীন হিন্দু-নৃপতি বিজয়নগরের কৃষ্ণ রায়ের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে লিপ্ত, সেই সময়েও বঙ্গের পাঠান-শাসনকর্ত্তা উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়া জয়লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার সৈন্য পুরী লুণ্ঠন করিয়াছিল, কটকে যুদ্ধ করিয়াছিল বটে, কিন্তু উড়িষ্যার কৃষক-সেনা দলবদ্ধ হইয়া পাঠানদিগকে এরূপ পর্য্যুদস্ত করিয়াছিল যে, পাঠানের সুবিখ্যাত সেনাপতি ইসমাইল গাজি পর্য্যন্ত পরাভূত হইয়াছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিক এই পরাজয়কে স্বীকার না করিয়া শুধু এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন যে, উড়িষ্যার প্রত্যন্তরাজ বঙ্গের শাসন-কর্ত্তার আনুগত্য স্বীকার করেন নাই! (১)

নদীয়া জেলার রাণাঘাট-মুর্শিদাবাদ রেলপথের দেবগ্রাম নামক

(১) Hunter's *Orissa*—Vol. I. P. 10.

রেল ষ্টেশন হইতে অর্দ্ধমাইল দূরে অবস্থিত দেবগ্রামের পূর্ব্ব পার্শ্ব দিয়া কোন দিন গঙ্গাস্রোত প্রবাহিত হইত কি না তাহা কে বলিতে পারে? বর্ত্তমান সাঁওতার পূর্ব্বোত্তরে না-ঘাট' বা নৌকা-ঘাটা নামক স্থানে কোন দিন সুবৃহৎ বাণিজ্যপোত আসিয়া লাগিত কি না ইহা এখন ঐতিহাসিকদিগের বিতর্কের বিষয় হইয়াছে। এই দেবগ্রাম হইতে এক সময়ে "বালবলভী-তরঙ্গবহল-গল-হস্ত-প্রশস্ত-হস্ত" বিক্রমরাজ সসৈন্যে যাত্রা করিয়া পাল রাজনন্দন রাম-পালেব "অনন্ত-সামন্ত চক্রের" সহিত সম্মিলিত হইয়া তাঁহার জনকভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধারার্থ চেষ্টা করিয়াছিলেন কি না, নানা তর্কজালে সে কাহিনী সমাবৃত রহিয়াছে। এই বিক্রমদেব, উজানী-মঙ্গলকোটের রাজা বিক্রমাদিত্য কি না তাহাও মীমাংসার বিষয়। (১)

দেবগ্রাম

আজিও "জিতের মাঠ", "জিতের পুষ্করিণী" একজন পরাক্রান্ত নৃপতির স্মৃতি বহন করিতেছে। দেবগ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিমে এবং উত্তরে এখনও সুপ্রাচীন গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। উত্তরের গড়টী দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ মাইল, প্রস্থে প্রায় দুই শত ফুট এবং ইহার বর্ত্তমান উচ্চতার ৬ ফুট হইতে ১৪ ফুট পর্য্যন্ত জলে পরিপূর্ণ। ইহার দুই পার্শ্বেই পরিখার চিহ্ন বর্ত্তমান আছে। লোকপ্রবাদ ইহাকে "দেবল রাজার গড়" বলিয়া আজিও পরিচিত করে। দেবল রাজার কাহিনী অন্ধকার বিস্মৃতির গর্ভে নিমজ্জিত—তাঁহার ইতিহাস কোন দিন জনসমাজে পরিচিত হইবে কি না কে জানে; কিন্তু তাঁহার গড় আজিও প্রাচীন কালের বাঙ্গালী হিন্দুর সমরকুশলতারই পরিচয় দিয়া থাকে।

নদীয়া জেলার বীরনগর গ্রামের সহিত গ্রামবাসিদিগের বীরস্মৃতি

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা—১ম সংখ্যা, ১৩২২

বিজড়িত রহিয়াছে। এক কালে যাহা 'উলা' নামে পরিচিত ছিল, গ্রাম-বাসিদিগের বীরত্বের জন্য ১৮০০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণমেণ্ট তাহার নাম বীরনগর রাখেন। শান্তিপুরের বৈদ্যনাথ, বিশ্বনাথ ও শিবে শনি নামক তৎকালপ্রসিদ্ধ দস্যুদিগকে দলবলসহ ধৃত করিতে অনাদিনাথ মুস্তোফির নেতৃত্বে উলাবাসিগণ যেরূপ বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিল, তাহা দেখিয়া সারকুইট জজ ও নিজামত আদালত গ্রামের নাম বীরনগর রাখিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তৎকালে যে পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল তাহাতে প্রকাশ যে, গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী লিখিয়াছিলেন—বাঙ্গালীর মধ্যে ব্যক্তিগত বীরত্বের অভাব নাই। (১)

বীর-নগর

বাঙ্গালীর ব্যক্তিগত বীরত্ব ও সাহসের পরিচয় দিবার জন্য উদাহরণ সংগ্রহ করিলে একখানি বৃহৎ পুস্তক সঙ্কলিত হইতে পারে। কেহ সে চেষ্টা করিলে নিশ্চয়ই একখানি সুখপাঠ্য গ্রন্থ হইবে। ব্যক্তিগত সাহস ও যুদ্ধ করিবার সাহস এক নহে। বাঙ্গালী জাতি যে কোন দিনও রণভীরু ছিল না, সাধারণভাবে তাহার পরিচয় দিবার জন্যই "বাঙ্গালীর বল" রচিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত

ব্যক্তিগত আখ্যান

(১) I have now received the orders of the Court to......request that you will lay them before the Most Noble the Gov. Gen. in Council with their recommendation that His Lordship will be pleased to......change the name of the village from Ooloo to Beer-nagar, as proposed by the Judge......

The timid behaviour of the Natives of Bengal in general,...... when attacked by the gangs of Dakoits is to be ascribed......more to the horrid acts of barbarity which are often perpetrated by the robbers, than to any want of personal courage.—Letter dated 29th October, 1800 from Mr. J. Dumsden, Registrar to the Secy : to the Govt. in the Rev. and Judil. Dept.—*Nadia Dist. Gazetteer*——Pp. 166—67.

সাহসিকতার উদাহরণ স্বরূপ দুই চারিটি মাত্র আখ্যান দেওয়া হইল। বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে সন্ধান করিলেই দেখা যাইবে যে, বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান এক সময়ে সমরে যোগ দিতে বিমুখ ছিল না। সময়ে সময়ে তাহাদের পরাজয়, রণবিমুখতার জন্য ঘটে নাই, কতকাংশে উপযুক্ত শিক্ষার অভাবের জন্য ঘটিয়াছে। নবাব মীরকাশেম তাহা উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই য়ুরোপীয় প্রথায় সেনাদল গঠন করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। এখন আবার ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালীকে সমরশিক্ষা দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বাঙ্গালী যে কিরূপ শিষ্য অল্পদিনের মধ্যেই আমরা সে পরিচয়ও পাইতে আরম্ভ করিয়াছি। পৃথিবীর বীরসভার অবরুদ্ধ সিংহ-দ্বার বাঙ্গালীর জন্য উন্মুক্ত হইয়াছে। এই আত্মবিস্মৃত জাতি যদি এখনও জাগ্রত হইয়া সেই সিংহদ্বারে সমবেত না হয়, তাহা হইলে কে তাহার কলঙ্কটীকা মুছিয়া দিবে? সামরিক জাতির সৌভাগ্য ও সম্মান বাঙ্গালীর জন্য কে অর্জ্জন করিয়া আনিবে?

কিল্লাবাড়ী

রাজা সীতারাম রায়ের প্রসঙ্গে স্থানান্তরে তাঁহার দুর্গাদির পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। সীতারামের কাহিনী বাঙ্গালার ইতিহাসে অধিক-দিনের পুরাতন কথা না হইলেও উহা এখন বিলুপ্ত-প্রায়। মির্জ্জানগরে মতিঝিল দ্বারা পরিবেষ্টিত কিল্লাবাড়ীর ইতিহাস একেবারেই লুপ্ত হইয়াছে। সে দুর্গের দ্বারদেশে কিঞ্চিদধিক ৫০ বর্ষ পূর্ব্বেও তিনটী কামান দেখা যাইত। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে যখন বঙ্গ-গবর্ণমেণ্ট নিম্নবঙ্গের পুরাকীর্ত্তির ইতিহাস রচনা করেন, তখনও দুর্গের নিকটবর্ত্তী শস্যক্ষেত্রে একটী কামান দেখা যাইত। বাঙ্গালার ইতিহাস এখন কিল্লাবাড়ীর বিশেষ কোন সন্ধান রাখে না। এইরূপ আরও কত দুর্গের কাহিনী যে একেবারেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে। সেই সকল বিস্মৃত, বিলুপ্ত অধুনা শস্যক্ষেত্রে পরিণত, দুর্গাদির সহিত এক কালের বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমানের রণ-

নিপুণতার পরিচয় বর্ত্তমান ছিল। লিখিত ইতিহাসে দূরের কথা, এখন প্রবাদ-প্রসঙ্গেও সে পরিচয়লাভ দুর্ল্লভ হইয়াছে!

সম্রাট্ আকবরের সময়েও দিনাজপুরের অন্তর্গত তাজপুরে যে সুবৃহৎ দুর্গ উন্নত শীর্ষে দণ্ডায়মান ছিল, নাগর নদীর খরস্রোতে তাহা ভাসিয়া গিয়াছে। কাকশেলানদিগের বিদ্রোহকালে বিরাম-পুরের নিকটবর্ত্তী গড় পিণ্ডলাই ও যমুনা তীরে নির্ম্মিত মৃৎদুর্গগুলি বহুবার নরশোণিতে স্নাত হইয়াছিল,—এখন আর তাহাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! বিরামপুর নগব ও দুর্গের ইষ্টকরাশি শেষে উত্তরবঙ্গ-রেলপথ নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে! (১)

বিরমাপুর দুর্গ

এইরূপে বাঙ্গালার প্রতি গ্রামে সন্ধান করিলে বাঙ্গালীর বাহুবলের অনেক কাহিনী আজিও সংগৃহীত হইতে পারে; সে সকল কাহিনীর সহিত প্রচলিত বাঙ্গালার ইতিহাস নামক গ্রন্থগুলির হয়ত কোন সম্বন্ধ দেখা যাইবে না, কিন্তু তাহাতে বড়-বেশী কিছু আসিয়া যায় না। মেদিনীপুরের একটী গ্রামের নাম সেনাপতি গ্রাম। কোন্ যুদ্ধের কোন্ সেনাপতি সেই গ্রামে বাস করিতেন তাহা জানিতে পারিলে ঐতিহাসিক অনুসন্ধিৎসা পরিতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু না জানিতে পারিলেও ইহা বলিতে বাধা থাকে না যে, বাঙ্গালা একদিন সেনানায়কত্ব করিত। সন্ধান করিলে এরূপ অনেক পরিচয় পাওয়া যায়। "বীর-স্মৃতি" সাধারণ ভাবে ইহাই দেখাইবে যে, বাঙ্গালার অনেক স্থানেই অতীত বীরকীর্ত্তির নিদর্শনগুলি বর্ত্তমান আছে; উহারা সমষ্টি ভাবে বাঙ্গালী জাতির শৌর্য্যস্মৃতি আজিও জীবিত রাখিয়াছে। জনপ্রবাদ এখন সন, তারিখ ও নাম বিস্মৃত হইয়াছে বটে (এবং সেই জন্যই কখন

সেনাপতি গ্রাম

(১) *A list of the objects of Antiquarian Interest in the Lower Provinces of Bengal* (1879)—Pp. 61, 72.

কখনও পৌরাণিক বীর-দিগের নামের আশ্রয় লইয়া সেই অসম্পূর্ণতা দূর করিবার চেষ্টা করিতেছে)—কিন্তু জাতীয় চরিত্রের মূল তত্ত্ব বিস্মৃত হয় নাই। শান্তিপুরের সুত্রাগড়, সারগড়া, তোপখানা, (১) ঢাকার সংগ্রামগড়, দলৈরবাগ, কাটোয়ার উজানী প্রভৃতি সেই কাহিনীই কহিয়া থাকে। নদীয়ার মহারাজের শিবনিবাসে পরিত্যক্ত প্রাসাদের স্তুপান্তরালে বিসপ হোবার ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কামানের যে ভগ্নাংশ দেখিয়াছিলেন তাহাও সেই কাহিনীরই সত্যতা সম্বন্ধে প্রমাণ দেয়। (২)

উজানী

বর্দ্ধমান জেলার কাটোয়া মহকুমায় প্রাচীন উজানী নগর। এক সময়ে উহা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক 'সুগ্রাম' নামে কথিত হইত। গৌড় যখন শৌর্য্যে ও সম্পদে বিভূষিত, উজানীও তখন সুবিখ্যাত জনপদ রূপে পরিচিত ছিল। ইহারই "ভ্রমরার জলে" ধনপতি সদাগরের বাণিজ্য-তরণী নিমজ্জিত থাকিত। কবি কঙ্কন কহিয়াছেন, পিতার সন্ধানে সিংহল যাত্রা কালে—

প্রথমে ভ্রমরাজলে শ্রীমন্ত নৌকায় চলে
পূজিয়া মঙ্গল চণ্ডিকায়।
এড়ায়ে ভ্রমরা পাণি সম্মুখেতে উজানি
নিজ গ্রাম এড়াইয়া যায়।

এই উজানী যেমন এক কালের বঙ্গের নৌসাধন-কুশলতার পরিচয় প্রদান করে, তেমনি ইহার "গড় চারি ভিতা" এক কালের সমর-কুশলতার পরিচয় দেয়। শুনিতে পাওয়া যায় তাহার "বেড়ু বাঁশে বেষ্টিত বিষম গড় খান" জয় করিতে সপ্তদশ জন গাজির জীবলীলা সাঙ্গ হইয়াছিল।

(১) *Nadia Dist. Gazetteer*—P. 189.

(২) *Ibid* P. 143.

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে ত্রিপুরাপতিদিগের সহিত ভুলুয়ার সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল। কিন্তু রোশনাবাদ চাকলার একটি দরিদ্র মুসলমান সন্তান সমসের গাজির কাহিনী তৎকালে ত্রিপুরার রাজ-কাহিনীর সহিত সংযুক্ত ছিল।

সমসের গাজি

সমসের দরিদ্রের সন্তান হইলেও তালুকদার নাসির মহম্মদের পুত্রদিগের ক্রীড়াসঙ্গী ছিলেন। তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বল ও সাহস তাঁহাকে শেষে নোয়াখালিতে সুপরিচিত করিয়াছিল। দরিদ্রের অর্থ ও যশঃ না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার হৃদয়েও প্রেম থাকিতে বাধা নাই। দরিদ্র সমসের সমৃদ্ধিশালী তালুকদার-দুহিতার প্রেমে বদ্ধ হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। দরিদ্রের দুরাশা তালুকদারের ক্রোধকে প্রজ্বলিত করিয়া দিল। সমসের প্রাণভয়ে কাননের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার অনুচর সংগৃহীত হইতে লাগিল। শেষে একদিন নাসিরুদ্দীনের গৃহ সহসা আক্রান্ত হইল। উভয় পক্ষে যুদ্ধ বাধিল। সেই খণ্ডযুদ্ধে নাসিরুদ্দীন প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তাঁহার পুত্রগণ নিহত হইল। রণজয়ী সমসের বাঞ্ছিতাকে লাভ করিলেন। ত্রিপুরারাজ সংবাদ পাইবামাত্র সমসেরের বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করিলেন। শেষে সমসেরের সহিত ত্রিপুরায় সন্ধি হইয়া সকল বিবাদ মিটিয়া গেল।

ত্রিপুরাপতি বিজয়মাণিক্যের মৃত্যুর পর রাজসিংহাসন লইয়া যখন গৃহ-কলহ উপস্থিত হইল, সমসের সেই সুযোগে রাজকর-প্রদান বন্ধ করিলেন। রাজসৈন্যের সহিত তাঁহার যুদ্ধ উপস্থিত হইল। সে যুদ্ধে রাজসৈন্যেরই পরাজয় ঘটিল। সমসের তখন আর কানন-পালিত দরিদ্র নহেন—তখন তাঁহার অধীনে ৬ সহস্র সৈন্য ছিল। তিনি বিপুলবিক্রমে রাজনগরী উদয়পুর আক্রমণ করিলেন। রুধিরস্রোতে উদয়পুরের রাজপথ ভাসিয়া গেল—উদয়পুর সেই দিন হইতে পরিত্যক্ত হইয়া ক্রমে কাননে পরিণত হইল।

সমসেরের শক্তি যখন এইরূপে প্রতিষ্ঠিত হইল তখন তিনি কিছু কালের জন্য সমগ্র নিম্নভূমির আধিপত্য লাভ করিলেন। কতকগুলি পার্ব্বত্য জাতি তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিল। দরিদ্র সমসেরের তখন একটী রাজ্য হইল। তিনি প্রতি পরগণায় একজন করিয়া শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। ত্রিপুরাপতি কৃষ্ণমাণিক্য তখন নিরুপায় হইয়া নবাব মীরকাশেমের শরণাপন্ন হইলেন। মীরকাশেমের সেনার সহিত সমসেরের যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে তিনি জয়লাভ করিতে পারিলেন না—বন্দীকৃত হইয়া মুর্শিদাবাদের রাজকারাগারে নিহত হইলেন। (১)

চৌধুরীর লড়াই

নোয়াখালি জেলায় "চৌধুরীর লড়াই" নামে যে গীত আজিও জনসাধারণে পরিচিত রহিয়াছে, তাহা বাবুপুর পরগণার অধুনা-বিস্মৃত অধিকারী রাজচন্দ্র চৌধুরীর প্রেমকাহিনী ও তন্নিবন্ধন ঘোরতর যুদ্ধের স্মৃতি বহন করিতেছে।

বাঙ্গলার রবিন্ হুড্

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে দিলাল খাঁ নামক জনৈক দস্যুর নামে নোয়াখালি অঞ্চল কম্পিত হইয়া উঠিত; এখনও লোকে দিলাল খাঁর বীরত্বকাহিনী স্মরণ করিয়া থাকে। দিলাল খাঁ বাঙ্গালার রবিন্ হুড্। তিনি ধনীর অর্থে নির্ধনের দুঃখ দূর করিতেন। ১৬৩৯ খৃষ্টাব্দে দিলাল খাঁ শাহ সুজাকে উপঢৌকন দানে তুষ্ট করিয়াছিলেন। তাঁহার সেনা ছিল, দুর্গ ছিল, অস্ত্র শস্ত্র ছিল। একবার মোগল-সৈন্যের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ৯২ জন অনুচর সহ তিনি শেষ-জীবন বন্দী ভাবে ঢাকায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন। দিলাল খাঁ এখন বিস্মৃত, অনুসন্ধান করিলে হয়ত এমন আরও অনেকের নাম করা যাইতে পারে। খুব বেশীদিনের কথা নয়, হুগলী জেলার মস্থুরে ন' পাড়া গ্রামের রবিন্ হুড্ রাধানাথের নামে বঙ্গদেশ কম্পিত হইত।

(১) *Noakhali Dist. Gazetteer*—P. 23.

লাঠি চালাইতে, সড়্কি ছুড়িতে, তরবারি রায়বাঁসা, ঢেঁকি প্রভৃতি ঘুরাইতে তাহার সমকক্ষ বীর তখন কেহ ছিল না। এক নিশ্বাসে সে বহুদূর দৌড়াইত—দুই দিন ধরিয়া সে জলে পড়িয়া থাকিতে পারিত—বহুক্ষণ সাঁতার দিলেও সে পরিশ্রান্ত হইত না। অতিশয় উচ্চ নারিকেল গাছ। ফল পাড়িবে কে? রাধানাথকে ডাকো। প্রতিবেশী মৃত্যু-শয্যায়, তাহার আত্মীয় আছে দশ ক্রোশ দূরে। কে সত্বর যাইয়া সংবাদ দিবে! ডাকো রাধানাথকে। কন্যাদায়, পিতৃদায়, মাতৃদায়, ঋণ দায় প্রভৃতি দায়ে ঠেকিয়া যে আসিত রাধানাথের কাছে, সে কখনও রিক্তহস্তে ফিরিত না! রাধানাথ ছিল দুষ্টের যম, দুঃখীর পিতামাতা, অসহায়ের সহায়। সে ছিল মহাশক্তির ভক্ত। নারীমাত্রেই ছিল রাধানাথের মা। সেই রাধানাথ সামাজিক অত্যাচারে পড়িয়া প্রতিহিংসা লইবার জন্য ডাকাত হইয়াছিল! তাহাকে ধরিতে পুলিশ ছুটিত—ওয়ারেণ্টের পর গ্রেপ্তারি ওয়ারেণ্ট বাহির হইত—কত গুপ্তচর ফিরিত। লোকে নূতন নূতন ডাকাতির সংবাদই কেবল পাইত—রাধানাথকে পাইত না! শেষে রাধানাথ একদিন ধরা পড়িল এবং ফাঁসির দড়ী গলায় তুলিল।

ডাকাত রাধানাথ ছিল নিরক্ষর চণ্ডাল। ডাকাত বিশ্বনাথ ছিল সদ্বংশজাত। সে সামান্য কিছু লেখাপড়াও জানিত। তাহার কথা লোকে এখনও ভোলে নাই।

বর্দ্ধমানের রায়না গ্রামে সেকালে একজন নামজাদা ডাকাত ছিল। তাহার নাম ছিল গোলাম সর্দ্দার। কেহ তাহার সঙ্গে আঁটিয়া উঠিতে পারিত না। তাহার প্রতাপে হুগলী ও বর্দ্ধমান জেলা থরহরি কাঁপিত! একবার সে খামার পাড়া গ্রামে ডাকাতি করিতে আসিল। ডাকাতদের ভীষণ 'রে রে' ধ্বনিতে গ্রামের নৈশ নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া গেল—কে কোথায় পলায়ন করিবে তাহার স্থিরতা নাই। গ্রামে কতকগুলি সুদক্ষ

সর্দ্দার ছিল, তাহারাও সুযোগ পাইলে ডাকাতি করিত বটে, কিন্তু নিজের গ্রাম বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে অন্য লোকে ডাকাতি করিয়া যাইবে, ইহা তাহারা সহ্য করিত না। 'রে রে' ধ্বনি শুনিয়া অস্ত্র শস্ত্র লইয়া তাহারা ছুটিয়া আসিল। তখন দুই দলে রীতিমত যুদ্ধ বাধিয়া গেল। বক্ষে বর্শা-বিদ্ধ হইয়া যখন গোলাম সর্দ্দার ভূতলশায়ী হইল তখন ডাকাতগণ পলায়ন করিল। সর্দ্দারদের বীরত্বের প্রশংসা করিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহা-দিগকে যোগ্যতানুসারে স্বর্ণ ও রৌপ্য বলয় উপহার দিয়াছিলেন। নদীয়া জেলার 'উলা' গ্রাম কি কারণে বীরনগর আখ্যা পাইয়াছিল সে কাহিনী ইতঃপূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান জেলায় মেমারি গ্রাম। এই অঞ্চলে সোনা এবং গুয়ে নামে দুই জন প্রসিদ্ধ ডাকাত ছিল, তাহারা ছিল যেন হরিহরাত্মা—যেখানে সোনা, সেখানেই গুয়ে! সেকালের পুলিসের সকল চেষ্টা বিফল হইয়া গেল—সোনা এবং গুয়ে ধরা পড়িল না। যাহা হউক, অনেক চেষ্টার পর উহারা হুগলী সার্কিট হাউসে ডাকাতি-কমিশনারের সম্মুখে 'গোয়েন্দা' হইয়া উপস্থিত হইল। পাছে পলায়ন করে এই ভয়ে প্রত্যেককে একমণ ওজনের লোহার বেড়ী পরান হইল!

কিছুদিন গোয়েন্দাগিরি করার পর সোনা এবং গুয়ে একদিন সেই গুরুভার বেড়ী ভাঙ্গিয়া উধাও হইয়া গেল! কেহ তাহাদের চিহ্নও আর দেখিতে পাইল না! দিনের পর দিন চলিয়া গেল, উহারা ধরা পড়িল না, কিন্তু চারিদিক হইতে মধ্যে মধ্যেই ডাকাতির সংবাদ আসিতে লাগিল। গভর্ণমেণ্ট ঘোষণা করিলেন, উহাদিগকে ধরিয়া দিতে পারিলে সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক দেওয়া হইবে! আরও অনেকদিন গেল। লোকে ক্রমে এই দুই দুর্দ্ধর্ষ ডাকাতের কথা ভুলিয়া গেল!

হঠাৎ একদিন ভাদ্রমাসের পূর্ণ-কলেবরা ভাগীরথীর স্রোত

কাটিয়া তরঙ্গ ভাঙ্গিয়া একখানা ছিপ-নৌকা সার্কিট হাউসের সম্মুখে আসিয়া লাগিল। ছিপে বাজনা বাজিতেছে শুনিয়া লোকের চক্ষু সেইদিকে গেল। যাহারা চিনিত, তাহারা দেখিল বহু সিপাহী-শান্ত্রী পরিবেষ্টিত গুয়ে এবং সোনা ছিপ্ হইতে নামিতেছে! উহাদের হাতে পায়ে জোড়া-জোড়া বেড়ী; উন্মুক্ত তরবারি হস্তে ছয় জন করিয়া শিখ প্রহরী প্রত্যেককে ঘিরিয়া রাখিয়াছে! পরে শোনা গেল, মুর্শিদাবাদের জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের চাপরাসি উহাদের আত্মীয়। অর্থের লোভে সে উহাদিগকে ধরাইয়া দিয়াছে। সোনা ও গুয়ে বলিল—"ইহা মিথ্যা কথা! লুকাইয়া লুকাইয়া আর কতদিন ঘুরিব! আত্মীয় কিছু টাকা পায়, মন্দ কি! আমরা তাই তার মারফতে পুলিসে খবর দিয়াছিলাম!"

বিচারশেষে সোনা এবং গুয়ে দণ্ডভোগ করিবার জন্য আন্দামানে প্রেরিত হইল। সেখানে কিছুদিন নির্ব্বিবাদে কাটাইয়া উহারা অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। আবার স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ হইবার জন্য উহাদের প্রাণ কাঁদিতে লাগিল! চারিদিকে কালাপানির জল থৈ থৈ করিতেছে। যতদূর দৃষ্টি যায়—কেবল জল আর সেই জলে উত্তাল তরঙ্গ! গুয়ে এবং সোনা কিছু চাউল সংগ্রহ করিয়া একদিন সেই উত্তাল সাগরতরঙ্গে ঝাঁপাইয়া পড়িল! বহুক্ষণ সাঁতার দিবার পর দেখিল, একখানা কাঠ ভাসিয়া যাইতেছে! গুয়ে এবং সোনা সেই ভাসমান কাষ্ঠের উপর উঠিয়া বসিল। এইভাবে সপ্তাহ কাটিয়া গেল। তরঙ্গে তরঙ্গে ওঠা-পড়া করিতে করিতে ক্ষুধিত, তৃষিত ও একান্ত পরিশ্রান্ত গুয়ে এবং সোনা ব্রহ্মদেশের এক নিবিড় অরণ্যে যাইয়া উঠিল! ফল মূল খাইয়া এবং বৃক্ষের ডালের উপর আশ্রয় লইয়া উহারা কয়েকদিন কাটাইয়া দিল। শেষে একদিন গুয়েকে নিঃসঙ্গ করিয়া সোনা লোকালয়ের দিকে অগ্রসর হইল। সোনাকে হারাইয়া গুয়ে নিজের ইচ্ছামত পথ বাছিয়া চলিতে লাগিল এবং শেষে মজুরি করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে আরম্ভ করিল।

সেই ডাকাত গুয়ের প্রাণেও যথেষ্ট স্নেহ ও ভালবাসা ছিল। একদিন তাহার স্ত্রী ও পুত্রের মুখ মনে পড়িয়া গেল। গুয়ে কালবিলম্ব না করিয়া নিজের ইষ্ট অনিষ্ট না ভাবিয়া দেশের দিকে পদব্রজে যাত্রা করিল। যখন সে ত্রিহুতে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন এক পূর্ব্বপরিচিত পুলিস কর্ম্মচারী তাহাকে ধরিয়া ফেলিল। আবার হুগলীতে গুয়ের বিচার হইল। বিচার-শেষে গুয়ে আবার আন্দামানে চলিল!

নোয়াখালি

নোয়াখালির প্রাচীন ইতিহাস ভুলুয়ার রাজা লক্ষ্মণমাণিক্যের বীর-কাহিনীতে পরিপূর্ণ। লক্ষ্মণমাণিক্য বঙ্গের দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক। খিজিরপুরপতি ইশা খাঁ এবং চন্দ্রদ্বীপের কন্দর্পনারায়ণ তাঁহার সমসাময়িক বীর।

যে পর্ত্তুগীজ দস্যু গঞ্জালেসের অত্যাচার-কাহিনী আজিও হৃৎকম্প উপস্থিত করে, তিনি সন্দীপের সর্ব্বময় কর্ত্তা হইয়াছিলেন। স্থানান্তরে বলিয়াছি তাঁহার দুই সহস্র দেশীয় সৈন্য ছিল। তাঁহার দুই শত অশ্বারোহী, এক সহস্র পর্ত্তুগীজ সেনা ও ৮০ খানি রণতরী কামানে সজ্জিত থাকিয়া বাঙ্গালার নবাবকে সন্ত্রস্ত করিত। (১)

বাখরগঞ্জ

বাঙ্গালীর বীরকীর্ত্তির ইতিহাসের সহিত বাখরগঞ্জের ইতিহাস নানা ভাবে সংযুক্ত। বাখরগঞ্জেই বাকলার গৌরব-সূর্য্য উদিত হইয়াছিল, বাখরগঞ্জেই চন্দ্রদ্বীপ-রাজকীর্ত্তি প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল —এই খানেই একবার মগ দস্যু পর্য্যুদস্ত হইয়াছিল। আজিও সুজাবাদ পরগণায় একটী দুর্গের অবশেষ হতভাগ্য শাহ সুজার করুণ কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়, আবার ইহাও স্মরণ করাইয়া দেয় যে, তাঁহার বঙ্গসৈন্য দুই দিন ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া মগদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল। (২)

(১) *Noakhali Dist. Gazetteer*--P. 16-20.

(২) *District of Backerganj*—Beveridge. P. 41.

মাধবপাশা এখন তাহার বিস্মৃত গৌরবের ভস্মরাশি বক্ষে লইয়া বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিন্তু এখনও সুবৃহৎ পরিখা 'রাজার-বেড' রাজধানী-রক্ষার সুব্যবস্থা সূচিত করে, আজিও দুর্গাসাগরের বারিরাশি প্রভাত কিরণে ঝক্ ঝক্ করে, আজিও একটী পিত্তল-নির্ম্মিত কামান রাজা কন্দর্পনারায়ণের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। (১)

মাধবপাশা

ঢাকা, বিক্রমপুর ও সোণারগাঁর কাহিনী সমগ্র বাঙ্গালার কাহিনী—তাহা স্থানান্তরে কথিত হইয়াছে। সে সোনার গাঁ আর নাই—তাহার পূর্ব্ব গৌরবের চিহ্ন পর্য্যন্তও আর দেখিতে পাওয়া যায় না। কোথায় বা তাহার রাজধানীর ভগ্নাবশেষ, কোথায় বা তাহার সেনা-নিবাস, কোথায়ই বা এখন তাহার বঙ্গবিশ্রুত কীর্ত্তিধ্বজা! মুসলমানগণ কর্ত্তৃক অনুসৃত হইয়া হিন্দুনরপতি একদিন যেখানে আশ্রয় লইয়াছিলেন, মুসলমান ভূপতি যেখানে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, আজ তাহা কয়েক খানি ক্ষুদ্র কুটীরের অখ্যাত গণ্ডগ্রামরূপে বর্ত্তমান। তাহার কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্র কর্ষণ করিয়া নিশ্চিন্ত কৃষক যেখানে শস্য বপন করিতেছে, একদিন হয়ত সেই স্থানেই তাহার পিতামহ বা বৃদ্ধপ্রপিতা-মহ হিন্দু বা মুসলমান সেনাপতির নেতৃত্বে উন্মুক্ত কৃপাণ করে শত্রুর শির বিচ্ছিন্ন করিয়াছিল। সোনারগাঁও যেমন বিলুপ্ত—সেই কৃষকের পিতামহের কাহিনীও তেমনি এখন বিস্মৃত। বিক্রমপুরের সে শ্রী আর নাই, উহা এখন বিসর্জ্জিত প্রতিমার কাঠামের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছে—উহা এখন অনাদৃত, পরিত্যক্ত, বিনষ্টশ্রী! একদিন এই শ্রীবিক্রম-পুরেরই জয়স্কন্ধাবার হইতে শাসনবাক্য উত্থিত হইয়া সমগ্র বঙ্গে

(১) *Ibid*—P. 81. বেভারিজ অনুমান করেন যে, এই কামান সুজাবাদ দুর্গ হইতে আনীত হইয়া থাকিবে।

প্রতিধ্বনিত হইত—একদিন, নৌকাটের হীহীরবে, মেঘনা ও ধলেশ্বরী মুখরিত থাকিত—কামান-গর্জ্জনে সৈকতভূমি কম্পিত হইত। সেই ধলেশ্বরীর দিকে চাহিলে এখনও মনে পড়ে, ১৭৬০ খৃষ্টাব্দের এক নিদাঘ নিশীথে নৃশংস মীরণের কুচক্রে নিমজ্জমানা আমিনা বেগম ও ঘষেটী বেগমের শেষ আর্ত্তকণ্ঠ এই নদী বক্ষেই উত্থিত হইয়া, এই নদীবক্ষেই মিলাইয়া গিয়াছিল!

ধলেশ্বরীর তীরে একদিন যে বৌদ্ধ নৃপতির রাজ্য বঙ্গের রাজনৈতিক কলকোলাহল হইতে অনেক দূরে ধীরে ধীরে গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহার কাহিনী এখন কয়েকটী মুদ্রা ও বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি সম্বলিত কয়েকখানি ইষ্টকে মাত্র নিবদ্ধ রহিয়াছে। (১) সাভারের সেই সুবিখ্যাত হরিশ্চন্দ্র রাজার বহু দীর্ঘিকার কঙ্কালাবশেষ, তাঁহার কোটবাড়ী দুর্গের অবস্থান চিহ্ন, ছইলা-কলমায় লক্ষ্যভেদ শিক্ষা করিবার স্থান, বংশাবতী নদীর পূর্ব্বতীরে তাঁহার সর্ব্বেশ্বর (সাভার) নগরী এখন প্রবাদের অন্তর্গত হইয়াছে। কিরূপে এই রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল, কিরূপেই বা তাহার ধ্বংস হইয়াছে ইহা অনুসন্ধানের বিষয় হইলেও, বাঙ্গালীর দৃষ্টি এখনও এ দিকে পতিত হয় নাই। কে বলিতে পারে যে, ইনি প্রভঞ্জন-তাড়িত পাল-মহীরুহের একটী শাখা নহেন।

সাভারের হরিশ্চন্দ্র

দামোদর রাজা ও রাজেশ্বরী রাণীর কাহিনী আজিও ঢাকা অঞ্চলে হরিশ্চন্দ্রের ভাগিনেয় ও সহোদরার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। তাঁহারা জনপ্রবাদে দামুরাজা ও রাজিয়া রাণী নামে অভিহিত। রাজা দামোদর 'রাজাসন' নামক স্থানে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এই স্থানে তাঁহার রাজধানী

রাজা দামোদর

(১) ঢাকার শিল্প শালায় এই সকল নিদর্শন রক্ষিত হইয়াছে।

ছিল। হস্তি ও অশ্বশালার চিহ্ন আজিও রাজাসনের নিকট বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহার শৌর্য্যকাহিনী ইঙ্গিতে প্রকাশ করিয়া থাকে। রাজাসনের দক্ষিণে অবস্থিত রথখোলায় বার্ষিক রথযাত্রা মহোৎসব এখনও রাজা দামোদরকে বিস্মৃত হইতে দেয় নাই। (১)

রাবণ রাজা

জনপ্রবাদ এখনও বর্ত্তমান গান্ধারিয়া গ্রামে রাবণ রাজার প্রাসাদের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। গান্ধারিয়া বা গান্ধার গড় রক্ষার্থ তাঁহার যে বহু ঢালি সৈন্য ছিল, ঢালিপাড়া গ্রাম তাহাও সূচিত করে। শুনিতে পাওয়া যায় যে, আহোম ও কোচগণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হইয়া রাবণ রাজা রাজ্য হারাইয়াছিলেন। (২)

রাণী ভবানী

ভাওয়ালের শাল তরুর ছায়ায় আজিও শিশুপাল রাজার কীর্ত্তি-স্মৃতি বর্ত্তমান রহিয়াছে। কিম্বদন্তী এই শিশুপালকে, পৌরাণিক যুগের শিশু-পালের সহিত সংযুক্ত করিতে বিরত হয় নাই। স্থানীয় জনপ্রবাদ যাহাকে "রাণী বাড়ী" আখ্যায় অভিহিত করে, লোহিত কঙ্করে পরিপূর্ণ বানার নদীর তীরভূমে অর্দ্ধ-চন্দ্রাকৃতি সেই সুপ্রাচীন দুরদুরিয়া দুর্গের এক ক্রোশব্যাপী অবস্থান চিহ্ন, তাহার বিপুল পরিখা, দুর্গপ্রবেশের পাঁচটী দ্বারের ক্ষীণ নিদর্শন, দুর্গাভ্যন্তরে ইষ্টক-গ্রথিত অর্দ্ধচন্দ্রাকার অন্তঃপ্রাচীর ও অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ, প্রাচীরের চারি কোণে চারিটী বুরুজের ভিত্তি এখনও গত দিনের কত কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। জনপ্রবাদের কোন্ রাণী ভবানী না জানি কবে এই দুর্গের অধীশ্বরী রূপে বিরাজ করিয়া, পাঠানের গতি প্রতিরোধ করিবার জন্য স্বয়ং সৈন্যদিগকে উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

বিক্রমপুরপতি কেদার রায়কে পরাজিত করিয়া মানসিংহ তাঁহার

(১) ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়। ২য় খণ্ড, ৪৬৭ পৃষ্ঠা।

(২) ঐ

রাজ্য রঘুরামকে অর্পণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। রঘুরাম কেদার রায়ের প্রধান অমাত্য ছিলেন। রঘুরামের স্মৃতি বহন করিয়া এখনও বিক্রমপুরের নওপাড়া গ্রাম গৌরবান্বিত রহিয়াছে। (১) "ডাকের" নামক গ্রন্থে রঘুরামের কিঞ্চিৎ পরিচয় আজিও বর্ত্তমান আছে :—

রঘুরাম

ভরদ্বাজ রবি রাজা রঘুরাম রায়।
সমস্ত বিক্রমে যার রাজস্ব যোগায়॥
হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির।
যার পদাতির ভরে কম্পিত শরীর॥
যার দ্বারে থানাদার বিস্তর লস্কর।
শত শত ছিল যার চাকর নফর॥

"নামে মাত্র অধীন হইলেও, প্রকৃত পক্ষে তিনি (রঘুরাম) একজন স্বাধীন নরপতিই ছিলেন। তাঁহার সুযশ ও সুনাম দিল্লী দরবারে স্বয়ং সম্রাট্ পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন।" (১)

রঘুরাম কবে বিস্মৃত হইয়াছেন, ইতিহাস সে কথা আর কহিতে পারে না, কিন্তু রামপালের নিকটে এক ক্ষুদ্র গ্রাম রঘুরামপুর এখনও রঘুরামের কাহিনী স্মরণ করাইয়া দেয়। এখনও জনশ্রুতি তাঁহার বহু-বলশালী রাম মালিক নামক যোদ্ধার ইতিহাসের সহিত, তাহার লাঠি খেলায় অসামান্য নিপুণতার কথা কহিয়া থাকে। সে নৈপুণ্য-কাহিনী এখনও প্রচলিত জনপ্রবাদের ন্যায় লোকের মুখে মুখে ফিরিয়া থাকে—

রাম মালিক

"রাম মালিকের লাঠি।
রঘু রায়ের মাটী॥

(১) ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।
(২) বিক্রমপুরের ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, ৪০৬ পৃষ্ঠা।

উঠলে লাঠির ডাক।
দৌড়ে পলায় বাঘ ॥
গুলি ফিরে ঝাঁকে।
রামের লাঠির পাকে ॥
মালিক ধরে লাঠি।
যম যেন সে খাঁটি ॥” (১)

লাঠি

এই প্রবাদ শুনিয়া মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন:—“হায়! লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কার্য্য নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ। হায়! বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙ্গা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল।” (২)

রায়-বেঁশে

বাঙ্গালার প্রাচীন কাব্য, ধর্ম্মমঙ্গল, চণ্ডীকাব্য প্রভৃতি হইতে জানা যে, এখন যাহারা ‘রাইবেঁশে’-নর্ত্তক নামে পরিচিত, এক সময়ে তাহাদেরই নৃত্য ছিল বাঙ্গালার দীর্ঘ বর্শা ও যষ্টি-ধারী সৈনিক পুরুষদিগের রণনৃত্য। এইরূপ সেনা-দলের নাম ছিল ‘রায়-বেঁশে’। সেকালের রণনৃত্য একালের উৎসব-

(১) ঢাকার ইতিহাস—শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়।
(২) দেবী চৌধুরাণী—৺বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

নৃত্যে পর্য্যবসিত হইয়াছে ;—সে নৃত্যও আবার নিবদ্ধ আছে শুধু নিম্ন শ্রেণীর লোকদিগের মধ্যে। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত (আই, সি, এস) মহোদয় বহু পরিশ্রমে এই পল্লী-নৃত্যের ঐতিহাসিক মূল আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালার প্রাচীন শৌর্য্যযুগের একটী বিস্মৃত মূর্ত্তিকে লোক-লোচনের অন্তর্ভূ‌ত করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, 'বৃহৎবঙ্গ' হইতে তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। এ বিষয়ে যাঁহারা অধিক জানিতে চাহেন তাঁহারা 'ধর্ম্মমঙ্গল', 'চণ্ডীকাব্য' এবং গত আদমসুমারীর গভর্ণমেণ্ট রিপোর্ট পাঠ করিবেন। সম্প্রতি যে ব্রতচারী আন্দোলন বাঙ্গালায় এবং বঙ্গের বাহিরেও আরব্ধ হইয়াছে, 'রায়-বেঁশে' নৃত্য তাহার একটী প্রধান অঙ্গ।

'রাইবেঁশে' নৃত্য দর্শন করিয়া শ্রীযুক্ত দত্ত মহাশয় লিখিয়াছিলেন—"আমি হঠাৎ দেখিলাম দূর হইতে ২৫।৩০ জন লোক অপরূপ ভঙ্গীতে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়া আসিতেছে। তাহাদের হাতে বর্শা নাই, কিন্তু তাহারা হস্তের ভঙ্গীতে বর্শাক্ষেপের অভিনয় করিতেছে। কোন স্থানে শত্রুপক্ষের সঙ্গে বাহু-যুদ্ধ, খড়্গের যুদ্ধ, বর্ম্ম-চর্ম্ম দ্বারা প্রহার নিবারণের চেষ্টা—এ সমস্তই শূন্য হস্তের ভাব-ভঙ্গীতে যেন জীবন্ত করিয়া দেখাইতেছে।......আমি যেন প্রত্যক্ষ করিলাম সেই বাঙ্গালী বীরগণকে, যাহারা কাশ্মীরে গিয়াছিল ললিতাদিত্যের অধিষ্ঠিত পরিহাস-কেশবের মন্দির ভাঙ্গিতে, যাহারা পৌণ্ড্র বাসুদেবের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকে পরাভূত করিতে দ্বারকাপুরে গিয়াছিল,—যাহারা বালী, প্রম্বনম্ ও জাভা বীর-বিক্রমে অধিকার করিবার জন্য পুরাকালে বঙ্গদেশ হইতে রওনা হইয়াছিল,—যাহারা রাজকুমার বিজয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া ঝটিকা-তাড়িত জাহাজ হইতে বুদ্ধ নির্ব্বাণের সময়ে সিংহলে অবতীর্ণ হইয়া সেই দেশ বলপূর্ব্বক অধিকার করিয়াছিল, এই রাইবেঁশের দল যে সেই বাঙ্গালী

সৈন্যের পুরোগামী নৃত্যশীল যোদ্ধৃদের বংশধর, তৎসম্বন্ধে দ্বিধা মাত্র রহিল না।···আমার চক্ষে বাঙ্গালার গৌরবের, বীরত্বের শেষ শিখা অতীত যুগের যবনিকা উত্তোলিত করিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।"

এক কালে বঙ্গে রাম মালিকের অভাব ছিল না; এখনও তাহাদের জীবন্ত মূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে নয়নগোচর হইয়া থাকে। কিছু কম শত বর্ষ পূর্ব্বে (১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে) কলিকাতা রিভিউ পত্রে "নিম্নবঙ্গে নীল" শীর্ষক প্রবন্ধে একজন ইংরাজ বাঙ্গালার রাম মালিকদিগের শক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। তিনি কহিয়াছিলেন—একটী দুইটী নয়, এমন শত শত খণ্ড যুদ্ধের বর্ণনা করিতে পারা যায়, যাহাতে দুই, তিন কি ততোধিক ব্যক্তি প্রাণ হারাইয়াছে—কত লোক আহত হইয়াছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় যে 'ডনিব্রুক ফেয়ারে' আইরিশদিগের ন্যায় বাঙ্গালীরাও অক্লেশে এই সকল খণ্ড-যুদ্ধে ব্যাপৃত হয়—অথচ তাহারা স্বভাবতঃ ভীরু বলিয়া পরিচিত! (১)

সামরিক রাজপথ ও অঙ্গুরীয়ক দুর্গ

সামরিক প্রয়োজনের জন্য বঙ্গের হিন্দু, পাঠান ও মোগল অধিপতিগণ যে সকল সুদীর্ঘ ও প্রশস্ত রাজপথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আজিও তাহাদের চিহ্ন নানা স্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছে। কৈবর্ত্তরাজ ভীমের জাঙ্গাল, নীলাম্বরের রাজপথ, বিক্রমপুরের কাচকি দরওয়াজা প্রভৃতি ইহার নিদর্শন। ভ্যান্‌ডেন্ ব্রুকের ১৬৬০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্রে একটী রাজপথ চিহ্নিত

(১) Not one, but a hundred instances can be given of fair stand up fights where two, three or half a dozen lives were lost with a proportionate return of wounded. অন্যত্র—

It may be a matter of wonder that the Bengali, so timid by nature, should be as ready to fight as the Irishman at Donny-brook Fair ; but savage atrocity and cowardice are not unfrequently linked together. We doubt indeed if any Bengali Lattials would

রহিয়াছে। উহা বীরভূমির বক্রেশ্বর হইতে বর্দ্ধমান এবং তথা হইতে কাশীমবাজার ও রামপুর-বোয়ালিয়ার নিকটবর্ত্তী হাজরাহাটী দিয়া করতোয়া তীরে সেরপুর-মূর্চ্ছা পর্য্যন্ত গিয়াছে। সেরপুর হইতে অগ্রসর হইয়া উহা বগুড়া জেলার চাঁদমুয়া নামক প্রাচীন বাণিজ্যকেন্দ্র স্পর্শ করিয়া রঙ্গপুর অভিমুখে প্রসারিত হইয়াছে। জাঙ্গালের স্থানে স্থানে এখনও দুর্গ প্রাচীরের ন্যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেষ্টনী দেখিতে পাওয়া যায়। আসন্ন বিপদের সময় লোকে এই সকল বেষ্টনী মধ্যে আশ্রয় লইত এবং শত্রুর গতি রোধ করিত। ইংরাজ ঐতিহাসিক উত্তরবঙ্গে জাঙ্গালের এই বেষ্টনী দেখিয়া কহিয়াছেন—এগুলি উত্তরবঙ্গের ইতালীয় অঙ্গুরীয়ক দুর্গ বিশেষ। (১)

গড় ফতেপুর ও দুর্গাহাটা গড়

বগুড়া জেলার বাঙ্গালী ও মানস নদীর সংযোগ স্থলে গড় ফতেপুর নামক একটী প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ আজিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। জনপ্রবাদ ইহাকে কামতাপতি নীলাম্বরের সহিত সংযুক্ত করিয়াছে। পাঠানগণ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিল। বগুড়া নগরের তিন ক্রোশ পূর্ব্বে আর একটী গড়ের চিহ্ন বর্ত্তমান আছে।

---

engage with good will in the duellum. But in an affray, where numbers give a sort of security, they are as efficient as Captain Colepepper would have been in a Street fight in Alsatia with the Mohawks, or when firing at Lord Dalgarno from behind a hedge. They wield the club, throw surkies (a sharp-pointed javeline) from a tree or bush with most unerring precision and not unfrequently are efficient swordsmen, if deep and ghastly wounds are any test of efficiency—*Calcutta Review*, Vol VII, 1847, Pp. 192, 198. পাঠক নীর হইতে ক্ষীর গ্রহণ করিবেন।

(১) I am led to think that the enclosure was like the Ring Fort of Italy, a place of temporary refuge——Hunter's *Statistical Account of Bogra District*, Vol VIII.

উহা দুর্গাহাটা গড় নামে পরিচিত। এক কালে এই দুর্গ দুইটী গৌড় সাম্রাজ্যের প্রত্যন্ত দুর্গরূপে বিস্তৃত রাজপথ দ্বারা গৌড় নগরীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। (১)

গৌড়পতি হোসেন শাহের কালে বঙ্গের পশ্চিম দ্বার বলিয়া খ্যাত রাজসাহী জেলার তাহেরপুর, বাঙ্গালার ইতিহাসে সুবিখ্যাত রাজা কংশ-নারায়ণের বিমল কীর্ত্তি-প্রভায় আলোকিত হইয়াছিল। তাহেরপুর-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা ও প্রসিদ্ধির কাহিনী এখন বঙ্গের একটী বিস্মৃত-জনপদের কাহিনী মাত্র; কিন্তু একদিন রাজা কংশনারায়ণের প্রপিতামহ বিজয় দিল্লীশ্বর কর্ত্তৃক বাঙ্গালার পশ্চিমদ্বার-রক্ষক স্বরূপ স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছিলেন। আজিও তাহেরপুর সেই পূর্ব্ব-গৌরবে বঙ্গের বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজে 'অস্তাচল' বলিয়া গণ্য হইতেছে। তাহেরপুরের সেনা-কটক ও 'রামরামা' নামক পরিখা-বেষ্টিত দুর্গের কাহিনী এখন এরূপ ভাবে বিলুপ্ত হইয়াছে যে, প্রবাদও মর্য্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হয়!

বরেন্দ্রের অস্তাচল

অর্দ্ধ বঙ্গেশ্বরীর রাজধানী এখন তাঁহার শ্মশান-স্মৃতি মাত্রই বহন করিতেছে! শুধু বাঙ্গালা নহে, বাঙ্গালার বাহিরেও যাঁহার স্নেহ ও মমতা একটী করুণার রাজ্য সংস্থাপিত করিয়াছিল, কাননের বিহঙ্গম হইতে কোটরের পিপীলিকা পর্য্যন্ত যাঁহার দানে পুষ্ট হইত, প্রভাতে যাঁহাকে স্মরণ করিলে আজিও গৃহস্থের দিন বিফল হয় না—তাঁহার রাজ্যের শৌর্য্য-কাহিনীব অখ্যাত নিদর্শন স্বরূপ এখন কেবল পঙ্কপরিপূর্ণ শৈবালসমাচ্ছন্ন অতি দীর্ঘ ও সুগভীর কয়েকটী পরিখা মাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। সে সিংহদ্বার নাই, সে বঙ্গোজ্জ্বল নাই—সে সেনানিবাস, হস্তিশালা কিছুরই আর চিহ্ন পর্য্যন্ত নাই! সে সৌধ,

মহারাণী ভবানী

(১) Hunter's *Statistical Account of Bogra District*—Vol VIII.

মন্দির, বুরুজ, প্রাচীর সমস্তই বিলুপ্ত হইয়াছে—দারুণ ভূকম্পনে শেষ চিহ্নটুকুও লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়াছে!

রাজা রামেশ্বর বাঁশবেড়িয়া বা বংশবাটীর রাজা ছিলেন। ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে রাজোপাধিতে ভূষিত হইয়া তিনি সম্রাট্ আওরঙ্গজেবের নিকট হইতে বাঁশবেড়িয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রাকার-বেষ্টিত দুর্গ ছিল। তাঁহারই বংশধর রাজা রঘুদেব বর্গীদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া বাঁশবেড়িয়া অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। বর্গীর অত্যাচার-কাহিনী প্রবাদবাক্যরূপে বঙ্গ-জননীর মুখে মুখে ফিরিতেছে বটে, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত অনুসন্ধান করিতে পারিলে দেখা যাইবে যে, বর্গীরা এদেশে যেমন অকথ্য অত্যাচারও করিয়াছে, তেমন আবার রাজা রঘুদেবের মত বীর বাঙ্গালীর নিকট অশেষ লাঞ্ছনাও পাইয়াছে! নৈশযুদ্ধে মহারাষ্ট্রদিগকে পরাজিত করিয়া রাজা রঘুদেব বাঙ্গালার নবাব মুর্শিদকুলী কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়া "শূদ্রমণি" উপাধি লাভ করিয়াছিলেন!

বাঁশবেড়িয়ার রাজা রঘুদেব

কাশীরাজ চেৎসিংহের সহিত ওয়ারেন্-হেষ্টিংসের কলহ এবং যুদ্ধ ইতিহাস-পাঠকের নিকট পরিচিত। হেষ্টিংসের সেনা কাশীতে চেৎসিংহের প্রাসাদ আক্রমণ করিল, চেৎসিংহ পলায়ন করিলেন। ক্রুদ্ধ সেনাদল রাজপ্রাসাদ অধিকার করিয়া লইল এবং রাণীদের অলঙ্কারাদি কাড়িয়া লইবার জন্য উন্মুখ হইল। তাহারা রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেই—কাশীপতির সৈন্য-সামন্ত লোক-জন কেহ আর তখন ছিল না যে সাহস করিয়া বাধা দেয়! তখন এই বাঙ্গালার কান্তবাবু নারীমর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইলেন। হেষ্টিংসের লুণ্ঠন-লোলুপ সেনাদল কান্তবাবুর সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ মানিতে

কান্তবাবু ও কাশীরাজ চেৎসিংহের মহিষীর মর্য্যাদা

চাহিল না। তিনি তখন জীবন পণ করিয়া অস্ত্র লইয়া রাজতোরণে যাইয়া দাঁড়াইলেন এবং সৈন্যদিগকে অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে দিলেন না। এই কান্তবাবুই কাশীমবাজার রাজপরিবারের পূর্ব্ব পুরুষ। ইনিই নিজের জীবন তুচ্ছ করিয়া এবং বাঙ্গালার নবাবের রোষ অগ্রাহ্য করিয়া পলায়মান হেষ্টিংস সাহেবকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

বঙ্গের গ্রামে গ্রামে অনুসন্ধান আরম্ভ হইলে, গ্রামে গ্রামে প্রচলিত প্রবাদাদি সংগৃহীত হইলে বাঙ্গালীর শৌর্য্যকাহিনী রচিত হইতে পারে। 'বীর-স্মৃতি' তাহারই সামান্য নিদর্শন মাত্র।

উপাদান সংগ্রহ

এখনও সকল চিহ্ন লুপ্ত হয় নাই, এখনও বৃদ্ধদিগের ক্ষীণ স্মৃতি অনেক পুরাকাহিনীর সন্ধান রাখে। বাঙ্গালীর বীর-স্মৃতি রচনা করিবার জন্য বাঙ্গালী যদি অগ্রসর না হয়, কে আর হইবে? বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাসে এইরূপ কাহিনীর স্থান হয়ত হইবে না, কিন্তু এই সকল কাহিনীই এখন বাঙ্গালার ইতিহাসের বহুস্থান অধিকার করিয়া বিক্ষিপ্ত ও অনাদৃত অবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। এই কাহিনীগুলি শৃঙ্খলার সহিত সঙ্কলিত ও সম্মিলিত করিতে পারিলে বৈজ্ঞানিক প্রণালীর ইতিহাস রচনার পথও কিয়দংশে সহজ হইবে বলিয়া মনে হয়।

সেকালের বীর-বাঙ্গালীর ইতিহাসের ন্যায়, একালের বীর-বাঙ্গালীর ইতিহাসও রচিত হইতেছে বলিয়া জানি না! কত বীরকাহিনী এই সে দিনের ঘটনা হইলেও এখন বিস্মৃত, কত বীর-বংশ এখন বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখনও চেষ্টা করিলে হয়ত বাঙ্গালীর ছোট বড় অনেক গৌরব-আখ্যান সঙ্কলিত হইতে পারে। য়ুরোপে ধারাবাহিক বংশানুক্রমিক ইতিহাস রক্ষার ব্যবস্থা আছে; ছোট হউক বড় হউক জাতীয়-গৌরব-কাহিনী সযত্নে লিখিত হইয়া রক্ষিত হয়—সেই জন্যই সে দেশে জাতীয়-ইতিহাস রচনার পথ সুগম হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' মর্ম্মন্তুদ

বাঙ্গালীর পারিবারিক কাহিনী

বেদনায় কহিয়াছেন—"যাহারা নষ্ট সুখের স্মৃতি জাগরিত হইলে সুখের নিদর্শন এখনও দেখিতে পায়, সে এখনও সুখী—তাহার সুখ একেবারে লুপ্ত হয় নাই।……যাহার সুখ গিয়াছে, সুখের নিদর্শন গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—এখন আর চাহিবার স্থান নাই—সে-ই দুঃখী, অনন্ত দুঃখে দুঃখী। ·····আমার এই বঙ্গদেশের……সুখ গিয়াছে, সুখ-চিহ্নও গিয়াছে—বঁধু গিয়াছে, বৃন্দাবনও গিয়াছে—চাহিব কোন্ দিকে?" বাঙ্গালীর বীরব্রতের কাহিনী সঙ্কলন করিবার জন্য তাই প্রত্যেক বাঙ্গালীকেই আহ্বান করি। হয়ত পরবর্ত্তীকালের কোনও ভাগ্যবান্ ঐতিহাসিকের বিচারে সে সকল কাহিনীর কতকগুলি বিজ্ঞান-সম্মত ঐতিহাসিক সত্যের মর্য্যাদা লাভ করিতে পারিবে না, কিন্তু তাহাতে আপাততঃ বেশী-কিছু আসিয়া যায় না—কারণ যাহার বৃন্দাবনও ছিল, বঁধুও ছিল—এখন নাই, মহেঞ্জ-দড়োর বিস্ময়কর আকস্মিক আবিষ্কারের মতো একদিন হয়ত সেই বিলুপ্তপ্রায় অনাদৃত কাহিনীও নবীন গবেষণার আলোকে অখণ্ড সত্যের মর্য্যাদা পাইতে পারে, একদিন হয়ত সেই কাহিনীও বাঙ্গালার পুরাতত্ত্বানুসন্ধানের অধুনা অপরিচিত কোনও একটী পন্থার সন্ধান দিতে পারে। এখন আমরা যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছি তাহাতে ভবিষ্যতে বাঙ্গালার জাতীয় ইতিহাস রচনা করিবার জন্য এখন চাই নির্ব্বিচারে পারিবারিক-কাহিনী সঙ্কলন—উহার বিচারের দিন পরে আসিবে। জন কতক রাজা-মহারাজার কথা, জন কতক রাজনীতিবিতের ইতিবৃত্ত, জন কতক ত্যাগশীল স্বদেশপ্রাণ মহানুভব বাঙ্গালীর কথা—জন কতক বৈজ্ঞানিক, ঐতিহাসিক, কবি ও কথা-সাহিত্যের রচয়িতার কাহিনী সমগ্র বাঙ্গালার কাহিনী নহে।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

প্রবাসী

Of the ancient native houses, the true leaders of the people, I have got to speak; and any one who judges of them from that dark period to which this volume has been confined, will do them the same injustice that is done to the population at large by those who mistake Lord Macaulay's graphic description of the Bengali, as he emerged abject from Mussulman oppression, for a delineation of the normal and permanent character of the Hindus:—Annals of Rural Bengal—Sir W. W. Hunter.

দেওয়ানী লাভের পর বিংশ বর্ষ মধ্যেই কোম্পানী বাহাদুর বঙ্গের রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে একাধিপত্য লাভ করিলেন বটে, কিন্তু তখনও দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি সংরক্ষণে তাঁহারা সমর্থ হন নাই। (১) চারি বর্ষ মধ্যে (১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গে যে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়াছিল, বাঙ্গালী সুদীর্ঘ দুই শতাব্দী পর্য্যন্ত তাহার ফলভোগ করিয়াছিল। কিন্তু তখনও যুদ্ধ বিগ্রহের স্পৃহা বাঙ্গালীকে পরিত্যাগ করে নাই।

ছিয়াত্তরের মন্বন্তর

সেই এক বৎসরের মন্বন্তরে নন্দন কানন মহাশ্মশান হইয়া গেল—সপ্তকোটী কণ্ঠের কলকল করাল নিনাদ নীরব হইল! ইহা স্বপ্ন নহে, কল্পনা নহে—বিভীষিকাপূর্ণ মিথ্যা বর্ণনা-চাতুর্য্য নহে। ইহা বিধাতার অভিসম্পাতের ন্যায় সত্য যে, বঙ্গভূমি তখন শ্মশানেরও অধিক হইয়াছিল। বাঙ্গালীর ইতিহাস নাই, তাই সে কাহিনী শুধু "আনন্দ মঠে"

(১) *Bengal M. S. Records* (1702-1807) Vol I., P. 15. Hunter.

স্থান পাইয়াছে; বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, তাই সেই দুর্দ্দিনের দুঃখ-কাহিনী শুধু করুণহৃদয় সার জন্ শোরের মর্ম্মস্পর্শী কবিতার অক্ষরে অক্ষরে নয়নাশ্রুসিক্ত হইয়া চিরদিনের সাক্ষ্য স্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে। (১) বাঙ্গালা তখন অরণ্য হইয়া গেল! (২) যে দেশের হাট বাট, ঘাট মাঠ সমস্তই জনকোলাহলমুখরিত ছিল, যে দেশের হাস্য-চঞ্চল গৃহে প্রতিদিন কত আনন্দ ও আরাম, সুখ ও শান্তি উছলিয়া উঠিত—যে দেশের অর্থে মোগল পাঠান ধনশালী হইয়াছিল—সে দেশের সন্তানদের সমাধির সঙ্গে সঙ্গেই, সেই অতুলনীয়া মহামহিমময়ী ধনরত্নশালিনী শান্তিসুখময়ী বীরধাত্রী বঙ্গভূমি—প্রাসাদে প্রাকারে, দুর্গে বুরুজে, হর্ম্ম্যে কুঞ্জে যাহা সুশোভিত ছিল, মুক্ত শ্যাম শস্যক্ষেত্র যাহার শোভার ভাণ্ডার—সেই দেশ—এক বৎসরের এক আঘাতে বজ্রদীর্ণ হইয়া গেল, এক 'মন্বন্তরে' শ্মশান হইল, এক উপপ্লবে শ্বাপদসঙ্কুল মহারণ্যে পরিণত হইল!

যে পথে একদিন কত রণোন্মত্ত বঙ্গবীর বিজয় তাণ্ডবে অশ্ব ছুটাইয়া প্রধাবিত হইয়াছিল, একাদশ বর্ষ মধ্যেই সেই প্রদেশে নবোত্থিত ৬০ ক্রোশ বিস্তৃত অরণ্যের ভিতর দিয়া নবাগত সিপাহী-সৈন্য ভয়ে ভয়ে গমন করিতে বাধ্য হইল—ব্যাঘ্র ভল্লুকে সিপাহী-সর্দ্দারের পুত্র কন্যা লইয়া পলায়ন করিল, তাহাদিগের গাড়ীর বলদ ধরিল! (৩)

কোম্পানীবাহাদুর দেশের অবস্থা দেখিয়া ঘোষণা করিলেন, যে ব্যক্তি একটী ব্যাঘ্র শিকার করিয়া তাহার শির আনিতে পারিবে সে যথেষ্ট পুরস্কার পাইবে। সে পুরস্কারও সামান্য ছিল না! একজন গৃহস্থ

(১) —Sir John Shore. (*Memoirs of the Life and Correspondence of Lord Tignmouth*, by his son : Vol I, Pp. 25-26).

(২) *Letter from Mr. Alexander Higainson* : 22 Feby. 1771.
Do from Mr. Harwood : 27 May, 1777.

(৩) *Hicky's Gazette* : Calcutta 29 April, 1780.

তিন মাস স্বচ্ছন্দে সপরিবারে কাটাইতে পারে, পুরস্কার এই পরিমাণে প্রদত্ত হইত।(১)

কোম্পানীর 'ডাক' কোনক্রমে সেই বনভূমি অতিক্রম করিয়া চলিতেছিল, শেষে তাহাও অসম্ভব হইয়া উঠিল। তখন পঞ্চবিংশ ক্রোশ পথ ঘুরিয়া ডাক চলাচলের ব্যবস্থা করিতে হইল। (২) ব্যাঘ্র ভল্লুকের সঙ্গে সঙ্গে সেই বিস্তৃতিশীল কানন মধ্যে বন্য হস্তী উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিল। (৩)

বর্দ্ধমান, বীরভূমি, রাজমহল, পূর্ণিয়া, রাজসাহী, মুর্শিদাবাদ—অল্প কথায় বিহার হইতে বঙ্গভূমি, সমস্তই একদশা প্রাপ্ত হইল! পৃথিবীতে এমন ভাষা নাই—ভাষায় এমন শব্দ নাই—শব্দের এমন শক্তি নাই যে, সেই শ্মশানের বর্ণনা করিতে পারে—যে শ্মশানে মৃতদেহ লইয়া মানুষে মানুষে কাড়াকাড়ি করিয়াছিল—যে দেশের নগরে নগরে, পথে পথে শবরাশি গলিয়া পচিয়া মহামারী আনয়ন করিয়াছিল! (৪)

দেশের যাঁহারা শক্তিস্তম্ভ ছিলেন—ধনে জনে, বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে যাঁহারা বঙ্গের ভূষণ ছিলেন—তাঁহাদিগের প্রাসাদ গেল, প্রতিষ্ঠা গেল, ধন গেল, জন গেল—এক 'মন্বন্তরে' তাঁহারা মৃন্ময় তৈজসপত্র সম্বল করিয়া কুটীরবাসী হইলেন, কেহ বা দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিলেন! বঙ্গের দুই তৃতীয়াংশ ভূস্বামীর চিতানলে বঙ্গদেশ প্রেতভূমির আকার ধারণ করিল! (৫) এক বৎসর মধ্যে বঙ্গের এক তৃতীয়াংশ কৃষক নির্ম্মল হইয়া গেল!

(১) *Latters from the Accountant General to the Collector of Beerbhoom*, 1790, 1791.

(২) *Bill fcr contingent charges* : 29 May 1789.

(৩) *Letter from the Collector of Beerbhoom to the Board of Revenue* : April 1790.

(৪) *Letter from Mr. Becher* : 2nd. June 1770.

(৫) *Annals of Rural Bengal* : Hunter : P. 56.

(১) মোগল-তহশিলদারদিগের অত্যাচারে ভূমিচ্যুত অনেক শান্ত শিষ্ট সমৃদ্ধ সম্ভ্রান্ত বঙ্গপরিবার দস্যু-পরিপোষণ ও দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে বাধ্য হইলেন। দস্যুর সঙ্গে সঙ্গে 'বোম্বেটের' দল বাঙ্গালায় প্রতিষ্ঠালাভ করিল, কর্ম্মচ্যুত খলস্বভাব মুসলমান-সৈনিকগণ দলে দলে বহির্গত হইয়া লুণ্ঠনে মনোনিবেশ করিল। (২)

'সন্ন্যাসী' নামধারী এক বিশাল দস্যুদল দিনে দিনে সংখ্যায় পরিপুষ্ট হইয়া, অস্ত্রে শস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিয়া নগবের পর নগর পরিভ্রমণ করিতে লাগিল—জনপদের পর জনপদ লুণ্ঠন-ব্যস্ত করিয়া তুলিল। কোম্পানীর সিপাহীদিগের সহিত স্থানে স্থানে তাহাদিগের খণ্ডযুদ্ধও ঘটিতে আরম্ভ হইল। (৩)

চুয়াড়গণ মেদিনীপুর অঞ্চলে বিষম উৎপাত আরম্ভ করিল। তাহাদিগের অস্ত্রের ঝন্ ঝনায় কোম্পানীর কর্ত্তাগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং চুয়াড়-বিদ্রোহ দমন করিতে সৈন্য সামন্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন। তখনও যে বঙ্গের কোন কোন ভূস্বামী কোম্পানী-বাহাদুরের সাহায্যার্থ যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা কাপ্তান হ্যামিণ্টনের রিপোর্টে প্রকাশিত রহিয়াছে। (৪)

রাজা দেবীসিংহের অত্যাচারে রঙ্গপুরে যে বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, পাট গ্রামের খণ্ড-যুদ্ধে তাহার পরিসমাপ্তি ঘটিল।

পলাশীর যুদ্ধে ৭ বৎসর পরও আমরা দেখিতে পাই রামচন্দ্র সাহা ৫০ জন অশ্বারোহী সহ শান্তিপুরের কুঠিতে প্রবেশ করিয়া কুঠির

(১) *Ibid*, P. 56.

(২) *Ibid*, P. 70

(৩) *Bengal M. S. Records* : Hunter : Letters No. 311, 315, 316, 317, 318, 341, 342, 786, 805, 1156, 2799, 902, 8004, etc.

(৪) *Ibid* : Letter No. 713.

গোমস্তাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া লইয়া গিয়াছে—কোম্পানীর কুঠির কার্য্য বন্ধ হইয়াছে ! (১)

এই সকল হইতেই বুঝিতে পারা যায় যে, দেশে শান্তি সংস্থাপিত করিতে কোম্পানী-বাহাদুরের অনেক দিন আবশ্যক হইয়াছিল।

নবীন ভূস্বামী

কোম্পানীর দেওয়ানী লাভের পর পঞ্চবিংশ বর্ষ মধ্যেই নূতন নূতন ভূস্বামী বঙ্গে দেখা দিতে লাগিলেন। যাঁহারা পূর্ব্বে ভূস্বামী ছিলেন তাঁহাদিগের অনেকে করদানে অশক্ত হওয়ায় তাঁহাদের সম্পত্তি হস্তান্তরিত হইয়া গেল। (২) নবীন ভূস্বামীগণ আর পূর্ব্বেব ন্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিলেন না।

ধীরে ধীরে সুখ ও শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। জ্ঞানবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত উদার সামাজিক মতপ্রবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে নবীন

কোম্পানীর আমল

আশা, নবীন আকাঙ্ক্ষা বঙ্গবাসীর হৃদয়ে দেখা দিতে লাগিল। কোম্পানীর শাসনগুণে দীন কুটীরবাসী হইতে রাজাধিরাজ পর্য্যন্ত নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। মোগল-তহ্‌শিলদারের ভয় আর রহিল না, দস্যু তস্করের উপদ্রব কমিয়া গেল—জমীদারে জমীদারে, নবাবে সেনানায়কে আব সমব-ঘোষণা হইবার সম্ভাবনা রহিল না। কোম্পানী-বাহাদুর বঙ্গের বাহিরে নানা স্থান হইতে সিপাহী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন—বাঙ্গালীর অস্ত্র ধরিবার প্রয়োজন ক্রমে ক্রমে নানা কারণে অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাহাদের উৎসাহ ও কর্ম্মবুদ্ধি তখন জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিতর দিয়া ধীরে ধীরে ভিন্ন পথে অগ্রসর হইতে লাগিল।

(১) *Statistical Account of Bengal* : Hunter : Vol II.

(২) John Shore stated that between 1704 and 1789 at least one half of the property of Bengal changed hands owing to defalcation of the revenues.

—*Bengal M. S. Records* :Hunter : Vol I, P 35.

ইতঃপূর্ব্বেই ভারতের সুদূর গগনে যে এক হস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র এক খণ্ড মেঘ সঞ্চারিত হইয়াছিল, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অকস্মাৎ তাহা গগনমণ্ডল সমাবৃত করিয়া ফেলিল, অকস্মাৎ তাহা অশনি-সম্পাতে সকলকে স্তব্ধ করিয়া দিল—অকস্মাৎ তাহার অগ্নিগর্ভ হইতে স্ফুলিঙ্গরাশি বিক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিকে ভীষণ অনল প্রজ্বলিত করিল। সে অনল-শিখা ভারতের ইতিহাসে সিপাহী-বিদ্রোহ নামে পরিচিত। উহা যখন প্রবলভাবে উত্তর-ভারতে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল তখন উহা প্রবাসী-বাঙ্গালীর সুপ্ত বীর্য্যকে জাগ্রত করিয়া বিদ্রোহ দমনে নিযুক্ত করিল। তাঁহারা তখন নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন। সেই সকল প্রবাসী বঙ্গসন্তানের বীরত্ব-খ্যাতি বাঙ্গালী জাতির মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে। নিম্নে তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও কাহিনী সঙ্কলিত হইল। (১)

সিপাহী-বিদ্রোহ

অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্য ভাগে যে বংশের বীর বাঙ্গালী নবাব সিরাজ-উদ্-দৌলার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়া কারাবন্দী হইয়াছিলেন, সেই মিত্র বংশোদ্ভব গুরুদাস মিত্র উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগে সিপাহী বিদ্রোহের কালে বারাণসীর বিপন্ন ইংরাজদিগকে সাহায্য করিয়া স্বতন্ত্র 'খেলাৎ' লাভ করিয়াছিলেন। বারাণসীর কমিশনর এবং প্রতিভূ ভারত গভর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছিলেন—আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র মিত্রের পুত্র বাবু গুরুদাস মিত্র সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে গভর্ণমেণ্টকে যথাশক্তি সাহায্য করিয়াছিলেন। বিদ্রোহের রজনীতে তিনি টঙ্কশালার প্রহরী-কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং পরে সৈন্যদিগের রসদ সংগ্রহ করিয়াছিলেন

বাবু গুরুদাস মিত্র

(১) বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস; প্রবাসী—পৌষ, ১৩২৩।

(২) *Hindu Tribes and castes as represented in Benares* : Rev. M. A. Sherring M. A. L. L. B. P. 313.

"উত্তেজিত লোকে কেবল ইউরোপীয় ও ফিরিঙ্গীদিগের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হয় নাই। এলাহাবাদের অনেক বাঙ্গালী শান্ত ভাবে কালাতিপাত করিতেছিল,..... উত্তেজিত জনসাধারণের সহিত ইহাদের কোনরূপ সমবেদনা ছিল না। কোম্পানীর রাজ্যবিনাশার্থেও ইঁহারা কাহারও পরামর্শে পরিচালিত হইতেন না। নগরের দুর্বৃত্ত লোকে এখন এই শান্তস্বভাব অধিবাসিদিগকে আক্রমণ করিল। এইরূপে আক্রান্ত হইয়া বাঙ্গালীরা চারিদিকে বিধ্বংসের বিকট ভাব দেখিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ধন সম্পত্তি অধিকৃত হইল, তাঁহাদের জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়া উঠিল, এবং তাঁহাদের আবাসগৃহ মুহুর্মুহু ভয়াবহ কোলাহল ও কাতরকণ্ঠনিঃসৃত করুণ রোদনধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। তাঁহারা দুর্গস্থিত ইংরাজদিগের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সে সময়ে ইউরোপীয়েরা আপনাদিগকে লইয়াই বিব্রত ছিলেন এবং আপনাদের জীবনের জন্যই অপরের নিকট সাহায্যের আশা করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহারা কোনরূপ সাহায্য দানে সমর্থ হইলেন না। বাঙ্গালীরা অতঃপর একজন সমৃদ্ধিশালী হিন্দুস্থানীর সাহায্যে আপনাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য সশস্ত্র সৈনিক দল সংগঠিত করিলেন।" (১)

সিপাহী-যুদ্ধের কালে বাঙ্গালীর সৈন্য সংগঠন

সিপাহী-বিদ্রোহের তিন চারি বর্ষ পূর্ব্বে উত্তরপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী মঞ্জনপুর নামক স্থানে মুন্সেফী করিতেন। যখন তথায় বিদ্রোহ আরম্ভ হইল—বিদ্রোহিদিগের অত্যাচারে গ্রামগুলি ভস্মীভূত হইতে লাগিল, প্যারী বাবু তখন স্বয়ং একদল সৈন্য গঠন করিয়া বিদ্রোহিদিগের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন। যুদ্ধে তাঁহারা এই বঙ্গবীরের

যোদ্ধা মুন্সেফ

(১) সিপাহী-যুদ্ধের ইতিহাস—৺রজনীকান্ত গুপ্ত ; ৩য় ভাগ, ৯৭ পৃষ্ঠা।

নিকট পরাজয় মানিতে বাধ্য হইল। লর্ড ক্যানিং তাঁহার ডেস্‌প্যাচে প্যারী বাবুকে "যোদ্ধা মুন্সেফ" নামে সুপরিচিত করিয়াছেন। এই সময়ে একবার বিদ্রোহিদলপতি দুর্দ্দান্ত বিমলসিং ও বহু সর্দ্দার তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিয়া নিহত হইয়াছিল। অনেক বিদ্রোহী তাঁহার ভয়ে যমুনা নদী অতিক্রম করিতেই সাহসী হইল না! দ্বাবিংশবর্ষবয়স্ক মসীজীবী প্রবাসী বাঙ্গালী যে অসাধারণ রণনৈপুণ্য ও শৌর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর বীরত্বের ইতিহাসে তাহা অক্ষয় হইয়া থাকিবে। গুণগ্রাহী বড়লাট বাহাদুর যোদ্ধা-মুন্সেফের কীর্ত্তিকাহিনী স্মরণ করিয়া কাণপুব-দরবারে তাঁহাকে বহুমূল্য খেলাৎ দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

সিপাহী-বিদ্রোহকালে লক্ষ্ণৌপ্রবাসী কালীচরণ বাবু, দুর্গাদাস বাবু প্রভৃতির ন্যায় যাঁহারা নিগৃহীত হইয়াছিলেন, চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত আনরপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী ঘোষ তাঁহাদিগেব অন্যতম। তাঁহাব অসাধারণ শক্তি ছিল, অশ্বচালনায় নিপুণতা ছিল, ব্যায়াম-কৌশলে তিনি সুপটু ছিলেন। অল্প বয়সে বিদ্যালযের সংস্রব ত্যাগ করিয়া তিনি কালেক্টরী আফিসে কর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে পল্টনের কার্য্য লইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ৬০ নং পূর্ব্বীয়া পল্টনের সহিত বাঁদা যাত্রা করেন। পল্টন বাঁদা হইতে আম্বালা আসিল—রাসবিহারী বাবুও আসিলেন। কর্ণালে আসিয়া যখন শুনিলেন যে, রোহতকে বিদ্রোহ দেখা দিয়াছে, তিনিও পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে তথায় গমন করিলেন। রোহতক তখন লুণ্ঠনে, হত্যায়, পীড়নে ত্রাহি ত্রাহি করিতেছে! কি ইংরাজ, কি বাঙ্গালী তখন সকলেই অত্যন্ত বিপন্ন। তিনি যে রোহতকে কত ভদ্র কন্যার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন, কত নিরীহ লোককে মৃত্যুর কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, কতবার পরের জন্য নিজের প্রাণ বিপন্ন করিয়াছেন তাহা স্মরণ করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

বাবু রাসবিহারী ঘোষ

একটী বিদ্রোহী দলকে নিরস্ত করিতে যাইয়া তিনি একবার বন্দুকের গুলিতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিলেন, তবুও কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করেন নাই। তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য বিদ্রোহীরা নানা চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। তাঁহার গুণপনায় পল্টনের উচ্চ কর্ম্মচারিগণ এত মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, একবার তাঁহাকে উদ্ধার করিবার জন্য কাপ্তান সেবিয়র একশত অশ্বারোহী সহ কাপ্তান হডসন্‌কে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

আগ্রা নগরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তখন নগর অগ্নিময় হইয়া উঠিল। প্রজ্বলিত গৃহাদির আলোকে সমস্ত নৈশগগন আলোকিত হইয়া রহিল, বিদ্রোহিদিগের কোলাহল দূরশ্রুত জল-কল্লোলের ন্যায় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। নিরীহ নরনারীর রুধিরে আগ্রার রাজপথ সিক্ত হইয়া উঠিল। সামরিক বিভাগের কর্ম্মচারী এড্‌জুটাণ্টের কেরাণী বাবু যদুনাথ ঘোষ রেজিমেণ্টের কর্ম্মচারীদিগের সহিত যুদ্ধ ক্ষেত্রে গমন করিলেন।

বাবু যদুনাথ ঘোষ

বিদ্রোহীরা সরকারি দপ্তরে অগ্নি সংযোগ করিল। বহুমূল্য কাগজ-পত্র পুড়িয়া ছাই হইতে লাগিল। যদু বাবু আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া কতকগুলি মূল্যবান কাগজ ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিলেন এবং সামরিক কর্ম্মচারিগণ কর্ত্তৃক বিশেষরূপে প্রশংসিত হইলেন। ৬৭ সংখ্যক রেজিমেণ্টের লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্ণেল ষ্টুয়ার্ট লিখিয়াছিলেন—যদু বাবুর মত প্রত্যুৎপন্নমতি বাঙ্গালী আমি কমই দেখিয়াছি।

যদুবাবু দ্বিতীয়-ব্রহ্ম যুদ্ধের সময়েও সৈনিক বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। দিনাপুরে (Dinapur) যুদ্ধকালে নানা বিপদ ও অসুবিধার মধ্যেও তিনি যেরূপ সুশৃঙ্খলার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়া লেফ্‌টেনাণ্ট-জেনারল মেসী যদু বাবুর ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন।

ইতিহাস-বিশ্রুত ভরতপুরের যুদ্ধে যে বীর বাঙ্গালী উপস্থিত ছিলেন, তিনি শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব। সার চার্লস্ নেপিয়ার যখন ফরাক্কাবাদের গুপ্তদ্বার দিয়া প্রবেশ করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করেন, তখনও অন্যান্য কয়েক জনের ন্যায় ঈশান বাবুও তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

বাবু ঈশানচন্দ্র দেব

ফতেগড়ে যখন সিপাহী-বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তখন বিদ্রোহীরা ঈশানবাবুর গৃহ লুণ্ঠন করিল। তিনি নিজের জীবন সঙ্কটাপন্ন করিয়াও মেজর রবার্টসন সাহেবকে যেরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে যশোমাল্যে ভূষিত করিয়াছে। ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিবার জন্য বিদ্রোহীরা তাঁহাকে কয়েকবার ধরিয়া কামানের মুখে স্থাপিত করিয়াছিল, কিন্তু ঘটনাচক্রে তাহাদের নিষ্ঠুর সঙ্কল্প কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দের শেষভাগে (১৮৭০ খৃষ্টাব্দে) জেনারেল ট্রপ্ যে রূপে প্রবাসী বাঙ্গালী শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রশংসা করিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র বাঙ্গালী জাতির গৌরবের কথা। জেনারেল কহিয়াছিলেন—"দুর্গাদাসবাবু যে সৈন্যদলে কর্ম্ম করিতেন, তাহা ব্রহ্মদেশ হইতে ফিরিয়া আসিয়া যখন বেরিলিতে অবস্থান করিতেছিল সেই সময় হইতেই (১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে) আমি তাঁহাকে জানি। সকল সামরিক কর্ম্মচারীই তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতেন। সিপাহী-বিদ্রোহের সময় বিদ্রোহীরা তাঁহার গৃহ লুণ্ঠন করিয়াছিল। দুর্গাদাসবাবু যখন বেরিলি হইতে নৈনীতালে পলায়ন করিলেন, তখন একদিন বিদ্রোহী ফজল্-উল্‌হক্ কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইলেন; বিদ্রোহীর বিচারে তাঁহাকে কামানের মুখে উড়াইয়া দিবার আদেশ হইল। তিনি কোন ক্রমে সেবার রক্ষা পাইয়াছিলেন। পর্ব্বতপাদমূলে নূতন একদল অশ্বারোহী সেনা গঠনের আবশ্যক হওয়ায়, দুর্গাদাসবাবু কর্ণেল ক্রস্‌ম্যানের সাহায্যার্থ প্রেরিত

বাবু দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

হইয়াছিলেন। কর্ণেলের সঙ্গে সঙ্গে তিনি চুড়পুর, সিওরগঞ্জ, বহেড়ী এবং রসুলপুরের যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া, শেষে নিজে আহত হইয়াছিলেন। এমন একজন বীর বাঙ্গালীর কথা আমি ইতিপূর্ব্বে আর শুনি নাই।" রসদ বিভাগের 'বড়বাবু' হইয়া দুর্গাদাসবাবু কাবুল-অভিযানে যাইয়াও নানা বিপদের মধ্যে যে ভাবে কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিলেন তাহা বাঙ্গালীরই গৌরবের কাহিনী।

আলিগড়ের বিদ্রোহ-দমনের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গালী ডেপুটী-পোষ্টমাষ্টার জেনেরল বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং ওয়ার্ক সপের সেরেস্তাদার বাবু রামকুমার রায়ের নাম বিজড়িত রহিয়াছে। কোয়েলের বিদ্রোহী মুসলমানগণ যখন ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবার মন্ত্রণা করিল, তখন সে সংবাদ অবগত হইয়া ঈশানবাবু সাহেবদিগকে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন। তিনি গোপনে লুক্কায়িত থাকিয়া বিদ্রোহিদিগের গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিলেন এবং পত্রাদি দ্বারা সকল সংবাদ কর্ত্তৃপক্ষদিগের গোচর করিতে আরম্ভ করিলেন।

বাবু ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও বাবু রামকুমার রায়

বিদ্রোহী ঘৌস্ খাঁ একবার তাঁহার একখানি গুপ্ত পত্রের সন্ধান পাইয়া তাঁহাকে বন্দী করিলেন ও তাঁহার প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন। পলায়নে আত্মরক্ষা করিয়া ঈশানবাবু অদম্য উৎসাহে পুনরায় কর্ত্তব্যকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঘৌস্ খাঁ এবার তাঁহার সন্ধান করিতে না পারিয়া তাঁহার মস্তকের জন্য পুরস্কার ঘোষণা করিলেন।

অর্থের লোভে অনেকেই ঈশানবাবুর সন্ধানে ফিরিতে লাগিল। তিনি মুসলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া সর্ব্বদা বিদ্রোহিদিগের সংবাদ লইয়া কর্ত্তৃপক্ষদিগকে জানাইতে লাগিলেন। আলিগড়ে মানসিংহের উদ্যানে বিদ্রোহিদিগের সহিত ইংরাজের যে যুদ্ধ হইয়াছিল, ঈশানবাবু সে যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন।

এই যুদ্ধের পূর্ব্বে রামকুমার বাবু যে সকল সংবাদ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহাই যুদ্ধজয়ের অন্যতম কারণ রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মথুরায় বিদ্রোহের সময়েও রামকুমার বাবু যেরূপে ইংরাজ কর্ম্মচারিদিগকে সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহার পরিচয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের পত্রাবলীতেই পরিস্ফুট রহিয়াছে।

ডাক্তার শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের নাম বাঙ্গালীর নিকট সুপরিচিত। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের 'ফায়ার কুইন' রণ-পোত ব্রহ্ম-যুদ্ধে প্রেরিত হয় তখন তিনি 'নেভাল সার্জ্জন' ছিলেন। লক্ষ্ণৌ রেসিডেন্সী উদ্ধার করিবার জন্য যখন সেনাপতি হ্যাভলক রণ-যাত্রা করেন তখন ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী হ্যাভলকের ব্রিগেডের সার্জ্জন স্বরূপ যুদ্ধে গমন করিয়াছিলেন।

ডাক্তার সূর্য্যকুমার

গাজীপুরে যখন বিদ্রোহ উপস্থিত হইল তখন তিনি নৌকা হইতে চিনি ও ময়দার বস্তা লইয়া দুর্গ-প্রাকার গঠন করিলেন। সরকারি চিকিৎসালয় এইরূপে সুরক্ষিত হইল। অযোধ্যার উনাও প্রদেশে কয়েকটী ভীষণ যুদ্ধে জয়ী হইয়া তবে সার হেনরি হ্যাভলকের সেনাদল লক্ষ্ণৌ অভিমুখে অগ্রসর হইতে সমর্থ হইয়াছিল। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী ব্রিগেড-সার্জ্জন স্বরূপ সেই সকল যুদ্ধে উপস্থিত থাকিয়া অসীম সাহস ও চিকিৎসা-নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

বঙ্গের ছোটলাট সার রিভার্স টম্‌সন এই বীর বাঙ্গালী চিকিৎসককে রায় বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করিবার সময় কহিয়াছিলেন—কে জানিত যে, এই মৃদুমধুর সৌম্য মূর্ত্তির মধ্যে—রুধিরসিক্ত সমরাঙ্গনে সমুপস্থিত, বিদ্রোহকালের সকল ব্যাপারে সবিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তির প্রাণ স্পন্দিত হইতেছে। ইনি যুদ্ধে উপস্থিত ছিলেন লোকের বেদনা বৃদ্ধির জন্য নহে—বিজ্ঞান, কর্ম্মে নৈপুণ্য ও একনিষ্ঠার সাহচর্য্যে মনুষ্যের বেদনা দূর করিবার জন্য।

সিপাহী-বিদ্রোহের কিছুকাল পর কলিকাতার বিখ্যাত ডাক্তার ক্রম্বি ইণ্ডিয়া আফিসে বসিয়া বিদ্রোহ সংক্রান্ত কাগজপত্র পাঠকালে দেখিয়াছিলেন যে, সেই বিপদের দিনে যাঁহারা আপন প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অসীম নিষ্ঠার সহিত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহাদিগের মধ্যে "গাজিপুরের বাঙ্গালী ডাক্তার" ছিলেন একজন। পরে তিনি অনুসন্ধান করিয়া জানিয়াছিলেন যে, সেই বাঙ্গালী ডাক্তার আর কেহ নহেন—স্বয়ং সূর্য্যকুমার।

সিপাহী যুদ্ধের কালে যমুনাতীরে ফিরোজশাহের সহিত যুদ্ধের সময় (১৮৫৮ খৃঃ), ১৮৬১ সালে কুকী-অভিযানে এবং পর বৎসর আসামের খসিয়া ও জয়ন্তিয়া শৈলাঞ্চলে অভিযানকালে যে বাঙ্গালী সার্জ্জন কৃতিত্বের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন, বিলাতে শিক্ষাপ্রাপ্ত সেকালের অন্যতম সুদক্ষ সার্জ্জন সেই রাজেন্দ্র চন্দ্র চন্দ্র আজ বিস্মৃত; কিন্তু বাঙ্গালীদের মধ্যে আজ পর্য্যন্ত তিনিই একমাত্র চিকিৎসক যিনি সুদুর্ল্লভ ব্রিগেড সার্জ্জনের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কি স্বদেশে, কি বিদেশে অসামান্য খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। (১)

পাবনা জেলার খলিলপুর গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত মহিমচন্দ্র গুহ জোয়ার্দ্দারের কাহিনী, সেকালের বীর-বাঙ্গালীর বীরত্বের কাহিনী। লালা

বাবু মহিমচন্দ্র গুহ
জোয়ার্দ্দার

বাবুর সদর কাছারিতে মসীজীবী থাকিয়া তিনি তান্তিয়া টোপীর সেনাদলের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন এবং কতকগুলি সিপাহী ও অন্যান্য লোকজন সংগ্রহ করিয়া, বিদ্রোহিদিগকে বাধা দিবার জন্য একদল সৈন্য সংগঠন করিয়াছিলেন। বিদ্রোহিগণ শ্রীবৃন্দাবনে প্রবেশ করিলে পর, যাহাতে শ্রীমন্দির লুণ্ঠিত না হয় তজ্জন্য তিনি নানা উপায়ে মথুরার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

(১) ভারতবর্ষ—আষাঢ়, ১৩৪৫।

যে বাঙ্গালী একদিন চিন্তামনি মিশ্র নাম গ্রহণ করিয়া কানপুরে পরিচিত হইয়াছিলেন, কাবুলযুদ্ধে তিনি রসদ বিভাগের সহিত গমন করিয়াছিলেন। যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সিপাহী যুদ্ধের সময় নানাস্থানে বাঙ্গালীর বাহুবলের ও সৎ-সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, তিনিও কাবুল-যুদ্ধে ইংরাজ-সৈন্যের সহিত উপস্থিত থাকিয়া বীরত্ব ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার জন্য কর্ণেল টুকারের নিকট হইতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন।

কাবুল-যুদ্ধে বাঙ্গালী

সিপাহী-বিদ্রোহের অগ্নিশিখা বাঙ্গালারও কোন কোন স্থান স্পর্শ করিয়াছিল। ঢাকায় যখন বিদ্রোহ দেখা দিল, তখন ঢাকার ফৌজদারী আদালত ও কলেজ দুর্গরূপে সুরক্ষিত করিয়া রাজকর্ম্মচারিগণ বিদ্রোহ দমনে অগ্রসর হইলেন। বিদ্রোহীরা বাজার লুণ্ঠন করিল, কারাগার হইতে বন্দিদিগকে মুক্ত করিয়া দিল। ঢাকা কলেক্টরীর মসীজীবী নাজির শ্রীযুক্ত জগবন্ধু বসু ও মুসলমানদিগের মধ্যে খাজা আব্দুলগণি (পরে নবাব সার খাজা আব্দুল-গণি) ও আব্দুল আহাম্মদ খাঁ মিষ্টার কর্ণেলকে দুঃসময়ে যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া বঙ্গের ছোটলাট সার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে স্বয়ং তাঁহাদের প্রশংসা করিয়াছিলেন। (১)

ঢাকায় সিপাহী-বিদ্রোহ

দেখিতে পাওয়া যায় যে, সে সময়ে হুগলী অঞ্চলে এক শ্রেণীর সাহসী লাঠিয়াল ছিল। পুলিসের বরকন্দাজদিগের অকর্ম্মণ্যতা ও ভীরুস্বভাব প্রদর্শন করিয়া হুগলী জেলার ভূস্বামিগণ তখন ছোট লাটের নিকট আবেদন করিয়া জানাইয়াছিলেন যে, শান্তিরক্ষার জন্য পুলিশ-বরকন্দাজদিগের পরিবর্ত্তে সেই বাঙ্গালী লাঠিয়াল-দিগকে নিযুক্ত করা হউক। হুগলী সদরে সেইজন্য কতকগুলি লাঠিয়াল-

হুগলীর লাঠিয়াল

(১) *Bengal under the Lieutenant-Governors* : C. E. Buckland C. I. E. Vol I. P. 152.

সিপাহী নিযুক্ত করা হইয়াছিল। তাহারা যে সকলেই বাঙ্গালী ছিল তদ্বিষয়ে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিছুকাল পরে হুগলীর অস্থায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট প্র্যাট্ অনেকগুলি বঙ্গদেশীয় খ্রীষ্টানকে সিপাহী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বঙ্গের ছোটলাট সার ফ্রেডেরিক হ্যালিডে বলিয়াছিলেন যে, তাহারা সকলেই কার্য্যক্ষম বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। (১)

জমিদারদিগের অত্যাচারে ক্ষিপ্ত পাবনা জেলার প্রজাগণ ১৮৭২-৭৩ খৃষ্টাব্দে দলবদ্ধ হইয়া অত্যাচারী জমিদারবর্গের গৃহাদি লুণ্ঠন ও ভস্মসাৎ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। তাহারা আপনাদিগকে বিদ্রোহী বা সঙ্ঘবদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিত।

পলোবিদ্রোহ

ইহারা "রাত্রিতে মহিষের শিঙ্গা বাজাইয়া সকলে একত্রিত হইত। মৎস্য শিকার করিবার ভাণ করিয়া প্রত্যেকেই স্কন্ধে একখানি লাঠির অগ্রভাগে একটী করিয়া পলো লইয়া বহুলোক একত্র যাতায়াত করিত বলিয়া বিদ্রোহিদল সাধারণতঃ পলোওয়ালা বা পলোনাথ কোম্পানী নামে অভিহিত হইত"। (২)

"লাঠি হাতে পলো কাঁধে চল্লো সারি সারি।
সকলের আগে যায়ে লুটলো বিশির কাচারী॥"

পাবনা জেলার প্রজাগণ নিরীহ ও শান্তপ্রকৃতি বলিয়া পরিচিত। তাহাদের বিদ্রোহ ইহাই সূচিত করে যে, বাঙ্গালী তাহার পূর্ব্ব শৌর্য্য-গৌরব বিস্মৃত হইয়া থাকিলেও, জাগাইলেই জাগ্রত হইতে পারে।

উত্তরপাড়ার সুবিখ্যাত মুখোপাধ্যায়-বংশের পূর্ব্বপুরুষ বাবু জয়কৃষ্ণ

(১) *Bengal under the Lt. Governors* : C. E. Buckland C. I. E. Vol I, P. 139.

ইহা হইতেই দেখা যায় যে, তখনও বঙ্গের নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যে পর্য্যন্ত যোদ্ধৃ-জাতির প্রাণ বর্ত্তমান ছিল।

(২) পাবনা জেলার ইতিহাস—৺রাধারমণ সাহা—৩য় খণ্ড।

মুখোপাধ্যায় এবং তাঁহার পিতা উভয়েই ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ভরতপুর দুর্গাবরোধ সময়ে উপস্থিত ছিলেন। জয়কৃষ্ণের পিতা ১৪ নং পদাতিক বাহিনীর বেনিয়ান ছিলেন; পুত্র জয়কৃষ্ণ যোড়শ বর্ষ বয়সেই ব্রিগেড-মেজরের অফিসের প্রধান কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পিতা পুত্র উভয়েই রাজকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া ভরতপুরের যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছিলেন এবং যুদ্ধান্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নিকট হইতে লুণ্ঠনলব্ধ ধনের অংশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই অর্থই মুখোপাধ্যায়-বংশের প্রতিষ্ঠার কারণ হইয়াছিল। (১)

উত্তরপাড়ার মুখোপাধ্যায় বংশ

আজ সে কতদিনের পুরাতন কাহিনী, যখন উত্তরভারতে ভরতপুরের কঙ্করময় ক্ষেত্র বীর যোধদিগেব শোণিতে সিক্ত হইয়াছিল। কলিকাতার স্থকিয়া ষ্ট্রীট নিবাসী বাঙ্গালী কালীচবণ ঘোষ সেদিন মৃত ইংরাজ সেনানায়কের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া বীর-বিক্রমে সেনা চালন পূর্ব্বক ইংবাজের জয়পতাকা প্রোথিত করিয়াছিলেন। এই কারণে পরবর্ত্তীকালে তিনি লোকমুখে 'জাঁদরেল কালু' নামে অভিহিত হইতেন। সমর-বিভাগের মসীজীবী বঙ্গ কর্ম্মচারী সেদিন লেখনীর পরিবর্ত্তে অসি ধারণ করিয়া যে অপূর্ব্ব রণকৌশল প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গের শৌর্য্যের ইতিহাসে চিরদিন অমর হইয়া থাকিবে।

জাঁদরেল কালু

ব্রেজিলের নৌ-সেনা বিদ্রোহী হইয়া যেদিন নাথেরয় নগর আক্রমণ করিয়াছিল, সে দিন যে বীর বাঙ্গালী ৫০ জন মাত্র সেনার সাহায্যে শত্রু বিমর্দ্দিত করিয়া অদ্ভুত রণনিপুণতা ও সাহসের পরিচয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কর্ণেল

কর্ণেল স্থরেশ বিশ্বাস

(১) *Bengal under the Lt. Governors* : C. E. Buckland Vol II. P. 1050.

সুরেশ বিশ্বাস। জীবনারম্ভে তাঁহার বিদ্যার গৌরব ছিল না, বিভবের গৌরব ছিল না। মাত্র সপ্তদশ বর্ষ বয়সে তিনি য়ুরোপগামী পোতের সহকারী ষ্টুয়ার্ডরূপে লণ্ডন নগরে গমন করিয়া পরে নিজের সাহস, বিদ্যা ও বুদ্ধির বলে যেরূপে একটী বীরসেবিত স্বাধীন সাম্রাজ্যের সেনাবিভাগে কর্ণেল হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন—যেরূপে পঞ্চাশটী মাত্র সেনার অধিনায়ক হইয়া বীরবিক্রমে শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, সে কাহিনী পৃথিবীর যে কোন দেশকে গৌরবান্বিত করিতে পারে। আজিও কৃষ্ণনগরের ৭ ক্রোশ পশ্চিমে নাথপুর গ্রাম এই বাঙ্গালীর পবিত্র স্মৃতি বহন করিয়া, নবাভ্যুদয়েচ্ছু বঙ্গবাসীর পবিত্র তীর্থ হইয়া রহিয়াছে। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে রাইওডি-জেনেরা যেদিন (১৯০৫ খৃ-২২ সেপ্টেম্বর) রত্নজ্ঞানে তাঁহার কঙ্কাল ধারণ কবিয়াছিল সেইদিন হইতে বঙ্গে এক নবজীবনের ঊষালোক দেখা দিয়াছে।

প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ী

অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগে রোহিলা-সর্দ্দার আলী মহম্মদ খাঁ যে ভূভাগ জয় করিয়াছিলেন তাহা রোহিলাখণ্ড নামে পরিচিত। শুনিতে পাওয়া যায় যে, প্রচণ্ড খাঁ ভাদুড়ী দিল্লীর বাদশাহের সেনাধ্যক্ষস্বরূপ সেই রোহিলাখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন।

রাজা রামনাথ

অষ্টাদশ শতাব্দের শেষভাগে (১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে) দিনাজপুরের রাজা রামনাথ দিল্লীর সম্রাটের নিকট রাজপদ লাভ করিয়া দুর্গনির্ম্মাণ ও সৈন্য-পরিপোষণের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিক্রম দিল্লী-সম্রাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

রাজা পীতাম্বর মিত্র

বঙ্গের আদি প্রত্নতাত্ত্বিক রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র সম্রাট্ শাহ আলমের দশ সহস্র মুসলমান অশ্বারোহীর নায়কপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বাঙ্গালীর ইতিহাসের এক অধুনা-বিস্মৃত অংশকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন।

রাজা পীতাম্বর সম্রাট্ শাহ্ আলমের একজন সেনাপতি ছিলেন এবং মহারাষ্ট্র-সমরে পুরস্কার স্বরূপ কড়ানগর জায়গীর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

কলিকাতা শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণ দেব সম্রাট্ শাহ্ আলমের নিকট হইতে রাজাবাহাদুর উপাধি, পাঁচহাজারী মনসবদারী ও তিন সহস্র অশ্বারোহী সৈন্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পর বৎসর (১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) তিনি ৪ সহস্র অশ্বারোহী রাখিবার অধিকার সহ ৬ হাজারী মনসবদারী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

রাজা নবকৃষ্ণ

কেরাণী, রসদ, ডাক বিভাগের কর্ম্মচারী ও চিকিৎসক প্রভৃতির নানা দায়িত্বপূর্ণ অশেষ কর্ত্তব্যভার গ্রহণ করিয়া যে সকল বাঙ্গালী সেকালে ও একালে ইংরাজ-সৈন্যের সহিত যুদ্ধাভিযানে গমন করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বহস্তে অসিধারণ না করিলেও, তাঁহাদিগের শৌর্য্য বীর্য্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই—যাঁহারা যোদ্ধ-বেশে অসিধারণ করেন, ইঁহারা তাঁহাদিগেরই মত সকল বিপদের সম্মুখীন হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের সাহস ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা তাচ্ছিল্যের সামগ্রী নহে।

মিঃ ব্লেয়ারের উক্তি

ইংলিশম্যান পত্রের ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক ব্লেযার সাহেব ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে বার্মিংহাম নগরে বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন—বাঙ্গালীরা সৈনিক হয় না বলিয়া কলঙ্কের ভাগী হইয়াছে। কেরাণী বাদ দিলে কোন ভারতবাহিনীই সম্পূর্ণ নহে; এই কেরাণীরাই যুদ্ধনিরত সৈনিক-দিগের ন্যায় সকল বিপদ মাথায় তুলিয়া লয়, সকল ক্লেশই অনায়াসে সহ্য করে। এই সকল কেরাণীদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যাই অধিক। ভারতবাহিনীর যে কোন সেনানায়ককে জিজ্ঞাসা করুন, তিনিই বলিবেন—ইহারা কোনদিন কর্ত্তব্যপালনে পরাঙ্মুখ নহে—বিপদ্ দেখিয়া কখনই নিভৃতে লুক্কায়িত হয় না। (১)

(১) Speech at Birmingham by Mr. Blair, Editor of the Englishman of Calcutta as quoted by the *Amrita Bazar Patrika*, (weekly Edn) : Nov. 30, 1903.

ইহা বক্তৃতা-মঞ্চের অত্যুক্তি নহে। বিগত মহাসমরে কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ার নিবাসী এস্ এন্ গুপ্ত মহাশয়ের ভ্রাতা এন্ সি গুপ্ত ফিল্ড-কেশিয়ারের কেরাণী স্বরূপ ফরাসী দেশের উত্তরাংশে কর্ম্ম করিতেন। অশেষ বিপদরাশি প্রতিমুহূর্ত্তেই শিয়রে রাখিয়া এই মসীজীবী বীর বাঙ্গালী যেরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছেন, তদ্দর্শনে উর্দ্ধতন কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে একটী পদক দান করিয়া বীরের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

কলিকাতার গুপ্ত পবিবার

এস্ এন্ গুপ্ত মহাশয়ের খুল্লতাত-পুত্র এন্ সি গুপ্ত মহাশয় বিশেষ সাহসিকতার পরিচয় প্রদান করিবাছিলেন বলিয়া প্রধান ইংরাজ সেনাপতি কত্তৃক ১৯১৬ খৃষ্টাব্দেব ১৩ই জুন তারিখের লণ্ডন গেজেটে প্রশংসিত হইয়াছিলেন। গুপ্ত মহাশয়েব আরও দুইটি খুল্লতাত-পুত্র গত মহাসমরে যোগদান করিয়া বাঙ্গালীর গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। এখন সকলেই জানেন যে, এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। (১) বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে সেবাব্রত ধাবণ করিয়া যে কয়েকজন ভারতীয় ডাক্তার চীনে যাত্রা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে দুইজন বাঙ্গালী আছেন,—ডাক্তার রমেন্দ্র মোহন সেন ও ডাক্তার দেবেশ মুখার্জ্জি। (২)

মহামান্য বড়লাট বাহাদুব বলিয়াছেন যে, ২০৫ জন আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন, ৫৬০ জন সাব আসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও ৭০০০ ভারতীয় নাবিক মহাযুদ্ধে নানা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া আপন আপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যে অনেক বাঙ্গালীও ছিলেন একথা এখন

(১) *The Statesman* (dak), Sept. 7, 1916.

(২) The Amrita Bazar Patrika (Town) August 15, 1938.

রমেন্দ্র মোহন বোম্বাই পর্য্যন্ত যাইয়া গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে পাস্-পোর্ট পান নাই বলিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে ডাক্তার বি কে বসু, এম্. বি চীনে যাইতেছেন।—Ibid, Aug. 26, 1938.

আর নূতন করিয়া বলিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদিগের সকলের কাহিনী যে দিন সঙ্কলিত হইতে পারিবে, সে দিন বাঙ্গালীর বীরপণ্যার একখানি উজ্জ্বল আলেখ্য ফুটিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। (১)

বাঙ্গালী এযুগে আবার সমরক্ষেত্রে শোণিততর্পণ করিয়াছে—কিন্তু যে যুগে তাহার অস্ত্রধারণ করিবার আবশ্যকতা ছিল না, যে যুগে তাহার সকল সাধনা, সকল চিন্তা, সকল কার্য্য—জ্ঞান-বিজ্ঞানের, সাহিত্য-সমাজের, পদ-প্রতিষ্ঠার মন্দিরতলে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল—সে যুগের ইতিহাসেও দেখা যাইবে যে, তাহার আজন্ম-সঞ্চিত কুলক্রমাগত বাহুবল তাহাকে পরিত্যাগ করে নাই; সে যুগের ধ্যান ধারণায়, কার্য্যে চিন্তায়, উৎসবে লীলায় উহার সন্ধানলাভ দুর্ল্লভ নহে—সে যুগের রাষ্ট্রেতিহাসেও উহার পরিচয় পাওয়া যায়।

---

(১) The *Statesman* (Dak), September 7, 1916.

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

মৌন-বিক্রম

Races do not become martial by birth. They become brave or otherwise according to the condition under which they live and the training which they receive. Japan is now acknowledged to be a martial country and yet fifty years ago there was no fighting people there except the clan of Samurai. *But by dint of hard and systematic training a whole people has been made warlike......*

Sir. K. G. Gupta.

ঊনবিংশ শতাব্দের শেষ পাদ এবং বিংশ শতাব্দী অনেক অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে, অনেক স্বপ্নকে সত্য করিয়াছে, অনেক শবকে হোম-বারি স্পর্শে নবজীবনের প্রাণস্পন্দনে স্পন্দিত করিয়াছে। যে বিংশ শতাব্দীর শৈশব এইরূপ অসামান্য, তাহার কৈশোরে যৌবনে কোন্ কবির কোন্ কল্পনা যে অকস্মাৎ একদিন তীব্র সত্যের আকারে পৃথিবীর কোন্ প্রান্তে দেখা দিবে, তাহা সর্ব্বকালদর্শী মহাকালই শুধু বলিতে পারেন।

বিংশ শতাব্দী

পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বেও জাপানে একমাত্র সামুরী সম্প্রদায় ভিন্ন আর কেহ যোদ্ধা ছিল না। যে যুগ সেই জাপানকে অতি বৃহৎ ও মহাবীর করিয়া দেখাইল—যে যুগে তাহার "নীপন্ বান্‌জাই"রব প্রাচ্যাকাশে সমুত্থিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীকে চমৎকৃত করিল—সে যুগ অসামান্য। যে যুগ অহিফেনসেবী স্থবির চীনকে জাগ্রত করিয়া তাহার আলম্ব বেণী কাটিয়া দিল, ইয়াংসিকিয়াংএর খরস্রোতে তাহার অহিফেন

* Speech at the dinner in honour of Sir S. P. Sinha (Lord) as reported in the Bengali (Dak) of 7-2-1917.

ভাসাইয়া দিল,—সে যুগ পৃথিবীর ইতিহাসে কয়বার আসে? যে যুগ আরবের মরু-প্রান্তরে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একতায় সমষ্টিবদ্ধ করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ করিল—যে যুগ তুর্ক-জনপদে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিল—রুষের বহু প্রাচীন রাজমুকুট ধরণীর ধূলায় ধূসর করিয়া দিল—যে যুগ সমগ্র পৃথিবীর রণক্ষেত্রে পাঞ্চজন্য নিনাদে ধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিয়াছে—সে যুগের প্রাণবায়ু যাহারা গ্রহণ করিতেছে তাহাদিগের নিকট বিস্মিত হইবার মত কিছু নাই—বিচলিত হইবার মতও কিছু নাই।

স্বর্গগত মহানুভব গোখ্‌লে ও বাঙ্গালী

এ যুগের প্রারম্ভ বঙ্গদেশেও গৌরবোজ্জ্বল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজসভায় স্বর্গগত গোখ্‌লে মহোদয় তাঁহার উষালোক দেখাইয়া বলিয়াছিলেন—বহু বিষয়ে বাঙ্গালী জাতি ভারতে গণনীয়।...ভারতবাসীর সম্মুখে যতগুলি কর্ম্মপথ মুক্ত রহিয়াছে তাহার সকল পথেই বাঙ্গালী বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বর্ত্তমান যুগে যে কয়েকজন সমাজ-সংস্কারক ও ধর্ম্মবেত্তা দেখিতে পাওয়া যায়, তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কেহ বাঙ্গালী। বক্তা, সংবাদপত্র-পরিচালক ও রাজনীতিকদিগের মধ্যেও কয়েকজন বাঙ্গালী উজ্জ্বল রত্ন বিশেষ।...শারীরিক বল ও সাহসের অভাব বাঙ্গালীর জাতীয়-জীবনের একটী প্রধান কলঙ্ক বলিয়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা ইহার সংস্কার আরম্ভ করিয়াছে। কয়েকখানি এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান পত্রে প্রকাশিত বিবরণগুলি সত্য হইলে বলিতে হয় যে, এই কলঙ্কের দুঃখ বঙ্গীয় যুবকদিগের হৃদয়ে এরূপ আঘাত করিয়াছে যে, শারীরিক বল ও সাহস প্রকাশে পরাঙ্মুখ হওয়া দূরে থাকুক, তাহারা এখন উহা লাভ করিবার জন্যই সচেতন হইয়াছে। (১)

(১) The Bengalees are in many respects the most remarkable people in all India......In almost all the walks of life, open to Indians the Bengalees are among the most distinguished, some of the

ইংরাজ ঐতিহাসিক কহিয়াছেন—বাল্যাবধি আগ্নেয়াস্ত্রের সহিত পরিচিত ইংরাজ বুঝিতে পারিবেন না যে, অস্ত্রহীন বাঙ্গালার কৃষক শুধু বর্শা-ফলক এবং ধনুর্ব্বাণ লইয়া হিংস্র পশুর সমক্ষে কতদূর বিব্রত হইয়া থাকে। যে ইংরাজ-শিকারী কোন দিন বন-বেষ্টনকারী লোক লইয়া শিকারে অগ্রসর হইয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন যে, ইহাদিগের সাহসের অভাব নাই। যেরূপ উৎসাহের সহিত বীরভূমের পার্ব্বত্য জাতি ব্যাঘ্রকে ঘিরিয়া ধরে তাহা দেখিয়া, এরূপ বিপদে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই চমকিত হইবেন সন্দেহ নাই। (১) স্বর্গগত মহারাজ সূর্য্যকান্ত আচার্য্য চৌধুরী, বগুড়ার নবাব সৈয়দ আবদুল ছোভান চৌধুরী, মিঃ কে, চৌধুরী প্রভৃতি সুবিখ্যাত শিকারীদিগের কাহিনী বিস্মৃত হইবার নহে। ইঁহাদিগের মৌন-বিক্রম অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

শিকার ও বাঙ্গালী

জার্ম্মাণীর অলিম্পিক গেম্‌স (১৯৩৬) সম্বন্ধে এই সেদিন জন্ হিট্‌লার বলিয়াছেন,—"ক্রীড়াচ্ছলে বীরত্বব্যঞ্জক-প্রতিযোগিতার দ্বারা শ্রেষ্ঠ মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়।" এ কথা খুবই সত্য। এই সত্যকে পাদ-

greatest social and religious reformers of recent times have come from their ranks. Of orators, journalists, politicians, Bengal possesses some of the most brilliant......one serious defect of national character has often been urged against them—want of physical courage—but they are already being twitted out of it. The young-men of Bengal have taken this reproach so much to heart that if the stories in some Anglo-Indian papers are to be believed, so far from shrinking from physical collisions they seem to be now actually toiling for them.—Gokhale in the Imperial Council, November, 1907.

(২) Annals of Rural Bengal, Hunter P. 61

পীঠ করিয়া ভারতবর্ষে বহুদিন পূর্ব্বেই মনুষ্যত্ব-বিকাশের নানা ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

এ যুগের বাঙ্গালীদিগের নিকট পরলোকগত জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয় হয়ত প্রয়োজন হইবে। কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বে একজন বীর বাঙ্গালী বলিয়া তাঁহার খ্যাতি বঙ্গ-বিশ্রুত ছিল। তিনি যে সার স্বরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা —তিনি যে কলিকাতা হাইকোর্টের একজন ব্যারিষ্টার,—বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ফেলো, আইন কলেজের অধ্যাপক —ইহাই তাঁহার বিশেষ পরিচয় ছিল না। তিনি যে একজন বলশালী সাহসী বঙ্গবাসী, ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান পরিচয়। বাঙ্গালী যে রণভীরু নহে, তাহাই প্রমাণিত করিবার জন্য তিনি ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সাধারণ সৈনিক রূপে কলিকাতার ভলাণ্টিয়ার রাইফেলে যোগ দিয়া প্রথমে 'কলার সার্জ্জেণ্ট' এবং পরে 'কাপ্তান' হইয়াছিলেন। (১৯১৫ খৃঃ)।

কাপ্তেন জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

সে সময়ে কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রামদুলাল সরকারের পুত্র "লাটুবাবু" এবং অম্বিকাচরণ গুহ শারীরচর্চ্চায় সুবিখ্যাত ছিলেন। ইহার কিছুকাল পর সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী লালচাঁদ মিত্র মহাশয় শারীর-সাধনে সর্ব্বজনবিদিত ছিলেন। জিতেন্দ্রবাবুর উপর লালচাঁদের প্রভাব এরূপ বিস্তৃত হইয়াছিল যে, তিনিও শেষে সাহসী ও বলশালী বীররূপে সুপরিচিত হইয়াছিলেন।

ইহাই যে জিতেন্দ্রনাথের পরিচয়—তাহাও নহে। তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিয়াছিলেন—বাঙ্গালী ভুল পথে চলিয়া 'বাবু' হইয়া উঠিতেছে, এবং যতদিন সে তাহার শরীরকে যোগ্য করিবার জন্য আগ্রহান্বিত না হইবে, ততদিন তাহার আসন সকলের নীচে! তাই তিনি জীবনকালেই সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, বাঙ্গালায় শারীরচর্চ্চার জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপিত করিবেন। শুনিয়াছি ১৯৩৪-৩৫ সালে মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে একখানি

ন্যাস-পত্র সম্পাদন করিয়া শুধু এই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রায় এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের সম্পত্তি—বলিতে গেলে তাঁহার সর্ব্বস্ব—বঙ্গমল্লগোষ্ঠি-চূড়ামণি আচার্য্য রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত 'অল বেঙ্গল ফিজিক্যাল কাল্‌চার এসোসিয়েসনের' হস্তে অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি সার মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় সেই ন্যাসের ট্রাষ্টিদিগের মধ্যে অন্যতম।

সেই বাঙ্গালীই ধন্য যিনি বাঙ্গালীকে মানুষ করিবার জন্য এইরূপে সর্ব্বস্ব দান করিতে পারেন, তিনিই সত্য সত্য অনুভব করেন—"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।" ১৩৪২ বঙ্গাব্দের ৫ই কার্ত্তিক জিতেন্দ্রনাথ অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন। বাঙ্গালীকে মানুষ করিবার জন্য তাঁহার রাজোচিত দান বাঙ্গালী কোন দিন বিস্মৃত হইতে পারিবে না। (১)

মল্ল-ক্রীড়া ও বাঙ্গালী

ভারতবর্ষে শক্তি-পরীক্ষার একটি অতি প্রাচীন পদ্ধতি মল্লযুদ্ধ। বেদে, মহাভারতে এবং পুরাণাদিতে ইহার পরিচয় আছে। মহাবিষ্ণু মল্লযুদ্ধে মধু কৈটভ অসুরদ্বয়কে নিহত করিয়াছিলেন। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি মল্লযুদ্ধের ইতিহাসে পরিপূর্ণ। হিন্দু রাজন্যবর্গের তিরোধানের পর, পাঠান ও মোগলের শাসন-সময়েও মল্ল-ক্রীড়ার পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের দুর্গতির সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ভদ্র সমাজ হইতে মল্লক্রীড়া বিদূরিত হইয়া গেল, এবং মল্লক্রীড়া বা 'কুস্তি' অসভ্য-বর্ব্বরের ক্রীড়া কৌতুক-রূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। কোম্পানীবাহাদুরের আমলেও প্রাচীন সংবাদপত্রে দেখিতে পাই—শুধু বাঙ্গালার বালক নয়, বালিকারাও আখড়ায় মল্লক্রীড়া শিক্ষা করিত। ক্রমে আমরা হইয়া উঠিলাম 'বাবু' নামধেয় এক প্রকার স্ত্রী-জনোচিত জীব—লম্বা কোঁচা, কুঞ্চিত বাবরি,

(১) ভারতবর্ষ—অগ্রহায়ণ, ১৩৪২।

অঙ্গে ঢিলা পাঞ্জাবী, পায়ে পম্প-সু এবং জামার পকেটে কোঁচার খুঁট্! আমাদের ছেলেদের নামকরণও হইতে লাগিল স্ত্রীজনোচিত। যাহা হউক, ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে যখন 'হিন্দুমেলা' নামক একটী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, তখন হইতেই মেলার সম্পাদক নবগোপাল মিত্র মহাশয়ের উদ্যোগে ও উৎসাহে কলিকাতায় ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং বাঙ্গালী যুবকদের মধ্যে কেহ কেহ সেই আখ্ড়ায় জিম্ন্যাষ্টিক্ অভ্যাস করিত। সার সুরেন্দ্রনাথের ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ এই ব্যায়ামশালার অন্যতম কৃতী ছাত্র ছিলেন।

এক সময়ে যাহা যুদ্ধ বলিয়া পরিগণিত ছিল, যাহাতে জয় বা পরাজয় নির্দ্দিষ্ট হইলে কখন কখনও রাজ্যের জয় বা ক্ষয় ঘটিত—তাহাই পরবর্ত্তীকালে কুস্তি বা ক্রীড়ারূপে প্রচলিত হইয়া এখনও দেশ-বিদেশের রাজনগরীতে সমুৎসুক দর্শকমণ্ডলীর উত্তেজিত করতালি লাভ করিয়া থাকে। আজিও মল্লভূমি জনপদ মল্লরঙ্গের বহু পুরাতন স্মৃতি বহন করিতেছে। পরেশনাথ, গোবর গুহ (শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রচরণ গুহ), ভীমভবানী (ভবেন্দ্রমোহন সাহা), সুবোধ বাবু, শ্যামাকান্ত, কে ডি শীল, পঞ্চানন সামন্ত, অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি বঙ্গের সুবিখ্যাত মল্লগণ একালেও বাঙ্গালীর শক্তির মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি সেকালে অম্বিকাচরণ গুহ কলিকাতার পালোয়ান-গোষ্ঠি-চূড়ামণিরূপে মল্লক্রীড়ায় ভারত-বিজয়ী হইয়াছিলেন।

গোবর গুহ

অম্বিকাচরণ তাঁহার স্বজাতিকে দেহের বলে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য নিজের বিপুল অর্থরাশি ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। শুধু কলিকাতায় নহে, যাহাতে সমস্ত বাঙ্গালা দেশে কুস্তিশিক্ষা প্রচলিত হইতে পারে তাহাই ছিল এই বীর বাঙ্গালীর ধ্যানের বিষয়। এই বীর বংশের অন্যতম বীরপুত্র ছিলেন বঙ্গগৌরব 'গোবর গুহ' বা যতীন্দ্র চরণ গুহ। পিতামাতার আশীর্ব্বাদের সঙ্গে সঙ্গে 'গোবর' মন্ত্র পাইয়া-

ছিলেন—প্রমাণ কর গোবর, তোমার জীবন দানে যে, তোমার স্বজাতি বাঙ্গালী ভীরু নহে, দুর্ব্বল নহে, বল-পরীক্ষায় তাহারা পৃথিবীর কোনও জাতি অপেক্ষা খাটো নহে।

এই মন্ত্রের সাধন ফলেই মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সের গোবর বিলাতে সুবিখ্যাত হইয়াছিলেন এই বলিয়া যে, ইনিই ভারতের সেই সুবিখ্যাত বালক-কুস্তীগীর যিনি দুই মণ ওজনের প্রস্তর-হাঁসুলি অনায়াসে গলায় পরেন—ইনিই সেই লোহার মানুষ, যিনি স্কট্‌ল্যাণ্ডের সুবিখ্যাত পালোয়ান জি সি ক্যাম্বেল্‌কে পরাজিত করিয়া স্কটিশ্ চ্যাম্পিয়ানসিপ্ লাভ করিয়াছিলেন—ইনি সেই বাঙ্গালী যাঁহার সহিত বল-পরীক্ষায় পাশ্চাত্যে অজেয় বলিয়া পরিচিত জিমি এসেন্‌ও হার মানিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী জর্ম্মান্ কুস্তিগীর কার্লশাফ্‌টের দিগ্বিজয়-গর্ব্ব অনায়াসে খর্ব্ব হইয়াছিল গোবর গুহের কাছে! শুধু কি এই? পৃথিবীর মধ্যে বল-পরীক্ষায় কৃতিত্বের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার—আমেরিকার 'লাইট্‌-হেভি-ওয়েট্‌-চ্যাম্পিয়ান্‌সিপ্।' সান্ ফ্রান্সিস্কো সহরে শত শত উৎকণ্ঠিত দর্শকমণ্ডলীর মধ্যে বাঙ্গালার গোবর গুহ সেই উচ্চ সম্মান লাভ করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন—দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে তিনি যেরূপ ভারি মুগুর লইয়া খেলিতেন, সেরূপ ভারি মুগুর লইয়া খেলা ত দূরের কথা, একজন সাধারণ ইংরাজের পক্ষে—উহা তোলাই দুঃসাধ্য ছিল। (১)

ব্যায়াম সম্বন্ধে নিজের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা হইতে গোবর বাবু বলিয়াছেন—"ব্যায়াম সম্বন্ধে আধুনিক বাঙ্গালীর মনে অনেক ভ্রান্ত ধারণা বর্ত্তমান আছে। ব্যায়াম বলিতেই তাঁহাদের মনে লেঙ্গট্‌-পরিহিত

(১) Gobar, for instance, who is in England now, swings clubs that *no ordinary Englishman could lift*, and carries a stone collar of prodigious weight (160 lbs) round his neck—Health and Strength in the Modern Review, Feby. 1916—P. 170.

কোনও ভোজপুরী দারোয়ানের কথা মনে হয়।……পালোয়ান্ হওয়াই ব্যায়ামের উদ্দেশ্য নহে।……সমাজের শতকরা ৯৯ জন লোকের প্রয়োজন—স্বাস্থ্যবান্ হওয়া, নিজের মান-ইজ্জত্ রক্ষা করিবার জন্য শক্তি অর্জ্জন করা এবং এক কথায় জীবন-সংগ্রামের উপযোগী হওয়া। এজন্য পালোয়ান্ হইবার কোনও প্রয়োজন নাই। অন্য দশ-কাজের অবসরে প্রত্যহ দশ মিনিট কাল ব্যায়াম করিলেই এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে।"

"বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশে পাশ্চাত্য ধরণে নানা যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যায়াম-প্রবর্ত্তনের চেষ্টা হইতেছে। উহা একদিকে যেমন ব্যয়বহুল, সেই প্রকার অন্যদিকে আমাদের দেশের লোকের পক্ষে তেমন উপযুক্ত নহে। এই সব যন্ত্রপাতির সাহায্যে ব্যায়াম করিলে শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের পুষ্টি হয় বটে, কিন্তু শরীরে তেমন জোর হয় না।……বর্ত্তমান সময়ে ফুট্‌বল্ প্রভৃতি বিদেশী খেলাও খুব জনপ্রিয় হইয়াছে। এই সব খেলায় আনন্দ পাওয়া যায়, কিন্তু নিয়মিত ব্যায়ামে শরীরের যে ভাবে শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং শরীরের সমস্ত পেশী যে ভাবে পরিপুষ্টি লাভ করে, ফুট্‌বল্ প্রভৃতি খেলায় তাহা হইতে পারে না। বিশেষতঃ এই সব খেলাতে অত্যধিক শ্রমজনিত শরীরের অবসাদ আসিবারও সম্ভাবনা বেশী।"

"আমাদের দেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ডন্, বৈঠক্, কুস্তি, লাঠি খেলা প্রভৃতি ব্যায়ামের প্রচলন রহিয়াছে।……এই ব্যায়ামের বিশেষ গুণ এই যে, অল্প সময়ের মধ্যেই উহা দ্বারা বিশেষ ফল পাওয়া যায়……ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী আর এক প্রকার ব্যায়াম আছে। উহা হইতেছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে মালিস।……বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যহানিরূপ যে গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়াছে, অতি অল্প আয়াসে এবং নাম মাত্র ব্যয়ে তাহার সমাধান হইতে পারে।……আমার কথা

এই যে, ব্যায়াম সম্বন্ধে কলিকাতায় ভারতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী একটী গুরু-ট্রেণিং বিদ্যালয় স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন। পঞ্চাশ জন ছাত্রের জন্য ব্যয় মোট মাসে এক হাজার টাকা এবং বৎসরে ১২ হাজার টাকা। এখান হইতে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ মফঃস্বলে যাইয়া আখড়া স্থাপন করিলে তাহা হইতে মাসিক ৩০।৪০ টাকা উপার্জ্জন করিতে পারেন।"

"অনেকের ধারণা যে, ব্যায়াম করিতে হইলে মাংস, বাদাম, পেস্তা প্রভৃতি ব্যয়বহুল আহার্য্য সামগ্রীর দরকার। এই ধারণা ভুল।...... আমরা সাধারণ ভাবে ডাল-ভাত যাহা খাই, সাধারণ ব্যায়ামকারীর পক্ষে তাহাই পর্য্যাপ্ত। হজম করিতে পারিলে ডাল-ভাত দ্বারাই অনেক শক্তি পাওয়া যায়।" (১)

আচার্য্য রাজেন্দ্রনারায়ণ গুহ ঠাকুরতা

বাঙ্গালার অন্যতম ব্যায়ামাচার্য্য বরিশালের শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র নারায়ণ গুহ ঠাকুরতার নাম অনেকের নিকটেই সুপরিচিত। বরিশালে মাতুলালয়ে তাঁহার জন্ম হয়। বাল্যকালে তিনি ছিলেন সাধারণ বাঙ্গালী বালকের মতই রুগ্ন ও দুর্ব্বল। শারীরচর্চ্চার ফলে আজ তিনি অদ্বিতীয় বলশালী বাঙ্গালী, কার্লেকার সার্কাসে তাঁহার বক্ষের উপর একশত দশ মণ ওজনের লোহার রোলার তুলিয়া দিলেও তিনি ভ্রূক্ষেপ করেন নাই—অল্ডার্স সার্কাসে তাঁহার বক্ষে হাতী পর্য্যন্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে! তাঁহার কব্জির বলে বেগশালী মোটরগাড়ী অচল হয়। তাঁহার 'অল্ বেঙ্গল ফিজিকাল কাল্চার এসোসিয়েসনে' শিক্ষিত শিষ্যদের মধ্যে এমনও কেহ কেহ আছেন, যাঁহারা দেহের বলে এক সঙ্গে তিনখানি মোটর গাড়ী থামাইয়া দিতে পারেন!

(১) আনন্দবাজার পত্রিকা, শারদীয়া সংখ্যা—১৩৪০।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও কুস্তিগীর সুবোধ বাবুর নিকট (১৯১৫ খৃষ্টাব্দে) ওলন্দাজ চ্যাম্পিয়ান পরাজিত হইয়াছিলেন। শ্যামাকান্ত বা পরেশনাথের সমকক্ষ মল্ল আজিও দুর্ল্লভ। ময়মনসিংহের রাজা জগৎকিশোর আচার্য্য চৌধুরী একজন সুবিখ্যাত মল্ল বলিয়া পরিচিত। স্বর্গগত মহারাজ জগদীন্দ্রনাথ রায় মল্লক্রীড়ায় এবং লাঠি চালনায় সুবিখ্যাত ছিলেন।

বঙ্গ মল্ল

গোলাম, সুচিত, কিঙ্কর, রামমূর্ত্তি, গামা, ইমাম বক্স, কালু, স্যাণ্ডো প্রভৃতির মৌন-বিক্রমের নিকট যেমন অনেককে অবনতশীর্ষ হইতে হইয়াছে, তাঁহাদিগের বীরত্ব-খ্যাতি যেমন পঞ্চনদ ও য়ুরোপীয় প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত—তেমনি বাঙ্গালী মল্লের শক্তিও অনন্যসাধারণ বলিয়া পরিচয় লাভ করিয়াছে। আমেরিকার বিশ্ববিখ্যাত মল্ল গচ্ (Gotch) পর্য্যন্ত মহিষাদলের মল্লপ্রধান গর্গ মহাশয়ের সহিত শক্তি-পরীক্ষা করিতে সাহসী হন নাই।

প্রাচীনকালে গ্রীস দেশে ব্যায়ামের দুইটী প্রধান আদর্শ বর্ত্তমান ছিল বলিয়া জানা যায়—হারকিউলিয়ন্ এবং য়্যাপোলো। ভারতেও দুইটী আদর্শ থাকিবার কথা বিদিত আছে—কৃষ্ণ আদর্শ ও বলদেব আদর্শ। একটীর অভ্যাসে মাংস-পেশীগুলি সুবিন্যস্ত এবং বলশালী হইয়া দেহকে সুঠাম দিত, অন্যটীতে শক্তির অসামান্য বৃদ্ধি করিয়া ভীম, বলদেব, দুর্য্যোধনাদির মত বিক্রমশালী মানবের সৃষ্টি করিত। যাহার যেরূপ অভিরুচি, লোকে এই দুই আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া মল্লক্রীড়া করিত অথবা গদা লইয়া খেলিত!

ভীম ভবানী

আজকাল মল্লক্রীড়া দ্বারা শারীর-সাধনের চেষ্টা বঙ্গীয় যুবকদিগের মধ্যে আবার আরব্ধ হইয়াছে, ইহা আনন্দের কথা। বাঙ্গালীর গৌরব ভীম-ভবানীর চেষ্টায় বাঙ্গালার নানাস্থানে মল্লক্রীড়ার 'আখড়া' স্থাপিত

হইয়াছিল। ভীম-ভবানীর প্রকৃত নাম ছিল ভবেন্দ্রনাথ সাহা। কলিকাতা—বিডন্ ষ্ট্রীটের সুবিখ্যাত সাহা-বংশে ১২৯৮ বঙ্গাব্দে ভবানীর জন্ম হইয়াছিল। বাঙ্গালায় স্বদেশী আন্দোলনের যুগে রসরাজ অমৃতলাল বসু পান্তির মাঠে স্বদেশী মেলায় ভবেন্দ্রের শক্তি ও অদ্ভুত ক্রীড়া-কৌশল দেখিয়া তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন—ভীম-ভবানী।

ভারত-বীর রামমূর্ত্তি মাত্র উনিশ বৎসর বয়স্ক ভবানীকে তাঁহার সার্কাসের দলে লইয়া নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়াছিলেন। শিষ্য সেখানে অনেক দিন গুরুকেও হারাইয়া গুরুর মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পরে আচার্য্য কৃষ্ণলাল বসাকের 'হিপোড্রাম' সার্কাসে যোগ দিয়া ভবানী ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও নানা স্থানে কৃতিত্ব দেখাইয়া তাঁহার স্বদেশের জন্য যে মান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাই তাঁহাকে বাঙ্গালার বীরের ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিবে, আর অমর করিয়া রাখিবে কলিকাতা দর্জ্জিপাড়ার ক্ষেতু গুহ মহাশয়ের আখ্ড়ার নাম, কারণ ভবানী সেই আখ্ড়ার শিষ্য।

ভবানী অনায়াসে আপন বক্ষে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত হস্তী রাখিতেন, দাঁতে ধরিয়া অশ্ব তুলিতেন, পাঁচমণ ওজনের বার-বেল অবলীলায় মাথার উপর উঠাইয়া খেলিতেন। প্রায় এক শত মণ ওজনের পাথর তাঁহার বক্ষে রাখিয়া ৩।৪ জন সবল ব্যক্তি হাতুড়ির ঘা' দিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত! পঞ্চাশ-ষাট জন আরোহী সমেত দুইখানা গরুর গাড়ী তাঁহার উরু ও বক্ষের উপর দিয়া একই সময়ে অনায়াসে চলিয়া যাইত, গুরুভার সুদৃঢ় লোহার কড়ি কাঁধে রাখিয়া ভবানী যখন "হাতের গুলির জোরে" বাঁকাইয়া দিতেন দর্শকবৃন্দ তাহা দেখিয়া বিস্ময়ে অভিভূত হইত! শুধু ইহাই নহে। বাইশ-অশ্ব-শক্তির তিনখানি চলন্ত মোটর গাড়ী তিনি একসঙ্গে থামাইয়া দিতেন, কলের সাধ্য হইত না যে, গাড়ী তিনখানি চালায়। বক্ষের উপর চল্লিশ মণ ওজনের প্রস্তরখণ্ড

রাখিয়া ভবানী তাহার উপর ২৫।৩০ জন লোক তুলিতেন। লোকেরা সেই প্রস্তরে বসিয়া পরমানন্দে গীত বাদ্য করিত!

একবার সাংহাইয়ের কন্‌সাল বলিলেন—'আপনি যদি আমার মোটর গাড়ী থামাইয়া দিতে পারেন তবে এ গাড়ী আপনার।' বাঙ্গালী ভবেন্দ্রনাথ বা ভীম-ভবানীর টানে কন্‌সালের গাড়ী থামিয়া গেল,—গাড়ী ভীম-ভবানীর হইল। ভরতপুরের মহারাজের তিনখানি বৃহৎ মোটর গাড়ী একসঙ্গে থামাইয়া দিয়া ভীম-ভবানী সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক পাইয়াছিলেন। সেবার তিনি দুইহাতে ধরিয়াছিলেন দুইখানা গাড়ী এবং তৃতীয় খানিকে কোমরের সঙ্গে বাঁধিয়া লইয়াছিলেন। গাড়ী তিনখানায় এক সঙ্গে ষ্টার্ট দেওয়া হইল—এঞ্জিন চলিতে লাগিল—কিন্তু একখানি গাড়ীও নড়িল না!

সুবিখ্যাত ওলন্দাজ পালোয়ান যাভায় ২।৩ মিনিটের মধ্যেই তাঁহার নিকট কুস্তিতে পরাজয় মানিয়াছিলেন। সাংহাই-এ একজন আমেরিকান্ পালোয়ান্ ভবানী কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া এক হাজার ডলার বাজী হারিয়াছিলেন। কুস্তীগীর গিবিরাজ চোবে, গাজীপুরের আমীর, কাশীর প্রসিদ্ধ মল্ল স্বামীনাথ, ছোটো গামা প্রভৃতির সহিত ভবানীর শক্তি-পরীক্ষা হইয়াছিল। সেই সকল মল্লক্রীড়ায় হয় তিনি জয়ী হইয়াছিলেন, না হয় খেলা 'বরাবর' বা সমান-সমান হইয়াছিল!

বাঙ্গালার ভীম-ভবানী—দেহের বলে প্রাচ্য-বিজয়ী ভীম-ভবানী, স্বয়ং মিকাডো কর্ত্তৃক পুরস্কৃত এবং সম্মানিত ভীম-ভবানী আর নাই বটে, কিন্তু তিনি বঙ্গদেশে যে শারীর সাধন-ব্রত আরম্ভ করিয়াছিলেন, বঙ্গ-যুবকগণ তাহার প্রতিষ্ঠাকল্পে নানাভাবে নানাদিকে আত্মনিয়োগ করিতেছেন। বাঙ্গালার দুর্ভাগ্য যে, ভীম-ভবানী মাত্র ৩৩ বৎসর বয়সেই স্বর্গে চলিয়া গেলেন! তিনি জীবিত থাকিলে বঙ্গ-সন্তানের শারীর-সাধন-তপস্যা যে দ্রুত সিদ্ধির পথে অগ্রসর হইত তাহাতে সন্দেহ নাই।

কাপ্তান ফনীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্ত শুধু যে একজন মল্ল তাহা নহেন। তিনিই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়াম চর্চ্চা করিবার পথপ্রদর্শক বলিয়া পরিচিত —তিনি কলিকাতা মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করা ডাক্তার এবং বিগত মহাসমরে যখন বাঙ্গালার সেবক দল সেবাকার্য্যের জন্য সমরক্ষেত্রে প্রেরিত হইয়াছিলেন, ফণীন্দ্রকৃষ্ণ ছিলেন সেই দলের অন্যতম নেতা বা এড্‌জুটাণ্ট। বাঙ্গালী পল্টন যখন কার্য্য হইতে অবসর প্রাপ্ত হইয়াছিল, কাপ্তান ফণীন্দ্রকৃষ্ণ তখন অন্য সেনাদলের সঙ্গে কখনও তুর্কীতে, কখনও সিরিয়ায়, ইজিপ্টে বা অষ্ট্রেলিয়ায এবং কখনও বা আফগানিস্থানে গমন কবিয়াছিলেন এবং সুচারুরূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়া সামরিক কর্ম্মচারিদিগের প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন।

কাপ্তান ফণীন্দ্রকৃষ্ণ
(আই, এম্, এস্)

ব্যায়াম শিক্ষা করিলে যে অনেক কঠিন ব্যাধির হস্ত হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারা যায়, কাপ্তান ফণীন্দ্রকৃষ্ণ তাহা হাতে কলমে দেখাইয়াছেন। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে অনেকে এখন সুপ্রসিদ্ধ ব্যায়ামবীর।

এইবার সংক্ষেপে বলিব বাঙ্গালার "লোহাব মানুষ" বা "Iron Man" শান্তিপুরের শ্যামসুন্দর গোস্বামীর কথা। হায়দ্রাবাদের নিজাম-ক্লাবে তিনি এই উপাধি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। মহীশূরের মহারাজ, মান্দ্রাজ পিঠাপুরমের মহারাজ, নেপালের মহারাজ প্রভৃতি ভারতের নানা রাজন্যবর্গ বাঙ্গালার এই লোহার মানুষের বলবীর্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছিলেন এবং যথাযোগ্য পুরস্কার দান করিয়া গুণীর পূজা কবিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শ্যামসুন্দরের শিষ্য হইয়া ব্যায়ামশিক্ষাও করিতেন বলিয়া শুনা যায়।

লোহার মানুষ
শ্যামসুন্দর

লোহার মানুষ শ্যামসুন্দরের বাল্যকাল কাটিয়াছিল রুগ্নশয্যায়। পরে যিনি ৬ টন্ ওজনের ভারি দ্রব্য (১৬২ মণ) অনায়াসে বক্ষে রাখিতেন,

অর্দ্ধটন্ ওজনের দ্রব্য থাকিত যাঁহার পেটের উপর—যিনি উদরের পেশী সঙ্কুচিত করিলে বিশাল বলশালী মুষ্টিযোদ্ধার 'ঘুষি'ও তাঁহাকে আদৌ লাগিত না, দেহের অন্য অংশের পেশী সঙ্কুচিত করিলে তীক্ষ্ণ চিম্‌টাও তাঁহাকে বিদ্ধ করিতে পারিত না—সেই লোহার মানুষটীও বাল্যকালে ছিলেন রোগক্লিষ্ট ও দুর্ব্বল! নিয়মিত দেহ-চর্চ্চা তাঁহাকে এখন 'আইরন্-ম্যান্' করিয়াছে। তাঁহার গলদেশে সুদৃঢ় স্থূল রজ্জু বাঁধিয়া আটজন বলশালী ব্যক্তি টানাটানি করিয়াছে—কিন্তু পেশীসঙ্কোচনের কৌশলে তিনি অদ্বিতীয় বলিয়া তাহার গলায় ফাঁসি লাগে নাই—লৌহ শৃঙ্খল গলায় বাঁধিয়া টানিয়াও কেহ তাঁহার শ্বাসরোধ করিতে পারে নাই!

তাঁহার দেহের ও বাহুর বলে লৌহশৃঙ্খল দুর্ব্বল সূত্রবৎ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে—তিনি দন্তের বলে বা অঙ্গুলির বলে অত্যন্ত গুরুভার দ্রব্য উচ্চে তুলিয়াছেন, স্থূল লৌহদণ্ড অনায়াসে বাঁকাইয়া দিয়াছেন, ভার উত্তোলনে তিনি পৃথিবীর সকল বীরদিগকে পরাজিত করিয়া শীর্ষস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। এক প্যাক খেলার তাস (৫২ খানা) তিনি হেলায় দুই, চারি, আট, ও শেষে ষোলো খণ্ডে ছিন্ন করিতে পারেন। তিনি বীর পিতার বীর পুত্র। তাঁহার পিতা যতীন্দ্র-মোহন বাঙ্গালীকে বলে বীর্য্যে মানুষ করিয়া তুলিবার জন্য যে আয়োজন করিয়াছিলেন—শ্যামসুন্দর সেই আয়োজনের অধিকারী হইয়া পিতার ন্যায়ই স্বজাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার আখ্‌ড়া—সেই সেবার আশ্রম, তৎকর্ত্তৃক বহু শ্রমে উদ্ভাবিত মৌলিক দেহচর্চ্চা-প্রণালী ও সঙ্গে সঙ্গে রোগ-চিকিৎসা তাঁহার সেই অসামান্য সেবার উপাদান। শুনিতে পাই, তাঁহার উদ্ভাবিত এই ব্যায়াম চর্চ্চার প্রণালী এমন যে, যমের দ্বার স্বরূপ যক্ষ্মাব্যাধিও আরোগ্য হইয়া যায়!(১)

(১) SHILLONG, Aug. 25. Professor Shyam Sunder Goswami, Director of the Goswami's Institute of Physical Culture, Santipur,

ঢাকা নিবাসী মণিধরের নাম এখন সর্ব্বজনবিদিত। ইনি লাঠির আচার্য্য শ্রীযুক্ত পুলিনবিহারী দাসের অন্যতম শিষ্য। মাথার কেশে বাঁধিয়া মণিবাবু অনায়াসে চারিশত পাউণ্ড ওজনের বারবেল তোলেন—মোটর গাড়ী থামাইয়া দেন—অনেকগুলি আরোহিসহ গরুর গাড়ী কেশে বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যান! যেমন ইঁহার মাথার কেশ দৃঢ়—তেমনি সুদৃঢ় ইঁহার দন্তগুলি। দন্তে রজ্জু বাঁধিয়া ব্যায়ামনিরত মনুষ্যকে ঝুলাইয়া রাখা ইঁহার নিকট যেন কিছুই নহে। লাঠি, ছোরা ও যুযুৎসু খেলায় মণিধর বিশেষরূপে দক্ষ।

সুদৃঢ়-কেশ মণিধর

Bengal, and his assistant Mr. Dinabandhu Pramanik gave last evening (at Govt. House) in the Presence of a select gathering a demonstration of physical culture feats in aid of the Assam Flood Relief Fund organised by the Assam Flood Relief Committee of which Mrs Hogg is the President. His Excellency in his concluding address thanked Professor Goswami and Mr. Pramanic for the very remarkable display which they had so ably demonstrated and presented each of them with a lovely gold medal on behalf of Sir Syed Saadulla, Chief Minister of Assam.

Professor Goswami started by giving an amazing display of muscle-control in which he tore a pack of 52 playing cards first into half, then into one-fourth, one-eighth and finally into one-sixteenth and all this at the age of about 50. The next feat was throat strangulation by four exceptionally strong men from the audience—he stood it wonderfully well. This was followed by grip feat, abdominal buffetting, pinching the muscles with iron tongs and advanced contraction of the muscles.

Mr. Dinabandhu Pramanik gave a herculean display of strength in carrying four able-bodied men on his abdomen and chest while resting on a suspended position on his neck and ankles on two chairs and then allowed himself to be resisted by the efforts

আক্রমণ ও আত্মরক্ষার জন্য লাঠিরূপ অস্ত্রধারী বীর রাম মালিকের কাহিনী এই গ্রন্থের ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। রাম মালিক আর নাই এবং লাঠি খেলায় বাঙ্গালীর সে হাতও এখন কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-কুমার আশানন্দ ছিলেন নদীয়া নিবাসী। লাঠি খেলায় তাঁহার অদ্ভুত কৃতিত্বের কথা এখনও নানাস্থানে প্রবাদের মত শুনিতে পাওয়া যায়। একবার নিকটে লাঠি না পাইয়া একটি ঢেঁকি লইয়াই তিনি কতকগুলি ডাকাতের সম্মুখীন হইয়াছিলেন এবং তাঁহার ঘূর্ণায়মান ঢেঁকি দেখিয়া ডাকাতের দল প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল। সেই অবধি তাঁহার নাম হইয়াছিল—আশানন্দ ঢেঁকি।

লাঠি খেলায় বাঙ্গালী

বাঙ্গালা দেশের সুবিখ্যাত দস্যু রঘুর শিষ্য কাঞ্চন সর্দ্দার লাঠিখেলায় অদ্বিতীয় ছিল। উলুবেড়িয়া-নতিপপুরের (হাওড়া জেলা) স্বর্গীয় অতুলকৃষ্ণ ঘোষ ছিলেন কাঞ্চন সর্দ্দারের সুযোগ্য শিষ্য। তিনিই বোধ হয় বাঙ্গালীর ভদ্র সমাজে লম্বা লাঠি লইয়া খেলার প্রথা প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে বাঙ্গালা দেশে লাঠিখেলা, কুস্তি প্রভৃতির চর্চ্চা তীব্রভাবে আরম্ভ হয়। অতুলকৃষ্ণ সেই সময়ে

of four selected strong men all trying to crush him with a thick piece of wood by his contracted abdominal muscle while he was standing against a wall. Another astonishing feat was breaking a heavy iron chain. He also performed Human Bent-Press, Iron scroll and finished with giving a demonstration of control of external muscles of the various parts of the body.

Both His Excellency and Mrs. Hogg tested with their own hands the contraction of the muscles of both Mr. Goswami and Mr. Pramanik.

—The Amrita Bazar Patrika (Town): 29 Aug, 1938.

লাঠি খেলার কৃতিত্বে সুপরিচিত হইয়াছিলেন। সেই কালে কংগ্রেসের এলাহাবাদ অধিবেশনে তিনি কংগ্রেস মণ্ডপে যে অদ্ভুত যষ্টি-ক্রীড়া-কৌশল দেখাইয়াছিলেন তাহাতে দর্শকগণ চমৎকৃত হইয়াছিল এবং পরীক্ষকগণ তাঁহাকেই নিখিল-ভারত-লাঠি-প্রতিযোগিতার সর্ব্বোচ্চ পদক প্রদান করিয়া প্রকারান্তরে বাঙ্গালারই জয় ঘোষণা করিয়াছিলেন।

আজ মনে পড়ে ১৯২৬ সালের সেই ভীষণ দাঙ্গা-হাঙ্গামার কথা। দুর্ব্বৃত্তদের অত্যাচারে দাঙ্গার কয়েকদিন রাজনগরী কলিকাতা ধন-সম্পত্তি ও জীবন রক্ষার পক্ষে নিরাপদ স্থান বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে নাই! সেই দুঃসময়ে যখন ঠনঠনিয়ার সুপ্রসিদ্ধ কালীমাতার মন্দির বার বার আক্রান্ত হইয়াছিল, তখন যে বীর বাঙ্গালীর লাঠির বলে সেই সকল আক্রমণ একেবারেই বিফল হইয়া গেল—তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত পুলিন বিহারী দাস। সুপ্রসিদ্ধ লাঠিয়াল পশ্চিমদেশীয় মার্ত্তাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ কবিয়া ঢাকার পুলিনবাবু লাঠির কৌশল শিক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামীবাগ আশ্রমে (ঢাকায়) তিনি একটি আখ্ড়া স্থাপন করিয়া বহুলোককে লাঠিখেলা শিখাইয়াছিলেন। তাঁহারই নেতৃত্বে তাঁহার শিষ্যদিগের সখের-লাঠির-লড়াই এক সময়ে বাঙ্গালা দেশে শুধু যে একটী চিত্তাকর্ষক ব্যায়ামেব কলা-কৌশলপূর্ণ জীবন্ত দৃশ্য রূপে পরিচিত ছিল, তাহা নহে; তখনকার দিনে দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি-গণ সেই সকল সখের যুদ্ধ দেখিয়া এতই মুগ্ধ হইতেন যে, দেশের তখনকার জনসাধারণকে লাঠি খেলা শিখিবার জন্য আহ্বান করিতে কুণ্ঠা-বোধ করেন নাই। লাঠি খেলায় কৌশল-অর্জ্জন যাহাতে একটি গৌরবের নিদর্শনরূপে গৃহীত হয়, নানা সভা-সমিতিতে তখন সেইরূপ আলোচনা শুনা যাইত। শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরাণী সে সময় তাঁহার কলিকাতার গৃহে 'বীরাষ্টমী-সমিতি' নামক একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালা দেশে বীরাষ্টমী-ব্রত উদ্‌যাপন করিবার যে প্রকৃত

পন্থা প্রচার করিয়াছিলেন, বাঙ্গালী যে এখন দেহ-চর্চ্চার দিকে কতকটা মন দিয়াছে, উহা তাহার অন্যতম কারণ।

অসিচালনায় ননীলাল বসু

শুধু লাঠি নহে, অসি-ক্রীড়া, ছোরা-খেলা, বক্সিং বা মুষ্টি-যুদ্ধ, যুযুৎসু প্রভৃতি নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চ্চায় এখন বঙ্গযুবকদিগের কাহাকে-কাহেকেও বিশেষ অগ্রণী দেখিতে পাওয়া যায়। শিক্ষাদানের গুণে এবং শিক্ষা করিবার সুযোগ সৃষ্টির কারণে, শুধু কলিকাতায় নহে, কোন-কোন মফস্বল সহরেও এদিকে কিছু কিছু উৎসাহ দেখা যাইতেছে। স্বনামধন্য ননীলাল বসু, এবং তাঁহার নানা শিষ্যগণের প্রাণান্ত চেষ্টায় বাঙ্গালা দেশে অসি-চালন-কৌশল শিক্ষা করিবার জন্য বঙ্গ-যুবক ও বঙ্গবালিকাদিগকে ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতে দেখা যাইতেছে। (১) ননীবাবুর 'আর্য্যকুমার সমিতি' কলিকাতার মল্লিক লেনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া বহুদিন হইতেই নানাস্থানে শিক্ষার কেন্দ্র গঠন করিতে যত্নশীল হইয়াছে। শুনিতে পাই এই সুবিখ্যাত বঙ্গবীর ননীলালের বয়স

---

(১) এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই বাঙ্গালী বালিকাদিগকে নৃত্যকুশলা না করিয়া শক্তিরূপা করিয়া গড়িয়া তুলিবার প্রয়োজন একালে প্রত্যহই অত্যন্ত তীব্র-ভাবে আত্ম-প্রকাশ করিতেছে। দেশবাসী কি কংগ্রেস-প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বসুর কথাটী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইবেন না? গত ১৯শে আগষ্ট (১৯৩৮) তারিখে নারী-নিগ্রহ সম্বন্ধে কলিকাতার আলবার্ট হলে যে সাধারণ সভা হইয়াছিল তাহার সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত সুভাষ চন্দ্র বলিয়াছিলেন:—

Besides, the women who had been rendered destitute must be given shelter in "Homes" Severe punishments must be dealt out to the criminals not excluding that of stripes. *Moreover, women should take to physical exercises like dagger and lathi play which to a considerable extent would enable them to save their honour.*

—The Amrita Bazar Patrika (Town): 20 Aug, 1938.

যখন মাত্র চৌদ্দ বৎসর তখনই তিনি বীরাষ্টমীর উৎসব ক্ষেত্রে পশ্চিম দেশীয় সুবিখ্যাত অসিচালকদিগের সম্মুখে নিজের অসি-চালন-কৌশল প্রদর্শন করিয়া যোগ্যতার পুরস্কার স্বরূপ একটী পদক লাভ করিয়াছিলেন। অসি-চালনা শিক্ষা করিবার জন্য ননীবাবু অকস্মাৎ একদিন যে গুরু লাভ করিয়াছিলেন—তিনি ছিলেন কলিকাতা মনোহরপুকুর বাগানের মহাপুরুষ শিবনারায়ণ পরমহংস।

অসিধারী
বঙ্কিম চন্দ্র দাস

অসি, লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতির ক্রীড়া দেখাইয়া যে বীর বঙ্গযুবক কংগ্রেসে ও হিন্দু মহসভায় এবং শত সহস্র দর্শকের সম্মুখে কুম্ভ মেলায় পুরস্কৃত হইয়াছিলেন—যাঁহার অসিচালন কৌশল দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইয়াছিল, সেই বঙ্কিমচন্দ্র দাস, আচার্য্য পুলিন বিহারীর ভাগিনেয়। কলিকাতার কয়েকটী ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠানের সহিত বঙ্কিম চন্দ্রের নিবিড় সম্বন্ধ। সেই সকল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য বাঙ্গালায় শারীর-চর্চ্চার উদ্বোধন। বঙ্কিমচন্দ্রের করে অসি যেন তাঁহার সাবলীল ক্রীড়ার সামগ্রী। কদলী বৃক্ষের শিরে জলপূর্ণ-ঘট স্থাপন করিয়া তিনি বৃক্ষটী পর পর এমন কৌশলে কাটেন যে, উহা পড়ে না, জলের কলসও নড়ে না! অপরের মস্তকের উপর ফল রাখিয়া তিনি তরবারির আঘাত করেন—ফল দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়া যায়, মস্তকে আঘাত লাগে না! বঙ্কিমচন্দ্রের অসি- ক্রীড়া দেখিলে মুগ্ধ না হইয়া থাকিবার উপায় নাই।

ব্যামায়াচার্য্য
দিগেন্দ্রচন্দ্র দেব

ময়মনসিংহের ব্যায়ামাচায্য শ্রীযুক্ত দিগেন্দ্রচন্দ্র দেব লাঠি, অসি, সড়কি, ধনুক প্রভৃতির ক্রীড়ায় সিদ্ধহস্ত। তিনখানি মোটর গাড়ী ইনি অনায়াসে থামাইয়া দেন, বক্ষের উপর একশত মণেরও অধিক ভারি দ্রব্য রাখিতে ভ্রূক্ষেপও করেন না, মোটা গোলাকার লৌহদণ্ড অনায়াসে বাঁকাইয়া ফেলেন!

বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালীর শারীর:চর্চ্চার গোড়ার কথা

স্থানান্তরে যে "হিন্দুমেলার" উল্লেখ করা হইয়াছে, সে মেলার কাহিনী এখন বিস্মৃত ও বিলুপ্তপ্রায়। কবি রবীন্দ্র নাথের 'জীবন স্মৃতিতে' এই মেলার বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"আমাদের বাড়ির সাহায্যে হিন্দুমেলা বলিয়া একটি মেলা সৃষ্টি হইয়াছিল। ......ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভক্তির সহিত উপলব্ধির চেষ্টা সেই প্রথম হয়। মেজদাদা (সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর) সেই সময়ে বিখ্যাত জাতীয় সঙ্গীত 'মিলে সবে ভারত সন্তান' রচনা করিয়াছিলেন। এই মেলায় দেশের স্তব-গান গীত, দেশানুরাগের কবিতা পঠিত, দেশী শিল্প ব্যায়াম প্রভৃতি প্রদর্শিত ও দেশী গুণীলোক পুরস্কৃত হইত।" এই সময়ে আচার্য্য রিচার্ডসনের প্রিয় ছাত্র রাজনারায়ণ বসু "বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে পূর্ণ উৎসাহে ও শ্রদ্ধার বেগে...... প্রবেশ করিয়াছিলেন। এ দিকে তিনি মাটির মানুষ, কিন্তু তেজে একেবারে পরিপূর্ণ ছিলেন। দেশের প্রতি তাঁহার যে প্রবল অনুরাগ, সে তাঁহার সেই তেজের জিনিষ। দেশের সমস্ত খর্ব্বতা দীনতা অপমানকে তিনি দগ্ধ করিয়া ফেলিতে চাহিতেন। তাঁহার দুই চক্ষু জ্বলিতে থাকিত, তাঁহার হৃদয় দীপ্ত হইয়া উঠিত, উৎসাহের সঙ্গে হাত নাড়িয়া আমাদের সঙ্গে মিলিয়া তিনি গান ধরিতেন—গলায় সুর লাগুক্ আর না লাগুক্, সে তিনি খেয়ালই করিতেন না—

এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্য্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন।"

বাঙ্গালায় দেশাত্মবোধের জাগরণের প্রথম ইতিহাস ইহাই। এই ইতিহাসের সহিত নিবিড়ভাবে সম্বদ্ধ হইয়াছে 'ইল্‌বার্ট-বিল'-আন্দোলন ব্যাপারে বাঙ্গালীর পরাজয় ও এ দেশীয় সঙ্ঘবদ্ধ ইংরাজদিগের অসামান্য বিজয়। বাঙ্গালীর তথা ভারতবাসীর অন্তরে পরাজয়ের এই বেদনা

খুব কঠিন হইয়া লাগায় দেশের চিন্তানায়কগণ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছিলেন—সঙ্ঘবদ্ধ হইতে না পারিলে প্রতিপদে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। আঘাতের ফলে যখন দেশে মিলনের আগ্রহ জাগ্রত হইল তখনই দেখা দিল 'জাতীয় মহা-সমিতি' বা কংগ্রেস (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে)। এই জাতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রথম পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন সেকালের ভারত বিখ্যাত ব্যবহারাজীব বাঙ্গালী উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। কবি হেমচন্দ্র তখন লিখিয়াছিলেন—

পূরব বাঙ্গালা মগধ বিহার
দেরা-ইস্‌মাইল হিমাদ্রির ধার,
করাচি মান্দ্রাজ সহর বোম্বাই
সুরাটি গুজরাটি মহারাঠি ভাই
চৌদিকে মায়েরে ঘেরিল।

ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে বাঙ্গালী সিবিলিয়ান্ সত্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর হিন্দু-মেলার উপলক্ষে যে গীত রচনা করিয়াছিলেন সেকালে তাহাই ছিল বাঙ্গালীর জাতীয় সঙ্গীত ;—

মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনঃ প্রাণ ;
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন্ স্থান ?

সে সময়ে কবি মনোমোহন বাবুর চির নবীন গান—"দিনের দিন সবে দীন, ভারত হ'য়ে পরাধীন" লোকের মুখে মুখে ফিরিত এবং হিন্দুমেলায় বহু কণ্ঠে গীত হইত। সেই সময়ের অনেক দিন পর আবার বাঙ্গালীর প্রাণে জাগ্রত হইয়া উঠিল সেই ভাব, পরে যাহাকে মূর্ত্তি দিয়া বিশ্ব কবি গাহিলেন—

সাতকোটী সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙ্গালী ক'রে, মানুষ করনি!

হিন্দুমেলাব প্রাণস্বরূপ ছিলেন যাঁহারা—সেই নবগোপাল মিত্র, রাজনারায়ণ বসু, দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুর, মনোমোহন বসু প্রভৃতি তখন বাঙ্গালীকে সর্ব্বপ্রকারে মানুষ করিবার জন্য যে সকল আয়োজন করিয়াছিলেন, ব্যায়াম-চর্চ্চা ছিল তাহার মধ্যে একটী। নবগোপাল মিত্র ও মনোমোহন বসুর চেষ্টায় হিন্দুমেলাব তত্ত্বাবধানে তখন ব্যায়াম-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। একজন ইংরাজ-শিক্ষক এই বিদ্যালয়ে জিম্‌ন্যাষ্টিক্ শিখাইতে লাগিলেন। কৃতী ছাত্রদেব মধ্যে কেহ কেহ ব্যায়াম-শিক্ষক রূপে মফস্বল সহরেও চাকুরি পাইলেন।

সার্কাসে বাঙ্গালী আচার্য্য প্রিয়নাথ

জ্যোতিরিন্দ্র নাথের জীবন-স্মৃতিতে আছে—"কতকগুলো মড়াখেকো ঘোড়া লইয়া নবগোপাল বাবুই সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী-সার্কাসের সূত্রপাত করেন।" নবগোপালের ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠা হইলে পর কলিকাতায় আহিরীটোলার গৌর-মোহন মুখোপাধ্যায় যে আখড়া স্থাপিত করেন, তাহারই অনুকরণে ক্রমে ক্রমে কলিকাতায় অনেকগুলি আখড়া প্রতিষ্ঠিত হয়। গৌর বাবুর স্বনামধন্য শিষ্যদিগের মধ্যে জেলা ২৪-পরগণার অন্তর্গতঃ ছোট-জাগুলিয়া গ্রামের প্রিয়নাথ বাবু ছিলেন অন্যতম। এই সময়ে ইউরোপের কতকগুলি সুবিখ্যাত সার্কাসের দল বৎসরে বৎসরে কলিকাতায় আসিয়া নানাবিধ ক্রীড়া দেখাইয়া দর্শকদিগকে মুগ্ধ ও বিস্মিত করিয়া দিত। ব্যায়াম-কৌশলে সুদক্ষ প্রিয়নাথের হৃদয় বিলাতি সার্কাস দেখিয়া উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি মনে মনে পণ করিলেন, যেমন করিয়াই হউক বাঙ্গালীর সার্কাস্ গঠন করিতে হইবে—নতুবা বাঙ্গালীর ভীরুতার কলঙ্ক দূর হইবে না। প্রিয়নাথের প্রাণান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের ফলে ভারতে এবং বৃহত্তর ভারতে সুপ্রশংসিত "প্রোফেসার বোসের গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস" জন্মলাভ করে। কাশ্মীর হইতে মহীশূর রাজ্য এবং বরোদা হইতে কুচবেহার রাজ্য—ভারতের সকল স্থানেই 'গ্রেট বেঙ্গল

সার্কাস, তীব্র উন্মাদনার সৃষ্টি করিয়া তুলিল। ভারতের বড়লাট হইতে ভারতের করদ মিত্র ও স্বাধীন রাজন্যবর্গ এক কণ্ঠে বাঙ্গালা-সার্কাসের জয় ঘোষণা করিতে লাগিলেন—জনসাধারণের ত কথাই নাই। সেকালের "ইণ্ডিয়ান মিরার" নামক সংবাদপত্র লিখিলেন—প্রফেসার বসুর আরম্ভ খুবই আশাপ্রদ। বাঙ্গালী ভীরু ও দুর্ব্বল বলিয়া যে কলঙ্ক ঘোষিত হয়, আমরা ঐকান্তে প্রার্থনা করি প্রফেসার বসুর দেশাত্মবোধক প্রচেষ্টা সে কলঙ্ক দূর করিতে কৃতকার্য্য হইবে।

'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাস' যখন ভারতভূমি ত্যাগ করিয়া যাভা, সুমাত্রা, মালয় উপদ্বীপ, ব্রহ্ম প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের নানাস্থানে গমন করিয়া ক্রীড়া দেখাইল তখন বাঙ্গালীদের মত সেই সকল দেশের লোকও বাঙ্গালীর ক্রীড়া-কৌশল, বাহুবল, অশ্বারোহণপটুতা, হিংস্র-পশু-বশীকরণ প্রভৃতি দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল। লক্ষ্মী ও নারায়ণ নামক দুইটী ভীষণাকৃতি রয়াল বেঙ্গল টাইগরের সহিত যেরূপ অকুতোভয়ে বঙ্গনারী সুশীলা সুন্দরী ও মৃন্ময়ী 'বোসের সার্কাসে' খেলা দেখাইয়া গিয়াছেন তাহা দেখিয়া কি স্বদেশী কি বিদেশী সকল দর্শকই প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়াছিলেন। সেকালের সুবিখ্যাত সংবাদপত্র অমৃত বাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, মিরার্, ইংলিশম্যান, বন্দেমাতরম্, রাজপুতানা-মালয় টাইমস্, ট্রিবিউন প্রভৃতির স্তম্ভ 'বোসের সার্কাসের' প্রশংসায় পরিপূর্ণ দেখা যাইত।

সোহহং স্বামী

হিমালয়ের নিভৃত নিকেতনে যোগাশ্রমে যিনি এতদিন "সোহহং স্বামী" নামে পরিচিত ছিলেন, একদিন সুন্দর বনের সদ্যধৃত শার্দ্দূল পর্য্যন্ত তাঁহার শক্তির নিকট পরাভব মানিয়াছে; সিংহ বা শার্দ্দূলের পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করিতে তাঁহার কেশাগ্রও কোন দিন কম্পিত হয় নাই। পঞ্চনদের সুবিখ্যাত মল্লগণ একদিন তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছে—রেলপথে বা ষ্টীমারে

নারীনিগ্রহে উদ্যত উন্মত্ত সৈনিক বা খালাসীর দল একদিন তাঁহার নিকট শাসিত হইয়াছে।

বঙ্গের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার মুখে মুখে আজিও সেই ভীমবল সর্ব্ব-বিষয়ে নির্ভিক শ্যামাকান্তের নাম ফিরিয়া থাকে। রণ-দুন্দুভি তাঁহার বিক্রম বিঘোষিত করে নাই—অস্ত্রের ঝন্‌ঝনা তাঁহার শক্তির পরিচয় প্রদান করে নাই—শোণিত-ধারা তাঁহার কপোলে বীরের টীকা অঙ্কিত করে নাই; কিন্তু তাঁহার সে মৌন-বিক্রম আজিও স্বজাতি ও বিজাতি কর্ত্তৃক সসম্ভ্রমে প্রশংসিত হইয়া আসিতেছে। সৈনিক হইবার জন্য তিনি এবং তাঁহার বন্ধু পরেশনাথ ভারতের নানা রাজ্যে ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনও স্থানেই সে সুযোগ ঘটে নাই।

'গ্রেট বেঙ্গল সার্কাসের' পরই বিক্রমপুরের সেই ভীম-পরাক্রম শ্যামাকান্তের সার্কাসের নাম করিতে হয়। তিনি যেরূপ দুঃসাহসের সহিত সদ্য-ধৃত ব্যাঘ্রের সহিত রঙ্গভূমে ক্রীড়া করিতেন তাহা দেখিলে স্তম্ভিত হইতে হইত। সে এক দিন গিয়াছে যখন শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার বন্ধু মহাবল পরেশনাথ ঘোষের নাম সর্ব্বজনবিদিত ছিল। উভয়েই ছিলেন বীর্য্যবান্ বাঙ্গালার আদর্শ-স্বরূপ। শ্যামাকান্ত বক্ষের উপর দশ বারো মণ ওজনের পাথর রাখিতেন। তাঁহার সার্কাসের লোকে প্রবল হাতুড়ির আঘাতে সেই প্রস্তর ভাঙ্গিয়া বক্ষের উপরই চূর্ণ-বিচূর্ণ করিত। বাঙ্গালা দেশে এই খেলা তিনিই প্রথম দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার পর যখন 'ভীম-ভবানী' বাঙ্গালার শক্তি-মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হইলেন, তখন অনায়াসে চল্লিশ মণ ওজনের পাথর তাঁহার বুকের উপর স্থান পাইত এবং তাহার উপর কুড়ি পঁচিশজন বয়স্ক ব্যক্তি বসিয়া গীতবাদ্য করিতেন—ভীম ভবানী গ্রাহ্যও করিতেন না! বার-বেল খেলা শ্যামাকান্তের সময়ে বড় একটা দেখা যায় নাই। ভীম-ভবানীর সময়ে উহার অধিক প্রচলন হয়।

স্যাণ্ডো ছিলেন ভুবন বিখ্যাত মল্ল। একবার স্যাণ্ডোর সঙ্গে এল্‌মো নামে তাঁহারই মত বলিষ্ঠ পালোয়ান্ কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। গড়েরমাঠে এল্‌মোর সঙ্গে শ্যামাকান্তের যে মুষ্টিযুদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া বিখ্যাত খেলোয়াড়গণ বিস্মিত হইয়াছিলেন। অল্পক্ষণ যুদ্ধের পরই শ্যামাকান্ত এল্‌মোকে এমন একটী আছাড় দিয়াছিলেন যে, এল্‌মো ধরাশায়ী হইয়া প্রায় পনেরো মিনিটকাল অচৈতন্য ছিলেন।

শ্যামাকান্ত বাবুর পর যে বাঙ্গালীর 'রয়েল বেঙ্গল সার্কাস্' বাঙ্গালা দেশে একটী নবযুগ আনিয়াছিল, তাহার প্রাণশক্তি দিয়াছিলেন ব্যায়ামবীর

ব্যায়ামবীর মহেন্দ্রনাথ

মহেন্দ্রনাথ দাস-মজুমদার। মহেন্দ্রনাথের বিদ্যার গৌরব ছিল না কিছু। প্রথম জীবনে নানা চেষ্টার পরও দশ-বারো টাকার একটা কেরানীগিরিও তাঁহার ভাগ্যে জুটে নাই। কিন্তু মনের যে বল থাকিলে মানুষ আকাশের গ্রহ নক্ষত্র টানিয়া ছিঁড়িতে চায়—সে বল তাঁহার প্রচুর ছিল। ইহার উপর ছিল অসামান্য শারীর-চর্চ্চার ফলে অসাধারণ দেহের বল। স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—দুর্ব্বলতা অপেক্ষা বড় পাপ আর নাই। বীর মহেন্দ্রনাথ এই বাণীকে জীবনের অবলম্বন রূপেই গ্রহণ করিয়া থাকিবেন।

মনের বল এবং দেহের বলকে এক করিয়া মহেন্দ্রনাথ যেদিন সার্কাসের দল খুলিয়াছিলেন, সেই দিন নূতন করিয়া প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বীর্য্যশালী বাঙ্গালীর কীর্ত্তি-মন্দির। শুনিতে পাই, এই সময়ে ভীমপরাক্রম রামমূর্ত্তি বাঙ্গালী জাতিকে অকর্ম্মণ্য ও দুর্ব্বল বলিয়া প্রচার করিতেছিলেন। তাঁহার কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করিবার জন্য মহেন্দ্রনাথ অনায়াসে আপন বিশাল বক্ষের উপর একশত বাষট্টি মণ ওজনের লোহার রোলার তুলিয়াছিলেন! রামমূর্ত্তি সে সময় নিজের বুকে একটী হাতী তুলিতেন। তিনি বুঝিলেন, বাঙ্গালাতেও বীর আছে! ভার উত্তোলনে মহেন্দ্রনাথ ছিলেন তখন প্রতিদ্বন্দ্বীহীন। এক মণ

হইতে পাঁচ মণ পর্য্যন্ত ভারি লৌহ-গোলক তাঁহার সাধারণ ক্রীড়া-সামগ্রী ছিল। যে মোটর গাড়ীর বেগ পাঁচশত অশ্ব-শক্তির সমান, তেমন দুইখানা গাড়ীকে তিনি এক সঙ্গে টানিয়া রাখিতেন—গাড়ী নড়িতে পারিত না। মোটরের লম্ফ ছিল তাঁহার অত্যাশ্চর্য্য ক্রীড়া। তের চৌদ্দ হস্ত উর্দ্ধ হইতে তিনি চলন্ত মোটর গাড়ী লইয়া লম্ফ প্রদান করিতেন এবং গাড়ী অনায়াসে ২৬।২৭ হস্ত পরিমিত স্থান শূন্যে অতিক্রম করিয়া যাইত! এই খেলায় তিনি ছিলেন দিগ্বিজয়ী, যেমন তিনি দিগ্বিজয়ী ছিলেন ধনুর্ব্বিদ্যায়। মহেন্দ্রনাথ আর নাই—আছে শুধু তাঁহার ক্ষীণ স্মৃতিটুকু। কে জানে কবে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

এসিয়ার সিংহরাজ ডাক্তার বসন্তকুমার ও অন্যান্য বীর বাঙ্গালী

বাঙ্গালা দেশে বিশ্ব-বিখ্যাত রামমূর্ত্তি আসিয়া প্রথমে দেখাইলেন, সুদৃঢ় লৌহশৃঙ্খলও ভাঙ্গিয়া চূর্ণ করার শক্তি মানুষ অর্জ্জন করিতে পারে। রামমূর্ত্তির দৃষ্টান্ত দেখিয়া বাঙ্গালার ভীম-ভবানী এবং পরে সুরেন্দ্রমোহন (গদিরামবাবু) নানা স্থানে নানা রকমের লৌহশৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন।

যেমন সাধনা, সিদ্ধিও তেমনি হয়—ইহা একটী পরম সত্য তত্ত্ব। সাধনার বলে সুবিখ্যাত লোহার-মানুষ অমিতবিক্রম ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দেখাইলেন, লৌহ শৃঙ্খল ভঙ্গ করা সহজ-সাধ্য ব্যাপার!

মূবল্ সাহেবের 'হিপোড্রোম সার্কাসে' গুরুভার কামানের গোলা লইয়া হাল্কা একটা টেনিস্‌বলের মত ক্রীড়া প্রথম দেখানো হইয়াছিল। তাহা দেখিয়া বাঙ্গালী নটবর মুখোপাধ্যায় উহা শিখিয়া লইলেন। নটবরের শক্তির পরিচয় পাইয়া দেশবাসী মুগ্ধ হইল। ইঁহার পর গৌরহরি সেন (যাঁহাকে রাম সিং গৌরও বলা হইত) দেখাইলেন, সাড়ে তিন মণ ভারি লোহার গোলা উর্দ্ধে ছুড়িয়া দিয়া ঘাড়ে পিঠে

ফেলা বাঙ্গালী আয়ত্ত করিতে পারে! সোয়া দুই মণ ওজনের গোলা ২০ ফিট উচ্চ হইতে তাহার উপর পড়িলে সে পুষ্পবৃষ্টির মতই মনে করে! (১)

আমেরিকার সুবিখ্যাত ব্যায়ামবীর জিবিস্কো স্কন্ধের উপর ভারি লোহার কড়ি রাখিয়া দেহের বলপ্রয়োগে উহা বাঁকাইয়াছিলেন! এই খেলায় কলিকাতায় হুলস্থুল পড়িয়াছিল! সিটি কলেজের ব্যায়ামের অধ্যাপক রাজেন্দ্র ঠাকুরতা মহাশয় ও তাঁহার শিষ্যগণ পরে কড়ি বাঁকাইয়া দেখাইয়াছিলেন, অল্পবয়স্ক বালকও যদি চেষ্টা করে তবে উহা করিতে পারে! ইহার পরিচয় পাওয়া যায় বালক কমলকৃষ্ণ পালের খেলায়!

ডাক্তার বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নানা অবস্থায় একখানি মাত্র কড়ি বাঁকাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, একসঙ্গে দুইখানি কড়ি (৬′ × ২½″ × ১৪″) বুকে ও পায়ের উপর রাখিয়া তিনি একদিন অবলীলাক্রমে বাঁকাইয়া ফেলিলেন! পরে একদিন এক সঙ্গে তিনখানি কড়ি বাঁকাইলেন! "হস্ত ও পদ মাটীতে রাখিয়া শরীর খিলানের মত করিয়া পেট, বুক ও উরুর উপর তিনখানি বড় বড় কড়ি রাখিয়া তিনি এক সঙ্গেই সেগুলি বাঁকাইয়াছিলেন! একটী প্রকাণ্ড লোহার কড়ি কোমরে রাখিয়া তাহার দুই পার্শ্বে ৮ জন লোক ঝুলাইয়া তিনি তাহা ঘুরাইতেন।"

"বাঙ্গালীর মধ্যে রাজেন বাবু প্রথমে লোহার পাটী হাতে জড়ানো দেখান। এখন বাঙ্গালী ব্যায়ামবীরদের মধ্যে অনেকেই আড়াই বা তিন ইঞ্চি লোহার পাটী হাতে জড়াইতে পারেন। (২) ব্যায়াম-বীর নীলমণি দাস মাথার আঘাতে কাঠে পেরেক মারা প্রথম দেখান। ময়মনসিংহ নিবাসী স্বর্গীয় মহেন্দ্র বাবু বুকের উপর 'রোলার' তোলা প্রথম দেখান।

(১) ভারতবর্ষ, পৌষ—১৩৪২

(২) বঙ্গবালিকা শ্রীমতী রেবা দাস ৭′ × ১½″ × ¼″ লোহার পাটীর একপ্রান্ত চরণ-তলে চাপিয়া রাখিয়া অনায়াসে অপর প্রান্ত নিজের বাম বাহুতে জড়াইতে পারেন।—ভারতবর্ষ—মাঘ, ১৩৪২।

তাহার পর রাজেন বাবু 'সেলার্স সার্কাসে' তিন টন (৮১½ মণ (!)) রোলার বুকে তোলা দেখাইলে আমাদের দেশের ব্যায়মবীবগণ এই ক্রীড়া করিতে অভ্যাস করেন। ব্যায়মবীর শ্রীযুক্ত পূর্ণানন্দ স্বামী, দিগেন দেব ও কেশব সেন তিন টন রোলার বুকে তুলিয়াছিলেন, কিন্তু বুকের উপর আট টন (২২০ মণ (!)) রোলার তোলেন শ্রীযুত বসন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। এই রোলার তোলায় বসন্তকুমাব অপূর্ব্ব কৃতিত্ব দেখাইয়া ব্যায়াম-জগতে একটী চিত্তচাঞ্চল্যকর ব্যাপাবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি দুইখানি বিশেষভাবে তৈয়ারী মহিষ-গাড়ী (প্রত্যেকটীর ওজন ১ টনেব উপর), এবং প্রত্যেকটীর উপর দুইটী কবিযা দুইটন (৫৫ মণ (!)) ওজনের রোলার ও ৭০ জন লোক লইয়া নিজে ভাঙ্গা কাঁচেব উপর শায়িত অবস্থায় থাকিয়া অনাবৃত বুক, পেট এবং কব্জির উপব দিয়া গাড়ী দুইখানি চালান এবং এইরূপ একখানি গাড়ী অনাবৃত কণ্ঠনালীর উপর তোলেন। এই খেলায় তিনি কখনও বালিস বা তক্তা ব্যবহার করেন নাই। এইরূপ ক্রীড়া পৃথিবীতে কেবল বসন্তকুমারই দেখাইয়াছেন বলিয়া জানি।"

১৯০৩ খৃষ্টাব্দে আর্ল হ্যাগেন্ বেক্ সার্কাসের প্রথিতযশা ইতালীয় খেলোয়াড় প ম "পৃষ্ঠের পেশীর সাহায্যে একটী লোহার প্লেট ধরিয়া একটী চ্যারিয়ট্ টানেন এবং শূন্যে ঝোলান। বসন্ত বাবু কেবলমাত্র পৃষ্ঠের পেশীর সাহায্যে একটী মোটর টানেন এবং একটী নাগরদোলায় আটজন ব্যক্তিকে ঝুলাইয়া রাখিতে সক্ষম হন। বসন্ত বাবুর পর তাঁহারই শিষ্য চুনী বন্দ্যোপাধ্যায় এইরূপে শূন্যে ঝোলেন এবং একখানি গরুর গাড়ী টানেন। আর কেহ এই খেলা করিয়াছে বলিয়া শোনা যায় না।"

"মাথার পাতলা পেশীর উপর তাঁহার (বসন্তবাবুর) এত অধিকার জন্মিয়াছে যে, একটী আধ ইঞ্চি মোটা রড্ তাঁহার মাথায় মারিয়া বাঁকানো হইয়াছে, কিন্তু তিনি মোটেই কষ্ট অনুভব করেন নাই। কয়েদীর হাত্-কড়া পর পর তিনটী তাঁহার হাতে পরাইয়া দেওয়া

হইয়াছে, তিনি নিমেষের মধ্যে সেগুলি মট্ মট্ করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পেটের উপর কামারের 'নেয়াই' রাখিয়া ১০ মিনিট কাল লোহা পেটা হইয়াছে, তিনি অম্লানবদনে তাহা সহ্য করিয়াছেন। শরীরের বিভিন্ন অংশ বোতল-ভাঙ্গার উপর রাখিলে তাহার উপর ছেনী বসাইয়া দুইজন ব্যক্তি অনবরত হাতুড়ী মারিয়াছে—কিন্তু তাঁহাকে তিলমাত্র কাবু করিতে পারে নাই। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, ত্বকের উপর তাঁহার মানসিক শক্তির অদ্ভুত প্রভাব।"

"কণ্ঠনালীর সাহায্যে লোহার রড্ বাঁকানো প্রথমে দেখান কটকের একজন ব্যায়ামবীর।...আমাদের দেশের কয়েকজন ব্যায়ামবীর তাহার পর ১২ ফুট লম্বা এবং ৳ ইঞ্চি মোটা রড্ কণ্ঠনালীর দ্বারা ঠেলিয়া বাঁকান। বসন্ত বাবু ইহারও একটী বেকর্ড করিয়া সকলকে ছাপাইয়া গিয়াছেন। বসন্তবাবুর হাতে হাত-কড়া পরাইয়া কণ্ঠনালীতে একটী ৳ ইঞ্চি মোটা ও ৯ ফুট লম্বা রডের অগ্রভাগ লাগাইয়া দেওয়া হইলে তিনি কণ্ঠনালীর দ্বারা ঠেলিয়া রড্টী বাঁকাইয়া দেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হাতকড়িটীও ভাঙ্গিয়া ফেলেন।"

"শরশয্যা অর্থাৎ লৌহ-শলাকার বিছানার উপর শুইয়া প্রথম ব্যায়াম ক্রীড়া দেখান ফরাসী ব্যায়ামবীর ইউলিয়েট্। ১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে 'সেলার্স রয়াল সার্কাসে' ইনি শরশয্যায় শয়ন করিয়া বুকের উপর ছয় জন লোক তোলেন।...দুই মাস অক্লান্ত সাধনার পর বসন্তবাবু ঐ ক্রীডায় কৃতকার্য্যতা লাভ তো করিলেনই, অধিকন্তু ইউলিয়েট্ সাহেবের চেয়ে ঢের বেশী ওজন বহন করিলেন। ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একটী বিশিষ্ট ব্যায়াম-প্রদর্শনীতে বসন্তবাবু এই খেলা প্রথম দেখান। এই খানে তিনি শুইয়া উর্দ্ধে উত্তোলিত পদদ্বয়ের উপর একখানি আট দশ মণ ওজনের পাথর তুলিয়া তাহার উপর দশজন লোককে কিছুক্ষণ রাখেন, তৎপরে চার ফুট লম্বা আড়াই

ফুট চওড়া কাষ্ঠের উপর মারা এগার ইঞ্চি লম্বা তীক্ষ্ণাগ্র লৌহ-শলাকা সমূহের উপর খালি গায়ে শুইয়া (মাথা ও পা মোটেই জমীতে না রাখিয়া) বুকের উপর বাইশ মণ পাথর ভাঙ্গেন ও ঐ পাথরের উপর এগার জন লোককে প্রায় ছয় সাত মিনিট দাঁড় করাইয়া রাখেন।"

"একটী বৃহৎ ষ্টুডিবেকার গাড়ীর (মোটর গাড়ীর) পিছনে দড়ি বাঁধিয়া দড়ির অপর প্রান্ত বসন্তবাবু ধরিলে মাঝখানের বারো-চৌদ্দ হাত দড়ি গোলাবার করিয়া জমীর উপর রাখা হয়। গাড়ী পূর্ণ শক্তিতে (ঘণ্টায় ৫০ মাইল হিসাবে বেগে) ধাবমান হইয়া কিছুদূর গিয়া হঠাৎ থামিয়া গেল! Accelerator-এ পুনঃ পুনঃ চাপা দেওয়া সত্ত্বেও গাড়ী এক ইঞ্চিও নড়িল না। স্বর্গীয় দেশ-প্রিয় এই অসম-সাহসিক শক্তি দেখিয়া বসন্তকুমারকে "The great Lion of Asia" উপাধি দিয়াছিলেন।"

"একবার স্কটিস চার্চ কলেজের একটী উৎসবে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে বসন্তবাবু শরশয্যায় শুইয়া বুকেব উপর পাথর রাখিলে পর, পর-পর তিনজন ব্যক্তি সাত আট ফুট উচ্চ হইতে তাঁহার বুকের উপর লাফাইয়া পড়েন। সেদিন তদানীন্তন ভাইস্‌চ্যান্সেলার ডক্টর আর্কুহার্ট বসন্তবাবুকে 'The great Hercules of India" বলিয়া বিশেষভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন। এই শর-শয্যায় শুইয়া বসন্তবাবু বুকের উপর দুই মিনিট কাল, দুইটন ওজন এবং একটী প্রকাণ্ড হাতী পর্য্যন্ত ধারণ করিয়াছিলেন! সম্প্রতি কতিপয় উৎসবে তিনি হাতে হাত-কড়ি ও পায়ে বেড়ী বাঁধা অবস্থায় লৌহশলাকার বিছানার উপর শুইয়া কতকগুলি অভাবনীয় দুঃসাহসিক খেলা দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। বসন্তবাবুর লৌহ-শালাকার উপর শুইয়া ভার-বহনের রেকর্ড বিশ্বের রেকর্ড বলিয়া পরিগণিত (১)"।

(১) শ্রীপ্রমদাচরণ মজুমদার, বি এস্ সি, এম্ বি। (ভারতবর্ষ, পৌষ ১৩৪২)

একালে বাঙ্গালার নানা সুবিখ্যাত ব্যায়াম-বীরদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার মল্লিক অন্যতম। পেশীসঞ্চালনে তাঁহার অপরিসীম দক্ষতা বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ওয়াল্‌টার চিত্তুন্‌কে স্তম্ভিত করিয়াছিল। তিনি বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "You are a mystic muscle-controller—second to none in India"। বিশ্ব-বিজয়ী পেশী-সঞ্চালক সাইমন্‌ জেবিওকো বিজয়ের নিকট পরাভব মানিয়াছিলেন। জার্মানীর সুবিখ্যাত মল্ল স্কিপ্‌সি হাতের শক্তি-পরীক্ষায় বিজয় বাবুকে পরাজিত করিতে পারেন নাই—নিজেই পরাজিত হইয়াছিলেন। বীর বিজয় শুধু বাঙ্গালায় নহে—ভারতেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী! বিজয়ের শরশয্যা কুরুক্ষেত্রের সমরাঙ্গনে মহাবীর ভীষ্মের শরশয্যার কথা মনে করাইয়া দেয়। সুশানিত ও সুদীর্ঘ লৌহ-শলাকার উপর তিনি নগ্নদেহে শুইয়া থাকেন। তাঁহার বুকের উপর ছয়জন বলবান মনুষ্য উঠে। বিজয়ের দেহে কাঁটার আঁচড়টাও লাগে না! শুনিয়াছি, তিনি ঐ ভাবে শুইয়া বুকের উপর একটী অশ্ব রাখিয়া দর্শকদিগকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

অদ্বিতীয় পেশী-সঞ্চালক শ্রীযুক্ত বিজয় কুমার মল্লিক

কলিকাতার একজন বিখ্যাত মুষ্টি যোদ্ধা অল্‌-ব্রাউন। ১৯৩৪ সালের ৫ই মে তারিখে তাঁহার সহিত বাঙ্গালী মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীযুক্ত জিতেশ মজুমদারের যে প্রতিযোগিতা চলে তাহার ফলে শ্রীযুক্ত জিতেশ বাবুই জয়ী বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছিলেন। (১) এই প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র ছিল কলিকাতার শ্যামবাজারে ইণ্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব ফিজিক্যাল কাল্‌চারের মন্দির। বহু দর্শক এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ছয় রাউণ্ড খেলা দেখিয়া পুলকিত হইয়া-

মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীযুক্ত জিতেশ মজুমদার

(১) ভারতবর্ষ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১।

ছিলেন। মুষ্টিযোদ্ধা শ্রীযুক্ত জগৎকান্ত শীল 'পার্ল সিনেমাতে' (কলিকাতায়) সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য মুষ্টিযোদ্ধা উইলি কার্টারকে পরাজিত করিয়াছিলেন —মুষ্টিযোদ্ধা রস্ কার্লো তাঁহার নিকট হার মানিয়াছিলেন। অনুসন্ধান করিলে এরূপ দৃষ্টান্ত যে আরও সংগৃহীত হইতে পারে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

কিছুদিন পূর্ব্বে লাহোরে নিখিল ভারত অলিম্পিক্ খেলায় ইউ-পির শ্রীযুক্ত রামদুলারার সঙ্গে বাঙ্গালার মল্ল শ্রীযুক্ত জি ঘোষের যে মল্লযুদ্ধ হইয়াছিল তাহাতে বাঙ্গালার জয় ঘোষিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। কুস্তি, লাঠিখেলা, যুযুৎসু, মুগুর ভাঁজা প্রভৃতি বহুদিন পরে আবার বাঙ্গালায় নবীনভাবে এবং নববেশে দেখা দিয়াছে। মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাই বঙ্গ-বালকের ন্যায় বঙ্গ-বালিকারাও লাঠি, তরবারি ও ছোরার খেলায় এমন কৌশল আয়ত্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাদের খেলা দেখিয়া দর্শকগণ মুগ্ধ হইয়া যায়। শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র নাথ বসু, শ্রীযুক্ত আইরন্‌ম্যান শ্যামসুন্দর গোস্বামী, নীলমণি দাস, রামকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি এই সকল ক্রীড়ার প্যাঁচগুলি শিখাইবার জন্য চিত্রসম্বলিত প্রবন্ধ ও গ্রন্থাদি রচনায় নিযুক্ত হইয়াছেন। ভালর এতটুকুও ভাল এবং স্বল্পমপ্যস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতোভয়াৎ।

বঙ্গকন্যা ও বঙ্গসন্তান যে দুর্গম ও সুদীর্ঘ পার্ব্বত্য পথে অকুতোভয়ে ভ্রমণ করিয়া বাঙ্গালীর মৌন-বিক্রমের নানা পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে বলিয়াছি। ভ্রমণ-প্রতিযোগিতায় বঙ্গসন্তানের কৃতিত্বের একটীমাত্র উদাহরণ দিতেছি।

পদব্রজে ভ্রমণপ্রতিযোগিতায় বীর বাঙ্গালী

যুবক শ্রীমান্ বাঁশরীমোহন মুখোপাধ্যায়ের বয়স যখন মাত্র অষ্টাদশ বৎসর সেই সময়েই তিনি ধাবন, সন্তরণ, ভ্রমণ প্রভৃতি নানা বীরজনোচিত ক্রীড়ায় পারদর্শী হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। সে আজ দশ বৎসরের কথা—কাশীধাম হইতে

মির্জাপুর পর্য্যন্ত ৪৫ মাইল পথ ভ্রমণের একটী প্রতিযোগিতা হয়। বোম্ব'ইয়ের সুবিখ্যাত ভ্রমণ-বীর হাউলেট্ পূর্ব্ব দুই বৎসরেই এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করিযাছিলেন। এবারও প্রথম হইতে পারিলেই চ্যাম্পিয়নসিপ্ তাঁহারই হইত!

এই বৎসরের প্রতিযোগিতায় বোম্বাইয়ের হাউলেট্, মান্দ্রাজের সুপ্রসিদ্ধ ম্যাক্‌ফার্লন্, পাটনার হ্যান্‌লে, রাণীগঞ্জের বল্ প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত ভ্রমণপটু বীরগণ যোগ দিয়াছিলেন! কাশীনরেশ মহারাজ সার্ প্রভুনারায়ণ সিং বাহাদুরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-বালক বাঁশরীমোহন প্রতিদ্বন্দ্বীদিগকে পরাজিত করিবার জন্য যাত্রা করিলেন এবং ৭ ঘণ্টা ৮ মিনিটে, দীর্ঘ ৪৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া সকলের জয়ধ্বনির মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করিলেন। হাউলেট্ চ্যাম্পিয়নসিপ্ হইতে বঞ্চিত হইলেন।

৪ ঘণ্টা ৩০ মিনিট $\frac{১}{১০}$ সেকেণ্ডে ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করাই ছিল জগতের রেকর্ড। ১৯২৬ সালের নভেম্বর মাসে যুবক বাঁশরী-মোহন সেই রেকর্ডকে ভঙ্গ করিয়া কলিকাতা হইতে মগরা পর্য্যন্ত ৩০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছিলেন! নর্থ ষ্টাফোর্ড গোরাদলের বিখ্যাত ভ্রমণবীর রিগ্‌বি, যিনি এতদিন ভারতের অন্যান্য ভ্রমণবীর-দিগকে পরাজিত করিয়া ভ্রমণে অদ্বিতীয় বলিয়াই রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন, যুক্তপ্রদেশের সুবিখ্যাত ভ্রমণকারী পুরুষোত্তম দাস, ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের কর্ম্মচারী বিচার্ প্রভৃতি অনেকেই এই ৩০ মাইল প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়াছিলেন এবং বাঁশরীমোহনের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে কলিকাতা পর্য্যন্ত ৭৮ মাইল পথ সর্ব্বাগ্রে ভ্রমণ করিয়া বাঁশরীমোহন, পৃথ্বীপর্য্যটক ষ্টেপল্‌টন্ এবং ভ্রমণবীর আসাদ আলিকে (দিল্লী) পরাজিত করেন! (১)

(১) মানসী ও মর্ম্মবাণী—পৌষ ১৩৩৩।

সন্তরণে, ভ্রমণে, মল্লক্রীড়ায় ও অন্যান্য ব্যায়ামে জয়মাল্য অর্জ্জন করিয়া বঙ্গের যুবকগণ কিরূপে বঙ্গজননীর চরণপ্রান্তে মূক-অর্ঘ্য অর্পণ, করিতেছেন তাহার কাহিনী সঙ্কলিত হইতে পারিলে যে একখানি মনোহর গ্রন্থ রচিত হয় তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই।

১৩৩৪ সালে বোম্বাই নগরে একটী "হাঁটা-প্রতিযোগিতা" হইয়াছিল। যাত্রাপথ ছিল, ১০০ মাইল। বঙ্গযুবক বাঁশরীমোহন মুখোপাধ্যায় ২০ ঘণ্টায় উক্ত পথ অতিক্রম করিয়া তাঁহার প্রতিযোগী কাওয়াস্‌জী (বোম্বাই) ও পামার (সিলোন)-কে পরাজিত করিয়াছিলেন। প্রকাশ যে, বাঁশরীমোহন জব্বলপুরেও এইরূপ একটী প্রতিযোগিতায় প্রথম হইয়াছিলেন। (১)

সন্তরণে বাঙ্গালী

কুক্ষণে বলিব না—ফল দেখিয়া বলিব এক শুভক্ষণে বোটানিক্যাল গার্ডেনের নিকটে কয়েকটী বঙ্গযুবক গঙ্গাগর্ভে জীবন দান করিয়াছিলেন! তাঁহাদের জলে ডুবিয়া মৃত্যু বাঙ্গালাদেশে যে তীব্র আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিল তাহারই ফলে সন্তরণ শিক্ষার দিকে লোকের ঝোঁক পড়িল। এখন শুধু বালক নহে, বালিকারাও সন্তরণপটুতা শিক্ষা করিতেছে। এখন স্থির জলে দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্তরণে—নদীতে সুদীর্ঘ পথ সন্তরণে এবং হস্তপদ শৃঙ্খলিত করিয়া প্রায় তিন দিন তিন রাত্রি যাবৎ অবিরাম সন্তরণে বাঙ্গালীর কৃতিত্ব জগতে বরেণ্য হইয়া উঠিয়াছে। সন্তরণবীর প্রফুল্লকুমার ঘোষের নাম এ কালে কে না জানে? তাঁহারই অদম্য চেষ্টায় আসামে, বর্ম্মায়, উত্তরবঙ্গে, পূর্ব্ববঙ্গে এবং উড়িষ্যায় সন্তরণ-শিক্ষার সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। প্রফুল্লকুমার হস্তপদবদ্ধ অবস্থায় দীর্ঘ সময় সাঁতার দিয়া বিশ্বে যে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহাকে ক্ষুণ্ণ করিয়া বাঙ্গালার প্রবাসী

(১) প্রবাসী, মাঘ—১৩৩৪।

সাঁতারু রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় লাহোরে আরও বেশী সময় সাঁতার দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া প্রফুল্লকুমার ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে শৃঙ্খলিত হইয়া সাঁতার দিতে আরম্ভ করিলেন এবং ৭১ ঘণ্টা তেরো মিনিট সাঁতার দিয়া তীরে উঠিলেন। রবীন্দ্রনাথও বাঙ্গালীর পূজার্হ, প্রফুল্লকুমারও তাহাই। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সন্তরণবীর সিরকোর এবং আমেরিকার কয়েকজন সুদক্ষ সাঁতারু পরমানন্দে প্রফুল্লকুমারকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' দেখিয়াছি যে, ইংলিশ চ্যানাল সাঁতার দিয়া পার হইবার জন্য প্রফুল্লকুমার বিলাতে যাত্রা করিয়াছেন। (অমৃতবাজার পত্রিকা—১৫।৮।৩৮)।

১৯৩৬ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া ৭২ ঘণ্টা ২৫ মিনিট অবিশ্রান্ত সাঁতার দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথ শৃঙ্খলিত অবস্থায় ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট অবিরাম সাঁতার দিয়া যে দিন পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিলেন, সে দিন কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয় হর্ষে ও গর্ব্বে আন্দোলিত হইয়া উঠে নাই! ইহার পূর্ব্বে পৃথিবীর রেকর্ড ছিল ৮৭ ঘণ্টা ১০ মিমিট। পেড্রো কন্‌ডিয়স্ সেই গৌরবের অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ কন্‌ডিয়সের রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া ৮৮ ঘণ্টা ১২ মিনিট সাঁতার দিয়াছিলেন! এই রবীন্দ্রনাথই ১৯৩২ সালে আর একবার পৃথিবীর রেকর্ড ভাঙ্গিয়াছিলেন! ১৯১৭ সালে তিনি আরবসাগরে ১২½ ঘণ্টা অবিরাম সাঁতার দিয়া বোম্বাইয়ের দর্শকদিগকে চমৎকৃত করিয়াছিলেন। আবার ১৯২৭ সালে এলিফেণ্টা হইতে ইউরানা পর্য্যন্ত আরবসাগরে ৩৪ মাইল পথ তিনি সাঁতার দিয়া গিয়াছিলেন! ১৯২৯ সালে শৃঙ্খলিত রবীন্দ্রনাথ এলাহাবাদের দুর্গ হইতে মণ্ডার রোড পর্য্যন্ত ২৫ মাইল ৪½ ঘণ্টায় সাঁতার দিয়া অতিক্রম করিয়াছিলেন!

মৃত্যুঞ্জয় গোস্বামী, বীরেন্দ্রনাথ বসু, মাত্র ষোড়শবর্ষীয় আশুতোষ দত্ত,

মদন সিংহ প্রভৃতি উদীয়মান সাঁতারুগণ সন্তরণে যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইতেছেন তাহাতে তাঁহারাও যে অচিরেই রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ হইবেন এমন আশা করা যাইতে পারে। রবীন্দ্রনাথ যেমন জলে ভাসিতে ভাসিতে কখনও বা তন্দ্রাচ্ছন্ন হন, কখনও বা একেবারে ঘুমাইয়া পড়েন—জলমগ্ন হন না—আশা করি তাঁহার শিষ্যেরাও সে বিদ্যা অর্জ্জন করিবে। (১)

(১) The eighth annual Seven Miles Swimming Competition under the auspices of the Ananda Sporting Club came off on the river Hooghly (from Bally Kedar Nath Mukherjee's Ghat to Beniatolla Mohon Toney's Ghat) on Sunday afternoon and proved to be as usual a successful function from all standpoints.

The competition received a record number of entries numbering 35 against last year's 28, including three girl competitors all of whom had the distinction of completing the course.

Madan Mohan Sinha of the Ananda Sporting Club (holder of the competition last year) retained his title in the swim covering the distance in 49 mins. 59·1/5 secs. The winner swam with easy and graceful strokes and finished with consummate ease.

The start was made punctually at 3-30 P. M. when thirtyfour competitors faced the starter—Mr. N. C. Paul, Councillor, Calcutta Corporation. * *

At Belur, the competitors met with a shower and also had to swim in high currents. * * *

The competitors were accorded a great ovation at the winning post. *The three girl competitors viz. Misses Monorama Saha, Chameli Dey and Tarak Bala Saha finished as the 27th, 28th and 29th competitors* respectively after which the swim wound up.

Sir Hari Sanker Paul, Chairman, was all attention to the guests. Among the distinguished guests who followed the swim from start to finish were the Hon'ble Mr. Justice C. C. Biswas, Rai Dr. Haridhan Dutt Bahadur, Mr. N. N. Bose Bar-at-Law, Rai Badridas, Tulshan Bahadur and Mr. P. K. Mukherjee.

—The Amrita Bazar Patrika : 29 Aug, 1938.

শ্রীযুক্ত মতিলাল দাস মহাশয়ের বয়স ৪৮ বৎসর। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের ২১ আশ্বিন তিনি গোলদীঘিতে একাদিক্রমে ৪৫ ঘণ্টা সাঁতার দিয়া একটি নূতন রেকর্ড স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার পূর্ব্বে এই বয়সে আর কেহ এত অধিক কাল সাঁতার দিতে পারেন নাই। ১৯৩৪ সালে হস্তপদ-বদ্ধ অবস্থায় তিনি অতি দীর্ঘ সময় অবিরাম সাঁতার দিয়া সমস্ত জগৎকে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অভূতপূর্ব্ব রেকর্ডকে লক্ষ্ণৌএর রবীন্ চ্যাটার্জ্জী ৪৫ মিনিট বেশী সময় সাঁতার দিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন। গত ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৩৭) সন্তরণবীর মতিলাল হস্তপদ-বদ্ধ অবস্থায় সকাল ৭টা ৩৭ মিনিটের সময় কলেজ স্কোয়ারের পুকুরে সন্তরণ করিতে আরম্ভ করেন এবং ১৯শে সেপ্টেম্বর ৫টা ২৩ মিনিটের সময় রবীনবাবুর রেকর্ডকে ভঙ্গ করিয়া পরদিন পর্য্যন্ত অনায়াসে সাঁতার দিয়াছিলেন! বর্ত্তমানে বাঙ্গালী সাঁতারুর এই রেকর্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। (১) দুই হাতে পুলিশের হাতকড়ি এবং পা দুইখানি দৃঢ়রূপে বদ্ধ এই অবস্থায় অল্পবয়স্ক বালক জ্ঞানরঞ্জন সাহা জঙ্গীপুর রোড হইতে গোরাবাজার ঘাট (বহরমপুর) পর্য্যন্ত ৪৫ মাইল পথ অবলীলায় সন্তরণ করিয়া সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় রবীন্ চ্যাটার্জ্জিকেও পরাজিত করিয়াছিল! রবীন্ চ্যাটার্জ্জি এই অবস্থায় ২৫ মাইল পর্য্যন্ত সাঁতার দিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। (২)

(১) The Amrita Bazar Patrika—Sept. 20, 1937.

(২) Master Jnanranjan Saha has created a record of the world by swimming a distance of 45 miles with his hands cuffed and legs tied. He took to water from Jangipur Road at 10 A.M., and finished at Gorabazar Ghat, Berhampore at 11-30 in the night. The D. S. P. of the district of Murshidabad, and Munsiff of Jangipur gave the start. The authorities of the G. D. Institution Nimtita

"এ বৎসর (১৩৪২ বঙ্গাব্দ) নিখিল ভারতীয় মহিলাগণের সন্তরণ প্রতিযোগিতায় যে ত্রয়োদশবর্ষীয়া বাঙ্গালী বালিকাটি "অলিম্পিক্ চ্যাম্পিয়নসিপ্" লাভ করিয়াছেন, তাঁহার নাম কুমারী বাণী ঘোষ। তিনি অতি অল্প বয়স হইতেই ছোরা ও লাঠি খেলা দেখাইয়া সকলকে মুগ্ধ করিতেন এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়া ষষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। পর বৎসর হইতে তিনি মহিলাদের সকল সন্তরণ-প্রতিযোগিতাতেই প্রথম স্থান অধিকার করিতেছেন এবং ইংরাজ ও এংলোইণ্ডিয়ান মহিলা-সন্তরণকারিণীদিগকে অনায়াসে পরাজিত করিতেছেন। পুরুষ সন্তরণকারীদিগের সহিতও তিনি বহু প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণা হইয়াছেন এবং গঙ্গাবক্ষে সাত মাইল সন্তরণ-প্রতিযোগিতায় ১৭ জন বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষকে তিনি পশ্চাতে রাখিয়া আসিয়াছিলেন।" (১)

সন্তরণ পটু বাঙ্গালী বালিকা

নিখিল ভারত অলিম্পিক্ চ্যাম্পিয়নসিপ্ মাত্র ৪।৫ বৎসরের প্রতিষ্ঠান। ইহার মধ্যে তিন বৎসরই বাঙ্গালা এই চ্যাম্পিয়ান্‌সিপ্ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালার যুবকগণ শুধু নয়—বঙ্গের বালিকারাও এখন এই চ্যাম্পিয়ন্‌সিপের জন্য নারী-চ্যাম্পিয়নসিপ্ প্রতিযোগিতায় নিজেদের শক্তির পরিচয় দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে শ্রীমতী বাণী ঘোষের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ডাইভিং ক্রীড়ায় শ্রীযুক্ত আশু দত্ত প্রতিথযশা ডাইভার

ওয়াটার পোলো ও ডাইভিং

took all the charges for management and the Ananda Sporting Club of Calcutta took the charge of the swimmer in water. Master Saha has smashed the record of Sj. Rabindra Nath Chatterjee who swam 25 miles—The Amrita Bazar Patrika, (Town) October, 37.

(১) ভারতবর্ষ—মাঘ, ১৩৪২।

মিষ্টার লেব্‌লণ্ডকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালার জন্য জয়মাল্য করিয়াছেন। ওয়াটার-পোলো খেলায় ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, বাঙ্গালী ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। পাঞ্জাব এই ক্রীড়ায় বাঙ্গালীর নিকট ১৩-১ গোলে পরাজিত হইয়াছে! বিশেষজ্ঞগণ এমনও বলিতেছেন যে, বাঙ্গালার ওয়াটার-পোলো ক্রীড়ার কলা-কৌশল হাঙ্গেরির উচ্চতম ক্রীড়া-কৌশল অপেক্ষাও উন্নত ধরণের। (ভারতবর্ষ —অগ্রহায়ণ, ১৩৪২)

চাই অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য—তবে দেহে বল আসিবে

বাঙ্গালার যুবকদিগের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজ হইতে যে সকল রিপোর্ট প্রকাশিত হয় তাহা পাঠ করিলে সত্য-সত্যই হতাশ হইতে হয়! মনে হয়—পুঁথিগত বিদ্যার আলোচনাকে কিছুদিন আপন পথ বাছিয়া লইবার জন্য ছাড়িয়া দিয়া, যাহাতে সবল দেহ, তীব্র আত্মপ্রত্যয় ও ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাকেই অগ্রণী করা যায়, বাঙ্গালী-জাতির মঙ্গলের জন্য সেই চেষ্টাই বিশেষ-ভাবে করা কর্ত্তব্য। দেহচর্চ্চায় সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োজন এই ব্রহ্মচর্য্যের ও আত্মপ্রত্যয়ের—নতুবা ক্ষিপ্রকারিতা, তীক্ষ্ণদৃষ্টিশক্তি, অসীম সহনশীলতা লাভ করিবার উপায় নাই। ম্যালেরিয়া বা ঐ প্রকার অন্যান্য ব্যাধির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভেরও উপায় নাই। বর্ত্তমানবঙ্গের জনক-ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র বহুদিন পূর্ব্বে-তাঁহার "অনুশীলন" নামক গ্রন্থে উপদেশচ্ছলে বলিয়াছিলেন—"উনবিংশ শতাব্দীতে শারীরিক বল অপেক্ষা শারীরিক 'শিক্ষাই' বিশেষ প্রয়োজনীয়। এখনকার দিনে প্রথমতঃ শারীরিক বলের ও অস্থি মাংসপেশী প্রভৃতির পরিপুষ্টির জন্য ব্যায়াম চাই। এ দেশে ডন্, কুস্তী, মুগুর প্রভৃতি নানা প্রকার ব্যায়াম প্রচলিত ছিল। ইংরাজি সভ্যতা শিখিতে গিয়া আমরা কেন এ সকল ত্যাগ করিলাম, তাহা বুঝিতে পারি না। আমাদের বু বর্ত্তমান দ্ধি-বিপর্য্যয়ের ইহা একটি উদাহরণ। দ্বিতীয়তঃ

······সকলেরই সর্ব্ববিধ অস্ত্রপ্রয়োগে সক্ষম হওয়া উচিত।··· ·· অশ্বারোহণ যেমন শারীরিক ধর্ম্মশিক্ষা, পদব্রজে দূরগমন এবং সন্তরণও তাদৃশ।······পদব্রজে দূরগমন আরও প্রয়োজনীয়, ইহা বলাই বাহুল্য। মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই ইহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।······এই ব্যায়াম মধ্যে মল্ল যুদ্ধটা ধরিয়া লইবে। ইহা বিশেষ বলকারক। আত্মরক্ষা ও পরোপকারের বিশেষ অনুকূল,····· আরও চাই সহিষ্ণুতা। শীত, গ্রীষ্ম, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শ্রান্তি সকলই সহ্য করিতে পারা চাই।····· প্রয়োজন হইলে মাটি কাটিতে পারিবে—ঘর বাঁধিতে পারিবে—মোট বহিতে পারিবে।······স্থূলকথা, যে কর্ম্মকার আপনার কর্ম্ম জানে, সে যেমন অস্ত্রখানি তীক্ষ্ণধার ও শাণিত করিয়া সকল দ্রব্য ছেদনের উপযোগী করে, দেহকে সেইরূপ একখানি শাণিত অস্ত্র করিতে হইবে—যেন তদ্দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম সিদ্ধ হয়।······ইহার উপায়—(১) ব্যয়াম, (২) শিক্ষা, (৩) আহার, (৪) ইন্দ্রিয়-সংযম। চারিটীই অনুশীলন।······শারীরিক বৃত্তির সদনুশীলনের জন্য ইন্দ্রিয়-সংযম যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, বোধ করি তাহা বুঝাইতে হইবে না। ইন্দ্রিয়-সংযম ব্যতীত শরীরের পুষ্টি নাই, বল নাই, ব্যায়ামের সম্ভাবনা থাকে না, শিক্ষা নিষ্ফল হয়, আহার বৃথা হয়, তাহা পরিপাকও হয় না।······ইন্দ্রিয়-সংযম মানসিক বৃত্তির অনুশীলনের অধীন ; মানসিক শক্তি ভিন্ন ইহা ঘটে না।”

ব্যায়াম ও নানা প্রকার ক্রীড়ায় প্রসিদ্ধ মোহনবাগানের বলাই চাটার্জ্জির নাম একালের যুবকদিগের মুখে মুখে ফিরে। কিন্তু তাঁহারা কি একটীবারও ভাবেন যে, বলাই বাবু বার বার বলিয়াছেন—যদি সুস্থ ও সবল হইতে চাও, যদি অক্ষমতার কলঙ্ক-কালি জাতির দেহ হইতে মুছিয়া লইতে চাও তবে সর্ব্বাগ্রে মনে ও চরিত্রে সবল হও—দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও—তামাক, পান, চুরুট ছাড়ো—সিনেমা-থিয়েটারের দ্বারও মাড়াইও না! শবতুল্য যে, তাহাকে বাঁচাইতে হইলে

শব-সাধনার প্রয়োজন। ফুটবল-খেলার মাঠে লক্ষাধিক দর্শকের করতালি লাভ করিলেও সে সাধন-বল পাইবার সম্ভাবনা নাই। উদাহরণ স্বরূপ বলিতে চাই—বক্সিং খেলিতে হইলে চাই চক্ষুর প্রখর দৃষ্টি, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, আত্মশক্তিতে অসীম বিশ্বাস, তৎপরতা ও ধৈর্য্য। লাঠি, অসি, তরবারি বা যুযুৎসুতেও তাহাই চাই। যাহারা নিজেদের হাল্কা করিয়া গড়িয়া তুলিতেছে, ব্রহ্মচর্য্যহীন যাহারা—তাহারা এই সকল দুর্লভ শক্তি কোথায় পাইবে? জগৎকান্ত শীল যে কলিকাতার পার্ল-সিনেমাতে ১৯২৮ সালে বিশ্ববিজয়ী মুষ্টিযোদ্ধা উইলি-কার্টারকে পরাজিত করিয়াছিলেন—মুষ্টি-যোদ্ধা প্রসিদ্ধ রস্‌কার্লো যে তাঁহার নিকট হার মানিয়াছিলেন (১৯৩০) —১৯২৬ সালে ভবানীপুর 'কিং ক্যাণিভ্যালে' বলাই বাবু যে ভারত-প্রসিদ্ধ মুষ্টিযোদ্ধা সার্জেণ্ট ডে-কে পরাভূত করিয়াছিলেন—তাহার অন্তর্নিহিত কারণ তাঁহাদের ব্রহ্মচর্য্য-সম্ভূত শক্তি। সেই মহেন্দ্রনাথ দাস-মজুমদার—যিনি একদিন ভুবনবিখ্যাত এবেল্ সাহেবের 'গ্রেট ইষ্টার্ণ-সার্কাসের' প্রধান খেলোয়াড় ছিলেন—যিনি হেলায় ১৬২ মণ ওজনের লোহার রোলার বুকে তুলিতেন, ভার উত্তোলনে যিনি ছিলেন অদ্বিতীয়—একমণ ওজনের লৌহ-গোলক অনায়াসে যাঁহার চিবুকের উপর স্থান লাভ করিত—যাঁহার মোটর গাড়ী থামানো ও মোটর-জাম্পের কথা স্মরণ হইলে এখনও হৃৎস্পন্দন স্তম্ভিত হয়—ধনুর্ব্বিদ্যায় যিনি ছিলেন সব্যসাচী—তিনি ছিলেন সর্ব্ববিষয়ে অভিজ্ঞ। তাই দুঃখ করিয়া বলিতেন—দেশটা সর্ব্বদাই ভয়ে জড়-সড়! যুবকদিগের সম্বন্ধে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট মত ছিল যে, পঁচিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া তাহারা যদি পরবর্ত্তী জীবন সংযমের সঙ্গে অতিবাহিত করিতে পারে, তবে প্রত্যেকেই ভীম স্বরূপ বলশালী হইয়া বাঙ্গালার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারিবে—নতুবা নহে। যদি কোনও দিন বাঙ্গালার কোন যুবক এই গ্রন্থ পাঠ করেন তবে তাঁহাকে সনির্ব্বন্ধে

বলি—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়—তাঁহাদিগকে জীবনের অবলম্বন করিতে বলি সেই সুপ্রাচীন ঋষিবাক্য—ব্রহ্মচর্য্যপ্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ।

তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন যে, আর্য্যভারত চিরদিনই হিন্দুদিগকে কর্ম্মী ও বীর হইবার জন্য মেঘ-মন্ত্রে আহ্বান করিয়া আসিতেছে। ভারতের হঠ-যোগ সেই আহ্বানের গভীর নিনাদ। কিন্তু ব্রহ্মচর্য্যহীন যে, তাহার পক্ষে হঠ-যোগের সাধনা বা শারীর-চর্চ্চা মৃত্যুর আরাধনারই নামান্তর মাত্র! এই সঙ্গে ইহাও বিশেষভাবে বিবেচ্য যে, এ দেশের ব্যায়াম, যথা —লাঠি, কুস্তি, ডন্, বৈঠক্, অসিখেলা, মুষ্টিযুদ্ধ, মুদ্গর লইয়া ক্রীড়া প্রভৃতিই আমাদের দেশের পক্ষে সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় ও বিশেষ উপযোগী। যখন আত্মরক্ষার ও মর্য্যাদা রক্ষার প্রয়োজন হয় তখন ক্রিকেট্, ফুট্বল বা হকি কোনও কাজে আসে না—তখন এই নিরস্ত্র দেশে প্রয়োজন হয় সড়কি, লাঠি, মুষ্টি, যুযুৎসু, ধনুর্ব্বাণ প্রভৃতির। সকল দিকেই—যাহা আমাদের নহে—তাহাকেই আমরা সাদরে বরণ করিয়া লইতেছি এবং যাহা আমাদের খুব গৌরবের বিষয় ছিল, খুব উচ্চাঙ্গেরই ছিল, তাহাকে মোহবশতঃ অবজ্ঞার ভারে ম্রিয়মাণ হইতে দিতেছি! পথপরিবর্ত্তনের সময় কি এখনও আসে নাই?

বাঙ্গালার তরুণগণের আদর্শ—স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ

আজ পাশ্চাত্য ভূখণ্ড অবহিত হইয়া ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনাকে মান্য করিতেছে, আজ মার্কিণ-মহিলার অঞ্জলি অঞ্জলি অর্থের অর্ঘ্যে ভাগীরথীতটে ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের নামে অভ্রভেদী পাষাণমন্দির রচিত হইয়া ভারতের প্রতি পাশ্চাত্যের শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করিতেছে বটে, কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ যখন বেদান্তের বাণী লইয়া ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন তাঁহা-দিগকে সাহায্য করিবার জন্য কেহ ছিল না! তাঁহারা প্রায় নিঃসম্বল অবস্থায় ইউরোপে পৌঁছিয়া নানা প্রতিকূলতার মধ্যে আমেরিকায়

বেদান্তের বাণী প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এক সময়ে ভারতের ধর্ম্মদূতগণ বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে দেশ-দেশান্তরে গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহারা অসহায় ও নিঃসঙ্গ ছিলেন না। তাঁহাদের পশ্চাতে অনুসরণ করিয়াছিল ভারত-সম্রাট্ অশোকের ও বৌদ্ধ-ভারতের শুভেচ্ছা ও উৎসাহ। কিন্তু স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দকে বল দিতে কি ছিল সঙ্গে? রাজপতাকা তাঁহাদিগকে ছায়া দান করে নাই, ভারত কোনও আশীষ দেয় নাই, বাঙ্গালা তখন তাঁহাদের কোনও সন্ধান লয় নাই! এদিকে ঋষি খৃষ্টের কতকগুলি পুরোহিত এবং কর্ণেল অল্‌কট্ প্রমুখ কতকগুলি থিওসফিষ্ট তখন তাঁহাদের বিরুদ্ধে উদ্যতখড়্গ ছিলেন! সেই অবস্থায় ভারতের এই দুই প্রদীপ্ত হোম-শিখা যে ভাবে আমেরিকার অন্তরের দুর্গ ধ্বংস করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহার গৌরব রাজ্য-জয়ের গৌরব অপেক্ষা কোনও অংশে হীন নহে। ইঁহাদের রচিত রথ্যায় এখন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-সেবকদিগের রথ অনায়াসে চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। একটু চিন্তা করিলেই দেখা যায় যে, অর্থ ও বন্ধু যদিও তখন স্বামীজিদের সঙ্গে ছিল না—কিন্তু তাঁহাদের সঙ্গে ছিল দুর্জ্জয় সাধন-বল ও অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের বিশ্বদীপ্তকারী শিখা—যাহা তাঁহাদিগকে ভয়শূন্য করিয়াছিল, শক্তিমান্ করিয়াছিল, অসীম আকর্ষণী-শক্তির বিপুল ভাণ্ডার দান করিয়াছিল—তাঁহাদের কণ্ঠে বাণীর কমলাসন স্থাপিত করিয়াছিল। সুতরাং স্বামী বিবেকানন্দ ও স্বামী অভেদানন্দ মহারাজদ্বয়কে আদর্শরূপে গ্রহণ করিয়া বঙ্গ-যুবকদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে, তবে তাঁহারা নিজেরা সবল হইয়া মৃতপ্রায় বঙ্গদেশে জীবনী সঞ্চার করিতে পারিবেন।

অধিকাংশ সময় পদব্রজে এবং অর্দ্ধাহারে বা কোন কোন দিন অনাহারে নগ্নপদে সমস্ত ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া কলিকাতায় আসিবামাত্রই লণ্ডন হইতে স্বামী বিবেকানন্দের ডাক

আসিল। (১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ)। স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ প্রয়োজনানুরূপ বিশ্রামের অবকাশ পর্য্যন্ত না লইয়াই অমনি লণ্ডনে গমন করিলেন। কর্ম্মের আহ্বানের প্রতি এত নিষ্ঠা তাঁহার! বিশাল কর্ম্মবীর স্বামী অভেদানন্দ নতশিরে কর্ম্ম-দেবতাকে প্রণাম করিয়া ইহকালসর্ব্বস্ব পাশ্চাত্যে বেদান্ত-প্রচারের ভার গ্রহণ করিলেন। এক বৎসর লণ্ডনে বেদান্ত-প্রচার করিয়া যখন তিনি আমেরিকায় গেলেন তখন দেখিলেন, স্বামী বিবেকানন্দপ্রতিষ্ঠিত বেদান্ত-মন্দিরের পাদপীঠ নড়িয়া গিয়াছে! স্বামী অভেদানন্দের অপূর্ব্ব ধর্ম্মব্যাখ্যানে ও কর্ম্মকৌশলে আমেরিকানদের হৃদয়ে আবার এক নূতন ভাব জাগ্রত হইয়া উঠিল; আমেরিকার "অনেক খ্যাতনামা বিদ্বান্ ও সমৃদ্ধিশালী অধিবাসী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন।" অল্পদিনের মধ্যেই ক্যানাডা, আলাস্কা, মেক্সিকো প্রভৃতি নানা স্থানে স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের অত্যুজ্জ্বল মনীষার পরিচয় প্রকাশিত হইয়া পড়িল। এইভাবে একান্ত নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিয়া স্বামীজি জীবনের সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে কাটাইয়াছিলেন বলিয়াই আজ বাঙ্গালা দেশে জনসাধারণের নিকট তিনি তত সুপরিচিত হইবার সুযোগ পান নাই! শুনিলে বিস্মিত হইতে হয় যে, এক মট্-মেমোরিয়াল্ হলেই তিনি ছয় মাসে নব্বইটী বক্তৃতা দিয়াছিলেন! তাঁহার চেষ্টাতেই সর্ব্বপ্রথমে আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে শ্রীগীতা অধ্যাপনার কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছিল। তিনিই ছিলেন সেই চতুষ্পাঠীর প্রথম আচার্য্য। নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন্, বোষ্টন্, মিল্‌ফোর্ড, নিউটন-হাইল্যাণ্ড, সালেম্, মণ্টক্লেয়ার, ইলিয়ট্, গ্রীণএকার প্রভৃতি বহুস্থানে লোকে স্বামীজির জ্ঞানগর্ভ ও সুললিত বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিল। তিনি নিউইয়র্ক শহরে বেদান্ত সমিতি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। অর্থাভাবে তাঁহার সকল বক্তৃতা—ধর্ম্মসাহিত্যের সেই সকল অমূল্য সম্পদরাশি আজিও মুদ্রিত হইতে পারে নাই! স্বামী বিবেকানন্দ

মহারাজ দ্বিতীয়বার আমেরিকায় গমন করিয়া (১৮৯৯ খৃষ্টাব্দ) এই সব দেখিয়া বিমুগ্ধচিত্তে বলিয়াছিলেন—"নিউইয়র্কের রুদ্ধদ্বারে আমি তিনবার করাঘাত করিয়াছি, কিন্তু সে দ্বার তখন খোলে নাই। তুমি যে এখানে বেদান্তকে স্থায়ী বাসভূমি দিতে পারিয়াছ, ইহাতে আমার আনন্দ আর ধরে না। আজই প্রথমে আমি নিউইয়র্কে আমাদের নিজের একটী আশ্রম পাইলাম।" স্বামী বিবেকানন্দ যখন অর্থ ও খাদ্যের অভাবে আমেরিকায় মৃতপ্রায় হইয়াছিলেন, থিওসফিষ্ট কর্ণেল অল্‌কট্ তখন বলিয়াছিলেন—"বেশ হয়েছে—"Let the dog starve"—কুকুরটাকে অনাহারে মর্‌তে দাও! একটা কাণা-কড়িও কেউ দিও না তাঁকে সাহায্য কর্‌তে!" আজ আর সে ভাবও নাই—সে দিনও নাই। কিসের বলে এইরূপ অঘটন ঘটিয়াছে? দুর্জ্জয় তপঃসাধনের এবং অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্যের।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ২৫ বৎসর পাশ্চাত্যে কাটাইয়া যখন (১৯২১ খৃষ্টাব্দ) জাপান, চীন, ফিলিপাইন্, সিঙ্গাপুর, কোয়ালা-লাম্‌পুর ও রেঙ্গুন শহরে বেদান্ত প্রচার করিয়া বাঙ্গালা দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাঁহার সম্বর্দ্ধনার জন্য কলিকাতা টাউন হলে যে বিরাট সভা হইয়াছিল, সেই সভায় বাঙ্গালার তরুণদিগকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন—"খুব উচ্চ হওয়া চাই আমাদের আদর্শ। আত্মার মুক্তি—সে মুক্তি পাইতে হইলে কি করা চাই আমাদের? আমাদের ব্রহ্মচারী-জীবন যাপন করিতে হইবে—হইতে হইবে সত্যবাদী—নৈতিক চরিত্রকে করিতে হইবে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর—জীবন-যাত্রাকে চালাইতে হইবে শুচিতার পথে, কামশূন্যতার পথে, ত্যাগের পথে। প্রতিবেশী ভ্রাতাদের জন্যই আমাদের বাঁচিতে হইবে—সমবেদনা ও সহানুভূতির সাধনা করিতে হইবে তাহাদেরই জন্য।......হে কলিকাতার তরুণদল! আমি তোমাদের কাছে এই নিবেদন করি যে, তোমরা সত্যকার ব্রহ্মচারী

হও। যদি গৌরবের জয়মাল্য চাও, যদি তোমাদের মাতৃভূমিকে রক্ষা করিতে চাও, যদি তোমাদের জাতিকে বাঁচাইতে চাও—তবে শক্তিকে সঞ্চয় কর, নষ্ট করিও না—সত্যবাদী হও, চরিত্রে শুদ্ধ হও—ইন্দ্রিয়াসক্তি যেন না থাকে তোমাদের—দুর্নীতি যেন সঙ্কীর্ণ না করে তোমাদের।” বঙ্গের তরুণগণ নানা ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিযাও এখন বাঙ্গালার জাতীয়-কলঙ্ক দূর করিবার জন্য অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া আজ হুতাশনতুল্য তেজস্বী, ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বশেষ জীবিত মন্ত্র-শিষ্য, ব্রহ্মবিৎ পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী অভেদানন্দের মহৎবাণী তাঁহাদের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

হিমালয় পর্য্যটনে বঙ্গনারী

বাঙ্গালীদের মধ্যে কেহ কেহ দুরারোহ এবং দুর্গম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া, কোথাও বা পথ-হীন পথে অগ্রসর হইয়া যমুনোত্তরী এবং গঙ্গোত্তরী গিয়াছেন। কেহ বা তিব্বত, মানস-সরোবর এবং কৈলাসও দর্শন করিয়াছেন। প্রতি বৎসরই কষ্টকর গিরিপথে বঙ্গনারী অনায়াসে শ্রীধাম কেদার-বদরী গমন করিয়া দেব-দর্শনে কৃতার্থ হইতেছেন। তাঁহাদের ভ্রমণ-কাহিনী নানা পুস্তকে ও পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু অতিশয় দুর্গম মানস-কৈলাস তীর্থে বঙ্গ-মহিলার গমন একটি পরম বিস্ময়কর ব্যাপার! বাঙ্গালী যে কি ধাতুতে গঠিত, উহা তাহারই পরিচয় দেয়! সেই দুর্গম পথে আস্কোট্ হইতে ৫০ মাইল উত্তরে ভীষণ নির্পানী পড়াও। উহা দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৩ মাইল। পথে একবিন্দুও বারি নাই! এমন খাড়া পথ যে, মধ্যে মধ্যে পাহাড়ের গায়ে সিঁড়ি কাটা আছে! সেই সকল সোপান বহিয়া প্রতি পদক্ষেপে ঊর্দ্ধে উঠিতে হয়। উঠিতে উঠিতে শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়, যাত্রীর মাথা ঘুরিয়া যায়—পর্ব্বত-পীড়া আরম্ভ হয়! তাহার পর সেই ভীষণ লিপু লেক্ গিরিবর্ত্ম! কুয়াসায় চারিদিক সমাচ্ছন্ন—তাহার উপর বরফের উপর দিয়া পথ! সে পথেরও রেখা পর্য্যন্ত নাই! “ভারবাহী ছাগল-

ভেড়ার দল বাণিজ্যের দ্রব্যসম্ভার লইয়া বরফের উপর দিয়া যে স্থান দিয়া গিয়াছে, সেই রেখাতেই মানুষ-চলাচলের পথ পড়িয়াছে।...রেখা ছাড়া অপর দিক দিয়া যাইলে বিপদের সম্ভাবনা। বরফে চলিবার আগে মাল-বোঝাই ঘোড়াগুলিকে আগাইয়া দিতে লাগিলাম। কিন্তু ঘোড়ার পা বরফে ডুবিয়া যাইতে লাগিল।......আমাদেরও পা বরফে ডুবিয়া যাইতে লাগিল। বহুক্ষণ চেষ্টার পর আমরা শক্ত বরফে আসিয়া পৌছিলাম। ক্রমে অত্যন্ত ঠাণ্ডায় ও বৃষ্টিতে এবং বরফে আমাদের সর্ব্বাঙ্গ অসাড় হইয়া যাইতে লাগিল! বেলা প্রায় ১২ টার সময় লিপু-পাসের উচ্চ শিখরে উঠিলাম।......লিপুলেক পাস সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ২৬০০০ ফিট উচ্চ! এতক্ষণ কেবল বরফের চড়াই উঠিতেছিলাম। এইবারে আমাদের উৎরাই করিতে হইবে। নামিবার সময় পড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা। আমরা শনৈঃ শনৈঃ বরফ হইতে নামিতে লাগিলাম। অত্যন্ত ঠাণ্ডায় শ্বাস-রোধ হইয়া আসিতে লাগিল। অল্পদূর যাইতে না যাইতেই হাঁপাইতে হইল!"

যেদিন 'ভারতবর্ষে' বঙ্গ নারীর হিমালয়-বিজয়ের এই কাহিনী পাঠ করিয়াছিলাম (১৩৩৮—শ্রাবণ), সেদিন মনে হইয়াছিল আমাদের মা সত্য সত্যই দশ-প্রহরণ-ধারিণী! বঙ্গনারীর এই মৌন-বিক্রম পৃথিবীর যে-কোন দেশের ইতিহাসে স্থানলাভের যোগ্য।

এই প্রসঙ্গে বলিতে চাই, ১৩৪২ সালের শ্রাবণের 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় একটি গল্প পড়িয়াছিলাম,—অনন্ত এবং বীরেন নামক দুইটি

গৌরী-শঙ্কর বা রাধানাথ-শৃঙ্গ

বঙ্গযুবক আত্মগোপন করিয়া ভন্‌-সোম্‌বণ ও ডাক্তার লিম্‌টনের সহিত গৌরী-শঙ্কর বা রাধানাথ-শৃঙ্গের পথে একুশ সহস্র ফিট আরোহণ করেন। শেষে ভন্‌-সোম্‌রণ অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং ক্যাম্পে রহিয়া যান। অনন্ত ও বীরেন বাঙ্গালী জাতির মান রক্ষা করিবার জন্য ৪ জন কুলীর

সহিত আরও কিছুদূর অগ্রসর হইয়া চির-তুষারের মধ্যে চিরনিদ্রায় অভিভূত হ'ন। জানি না কোন দিন বাঙ্গালীর এই কল্পনা সত্যে পরিণত হইবে কি না।

ভূপৃষ্ঠ হইতে গৌরী-শঙ্কর বা এভারেষ্ট ২৯০০২ ফিট উচ্চ। যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ওই শৃঙ্গে পদব্রজে যাত্রা করিয়াছেন তাঁহারা কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই! একটা-না-একটা বিঘ্ন ঘটায় সঙ্গীদের কয়েকজনকে তুষারক্ষেত্রে সমাহিত করিয়া গৌরী-শঙ্কর অভিযানকারীরা ফিরিয়া আসিয়াছেন! তবুও অভিযানের বিরাম নাই! বাঙ্গালী কি কখনও এইরূপ দুঃসহ বীর্য্যের পরিচয় দিবার জন্য অগ্রসর হইবে না? যাঁহার নামে পৃথিবীর গৌরব গৌরী-শঙ্করের নাম হইয়াছে "এভারেষ্ট"—তিনি কখনও উহা আবিষ্কারও করেন নাই এবং সম্ভবতঃ চক্ষেও দেখেন নাই! তিনি ছিলেন কর্ণেল্ স্যর জন্ এভারেষ্ট—ভারতের সার্ভেয়র জেনারেল। এভারেষ্ট যখন বিলাতে ছিলেন তখন সার্ভেয়ার জেনারেল আফিসের প্রথমে একজন ত্রিশ টাকা বেতনের কর্ম্মচারী (পরে জরীপ বিভাগের কম্পিউটিং ডিপার্টমেণ্টের প্রধান কর্ম্মচারী) কলিকাতা জোড়াসাঁকোনিবাসী শ্রীযুক্ত রাধানাথ সিকদার বহু গবেষণার এবং দুরারোহ ও দুর্গম হিমালয়ে বহু পর্য্যটনের পর ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে গৌরী-শঙ্কর গিরিশিখর আবিষ্কার করিয়াছিলেন! ন্যায্যমত আবিষ্কারের এই গৌরব সেই বাঙ্গালী-কর্ম্মচারী রাধানাথের—এভারেষ্ট সাহেবের নহে, এবং গৌরী-শঙ্করের নাম হওয়া উচিত রাধানাথ শৃঙ্গ—এভারেষ্ট শৃঙ্গ নহে! (১)

(১) ইহা আনন্দের বিষয় যে, এতদিন পর একজন কৃতবিদ্য বাঙ্গালী আচার্য্য কৈলাস-শৃঙ্গের নামকরণ সম্বন্ধে বোম্বাই-এর 'ইণ্ডিয়ান ওয়ার্লড' নামক মাসিক পত্রে সম্প্রতি আলোচনা করিয়াছেন। কৈলাস-শৃঙ্গের নাম 'রাধানাথ শৃঙ্গ' হইলে চিরকালের জন্য বাঙ্গালীর একটি গৌরবের কারণ হইবে। মাসিক পত্রিকার পৃষ্ঠায় যে স্বল্প পরিসর

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে (১৯২৬ খৃঃ) একদিন টাউনহলের একটী বৃহৎ সভায় কলিকাতার মেয়র স্বর্গগত দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন কয়েকজন বঙ্গীয় যুবককে অভিনন্দন করিয়াছিলেন। সাধারণ সাইকেলে পৃথ্বী-পর্য্যটন করিতে বাহির হইয়া যুবকগণ সেদিন দেশ-প্রিয়ের মুখে জাতির আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। এই দুঃসাহসিক যুবক-দলের মধ্যে ৪ জন সঙ্কল্পচ্যুত হন নাই—তাঁহারা ১২ই ডিসেম্বর কলিকাতা

সাইকেলে পৃথ্বীপর্য্যটন

আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ক্ষণস্থায়ী। যাহাতে আলোচনাটি তীব্র হইয়া উঠে, আচার্য্য মেঘনাদ সাহা সে বিষয়ে চেষ্টিত হইলে বাঙ্গালী জাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হইবেন।

Does anybody know who actually discovered Mount Everest, the highest peak in the world ? It bears the name of Everest and belief is naturally current that it must have been discovered by some person whose name was Everest. That, however, is not correct.

The "*Indian World*" the new Bombay monthly, states the fact that the actual discoverer of the peak was Mr. Radhanath Sikdar and suggests that the peak should be renamed after him. In his account of the "Progress of Physics in India" contributed to the volume published by the Indian Science Congress Association, *Prof M. N. Saha D.Sc, F.R.S.*, mentions that "in 1845, Radhanath Sikdar, the head-computor of the Trigonometric Survey and an accomplished Mathematician, found from mathematical reduction of the observations made some years earlier on an obscure-looking peak of the Himalayas, that this was actually the highest peak in the world."

As these observations were made during the regime of Col. Everest who was then the Surveyor General, the peak was called after him *in disregard of the claims of the actual discoverer. The "Indian World" therefore proposes that in justice to the actual discoverer, the peak must be renamed 'Mount Sikdar.'*—BOMBAY, 18th August, 1938.

—*The Amrita Bazar Patrika*, (Town) *20 August, 1938.*

ত্যাগ করিয়া ১৯ জানুয়ারি দিল্লীতে পৌছিয়াছিলেন। "বসোরা হইতে বরাবর সাইকেলে বাগ্দাদ, সিরিয়া, আলেপ্পো, দোরীতোয়েল, আদানা ও য়্যাঙ্গোরা পৌছিতে দুর্গম গিরিপথ, জনহীন মরুপ্রান্তর, সন্দিগ্ধ পুলিশ, সশস্ত্র দস্যুদল ও বেদুইনের আতঙ্ক অতিক্রম করিতে যে সাহস, ত্যাগ, সংযম ও উপস্থিত-বুদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছিল, করুণাময় ভগবান্ বুঝি এই অধঃপতিত ও বিশ্বসমাজে অনাদৃত জাতির মুখ চাহিয়া, তাহার মুখোজ্জ্বলকারী এই চারিটী বাঙ্গালী যুবককে প্রভূত পরিমাণে সেই সব দান করিয়াছিলেন।"

"বাগদাদ হইতে য়্যাঙ্গোরার পথ এত বিঘ্নসঙ্কুল যে, ইঁহাদের কলিকাতা ত্যাগের পূর্ব্বে দুইটী সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ ইন্সিওরেন্স কোম্পানী ইঁহাদের জীবন বীমা করিতে সম্মত হন নাই!"

"৭ই সেপ্টেম্বর ১৯২৭ তারিখের সংখ্যায় সুবিখ্যাত ফরাসী সংবাদপত্র La Republique ইঁহাদের ৪ জনের ফটো সমন্বিত পরিচয় ও প্রশংসা-সূচক বিবরণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।"(১)

এই ভূ-পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ-প্রোগ্রামের আভাস নিম্নে প্রদত্ত হইল—"কলিকাতা হইতে দিল্লী হইয়া করাচি; করাচি হইতে ষ্টীমারে বাস্রা; সেখান হইতে পুনরায় বাগ্দাদ্, মোসল্, এঙ্গোরা হইয়া কনষ্টান্টিনোপল; তাহার পর সোফিয়া, বেল্‌গ্রেড, ভিয়েনা, আমষ্টার্ডাম্ হইয়া কোপেন্‌হাউন্; তাহার পর ষ্টক্‌হলম্ (ষ্টীমারে); তৎপর ক্রিষ্টিয়ানা হইয়া বার্জ্জেন; তাহার পর ষ্টীমারে ডোভার পার হইয়া লণ্ডন, ডব্‌লিন্; পুনরায় ক্যালে পার হইয়া ব্রুসেল্‌স্, পারি, জেনেভা, লোরেন্স, রোম, ভিনিস্ হইয়া আলেক্‌জান্দ্রিয়া; সেখান হইতে ষ্টীমারে কেপ্-টাউন, নাইল-ভ্যালি, ট্যাঙ্গানিকা, ট্রান্সভাল, ইউগণ্ডা, অরেঞ্জ-

(১) ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ—১৩৩৪।

ফ্রিষ্টেট হইয়া ষ্টীমারে বুনাস্-এরিস্, তাহার পর ষ্টীমারে নিউইয়র্ক, পরে সান্‌ফ্রান্সিস্কো, ইয়োকোহামা, কোবি, পিকিন্, হংকং, ব্রিস্‌বেন, এডিলেড্, মেল্‌বোর্ণ, কলম্বো; সেখান হইতে মান্দ্রাজ হইয়া কলিকাতা প্রত্যাগমন। যেখানে সমুদ্রপথ সেইখানেই সাইকেলের বিশ্রাম।" (১)

না থামিয়া দীর্ঘকাল সাইকেল-চালনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ ইউরোপের পশ্চাতে ছিল। গত বৎসর (১৯৩৭) মার্চ্চ মাসে রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি এলাহাবাদে পৃথিবীর রেকর্ড ভঙ্গ করিয়া বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন! রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জ্জি একাদিক্রমে ৭৪ ঘণ্টা ৩ মিনিট সাইকেল চালাইয়াছিলেন। (২)

"সেদিন ডাক্তার সার নীলরতন সরকার বলিয়াছেন, বাঙ্গালার

(১) ভারতবর্ষ—পৌষ, ১৩৩৩। যে কয়েকজন বঙ্গবীর সাইকেলে পৃথ্বী পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নাম—শ্রীযুক্ত অশোক মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত আনন্দ মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত মনীন্দ্র ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বিমল মুখোপাধ্যায়। সাইকেলে ভূপর্য্যটক বঙ্গবীর আরও আছেন।

(২) The Cycle Marathon ended in a victory for Robindra Nath Chatterjee, who to-day is proud possessor of *three World Championship Endurance titles*, namely, free style swimming, swimming with hand cuffs on and endurance cycling.

Of the three who started at 8-15 a.m. on March 6, the first to drop off was Sheo Prasad at 8-20 last evening after sixty hours and five minutes.

N. C. Bhadur carried on till 5 this morning completing sixty-eight hours and fortyfive minutes.

Robin Chatterjee finished at 10-18 A.M. after completing *seventy-four hours and three minutes, beating the world's record*,—(A. P.)—*The Amrita Bazar Patrika*, (Town) 10. 3. 37.

১ কোটী ৪০ লক্ষ লোক যে জ্বরে জীর্ণ হয়, তাহা প্রতিকারসাধ্য। তবে প্রতিকার হয় না কেন? এই জ্বরে বাঙ্গালীর স্বাস্থ্য কিরূপ নষ্ট হইতেছে, তাহার প্রমাণ—সেকালের বাঙ্গালী, আর একালের বাঙ্গালী। আজ বাঙ্গালার কৃষকের স্বাস্থ্যও এরূপ শোচনীয় যে, অনেক স্থানে কোল বা সাঁওতাল শ্রমজীবী আনিয়া চাষের কাজ চালাইতে হয়। কিন্তু শতবর্ষ পূর্ব্বে পর্য্যটকগণ বাঙ্গালীর স্বাস্থ্যের ও সজীবতার প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। এখন বাঙ্গালার নাবিকরা আর সাগরে পাড়ী জমায় না বটে, কিন্তু নদীবহুল বঙ্গের সর্ব্বত্র জলযানে বাঙ্গালী মাঝি-মাল্লা। তখন মুটিয়া মজুর প্রভৃতির কাজ বাঙ্গালীই করিত। গ্রামে গ্রামে কুস্তীর আখড়া ছিল—কুস্তীতে জয়লাভ করা ভদ্র সন্তানরাও সম্মানজনক মনে করিতেন; তীর-ধনুক, সড়কী প্রভৃতির ব্যবহারে অনেক বাঙ্গালীই অভ্যস্ত ছিলেন। তখন বাঙ্গালায় জমীদার বা কুঠিয়ালকে, পাইক পেয়াদা প্রহরীর সর্দ্দারের সন্ধানে পশ্চিমে যাইতে হইত না। প্রায় ৭০ বৎসরের কথা, তখন বাঙ্গালায় নীলের চাষ ছিল এবং বাঙ্গালার নানা স্থানে ইংরাজ নীলকর-দিগের কুঠি ছিল। সেই সময় মোল্লাহাটি ('মালনাথ') কুঠি হইতে মিষ্টার গ্রাণ্ট যে সব পত্র লিখিয়াছিলেন, সে সকলের মধ্যে একখানিতে রুদী বিশ্বাস নামক কুলী সর্দ্দারের বিবরণ পাওয়া যায়। মোল্লাহাটি কুঠিতে অতিথি য়ুরোপীয়দিগের মধ্যে একজনের কলিকাতায় একখানা জরুরী চিঠি পাঠানোর প্রয়োজন হইয়াছিল। রুদী বিশ্বাস সেই দিন প্রাতঃকালে চাকদহ হইতে হাঁটিয়া মোল্লাহাটিতে আসিয়াছিল। সে যে সেই ১৬ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছিল, তাহার প্রভু তাহা জানিতেন না। তিনি রুদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বক্‌সিস পাইলে, সে কলিকাতায় পত্র লইয়া যাইতে পারিবে কি না। রুদী সম্মতি জানায় এবং অপরাহ্ণ ৪টার সময় কুঠি হইতে বাহির হইয়া সমস্ত রাত্রি মাঠের

কুলী-সর্দ্দার রুদী বিশ্বাস

পথ হাঁটিয়া—১২ ঘণ্টায় ৫২ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া প্রত্যূষে ৪টার সময় কলিকাতা চৌরঙ্গীতে যাইয়া পত্র দেয়! তাহার পর নৌকায় সন্ধ্যাকালে চাকদহে পৌঁছিয়া সে আবার ১৬ মাইল পথ হাঁটিয়া মোল্লা-হাটিতে পৌঁছায়। এরূপ ব্যাপার ৫০ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালায় অসাধারণ বলিয়া বিবেচিত হইত না! আর আজ বাঙ্গালায় শতকরা ৫ জন সুস্থ ও সবল বাঙ্গালী পাওয়া দুষ্কর!"(১) দেহের বল, মনের শক্তি—বিপদে ধৈর্য্য ও দৃঢ় চিত্ত এবং অশ্ব ও অস্ত্রচালনায় দক্ষতা মনুষ্যের স্বাভাবিক ধর্ম্মরূপে বাঙ্গালার গ্রামে গ্রামে একদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল—কালের এমনি গতি যে, সে কথা এখন ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা প্রমাণিত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে! যাহা ছিল আবার তাহা আসিবে বলিয়াই বাঙ্গালাদেশের নানা স্থানে এখন শারীর-সাধন-ব্রত আরব্ধ হইতেছে। এখন বাঙ্গালীর পদব্রজে পৃথ্বীপর্য্যটনের কাহিনীও ক্রমে ক্রমে সুপরিচিত হইতেছে।

১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে ভূপর্য্যটক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আসামের তিনসুকিয়া নামক স্থান হইতে পদব্রজে পৃথিবী পরিভ্রমণের জন্য বাহির হইয়াছিলেন। সাবধানী বন্ধুরা তাঁহাকে হয়ত যাত্রার দিনও কতই না বাধা দিয়া থাকিবেন! ক্ষিতীশ চন্দ্রের দুর্জ্জয় পণ তাঁহাকে কিছুতেই যাত্রা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিল না। যাহা হউক, সেবার তিনি পদব্রজে প্রাচ্য-ভ্রমণ শেষ করিয়াছিলেন। "পরে তিনি পাশ্চাত্য-ভ্রমণে বাহির হইয়া পারস্য, ইরাক্, সিরিয়া, পেলেষ্টাইন, মিশর, গ্রীস, ইটালী, ফ্রান্স, ইংলণ্ড বেল্‌জিয়াম্, জার্ম্মানী, অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, বুল্‌গেরিয়া, তুর্কি প্রভৃতি দেশ ঘুরিয়া সম্প্রতি দেশে ফিরিয়া আসিয়াছেন। তিনি ঢাকা জেলার আরিয়ল গ্রামের অধিবাসী।" (২)

(১) মাসিক বসুমতী—আষাঢ়—১৩৩০।

(২) ভারতবর্ষ—চৈত্র, ১৩৪৪। এইরূপ পর্য্যটনের দৃষ্টান্ত আরও আছে।

অল্ ইণ্ডিয়া রিগাটা

বালিগঞ্জ 'লেকে' যখন তৃতীয় অল্-ইণ্ডিয়া রিগাটা হয়, তখন কলিকাতার সাহেবদের কলিকাতা রোয়িং ক্লাব, মান্দ্রাজ বোট ক্লাব (ইউরোপীয়) এবং লেক ক্লাব (ভারতীয়) ও বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি বোট ক্লাব (ভারতীয়) প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছিলেন। ওয়েলিংডন ট্রফিতে বাঙ্গালার লেক ক্লাব ৩ মিনিট ৩১ সেকেণ্ডে, রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি বোট ক্লাবকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ফুটবল, হকি, ক্রিকেট প্রভৃতি

১৯৩৫ সালে কলিকাতায় যে হকি-প্রতিযোগিতা হয় তাহাতে বাঙ্গালার সর্ব্বজনপ্রিয় 'মোহন বাগান ক্লাব' হকি লিগ চ্যাম্পিয়ন্‌শিপ পাইয়াছিলেন। ১৯৩০ হইতে ১৯৩৩ সাল পর্য্যন্ত ইউরোপীয় 'কাষ্টমস্ ক্লাব' লিগ বিজয়ী ছিলেন। ১৯৩৪ সালে ইউরোপীয় 'রেঞ্জার্স ক্লাব' বিজয়ী হন। 'মোহন বাগান' এবার প্রত্যেক খেলায় জয়ী হইয়া উচ্চাঙ্গের হকি-ক্রীড়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্ব বৎসরে ইঁহাদের সহিত খেলা হইয়াছিল ঝান্সির দুর্দ্ধর্ষ সুবিখ্যাত হিরোজ দলের। সেবারেও 'বাইটন্ কাপ' মোহন বাগানই জয় করিয়াছিলেন। ইষ্টবেঙ্গল, কালীঘাট, এরিয়ান্ প্রভৃতি টিমের খেলোয়াড়গণও এই সকল খেলায় প্রশংসার যোগ্য কৃতিত্ব দেখাইতেছেন। ইহারা সম্মিলিত হইতে পারিলে বঙ্গদেশে একটী দুর্জ্জয় ফুটবল টিম্ গঠিত হইতে পারিত।

ফুট্‌বলে জয়ের চিহ্নস্বরূপ 'মোহনবাগান' একবার 'সিল্ড' লাভ করিয়াছিলেন। যাভার হাকিউলিস্ দল ফুটবল খেলায় সুবিখ্যাত। বাঙ্গালী খেলোয়াড় ভিন্ন, তাঁহারা আর কাহারও নিকট পরাজিত হন নাই। আফ্রিকায় খেলিতে গিয়া বাঙ্গালীরা যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে তাহা অতুলনীয়। 'মহোমেডান্ স্পোর্টিং' এখন কলিকাতায় ফুট্‌বলে অপরাজেয়। কিন্তু উহার খেলোয়াড়গণ ভারতের নানাস্থান হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। সেইজন্যই 'মহোমেডান্ স্পোর্টিংকে' বাঙ্গালার টিম বলিতে পারি না।

"অন্তঃপ্রাদেশিক প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় খেলায় বাঙ্গালা ও আসাম মধ্যভারতকে প্রথম ইনিংসেব স্কোরে হারিয়েছে। মধ্যভারত দলে কয়েকজন ভারত-বিখ্যাত খেলোয়াড় ছিলেন, যেমন,—সি কে নাইডু, সি এস্ নাইডু, মুস্তাক আলি, ভায়া ও জগদেল। এই দলকে হারিয়ে বাঙ্গালা প্রমাণ করেছে যে, দরকাব হলে এবং উপযুক্ত সুযোগ পেলে তারাও ক্রিকেটে ভালো ফল দেখাতে পারে। ক্রিকেট-জগত বাঙ্গালাকে চিরকালই অগ্রাহ্য করে এসেছে। আজ সেই বাঙ্গালাও দুর্দ্ধর্ষ খেলোয়াড়গণ পরিবৃত মধ্যভারত দলকেও হাবিয়ে দিলে।" (১)

ইউরোপীয় মহাযুদ্ধ এখন বিমানকে সকলের নিকট সুপরিচিত করিয়াছে।(২) যখন উহা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারেই আবদ্ধ ছিল, তখনও

(১) ভারতবর্ষ—ফাল্গুন, ১৩৪২।

(২) সুপ্রাচীনকালেও যে ভারতে বিমান ছিল এবং ভারতে বৈমানিক ছিলেন সে কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এই বিষয়ে নিম্নে উদ্ধৃত প্রসঙ্গটী বিশেষরূপে প্রণিধান যোগ্য ঃ—"এখন এরোপ্লেন দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হইয়া যাইতেছে, আর রামায়ণে ভগবান্ রামচন্দ্রের পুষ্পকরথের কথা শুনিয়া ভারত-সন্তানই উপকথা বলিয়া ব্যঙ্গ করে, কিন্তু সম্প্রতি বরোদারাজ-লাইব্রেরীতে একখানি সংস্কৃত গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ব্যোমযান প্রস্তুত-প্রণালী সুন্দররূপে বর্ণনা করিয়া বলা হইয়াছে "বিয়তঃ যাতি তূর্ণং" অর্থাৎ এই যানটি আকাশপথে তীব্রবেগে গমন করে। এখন পেট্রোলের সাহায্যে ব্যোমযান চালিত হয়, আর তাহাতে লেখা আছে—পারদের সাহায্যে ব্যোমযান চালিত হয়। পারদের সাহায্যে কিরূপে ব্যোমযান চালাইতে হয় তাহা আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারেন না, কিন্তু ভারত তাহাও জানিত। এখনও কি বলিতে সাহস কর, ভারত জড়-বিজ্ঞানে অন্ধ ছিল? কিন্তু ভারত জড়-বিজ্ঞানকেই জীবনের সর্ব্বস্ব বলিয়া মনে করে নাই, তাহার কারণ—ইহকালসর্ব্বস্ব ব্যক্তিগণ রাবণের মত স্বার্থে মুগ্ধ হইয়া জগতের মহা উৎপাতকারী দস্যু হইয়া পড়ে, তাহার সাক্ষী বর্ত্তমান জাপান ও ইউরোপ।" —বাসুদেব, পৌষ—১৩৪৪। "আর্য্য ভারত"—শ্রীচারুকৃষ্ণ দর্শনাচার্য্য, (ভারতীয় শাস্ত্র পরিষদের সহ-সভাপতি ও অধ্যক্ষ)।

ভারতবর্ষে বাঙ্গালীই প্রথম প্যারাসুট অবলম্বনে বেলুন হইতে অবতরণ করিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছিল। এখন আর ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে, বিমান-বিহারে ও বিমান-সমরে বাঙ্গালী পৃথিবীর প্রশংসা লাভ করিয়াছে।

বিমান-বিহার

লেফ্‌টেনাণ্ট ইন্দ্রনারায়ণ রায় অকুতোভয়ে আকাশে উড়িয়া জার্ম্মাণীর নয়খান বিমান ধ্বংস করিয়াছিলেন! শেষে একদিন জার্ম্মাণ বিমানের সঙ্গে তাঁহার বিমানের যুদ্ধ বাধে। তাঁহার বিমান বিকল হইয়া ভূতলে পতিত হয়। গত মহাযুদ্ধে বীর ইন্দ্রনারায়ণ এইভাবে বিদেশে আত্মদান করিয়া স্বদেশের মর্য্যাদা রাখিয়াছিলেন।

গবর্ণমেণ্ট এই মৃত বীরকে সম্মান দেখাইবার জন্য D. Fc. ক্রস্, বা "Distinguished flying cross" অর্পণ করিয়াছিলেন। বিমান-বিহারে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন হাবড়ার বিনয়কুমার এবং ঢাকার দেবকুমার। তাঁহারা কেহই আর জীবিত নাই। বিমান-সংঘর্ষে উভয়েই ১৩৪২ সালের বৈশাখে প্রাণ হারাইয়াছেন। পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বে ভারতবাসীদের মধ্যে বিমানচালনার জন্য যে আগ্রহ দেখা দিয়াছিল, তাহারই ফলে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দমদমায় "বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের" প্রতিষ্ঠা হয়। চারি বৎসর পূর্ব্বে এখান হইতে যে ৮৬ জন বৈমানিক 'এ' লাইসেন্স পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ২০ জন ছিলেন বাঙ্গালী। বেঙ্গল ফ্লাইং ক্লাবের সুদক্ষ বৈমানিকদের মধ্যে বাঙ্গালী ভবদেব মুখার্জ্জি মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে করা যায়। একালের সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী বৈমানিক মিষ্টার জে পি গাঙ্গুলী শুধু ভারতে নয়, বিলাতেও বিমানযোগে ১০।১২ হাজার ফিট উপরে উঠিয়া উড়িয়াছিলেন। মিঃ বি এম্ গুপ্ত বাঙ্গালীদের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ বৈমানিক। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই সর্ব্বপ্রথমে ইংলণ্ড হইতে 'বি' লাইসেন্স পাইয়াছিলেন। তিনি জার্ম্মাণী হইতে 'এ' লাইসেন্স পাইয়া গৌরবান্বিত হইয়াছিলেন।

হাম্‌বুর্গের নর্থ জার্ম্মান্ ফ্লাইং ক্লাবের তিনি একজন সদস্য। (১) মাত্র বারো ঘণ্টায় যে বাঙ্গালী বৈমানিক বিমান-চালনায় দক্ষ হইয়াছিলেন, সেই অকুতোভয় কৌশলী স্বর্গগত বি কে দাসের নাম সর্ব্বজনবিদিত। বৈমানিক বীরেন রায়—বয়সে ফ্লাইং ক্লাবের সর্ব্বকনিষ্ঠ সদস্য কিন্তু দক্ষতায় অনেক বয়োজ্যেষ্ঠের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিচিত। বৈমানিক জি ডি মুখার্জ্জী মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে 'এ' লাইসেন্স পাইবার যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। আশা করা যায় যে, ইঁহাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া বাঙ্গালীরা বিমান-জগতে বাঙ্গালার খ্যাতি প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

স্বর্গীয় বিনয়কুমার 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় তাঁহার বিমান-বিহার সম্বন্ধে যে মনোজ্ঞ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, যিনি উহা পাঠ করিয়াছেন, তিনিই আনন্দিত হইয়াছেন সন্দেহ নাই ; সেই প্রবন্ধের একস্থানে আছে —"মোটের উপর আমরা এই ১৮১৭ মাইল পথ (করাচী হইতে দম্‌দম) নিম্নলিখিত ভাবে এসেছিলাম :—

১ম দিন করাচী—যোধপুর—৪৩৫ মাইল—৪ ঘণ্টা ৪৫ মিঃ

২য় দিন যোধপুর—দিল্লী—৩৫৪ মাইল—৪ ঘণ্টা ২৫ মিঃ

৩য় দিন দিল্লী-কানপুর-এলাহাবাদ—৪১০ মাইল—৫ ঘণ্টা ৪০ মিঃ

৪র্থ দিন এলাহাবাদ-পাটনা—২৮০ মাইল—৩ ঘণ্টা ২৫ মিঃ

৫ম দিন পাটনা-গয়া-দম্‌দম্—৩৩৮ মাইল—৪ ঘণ্টা ২৫ মিঃ

সুতরাং আমরা গড়ে ঘণ্টায় প্রায় ৭৯ মাইল বেগে উড়েছি।" এই প্রবন্ধটি হইতে জানা যায় যে, সে সময় (১৩৩৭, কার্ত্তিক) পর্য্যন্ত সর্ব্বসমেত যে ৮ জন ভারতবাসী পাইলটের লাইসেন্স পাইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে ৫ জনই ছিলেন বাঙ্গালী !

"বিমান-চালনার কার্য্যে য়ুরোপে ও মার্কিণে মহিলারা কৃতিত্ব

(১) ভারতবর্ষ—ভাদ্র, ১৩৪২।

দেখাইয়া আসিতেছেন। এখন তাঁহাদিগের অনুকরণে বাঙ্গালী নারীরাও সেই কার্য্যে আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। অল্পদিন পূর্ব্বে যে বিমান-দুর্ঘটনার বিবরণ 'ভারতবর্ষে' প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই দুর্ঘটনা সম্পর্কে নিহত ব্যক্তিদিগের স্মৃতি-রক্ষার্থ দাশ-রায় স্মৃতি তহবিল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই তহবিল হইতে মহিলা শিক্ষার্থীদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে—স্থির হইয়াছে। তদনুসারে প্রার্থীদিগের মধ্যে তিন জনকে প্রথম মনোনীত করা হয় :—

বিমানে বঙ্গনারী

(১) কলিকাতা বেথুন কলেজের শিক্ষয়িত্রী কুমারী অঞ্জলী দাশ।

(২) লাহোর তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিক।

(৩) শ্রীহট্টের রমা গুপ্তা।

তখন স্থির হয়, একঘণ্টা কাল বিমান-বিহারের ফল পরীক্ষা করিয়া এই তিন জনের মধ্যে প্রথমস্থানীয়াকে ১ হাজার টাকা ও দ্বিতীয় স্থানীয়াকে ৫ শত টাকা বৃত্তি দিয়া দম্‌দমায় বিমান-ক্লাবে তাঁহাদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইবে। সম্প্রতি তহবিলের সম্পাদক জানাইয়াছেন যে, প্রাথমিক পরীক্ষার ফলে স্কটিস্ চার্চ কলেজের কুমারী অশোকা রায়কত্‌—বি-এ, বিমান-চালনা শিক্ষার জন্য বৃত্তি পাইবেন স্থির হইয়াছে। ইহার শিক্ষাফল দেখিয়া আগামী জানুয়ারী মাসের শেষ ভাগে দ্বিতীয় বৃত্তি প্রদান করা হইবে এবং সেই সময়ে কুমারী মৃণালিনী বন্দ্যোপাধ্যায় ও কুমারী ইন্দুলেখা মৌলিককে বৃত্তি প্রদানের বিষয় বিবেচিত হইবে।" (১)

বার্মিংহামে বক্তৃতাকালে ব্লেয়ার সাহেব (২) বলিয়াছিলেন,—

(১) ভারতবর্ষ—পৌষ, ১৩৪২

(২) Speech at Birmingham by Mr. Blair, Editor of the Englishman of Calcutta as quoted in the Amrita Bazar Patrika (weekly Edn.) Novr. 30, 1903.

হিমালয় ও হিন্দুকুশের তুষারসমাবৃত গিরিপথে বঙ্গীয় আমিনগণ

পর্যাটনে বাঙ্গালী

যেরূপ মৌন-বিক্রমের পরিচয় প্রদান করিয়াছে, ভারতবর্ষের জরিপ বিভাগের দপ্তর সে কাহিনীতে পরিপূর্ণ। ১৯০৩-১৯০৪ খৃষ্টাব্দে শিলিগুড়ি হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিয়া দুরারোহ গিরিশ্রেণী অতিক্রম পূর্ব্বক দারুণ শীতে নিরতিশয় ক্লিষ্ট হইয়াও কিরূপে জেনেরাল ম্যাক্‌ডোনাল্ড জেলেপ-গিরিপথে অগ্রসর হইয়াছিলেন এবং কিরূপে সেই স্বপ্ন-কুহকের রাজ্য তিব্বতের রাজনগরী লাসায় গমন করিয়াছিলেন, সে কাহিনী পাঠ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। তিব্বত-অভিযানের কাহিনী রুধিরলিপ্ত ভীষণ সমরকাহিনী বলিয়া ইতিহাসে স্থানলাভ না করিতে পারে, কিন্তু উহা যে বীরের সহিষ্ণুতা, শক্তি ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাহাতে সন্দেহ নাই। গিরিরাজ আল্‌প্‌স অতিক্রম করিয়া মহাবীর হানিবল্‌ একদিন অনন্যসাধারণ শূর-রূপে পূজা লাভ করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তিব্বত-অভিযানের তুলনায় হানিবলের কীর্ত্তিও ম্লান হইয়া যায়। (১) এই অভিযানের কালে ডাক-বিভাগের বাঙ্গালী কর্ম্মচারিগণ অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া যেরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। শুধু তিব্বত-অভিযানের কথাই বা বলি কেন? উত্তর-ভারতে চিত্রল-অভিযান কালেও কয়েকজন বাঙ্গালী কর্ম্মচারী পল্টনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্গম পার্ব্বত্যপথে গমন করিয়া অধ্যবসায়, কর্ত্তব্যপালনে সৎসাহস এবং শ্রমশীলতার যে পরিচয় দিয়াছিলেন তাহা

(১) Hannibal's crossing the Alps was *a mere bagatelle* to General Macdonald's crossing of the Jelep Pass, 14, 390 feet above the sea-level, and in mid winter, with his little army of about 3000 men and some 7000 followers, 10,000 in all—Lhassa and its Mysteries by L. Austine Waddell, P. 78.

এখন আমরা বিস্মৃত হইলেও, ইতিহাস বিস্মৃত হয় নাই ! (Chitral—the story of a Minor Seige—Sir George Robertson, K.C.S.I. Chap. XVII, Page 219)। "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" নামক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ পাঠে জানা যায়—রায় সাহেব অশ্বিনীকুমার মুখোপাধ্যায় সামরিক এঞ্জিনিয়র রূপে কিছুদিন সিকিম রাজ্যে বাস করিয়াছিলেন এবং ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে যে সিকিম-অভিযান হয় সেই অভিযানের "সঙ্গে গিয়া সুখ্যাতির সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।"

রাজা রামমোহন রায়, পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী শ্রীমৎ অভেদানন্দ মহারাজ, স্বামী বিবেকানন্দ মহারাজ, মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণ এবং ইঁহাদের বহু পূর্ব্বে জিন মিত্র, লামা তারানাথ, শান্ত রক্ষিত, ধর্ম্মপাল, বোধিধর্ম্ম, মঞ্জুশ্রী, বোধিসেন রামচন্দ্র কবি ভারতী, দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞান, অতীশ প্রভৃতি বাঙ্গালী বৌদ্ধ সন্ন্যাসিগণ এবং সন্ন্যাসী পুরাণপুরী ও অন্যান্য পরিব্রাজকগণ, পরবর্ত্তীকালে—রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দাস, শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী প্রভৃতি পর্য্যটকদিগের ভ্রমণকাহিনীও বাঙ্গালীর মৌন-বিক্রমের পরিচয় দিয়া থাকে।

স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ যখন মাত্র দ্বাবিংশবর্ষবয়স্ক যুবক-সন্ন্যাসী তখনই (১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মনের ও দেহের বল এমন ছিল যে, গেরুয়া কৌপীন ও একখানি বহির্ব্বাস মাত্র সম্বল করিয়া তিনি পদব্রজে উত্তর-ভারতের তীর্থাদি পর্য্যটনে বাহির হইলেন। পণ করিলেন—টাকা-পয়সা স্পর্শ করিবেন না; আরও পণ করিলেন—জুতা বা জামা ব্যবহার করিবেন না এবং কাহারও গৃহে শয়ন করিবেন না; পথ চলিতে চলিতে মধ্যাহ্নে তিনটী অথবা প্রয়োজন হইলে পাঁচটী বাটীতে ভিক্ষা করিয়া যাহা পাইবেন তাহাতেই একবেলা মাত্র উদর পূর্ত্তি করিবেন এবং সন্ধ্যা হইবামাত্র পর্য্যটন বন্ধ করিয়া—হয় কোনও বৃক্ষতলে অথবা পথের উপরই সমস্ত রাত্রি বিশ্রাম করিবেন !

এইরূপ দুর্জ্জয় পণে বদ্ধ হইয়া তিনি প্রত্যহ ২৫।৩০ মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে লাগিলেন। সাঁওতাল পরগণার শ্বাপদসঙ্কুল বনশ্রেণী তাঁহার ভীতি উৎপাদন করিতে পারিল না—কঙ্কর-কণ্টকে পূর্ণ উদ্ঘাত পথে চরণ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল—অপর্য্যাপ্ত আহারে দেহ ক্ষীণবল হইতে লাগিল—কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে পণ-ভ্রষ্ট করিতে পারিল না। গাজীপুরে পাওহারী বাবার আশ্রম, কাশীধাম ও অযোধ্যাদি দর্শন করিয়া স্বামীজি লক্ষ্ণৌ সহরে আসিলেন। লক্ষ্ণৌ হইতে হরিদ্বার ও হৃষিকেশে আগমন করিয়াও এই যুবক বাঙ্গালী-সন্ন্যাসীর তীর্থপর্য্যটনস্পৃহার নিবৃত্তি হইল না। তিনি সেকালের রজ্জুবদ্ধ লছমন ঝোলার দোলায়মান সেতু পার হইয়া উত্তরকাশী, দেবপ্রয়াগ প্রভৃতি দর্শন করিয়া বদরিকাশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন; এবং তথা হইতে ক্রমশঃ দুর্গম পথে কেদারনাথের দিকে অগ্রসর হইলেন। কেদারনাথ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১৭৫০ ফিট উর্দ্ধে। চারিদিক তুষারে সমাবৃত—পর্ব্বত, নদী, গিরিশৃঙ্গ, জলপ্রপাত সবই রজত গিরি-সন্নিভ হইয়া থাকে। দূরে মহাপথ ও চিরতুষার-সমাবৃত হিমালয়ের নগ্ন মূর্ত্তি। কোথাও বা নীচে জলস্রোত, উপরে তুষার। তাহার উপর দিয়া পথ বা পথের রেখা মাত্র। সেই রেখা-পথে অগ্রসর হইলেই বিস্তৃত তুষারক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হওয়া যায়। ক্ষত বিক্ষত নগ্নপদে সামান্য বহির্ব্বাসে দেহ ঢাকিয়া, সেই তীব্র শীতকে উপেক্ষা করিয়া বাঙ্গালার যুবক-সন্ন্যাসী অনায়াসে কেদারতীর্থে আসিয়া উপনীত হইলেন। সেখানকার তরল বায়ু তাঁহার শ্বাসকষ্ট ঘটাইতে পারিল না—পর্ব্বতপীড়া সন্ন্যাসীর নিকট হইতে দূরে পলাইল। একালের একজন বাঙ্গালী ভ্রমণকারী কেদারে যাইয়া লিখিয়াছিলেন—"সোয়েটার, ওয়েষ্টকোট, কোট—যাহা কিছু শীতবস্ত্র ছিল সব পরিধান করিলাম, তথাপি শীত যায় না। পরিশেষে কম্বল মুড়ি দিলাম।" সেই কেদার-

নাথে বাঙ্গালী যুবক-সন্ন্যাসী শুধু বহির্ব্বাস মাত্র সম্বল করিয়া দেবদর্শন করিতে গিয়াছিলেন!

কেদার ও বদরিকা দর্শনের পর স্বামীজি চৌদ্দ হাজার ফিটের উপর কেদারনাথের একটী পর্ব্বতগুহায় একাকী বাস করিয়া কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন! পঞ্চাশ বৎসর আগেকার দ্বাবিংশবর্ষবয়স্ক বঙ্গযুবকের মনের বল ছিল এইরূপ—দেহের বলও ছিল এইরূপ! সেই নির্জ্জন ও নির্ব্বান্ধব প্রদেশে তুষারসমাবৃত পর্ব্বতগুহায় কিছুদিন কঠোর তপস্যার পর একজন উদাসী নানকপন্থী সাধুর সহিত মিলিত হইয়া স্বামীজি গোমুখী অভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং বরফের নদী হইতে সপ্তধারা নির্গত হইয়া যে স্থানে গঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন! দেহ ও মনের উপর এত অধিকার যাঁহার—কোনও বাধাই তাঁহার নিকট বাধা নহে—কোনও দুঃখই তাঁহার নিকট দুঃখ নহে—কোনও ক্লেশই তাঁহার নিকট ক্লেশ নহে। ইচ্ছা ও চেষ্টা করিলেই একালের বঙ্গযুবকগণও এইরূপ মহাশক্তির অধিকারী হইতে পারেন।

গত ১৯২২ খৃষ্টাব্দে, ১৪ই জুলাই স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে কাশ্মীর ও তিব্বত ভ্রমণের জন্য বহির্গত হইয়াছিলেন।

পরিব্রাজকাচার্য্য স্বামী অভেদানন্দ ও ক্যানেডিয়ান্ আল্‌প্‌স এবং তিব্বত

ব্রহ্মচারী ভৈরব চৈতন্য স্বামীজির সেবক ও সহযাত্রীরূপে সঙ্গে ছিলেন। ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক লিখিত স্বামীজির ভ্রমণবৃত্তান্তের এক স্থান হইতে একটু উদ্ধৃত করিতেছি। অমরনাথ তীর্থ দর্শন করিয়া স্বামীজি মহারাজ পঞ্চতরণী পড়াও-এ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিয়াছিলেন—"এখানে এসে আজ আমার আমেরিকার কথা মনে পড়্‌ছে।"

স্বামীজি মহারাজ যে সুদীর্ঘ ২৫ বৎসর কাল আমেরিকায় ও ইংলণ্ডে থাকিয়া বেদান্ত-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন তাহা স্থানান্তরে বলিয়াছি।

স্বামীজি বলিতে লাগিলেনঃ—"সেখানে একবার আমার বন্ধু প্রফেসার পার্কার ও আমি ক্যানেডিয়ান্ আল্পস্ চড়াই করিয়াছিলাম। সে পাহাড়ও ১৮০০০ ফিট উচ্চ, আর উপরে চারিদিকে তুষার নদী (গ্লেসিয়ার)। একদিনে ৪৮ মাইল পাহাড়ে রাস্তায় হেঁটে গিয়ে আমরা পূর্ব্বের রেকর্ড ভঙ্গ করি। এত দীর্ঘ পথ লোকে ঘোড়ায় চড়ে' তিন দিনে অতিক্রম করে।"

"সেখানে একটা হ্রদ আছে, তার নাম এমারেল্ড লেক। তার ধারে একটা হোটেল ছিল। সন্ধ্যা হ'লে আমরা সেখানে রাত কাটাবো মনে করলাম। পার্কার পথ ভুল ক'রে ফেল্লে! হ্রদের ধারে দুটো রাস্তা, তার একটা দিয়ে গেলে ১৫ মিনিটের মধ্যেই হোটেলে পৌছানো যায়! সেটিতে না গিয়ে পার্কার অন্যটি ধর্লে! যত যাই পথ আর ফুরোয় না। ক্রমে রাত হয়ে পড়্ল, আমরা এক জঙ্গলের ধারে এসে পড়্লুম। সেখানে ভল্লুক ও নেকড়ে বাঘের ভয়! কি হবে, আর বেরুতে পারি না। চারিদিকে পাহাড়—কাদা আর জল। শেষে, এক যায়গায় হ্রদের জল বাহির হ'বার একটি চওড়া নালা ছিল—সেটার ওপারে একটা পথ রয়েছে—দেখ্তে পেলাম। কিন্তু কিছুতেই নালাটি পার হ'তে পার্লাম না! সেটা ডিঙ্গুতে গিয়ে পার্কার তার মধ্যে প'ড়ে গেল! নালাতে এক গলা জল, আর খুব ঠাণ্ডা। আমি তা'কে ধ'রে তুল্লাম। বেচারীর সব ভিজে গেছে, শীতে থর থর ক'রে কাঁপ্তে লাগ্লো। কি করি, অন্ধকারে কিছু দেখাও যায় না। হাত্ড়ে হাত্ড়ে কতকগুলো ভিজে কাঠ সংগ্রহ ক'রে আগুন জ্বাল্তে গেলাম। দেশলাইয়ের বাক্সে একটি মাত্র কাঠি ছিল—তাও ভিজে গিছ্লো। জ্বল্লো না! আগুন করা আর হ'লো না। চারিদিকে জল, একটু বস্বারও স্থান নাই। শেষে, একটা ভিজে পচা কাঠের গুঁড়ি পড়ে ছিল—পার্কারকে তার ওপর বস্তে ব'লে নিজেও বস্লুম।"

"শীতে সে থর থর ক'রে কাঁপ্‌ছে—আমি তাকে গরম করবো ব'লে বুকে জড়িয়ে ধর্‌লুম। এম্‌নি ক'রে সারা রাত কাট্‌লো। শীতে হাত পা সব জ'মে শক্ত হ'য়ে গেল! নিউমোনিয়া হ'বার সম্ভাবনা। একটু ভোর হ'তেই দু'জনে ফের হাঁট্‌তে লাগ্‌লাম। ক্ষুধা তৃষ্ণায় দু'জনেই কাতর। হ্রদের জল এখানে কেউ খায় না, সে জল পচা। পথে আস্‌তে আস্‌তে যত যায়গায় ঝরণা পেলুম, প্রত্যেকটি থেকে জল খেতে খেতে আমরা দশ মাইল হেঁটে হোটেলে এসে পৌঁছিলুম।"

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে কলিকাতায় স্বামীজি মহারাজের জন্ম হয়। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ সুদূর আমেরিকায় যে বৃহৎ কর্ম্মের সূত্রপাত করেন, সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা, বেদান্ত-জ্ঞানাকর কঠোরতপা পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯২১ খৃষ্টাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত আমেরিকায় থাকিয়া সেই আরব্ধ কার্য্য সুসম্পন্ন করেন। আমেরিকায় থাকা কালে তিনি শুনিতে পাইলেন, ডাক্তার নোটোভিচ্ নামক জনৈক রুষ-পর্য্যটক তিব্বত প্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়া জানিতে পান যে, যীশুখ্রীষ্ট ভারতে আসিয়াছিলেন ও সেই বিষয়টি তিব্বতের হিম্‌সি মঠের পুস্তকাগারে একখানি হস্তলিখিত পুঁথিতে বিবৃত আছে। আমেরিকা হইতে ভারতে আসিয়াই স্বামীজি মহারাজ সেই সত্যের সন্ধানে ১৯২২ খৃষ্টাব্দে অমরনাথ হইয়া পদব্রজে দুরধিগম্য তিব্বতের হিম্‌সি মঠে গমন করিয়াছিলেন এবং মঠের পুস্তকাগারে সেই হস্তলিখিত পুঁথি পাইয়া তাহার কিয়দংশের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। সেই অনুবাদ "পরিব্রাজক স্বামী অভেদানন্দ" নামক পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। স্বামীজি মহারাজ যখন দুর্গম তিব্বতের পথে পদব্রজে যাত্রা করেন তখন তাঁহার বয়স ছিল প্রায় ৫৬।৫৭ বৎসর! বাঙ্গালীর বলের কি ইহাই অন্যতম যোগ্য নিদর্শন নহে? পার্ব্বত্য পথে একদিনে ৪৮ মাইল পথ ভ্রমণ করিয়া পৃথিবীর

রেকর্ড ভঙ্গ করাও কি সেই বলই সূচিত করে না? স্বামীজি মহারাজ বলিয়াছেন যে, এই পথ অশ্বারোহণে অতিক্রম করিতে তিন দিন লাগে!

সেবাব্রতে বঙ্গীয় যুবকগণ যেরূপ বীরোচিত আত্মত্যাগের পরিচয় প্রদান করিয়া আসিতেছে, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমগুলি এবং আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্রের সঙ্কটত্রাণ সমিতি ও অন্যান্য অনুরূপ সমিতিগুলি তাহার অন্যতম নিদর্শন। ঊনবিংশ শতাব্দের (১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ) ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় কর্ত্তব্যপরায়ণ বঙ্গকর্ম্মচারিগণ যেরূপে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহা প্রশংসা-বাক্যের অতীত বলিয়া রাজপুরুষ কর্ত্তৃক অভিহিত হইয়াছে। (১)

সেবাব্রত

১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের দুর্দ্দিনে অনেক প্রবাসী বাঙ্গালীর ন্যায় লাহোরের মাননীয় ডাক্তার ব্রজলাল ঘোষ মহাশয়ের পঞ্চনদ-প্রবাসী পিতা আত্ম-প্রাণ তুচ্ছ করিয়াও প্রবাসী বাঙ্গালীর জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন; বিদ্রোহিদিগের কবল হইতে কোনরূপে মুক্তিলাভ করিয়াও তিনি প্রবাসী স্বজাতীয়দিগকে পরিত্যাগ করেন নাই—তাঁহাদিগের উদ্ধারার্থ ইংরাজ-শিবিরে সাহায্যপ্রার্থী হইযাছিলেন। (২) একালেও দেখিয়াছি যুবক ব্যবহারাজীব রাজশাহীর যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (গত ২৭ ডিসেম্বর, ১৯১৬) দুইটি নিমজ্জমানা রমণীর প্রাণ রক্ষা করিতে গিয়া নিজে পদ্মাবক্ষে চিরনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন (৩)। বালক কিরণকুমার কুলি-বালকের জীবন রক্ষা করিবার জন্য নিজে বেগগামী মোটর গাড়ীর নিম্নে পতিত হইতে দ্বিধা বোধ করেন নাই (৪); স্বর্গগত নফরচন্দ্র কুণ্ডুর অসাধারণ আত্মত্যাগকাহিনী বাঙ্গালী এখনও বিস্মৃত হয় নাই! আজিও

(১) Annals of Rural Bengal, Hunter, P. 42.
(২) বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।
(৩) প্রবাসী, মাঘ ১৩২৩।
(৪) The Bengalee (Dak) 1st May, 1917.

কলিকাতার এক নিভৃত ক্ষুদ্র রাজপথে আড়ম্বরহীন ক্ষুদ্র একটী প্রস্তর-স্তম্ভ সে পরিচয় প্রদান করিতেছে। কিছুকাল পূর্ব্বেও "আনন্দ বাজার পত্রিকায়" নিম্নলিখিত ঘটনাটী প্রকাশিত হইয়াছিল :—

"কয়েক দিন পূর্ব্বে বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত মনোহরপুর গ্রাম নিবাসী সত্যায়তন আশ্রমের রাখাল দামু বাউরি (বয়স ৪০) জঙ্গলে গরু চরাইবার সময় নিকটবর্ত্তী পুকুরের ধারে বালকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া গিয়া ৬ বৎসরের একটী রাখাল বালককে জলমগ্ন হইতে দেখিতে পায়। দামু সাঁতার জানিত না, তদুপরি সে দুর্ব্বল ও খর্ব্বকায় ছিল ; তথাপি সে জীবনের মায়া না করিয়া বালককে উদ্ধার করিবার জন্য জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে। জলমগ্ন বালক দামুকে এমনভাবে জড়াইয়া ধরে যে, সে আর জল হইতে উঠিতে পারে না। ফলে উভয়ে গভীর জলে ডুবিয়া যায়। অন্য একটী রাখাল বালক ছুটিয়া আসিয়া সত্যায়তন বিদ্যাপীঠে সংবাদ দিলে ছাত্রাবাসের ছাত্রগণ ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াইয়া গিয়া তাহাদিগকে উদ্ধার করে। কিছুক্ষণ প্রাথমিক চিকিৎসার পর বালকটি সম্পূর্ণ সুস্থ হয় এবং বহুক্ষণ পরে দামু সংজ্ঞা লাভ করে। তার পরদিনই সে জরাক্রান্ত হয়। কিন্তু বহু চেষ্টা ও যত্ন সত্ত্বেও ১২ দিনের দিন দরিদ্র পরিবারের একমাত্র অবলম্বন মহাপ্রাণ দামু কয়েকটী শিশু-সন্তান ও স্ত্রী রাখিয়া প্রাণত্যাগ করে।" বাঙ্গালীর ইতিহাসে এরূপ দৃষ্টান্তের অভাব নাই। (১)

---

(১) ছাতনা (বাঁকুড়া), ৭ই অক্টোবর, ১৯৩৭।

CONTAI, 2nd April, 1938.

The story of the heroic rescue of a young girl from drowning *by a boy* has been received here.

It is reported that the little grand-daughter of Upendra Nath Shee of Contai fell into a well while playing. The cries of the girl attracted the attention of Prodyot, the young son of Upendra, who

কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে (১৯১৩ খৃষ্টাব্দ) যখন অর্দ্ধ বঙ্গ ভীষণ জলপ্লাবনে ভাসিয়া গিয়াছিল—যখন এক মুষ্টি অন্নের জন্য—একখানি বসনের জন্য শত সহস্র নরনারী কাতরকণ্ঠে রোদন করিয়াছিল— যখন জল-স্রোতে বর্দ্ধমান ভাসিয়াছিল, মেদিনীপুর ভাসিয়াছিল—বাঁকুড়া, বীরভূম যখন প্লাবনের শঙ্কায় নিত্য শঙ্কিত

অর্দ্ধ বঙ্গে জল-প্লাবন

at once jumped into the well and after a great effort rescued the girl from inevitable death—(A. P.)

—*The Amrita Bazar Patrika (Town) April 6, 1938.*

SAVED FROM DROWNING :—On Thursday the 18th August at 8 a. m. Udayaraj Durwan of India Fan Co., was saved from drowning by the prompt activities of Sreeman Girindra Nath Buddy, Sj. Natabar Dutt and Sj. Kalipada Das—members of the Bhagirathi Sangha Life Saving Corps, in the river Ganges at Babu Ghat, Calcutta, at the risk of their lives. They brought him to the shore almost in an exhausted condition.

—*The Amrita Bazar Patrika (Town) August 24, 1938.*

১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এলাহাবাদে কুম্ভ মেলা হয়। মেলা উপলক্ষে প্রায় ২৫ লক্ষ লোক সমবেত হইয়াছিল। ত্রিবেণী সঙ্গমে স্নান কালে অকস্মাৎ নদীর স্রোত কিয়ৎ পরিমাণে গতিমুখ পরিবর্ত্তন করিয়াছিল বলিয়া একটি ভীষণ ঘূর্ণাবর্ত্তে ত্রিবেণীর গর্ভ আলোড়িত হয়। উহার টানে অনেকে নদীগর্ভে প্রাণ বিসর্জ্জন করিয়াছিল। এলাহাবাদে প্রবাসী বঙ্গ যুবক লালমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের প্রাণ তুচ্ছ করিয়া অন্যূন ত্রিশবার নদীতে ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক ১৫টি জীবনরক্ষা করিয়াছিলেন। দেবচরিত্র লালমোহনকে সম্মানিত করিবার জন্য এলাহাবাদের রাজপুরুষগণ যথোচিত আয়োজন করিয়াছিলেন। মেলায় উপস্থিত লক্ষ লক্ষ লোকের সকৃতজ্ঞ আশীষ-ধ্বনিতে সেদিন ত্রিবেণীতট মুখরিত হইয়াছিল। লালমোহন ২৪ পরগণা জেলার সন্তোষপুর গ্রামের বাবু জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র। সেকালে লালমোহন একজন সুবিখ্যাত সাঁতারু বলিয়া পরিচিত ছিলেন। বর্ষাকালে এলাহাবাদে সম্পূর্ণশরীরা আবর্ত্তভীষণা তরঙ্গচঞ্চলা ভাগীরথী অতিক্রম করিবার একটি প্রতিযোগিতায় কয়েক জন গোরার সঙ্গে লালমোহন নদীতে নামিলেন। জলের বেগ দেখিয়া গোরারা পলায়ন করিলেন, কিন্তু লালমোহন অবলীলাক্রমে তিন মাইল সাঁতার দিয়া পরপারে উঠিলেন। জয়ধ্বনিতে গঙ্গাতীর মুখরিত হইয়া উঠিল। সামরিক বিভাগের কর্ত্তারা লালমোহনকে পদক দানে পুরস্কৃত করিয়াছিলেন।

হইতেছিল, হুগলী হাবড়া ডুবিয়া গিয়া যখন জল থৈ থৈ করিতেছিল—যখন পাটনা প্লাবনের বারিরাশিতে পরিপূর্ণ, বাঁকিপুর ডুবিবার উপক্রম, হইয়াছিল;—যখন দ্বারবঙ্গ টলমলায়মান—বাঙ্গালার সেই আকস্মিক দুর্দ্দিনে যখন দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়াছিল, সুবর্ণরেখা জলোচ্ছ্বাসময়ী—যখন রূপনারায়ণ স্ফীতবক্ষ—যখন মেদিনীপুরের কংসাবতী, বৈতরণী ও শিলাই, বর্দ্ধমানের বাঁকা ও বরাকর, বীরভূমির অজয়, বিহারেব শোণ সমস্তই আবেগময়ী তরঙ্গবহুলা কুলপরিপ্লাবিনী—তখন বন্যার কার্য্যে যোগদান করিয়া চক্ষে দেখিয়াছি, স্বেচ্ছাসেবকগণ দেবদূতের ন্যায় আর্ত্তের দুঃখ মোচন করিয়াছেন। অনশনে, অর্দ্ধাশনে, কর্দ্দমলিপ্ত সিক্তদেহে তাঁহারা গৃহে গৃহে বস্ত্র, তণ্ডুল ও ঔষধ বিতরণ করিয়া বহু লোকেব জীবন রক্ষা করিয়াছিলেন।

বন্যায় যে তখন শুধু বারিপ্রবাহ আনয়ন করিয়াছিল তাহা নহে—বঙ্গের প্রাণ সেই প্লাবনে ভাসিয়া আসিয়া বাঙ্গালীর দ্বারে দ্বারে ফিরিয়াছিল—সেই উপপ্লব ভাবিতে বুঝিতে ও প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে শিখাইয়াছিল যে "আমার স্বদেশ আমার চিরন্তন স্বদেশ—আমার পিতৃপিতামহের স্বদেশ—আমার সন্তান সন্ততির স্বদেশ—আমার প্রাণদাতা শক্তিদাতা সম্পদ্‌দাতা স্বদেশ।" (১)

সে দৃশ্য দেখিয়া "ইংলিশম্যান" (২) লিখিয়াছিলেন—'ভারতবাসীর সহৃদয়তার পরীক্ষা যদি পূর্ব্বে কোন দিন হইয়াও থাকে, এই বন্যা ও আর্ত্তের রোদন, আর একবার তাহা গ্রহণ করিয়াছে। স্বেচ্ছাসেবকগণ যেরূপ অসমসাহসিকতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহার তুল্য আনন্দের বিষয় আর কি আছে। ইহাদিগের মধ্যে আবার বাঙ্গালী, মাড়োয়ারী

(১) বিজয়া সম্মিলন—শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বঙ্গদর্শন, ১৩১২।

(২) The Englishman as quoted in the Bengalee, Aug 19, 1913.

ও বেহারী স্বেচ্ছাসেবকগণ এক নবীন আলোকের নূতন প্রভায় সমুদ্ভাসিত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের আত্মোৎসর্গ ও সৎসাহস বহুদিন স্মরণ থাকিবে।'

মহামান্য শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর ছাত্রদিগের সাহস ও সহিষ্ণুতা দর্শনে প্রীত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার মহোদয়কে নিম্নলিখিত মর্ম্মে তার যোগে জানাইয়াছিলেন—"বন্যাপীড়িত জেলা সমূহের সুদূর গ্রামে পর্য্যন্ত সাহায্য দান করিতে ছাত্রগণ যেরূপ সাহস ও সহিষ্ণুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছে, তাহা দেখিয়া আমি তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়াছি।"

টাউনহলের একটী বিরাট সভায় বঙ্গের মাননীয় গবর্ণর বাহাদুর যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"প্লাবনপীড়িত অঞ্চলে যাঁহাদের স্বার্থ বিজড়িত আছে, তাঁহারই যে শুধু এই ব্যাপারে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন তাহা নহে ; অনেক কলিকাতাবাসী, বাঙ্গালার বিভিন্ন প্রদেশনিবাসী এবং বঙ্গের বাহিরে অন্যান্য স্থানের লোকও আর্ত্তের সাহায্যার্থ আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। রামকৃষ্ণ মিশনের এবং চার্চ্চ মিশনরী সোসাইটীর যুবক এবং স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করিতেছি। ইহাদিগের কার্য্য-বিবরণ আমরা সকলেই পাঠ করিয়াছি। এই ব্যাপারে বাঙ্গালী যুবকগণ যে প্রকার স্বার্থত্যাগ, কার্য্যকুশলতা এবং সাহসের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে।"

বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক

দেশের নানা অবস্থা ও প্রতিষ্ঠানের কল্যাণে যাহার বিকাশ—অর্দ্ধোদয়, লাঙ্গলবন্ধ প্রভৃতি উপলক্ষে যাহার পরিপুষ্টি, প্লাবন, অনাবৃষ্টি ও ঝটিকার রুদ্র তেজ হইতে যাহার শক্তিসঞ্চয়—এ যুগের মহা কুরুক্ষেত্রে তাহার পরিণতি ঘটিয়া বাঙ্গালীর মৌন-বিক্রম পৃথিবীর ইতিহাসে স্থান লাভ করিবার যোগ্য হইয়াছে। বক্তৃতা-মঞ্চের করতালি একদিন ক্ষীণকণ্ঠে যাহার যশ

বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল, সমরক্ষেত্রের কামান শেষে অগ্নিমুখে তাহার স্তুতি ঘোষণা করিয়াছে; স্বদেশের ক্ষুদ্র গণ্ডী একদিন যাহার কর্ম্মক্ষেত্র ছিল—মেসপটেমিয়া, কুট, বাগ্দাদ প্রভৃতি বিভিন্ন স্থানে তাহা আপন অধিকার বিস্তার করিয়াছে; শুধু ভারতবাসী যাহার সেবার সামগ্রী ছিল—জাতি নির্ব্বিশেষে, শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে পৃথিবী তাহার সেবা গ্রহণ করিয়াছে। বাঙ্গালীর মৌন-বিক্রম সার্থক হইয়াছে।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের পাবনার অধিবেশনে সভাপতি স্বরূপ বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছাসেবকদিগকে বলিয়াছিলেন—

"রক্তবর্ণ প্রত্যূষে তোমরাই সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া উঠিয়া অনেক দ্বন্দ্বসংঘাত এবং অনেক দুঃখ সহ্য করিলে। তোমাদের সেই পৌরুষের উদ্বোধন কেবলমাত্র বজ্রঝঙ্কারে ঘোষিত হইয়া উঠে নাই, আজ করুণাবর্ষণে তৃষ্ণাতুর দেশে প্রেমের বাদল আনিয়া দিয়াছে। সকলে যাহাদিগকে অবজ্ঞা করিয়াছে, অপমানে যাহারা অভ্যস্ত, যাহাদের সুবিধার জন্য কেহ কোন দিন এতটুকু স্থান ছাড়িয়া দেয় নাই, গৃহের বাহিরে যাহারা কাহারও কাছে কোনও সহায় প্রত্যাশা করিতেও জানে না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাহারা দেশের ছেলেদিগকে ভাই বলিতে শিখিল।"

"তোমাদের শক্তি আজ যখন প্রীতিতে বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে, তখন পাষাণ গলিয়া যাইবে, মরুভূমি উর্ব্বরা হইয়া উঠিবে, তখন ভগবান আর আমাদের প্রতি অপ্রসন্ন থাকিবেন না। তোমরা ভগীরথের ন্যায় তপস্যা করিয়া রুদ্রদেবের জটা হইতে এবার প্রেমের গঙ্গা আনিয়াছ; ইহার প্রবল পুণ্যস্রোতকে ইন্দ্রের ঐরাবতও বাধা দিতে পারিবে না এবং ইহার স্পর্শমাত্রেই পূর্ব্বপুরুষের ভস্মরাশি সঞ্জীবিত হইয়া উঠিবে। হে তরুণ তেজে উদ্দীপ্ত ভারত-বিধাতার প্রেমের

দূতগুলি, আমি আজ তোমাদের জয়ধ্বনি উচ্চারণ করিয়া নিবেদন করিতেছি যে দেশে অর্দ্ধোদয় যোগ কেবল এক দিনের নহে।" (১)

'বাঙ্গালী' ফ্ল্যাট্

"বাঙ্গালী" হস্‌পিট্যাল ফ্ল্যাট্ যেদিন খিদিরপুরের ডকে বাঙ্গালীর অর্থে ভূষিত হইয়া ইউরোপের মহাসমরে আহতের আশ্রয় স্বরূপ অগ্রসর হইল, সে দিন কে জানিত যে বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক টেসিফোন, উম্মাল্‌তাবুল, কুট, বগ্দাদ প্রভৃতি স্থানে যে জয়মাল্য অর্জ্জন করিবে, তাহা তাহার জাতিকে জগৎ সমক্ষে পরিচিত করিবার পথ সহজ করিয়া দিবে। বহু যুগের সুদীর্ঘ তপশ্চর্য্যায় ও কৃচ্ছ্রসাধনে যাহা লাভ করিতে হয়, আত্মত্যাগে যে বিজয়কীর্ত্তি অর্জ্জন করিতে হয়—তাহা প্রবচন ও অর্থের দ্বারা লভ্য নহে—আড়ম্বরে তাহা একান্তই দুর্ল্লভ। "বাঙ্গালী" হস্‌পিট্যাল ফ্ল্যাট্ তাহার কর্ম্মভূমির ছায়া স্পর্শ করিবার বহু পূর্ব্বেই মান্দ্রাজের উপকূলে অনন্তচলোর্ম্মি মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া গেল! 'বাঙ্গালীর' নামকরণের দিন বৃহৎ সভাস্থলে বাঙ্গালার গবর্ণর লর্ড কার্ম্মাইকেল যে আশীর্ব্বচন উচ্চারণ করিয়াছিলেন, এই দুর্ঘটনায় কয়েক দিনের মধ্যেই তাহা শুধু বস্তুহীন স্বপ্নস্মৃতিতে পর্য্যবসিত হইল।

বগ্দাদে অগ্নিকাণ্ড

বাঙ্গালী-সেনা ও অন্যান্য বৃটিশ-যোদ্ধা যখন বগ্দাদে বন্দী, বগ্দাদের সেনাবাসে তখন একদিন অকস্মাৎ অগ্নিকাণ্ড উপস্থিত হইল। আরবী কুলির হস্তের একটী বোমা হঠাৎ পড়িয়া গিয়া ফাটিয়া যাওয়াতেই অস্ত্রশালা জ্বলিয়া উঠিল। সেই ভীষণ শব্দে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হইল! কামানের গোলা, বিমানের বোমা, বন্দুকের গুলি, হাত-বোমা প্রভৃতি অনবরত ফাটিতে লাগিল! সেই অগ্নির ধূমে দিঙ্মণ্ডল সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল। বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ তখন প্রায় সকলেই অদূরবর্ত্তী বিপণি সন্দর্শনে গমন

(১) সঞ্জীবনী, ১লা ফাল্গুন, ১৩১৪।

করিয়াছিলেন। ঘন ঘন বজ্রধ্বনি—ঘন ঘন ভূকম্পের ন্যায় ঘোর কম্পন সকলকে চমকিত করিয়া দিল। তাঁহারা মনে করিলেন শত্রুর কামানের গোলা আসিয়া বগ্দাদে পতিত হইতেছে।

বীর রণদাপ্রসাদ মুহূর্ত্তে দেখিলেন, আর্ত্তনিবাস অনলসংযোগে জ্বলিতেছে। চব্বিশ জন বঙ্গীয় 'এম্বুলেন্স'-সেনা তখন বগ্দাদে আহত বৃটিশ সৈনিকের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। রণদা তীরবেগে আর্ত্তনিবাসেব দিকে ছুটিলেন। যাইয়া দেখিলেন, তুর্কি 'ফায়ার ব্রিগেড' নিতান্ত ভগ্নমনে অগ্নিনির্ব্বাণে নিযুক্ত হইয়াছে। সে ভীষণ অনল যে আদৌ নির্ব্বাপিত হইতে পারিবে এ ভরসাও তাহারা ত্যাগ করিয়াছে!

কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই 'ফায়ার ব্রিগেড' প্রস্থান করিল। ডাক্তার কাপ্তান কিং কহিলেন—'আর বিশেষ কিছু কবিবার নাই, আহত সৈনিকগণ সময় মত ঘরের বাহির হইয়াছে।' রণদা কহিলেন—'তাহা সম্ভব নহে। ত্রিশজন সৈনিক এরূপ আহত হইয়াছে যে তাহারা কিছু-তেই বাহির হইতে সমর্থ হইবে না।'

আর্ত্তনিবাসের কক্ষপ্রাচীর তখন অগ্নিময় হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল! রণদা কহিলেন—'আদেশ দিন, আগুনে ঝাঁপাইয়া পড়ি। দেখি, কিছু করিতে পারি কি না।' কাপ্তান কিং বুঝিলেন, এখন দগ্ধগৃহে প্রবেশ করিবার চেষ্টা বৃথা। কিন্তু রণদা নির্ব্বন্ধাতিসহকারে আদেশ প্রার্থনা করিয়া কাপ্তানকে অভিবাদন পূর্ব্বক কহিলেন—'আমার বিশ্বাস ৩০ জন আহত সৈনিকের কেহ না কেহ এখনও অগ্নিগর্ভ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই।'

আদেশ পাইবামাত্র রণদা, শিশির প্রসাদ, জগদীশ মিত্র প্রভৃতি যুবকেরা মুহূর্ত্তে সেই অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান করিলেন! চক্ষের নিমেষে কাপ্তান তাঁহাদের অনুগমন করিলেন। বিংশ জন আহত অক্ষম সৈনিক তাই সেই ভীষণ অনল-সমাধি হইতে সেদিন রক্ষা পাইল!

দেখিতে দেখিতে অন্যান্য বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অগ্নি তখন লক্ষ জিহ্বা মেলিয়া সর্ব্বগ্রাসী হইয়াছে! তাঁহারাও অনতিবিলম্বে অবশিষ্ট আহত সৈনিকদিগকে বাহিরে আনিয়া নিরাপদ স্থানে লইয়া গেলেন।

বাঙ্গালী যেদিন কলিকাতার এক উৎসবগৃহে বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকগণের এই বীরত্ব-কাহিনী শুনিল, সকলে সে দিন বিস্ময়ে রণদাপ্রসাদের মুখের দিকে চাহিল। সকলের সন্দেহ দূর করিবার জন্য ডাক্তার শ্রীযুক্ত স্বরেশ প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী মহাশয় রণদার 'সার্ব্বিস্ বহি' বাহির করিলেন। সকলে দেখিল তাহাতে লিখিত রহিয়াছে—

বগ্দাদ, ১৬ই জুন, ১৯১৬

আর, পি, সাহা আমার অধীনে প্রথমে কুটে এবং পরে ৫৭ নং ভারতীয় ষ্টেসনারী হস্‌পিটালে এবং শেষে বগ্দাদে ছয় মাস কার্য্য করিয়াছিলেন। বগ্দাদে তিনি বন্দী অবস্থায় ছিলেন এবং আমাদিগের আহত ও রুগ্ন সৈনিকদিগের সেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি যে কেবল পরমানন্দে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা নহে। অস্ত্রোপচারের পর ক্ষতস্থান বন্ধন, রোগীদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতিও অতিশয় নৈপুণ্যের সহিত শিক্ষা করিয়াছেন। এই সকল কার্য্য করিতে করিতে যখন আমার মেরুদণ্ড ব্যথিত হইয়া উঠিত, তখন বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবকদল এবং রণদার মত কয়েকজনের হস্তে ভিন্ন, আমি অন্যের উপর এই কর্ত্তব্যভার অর্পণ করিতাম না—তিনি এমনি নিষ্ঠার সহিত এই সকল কার্য্য করিতেন।

আমাদিগের সৈনিকদিগের জন্য নিত্য নবীন শাক-পত্র সংগ্রহ করিবার তিনিই পথপ্রদর্শক। এই কার্য্যে তিনি নিরতিশয় সাহসেরও পরিচয় দিয়াছেন। শাক-পত্র সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে নিত্য এমন স্থানে যাইতে হইত যেখানে সর্ব্বদা শত্রুর কামানের গোলা আসিয়া পড়িত!

আর্ত্তনিবাসের নিকট তোপখানায় যখন অগ্নি লাগিয়াছিল তখন রণদাপ্রসাদ ধীরচিত্তে অশেষ শ্রম সহ কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং নিজে সকলের শেষে আর্ত্তনিবাস পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার কর্ম্মকুশলতায় পরম প্রীত হইয়াছি এবং প্রসন্নচিত্তে এই প্রশংসাপত্র দিতেছি।

(স্বাক্ষর) এইচ্ এফ্ কিং

কাপ্তান, (আই, এম্, এস্)

এই প্রশংসা-পত্রের পাদদেশে লিখিত ছিল—

কাপ্তান কিংএর সহিত আমিও সম্পূর্ণরূপে এক মত।

(স্বাক্ষর) পি, বসু

মেজর, (আই, এম্, এস্)

৫৭ নং ভারতীয় ষ্টেশনারী হস্পিটালের অধিনায়ক।

এই প্রশংসাবাক্য শুধু রণদার বা মুষ্টিমেয় বঙ্গ-সেনার শূরত্বের পরিচয়-পত্র নহে—উহা বাঙ্গালী জাতির গৌরবময় প্রশস্তি-পত্র। ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী মহাশয় একটী সভায় কহিয়াছিলেন যে, মেসপটেমিয়ার উচ্চ সামরিক কর্ম্মচারিগণ তাঁহাকে লিখিয়াছেন—বাঙ্গালায় যদি আরও রণদা প্রসাদ থাকেন তবে তাঁহারা অসঙ্কোচে তাঁহাদিগকে গ্রহণ করিবেন!

সার জন নিক্‌সন ও কর্ণেল হেনেসির মন্তব্য

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে এম্বুলেন্স কোরের অনুরোধে স্থির হইল যে, তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্রে লইয়া যাওয়া হইবে। দেখা গেল যে, এম্বুলেন্স কোরের ডাক্তার দ্বারাই কার্য্যক্ষম একটী দল গঠিত হইতে পারে। এই সম্প্রদায় হাবিলদার এ সি চম্পটীর নেতৃত্বাধীনে সমরক্ষেত্রে যাত্রা করিল। ইহারা ষষ্ঠ ডিভিসনের ২নং ফিল্ড এম্বুলেন্সের সহিত সংযুক্ত হইয়া অগ্রসর হইল। কূট-উল্-আমারার যুদ্ধের এক কি দুই দিবস পরেই এই সম্প্রদায় অগ্রগামী সৈন্যদিগের সহিত মিলিত হইয়া বরাবর

ষষ্ঠ ডিভিসনের সহিত রণাঙ্গনে অগ্রসর হইল। ইহারা টেসিফোনের বিশ্ববিখ্যাত যুদ্ধে উপস্থিত ছিল। সেখানে ভীষণ গোলাবর্ষণের মধ্যে ইহাদিগকে কর্ত্তব্যপালন করিতে হইয়াছিল। এই দলের কর্ম্মতৎপরতা সম্বন্ধে যতগুলি মন্তব্য হস্তগত হইয়াছে, তৎসমুদায় হইতে জানা যায় যে, গোলাগুলির বর্ষণের মধ্যেও ইহারা অতি প্রশংসার সহিত আহত সৈনিকদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিল। অতি ভীষণ গোলাবর্ষণের মধ্যেও ইহারা সাহসের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল এবং পরে আহত সৈনিকদিগকে নদীতীরে লইয়া যাইবার সময়েও যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিল। নভেম্বর মাসের শেষভাগে ইহারা যুদ্ধ-ব্যাপারের সকল কষ্ট ও অসুবিধা অন্যের মতই সমান ভাবে অম্লান বদনে ভোগ করিয়াছিল এবং বরাবরই রণাঙ্গনে উপস্থিত ছিল। (১)

(১) At the end of October 1915 the request of the men of the Ambulance Corps to take part in the anticipated forward movements was acceded to by the military and it was found practicable to form a detachment and to satisfactorily carry on the hospital work with the purely medical and surgical staff. The detachment proceeded to the front under the charge of Habildar A. C. Champati and was attached to No. 2 Field Ambulance 6th Division. It joined the advanced forces a day or two after the battle of Kutt-el-Amara and afterwards remained with the 6th Division throughout its advance and was present at "*the battle of Ctesiphon where the men came under severe fire.*" and from all accounts *did valuable work in succouring the wounded.* "*The men worked with the greatest gallantry under heavy shell fire*" and afterwards rendered valuable assistance in removing the wounded to the river bank. They took their full share of the hardships of the actions at the end of November and in reduced numbers owing to sickness due to exposure—have been at the front up till now."

—Sir John Nixon as quoted by Dr (Lt col.) S. P. Sarbadhikari in his Town Hall speech.—*The Bengalee* (Dak) 8th March : 1917.

কর্ণেল জে হেনেসি বলিয়াছেন—১৬ সংখ্যক ব্রিগেড যখন ৬ই অক্টোবর তারিখে যাত্রা করে তখন ইহারাও সেই সঙ্গে তিন দিনে, ৭০ মাইল পথ পদব্রজে গমন করিয়াছিল। এই কষ্টকর কুচে সামান্য কয়েকজন ব্যতীত ইহাদের সকলেই প্রশংসার সহিত কৃতকার্য্য হইয়াছিল। ৯ই অক্টোবর হইতে ১৫ই অক্টোবর পর্য্যন্ত ইহারা হৃষ্টচিত্তে অতি নিপুণতার সহিত ফিল্ড হস্‌পিটালের কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াছিল। ২২শে নবেম্বর টেসিফোনের যুদ্ধের দিন এবং তাহার পরেও তিন দিন পর্য্যন্ত ইহারা এম্বুলেন্সের সংবাহকদলের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধের স্থানে কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়াছিল। ইহারা যেরূপে কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিল তাহা অতীব চমৎকার—সেকথা সহজে বিস্মৃত হইবার নহে! আমাদের বাহিনী যখন কুটে প্রত্যাবর্ত্তন করে, তখন ইহাদের মধ্যে একজন হত, একজন আহত এবং ছয়জন শত্রু হস্তে বন্দী হইয়াছিল। (১)

কুট-উল্‌-আমারার সুবিখ্যাত অবরোধকালে বঙ্গীয় সেবকদলের ২৪

(১) On the 6th October they accompanied the 16th Brigade...a trying march of seventy miles in 3 days which they performed creditably, few having fallen out. From October 9th to November 15th. their work consisted of Field hospital duties which were cheerfully and efficiently carried out. At the battle of Ctesiphon on 22nd. November and for 3 subsequent days they were employed with the bearer division of the Ambulance at the firing line and *their work—which was splendid—will not be easily forgotten.*" During the retirement of the force to Kut one was killed, one wounded and six of their number fell into the hands of the enemy."

—Col J. Hennesey C. B., R. A. M. C. as quoted by Dr. (Lt. col.) S. P. Sarbadhikari in his Town Hall speech : *The Bengalee* (Dak) 8th. March, 1917.

জন সেবক সেনাপতি টাউন্‌সেণ্ডের সহিত ছিলেন এবং তুর্কীদিগের হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী অবস্থাতেও তাঁহারা অসীম কর্ত্তব্যনিষ্ঠা প্রদর্শন করিতে বিরত হন নাই।

কূট-উল্‌-আমারার অবরোধ

রণদাপ্রসাদ কহিয়াছেন, টেসিফোনের যুদ্ধে ফণীভূষণ ঘোষ, শিশির প্রসাদ সর্ব্বাধিকারী এবং আমি হাবিলদার চম্পটীর নেতৃত্বাধীনে সৈন্য-দলের পশ্চাৎভাগে ছিলাম। আমাদের কূটে গমন ও অবরোধ-কাহিনী সকলেরই জানা আছে। যাহাতে খাদ্য সামগ্রী না ফুরায় সেই জন্য প্রথম হইতেই আমাদের দৈনিক আহার্য্যের পরিমাণ অর্দ্ধেক করা হইয়াছিল। অবরোধ মুক্ত হইল না—ক্রমেই রসদ কমিতে লাগিল। আমরা যেদিন শত্রুহস্তে আত্মসমর্পণ করি তাহার ১০।১২ দিন পূর্ব্ব হইতেই প্রত্যহ দুই আউন্স পরিমিত আটা, দুই আউন্স তৈল, ১২ আউন্স অশ্বের মাংস এবং দুই আউন্স ডাল পাইতেছিলাম। আত্মসমর্পণের একপক্ষ পূর্ব্বে ৪ খানি বিমান-পোতে আটা ও টিনে বন্ধ মাংস, ডেট-চকোলেট, স্যাকেরিণ প্রভৃতি আসিয়া পৌঁছিল। প্রত্যেকখানি বিমানে ৭ মণ করিয়া খাদ্য সামগ্রী আসিয়াছিল। তাহাতে আর কয়দিন যাইবে? (১)

রণদা প্রসাদ যে হাবিলদার চম্পটীর কথা কহিয়াছেন তাঁহার নাম অমরেন্দ্রনাথ চম্পটী। অমরেন্দ্র অমরধামে প্রস্থান করিয়াছেন বটে কিন্তু বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকদিগের গৌরবময় ইতি-হাসের সহিত তাঁহার স্মৃতি চিরদিন বিজড়িত থাকিবে। তিনি কলিকাতা পুলিশ-আদালতের একজন উদীয়মান ব্যবহারাজীব ছিলেন। বঙ্গীয় সেবক-সম্প্রদায়ে প্রবেশ করিলে পর যখন লোকে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি

হাবিলদার অমরেন্দ্রনাথ চম্পটী

(১) *The Bengalee* (Dak) Sept 30, 1916.

কেন ইহার মধ্যে আসিতেছেন ?" চম্পটী গর্ব্বভরে উত্তর দিয়াছিলেন— "কেন ? আমি যে একজন বাঙ্গালী—এইজন্য। এই সেবক-সম্প্রদায়ের নাম কি বঙ্গীয় সেবক-সম্প্রদায় নহে ? প্রত্যেক সবলকায় বাঙ্গালীরই ইহাতে যোগদান করা কর্ত্তব্য ."

এই সেবক-সম্প্রদায় যখন আলিপুরে শিক্ষানবিশি করেন তখন অমরেন্দ্রনাথই সকলের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। আর্ত্তনিবাসের দৈনিক কর্ত্তব্য, প্রহরীর কর্ম্ম, সেবা, বন্ধনশালার তত্ত্বাবধান প্রভৃতি সমস্তই তিনি করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজ সামরিক কর্ম্মচারী ভিন্ন সাধারণতঃ অন্যের উপর এতগুলি কর্ত্তব্যপালনের ভার অর্পিত হয় না। কূট-উল্-আমারার স্বেচ্ছাসেবকগণ ক্রীড়াচ্ছলে কহিতেন—যখনই বাঙ্গালী-আর্ত্তনিবাসে প্রবেশ কর, তখনই সর্ব্বপ্রথমে দেখিবে একজন বপুষ্মান হাবিলদার আপন কর্ত্তব্যপালনে নিযুক্ত রহিয়াছেন। (১) ইনিই হাবিলদার চম্পটী।

শ্রীযুক্ত শান্ত নেহাল সিং "লণ্ডন অবজার্ভার" নামক পত্রে লিখিয়াছেন—তুর্কি কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত একটী বোমা একদিন একখানি হস্‌পিটাল পোতে আসিয়া পতিত হইল। বোমার মুখে তখনও অগ্নি জ্বলিতেছিল—উহা ফাটিবার আর বিলম্ব ছিল না! নিশ্চিত মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়াইয়া একজন বাঙ্গালী (প্রাইভেট) স্বেচ্ছাসেবক মুহূর্ত্ত-মধ্যে সেই প্রজ্বলিত বোমা তুলিয়া লইল—নিমেষে উহার অগ্নিমুখ ছিন্ন করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিল। তাহার ধীরতা, ক্ষিপ্রকারিতা এবং আত্মজীবনের প্রতি সম্পূর্ণ ঔদাসিন্য সেদিন এই হস্‌পিটাল পোত-খানিকে রক্ষা করিয়াছিল—পোতাশ্রয়ে যে সকল আহত রুগ্ন সৈনিক ছিল তাহারাও ভীষণ মৃত্যুর কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। এই বীর

হস্‌পিটাল পোতে বোমা ও বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক

(১) *The Bengalee* (Dak) July 11, 1917.

স্বেচ্ছাসেবকের নাম প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া জানি না। তিনি যিনিই হউন, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে গৌরবের পাত্র তাহাতে আর সন্দেহ নাই। (১)

বন্দীকৃত সেবকগণ যখন ক্রমে ক্রমে মুক্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন, বাঙ্গালার নেতৃবর্গ তখন তাঁহাদিগকে পরম সমারোহে পুষ্পমাল্যে বরণ করিয়া লইলেন। তাঁহাদিগের বীরত্বকাহিনী শ্রবণ করিয়া ভারতের প্রধান রাজপুরুষ প্রসন্নচিত্তে নিম্নলিখিত মর্ম্মে কহিয়াছিলেন—

শ্রীযুক্ত বড়লাট বাহাদুর ও বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক

বেঙ্গল ষ্টেসনারী হস্‌পিটালের স্বেচ্ছাসেবকগণ মেসপটেমিয়ায় যেরূপ প্রশংসার সহিত কর্ত্তব্য পালন করিয়াছেন স্বেচ্ছাসেবক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতৃগণ তাহাতে গৌরব অনুভব করিতে পারেন। (২)

বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক দলের সকলেই যে আবার বাঙ্গালায় ফিরিতে পারিয়াছিলেন, তাহা নহে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যতীন্দ্র নাথ শত্রুর হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। চম্পটী, শিশির প্রসাদ, জগদীশ, ফণিভূষণ, ললিতমোহন, অতুল চন্দ্র, প্রিয়নাথ, প্রবোধ ও ম্যাথিউ-জেকবকে বন্দী অবস্থায় বগদাদ হইতে আনাবালিয়ায় লইয়া যাওয়া হয়। যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত ইঁহারা এসিয়া মাইনরে বন্দী অবস্থায় ছিলেন এবং শান্তিঘোষণার পরও তিন বৎসর বন্দী-জীবন যাপন করিয়া ইঁহাদের কেহ কেহ স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্র নাথ চম্পটী, প্রবোধ চন্দ্র ঘোষ, প্রিয়নাথ রায়, ম্যাথিউ-জেকব প্রভৃতি মেসোপটেমিয়ার "কোন্ এক অজানা প্রান্তরে মৃত্তিকার তলে চিরনিদ্রায় শয়ান আছেন" তাহার সংবাদ কেহ জানে না। ইঁহারা মরিয়াছেন বটে, কিন্তু মরিয়াই অমর হইয়াছেন।

---

(১) *The Bengalee* (Dak) Oct. 17, 1916

(২) *The Statesman* (Dak) July, 1916

মেসপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে যে বীর বাঙ্গালীদ্বয়ের মৌন-বিক্রম স্বজাতির জন্য 'মিলিটারি ক্রস' নামক গৌরব-ভূষণ অর্জ্জন করিয়াছে, তাঁহারা কাপ্তান কল্যাণ কুমার মুখোপাধ্যায় আই এম্ এস্ এবং কাপ্তান জ্যোতিলাল সেন আই এম্ এস্। কাপ্তান কল্যাণ আর ইহজগতে নাই। আর্ত্তসেবা করিতে করিতে তিনি দুইবার যুদ্ধক্ষেত্রে গুরুতররূপে আহত হইয়াছিলেন এবং তুর্কী হস্তে বন্দী হইয়াছিলেন। বন্দী থাকা কালেই ইউরোপের কোন তুর্কী নগরে টাইফয়েড জ্বরে তাঁহার দেহান্ত ঘটিয়াছে। (১)

বাঙ্গালীর মিলিটারী ক্রশ অর্জ্জন

প্রাইভেট মহেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জির মস্তকের ক্ষতস্থান বাঁধিয়া দিয়া একজন ইংরাজ ডাক্তার (কপ্তান, আই এম্ এস্) যুদ্ধক্ষেত্রেই তাঁহার স্মারকলিপিতে লিখিয়াছিলেন—সমরাঙ্গনে বাঙ্গালীর শোণিতপাত এই আমি প্রথম দেখিলাম। আজ একজন বাঙ্গালী যে শোণিত-ঋণ দান করিলেন, কালে ইহাই তাঁহার স্বজাতিকে সম্পদ্‌শালী করিবে। (২)

বাঙ্গালীর শোনিত-ঋণ

স্বেচ্ছাসেবকদিগের কার্য্যে প্রীত হইয়া গবর্ণমেণ্ট আরও বাঙ্গালী শুশ্রূষাকারী চাহিয়াছিলেন। প্রায় একশত যুবক সেজন্য যুদ্ধক্ষেত্রে যাইতে প্রস্তুতও হইয়াছিল। নানা কারণে শেষে তাঁহাদিগকে বিদায় দিতে হইয়াছিল। বিধাতা

বঙ্গবাহিনীর প্রারম্ভ

(১) *The Bengalee* (Dak) May 9, 1916.
Ibid May 10, 1916.

(২) This is the first time I have seen Bengalee blood spilt on a battle field. It is an investment which will bring a huge return for his race by and by.

--Remark of a Captain of the I. M. S. as told by Dr. S. P. Sarbadhikary in the Town Hall, *Bengalee* (Dak) 8th March, 1917.

বাঙ্গালীকে আবার যোদ্ধৃবেশে দেখিতে চাহিয়াছিলেন—কাহার সাধ্য যে তাহাকে শুধু স্বেচ্ছাসেবকের লোহিত ক্রশ চিহ্ন ধারণ করায়। সে দিন বঙ্গের এক স্মরণীয় শুভদিন। বাঙ্গালী সেই ৩০শে জুন তারিখে আবার আপনার সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়াছে—তাহার মৌন-বিক্রম আবার সেই দিন তাহাকে ম্যাক্সিম গানের সহিত পরিচয় করিবার সুযোগ ঘটাইয়া দিয়াছে। (১)

যাঁহার ক্ষীরধারায় বাঙ্গালী পরিপুষ্ট, সেই বঙ্গজননীর নিকট হইতেই বাঙ্গালী শক্তি লাভ করিয়াছে। মৃত্যু যে অতি সুন্দর—তাহাকেও যে শঙ্কাহীন চিত্তে বরণ করিয়া লইতে হয়—বঙ্গজননী তাঁহার পুত্রকে এই মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। তাঁহাদিগের অসাধরণ মৌন-বিক্রম প্রতিদিন প্রতি গৃহে গোপনে প্রকাশ পায়, তাহার সহিত জয়নিনাদের সম্বন্ধ নাই, আত্ম-প্রচারের চেষ্টা নাই, পাছে আর একজনের কৌতূহল দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এই ভয়েই উহা সর্ব্বদা সঙ্কুচিত হইয়া রহে। এমন দিন ছিল যখন দীপ্ত অনলশিখায় এই মৌনবিক্রম শুদ্ধ হইয়া পৃথিবীর পূজা লাভ করিয়াছিল।

বঙ্গজননীর মৌনবিক্রম

১৩৪১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের "ভারতবর্ষে" "সতীর জীবন বিসর্জ্জনের" একটী অনুপম চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ঘটনাটী এইরূপ—"বিগত ১৫ই এপ্রিল, ২রা বৈশাখ (১৩৪১) কলিকাতার নিমতলা ঘাট যিনি মহাতীর্থে পরিণত করিয়াছিলেন, শত শত নরনারী যে সতী-সাধ্বীকে দর্শন ও প্রণাম করিতেছিলেন, সীমন্তে অক্ষয় সিন্দূর, কুসুমদাম, অলক্তক ও মহামূল্য পট্টবস্ত্রে সজ্জিত হইয়া মৃত্যুর মহান্ মাধুরী মুখে মাখিয়া অন্তিম শয়নে যিনি স্বামীর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, সেই মহীয়সী

(১) —Speech of Dr. S. P. Sarbhadhikari in the Town Hall. *The Bengalee* (Dak) 8th March, 1917.

পুণ্যপ্রতিমা—শ্রীমতী প্রতিমা পালিত, শ্রীমান অমরনাথ পালিতের সহধর্ম্মিণী।”

“কয়েক মাস যাবৎ কঠিন পীড়ায় শয্যাশায়ী স্বামীর অক্লান্ত সেবায় শ্রীমতী প্রতিমা নিরত ছিলেন।······শেষে ঔষধ ও পথ্য প্রদান করিয়া যখন বুঝিতে পারিলেন, মানুষের কোনও শক্তিই তাঁহার স্বামীকে আর বাঁচাইতে পারিবে না, তখন তিনি স্বামীর বক্ষের উপর লুটাইয়া পড়িয়া সপ্রেম ভক্তি ভালবাসার ও পতিভক্তির শেষ ও সুগভীর নিদর্শন জানাইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতেই জ্ঞানশূন্য হইয়া ঢলিয়া পড়েন। বহু চেষ্টাতেও তাঁহার সংজ্ঞা আর ফিরিয়া আসে নাই। পিতামাতা ও আত্মীয় স্বজনের ক্রোড়ে তাঁহার জীবন-দীপ নির্ব্বাপিত হয়। মৃত্যুর শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীমতী প্রতিমা সম্পূর্ণ নীরোগ ছিলেন।······ইহার ঠিক তিন ঘণ্টা পরে প্রতিমার স্বামী অমরনাথের মৃত্যু হয়।······এই পতিগতপ্রাণা কুসুমকোমলা সতী-শিরোমণি স্বর্ণপ্রতিমা বৈধব্যকে জয় করিবার অজেয় শক্তি ও মানসিক তেজ কোথা হইতে পাইয়াছিলেন তাহা আমাদের ধারণার অতীত।”

শত্রুর গর্জ্জনে গৃহ কম্পিত হইতেছে, অরাতিখড়্গে পতিপুত্র ভূশয্যায় বিলুণ্ঠিত—নারী-মর্য্যাদা রক্ষার জন্য অসিহস্তে প্রহরী আর কেহ নাই, এমন অসহায় অবস্থায় আত্মসম্মান রক্ষার জন্য অগ্নিপ্রবেশ হয়ত দুর্ব্বল হৃদয়ের ক্ষণিক উত্তেজনার ফল বলিয়া কেহ কেহ বলিতে পারেন। কিন্তু যখন শত্রুর ছায়াস্পর্শেরও সম্ভাবনা নাই, যখন পুত্র কন্যা ভ্রাতা সকলেই পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছে, যখন সংসারে গৃহিণীর কাম্য যাহা সে সকলই আছে—নাই কেবল তাঁহার ইহ-পরকাল-সর্ব্বস্ব স্বামী—তখন তাঁহারই চরণ ধ্যান করিয়া আনন্দে অগ্নি-প্রবেশ করিতে যে বিক্রম প্রয়োজন তাহা ভারতবর্ষ ব্যতীত পৃথিবীর আর কোনও দেশেই নাই। বঙ্গনারী সেই অনুপম মৌন-বিক্রমে গর্ব্বিতা—বাঙ্গালী তাঁহারই স্তন্যে

লালিত, তাঁহারই ছায়ায় বর্দ্ধিত, তাঁহারই আত্মত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত—তাঁহারই চরণরেণু স্পর্শে বলদর্পিত।

সত্য বটে বৈদেশিক ঐতিহাসিকগণ নানা আলোচনার পর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, হিন্দুনারী সকল সময় স্বেচ্ছায় অগ্নি-প্রবেশ করিতেন না। এ সিদ্ধান্তকে একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আত্মরক্ষার চেষ্টা মানব প্রকৃতির চিরাচরিত স্বাভাবিক ধর্ম্ম। কিন্তু সে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিকে দমন করিয়াও যে বঙ্গনারী অধিকাংশ স্থলেই স্বেচ্ছায় আত্মদান করিয়াছেন, ইহার দার্শনিক কারণ যাহাই নির্দ্দিষ্ট হউক না কেন, উহা যে শক্তি ও দৃঢ়তার পরিচয় প্রদান করে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আজিও মধ্যে মধ্যে সংবাদ পত্রে সতীদাহের সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

একদিন বঙ্গের প্রথম ছোটলাট বঙ্গরমণীর সে অলৌকিক মৌন-বিক্রম দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। সে কাহিনী তিনি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন ঃ—

১৮২৯ খৃষ্টাব্দে রাজবিধি সতীদাহ বন্ধ করিয়াছে। সেই সময় আমি হুগলীর ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলাম। একদিন সংবাদ পাইলাম যে, আমার কুঠি হইতে কয়েক মাইল দূরেই সতীদাহ হইবে। গঙ্গাতীরে সর্ব্বদাই এরূপ ঘটনা ঘটিত।

............আমার সহচরদ্বয় রমণীকে নানারূপে বুঝাইয়া নিরস্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। তাঁহারা বাঙ্গালা জানিতেন না বলিয়া আমি তাঁহাকে সকল কথা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি গম্ভীরভাবে একমনে সমস্ত শুনিলেন—কিন্তু কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না।......অবশেষে তিনি চিতা সন্নিধানে যাইবার জন্য অধীরতা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। আমি যখন দেখিলাম যে কিছুতেই তাঁহাকে নিবৃত্ত করা যাইবে না, তখন তাঁহাকে চিতার পার্শ্বে যাইতে অনুমতি দিলাম।

পুরোহিত আমাকে কহিলেন—'একবার জিজ্ঞাসা করুন অগ্নিতে উঁহার যে বিষম যন্ত্রণা হইবে, তাহা কি উনি ভাবিতেছেন।'

রমণী আমার নিকটেই বসিয়াছিলেন। প্রত্যুত্তরে তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি-ব্যঞ্জক মুখখানি তুলিয়া ঘৃণার স্বরে কহিলেন—'একটা প্রদীপ আনুন।'··· ······প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়া তাঁহার সম্মুখে রাখা হইল। তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চাহিয়া তিনি তাঁহার দক্ষিণ হস্ত ভূমিতে সংস্থানপূর্ব্বক অগ্নিমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইলেন। পূর্ব্বেই এই অঙ্গুলিটী ঘৃতসিক্ত বস্ত্রে জড়ানো হইয়াছিল। অঙ্গুলিটি ঝলসাইয়া গেল—উহাতে ফোস্কা উঠিল—উহা শেষে কালো হইয়া গেল। একটি হংসপক্ষ আগুনে ধরিলে তাহা যেরূপ বক্র হইয়া যায়, অঙ্গুলিটিও সেইরূপে বক্র হইয়া গেল!

এইরূপে কিছুক্ষণ কাটিল। রমণী একটিবারও হাত সরাইলেন না—একটিও কাতর ধ্বনি করিলেন না—তাঁহার বদনে বিন্দুমাত্রও পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি কহিলেন—'এখন আপনার সন্দেহ দূর হইয়াছে কি?' আমি ব্যগ্রভাবে কহিলাম—'হাঁ, হইয়াছে।' তখন তিনি ধীরে ধীরে অগ্নি হইতে অঙ্গুলি অপসৃত করিয়া কহিলেন—'এখন কি আমি যাইতে পারি?' আমি সম্মতি দিলাম। তিনি অবসর্পিত নদীতীর বহিয়া ধীরে ধীরে চিতার নিকট নামিয়া গেলেন।······

আমি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই চিতার অতিশয় নিকটেই ছিলাম—শেষে অগ্নির উত্তাপে সরিয়া আসিলাম—তখনও তাঁহার কণ্ঠ হইতে শব্দ মাত্র বাহির হইতে শুনি নাই—চিতার মধ্যে কিছু যে নড়িতেছে এমন পর্য্যন্ত দেখি নাই! কেবল একবার দেখিলাম তাঁহার দেহের উপরিস্থিত কাষ্ঠগুলি অতি ধীরে একটু নড়িয়া উঠিল—তাহার পরই সব স্থির। (১)

ইহাই বঙ্গরমণীর অসাধারণ মৌন-বিক্রমের অতি শ্রেষ্ঠ ও পবিত্র

(১) Bengal under the Lt. Governors, Vol 1 P. 161.

ইতিহাস—তাহা কল্পান্তকাল পর্য্যন্ত পৃথিবীর পূজা লাভ করিবে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

"বাঙ্গালার সেই প্রাণবিসর্জ্জনপরায়ণা পিতামহীকে আজ আমরা প্রণাম করি। তিনি যে জাতিকে স্তন দিয়াছেন, স্বর্গে গিয়া তাহাকে বিস্মৃত হইবেন না। হে আর্য্যে, তুমি তোমার সন্তানদিগকে সংসারের চরম ভয় হইতে উত্তীর্ণ করিয়া দাও। তুমি কখনও স্বপ্নেও জান নাই যে, তোমার আত্মবিস্মৃত বীরত্ব দ্বারা তুমি পৃথিবীর বীরপুরুষদিগকেও লজ্জিত করিতেছ। তুমি যেমন দিবাবসানে সংসারের কাজ শেষ করিয়া নিঃশব্দে পতির পালঙ্কে আরোহণ করিতে,—দাম্পত্যলীলার অবসান দিনে সংসারের কার্য্যক্ষেত্র হইতে বিদায় লইয়া তুমি তেমনি সহজে বধূবেশে সীমন্তে মঙ্গলসিন্দূর পরিয়া পতির চিতায় আরোহণ করিয়াছ। মৃত্যুকে তুমি সুন্দর করিয়াছ, শুভ করিয়াছ, পবিত্র করিয়াছ,—চিতাকে তুমি বিবাহ-শয্যার ন্যায় আনন্দময়, কল্যাণময় করিয়াছ। বাঙ্গালাদেশে পাবক তোমারই পবিত্র জীবনাহুতি দ্বারা পূত হইয়াছে—আজ হইতে এই কথা আমরা স্মরণ করিব। আমাদের ইতিহাস নীরব, কিন্তু অগ্নি আমাদের ঘরে-ঘরে তোমার বাণী বহন করিতেছে। তোমার অক্ষয় অমর স্মরণনিলয় বলিয়া সেই অগ্নিকে, তোমার সেই অন্তিমবিবাহের জ্যোতিঃসূত্রময় অনন্ত পট্টবসনখানিকে আমরা প্রত্যহ প্রণাম করিব। সেই অগ্নিশিখা তোমার উদ্যত-বাহুরূপে আমাদের প্রত্যেককে আশীর্ব্বাদ করুক। মৃত্যু যে কত সহজ, কত উজ্জ্বল, কত উন্নত, হে চিরনীরব স্বর্গবাসিনি, অগ্নি আমাদের গৃহপ্রাঙ্গণে তোমার নিকট হইতে সেই বার্ত্তা বহন করিয়া অভয় ঘোষণা করুক।"

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

ইউরোপীয় মহাসমরে বাঙ্গালী

I am now going to make an appeal which will, I am quite sure, go direct to the heart of every man who truly loves Bengal. I would tell the men of Bengal that the Government has granted them their hearts' desire; they have been given the privilege of fighting under the banner of their King and I would say to them "See then that you do not fail" You have proclaimed from the house-tops your burning desire to take an active part in bearing the burden of civilisation and Empire. You have the eyes of many men upon you. You are under the glaring search light of public opinion. You are being watched in this matter not by friend alone but by foe, not only by the admirer alone but by the critic, not merely by your well-wishers but by your detractors. Once more then I say to the young men of Bengal *"See to it that you do not fail"*

—H. E. Lord Ronaldshay, the Governor of Bengal*

দশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন বঙ্গশিল্পী চিত্রপটে লিখিয়াছিলেন, বঙ্গবীর যোদ্ধৃবেশে সজ্জিত হইয়া জননীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিতেছেন।

সফল স্বপ্ন

জননী মাতৃস্নেহের পুণ্যকবচে পুত্রের দেহ রক্ষা করিয়া বিজয়-গৌরবে ভূষিত হইবার জন্য তাহাকে বিদায় দিতেছেন। চিত্রের পাদদেশে লিখিত ছিল—"পঞ্চাশৎ বর্ষ পর";

* In the Town Hall Meeting : July 3, 1917—*The Bengalee* (Dak.) July 5, 1917.

কালচক্রের অপূর্ব্ব বিবর্ত্তনে দশবর্ষ মধ্যেই চিত্রকরের কল্পনা সফল হইয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দের শেষ পাদে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) যখন আফগানিস্থানের প্রান্তে রুষের সহিত ভারতসম্রাটের সমরায়োজনের সম্ভাবনা হইয়াছিল, তখন পাঁচ শত বাঙ্গালী সখের-সৈনিক হইয়া যুদ্ধে গমন করিবার অনুমতি চাহিয়াছিলেন কিন্তু তখন সে অনুমতি প্রদত্ত হয় নাই। (১) সে দিন বাঙ্গালীর হৃদয়ে যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হইয়াছিল, তাহা সুযোগের অভাবে আরও প্রবল হইবার সুবিধা না পাইলেও, সুপ্তিমগ্ন হয় নাই।

২১শে ভাদ্র, ১৩২২

২১শে ভাদ্র বাঙ্গালীর সেই রুদ্ধ কর্ম্মপথ মুক্ত হইয়াছে। সৈন্য-সংগ্রহ-সমিতির সম্পাদক ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক মহাশয় সে দিন কলিকাতার টাউন হলে ঘোষণা করিয়াছিলেন,—৩০ আগষ্ট যখন বাঙ্গালী প্রথম সৈনিক হইবার জন্য নাম লিখাইতে আরম্ভ করে—এত লোক সে দিন সৈনিকব্রত ধারণ করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছিল যে, শুধু নাম লিখিতেই এক সপ্তাহ কাল লাগিয়াছিল। প্রথম দিনেই ১২০ জন বাঙ্গালী সৈনিক-মনোনয়ন-স্থান হইতে ফোর্টউইলিয়মে প্রবেশ করিয়াছিলেন। (২)

বঙ্গের সে এক স্মরণীয় শুভ দিন; কারণ বহুবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই কলঙ্কটীকা ধারণ করিয়া বাঙ্গালী শুনিয়া আসিতেছিল যে, ভাগীরথীর তীরবাসীদিগকে কেহ কোন দিন সৈনিক করিতে পারে নাই, (৩)

(১) কলিকাতা টাউন হলে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা। *The Bengalee* (Dak), 27th Sept. 1916.

(২) কলিকাতা টাউনহলে ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিকের বক্তৃতা। *The Statesman* (Dak) 7th Sept., 1916.

(৩) কলিকাতা ষ্টার থিয়েটার-গৃহে শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষের বক্তৃতা। *The Statesman* (Dak) Sept., 13th, 1916.

চতুর্দ্দিকে সন্দেহ ও বিদ্রূপ, বাক্যে ও চিত্রে প্রকাশিত হইয়া বাঙ্গালীকে তখন নিত্য বেদনা দিতেছিল, (১) রাজপতাকার নিম্নে সমবেত হইয়া সংগ্রামে জীবন দান করিতে সোৎসুক বাঙ্গালী ২১শে ভাদ্র সকল নিন্দার অগ্নি-জিহ্বাকে রুদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। বঙ্গের গভর্ণর বাহাদুর (লর্ড কার্মাইকেল) সে দিন নবীন বাঙ্গালী সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন—

"তোমাদের এই সৌভাগ্যে আনন্দ প্রকাশ করিবার বিশেষ কারণ আছে; বাঙ্গালী জাতি সৈনিক হইবার অধিকার লাভ করিয়াছে। তোমরাই বাঙ্গালার প্রথম সৈনিকদল। বাঙ্গালীর যে সৈনিক হইবার যোগ্যতা আছে, ইহা এতদিন কেহ ভাবে নাই। তাহাতে লজ্জার কারণ নাই। অনেক লোক আছে, যাহারা কোন-না-কোন কারণে সৈনিক হইবার উপযুক্ত নহে—আমি নিজেই সেইরূপ এবং আমার মনে হয় সমুপস্থিত ভদ্রমণ্ডলীর মধ্যে আরও অনেকে তদ্রূপ আছেন। ··তোমরা স্বেচ্ছায় গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিতেছ বলিয়া আমি আনন্দিত হইয়াছি। তোমাদের কর্ম্মফল যে শুধু তোমরাই ভোগ করিবে তাহা নহে, বাঙ্গালী জাতি তাহার ফলভাগী হইবে।" (২)

যে দেশের অধিবাসী অনেকদিন অস্ত্রধারণ করে নাই—যাহাদের

(১) The Englishman as quoted in *the Bengalee* (Dak) 20th October, 1916; The Statesman (Dak) Oct. 10, 1916; *The Statesman* (Dak) Oct 15, 1916; *The Times of India, Illustrated Weekly*—November 29, 1916.

(২) Speech of H. E. Lord Carmichael in the Town Hall: *The Statesman* (Dak) 7th Sept, 1916.

বিক্রম বহুদিন পর্য্যন্ত মৌন থাকিয়া নানাভাবে নানাকার্য্যে নানাপথে আত্মপ্রকাশ করিয়া আসিতেছিল—রাজাজ্ঞা সহসা তাহাদের সেই সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করিয়া এক কেন্দ্রে সংহত করিল। ৪৮ দিবসের মধ্যে দুইটি বাঙ্গালী কোম্পানী (২২৮ জন) গঠিত হইয়া গেল। প্রবাসী বাঙ্গালী পর্য্যন্ত সেনাদলে প্রবেশ করিলেন। (১) মহামান্য বড়লাট বাহাদুর (২) এবং ভারতের প্রধান সেনাপতি এই সংবাদে আনন্দ জ্ঞাপন করিলেন। (৩) ভারতের এড্‌জুটাণ্ট জেনারেল সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য জানাইলেন যে, নবগঠিত সেনাদলের শিক্ষানবিশি প্রশংসনীয়। (৪)

বাঙ্গালী ডবল কোম্পানী

জাতীয় কলঙ্ক মোচনের একটি উৎকৃষ্ট পন্থা সহসা মুক্ত হইয়াছে দেখিয়া বঙ্গের ধনাঢ্য পরিবার হইতে আরম্ভ করিয়া মধ্যবিত্ত গৃহস্থের শিক্ষিত সন্তান পর্য্যন্ত বিষয়কার্য্য পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৈনিক-ব্রত ধারণ করিতে লাগিলেন। যে শ্রেণীর শিক্ষিত বাঙ্গালী সাধারণ সৈনিক হইয়াছিলেন, পৃথিবীর অনেক দেশেই তাহা বিরল। অর্থ ইঁহাদের কাম্য ছিল না—জাতীয় গৌরব লাভই ইঁহাদের সাধনা ছিল। বাঙ্গালার নগরে নগরে উদ্বোধনের যে পাঞ্চজন্য নিনাদিত হইয়াছিল, প্রতি বাঙ্গালীর গৃহে তাহার ধ্বনি

উদ্বোধন

(১) Telegram to H. E. the Viceroy by Dr. S. K. Mullik, Hony. Secy. Bengalee Regiment Committee.—*The Bengalee* (Dak) 29 November, 1916.

(২) From the Military Secretary to H. E. the Viceroy to Dr. S. K. Mullik, 26th November, 1917—*The Bengalee* (Dak) 29 November, 1916.

(৩) From the Military Secretary to H. E. the Commander-in-Chief to Dr. S. K. Mullik—*The Bengalee* (Dak) 6th Dec. 1916.

(৪) *The Bengalee* (Dak) 29th November, 1916.

পৌঁছিয়াছিল। শিক্ষাকেন্দ্রে যাত্রাকালে বাঙ্গালী-সৈনিক প্রতি রেল-ষ্টেসনে যেরূপ আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদিগের যাত্রাপথ যেরূপে আলোকোদ্ভাসিত, বাদ্যে মুখরিত, কুসুমদামে সজ্জিত ও শুভ্রলাজযুক্ত হইয়াছিল—অন্তঃপুরচারিকাদিগের মঙ্গলধ্বনি যেরূপে তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিয়াছিল তাহা দেখিয়া কোন্ বাঙ্গালীর হৃদয়ে সেদিন আশার সঞ্চার হয় নাই?

বঙ্গ-মাতৃকা সেদিন 'মহিলা-সমিতির' বেশে দেখা দিয়া নবধর্ম্মে দীক্ষিত পুত্রগণের শিবে আশীষকুসুম বর্ষণ করিয়াছিলেন, নানা নিত্যা-

বঙ্গ-জননী

বশ্যক উপচাব প্রদান করিয়া তাঁহারা পুত্রদিগকে সমরাঙ্গনে প্রেবণ করিয়াছিলেন—সহসা জাগ্রত পুত্রগণের নবদীক্ষাব যজ্ঞভূমিতে উপস্থিত থাকিয়া তাহাদের হৃদয়ে বল সঞ্চার করিয়াছিলেন। (১) মাতৃস্নেহ সেদিন অবরোধ প্রথাকেও উপেক্ষা করিয়া রেল ষ্টেশন পর্য্যন্ত বীর পুত্রের অনুগমন করিয়াছিল। সংবাদ-পত্রের বিজ্ঞ ইংরাজ সম্পাদক ও লেখকগণ এই সকল দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন—বঙ্গের এই অনুষ্ঠান বাঙ্গালীব জাতীয় ইতিহাসের একটি গৌরবমণ্ডিত সূচনাকে উজ্জ্বল করিয়াছে—সন্দেহশূন্য করিয়াছে—সত্য বলিয়া জগৎ সমক্ষে বিঘোষিত করিয়াছে। (১)

১৯১৬ খৃষ্টাব্দের ২৮ নভেম্বব যখন বাঙ্গালী ডবল-কোম্পানীর ত্রয়োদশ দল শিক্ষাকেন্দ্রে যাত্রা করিল, তখন আবশ্যক সংখ্যা পূর্ণ

বঙ্গ-বাহিনী

হইয়াছে বলিয়া কিছুদিনের জন্য সৈন্য সংগ্রহ বন্ধ হইয়াছিল। বাঙ্গালী-ডবল-কোম্পানী তখন ৪৭ নং

(১) রঙ্গপুরের সভা। *The Bengalee* (Dak) 16th Aug, 1917 and 22nd May, 1917.

(১) *The Statesman*, Sept. 26, 1916; Ditcher in the "Capital" as qouted in *the Bengalee* (Dak) 6th May, 1917.

পঞ্জাববাহিনীর সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। কিছুকাল পর গবর্ণমেণ্টের আদেশে ডবল-কোম্পানীকে একটি পূর্ণ বাহিনীতে (Regiment) পরিণত করিবার আয়োজন হইল। সৈন্যসংগ্রহের চেষ্টায় নানা স্থানে নানা ভাবে অভ্যর্থিত হইয়া বাঙ্গালী-সৈনিক দেশনায়কদিগের সহিত দেশের বহু সভায় উপস্থিত হইলেন। নর নারী তাঁহাদিগের শিরে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিল। স্বজাতি কর্ত্তৃক উপাহৃত কুসুমদাম আশীর্ব্বাদ স্বরূপ ধারণ করিয়া আবেগপূর্ণ কণ্ঠে তাঁহাবা কহিলেন—"আমরা ফুলের জন্যই নগরে নগরে ঘুরিতেছি বটে—আমরা ফুল চাই! কিন্তু গাছের সে ফুল নহে।" (১) যে ফুলের সৌরভে বিশ্ব গন্ধামোদিত হইবে—যে কুসুম পৃথিবীব পারিজাত সমূহের পার্শ্বে অগ্নিচক্রে স্থান লাভ করিয়া, জগতের শবসাধনভূমে মহাশক্তির মহাপূজার অর্ঘ্য হইবে—তাঁহারা সেদিন স্বদেশবাসীর দ্বারে দ্বারে সেই ফুল ভিক্ষা করিয়া ফিরিয়াছিলেন। ডবল-কোম্পানী দেখিতে দেখিতে একটি পরিপূর্ণ বঙ্গবাহিনীতে পরিণত হইল। মাননীয় গবর্ণর লর্ড কার্মাইকেল সুরসভাব যে রুদ্ধ দ্বার বাঙ্গালীর জন্য মুক্ত করিয়াছিলেন, জনপ্রিয় গভর্ণর আর্ল অব রোণাল্ডসে সেই সভামণ্ডপে বাঙ্গালীর জন্য স্বতন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠিত করিয়া বাঙ্গালী জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। ডবল-কোম্পানী বঙ্গবাহিনীতে পরিণত হইয়াছে শুনিয়া আনন্দ বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক তিনি সৈন্য-সংগ্রহ-সমিতিকে জানাইয়াছিলেন যে, তিনি ভরসা করেন যাহাতে সত্বর দ্বিতীয় বাহিনী গঠিত হয়, সমিতি সর্ব্বপ্রযত্নে তাহার ব্যবস্থা করিবেন। (২)

তাঁহার উৎসাহবাণী লাভ করিয়া বঙ্গের নগরে নগরে তখন সৈন্য-সংগ্রহের চেষ্টা হইতে লাগিল। পূর্ব্ববঙ্গ এক কোম্পানীর অধিক সৈন্য

(১) রঙ্গপুরের সৈন্য-সংগ্রহ-সভায় হাবিলদার শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ সেনের উক্তি। *The Bengalee* (Dak) 18th May, 1917.

(২) *The Bengalee* (Dak) 3rd July, 1917.

প্রেরণ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন গৌরব রক্ষা করিল। (১) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সৈন্যসংগ্রহে মনোযোগ দিলেন, বঙ্গের অভিজাত সম্প্রদায় ও ব্যবহারাজীব প্রভৃতি বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ ভারতরক্ষার জন্য বাঙ্গালী অশ্বারোহী সেনাদল গঠন করিলেন, য়ুরোপীয় মহাযুদ্ধে নানা প্রকার কর্ম্মের জন্য বাঙ্গালা হইতে বহুলোক সংগ্রহের উদ্দেশ্যে গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে বেঙ্গল রেক্রুইটীং বোর্ড সংস্থাপিত হইয়া গেল। (২) ইতি-পূর্ব্বেই ভারতরক্ষার জন্য ভারতবাসী আহূত হইয়াছিল। বঙ্গেও শিক্ষিত সম্প্রদায় হইতে ভারতরক্ষী সেনাদল গঠিত হইতে আরম্ভ হইল।

শিক্ষানবিশি

বাঙ্গালী ডবল-কোম্পানীর শিক্ষাকালে ৪৬ সংখ্যক পাঞ্জাববাহিনীর নায়ক কর্ণেল এইচ মক্লে বাঙ্গালী-সৈনিকের বুদ্ধি, সচ্চরিত্রতা এবং কর্ত্তব্যপালনে আগ্রহ দেখিয়া বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার মল্লিক মহাশয়কে জানাইয়াছিলেন—"বঙ্গসৈনিক কতদূর অগ্রসর হইল আপনি তাহা জানিতে চাহিয়াছেন। তাহারা এখন যেরূপ শ্রম করিতেছে তাহা দেখিয়া মনে হয়, এইরূপ করিলে তাহারা সত্বরেই সুশিক্ষিত হইবে। ইহারা সকলেই তীক্ষ্ণধী—সকলের স্বভাবই অতি সুন্দর······সাধারণভাবে ইহাই বলিতে পারি যে, ইহারা সকলেই সদাচারী, কর্ম্মে আগ্রহশীল এবং যে সম্প্রদায় হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তাহার মুখ উজ্জ্বল করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব।" (৩) কাপ্তান বিল্ লিখিলেন—"বাঙ্গালী-সৈন্য তাহাদের কার্য্য সুন্দররূপে শিক্ষা করিতেছে।" (৪) মকলারের পত্রের দুই মাস

(১) ঢাকা প্রকাশ। ৩১ আষাঢ়, ১৩২৪।

(২) *The Bengalee* (Dak) 13th July, 1917.

(৩) *The Bengalee* (Dak) 8th November, 1916.

(৪) সঞ্জীবনী—৯ কার্ত্তিক, ১৩২৩।

পর লেফটেনাণ্ট টেলার লাহোরে কহিয়াছিলেন—কোম্পানীর শৃঙ্খলা এবং আচার ব্যবহার অতি সুন্দর। ইহারা অল্পকালমধ্যেই কুচ্ কাওয়াজের সকল কৌশল শিখিয়া লইয়াছে। মনে হয় বাঙ্গালী সৈন্য উৎকৃষ্ট যোদ্ধা হইবে। (১)

শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া বাঙ্গালী সৈন্য যুদ্ধে যাইবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল। নওসেরার খেলার যুদ্ধে পাঠান সৈনিকদিগকে পরাজিত করিয়া তখন আর তাহাদের তৃপ্তি কোথায়! সমগ্র মানবজাতির স্বাধীনতা আক্রান্ত হইয়া যে সঙ্কটকাল উপস্থিত করিয়াছিল—সেই সঙ্কটকালে যে মহাযুদ্ধে পৃথিবীর সমুদায় সুসভ্য জাতি সমবেত হইয়া বিশ্বমানবের স্বাধীনতাহন্তৃদিগকে শাসিত করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছিল—বাঙ্গালী সৈনিক সেই সত্য যুদ্ধেব রুধির-তরঙ্গে তর্পণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া নানা স্থানে আবেদন জানাইতে লাগিল। (২) এতদিনে তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইল। সমগ্র দেশবাসীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়া ৪৯ সংখ্যক বঙ্গবাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল। (৩)

যুদ্ধযাত্রা

ভারত সম্রাটের বঙ্গপ্রজাই যে শুধু বাঙ্গালী জাতিকে আবার শূরত্বের গৌরবে গর্ব্বিত করিয়াছেন তাহা নহে। বঙ্গের ফরাসী প্রজাও বাঙ্গালীর কণ্ঠে জয়মাল্য প্রদান করিয়াছেন। লেফ্টেনাণ্ট বিল্ লিখিয়াছেন—"পণ্ডিচেরীতে আসিয়া অবধি তাহারা (বাঙ্গালী সৈনিক) যেরূপ যোগ্যতার

বাঙ্গালী ফরাসী-সৈন্য

(১) *The Bengalee* (Dak) 2nd January, 1937.
(২) *The Bengalee* (Dak) 17 Nov, 1916.
Ibid 6th Nov, 1916.
"Ditcher" as quoted in *the Bengalee* (Dak) 6th May, 1917.
The Bengalee (Dak) 13th January, 1917.
(৩) *The Bengalee* (Dak) 2 Aug, 1917

সহিত কার্য্যাদি করিতেছে তাহাতে তাহাদের সুখ্যাতি না করিয়া থাকা যায় না। এই অল্পবয়স্ক যুবকগণ সকলেই সচ্চরিত্র; তাহাদের বিরুদ্ধে আজ পর্য্যন্ত কোন অভিযোগ হয় নাই। ইহারাই আমার' সকল সেনাদলের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাদল; এই কথায় একটু মাত্রও অত্যুক্তি নাই।"

"সম্প্রতি সংবাদ পাওয়া গিয়াছে উচ্চ ফরাসী সামরিক কর্ম্মচারিগণ ইহাদের বিদ্যা-বুদ্ধি ও কার্য্যদক্ষতায় চমৎকৃত হইয়া পদাতিক শ্রেণী হইতে উন্নীত করিয়া ইহাদিগকে কামান শিক্ষায় নিয়োগ করিয়াছেন। ইহাদের কার্য্যদক্ষতা ও উপস্থিত বুদ্ধি সন্দর্শনে একজন অতি উচ্চপদস্থ ফরাসী বলিয়াছেন—বাঙ্গালীদের মত আমাদের সকল Regiment গুলি হইলে অনেক সুবিধা হইত।" ইহা কাহারও অবিদিত নাই যে বঙ্গসৈনিক অল্পদিনের মধ্যেই ফরাসী সেনা বিভাগে ব্রিগেডিয়ার হইয়াছিলেন। (১)

বাঙ্গালী সৈনিকের পত্র

যুদ্ধে গমন করিতে পারিয়া বাঙ্গালী সৈনিকের প্রাণ আনন্দে কিরূপ নৃত্য করিয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত পত্র হইতে প্রকাশিত হইবে:—

হাইয়ারস্, (ফ্রান্স)
৩ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬

প্রিয় বসু মহাশয়,

আপনি নিশ্চয়ই শুনিয়া সুখী হইবেন যে, আমরা সত্বরই সেলোনিকার সমরক্ষেত্রে যাইতেছি। বাঙ্গালীই সেখানে প্রথমে প্রেরিত হইবেন। আমরা সেইরূপ অনুমতিই চাহিয়াছিলাম এবং পাইয়াছি। কিছুদিন হইল প্রস্তাব হইয়াছে যে, আমাদের মধ্যে কোন কোন সৈনিককে কর্ম্মচারীর পদে উন্নীত করা হইবে। আপনারা সেই

(১) প্রবাসী, বৈশাখ, ১৩২৪

শুভদিনের প্রতীক্ষায় অপেক্ষা করুন, যে দিন আমার বন্ধুগণ জয়মাল্যে বিভূষিত হইয়া জয়ডঙ্কা নিনাদ করিতে করিতে আবার মধুময় গৃহে প্রত্যাগমন করিবেন। এখন তবে বিদায়। এই পত্র যে দিন আপনার হস্তগত হইবে, আমি হয়ত সেদিন সমর ক্ষেত্রে…(১)

আপনার
শ্রীহরধন বক্সী।
টুলন্ (ফ্রান্স)
২৮ জুন, ১৯১৭

……আমি আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে আমাদের গৌরবের দিন আসিয়াছে। কল্য প্রভাতে ছয়টার সময় আমরা—স্থানে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিব।…জীবন-মরণ সংগ্রামের সময় আসিয়াছে। আমাদের যতদূর সাধ্য যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গালীর শক্তির পরিচয় দিব। আমরা দেখাইব যে, বাঙ্গালী ভীরু নহে।…জার্ম্মানদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিবার জন্য আমরা যথাসাধ্য আয়োজন করিতেছি। (২)

কে, মুখার্জ্জি।

বাঙ্গালী জাতির পরীক্ষার দিন উপস্থিত হইয়াছিল। টাউনহলে বক্তৃতা কালে কর্ণেল বুডেয়াব বলিয়াছিলেন—'বাঙ্গালী ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছে যে, শান্তির সময়ে তাহারা বেশ কর্ম্মক্ষম সৈনিক। তাহারা এখন দেখাইতে চাহে যে, রণাঙ্গনেও তাহাদের যোগ্যতার অভাব হইবে না।'

বাঙ্গালীর যোগ্যতার পরীক্ষা

কি শত্রু, কি মিত্র আজ বাঙ্গালীর দিকে চাহিয়া আছে। স্তাবক, সমালোচক, বন্ধু বা নিন্দক সকলেই তাহার যোগ্যতার পরীক্ষা লইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। বঙ্গেশ্বর তাই কহিয়াছিলেন—"যুবকগণ

(১) *The Bengalee* (Dak) 11th Oct, 1916
(২) *Ibid* 8th August, 1917

দেখিও যেন পরাভূত হইওনা।” (১) কর্ণেল বুডেয়ার সেনাপতির বজ্র-কণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন—বাঙ্গালী জাগ্রত হও। (২) কিছুকাল পূর্ব্বে বঙ্গেশ্বর লর্ড কার্মাইকেলও একবার বাঙ্গালী সৈনিকদিগকে বলিয়াছিলেন—‘আমার মনে হয় (এবং অনেকেই বিশ্বাস করেন) যে, বাঙ্গালীরা যখন শান্তির সময়ে বেশ যোগ্যতা দেখায়, তখন তাহাদিগকে একবার যুদ্ধকালে শক্তি-পরীক্ষার অবকাশ দেওয়া সঙ্গত। তাহারা সে অবকাশ পাইবে কি না তাহা তোমাদের (বাঙ্গালী সৈনিকদিগের) উপর নির্ভর করে। আমি ভরসা করি, এই স্থযোগে তোমরা শুধু ইহাই প্রতিপন্ন করিবে না যে, বাঙ্গালী বীরের জাতি—কারণ অনেকেই তাহা জানে ;—তোমরা সেই সঙ্গে ইহাও দেখাইবে যে, বাঙ্গালী কঠিন শাসন-নীতিও মানিয়া চলিতে পারে। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আবশ্যক বিষয় এবং অনেকেই বিশ্বাস করে যে, বাঙ্গালী তাহাতে অক্ষম।’ (৩) এ কথা যেন আমরা কোন দিন বিস্মৃত না হই।

বাঙ্গালী কম্ব্যাট্যান্ট-স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী

“বাঙ্গালী” ফ্ল্যাট ডুবিয়া গেল বটে, কিন্তু বাঙ্গালী ডুবিল না! স্বর্গগত ডাক্তার স্থরেশপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী, যাঁহার প্রাণান্ত চেষ্টায় একটি বাঙ্গালী-স্বেচ্ছাসেবক সৈনিকদল গঠিত হইতেছিল, ভারত গবর্ণমেণ্টকে তার করিয়া জানাইলেন—Though the ‘Bengalee’ is down the Bengalees are still afloat”—বাঙ্গালী ফ্ল্যাট ডুবিল, কিন্তু বাঙ্গালী-জাতি ডুবে নাই—ভাসিয়াই আছে। যাহা হউক, ডাক্তার সর্ব্বাধিকারী এবং কর্ণেল নটের (I.M.S.) চেষ্টায় শেষে একটি বাঙ্গালী অ্যাম্বুলেন্স কোর বা স্বেচ্ছাসেবক সৈন্যদল গঠিত হইয়া গেল। চারিজন বাঙ্গালী

(১) *The Bengalee* (Dak) 5th July, 1917

(২) *Ibid*

(৩) *The Statesman* (*Dak*) 17 Sept, 1916

ডাক্তাব বিলাতী 'কমিশান্' পাইলেন, চারিজন সাব্-এসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জেন ভাবতীয় কমিশান্ লাভ করিলেন এবং অ্যাম্বুলেন্স কোরে কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনজন বাঙ্গালী হাবিলদার, তিনজন বাঙ্গালী নায়েক এবং ৪ জন বাঙ্গালী ল্যান্স-নায়েক নিযুক্ত করা হইল। যে সকল বঙ্গযুবক এই সেনাদলে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের আত্মসম্মান যাহাতে অক্ষুন্ন থাকে সেই জন্য অন্যান্য ভারতীয় দলের মত তাহাদিগকে নন-কম্ব্যাট্যাণ্ট ডুলি-বেহারার পদ দেওয়া হইল না। বাঙ্গালী-অ্যাম্বুলেন্স কোব পাইল কম্ব্যাট্যাণ্ট পদবী এবং সিপাহী-জীবনের পূর্ণ সামরিক অধিকাব। ১৯১৫ সালের জুন মাসের শেষভাগে সুশিক্ষিত বাঙ্গালী কোব গর্ব্বিত হৃদয়ে সেরিমোনিয়্যাল প্যারেডে উপস্থিত হইয়া বাঙ্গালী-জাতির কলঙ্ক লেখা মুছিবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইল। জাতির শুভেচ্ছা ও বৃদ্ধ তাপস সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীষ তাঁহার কবিতার বর্ণে বর্ণে কল্যাণ বিতরণ করিতে লাগিল। হাবড়া রেল-ষ্টেশনে বিদায় অভিনন্দনের পর উপযুক্ত সময়ে বম্বে মেইল যখন ৩৬ জন বাঙ্গালী-সৈন্য এবং একশটি ক্যাম্প ফলোয়ার লইয়া বোম্বাই যাত্রা করিল তখনও ষ্টেশনের জনতাপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম্মে একদল কীর্ত্তনীয়া গাহিতেছিল—"বঙ্গ আমার—জননী আমার—স্বর্গ আমাব—আমার দেশ।"

"খাকীর সহিত বন্দেমাতরমের সম্বন্ধ সেই প্রথম স্থাপিত হইল।"

কুর্ণার যুদ্ধে তুর্কীদিগকে পরাজিত করিয়া ইংরাজ-সেনা যখন টাইগ্রিস নদীর বাম তীরে অবস্থিত আ-মারা নগর অধিকার করিয়াছে

আ-মারা

এবং আ-মারায় একটি ষ্টেশনারী হাঁসপাতাল স্থাপিত করিবার প্রয়োজন অনুভূত হইতেছে, সেই সময় বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বসোরায় যাইয়া পৌঁছিল এবং সত্বর আ-মারায় প্রেরিত হইল। ১৬ই জুলাই আ-মারায় আসিয়া যে ব্যারাকে তাহারা স্থান পাইল, তাহা ছিল, "খেজুরের ডাল ও খড়ের ছাওয়া একটি

বৃহৎ পাকশালা।" সেই সময়ে আ-মারায় রেঙ্গুণ-ভলেণ্টীয়ার-ব্যাটারি কার্য্য করিতেছিল। এই তোপখানা এংলো-ইণ্ডিয়ানদের দ্বারা গঠিত হইয়াছিল। রেঙ্গুণবাসী একটী খৃষ্টান বাঙ্গালী যুবকও এই ব্যাটারীতে ছিল। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন—"আ-মারায় ফিরিয়া (বসোরা হইতে) শুনিলাম যে, আমাদের এতদিনের প্রার্থনা পূর্ণ হইয়াছে। সামরিক বিভাগের কার্য্যানুষ্ঠানকর্ত্তা অ্যাড্-জুটেণ্ট-জেনারেলের নিকট হইতে সংবাদ আসিয়াছে যে, আসি-আল্-গরবীর যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমাদের ৩৬ জন লোক ৬ খানি ষ্ট্রেচার লইয়া যাত্রা করিবে, হাবিলদার চম্পটী দলের অধ্যক্ষ হইবেন। এ সংবাদে আমাদের ছাউনীতে আনন্দের রোল পড়িয়া গেল।"

অভিযানের পথে

আসি-আল্-গরবীতে পৌছিয়া "শুনিলাম যে সম্মুখে দুইদিন হইল যুদ্ধ চলিতেছে এবং আমাদের ডিভিসন্ অনেকটা অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। সম্মুখস্থ নদী কাহার অধিকারে আছে তাহা ঠিক জানা নাই বলিয়া আমাদের সেখানেই অপেক্ষা করিতে হইবে, কারণ অগ্রসর হইলে শত্রু হস্তে বন্দী হওয়াব সম্ভাবনা।······পরদিন ভোরে আমরা আবার ষ্টিমারে উঠিতে আদেশ পাইলাম।······প্রায় বেলা ১১টার সময় ষ্টিমারের গতি আবার কমাইয়া দেওয়া হইল। ষ্টিমারের ছাদের উপরে উঠিয়া একদল গোরা সিপাহী হেলিওগ্রাফ বা সূর্য্যরশ্মির সাহায্যে সংবাদ জ্ঞাপক আয়না দ্বারা অগ্রগামী ফৌজের সহিত কথোপকথনে নিযুক্ত হইল।···আমরা শুনিলাম যে, আমাদের সৈন্যেরা কুট্-এল্-আ-মাবা অধিকার করিয়া লইয়াছে এবং তুর্কী-ফৌজের পশ্চাৎধাবন করিতেছে। কিছুদূর অগ্রসর হইয়াই আমরা নদীর তীরে যুদ্ধের নিদর্শন সমূহ দেখিতে লাগিলাম।···বেলা ১টার সময় আমরা কুট-এল্-আমারা পৌছিলাম।······কর্ণেল হেয়ার চম্পটিবাবুকে বলিলেন, এসিনের যুদ্ধের জন্য তোমাদের আসিতে বলা

হইয়াছিল, তাহাত হইয়া গেল। (এসিনের প্রথম যুদ্ধ ১৯১৫ সালের ২৬ সেপ্টেম্বরে হয়)। এখন তোমরা ইচ্ছা করিলে ফিরিতে পার, কিংবা যদি ভবিষ্যতে যুদ্ধ দেখিতে চাও, তবে থাকিতে পার, কারণ শীঘ্রই আরও যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা।"

বলা বাহুল্য বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভবিষ্যতের যুদ্ধ দেখিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া উঠিল। তাহারা জানিত যে, বাঙ্গালী রণ-ভীরু বলিয়া যে অপবাদ রটিয়াছে তাহা দূর করিতেই হইবে!

পরদিন অতি প্রত্যূষে স্বেচ্ছাসেবক দল কুচ্ করিতে করিতে ব্রিগেডের সহিত অগ্রসর হইল। ছয়টার সময় "কুইক্ মার্চ্চ" আরম্ভ হইল। সর্ব্ব প্রথমে চলিল স্যাপার ও মাইনার—তাহারা সেনাদের জন্য রাস্তা প্রস্তুত করে। তাহাদের পশ্চাতে রহিল একটি তোপখানা। তাহার পশ্চাতে তিনদল পদাতিক চলিল। পদাতিকের পশ্চাতে পশ্চাতে ব্রিগেডের অ্যাম্বুলেন্স দল কুচ্ করিতে লাগিল। এই অ্যাম্বু-লেন্সের পিছনে ছিল, একটি ছোটো পদাতিক দল ও আর একটি ছোট তোপখানা বা গোলন্দাজের দল। গোলন্দাজের পশ্চাতে আসিতে লাগিল রসদ ও রেসালা। যাত্রাপথের বামে ছিল নদী। দক্ষিণ পার্শ্ব সুরক্ষিত রাখিবার জন্য অর্দ্ধ মাইল ব্যবধান রাখিয়া একদল অশ্বারোহী ভ্যান্‌গার্ড (সম্মুখ-রক্ষক) স্কাউটের কাজ করিতে করিতে চলিল। বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকগণ ছিলেন ব্রিগেড অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে।

"কুচ্ করিতে করিতে মেসোপটেমিয়ার অসহ্য গরমে অনেক ইংরাজ ও ভারতীয় সিপাহী সূর্য্যাহত হইয়া পড়িল। তাহাদিগকে আমরা ট্রান্সপোর্ট কার্টে তুলিয়া দিলাম।......বেলা বারোটার সময় আমরা নদীর তীরে হল্ট্ করিলাম। আমরা কুট হইতে ১২ মাইল পথ আসিয়াছি। শুনিলাম যে, বৈকালে ছটার সময় পুনরায় মার্চ্চ করিতে

হইবে। সেই প্রখর রৌদ্রে খোলা মাঠের ভিতর বিশ্রাম কিরূপ আরামদায়ক তাহা সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন। সে মরুভূমির ভিতর একটীও বৃক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল না। আমরা ষ্ট্রেচারগুলি খাড়া করিয়া তাহাতে কম্বল লট্‌কাইয়া কোনও রকমে একটু ছায়ার যোগাড় করিয়া লইলাম।······মেসোপটেমিয়ার গরমের উপর আর একটি সর্ব্বদা বিরক্তি-জনক ব্যাপার, সে দেশেব অগণিত মাছি। আমরা ইহার দৌরাত্ম্যে অস্থির হইয়াছিলাম। এ প্রখর রৌদ্রে মাঠের ভিতরেও ইহাবা আমাদের পরিত্যাগ কবে নাই।···ব্রিগেডের সহস্র লোকের টুপি (মাছি বসায়) ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখাইত। ····বৈকালে ৬টার সময় পুনবায় কুচ্ সুরু হইল।······আমরা রাত্রি দশটায় আরও ১২ মাইল পথ অতিক্রম কবিয়া নদীব তীরে হল্ট্ করিলাম।···দিনে আঠারো মাইলের বেশী মার্চ সাধারণতঃ হয় না। আঠারো মাইলের বেশী পথ যাইলে তাহাকে ফোর্স্‌ড্ মাচ বলা হয়।”

এ যুগে বাঙ্গালীর প্রথম রণ-যাত্রা

দুইদিন এইভাবে কুচ্ করিয়া ব্রিটিশ বাহিনী তৃতীয়দিনে কুট্-এল্-আমারা হইতে ৭৫ মাইল দূরে টাইগ্রিস নদীর বামতীরে আজিজিয়ায় আসিয়া উপনীত হইল। তিনদিন বিশ্রামের পর বঙ্গ-সেনা কাজে লাগিয়া গেল এবং সত্বরেই কর্ণেল হেয়াব এবং জেনারেল ডিলেমেইনের নিকট হইতে সুখ্যাতি অর্জ্জন করিল। সে সময়ে আজিজিয়ার রসদ-বিভাগে কযেকজন বাঙ্গালী কেরাণী কাজ করিতেছিলেন।

২৮শে অক্টোবর, ১৯১৫—বাঙ্গালার একটী বিশেষ স্মরণীয় দিন, কারণ ঐ দিনেই এ যুগের বাঙ্গালী ভারত-সম্রাটের অনুগ্রহে আবার রণযাত্রা করিবার প্রথম সুযোগ লাভ করিয়াছিল। স্বেচ্ছাসৈনিক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন লিখিয়াছেন, রাত্রি “৯টার সময় আমরা ব্রিগেডের সহিত কুচ্ আরম্ভ করিলাম। আমরা শুনিতে পাইলাম যে, এল্-কুটনিয়াস্থিত

তুর্কি-শিবির আক্রমণ করিতে আমরা যাইতেছি। ইহাই আমাদের প্রথম যুদ্ধ-যাত্রা বলিয়া আমবা পুলকিত হইয়া উঠিলাম।”

রাত্রি ৯টা হইতে রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত অতিশয় সন্তর্পণে এবং ধীর গতিতে কুচ্ করিয়া সেনাদল বিশ্রামের আদেশ পাইলেন। এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তুর্কিদিগের উপর ‘আচম্‌কা আক্রমণ।’ সেইজন্য আদেশ হইয়াছিল সূর্য্যোদয় না হওয়া পর্য্যন্ত পরস্পর কথোপকথন করা নিষিদ্ধ, আলোক জ্বালা নিষিদ্ধ, ধূমপান নিষিদ্ধ! এমন কি দিয়াশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিবারও আদেশ ছিল না। ভয়—পাছে তুর্কীরা ব্রিটিশ-সেনার অবস্থান বুঝিতে পারে।

মেসোপটেমিয়ার নির্ম্মল আকাশে চন্দ্র উঠিল। চারিদিক সোনা ঝরাইয়া চন্দ্র যখন ডুবিয়া গেল তখন অসংখ্য উজ্জ্বল নক্ষত্রে আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিল। সেই নক্ষত্রালোকিত পথে কুচ্ করিবার সময় ডুলি-বেহারাদের মধ্যে কেহ কেহ অভ্যাস বশতঃ চলিতে চলিতেই একটু তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল! অসহ্য দারুণ শীত। সামরিক কর্ম্মচারিদের মধ্যে কেহ কেহ অনবরত লম্ফ-ঝম্প প্রদান করিয়া শীত দূর করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী সেনাদের শীতবস্ত্র ছিল না! তাহারা সেই শীতে জমিয়া বরফ হইতে লাগিল। এদিকে অশ্বারোহী সেনাদল তাহাদের ভল্লাগ্রে আলোকের চিক্‌মিকি বিচ্ছুরিত করিয়া সম্মুখে ধাবিত হইল। মনে হইল যেন “এক ঝাঁক জোনাকিপোকা সারি বাঁধিয়া উড়িয়া যাইতেছে।”

“কিছু পরেই রাত্রের অন্ধকার তরল হইতে লাগিল। পূর্ব্ব আকাশে চক্রবাল রেখার ঊর্দ্ধে অতি ক্ষীণ রক্তিম আভা দেখা দিল। ক্রমে উহা স্পষ্ট হইয়া আকাশে বহুবিধ বর্ণ বিন্যাসের পর সূর্য্যোদয় হইল। আমরা শুনিতে পাইলাম, আমাদের পশ্চিম দিকে গুলি চলিতেছে।…আমরা প্রতি ২০ গজ ব্যবধানে এক একটী ষ্ট্রেচারের দল

দাঁড়াইয়া প্রস্তুত হইলাম। আমাদের নিকটবর্ত্তী স্থানেও গুলি পড়িতেছে দেখিয়া মেজর ল্যাম্বার্ট আমাদের শুইয়া পড়িতে হুকুম দিলেন। আমরা বুকের উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িলাম। ইহার উদ্দেশ্য দূর হইতে শত্রুপক্ষ সহজে আমাদের অবস্থান দেখিতে পাইবে না...কিছুক্ষণ পর তোপের আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে শোঁ শোঁ শব্দ করিয়া শত্রুপক্ষের দুটী গোলা নীলাভ ধূমের বাহার খুলিয়া বহু উর্দ্ধে আমাদের মাথার উপর সশব্দে ফাটিয়া গেল। সেল-মুক্ত শ্রাপ্‌নেল্‌গুলি আমাদের চারিদিকে মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল।...মেজর ল্যাম্বার্ট মধ্যে মধ্যে আমাদের মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন—তাঁহার উদ্দেশ্য, ভীতু বাঙ্গালী ভয় পাইয়াছে কি না দেখা! তুকিদের সেল্ ফাটার পরও তিনি আমাদের মুখে বিশেষ ভাবান্তর দেখিতে না পাইয়া বেশ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন।"

কিছুক্ষণ যুদ্ধ ও উভয় পক্ষে কামানের গোলাবর্ষণের পর যুদ্ধ থামিয়া গেল। ব্রিটিশ পদাতিকের দল "এল্ কুট্‌নিয়া গ্রামে অগ্নি সংযোগ করিয়া চলিয়া আসিল।" বিজয়ী ব্রিটিশ সেনা সেই গ্রামে কতকগুলি সেনা রাখিয়া আজিজিয়ার ছাউনিতে ফিরিয়া আসিল।

কিছুদিন ছাউনিতে কাটিয়া গেল। বাঙ্গালী অ্যাম্বুলেন্স তাহাদের প্রতিদিনের নিয়মিত কার্য্য করিতে আরম্ভ করিল। ১৯১৫ সালের ১৫ই নভেম্বর আবার সাজ, সাজ রব উঠিল। "আজিজিয়া ও বোগ্দাদের মধ্যবর্ত্তী কোনও স্থানে তুকিরা অবস্থান করিতেছিল। প্রধান সেনাপতি নিক্‌সনের আদেশে ষষ্ঠ সংখ্যক পুণা-বাহিনীর অধ্যক্ষ টাউনসেণ্ড তুর্কিবাহিনী আক্রমণ করিতে চলিলেন। বঙ্গসেনাও সেই সঙ্গে চলিল।

আজিজিয়া হইতে যাত্রা করিয়া ব্রিটিশ সেনা আবার এল্-কুট্‌নিয়ায়

ছাউনি করিল। সেখানে সেনা-পরিদর্শন করিয়া জেনেরাল ডিলেমেইন বাঙ্গালীসেনার কার্য্যকুশলতার প্রশংসা করিলেন।

টেসিফোন যাত্রা

১৮ই নভেম্বর রাত্রিতে যখন বঙ্গসেনা নিশ্চিন্তে নিদ্রা যাইতেছিল তখন বন্দুকের ঘন ঘন শব্দে তাহাদেব নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহাদের মাথার উপর দিয়া কয়েকটী গুলি ভ্রমরগুঞ্জনে চলিয়া গেল। শব্দ শুনিয়া বুঝা গেল গ্রামবাসী বেদুইনেরা গুলি চালাইতেছে। আচম্‌কা-আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য সিপাহীরা "বড বড গর্ত্ত" খনন করিয়া লইয়াছিল। রাত্রে তাহার ভিতর শুইয়া থাকিত। অধিকাংশ কর্ম্মচারী সুরক্ষিত স্থানে শয়ন করিতেন। বাহিনী এল্‌-কুট্‌নিয়া ত্যাগ করিল।

ক্যাম্প লজ্জেতে আসিয়া বঙ্গসেনা বুঝিতে পারিল যে, একটী বৃহৎ যুদ্ধ আসন্ন হইয়াছে। মালবাহী ষ্টীমারগুলি হইতে ভাবে ভারে অস্ত্র শস্ত্র নামিতে লাগিল। ষ্টীমারের উপর যে সকল বেতার বার্ত্তাবহ যন্ত্র ছিল তাহারা অবিরত ঝঙ্কার করিতে লাগিল। ২০শে তাবিখে আয়োজন শেষ করিয়া ব্রিটিশ-বাহিনী টেসিফোনে তুর্কি-চক্র আক্রমণ করিতে চলিল।

ভোর ছয়টার সময় ব্রিটিশ-বাহিনীর বাম দিকে ঘন ঘন কামানের গর্জ্জন হইতে লাগিল। জেনেরাল হাউটন্ তখন তাঁহার ১৮ সংখ্যক ব্রিগেড লইয়া তুর্কি ব্যূহ আক্রমণ করিলেন। এক ঘণ্টা পর ব্রিটিশের তোপখানা হইতে কামানগুলি অগ্নিবৃষ্টি করিতে লাগিল এবং "তিন সহস্র রাইফেলের কড়্ কড়্ ধ্বনি শ্রবণপথে প্রবেশ করিয়া ঘোষণা করিয়া দিল, টেসিফোনের বিখ্যাত যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে।"

এসিনের যুদ্ধে জয়লাভ করিতে না পারিয়া সেনাপতি নরুদ্দীন পাশা বাগ্দাদ রক্ষা করিবার জন্য টেসিফোনে বহু সেনা সমাবেশ করিয়াছিলেন। টেসিফোন—সেই প্রাচীন গ্রীক নগরী—টাইগ্রিসের পূর্ব্বতীরে অবস্থিত। বহু

রুধিরলিপ্ত টেসিফোন

পুরাকীর্ত্তির অবশেষ টেসিফোনের প্রান্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পারস্যের কোনও নৃপতি তাঁহার বাগ্দাদ্-বিজয়-কাহিনীকে অমর করিবার জন্য টাইগ্রিসের তীরে যে তোরণ রচনা করিয়াছিলেন এখনও তাহা সেখানে টাগ্-কিস্‌রা নামে সুপরিচিত।

টেসিফোনের যুদ্ধ আরম্ভ হইল। সেনাপতি হাউটন্ দেখিলেন, তুর্কিরা বহু সেনা সমাবেশ করিয়া প্রচণ্ড বাধা দিতেছে। তিনি প্রাণ-পণে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। জেনেরাল ডিলেমেইন তাঁহার দলবল লইয়া হাউটন্‌কে সাহায্য করিবার জন্য অগ্রসর হইলেন। এদিকে জেনেরাল টাউনসেণ্ড তাঁহার বাহিনী লইয়া যুদ্ধে যোগ দিলেন। ষোড়শ ব্রিগেডের পদাতিক দল ভীম বেগে অগ্রসর হইল। তুর্কিসেনা বীরবিক্রমে যুঝিয়াও তাহাদের প্রথম ট্রেঞ্চ রক্ষা করিতে পারিল না। তুই মাইল হটিয়া গিয়া দ্বিতীয় ট্রেঞ্চে সমবেত হইল। সমগ্র ব্রিটিশ ডিভিসন্ তখন সেই দিকে ধাবিত হইল। তাহার পর কি হইয়াছিল, প্রত্যক্ষদর্শী বঙ্গবীরের কথায় বলি ঃ—

"প্রায় অর্দ্ধ মাইল চলিবার পর আমরা বুঝিতে পারিলাম, আমাদের সম্মুখ ভাগে রীতিমত যুদ্ধ চলিতেছে, রাইফেল্ ও মেসিন গানের আওয়াজে তখন চারিদিক প্রকম্পিত হইয়া উঠিয়াছে এবং সমগ্র আর্টিলারি ব্রিগেডের তোপগুলির গর্জ্জনে রণক্ষেত্র তখন পরিপূর্ণ। আমরা শুইয়া পড়িবার হুকুম পাইলাম। শুনিতে লাগিলাম আমাদের মাথার উপর দিয়া অজস্র বুলেট ছুটিতেছে। বুলেটগুলি বাতাস ভেদ করিয়া যাইবার সময় নানাবিধ শব্দ করিয়া যাইতেছিল। ৩০৩ বোরের ছুঁচালো বুলেটগুলি বায়ুভেদ করিয়া যাইবার সময় মার্জ্জার-শিশুর ন্যায় মিউ মিউ শব্দ করিয়া যায়। আরবী ইরেগুলার সিপাহীদের অপেক্ষাকৃত স্থূলতর বোরের বন্দুকের বুলেট ভ্রমর-গুঞ্জনের অনুকরণ করিয়া থাকে। ......প্রায় প্রতি সেকেণ্ড অন্তরেই আওয়াজ শুনিতে পাইতেছিলাম

এবং তাহাদের সেল্‌গুলি দূর হইতে হিস্ হিস্ শব্দ করিয়া এবং নিকটে শঙ্খধ্বনির অনুকরণ করিয়া ঊর্দ্ধে, উভয় পার্শ্বে, সম্মুখে এবং পশ্চাতে সশব্দে ফাটিয়া যাইতেছিল! কতকগুলি সেল্ ফাটিয়া না যাইয়া ক্ষেত্রের উপর পড়িতেছিল। সে চমৎকার দৃশ্যে ও অভিনব শব্দভঙ্গীতে বোধ হয় অতি কাপুরুষেরও পুরুষ-জনোচিত যুদ্ধ ও দ্বন্দ্ব-প্রবৃত্তি জাগরিত হইয়া উঠে। হাতিয়ার হাতে সম্মুখস্থ বীরগণের যশের ভাগী না হইয়া, ষ্ট্রেচার হাতে পশ্চাতে অপেক্ষা করিতে হইতেছে বলিয়া আমরা সকলেই একটু ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলাম। কিছুক্ষণ এইরূপে অপেক্ষা করিবার পর হঠাৎ একটি গুলি আসিয়া প্রাইভেট মহেন্দ্র মুখার্জ্জির ললাটে লাগিল। তাহার অকস্মাৎ উঃ শব্দে আমরা ফিরিয়া দেখি, তাহার কপাল হইতে রক্তের ধারা বহিতেছে। গুলি বহুদূর হইতে আসিয়াছিল বলিয়া আঘাতটী মারাত্মক হয় নাই। আমরা মুখার্জ্জির মস্তকে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম।......"

"কাপ্তেনের আদেশে আমরা অধিকতর প্রসারিত হইয়া আমাদের সম্মুখবর্ত্তী ময়দানে আহতদের অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম এবং আহত পাইলেই তাহাদিগকে ড্রেসিং-ষ্টেশনে আনয়ন করিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধিতে লাগিলাম। অনুসন্ধানের সময় আমরা বহু মৃতদেহ অতিক্রম করিতে লাগিলাম এবং পূর্ব্ব আদেশমত, তাহাদের নাম ও নম্বর অঙ্কিত আই-ডেণ্টিটি চাকৃতিগুলি তাহাদের গলদেশ হইতে সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। এই টিনের চাকৃতিগুলি হইতেই পরে ক্যাজুয়াল্‌টি রোল্ বা মৃতের তালিকা প্রস্তুত করা হইবে।......"

"প্রথম ড্রেসিং-ষ্টেশনে প্রায় পঞ্চাশজন আহতের ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিয়া ও তাহাদের সাধ্যমত জলপান করাইয়া আমরা আরও অধিক দূরে অগ্রসর হইয়া গেলাম। যে আহতদিগকে আমরা পশ্চাতে রাখিয়া গেলাম ক্লিয়ারিং হস্‌পিটালের গাড়ী আসিয়া তাহাদিগকে পশ্চাৎবর্ত্তী

হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার কথা। যুদ্ধের প্রচণ্ডতার জন্য হাঁসপাতালের এই ব্যবস্থাটী বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল।......"

"তখন পর্য্যন্ত সমান ভাবে যুদ্ধের গর্জ্জন চলিয়াছে এবং—অবিশ্রান্ত গুলি ও গোলা বৃষ্টি হইতেছে। আমাদেরই কিছু দূরে দক্ষিণ-দিকে যে ব্যাটারি কায করিতেছিল তাহার দুইটী গান্ টিমের উপর শত্রুপক্ষের গোলা আসিয়া পড়িয়া অশ্বগুলি ও তাহাদের চালকদের নিহত করিল। একটী রেজিমেণ্টাল্ ষ্ট্রেচার-বেয়ারারের দল আমাদের নিকট একটী আহতকে পৌঁছাইয়া দিয়া, কিছু দূরে বসিয়া তামাকু সেবন করিতেছিল—এমন সময় একটী গোলা তাহাদের উপর পতিত হইয়া তাহাদের চারিজনকেই নিহত করিল এবং উৎক্ষিপ্ত মৃত্তিকার দ্বারা অর্দ্ধ প্রোথিত করিল। যদিও আমাদের অতি নিকটেই এই হত্যাকাণ্ড চলিতেছিল, কিন্তু ভগবানের কৃপায় মহেন্দ্র মুখার্জ্জির পর আমাদের দলের আর কেহই সেদিন আহত হয় নাই।"

"বেলা চারিটা পর্য্যন্ত এই স্থানে কার্য্য করিয়া আমরা পুনরায় আহতের অনুসন্ধানে অগ্রসর হইয়া গেলাম। যুদ্ধের বেগ যেন ক্রমে কমিয়া আসিতেছে বোধ হইতে লাগিল। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে আমার সেক্‌সনটি একটি আহতকে উত্তোলন করিতেছে, এমন সময় প্রায় ২০।২৫টি বুলেট আসিয়া আমাদের মধ্যে পড়িল। আমরা লক্ষ্যের বিষয়ীভূত হইয়াছি বুঝিয়া তখনই শুইয়া পড়িলাম।"

"অপরাহ্ণের পর হইতেই আমরা জলাভাবে কষ্ট পাইতে লাগিলাম। সেই ভীষণ রৌদ্রে ক্রমাগত পরিশ্রম করিয়া সকলেই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। আমাদের নিজেদের জলের বোতল ইতিপূর্ব্বেই শূন্য হইয়া গিয়াছিল। আমরা তখন মৃত সিপাহীদের জলের বোতল সংগ্রহ করিতে লাগিলাম এবং সেই জল দ্বারা আহত সিপাহীদের ও নিজেদের তৃষ্ণার কিঞ্চিৎ লাঘব করিলাম।"

"রাত্রি প্রায় তিনটার সময় আমরা ছুটি পাইলাম। বেলা ৬টা হইতে আরম্ভ করিয়া রাত্রি ৩টা পর্য্যন্ত অনবরত পরিশ্রম করিয়া আমাদের করতল ও স্কন্ধদেশ ফুলিয়া উঠিয়াছিল এবং তৃষ্ণায় তালু শুকাইয়া গিয়াছিল। প্রাইভেট শিশিরপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারীর স্কন্ধদ্বয় অস্বাভাবিক রকম স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিল।"

পরদিন "বেলা প্রায় ৯টার সময় আমরা শুনিতে পাইলাম, প্রায় আধ মাইল দূরে পানীয় জলের একটী নালা আছে। ইহা শুনিয়াই আমরা নিজেদের ও অন্যের জলের বোতল লইয়া সেদিকে রওনা হইলাম। পথে আমরা তুর্কীদের প্রথম ট্রেঞ্চের কিয়দংশ অতিক্রম করিয়া যাইলাম।··· ট্রেঞ্চটিতে তখনও সদ্য যুদ্ধের চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। দেখিলাম শিখ, গুর্খা, পাঞ্জাবী, ইংরাজ, আরবী ও তুর্কি সকলেই সেখানে এক সঙ্গে মহানিদ্রায় শয়ান!"

"নালাতে পৌঁছিয়া দেখিলাম মাত্র দুই ইঞ্চি পরিমিত গভীর ঘোলা জল সেস্থানে আছে। হেভি ব্যাটারির বিরাটকায় মূলতানী বলদেরা তাহা পান করিতেছে এবং সেই জলটুকু ক্রমে অদৃশ্য হইতেছে। কালবিলম্ব না করিয়া আমরা কয়েকটি জলের বোতল ভর্ত্তি করিয়া লইলাম। জলের মধ্যেই একটি তুর্কির মৃতদেহ এবং বিষ্ঠা রহিয়াছে দেখিলাম। সে ভীষণ তৃষ্ণাতেও সেই জল পান করিতে প্রবৃত্তি হয় নাই।"

"প্রায় একশত শ্বেত বর্ণের বৃহৎকায় বলদ একত্র জলপান করিতেছিল। প্রায় পাঁচ মিনিট পরেই পালের উপর তুর্কীর গোলা আসিতে লাগিল। প্রথমটী না ফাটিয়া আমাদের সম্মুখবর্ত্তী ভূমিতে প্রোথিত হইয়া গেল। দ্বিতীয়টি বহুদূরে যাইয়া পড়িল। কিন্তু তৃতীয় সেল্ আমাদের সম্মুখে পড়িয়াই সশব্দে ফাটিয়া গেল এবং স্র্যাপ্নেল্গুলি ভীষণ সোঁ সোঁ শব্দ করিয়া আমাদের দলের ভিতর দিয়া চলিয়া গেল।"

"বেলা পাঁচটার সময় কর্ণেল ব্রাউন্-মেসন্ আসিয়া আমাদের

বলিলেন, তোমরা এই গাড়ীগুলির (আহত-বোঝাই শকটের শ্রেণী) সহিত ক্যাম্প স্বাজে ফিরিয়া যাও।...আমরা যাত্রা করিলাম। খোলা মাঠে আসিয়া পৌঁছিলেই তুর্কীরা আমাদের উপর গোলা চালাইতে আরম্ভ করিল।...এই দলটির অধিনায়ক ছিলেন কাপ্তেন পুরী এবং কাপ্তেন কল্যাণ মুখার্জ্জি তাঁহার সহকারী ছিলেন। আমরা প্রথম দিনের যুদ্ধের পর রিডাউটে আসিয়াই কাপ্তেন মুখার্জ্জিকে আহত অবস্থায় দেখি। ইঁহার হস্তে গুলি বিদ্ধ হইয়াছিল এবং হাতখানি বাঁধিয়া স্কন্ধদেশে ঝুলাইয়া রাখা হইয়াছিল।"

"কিছুক্ষণ পর সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিল। তুর্কিরা আমাদের গতিবিধি দেখিবার জন্য ষ্টার সেল্ নামক তুবড়িব গোলা বা হাউই ছুড়িতে লাগিল। এক একটি গোলা ঊর্দ্ধে আকাশে বেগুণী রংএর আলোক বিকীর্ণ করিয়া ফাটিয়া যাইতেছিল এবং তাহাতে সমস্ত প্রান্তরটি তিন চার সেকেণ্ড ধরিয়া আলোকিত হইয়া উঠিতেছিল। সেই আলোকে পাল্লা ঠিক করিয়া তাহারা আমাদের উপর গোলা চালাইতে-ছিল। কিন্তু সুখের বিষয় তাহাদের লক্ষ্য ঠিক হয় নাই। একটি গোলাও আমাদের উপর আসিয়া পড়ে নাই।"

"আমরা রাত্রি ৯টার সময় হল্ট্ করিবার হুকুম পাইলাম।......একটু পরে কাপ্তান পুরী বলিলেন—'নিকটেই নদী আছে। জল আনয়নের বন্দোবস্ত কর।' আমরা বহু সংখ্যক জলের বোতল লইয়া রওয়ানা হইলাম।...অর্দ্ধ ঘণ্টা চলিবার পর নদী পাইলাম এবং সর্ব্বপ্রথমে বুট পট্টি ভিজাইয়া হাঁটুজলে নামিয়া উবু হইয়া জল পান করিতে লাগিলাম। ৪৮ ঘণ্টার পিপাসা কিছুতেই নিবারণ হইতেছিল না।" (১)

একে একে দ্বাদশবার তুর্কিদের পাল্টা আক্রমণ বিফল করিবার

(১) মানসী ও মর্ম্মবাণী—১৩২৮-২৯ ; ১৩২৯-৩০ ; ১৩৩০-৩১।

পর দেখা গেল ব্রিটিশ তোপখানায় কামানের গোলা প্রায় নিঃশেষে ফুরাইয়া গিয়াছে! সৈন্যগণ তখন মরণ পণ করিয়া বেয়নেট্ হস্তে তুর্কির অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া রহিল। তুর্কিরা আর আসিল না; এদিকে ২০ মাইল পথ সমানে গ্যালপ্ করিয়া ভোর হইতে না হইতেই এমিউনিশন্ কলম্ গোলা-গুলি লইয়া আসিল।

এত চেষ্টা ও লোকক্ষয়ের পরও টেসিফোনের রুধির-রঞ্জিত যুদ্ধের ফল অনির্দ্দিষ্টই রহিয়া গেল! তুর্কিরা বলিল, তাহারা জিতিয়াছে, ব্রিটিশ-বাহিনী বলিল—জয় তাহাদেরই হইয়াছে। যুদ্ধের ফলাফল যাহাই হউক, কিন্তু ইহা নিশ্চিত যে, বাঙ্গালী অ্যাম্বুলেন্স কোরের মুষ্টিমেয় সেনাদল যেরূপ কার্য্যতৎপরতা, ধীরতা ও সাহস দেখাইয়াছিলেন তাহা বীরের ইতিহাসে অমর হইয়া রহিবে। যুদ্ধ যখন ভয়ানক ভাবে চলিতেছে, যখন কামান গর্জ্জনে আকাশ বাতাস নিরন্তর কাঁপিতেছে তখন জীবন তুচ্ছ করিয়াও যাঁহারা আহতদিগকে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে সরাইতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালী-সেনার স্থান সেদিন অনেক উচ্চে ছিল! বাঙ্গালী অ্যাম্বুলেন্স কোর যখন গোলা-গুলির মধ্যেও নিজের কর্ত্তব্য পালনে ব্যস্ত তখন একজন পদস্থ সামরিক কর্ম্মচারী অশ্বারোহণে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমরা কারা? বাঙ্গালী কি?" উত্তর হইল—"হাঁ, আমরা বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবক।" কর্ম্মচারী তৎক্ষণাৎ কথা কয়টী নোটবুকে টুকিয়া লইয়া স্থানান্তরে ধাবিত হইলেন। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে রেডাউটে ফিরিবামাত্র প্রত্যেক অ্যাম্বুলেন্স অফিসার বলিতে লাগিলেন—আমি বাঙ্গালীদের চাই—আমি বাঙ্গালীদের চাই! মেজর ল্যাম্বার্ট অবরুদ্ধ কুটেল্-আমারায় রুগ্নশয্যায় শয়ান থাকিয়াও হাবিলদার চম্পটীকে বলিয়াছিলেন—*I am proud that I commanded you*—তোমাদের অধ্যক্ষ বলিয়া আমি গর্ব্ব অনুভব করিতেছি। ষ্ট্রেচার-ড্রিল শিক্ষক ষোড়শ রাজপুত সেনাদলের

বীর যোদ্ধা হাবিলদার থুবিসিং টেসিফোনের যুদ্ধে গুরুতর রূপে আহত হইবার পর তাঁহার বাঙ্গালী শিষ্যদের শেষ সেবা লইতে লইতে প্রশান্ত বদনে আশীর্ব্বাদ করিয়া স্বর্গে গেলেন। এই সকল দিক হইতে বিচার করিলে বলিতে হইবে—টেসিফোন বাঙ্গালী-জাতির বীর-স্মৃতি বহুদিন রক্ষা করিবে।

টেসিফোনের যুদ্ধের কয়েকদিন পর বেঙ্গল অ্যাম্বুলেন্স কোর অন্যান্য সেনাদিগের সহিত স্বাজের ছাউনীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। স্বেচ্ছাসেবকদিগের বিরাম-বিশ্রামের কোনও অবসর ছিল না। ২৬শে নভেম্বর বহু আহত সেনাকে সযত্নে নানা ষ্টিমারে তুলিয়া দিবার সময় অ্যাম্বুলেন্স কোর যেরূপ কার্য্যকুশলতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সকলের মুখেই তাঁহাদের সুখ্যাতি ধ্বনিত হইয়াছিল। প্রধান সেনাপতি নিকসন্ এবং মেডিকেল বিভাগের ডিরেক্টর জেনেরাল হ্যাথাওয়ে ইঁহাদের কার্য্য পরিদর্শন করিয়া হাবিলদার চম্পটীর নিকট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

ষষ্ঠ পুণা ডিভিসনের প্রত্যাবর্ত্তন বা Retreat

২৪শে হইতে ২৭শে পর্য্যন্ত কয়েকদিন ধরিয়াই টেসিফোনের যুদ্ধে আহত সৈন্যদিগকে ষ্টীমারে তুলিতে হইল! পরিশ্রান্ত বঙ্গসেনা কেবল একটু বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময় এরোপ্লেনে সংবাদ আসিল—তুর্কিসেনা আক্রমণ করিতে আসিতেছে! অমনি রিট্রিট বা সুশৃঙ্খলায় পলায়ন আরম্ভ হইল! ছাউনীতে তাম্বুগুলি যেমন সাজানো ছিল তেমনি রহিয়া গেল—গুড়, ময়দা, পনির প্রভৃতি সবই পড়িয়া রহিল। কুচ্ করিতে করিতে সন্ধ্যা নামিল। সন্ধ্যার অন্ধকারে দেখা গেল, পরিত্যক্ত তাম্বুগুলির উপর তুর্কির সেল্ ফাটিতেছে! তুর্কিসেনা দূর হইতে তাম্বু দেখিয়া মনে করিয়াছিল, ব্রিটিশবাহিনী নিশ্চিন্তমনে স্বাজেই আছে!

ইহাই হইল সুবিখ্যাত ষষ্ঠ পুণা ডিভিসনের প্রশংসিত প্রত্যাবর্ত্তন।

স্বাজ্ ছাড়িয়া চলিতে চলিতে রাত্রি আসিল। আকাশেব মেঘ নক্ষত্ররাশি ঢাকিয়া ফেলিল। অন্ধকার রজনীতে অপরিচিত পথে কখনও বা "কাঁটা জঙ্গলের মধ্য দিয়া", কখনও বা উদ্‌ঘাত পথে আসিবার সময় বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসেবকগণ ক্ষতবিক্ষত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু ডিভিসনের সঙ্গে সঙ্গে চলিতেই হইবে। এক মার্চে তাঁহারা সুদীর্ঘ ২৫ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া আবার যখন আজাজিয়ার পরিচিত ছাউনীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন ভোর পাঁচটা।

আজাজিয়ায় আসিয়াও বিশ্রামের অবসর ছিল না—"আর একটী আহত সিপাহীর দলকে ষ্টীমারে উঠাইয়া দেওয়া হইল।" যতগুলি বৃহৎ বৃহৎ ষ্টীমার সেখানে পাওয়া গেল, সেগুলি সবই হাঁসপাতালে পরিণত করা হইয়াছিল। তাহাদের উপব নীচ উভয ডেক্ আহত সেনায় পরিপূর্ণ হইয়া গেল—"সিপাহীদের ঠাসাঠাসি করিয়া" রাখিতে হইল! কয়েকদিনের ভীষণ পরিশ্রমে অ্যাম্বুলেন্স কোরের কয়েকজন অসুস্থ হইয়াছিলেন। তাঁহারাও একটী ছোট ফ্ল্যাটে স্থান পাইলেন। "ইহাদের নাম যতীন্দ্র মুখার্জ্জি, মনীন্দ্র দেব, শচীন্দ্র বসু ও শৈলেন্দ্র বসু।" 'সয়তান' নামক একখানি গান্-বোটের সঙ্গে এই ফ্ল্যাটকে বাঁধিয়া দেওয়া হইল। হাঁসপাতাল-জাহাজগুলি নদীপথে অগ্রসর হইল।

সহসা সংবাদ আসিল—তুর্কি আসিতেছে। অমনি প্রত্যাবর্ত্তন আরম্ভ হইল। ডিভিসনটী ৫ মাইল কুচ্ করিয়া উম্মাল্-তাবুল নামক স্থানে আসিয়া হল্ট করিল। "সূর্য্যাস্তের কিছু পরে আমরা কেরোসিন তৈলের টিনে সিদ্ধ করা চাউল ও ডাইলের সদ্ব্যবহার করিতে উদ্যত হইয়াছি, এমন সময় গুড়ুম্ গুড়ুম্ আওয়াজের সহিত তুর্কির সেল্ আসিয়া ক্যাম্পে পড়িতে লাগিল। যে বিশাল ভূভাগ ব্যাপিয়া আমাদের ক্যাম্প-ফায়ার জ্বলিতেছিল, তাহা দুই

উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধ

সেকেণ্ডের মধ্যে নিভাইয়া দেওয়া হইল। ইহার পর কবে এবং কোথায় আহার জুটিবে তাহার কোনও স্থিরতা নাই বুঝিয়া আমরা শুইয়া শুইয়া আহার সমাধা করিয়া লইলাম। প্রায় মিনিট দশেক তোপ দাগিয়া তুর্কিরা থামিয়া গেল।"

"৩০শে নভেম্বর সূর্য্যোদয়ের কিছু পূর্ব্বেই উষার মৃদু আলোকে ৬ সংখ্যক পুণা ডিভিসনের লোকেরা সবিস্ময়ে দেখিতে পাইল, একটী বিশাল তুর্কি ক্যাম্প মাত্র এক মাইল দূরে অবস্থান করিতেছে।... আমাদের তোপখানাগুলি গর্জ্জন করিয়া উঠিল এবং যদৃচ্ছা (পয়েণ্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জে) তুর্কি ক্যাম্পের উপর গোলা বর্ষণ করিতে লাগিল।... আমরা বেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইলাম, আমাদের গোলা বর্ষণে তুর্কিরা ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছে।"

"যুদ্ধ আরম্ভ হইবার কিছু পরেই তুর্কিরা গ্যালপ্ করিয়া তাহাদের একটী তোপখানা আমাদের সম্মুখবর্ত্তী নদীর বাঁকে লইয়া গেল এবং গোলা বর্ষণ আরম্ভ করিল। তাহাদের উদ্দেশ্য যে আমাদের নদীগামী ষ্টীমারগুলিকে ধ্বংস করা, তাহা বেশ বুঝা গেল। আমরা নদীর অতি নিকটেই ছিলাম এবং দেখিতে পাইলাম যে নদীর জলে শিলাবৃষ্টির ন্যায় সেল্ আসিয়া পড়িতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট জলস্তম্ভের সৃষ্টি হইতেছে। বোধ হইতেছিল যেন নদীতে একটী জলময় বৃক্ষের জঙ্গল হইয়াছে।"

এই সময় টাউনসেণ্ড তাঁহার দুইটি ব্রিগেড্ লইয়া তুর্কিদিগকে আক্রমণ করিলেন। উহারা ক্রমে হটিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের কামানের গোলার আঘাতে ব্রিটিশ রণতরীগুলি ভাঙ্গিয়া গেল। একটি তুর্কি-গোলা আসিয়া রণতরী ফায়ার-ফ্লাইকে আঘাত করিবামাত্র তাহার বয়লার ফাটিয়া গেল! উহাকে রক্ষা করিতে যাইয়া 'সয়তান' রণতরীরও সেই দশা ঘটিল।

'সয়তানের' সঙ্গে যে ফ্ল্যাট বাঁধা ছিল, পূর্ব্বেই বলিয়াছি কয়েকজন অসুস্থ বঙ্গসেনা তাহাতে আশ্রয় পাইয়াছিল। তুর্কিরা নদীর বাম তীরে আসিয়া সেই ফ্ল্যাটের উপর অবিশ্রান্ত "সেল্ ও মেসিন্-গান্ চালাইতে আরম্ভ করিল।" একটি গুলি যতীন্দ্র মুখার্জ্জীর ললাট বিদ্ধ করিয়া, মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। বঙ্গবীর যতীন্দ্রনাথের তৎক্ষণাৎ মৃত্যু ঘটিল! মনীন্দ্র দেবের উরু এবং বাহুতে মেসিন্ গানের পাঁচটি গুলি লাগিল। সে চেতনা হারাইল। অমূল্য বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলেন্দ্র বসু, সুশীল লাহা এবং শচীন্দ্র বসুও অল্পাধিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। ইঁহারা উম্মাল্-তাবুলে বাঁচিয়া গেলেন বটে, কিন্তু পরে বন্দী হইয়া বাগ্দাদে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। "ইঁহাদের রক্তপাতের জন্য নিম্ন-মেসোপটেমিয়ার উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধ-ক্ষেত্র বাঙ্গালীর পক্ষে তীর্থস্থান হইয়াছে।"

বাঙ্গালীর তীর্থ

উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধের মধ্যে কর্ণেল হেনেসি এবং মেজর ল্যাম্বার্ট সেনাদল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। বঙ্গের সেবক-সেনা তখন সম্পূর্ণরূপে হাবিলদার চম্পটির অধীনে সুশৃঙ্খলায় কর্ত্তব্যপালন করিয়াছিল। একদিকে শত্রু তুর্কিসেনা এবং অন্যদিকে ডিভিসনের শেষ পদাতিক দল —বাঙ্গালার অ্যাম্বুল্যান্স-দল এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থলেও কার্য্য করিয়াছিল—ভীত হয় নাই—চঞ্চল হয় নাই—পলায়ন করে নাই! শেষে কর্ণেল হেয়ারের আদেশে তাহারা সে স্থান ত্যাগ করিয়াছিল। যাহা হউক, উম্মাল্-তাবুলের যুদ্ধ প্রায় সমস্ত দিন ধরিয়া চলিল কিন্তু তুর্কিরা পরাজিত হইল। বঙ্গের সেবক-সেনা অন্যান্য সৈনিকদিগের সহিত আবার কুচ্ করিতে আরম্ভ করিল এবং রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত অন্ধকারে পথ চলিয়া অতিশয় বিশৃঙ্খলার ভিতর "ছত্রভঙ্গ" অবস্থায় ছাউনীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। উপস্থিত হইবামাত্র কর্ণেল হেনেসি "কয়েকজনকে ষ্ট্রেচার লইয়া কার্য্য করিতে নিযুক্ত করিলেন।" এত পরিশ্রমের পরও

ভীরু বলিয়া নিন্দিত বাঙ্গালীজাতির এই ধুরন্ধরগণ ভাঙ্গিয়া পড়িল না। তাহারা অনায়াসেই ভোর ছয়টা হইতে রাত্রি ২টা পর্য্যন্ত কুচও করিয়াছিল এবং কোরের কর্ত্তব্যপালন করিয়া প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

প্রভাতে যখন ডিভিসন আবার কুচ্ আরম্ভ করিল, বঙ্গ সেবক-সেনা তখন ষ্টীমারে আরোহণ করিয়া কুট্-এল্-আমরায় যাইবার জন্য আদিষ্ট হইলেন। কুটে আসিয়া তাঁহারা ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুল্যান্সের সহিত মিলিত হইলেন—তখন তাঁহারা মাত্র ১৮ জন ছিলেন; তাঁহারা সহরের পশ্চিম দিকে একটি খেজুর বাগানে গভীর গর্ত্ত খনন করিয়া উহার চারি পার্শ্বে শুষ্ক খড়ের গাঁইট সারি করিয়া রাখিয়া তাহারই ভিতর থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া লইলেন। পরদিন বৈকালে দূরে কামানের গর্জ্জন শোনা গেল—তুর্কির গোলা আসিয়া কুটের সন্নিকটে পড়িতে লাগিল। কুট্-এল্-আমেরার ইতিহাস-প্রসিদ্ধ অবরোধ ডিসেম্বর মাসের সেই ৩রা তারিখে এইভাবে আরম্ভ হইল।

সিংহ পিঞ্জরে

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, বাঙ্গালী সেবক-সেনা ২নং ফিল্ড অ্যাম্বুলেন্সের সঙ্গে মিলিত হইয়া একটি খেজুর বাগানে অবস্থান করিতেছিল। তুর্কিরা সেখানে "প্রায়ই গোলা ফেলিতে লাগিল।" "একটি মেসিন্‌গান্ প্রায়ই বাগানটি ঝাঁটাইয়া" গুলি ছুড়িতে আরম্ভ করিল। ১৫ই ডিসেম্বর বৃষ্টির ধারার ন্যায় তুর্কির গোলা ছুটিতে লাগিল; উহাদের কতক বা পড়িল কুট্ সহরের ভিতর এবং কতক পড়িল খেজুর বাগানে। একটি সেল্ বাঙ্গালী সেবক-সেনার আশ্রয় সেই গর্ত্তের নিকটে পড়িয়া ফাটিয়া গেল এবং তিনজন বাঙ্গালী সেবা-সৈনিক আহত হইলেন। তাঁহাদের নাম—ফকির চক্রবর্ত্তী, প্রিয়নাথ রায় ও ম্যাথিউ জেফর। ম্যাথিউ জেফর পূর্ব্বদিনেও মেসিন্‌গানের গুলিতে আহত হইয়াছিলেন। যে সকল সেল্

আসিয়া পড়িতে লাগিল তাহাদের প্রচণ্ডতা এমনই ছিল যে, একদিন "একটী পাঞ্জাবী সিপাহীর বাহুর অতি নিকট দিয়া সেল্ চলিয়া যাইবার সময় বাতাসের ধাক্কাতেই তাহার হাতের একখানি অস্থি ভাঙ্গিয়া যায় ও সে বহুদিন তাহাতে অসুস্থ থাকে।"

টাইগ্রিস নদীর বামপার্শ্বে অবস্থিত ক্ষুদ্র একটি শহরের নাম কুট্-এল্-আমেরা। এই ক্ষুদ্র নগরে ব্রিটিশসিংহ পিঞ্জরাবদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া উহা এখন একটী সর্ব্বজনবিদিত নগর। যুদ্ধের সময় সেনাপতি টাউনসেণ্ড মনে করিয়াছিলেন, কুট্-এল্-আমেরায় অবস্থান করিতে পারিলে তুর্কিদিগকে বাধা প্রদান করিবার সুবিধা হইবে। সে সময়ে খলিল পাশার অধীনে প্রায় আশি হাজার সিপাহী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল। তাহাদের প্রধান ছাউনী ছিল সামারান্ নামক স্থানে। সামারান্ কুট্-এল্-আমেরা হইতে ৭ মাইল পশ্চিমে।

তুর্কিসেনা দিনের পর দিন কুট্-এল্-আমেরা আক্রমণ করিতে লাগিল। তাহাদের পরিখাগুলি কুটে প্রবেশের পথ রুদ্ধ করিয়া দিল—কুট্ ত্রিভুজাকার তুর্কিট্রেঞ্চ শ্রেণীর মধ্যে আবদ্ধ হইয়া পড়িল।

তুর্কিদের কামানের গোলায় এবং বেয়নেটের আঘাতে ব্রিটিশ-সিপাহীগণ ক্রমেই কাতর হইয়া পড়িতে লাগিল। ১৯১৫ সালের খৃষ্টমাস্-ডে বা বড়দিনে সন্ধ্যা হইতে তীব্র আক্রমণ করিয়া তুর্কিরা বারবার কুট্ অধিকার করিতে চেষ্টা করিল—পুণা ডিভিসনের ভারতীয় সিপাহীদল অচল হিমালয়ের মত সে আঘাত সহিল—হটিল না! ব্রিটিশের ছোটো-বড় ৪০টী তোপের মুখে অবিরাম অগ্নি বর্ষণ হইতে লাগিল—স্র্যাপ্নেল্ এবং লিডাইট গোলার আঘাতে তুর্কিরা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইতে লাগিল, কিন্তু তাহারাও পলায়ন করিল না—পরাজয় মানিল না! এইভাবে রাত্রি কাটিল। প্রভাতে দূরবর্ত্তী স্থান হইতে নূতন সেনা আসিয়া তুর্কিদের সহিত যোগ দিল। আবার যুদ্ধ চলিতে লাগিল।

তুর্কিরা ট্রেঞ্চে প্রবেশ করিয়া হাত-বোমা ছুড়িতে আরম্ভ করিল। তাহাদের আক্রমণ সহ্য করিতে না পারিয়া ১০৩ নম্বর মারহাট্টা লাইট্‌ ইন্‌ফ্যাণ্টি দল, ট্রেঞ্চের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে অবস্থিত একটি রেডাউট্‌ বা ছোট দুর্গ ছাড়িয়া হটিয়া আসিতে বাধ্য হইল। ভলেণ্টিয়ার তোপখানার অধ্যক্ষ কাপ্তান ফ্রীলাণ্ড বীরবিক্রমে অগ্রসর হইয়া তুর্কিদিগকে পরাভূত করিলেন এবং দুর্গ অধিকার করিলেন। এই তোপখানায় তখন ঘোষ নামক জনৈক বাঙ্গালী অন্যতম গোলন্দাজ ছিলেন। কাপ্তান ফ্রীলাণ্ডের ভলেণ্টিয়ার তোপখানা সেদিন যে জয়মাল্য অর্জ্জন করিয়াছিলেন— তোপখানার অন্যতম গোলন্দাজ বাঙ্গালী ঘোষকে তাহা হইতে বঞ্চিত করিবার কোনও কারণ দেখা যায় না।

পূর্ব্বে সকলেই শুনিয়াছিল, কুটের অবরোধ তিন সপ্তাহের বেশী স্থায়ী হইবে না। সেনাপতি এল্‌মার সত্বরেই তাঁহার বিরাট বাহিনী আলি-গরবী হইতে আনিয়া তুর্কিদিগকে বিতাড়িত করিবেন। এল্‌মার জানুয়ারি মাসে (১৯১৬) আসিলেন বটে, কয়েকটী যুদ্ধে তুর্কিদিগকে পরাজিতও করিলেন, কিন্তু তুর্কিসেনা কুটকে অবরোধমুক্ত করিল না। সেনাপতি এল্‌মারের বহু লোকক্ষয় হইল দেখিয়া তিনি সসৈন্যে সেখ্‌-আসাদে ফিরিয়া গেলেন। কুটের বন্দীরা বুঝিতে পারিলেন সত্বর মুক্তির আশা সুদূর-পরাহত।

তখন যাঁহারা কুটে ছিলেন তাঁহাদের অবস্থা প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষায় বলি :—"শীঘ্র মুক্তির আশা নাই দেখিয়া আমাদের আহার্য্যের পরিমাণ ১২ আউন্স হইতে ৮ আউন্সে নামাইয়া দেওয়া হইল। এই সময় হইতেই সিপাহীদের আহারের জন্য অশ্ব ও অশ্বতরের মাংস দেওয়া হইতে থাকে।......টাটকা শাক সব্জীর অভাবে এই সময় কুটস্থ হিন্দুস্থানী ও গোরা সিপাহীরা পাইওরিয়া নামক দাঁতের মাড়ির পীড়ায় আক্রান্ত হইতে থাকে।......আমাদের দলস্থ রণদা প্রসাদ সাহা এই সময়ে কুটের

বাহিরের মাঠ হইতে ভ্যাণ্ডেলিয়া লতা সংগ্রহ করিয়া হাসপাতালে বিতরণ করিত এবং আমরাও সেগুলি ভাজিয়া আহার করিতাম।"

জানুয়ারি মাসে মেসোপটেমিয়ায় বর্ষা আরম্ভ হয়। এবারও প্রবল বর্ষা হইল। নদীতীর ও তাহার নিকটবর্ত্তী ভূমি এমন পঙ্কিল হইয়া উঠিল যে, "চলিবার সময় সিপাহীদের পদদ্বয় প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত প্রোথিত হইয়া যাইতে লাগিল। সেই কর্দ্দমে তোপ, ট্রান্সপোর্ট ও অশ্বাদির পরিচালনা একরূপ অসম্ভব হইয়া উঠিল। সেনাপতি এল্‌মার এই দারুণ অসুবিধার মধ্যেও ছয় সাতবার তুর্কিদিগকে আক্রমণ করিলেন, কিন্তু পরাজিত করিতে পারিলেন না। তাঁহাকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইল। কুট্ অবরুদ্ধই রহিয়া গেল। তুর্কিগণ বিমানে আসিয়া তখন কুটে বোমা ফেলিতে আরম্ভ করিল। এদিকে মেজর ল্যাম্বার্ট ও জেনেরাল হাউটান্ পীড়িত হইয়া কুটেই দেহত্যাগ করিলেন।

জেনেরাল এল্‌মার কুট-উদ্ধারে অসমর্থ হইলে নাসিরিয়ার যুদ্ধ-বিজেতা প্রতিথনামা সেনাপতি গরিঞ্জ সেই কার্য্যের ভার পাইলেন। তখন কুটের সেনাদিগকে প্রতিদিন ৮ আউন্সমাত্র যবের চূর্ণ দেওয়া হইত। বঙ্গের সেবক-সেনা সেই চূর্ণ সিদ্ধ করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিতেন। এক এক চুমুক যবের মণ্ডের সহিত এক এক গ্রাস ঘোড়ার মাংস বিশেষ মন্দ লাগিত না! সে সময়ে আমরা প্রতিজনে এক পাউণ্ড করিয়া অশ্ব-মাংস আহার করিতে পাইতাম।····· ঘৃতের অভাব ঘোড়ার চর্ব্বি দিয়াই পূরণ করিতে হইত।" যাহারা গোমাংস খায়, ইতিপূর্ব্বে তাহারা হেভি-আর্টিলারি বহনকারী বলদগুলিকে উদরসাৎ করিয়াছিল। কুটে ক্রমেই আহার্য্যসামগ্রীর আরও বেশী অভাব হইতে লাগিল।

এ সময়ে প্রধান অভাব হইয়াছিল জ্বালানি কাষ্ঠের। কুটে উহা দুষ্প্রাপ্য হইল। ছাউনীর বাহিরে পদক্ষেপ করিলে প্রতিমুহূর্ত্তেই তুর্কির

গোলায় মৃত্যুর সম্ভাবনা। কিন্তু বাঙ্গালী সেবক-সেনা সে ভয়ে ভীত হইল না। রণদাপ্রসাদ যেমন শাকাদি সংগ্রহ করিতেছিলেন, আবশ্যক মত তেমনই করিতে লাগিলেন। বাঙ্গালী সেবক-সেনাদের বাসস্থানের নিকটেই নদীগর্ভে একখানি হাসপাতাল-বোট অর্দ্ধনিমজ্জিত অবস্থায় ছিল। তুর্কিরা সর্ব্বদা উহার উপরেও গোলা চালাইত। বরফ হইতেও অধিক শীতল সে নদীর জল। নিশাযোগে তাহাই অতিক্রম করিয়া, তুর্কির অগ্নিবর্ষণকে গ্রাহ্য না করিয়া "বাঙ্গালী রবিনসন্ ক্রুসোর দল সেই বোটটীতে যাতায়াত আরম্ভ করিল।" ক্রমে উহা হইতে বেঞ্চ আসিল, চেয়ার আসিল, টেবিল আসিল—ক্রমে ক্যান্‌ভাস্ আসিল, টিনে বন্ধ করা মাংস ও বেসনের টুকরা আসিল! সেই বেঞ্চ, চেয়ার, টেবিল প্রভৃতি তখন একে একে জ্বালানী কাষ্ঠের কাজ করিতে লাগিল। ক্যান্‌ভাস্ বিছাইয়া বাঙ্গালী সেবক-সেনারা তাঁহাদের বাসস্থলীর কাঁচা স্যাঁৎসেঁতে মেঝেটীকে কতকটা বাসোপযোগী করিয়া লইলেন। তখন এত শীত পড়িয়াছে যে, "দুইটী সিপাহী পাহারা দিবার সময় শীতে জমিয়া মরিয়া গেল!"

সেনাপতি গরিঞ্জ এপ্রিল (১৯১৬) মাসে তুর্কিব্যূহ আক্রমণ করিলেন। তাঁহার ছোটো-বড় একশত কামান নিয়ত গর্জ্জন করিতে লাগিল। "নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তোপের গর্জ্জন দূর হইতে যেন ঝড় বহিতেছে এরূপ শুনাইতে লাগিল। রাত্রে ম্যাগাসিসের দিকে অর্দ্ধেক আকাশ ব্যাপিয়া দেখা যাইতে লাগিল, অসংখ্য সেল্ শুধু চিক্-মিক্ করিয়া ফাটিতেছে—যেন একটী প্রকাণ্ড সহর দীপালীর আলোকমালায় সজ্জিত হইয়া উঠিয়াছে। এই অভিনব দীপালীর সহিত তোপের গর্জ্জন মিশিয়া মনে হইতে লাগিল যেন মহাকাল স্বয়ং বম্ বম্ শব্দে করালীর পূজায় মাতিয়াছেন।" এই ভাবে তিন দিন যুদ্ধ চলিল—কিন্তু তুর্কিরা পথ ছাড়িল না। তাহারা পাঁচটী ট্রেঞ্চ ছাড়িল—শতে শতে

মরিল—কিন্তু কিছুতেই কুটের বদ্ধ দ্বার: মুক্ত করিল না। তখন কুটে মাত্র এক সপ্তাহের যোগ্য খাদ্য সামগ্রীও ছিল না!

প্রধান সেনাপতি সার্ পার্শি লেক্ প্রমাদ গণিলেন! রিলিভিং কলাম্ সিদ্ধান্ত করিলেন, যাহা ঘটে ঘটুক—খাদ্য বোঝাই করিয়া একখানি ষ্টীমার কুটে পাঠাইতেই হইবে। ষ্টীমার জুল্‌নারকে লৌহবর্ম্মে আবৃত করা হইল। ভারে ভারে আটা, ময়দা প্রভৃতি খাদ্য সামগ্রী তাহাতে উঠিল। প্রশ্ন উঠিল—সুনিশ্চিত মৃত্যুর মুখে কে এই ষ্টীমার লইয়া কুটে যাইবে? সার্ পার্শি-লেক তাঁহার বীর সেনাদের ডাকিয়া কহিলেন—'একদিকে সুনিশ্চিত মৃত্যু—অন্যদিকে বিশ্বব্যাপী বিজয়ঘোষণা, জয়ের অমৃতমাল্য ধারণ করিয়া অমরত্ব লাভ। আইস—জুল্‌নারকে কুটে কে লইয়া যাইবে আইস!' দেখিতে দেখিতে বহু বীর মৃত্যু পণ করিয়া অগ্রসর হইল। সেনাপতি মাত্র কয়েকজনকে গ্রহণ করিলেন "এবং ভগবানকে স্মরণ করিয়া তাহাদিগকে শমনের নামে উৎসর্গ করিলেন। বীরগণ জুল্‌নারে উঠিয়া মরণ-যজ্ঞের দিকে যাত্রা করিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই তুর্কির কামান এই বীরর্ষভদিগকে অভিনন্দিত করিয়া অগ্নিমুখে নিনাদ করিয়া উঠিল—খবর্‌দার্! বর্ষার বারিধারার মত গোলা বর্ষিত হইতে লাগিল। জুল্‌নার অবিলম্বে চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল। জুল্‌নারের আরোহী—সেই মুষ্টিমেয় বীর সেনা জীবন আহুতি দিয়া তাঁহাদের স্বদেশ ইংলণ্ডের মান রাখিলেন! বীরের ইতিহাসে তাঁহাদের মর্য্যাদা চিরদিন অক্ষুণ্ণই রহিবে।

জুল্‌নার

"জুল্‌নারের শোচনীয় পরিণামের পর গরিঞ্জ পুনরায় তুর্কি-ব্যূহ আক্রমণ করিলেন এবং আবার দুইদিন ব্যাপিয়া ঘোরতর যুদ্ধ হইল। আমরা ছাদে উঠিয়া উদ্‌গ্রীব হইয়া সেই সেল্‌বৃষ্টি দেখিতাম এবং প্রতিক্ষণেই মুক্তির আকাঙ্ক্ষা করিতাম।" এত চেষ্টা করিয়াও ইংরাজ-বাহিনী

রাম্‌টি-টাম্‌টি-টাম্‌টি টাম্

কিছুতেই কুট্‌কে অবরোধ-মুক্ত করিতে পারিল না। শেষে একদিন বেতার টেলিগ্রাফ আসিল, সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ সেনাপতি টাউনসেণ্ডকে বীরত্বের জন্য ধন্যবাদ দিয়া আত্মসমর্পণের আদেশ দিয়াছেন। "ইহার এক ঘণ্টা পরেই একটী তুর্কি ব্যাটালিয়ন বন্দুকে সঙ্গীণ চড়াইয়া কুচ্ করিয়া সহরে প্রবেশ করিল। নিজাম বে নামক একজন প্রৌঢ় কর্ণেল ইহাদের কর্ত্তা হইয়া অশ্বপৃষ্ঠে আসিতেছিলেন। একজন ব্রিটিশ কর্ম্মচারী পথ দেখাইয়া আগে আগে চলিতেছিলেন। ব্যাটালিয়নটীর পুরোভাগে আমাদেরই বেলুচি-ব্যাণ্ড তখন ঢক্কা-নিনাদ করিতেছিল—রাম্‌টি-টাম্‌টি-টাম্‌টি-টাম্! রাম্‌টি-টাম্‌টি-টাম্‌টি-টাম্!"

জার্ম্মান-যুদ্ধের বাদ্য যখন ঘোর রোলে বাজিয়া উঠিল তখন স্কুল-কলেজে পড়া বঙ্গ-সন্তান যেমন স্কুল-কলেজ ছাড়িয়া সাধারণ সিপাহীর কাজে ভর্ত্তি হইতে আগ্রহান্বিত হইল, তেমনি সাধারণ কৃষকদের সন্তানও 'লড়াইয়ে' চলিল! তাহাদের মধ্যে অনেকেই হয়ত নিজের গ্রামটি ভিন্ন, নিজের মহকুমার শহর পর্য্যন্ত পূর্ব্বে দেখে নাই। কিন্তু তাহারাই চলিল আফ্রিকায় ও মেসোপটেমিয়ার রণক্ষেত্রে—বেলুচিস্থানের মরুবক্ষে—কেহ বা গেল ভারতের উত্তরপ্রান্তে অতি দুর্গম মাসুদদের দেশে! সদ্য সদ্য হল ত্যাগ করিয়া তাহারা পরম উৎসাহে ঘণ্টার পর ঘণ্টা মাটি কাটিতে লাগিল—পথ প্রস্তুত করিতে লাগিল—বনজঙ্গল কাটিতে লাগিয়া গেল! "সরকারি পোষাক পরিয়া বুট পট্টি আঁটিয়া" সকলেই মনে মনে ভাবিল তাহারা কুলি-মজুর নহে—যুদ্ধের সিপাহী। ইহাতেই তাহারা তখন অত্যন্ত উৎসাহিত হইয়াছিল। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র ঘোষ এম্-বি, সামরিক হাসপাতালে ডাক্তার হইয়া গিয়াছিলেন। একবার একজন হাবিলদার এই কৃষক-মজুরদের সম্বন্ধে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—"ইহারা একটানা বেশী কাজ করিতে পারে না বটে, তবে দিনের শেষে অন্য

যুদ্ধে বাঙ্গালী
প্রত্যক্ষদর্শীর স্মৃতি

জাতের লোকদের কাজের তুলনায় বেশী পেছিয়ে থাকে না। ইহারা এক অদ্ভুত প্রকৃতির লোক। সদাই প্রফুল্ল ভাব। তামাক ছাড়া অন্য নেশা করে না—বিনামূল্যে পাইলেও নয়। কোনরূপ বে-আইনি কাজ করে না। কথা বলিলে শোনে। বুদ্ধি আছে; এবং যদিও ভাত খায়, তবুও সিপাহীদের মত কষ্টসহিষ্ণু—হাঁটিতে সমান মজবুত।"

ইতিহাসে পড়িয়াছি, শিখ-যুদ্ধে যখন একবার রসদ ফুরাইয়াছিল তখন শিখেরা ভাতের মাড় খাইয়া গোরা সৈন্যদের ভাত খাইতে দিয়াছিল। যখন শুনিলাম যে বাঙ্গালার এই সকল অশিক্ষিত কৃষক-মজুরদের মধ্যে কতক লোক ভিস্তিব বা রসুইয়ের কাজে পল্টনের সঙ্গে থাকাকালে সিপাহীদের সঙ্গে সঙ্গে সুদীর্ঘ দশ ক্রোশ পথ অনায়াসে কুচ্ করিয়া আসিল, কিন্তু সিপাহীরা কুচের পর বিশ্রাম করিতে লাগিল, আর উহারা প্রফুল্লচিত্তে "খোলা কাটিয়া তাহাদের রাঁধিয়া খাওয়াইতে ব্যস্ত" হইল—তখন সত্যই হর্ষে ও গর্ব্বে চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। তখন এই কথাই মনে হইয়াছিল যে, যাহারা বাঙ্গালীকে দুর্ব্বল ও ভীরু বলিয়া প্রচার কবিতে চায়, তাহারা ভুলিয়া যায় যে মানুষের পা' ভাঙ্গিয়া পঙ্গু করিয়া তাহাকে খোঁড়া বলিয়া উপহাস কবিলে সত্যেরই মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়!

কনষ্টান্টিনোপলে শীতের দিন। চারি দিন ধরিয়া বরফের ঝড় বহিতেছে—যেখানে যে জলাশয় ছিল সবই জমিয়া বরফ হইয়া গিয়াছে। তুষারে তুষারে চারিদিকে এক হাঁটু বরফ, তখনও এই বাঙ্গালী মজুরের দল হাসিমুখে কর্ত্তব্যপালন করিতে ত্রুটী করে নাই! "এইরূপে তাহারা তিনটা শীত কাটাইয়াছে। যাহারা বরফ কখনও দেখে নাই,—বাঙ্গালার শীত সহ্য করা যাহাদের অভ্যাস—তাহাদের পক্ষে যে ইহা কি কঠোর পরীক্ষা, তাহা না বলিলেও চলে। কিন্তু এইরূপ কষ্ট সহ্য করিয়াও কেহ মরে নাই,—কাহারও নিউমোনিয়া হয় নাই।" এই বাঙ্গালী কি ভীরু ও দুর্ব্বল?

"কতকগুলি বাঙ্গালী ভদ্রসন্তান জেণ্টেল্‌ম্যান্ ক্যাডেট্ বা অফিসারের শিক্ষানবীশি করিতেন। ইঁহারা ছিলেন ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে। ইঁহাদিগকে গাঁতি, কোদাল লইয়া দিনের পর দিন মাঠে থাকিয়া স্বহস্তে রাস্তা ঘাট পোল ইত্যাদি তৈয়ার করিতে হইত। শীতকালেও একাজের বিরাম ছিল না। তখন মাঠে প্রায়ই বরফ থাকিত; আর সেই সব জায়গায় কম্বল মুড়ী দিয়া খোলা মাঠে রাত্রিযাপন করিতে হইত। এই দুধের বাছা বাঙ্গালীদের কিন্তু একদিনের তরেও সর্দ্দি হয় নাই!"

"একবার গুটিকতক বাঙ্গালীকে জাহাজের ইঞ্জিনিয়ারিং ও ইলেক্‌ট্রিকের কাজে দেখিয়াছিলাম।...উত্তরে আর্কেঞ্জাল, দক্ষিণে ম্যাজিলান্ যোজক, পূর্ব্বে জাপান ও পশ্চিমে হনোলুলু—ইঁহাদের গতিবিধির সীমানা ছিল। এই ব্যাপারে প্রায় হাজারের উপর লোক জীবন দান করিয়াছে! টর্পেডো, সাব্‌মেরিন, জলের মাইন ইত্যাদির আশঙ্কা পদে পদেই ছিল।......বাঙ্গালীদের অনর্থক ব্যস্ত হইয়া মাথা খারাপ করিতে দেখি নাই! আবার একদিন জাহাজের গায়ে টর্পেডো লাগিল...জাহাজ ডুবিল। সকলে নৌকায় বা তক্তায় ভাসিতে লাগিলেন। সেই সময়ে জনৈকা ইংরাজ রমণীর মুখে বাঙ্গালীর বীরত্বের পরিচয় শুনিয়া, নিজে বাঙ্গালী বলিয়া আত্মশ্লাঘা অনুভব করিয়াছিলাম।"

"অবস্থা বিশেষে পড়িলে ভিতরকার মানুষটী যে নিজেকে প্রকাশ করিতে চায়, তাহা বাঙ্গালী ডাক্তারদের মধ্যেও দেখিয়াছি।......শত শত রোগীর ব্যবস্থা করা, প্রত্যহ বেলা ৯টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত (কখন কখনও রাত্রিতেও) অপারেশন্ করা, এবং তাহার পর হাঁসপাতালের অন্যান্য কাজ দেখা, কর্ত্তৃত্ব করা, ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম গৌরবের বিষয় নহে। এইরূপ কাজ দিনের পর দিন ছয় মাস ধরিয়া করিয়াও কোমর ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই! অন্যদিকে, গ্রীষ্মকালে পল্টনের সহিত ৬ দিনে ১৩৭ মাইল পথ পায়ে হাঁটিয়া বিপন্ন ফৌজের সাহায্য করিতে

যাইতেও পায়ে ফোস্কা পড়ে নাই—পায়ে তেল মালিশ করিতে হয় নাই! আনাতোলিয়ার ভীষণ শীতে (-২° ডিগ্রি ফার্ণ) থাকিয়াও সে জমিয়া যায় নাই! উপরন্তু সন্তোষজনক কাজের জন্য ডেস্‌প্যাচে অর্থাৎ সরকারী রিপোর্টে বিশেষ ভাবে তাহার নামোল্লেখ করা হইয়াছে!"

"ফরাসী চন্দন নগরের বাঙ্গালী ভাইদের কথা বলি। তাঁহাদের বীরত্ব-গাথা ভার্দুনের সমরক্ষেত্রে, মরোক্কো ও আনামে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে। দলে ভারী না হইলেও, তাঁহারা যে বীরত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা ভুলিবার নহে। ভার্দুন্, যেখানে ফ্রান্সের শেষ পরীক্ষা ও যেখানকার দৈনিক মৃত্যুর হার ছিল ১০০০০ এর উপরে, সেখানেও অবস্থান করিতে ভেতো বাঙ্গালীর বুক কাঁপে নাই! সেখান হইতে তাহারা আত্মপ্রাণরক্ষার্থ পলাইয়া যায় নাই, অথবা পাগল বা রোগী সাজিয়া কাজে ফাঁকি দেয় নাই! তাহারা সে কয়টা দিনের ঘোর ঝঞ্চার সম্মুখে বুক পাতিয়া দিয়াছিল। আজ তাহাদের কেহ কেহ অমর ধামে,—কিন্তু তাহাদের আত্মদান পশ্চাদ্‌বর্ত্তীদের মধ্যে উৎসাহের বীজ বপন করিয়া গিয়াছে (১)।"

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু

ভারতসমুদ্রের তরঙ্গচুম্বিত শিলাসংহতিপূর্ণ সিংহলের তট হইতে হিমানীমণ্ডিত শৈলচূড়ে পর্য্যন্ত একদিন যাহার বীরবংশের গৌরব কৃপাণের মুখে লিখিত হইয়াছিল, আবার বহুদিন পর তাহার জয়গাথা ম্যাক্‌সিম্-কামানের অগ্নিমুখে নিনাদিত হইয়াছে। তাহার জাতীয় জীবন যখন প্রোদ্ভিন্ন স্থলকমলবৎ বিকশিত হইয়াছিল, সেদিন সে বঙ্গাধিপের পতাকাতলে সমবেত হইয়া ভারতের কুরুক্ষেত্রে বীরের ন্যায় অস্ত্র ধারণ করিয়া-

(১) যুদ্ধে বাঙ্গালী—ডাক্তার শ্রীনিবারণ চন্দ্র মিত্র এম্ বি, ভারতবর্ষ, বৈশাখ ১৩৩২

ছিল। সেই এক দিন। যুগ যুগান্তের পর তাহারা আবার এই-সেদিন পৃথিবীর কুরুক্ষেত্রেও কঠিন কর্ত্তব্যের ভার লইয়া কৃপাণ হস্তে দণ্ডায়মান হইয়াছিল এবং শেষে অগ্নি পরীক্ষায় জয়লাভ করিয়াছে—

অয়মারম্ভঃ শুভায় ভবতু।

সমাপ্ত

পরিশিষ্ট

(১)

বঙ্গের প্রাচীন বিভাগ

বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ উপলক্ষে পাণ্ডব ভীম দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া প্রথমে পুণ্ড্র ও কৌশিকীকচ্ছ প্রদেশের রাজাদিগকে পরাভূত করিয়া বঙ্গরাজ্যের অধিপতি সমুদ্রসেন ও চন্দ্রসেনকে পরাজিত করেন। পরে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তাম্রলিপ্ত, সুহ্ম ও কর্ব্বট প্রদেশ তৎকর্ত্তৃক বিজিত হয়। অর্জ্জুন সমুদ্র তীরস্থ "বঙ্গান্ পুণ্ড্রান্ সকোশলান্" প্রভৃতিকে যুদ্ধে পরাজিত করেন, মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব্বে এইরূপ বর্ণিত আছে। অর্জ্জুন দ্বাদশবর্ষকাল ভারতেব নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া আদিপর্ব্বে কথিত হয়। সে সময়ের বঙ্গদেশ "হর্ম্ম্যাণি রমণীয়ানি"র দ্বারা সুশোভিত ছিল। রামায়ণের কালে বঙ্গভূমি "ধনধান্যমজাবিকম্" ও "বহুদ্রব্যে" পরিপূর্ণ ছিল। কৈকেয়ীর নিকট মহারাজ দশরথের উক্তিতে ইহা বলা হইয়াছে।

পরবর্ত্তীকালে ভগবান্ বুদ্ধদেবের উক্তিতে এবং মহাকবি ভাসের গ্রন্থে বঙ্গের উল্লেখ আছে।

মহারাজ শ্রীচন্দ্রের যে তাম্রশাসন বিক্রমপুরের রামপালে পাওয়া যায় (সাহিত্য—ভাদ্র ১৩২০) তাহাতে 'হরিকেল' নাম দেখা যায়। একাদশ শতকের জৈনাচার্য্য হেমচন্দ্র সূরীর 'অভিধান চিন্তামণিতে" (বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়া:) বঙ্গ ও হরিকেল একই দেশবাচক বলিয়া কথিত হইয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গের হরিকেল নাম খৃষ্টাব্দের সপ্তম শতকে চীন দেশের পর্য্যটক ই-চিং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে পাওয়া যায়।

গৌড় ও পুণ্ড্র

মুসলমানবিজয়ের পর গৌড় বলিতে লক্ষ্মণাবতী (লক্ষৌতি) বা পশ্চিমবঙ্গকে বুঝাইত। তখন পূর্ব্ব-বঙ্গের নাম ছিল—দিয়ার-ই-বঙ্গ বা জলময় বঙ্গ। খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে গৌড় নামে একটী রাজ্য ছিল। আবার কেহ কেহ বলেন, খৃঃ পূর্ব্বাব্দ ৭৩০ সালে গৌড়রাজ্য সংস্থাপিত হইয়াছিল। ওয়ান্-চোয়াং-এর সময়ে বর্ত্তমান বাঙ্গালা দেশ

৫টী ভাগে বিভক্ত ছিল—(১) পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, (২) কর্ণসুবর্ণ, (৩) সমতট, (৪) তাম্রলিপ্ত, (৫) কামরূপ। কোন কোন সময়ে গৌড় এবং পৌণ্ড্রবর্দ্ধন রাজ্য মিলিত হইয়া একটী অখণ্ড রাজ্যরূপে পরিচিত ছিল। খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে গৌড় বলিলে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনও বুঝাইত।' অষ্টম শতকে রাজতরঙ্গিণীতে গৌড় ও পৌণ্ড্রবর্দ্ধন—উভয়েরই উল্লেখ আছে। যে সময় সমস্ত দেশ করতোয়া ও গঙ্গা দ্বারা বিভক্ত হইয়াছিল তখন সেই বিভাগের পশ্চিমাংশ গৌড় ও পূর্ব্বাংশ বঙ্গদেশ (পূর্ব্ববঙ্গ) নামে পরিচিত ছিল। মোগল-শাসন সময়ে মিলিত গৌড় ও বঙ্গ বাঙ্গালা নামে আখ্যাত হইত। খৃষ্টীয় দশম হইতে ষোড়শ শতক পর্য্যন্ত রাঢ় এবং বঙ্গ গৌড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মালদহ ও দিনাজপুর হইতে ময়মনসিংহ পর্য্যন্ত ভূভাগ এক সময়ে পুণ্ড্র বলিয়া পরিচিত ছিল। এক সময়ে বর্দ্ধমানের কতকাংশ ও আধুনিক হুগলী জেলা সুহ্ম নামে কথিত হইত।

রাঢ়

খৃষ্টপূর্ব্ব চতুর্থ শতক হইতে মুর্শিদাবাদ, বীরভূমি, বর্দ্ধমান ও হুগলী অঞ্চল রাঢ় নামে পরিচিত হয়। রাঢ় কখনও বা 'লাল' নামেও অভিহিত হইত। অষ্টম শতকে মুর্শিদাবাদ হইতে হুগলী পর্য্যন্ত সমস্ত স্থান রাঢ় নামে পরিচিত ছিল।

চন্দেল্লরাজ কীর্ত্তিবর্ম্মার সেনাপতি যুদ্ধে চেদীরাজ কর্ণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কীর্ত্তিবর্ম্মার সভাকবি কৃষ্ণমিশ্র সেই ঘটনাকে স্মরণীয় করিবার জন্য যে নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন তাহার নাম "প্রবোধ চন্দ্রোদয়।" এই নাটকে 'রাঢ়াপুরী' নামক জনপদের উল্লেখ আছে। 'রাঢ়াপুরী' রাঢ়ে ছিল, কিন্তু কোথায় ছিল তাহা এখনো জানা যায় নাই। যাহা হউক, গৌড়পতি মহীপাল উত্তর-রাঢ়ে ভারত-বিখ্যাত রাজেন্দ্র চোলকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই যুদ্ধ জয়ের উৎসব উপলক্ষে আর্য্য ক্ষেমীশ্বর 'চণ্ডকৌশিক' নামক একখানি নাটক রচনা করিয়াছিলেন। দামোদর নদের উত্তরে 'আড়া' নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রামের চারিদিকে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ধ্বংসপ্রাপ্ত স্তূপ আছে। কোন কোন স্থান খনন করিয়া "বহু মন্দির ও আবাসবাটীর প্রস্তরময় ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে।......গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তে একটী স্থান গড়-দুয়ার নামে পরিচিত......গড় দুয়ারে প্রাচীর বা দুয়ারের কোন ধ্বংসাবশেষ নাই।" (ভারতবর্ষ, ভাদ্র—১৩৪০)। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই আড়া গ্রামই প্রাচীন কালের রাঢ়াপুরী।

প্রাচীন রাঢ় জনপদের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা লইয়া নানা মতভেদ আছে। হুগলী জেলায় মহানাদ নামক একটী রেল ষ্টেশন আছে। "ষ্টেশন হইতে এক মাইল দূরে গ্রাম। বর্ত্তমান গ্রামের আয়তন পাঁচ বর্গ-মাইল। গ্রামখানি ২২টী পাড়ায় বিভক্ত।... রাঢ়ের রাজধানী ছিল এই মহানাদ।" মহানাদে খনন কালে নানা সময়ের (গুপ্তযুগ, কুশান্ যুগ, কুচবিহারপতিদের যুগ প্রভৃতি) মুদ্রা ও কতকগুলি মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিগুলিব মধ্যে অধিকাংশই বিষ্ণুর। "সিংহ ও গুপ্ত বংশীয়েরা রাঢ়ে বহু ধর্ম্মরাজিকা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন।......রাঢ়ের রাজা সিংহবাহুর পুত্র বিজয় সিংহ......তাম্রপর্ণী জয় করিয়াছিলেন এবং সিংহ বংশের নামানুযায়ী ঐ দ্বীপের নাম সিংহল হয়, এরূপ প্রবাদ আছে।......মহানাদের রাজা চন্দ্রকেতু সিংহ বঙ্গেশ্বর লক্ষ্মণ সেনের অধীনে করদ-নৃপতি ছিলেন।......রাজা প্রদ্যুম্ন সিংহ জল দস্যু দমন করিবার জন্য মহানাদ হইতে এক বিপুল বাহিনী প্রেরণ করিয়াছিলেন।......৮১৯ খৃষ্টাব্দে ইঁহাদের অধিকার সাগর-দ্বীপের কলিঙ্গ প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।......পাল ও সেন রাজবংশ মহানাদে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করিয়াছিলেন। এখানে কত যে যুদ্ধ হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। আজ পর্য্যন্তও বহু যুদ্ধেরই নিদর্শন আছে। প্রস্তরের গোলা এবং কামানের ব্যবহার এক সময়ে এখানে যে খুব বেশীই হইয়াছিল তাহার নমুনাদি পাওয়া গিয়াছে।"

"সিরাজদ্দৌলার দেওয়ান রাজা মাণিক চাঁদ সিংহ মহানাদবাসী ছিলেন। মহানাদের রাজা চন্দ্রকেতুর বংশধরদের মধ্যে রাজা শোভা সিংহ, রাজা মহেন্দ্র সিংহ, রাজা হেমন্ত সিংহ, রাজা গন্ধর্ব্ব সিংহ, রাজা লক্ষ্মীকান্ত সিংহ, রাজা শত্রুজিৎ সিংহ, রাজা দুর্জ্জন সিংহ, রাজা সমর সিংহ, রাজা পুরণ সিংহ বিভিন্ন সময়ে মুসলমান-শাসন অবসান করিবার জন্য বিদ্রোহ করিয়াছিলেন, ইহা পাদশাহনামাতে পাওয়া যায়।......চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বেও রাজভট নামে একজাতি মহানাদে বাস করিত। ইহারাও মহানাদের প্রাচীন অধিবাসী ছিল। পালবংশীয় প্রথম রাজা গোপাল এই রাজভট বংশীয় ছিলেন।...... বাঙ্গালার বার ভুঁইঞার মধ্যে মহানাদের মহেন্দ্র সিংহ অন্যতম ছিলেন।......মহানাদে সিংহ ও গুহ রাজ-বংশের মিলিত শক্তি ৪১০ বৎসর বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে সগৌরবে দণ্ডায়মান ছিল।......রাজা দিলীপ সিংহকে নিহত করার পর ইংরাজগণ বঙ্গদেশে প্রবেশ করিতে পান। রাজা শোভা সিংহের বিদ্রোহের ফলে, ইংরাজেরা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ নির্ম্মাণের সুযোগ পাইলেন।"

শ্রীগুরুদাস রায় (ভারতবর্ষ, ভাদ্র—১৩৪০)।

Extracts from the Imperial Gazetteer of India Vol I :—

"At the time of the Mahabharat, North and East Bengal formed with Assam, the powerful kingdom of Pragjyotish, or Kamrupa as it was subsequently called......This kingdom stretched westwards as far as the Karatoya river......South west of Pragjyotish, between the Karatoya and the Mahananda lay Pundra or Paundravardhana ......This kingdom was in existence in the third century B. C., as Asoka's brother found shelter there in the guise of a Buddhist monk......East of Bhagirathi and south of Pundra lay Banga or Samatata......on the west of the Bhagirathi was Karna Suvarna (Burdwan, Bankura, Murshidabad and Hoogly)......The capital was probably near Rangamati in Murshidabad District. Lastly there was the kingdom of Tamralipta or Suhma, comprising what now constitutes the Districts of Midnapur and Howrah.

During the 9th century, the Pal dynasty rose to power in the country formerly known as Anga, and gradually extended their sway over the whole of Bihar and North Bengal......The Sens rose to power in East and deltaic Bengal towards the end of the tenth century, and eventually included within their dominions the whole of Bengal proper from the Mahananda and the Bhagirathi on the west to the Karatoya and the old Brahmaputra on the east......*To him (Ballal Sen) is attributed the division of Bengal into 4 parts, namely Rarh, west of the Bhagirathi, corresponding roughly to Karna Suvarna; Barendra* between the Mahananda and the Karatoya, corresponding to Pundra : *Bagri* (Bagdi) or South Bengal; and Banga or East Bengal.

--Burdwan Division.........corresponds roughly to the ancient Rarh and Tamralipta.

—Presidency Division......corresponds approximately to the old kingdom of Banga or Samatata and to Ballal Sen's division of Bagri (or Bagdi).

—The Imperial Gazetteer of India, Vol I :—

—The Map of India from the Buddhist to the British period (1904)—Prithwis Chandra Roy.

(২)

উপনিবেশিক বাঙ্গালী

খৃষ্টজন্মের পূর্ব্বে যাঁহারা ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা বাঙ্গালী ছিলেন। সেকালে বঙ্গ হইতে যবদ্বীপে যাইবার সমুদ্রপথ সুপরিচিত ছিল। ইবন্-বাতুতা ইহার পরিচয় দিয়াছেন। তিনি সুবর্ণ গ্রাম হইতে যবদ্বীপে ও তথা হইতে চীনে গিয়াছিলেন। যবদ্বীপের মন্দিরাদির শিল্পসৌষ্ঠব ও দেবদেবীর মূর্ত্তি যবদ্বীপে বাঙ্গালীর প্রভাব প্রকাশ করিতেছে। তথায় সিংহেশ্বরীর ভগ্নস্তূপ মধ্যে একখানি মহিষাসুরমর্দ্দিনীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এ মূর্ত্তি-কল্পনা বাঙ্গালীর নিজস্ব।

—"*Hindu* sculpture has produced a masterpiece in the great stone altorelivo of *Durga* slaying the demon Mohisa found at Singasari in Java and now in the Ethnographic Museum, Leyden. It belongs to the period of Brahmanical ascendency in Java which lasted from about A. D 950 to 1500.—*Indian Sculpture and Painting.*—Havel.

—বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতেই চীন, জাপান, তিব্বত, সিংহল প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সেই প্রচারকদিগের মধ্যে বাঙ্গালীও ছিলেন। জিনমিত্র, বিক্রমপুরের দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, বরেন্দ্রের লামা তারানাথ, যশোহরের শান্ত রক্ষিত, ধর্ম্মপাল, বোধিধর্ম্ম, মঞ্জুশ্রী, বোধিসেন, রামচন্দ্র কবিভারতী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

After the religious zeal and energies of the nations of Western and North-Western India had become paralysed, if not altogether extinct, the superior intellect of the people of the province of Bengal shone pre-eminently in the domain of philosophy and religion. The Pandits of Bengal became the spiritual teachers of the Buddhist world. The Sovereign rulers of Eastern India, Tibet, Ceylon and Subornabhumi vied with each other in showing veneration to them.—*Indian Pandits in the Land of Snow*, P. 47 by S. C. Das, C.I.E.

Artists and art-critics also see in the magnificent sculptures of the Burobudur temple in Java the hands of Bengali artists who worked side by side with the people of Kalinga and Gujarat in thus building its early civilization. And numerous representations of

ships which we find in the vast panorama of the bas reliefs of that colossal temple reveal the type of ships which the people of Lower Bengal built and used in sailing to Ceylon, Java, Sumatra, China and Japan, in pursuit of their colonizing ambition and commercial interests, and artistic and religious missions.—*Indian Shipping* of Mr. Mukerjee, P. 156. এই প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরে আবিষ্কৃত স্তূপ-রচনার কাহিনী স্মরণযোগ্য। অনুরূপ রচনারীতি বরোবুদুরে দেখা যায়।

অন্যত্র—

No less creditable also were the artistic achievements of Bengal; besides, we have seen, influencing the art of Borobudur, Bengali art has influenced that of Nepal through the schools of painting, sculpture and works in cast metal founded about the middle of the 9th century by *Dhiman* and his son *Bitpal*, inhabitants of *Barendra*, and from Nepal the art of the Bengali masters spread to China and other parts of Buddhistic world.—*I bid*, P. 157.

—The vessels ploughing the eastern seas in India, certainly indicate an active trade in the age of the "Periplus." In that trade the people of ancient Bengal, or the ancestors of the present Bengalees, participated in a large degree......The ceremony of launching *Shooadoahs* or tiny barks made of the plantain tree, and adorned with flowers, and illuminated with lamps, is plainly commemorative of those voyages which used to be undertaken by *our ancestors* some fifteen hundred years ago. It is performed by Hindoo mothers to propitiate the Hindoo Amphitrite in behalf of their sons.

—*Calcutta Review* :—Vindication of the Hindoos as a Travelling Nation.

—In the Buddhist era they (Bengalis) sent *warlike fleets* to the East and the West and colonised the islands of the archaepelago ......Religious prejudices combined with the changes of nature to make the Bengalis unenterprising upon the ocean. But what they have been, they may, under a higher civilization, again become.

—Hunter's Orissa, Pages 314-15.

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর কালে তাঁহারই আদেশে যে কয়েকজন বাঙ্গালী বৃন্দারণ্যে গমন করিয়া তীর্থস্থানাদির উদ্ধার ও নানা গ্রন্থাদি রচনা করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মের পাদপীঠ রচনা করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে শুধু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বীদেরই নমস্য, তাহা নহেন—তাঁহারা ভারতের সমগ্র হিন্দু জাতির নমস্য। স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র মিত্র তাঁহার সুরচিত "সপ্তগোস্বামী" নামক পুস্তকে—ঔপনিবেশিক গোস্বামীদের জীবন-কথা লিখিয়াছেন।

এই পুস্তকের "নববৃন্দাবনের পূর্ব্বকথা" শীর্ষক অধ্যায়ে সতীশ বাবু ঠিকই বলিয়াছেন—'বাঙ্গালীর একটা বড় গৌরবের কথা এই, তাঁহারাই বৃন্দাবনের বনজঙ্গলের আবাদ করিয়া ভক্তির পত্তন করিয়াছিলেন। নির্ভীক বাঙ্গালী নাবিক একদিন ভারত-সাগরীয় দ্বীপোপদ্বীপে বাণিজ্য করিয়া স্বদেশের সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিতে জানিতেন; সাগর-পারস্থ বিদেশীকে ভাষা ও ধর্ম্ম দিয়া মানুষ করিয়া তুলিতে পারিতেন। নির্ভীক বাঙ্গালী কৃষক ব্যাঘ্রাদি-হিংস্র-পশু-সঙ্কুল সুন্দরবন আবাদ করিয়া এখনও শস্যক্ষেত্রে সোনা ফলাইতে জানেন। আর সেই অভিমান-পরায়ণ বাঙ্গালী ভক্ত সুদূর অতীতের কুক্ষিতল হইতে বৃন্দাবনের লুপ্ত তীর্থ সমুদ্ধার করিয়া, মোক্ষফল প্রাপ্তির পথ সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। কোন্ কালে কোন্ বলে বাঙ্গালী দুর্ব্বল, তাহা কেবল অতীত-বিমুখ লেখকগণেরই প্রগল্‌ভতার মন্তব্যগত।......"

"শ্রীগৌরাঙ্গদেব স্থায়িভাবে বৃন্দাবনে বাস না করিলেও, তাঁহারই প্রেরণায়, তাঁহারই ব্যবস্থায়, তাঁহার প্রেরিত ভক্ত সম্প্রদায়ের একাগ্র চেষ্টায় শ্রীবৃন্দাবনে বাঙ্গালীর নূতন উপনিবেশ স্থাপিত হইয়াছিল। সেই ঔপনিবেশিকদিগের একমাত্র সাধনা—ভক্তির রাজ্য প্রতিষ্ঠা, ভক্তিবাদের ভিত্তি পত্তন এবং লীলাধর্ম্মের প্রবর্ত্তন।"

"সেই ঔপনিবেশিকদিগের অগ্রদূত হইয়াছিলেন—শ্রীলোকনাথ গোস্বামী; ছায়ার মত তাঁহার সহচর ছিলেন, অন্য এক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ—শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী। ক্রমে গৌড়াধিপের অমাত্য পদ পরিত্যাগ করিয়া কাঙ্গাল বেশে সেই বনবাসী হইয়াছিলেন সর্ব্বত্যাগী ব্রাহ্মণ ভ্রাতৃদ্বয়—শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন গোস্বামী এবং উঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র পণ্ডিতকুলপতি শ্রীজীব গোস্বামী।......পূর্ব্ববঙ্গ হইতে আসিলেন ভাগবত পাঠক পরম ভাগবত শ্রীরঘুনাথ ভট্ট। আর শ্রীগৌরাঙ্গদেবের অন্তর্ধানের পর বৃন্দাবনে আসিলেন—সপ্তগ্রামের লক্ষাধিপতির পুত্র, সর্ব্বত্যাগী, কায়স্থ-কুল ভূষণ শ্রীরঘুনাথ দাস। ক্রমে ক্রমে আরও কতজন আসিয়াছিলেন, খ্যাতিমণ্ডিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, কেহ কেহ গোস্বামী আখ্যাও পাইয়াছিলেন।......"

(৩)

প্রাচীন চিত্রে ও ভাস্কর্য্যে বঙ্গবীর্য্যের পরিচয়

বিষ্ণুপুরের প্রাচীন মন্দিরগাত্রে (জোড়বাংলা) নৌকায় সুসজ্জিত সেনাবৃন্দের মূর্ত্তি খোদিত আছে। মৃগয়া, মল্লযুদ্ধ, জলযুদ্ধ, অশ্ববাহিত রথ, রণসজ্জায় সজ্জিত হস্তী, অশ্ব ও বর্ম্মপরিহিত বলিষ্ঠ যোদ্ধ-পুরুষদিগের মূর্ত্তি খোদিত করিয়া বঙ্গের ভাস্কর বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। জোড়বাঙ্গালা মন্দিরগাত্রে এখনও যে অস্ত্রধারী অশ্বারোহী মূর্ত্তি পরিলক্ষিত হয়, তাহা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে সেকালে বাঙ্গালী অশ্বারোহী জিন্ ও রেকাব ব্যবহার করিতেন। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি প্রাচীন কালের বাঙ্গালার শৌর্য্যবীর্য্যের অনেক পরিচয় রক্ষা করিতেছে। শুনিতে পাওয়া যায়, সুদীর্ঘ দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বিষ্ণুপুরের হিন্দুরাজন্যগণ এদেশে সর্ব্বময় কর্ত্তা ছিলেন। (ভারতবর্ষ, আষাঢ় ১৩২৪ ও প্রবাসী—ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৫)

On the left of the picture, issuing from a gateway is a chief on his great white elephant, with a bow in his hand ; and two minor chiefs, likewise on elephants each shadowed by an umbrella. They are accompanied by a retinue of foot-soldiers, some of whom bear banners and spears and others swords and shields. The drivers of the elephants, with goads in their hands, are seated in the usual manner on the necks of the animals Sheaves of arrows are attached to the sides of the *howdhas*. The men are dressed in tightly-fitting short-sleeved jackets, and loin-cloths with long ends hanging behind in folds. Below, four soldiers on horseback with spears are in a boat, and to the right are represented again the group on their elephants, also in boats, engaged in battle, as the principal figures have just discharged their bows. The elephants sway their trunks about, as is their wont when excited The near one is shown in the act of trumpeting and the swing of his bell indicates motion.

The paintings on the Buddhist cave temples of Ajanta—Griffith : P. 177. (সিংহল বিজয়ের চিত্র)।

(৪)

গঙ্গারাঢীবীর ও আলেকজান্দার

.........He (Alexander).........learnt beyond the river lay extensive deserts which it would take eleven days to traverse. Next came the Ganges, the largest river in all India, the farther bank of which was inhabited by two nations, the *Gangaridæ* and the *Frasii* whose King Argammes kept in the field for guarding the approaches to his country 20,000 cavalry and 200000 infantry, besides 2,000 four-horsed chariots and what was the most formidable force of all, a troop which he said ran up to the number of 30000—History of Alexander the Great by Q. Curtis Rufus [vide J. W. Mccrindle's Ancient India].

Cf. ....He (Alexander) gathered them (his soldiers) all together and in a well weighed speech addressed the assembly on the subject of the expedition against the *Gangaridæ* ; but when the Macedonians would by no means assent to his proposal, he renounced his contemplated enteprise. Ibid.

গঙ্গারাঢীগণ বাঙ্গালী ছিলেন। যাহা হউক ইহা সত্বেও ঐতিহাসিক Vincent Smith বলিতেছেন—

The triumphant progress of Alexander from the Himalaya to the sea demonstrated the inherent weakness of the greatest Asiatic armies when confronted with European skill and discipline. [Early History of India p. 109].

(৫)

কটাসিনের যুদ্ধ—১২৪৩ খৃষ্টাব্দ

Tabakat-I-Nasiri Vol II, page 738 (Raverty).

In the year 641 H. (1243 A. D) the Rai of Jajnagar commenced molesting the Lakhanawati territory ; and in the month of Shawal 641 H. Malik Tughril-Tughan Khan marched towards the Jajnagar territory, and *this servant of the State accompanied him* in that holy expedition. On reaching Katasin which was the boundary of

Jajnagar (on the side of Lakhanawati) on Saturday the 6th of the month of the Zi-Kadah, 641 H. Malik Tughril-I-Tughan Khan made his troops mount and an engagement commenced. The holy warriors of Islam passed over two ditches, and the Hindu infidels took to flight. So far as they continued in the author's sight, except the fodder which was before their elephants, nothing fell into the hands of the footmen of the army of Islam and moreover Malik Tughril-I-Tughan Khan's commands were that no one should molest the elephants for this reason, the fierce fire of battle subsided.

When the engagement had been kept up until midday the footmen Mussalman army—every one of them returned (to the Camp ?) to eat their food, and Hindus in another direction, stole through the cane jungal, and took five elephants ; and about *two hundred foot and fifty horsemen* came upon the rear of a portion of the Mussalman army. *The Mahomedans sustained an overthrow, and a great number of those holy warriors attained martyrdom* : and Malik Tughril-I-Tughan Khan retired from that place without having effected his object, and returned to Lakhanawati.

Raverty পাদটীকায় লিখিয়াছেন যে, ২৫০ শত হিন্দু সৈন্য যে উজ্জ্বল দিবালোকে বহুশত মুসলমান সৈন্যকে পরাজিত করিয়াছিল ইহা অসম্ভব মনে হয়। কেন যে অসম্ভব তাহা তিনি বলেন নাই !

Stewarts' History of Bengal, page 68 (Bangabasi edition 1904) :—

In the year 641, the Raja of Jagepore (Orissa) having given some cause of offence, Toghan Khan marched, in the month of Shaul, to Ketaseen, on the frontier of Jagepore, where he found the army of the Raja had thrown up entrenchments to oppose him.

On Saturday the 6th of Zykad, the Mohammedans drew up in order of battle, and having made a vigorous attack on the entrenchments of the enemy, succeeded in taking two of the lines ; but there being still a third and the troops fatigued and oppressed with heat, Toghan Khan allowed them to halt and refresh themselves. In the meantime. *a small party of the Hindoo cavalry getting into his rear, seized upon the elephants, and began to plunder the camp.*

On seeing this, the Mahammedans retreated in great disorder ; and being warmly pursued by their enemies, numbers of them were slain, and all their baggage and elephants seized by the enemy.

(৬)

বঙ্গশক্তি খর্ব্ব করিবার জন্য মোগলদের ব্যবস্থা

The Foujdar's special business was to take care that *no overgrown Zemindar should make provisions of war instruments* such as musquets, or wall-pieces, in any great quantity, *or should put in repair any old fort, or raise a new one on his own account.* But if notwithstanding all those precautions, the Zeminder should avail himself so far of some neglect or connivance or chance, as to compass any such design, then the Foujdar was to require him to surrender the above articles, and to *dismiss his troops.* And in case of disobedience, the Zemindar was *to be forthwith removed from that spot and Zemindary ;* but *in case he attemped to resist then the Foujdar was to attack him immediately,* to chastise him with severity, to demolish his castle, and to act with so much expedition and vigour, as that the refractory land-holder *should be reduced to extremity,* etc , etc.—*The Seir Mutaqherin,* Vol. III, pp. 176-77 (R. Cambray & Co.).

এইরূপ সঙ্গীন্ ব্যবস্থা থাকা সত্বেও স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় বঙ্গভূস্বামিগণ সুযোগ পাইলেই রণডঙ্কা বাজাইতেন !

(৭)

উধুয়ানালার যুদ্ধে নবাব মীরকাশেমের পক্ষে বঙ্গসৈন্য

Mir-Cassem lost full fifteen thousand men in that surprise and flight ;......finding the post at Oodooanala too strong to be attacked openly, he, (Major Adams)......betook himself to the expedient of saving his men, by opening trenches in form, and pushing regular advances :......This was also the first time the *Bengalees* saw an enemy advance close to the foot of a fortification, without being seen so much as once.—*The Seir Mutaqherin,* Vol. II, p. 599 foot-note. (R. Cambray & Co).

আমরা ইতঃপূর্ব্বে দেখিয়াছি যে গিরিয়ার যুদ্ধের পূর্ব্বে মেজর আডমস্ কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন।

(৮)

পলাশীর যুদ্ধের অল্পকাল পর পর্য্যন্ত বঙ্গবীর্য্য

ভারতবর্ষ বা বঙ্গদেশের ইতিহাস এখনও লেখা হয় নাই, লেখার উদ্যোগ চলিতেছে। প্রাচীনকালের—এমন কি, মুসলমান যুগের প্রাদেশিক মাল-মসলা এত অল্প বা এমন-ভাবে নষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, উহার সাহায্যে লুপ্ত ইতিহাসের পুনরুদ্ধারের আশা সুদূর-পরাহত। কিন্তু ইংরাজী আমলের কাগজ-পত্র এখনও নষ্ট হয় নাই। অনুসন্ধান করিলে প্রাচীন জমীদারবর্গের কাগজ-পত্র হয় ত এখনও পাওয়া যাইতে পারে। সরকারী দপ্তরেও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের মূল্যবান্ উপাদান এখনও মজুদ আছে।......

সাধারণের একটা ধারণা আছে যে, পলাশীর যুদ্ধের পর অতি অল্প আয়াসেই ইংরাজেরা বঙ্গদেশে তাঁহাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। মীরকাশিমের ক্ষণিক প্রচেষ্টার কথা ছাড়িয়া দিলে বাঙ্গালী জাতি এক রকম বিনা আপত্তিতে ইংরাজের রাজত্ব স্বীকার করিয়াছিল। কিন্তু জেলায় জেলায় ম্যাজিষ্টরের মহাফেজখানায় এখনও যে সমস্ত চিঠি-পত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, পলাশী পরাজয়ের—এমন কি, মীরকাশিমের পতনের পরও বাঙ্গালী জমীদাররা ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণ করিতে ইতস্ততঃ করে নাই।......১৭৮১ ও ৮২ খৃষ্টাব্দের কয়েকখানি অপ্রকাশিত ইংরাজী পত্র হইতে এই সময়কার কয়েকটি জমীদার কিরূপ দুর্দ্দম ছিলেন, তাহা বুঝা যাইবে।

১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১২ই মার্চ্চ মিঃ হল্যাণ্ড ঢাকা হইতে বাখরগঞ্জের আদালতের জজ রৌটনকে দুই জন চৌধুরীর সম্বন্ধে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। উহার মর্ম্ম এইরূপঃ—"গঙ্গাপ্রসাদ এবং রাজচন্দ্র চৌধুরীর মত দুর্দ্দান্ত লোকের কথা আমি জানি। বহু দিবস পর্য্যন্ত তাহারা একটি ডিক্রী অমান্য করিয়া আসিয়াছে, এখন তাহারা গবর্ণমেণ্টের অধীনতাই অস্বীকার করিতে উদ্যত হইয়াছে। বন্দোবস্তের সময় ঢাকায় উপস্থিত না হওয়ায় তাহাদের চৌধুরাই বেচারাম চাটার্জ্জিকে ইজারা দেওয়া হয়। কিন্তু সে এখনও ঐ সম্পত্তির দখল লইতে পারে নাই। উহারা মফঃস্বলে থাকিলে নানারূপ হাঙ্গামা করিবে বিবেচনা করিয়া আমি উহাদিগকে ঢাকায় আনিতে একজন হাবিলদার ও

চারিজন সিপাহী পাঠাই। কিন্তু উহারা অনেক লোক জমায়েত করিয়াছে শুনিয়া স্থানীয় আমীনকে তাহার লোকজন সহ হাবিলদারকে সাহায্য করিতে বলি। কিন্তু আপনি লিখিয়াছেন যে, দুই শত রায়বেঁশের সাহায্য লইয়াও উহারা কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।" গঙ্গাপ্রসাদ ও রাজচন্দ্র যে খুব টাকাওয়ালা লোক ছিলেন তাহা নহে। মিঃ হল্যাণ্ডের পত্রেই প্রকাশ যে, তাঁহাদের সম্পত্তির বার্ষিক আয় ছিল ২ হাজার ৯ শত ২৪ টাকা মাত্র। কিন্তু তখনও ইংরাজের শাসন বঙ্গদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই, আইনের ভয় তখনও মফঃস্বলবাসীর অন্তঃকরণে বদ্ধমূল হয় নাই, তখন বাঙ্গালী হিন্দুরা লাঠি ধরিতে জানিত, তাই বার্ষিক ৩ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তির মালিক দুই জন চৌধুরী ইংরাজ সরকারের পরোয়ানা অগ্রাহ্য করিতে সাহসী হইয়াছিল।

মিঃ হল্যাণ্ডের আর একখানি চিঠিতে প্রকাশ যে, ভুলুয়ার জমীদাররাও সরকারী শাসনকে মোটেই ভয় করিতেন না। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দের ১০ই ডিসেম্বর মিঃ হল্যাণ্ড রেভেনিউ কমিটীর সভাপতির নিকট লিখিয়াছিলেন, "জগাদিয়া-সংলগ্ন এক খণ্ড জমী লইয়া ভুলুয়ার নরনারায়ণ চৌধুরী ও জগাদিয়ার রামগোবিন্দ চৌধুরীর বিবাদ সম্বন্ধে আপনাদের আদেশপত্র পাইয়াছি। রামগোবিন্দের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে আমি কিছু জানি না। কিন্তু নরনারায়ণ যে নামজাদা ডাকাত, তাহাতে সন্দেহ নাই। পূর্ব্বে তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে ৫০।৬০ জন সিপাহী পাঠান হইয়াছিল, কিন্তু তাহাকে ধরা যায় নাই। সরকারের বিবেচনায় সে বহু দিন পর্য্যন্তই বিদ্রোহী (outlaw) বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু তথাপি সে ভুলুয়া পরগণায় কিছু জমী দখল করিতেছে এবং সেখানে তাহার প্রতিপত্তিও খুব বেশী। ঢাকায় সৈন্য এত কম যে, তাহাকে আক্রমণ করিতে পাঠাইবার মত লোক আমার নাই। প্রয়োজনীয় লোক আসিলেও সে অনায়াসে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারিত। এই জন্য আমি ভুলুয়ায় ইজারাদারের নিকট নরনারায়ণকে প্রতারণা পূর্ব্বক (!) গ্রেপ্তার করিবার জন্য চিঠি লিখিয়াছি।"

নরনারায়ণ কেবল ইংরাজ সরকারের ক্ষমতা উপেক্ষা করিয়াছিলেন। ভুলুয়া পরগণার আর এক জন জমীদার শিবচাঁদ ইংরাজ সরকারের দুইখানি খাজানার নৌকা লুঠ করিয়াছিলেন। হল্যাণ্ড এতৎসম্পর্কে তাঁহার উপরিওয়ালাদিগকে ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের ১১ই অক্টোবর তারিখে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন যে, এ পর্য্যন্ত অত্যন্ত দুঃসাহসী দস্যুরাও গরীব ও নিঃসম্বল লোকের ক্ষতি করিয়াছে, কিন্তু সরকারী রাজস্বে হাত দিতে সাহস করে

নাই; কারণ, তাহাদের ভয় ছিল যে, তাহা হইলে খুব জোর তদন্ত চলিবে।—এই পরগণার আর এক জন জমীদার নরনারায়ণও দস্যু বলিয়া পরিচিত। তাহার জমীদারী বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তথাপি সে দখল ছাড়ে নাই।

ঐ বৎসরেই ২৪শে এপ্রিল হল্যাণ্ড তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল ওয়ারেণ হেষ্টিংসকে লিখিয়াছিলেন যে, "ঢাকা জেলার অনেক পরগণার জমীদার ও অধিবাসিগণ এরূপ দুরন্ত ও অবাধ্য এবং সদা-সর্ব্বদাই এত দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে যে, পরগণায় পরগণায় সিপাহী না বসাইলে খাজানা আদায় হইবে না।"

ঢাকার মহাফেজখানায় এ রকমের চিঠিপত্র আরও অনেক পাওয়া যাইবে, কিন্তু একখানি চিঠি হইতেই বুঝা যাইতেছে যে, পলাশীর যুদ্ধের ২৫ বৎসর পরেও পূর্ব্ববঙ্গের জমীদারগণ ঢাকার ইংরাজ কর্ম্মচারিগণকে কিরূপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। জমীদারদিগের সহিত ইংরাজ সরকারের এই সংঘর্ষের ইতিহাস আজিও লেখা হয় নাই। অথচ এই ইতিহাসই ইংরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গবিজয়ের প্রকৃত ইতিহাস। * * *

সরকারী দপ্তরখানার ও মহাফেজখানার কাগজ-পত্রের ঐতিহাসিক মূল্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলা হইল। আশা করি, এই দিকে ইতিহাসানুরাগী সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে। কাগজ চিরস্থায়ী নহে। অনেক কাগজ-পত্র পোকায় নষ্ট করিয়াছে। অনেক কাগজের লেখা ক্রমশঃই অস্পষ্ট হইতেছে। জেলায় জেলায় এই সকল কাগজ বিক্ষিপ্ত। অতএব এই সকল কাগজ-পত্র হইতে বাঙ্গালা দেশের আধুনিক ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে আর বিলম্ব করা উচিত নহে। (অধ্যাপক) শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন (পি, এচ, ডি)। মাসিক বসুমতী—বৈশাখ, ১৩৩৬।

Letter of C, Morgan to Geo : Vansittart, from Narsingur : July 13th 1768.—

Jibbonroy the Zamindar of Coackpara had the impudence *to attack my Sepoys that are stationed at Burcoola* a few nights ago. By way of retaliation I order a sergeant with a Company to march into his country, etc — *Bengal District Records* (Midnapore Vol. II) by W. K, Firminger, page 83.

Coackpara the place......and the *pikes* of that country have not yet in with me, etc, etc.—Letter of Chas. Morgan to G. Vansittart on July 9th, 1768 from Narsingur. *Ibid* page 81.

Kirpo Sindoo's pike fellows as well as the other pikes who are here having nothing to eat......*these pike fellows are more useful than sepoys in the jungles as flanking parties and advance guards.*—Letter of Cha. Morgan to Vansittart on July 8th, 1768 from Narsingur. *Ibid*, page 79.

The late Zamindar of Chuccolea was very troublesome. *Attacked sergeant Bascomb on his march several times*, and cut down trees in the road to prevent his march.—*Ibid*, page 78.

Yesterday morning I halted at Jambunee about two *coss* distance from Alumpore, from which place I was joined by *21 pike men, who did me eminent service*, etc.—Letter of G. Ruki to George Vansittart on 4th June. 1768 from Chucklolea. *Ibid* p. 74.

The emergency of the occasion has induced me to direct purwannahs to the Zemindars of Purgunnas Janguleepore and Messeeda, requiring them to afford their assistance and unite in forwarding information to the detachment sent in pursuit of the *Fukeers* who have entered the District and renewed their depredations upon the inhabitants, etc.

Letter of G. Hatch to John Fendall Esq, Acting Collector of Murshidabad from Dinagepore on 30th September, 1788. *Bengal District Records*, Dinajpur by W. K. Firminger—Vol. I, p. 147.

But there was another misdemeanour which those accusers wanted to fasten upon him (Vansittart), and it was this : That he had forborne trading in salt on the Company's account, etc.

"To the new charge Shams-ed-dullah answered......That should it be admitted, that the inhabitants of Bengal consisted of five kinds of men to wit, servants to Government, handicraftmen, merchants, labourers, and necessitous people, that is old and poor men ;......and *another multitude of the better sort again*, which *being accustomed to submit by serving in the cavalry*, had found now that such a species of service was entirely disregarded, and had betaken themselves to merchandising. It is then for those multitudes that I have left alone that branch of trade which might afford them a livelihood. ......" *The Seir Mutakherin*, Vol. III, p. 37 (R. Cambray & Co).

(Translation of an Arzie from Kishen Kinkar Dass, who was sent into the Pergannah of Bycuntpore as Sezawal to collect the balance of revenue due from Durup Deo the Zemindar).

......Today, which is the 22nd of Baudon, at about 9 in the morning, *the Zemindar's troops*, accompanied by some sepoys accoutred like those of the Sircar, came to Nabobgunj, seized on all my people, wounded some with swords, threw others into the river and actually murdered one of the Burkundajes you sent with me for protection. They next took everything they could find, for it was in vain that my people called on them in the name of the Company to direct.—*Rungpore District Records*, Vol. I, p. 99 by W. K. Firminger, B. D. F. R. G. S.

Letter of Richard Goodlad to Lt. Michael Burnewall commanding the *Militia Sepoys* at Purnea—(from Rungpore) dated the 24th August 1779.

—Two Companies of *Militia Sepoys arrived here from Dacca* for the service of these districts. I have no further occasion for the detachment of yours which has hitherto been stationed here, etc,—*Ibid*, p. 98,

Answers to the Interrogatories received by the Judge and Magistrate of Midnapore, from the Secretary to the Government in the Judicial and Revenue Department :—

Interry 27, Para, 2,

There is here, as elsewhere, a very numerous class of the lower orders, ready to serve under my standard, when they can get subsistence. These have no idea of loyalty, or disloyalty except to their masters who support them. *They would readily enlist with a foreign power*,......I here *allude to the description of men commonly employed as Peons.* They will not often enlist as sepoys, on account of the constant attending the European discipline, and in some instances, from religious scruples.

Zilla Midnapore,
30th January, 1802,

(Sd.) H. STRACHEY,
Judge and Magistrate,

Answers of the Judge and Magistrate of Zillah Burdwan, dated 9th March 1802 to the Interrogatories of Government: 29th October, 1801 :—

Interry 23. Do the inhabitants in general, of the district subject to your jurisdiction, keep arms in their houses; what description of arms do they retain, and for what purposes are the arms retained?

Answer 23.—*They do in general, and I may say without exception; for scarcely a person is to be seen, without a tulwar and the shield.* The *higher and middling order have these and matchlocks*, some as appendages of state, others for their own defence and protection; and the arms retained by the lower order, either for their own protection, or for purposes of robbery, are of every description—matchlocks, tulwars, spears, long swords, hatchets, axes, bows and arrows, etc.

Zilla Burdwan,
9th March, 1802.

(Sd.) E. THOMPSON,
Judge and Magistrate.

Answer of the Judge and Magistrate of Midnapore to Interrogatory No. 23.

Except in the jungles where the *Zemindars maintain large bodies of men*, few of the natives keep arms of any description. It would, in my opinion, be fortunate, if they did. The jungle Pikes are armed with bows and arrows, swords, spears and sometimes matchlocks.

[*Vide* Appendix No. 10 to Fifth Report. Vol, II. Pp. 580 to 640—(R. Cambray & Co.)]

Report of Judges of Circuit, on termination of their Sessions in the Benares Division, Allahabad :—

Para 34.—Gang-robbery, it is alleged, exists chiefly in Bengal... and is to be ascribed......to the local circumstances of the country, and the peculiar character of its inhabitants.

Para 36.—The second and only other cause advanced, is of a nature to rob the unfortunate sufferers of all kinds to sympathy, by

casting the whole blame on themselves. The inhabitants of the other provinces, Behar for instance, it is said, owe their safety to the manliness of their character, which defies assault. *The natives of Bengal are paying the natural penalties of cowardice.* Their villages are fired, their property pillaged, their women ravished, and themselves tortured assassinated, simply because they are poltroons.

Para 37.—*This hypothesis*, as it implies a sort of moral dispensation, is captivating, *but I concieve, will not stand the test of deliberate examination.* If indeed the dacoits of Bengal were always foreign invaders, or, though not foreigners, were (as sometimes happens) a peculiar class of men reared in woods and deserts apart from the rest of mankind, and inured from youth to their savage occupation, it might be argued speciously enough, that their success arose, from the pusillanimity of the people. *But it is very well-known, that in many of the districts, the banditti spring up from the very bosom of the community.* In these cases, I must think the theory plainly, inadequate to the solution of the facts. *For how can it be explained, that the selfsame people, who supply spirit for the assault should be so miserably deficient in resolution for the defence?* Cowards, as they are represented, they might still, it should seem, take heart against their brother cowards. *In truth, they do not appear to merit the imputation. They have often made a very brave defence, and if the instances are not more numerous, it is not surprising that their spirits have sunk under the long pressure of so grievous a calamity. They who think so meanly of the Bengalees, surely forget, that at an early period of our military history, they almost entirely formed several of our battalions and distinguished themselves as brave and active soldiers.*

Benares, (Sd,) JAS. STUART.
5th February, 1808 *3rd Judge.*

Rajeshahye Division :—

Para, 7,—It is not many years since the people about Govingunj on the northern portion of the district, finding that they *could get*

no protection from us, and that their condition was become quite intolerable, *rose in a mass and executed a great number of dacoits.*

(Sd,) E. STRACHEY.
3rd Judge

Nattore,
13th June, 1808.

(Sd,) W. B. BAYLEY.
Registrar.

[*Vide* Appendix No, II to Fifth Report : Vol. II, pp, 641—709 R. Cambray & Co,]

Besides the usual establishments of guards and village watchmen, maintained for the express purpose, of police, the Zemindar had under the former system, the aid of his Zemindary servants, who were at all times, liable to be called for the preservation of the public peace, and the apprehension of the disturbers of it. ...... His police establishment, as described in a letter from the Magistrate (of Burdwan) of the 12th October, 1788, consisted of Tannahdars acting as chiefs of police division and, guardians of the peace ; under whose orders were stationed in the different villages, for the protection of the inhabitants, and to convey information to the Tannahdars, about 2,400 *pykes* or armed constables. But exclusive of these guards, who were for the express purpose of police, the principal dependence for the protection of the people probably rested on the Zemindary pykes : for these are stated by the Magistrate to have been in number no less than *nineteen thousand*, who were at all times liable to be called out in aid of the police.—*The Fifth Report*, Vol. I, p. 129 (R. Cambray & Co.)

The greater Zemindars, it must be remembered, had considerable numbers of troops at their disposal. In Bindwan, for instance, the English in 1760 found three distinct establishments under the orders of the Raja :—

(1) A military force ("Nugdees") paid in cash from the Raja's treasury, their maintenance amounting to an annual cost of three lakhs.

(2) A police force ("Thanadari").

(3) A body of village watchmen and revenue collectors ("Malgram Saranjami") maintained, as was also the Thanadari force, by assignments of land revenue free.

The Rajas of Birbhum and Bishnupur must also have had considerable armies at their command, for upon those potentates fell the defence of the western frontier.—Introduction by the Ven. W. K. Firminger to the 1st Vol. of the *Fifth Report* (R. Cambray & Co), p, xlix.

Beerbhoom—the largest Musulman Zemindary in Bengal, was originally conferred by Jaffier Khan on Assidullah, father of Beddi-ul-Zewan of the Afgan or Patan tribe......for political purpose of guarding the frontiers on the west, against the incursions of the barbarous Hindoos of Jharcund, by means of a warlike Mahomedan peasantry, *entertained as a standing militia*, with suitable territorial allotments under a principal landholder, etc, etc.—*Appendix to Fifth Report*, Vol. II (R. Cambray & Co.) p. 196.

The preservation of the internal peace of their districts, and the apprehension of thieves, murderers, and other violators of the laws, were amongst the assigned duties of the Zemindars. They were also obliged to attend and assist their sovereign, for opposing invasion, and suppressing rebellion.—Mr. Shore's Minute on the rights of Zemindars and Talookdars, etc, etc. *Appendix to Fifth Report* (R. Cambray & Co.), Vol. II, p. 745.

This (Chittagong) maritime frontier garrison district ...... is divided into four moderately large and 140 very small pergunnahs, partitioned among at least 1400 petty landholders, in consequence of the whole district having originally been assigned, chiefly in Jageer Ahsham, or provision for the *Mootaurch militia*, or *garrison troops*, constantly maintained there for protection against the incursions of the Moggs or Arakaners and receiving their pay in small allotments of land, which, in process of time, became so many distinct Zemindari, when the military establishment ceased to be of use.—*Appendix to Fifth Report* (R. Cambray & Co.) Vol. II, p. 426.

In the year 1728 the Zemindari of Rajshahi extended from Bhagalpur on the west to Dacca on the east, and included a large subdivision called Nil Chakla Rajshahi ; which stretched across Murshidabad and Nadia as far as the frontiers of Birbhum and Burdwan. Rajshahi thus comprised an area of 13,000 square miles and paid a revenue of 27 lakhs.—*Imperial Gazetter*, Vol. XXI, p. 162).

মহারাণী ভবানী এই বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরী ছিলেন।

Odynarain, whose family had long enjoyed the Zemindary of Rajshahi was so distinguished for his abilities and application to business that Moorshed Kuly Khan *entrusted* him with the business of the Khalsah collections and *placed under him Gholaum Mohammed, Jemidar with 200 horse.*—*Narrative of the Transactions in Bengal*, translated by Francis Gladwin, Calcutta, 1788, pp. 61—65.

The founder of the Naldanga family was Ranabir who came into possession of his estate having "exterminated the family of an Afghan Zamindar' by the power of his own arm.—*Introduction to Fifth Report*, Vol. I, p. xxviii by W. K. Firminger (R. Cambray & Co).

These Zemindars were a turbulent lot, much too independent and not very punctual in the payment of their revenues. They might, however, fight among themselves and swallow up their smaller neighbours.......

—*Westlands' Jessore*, p. 53.

The land servants, or the ancient militia of the country, were under his (Zemindars') immediate charge, and being distributed throughout the Zemindary, enabled the Zemindar both to watch over its internal quiet and to obtain information of whatever passed in any part of it ....

—*Hasting's reply to a minute* entered by Clavering, Mensen and Francis : Selections from the Letters, Despatches, and other State Papers, preserved in the Foreign Department of the Government of India 1772—1785 : Vol. II, pp. 454-55.

Letter of Mr. Hugh Watts to Governor Holwell: in July 1759 :—

In former letters I have acquainted you of the insolence of the (Burdwan) Raja's forces .... This day Sook Lall a Jemadar, killed one of my sepoys, who was then unarmed in the town .... I sent Subadar with 30 sepoys to bring him to me, but to make no disturbance. Before they reached the house, *7 or 800 forces were gathered, who presented their matchlocks as my sepoys were advancing .... I detached Lt Brown with about 200 men to his assistance .... I am sorry to say, we have been greatly worsted, the sergeant and 50 sepoys killed upon the spot, Mr. Brown and some others slightly wounded.* Since the return of our forces to their quarters, *I have intelligence that the enemy were increased to 5000 strong*, and premeditated an open rupture by seizing upon the treasure. These are the Rajah's unpaid discontented forces with other malcontents that harass the inhabitants, and disturb the peace of their province.

I am, etc.,
HUGE WATTS.

—*Introduction to Fifth Report*; Vol. I, p. cxxxii (R. Cambray & Co.)

In November 1760 the Governor had been informed ...... "that the Burdwan Rajah is entering men into his service; that *15,000 peons, pikes and robbers and others are already in pay and others are daily entering.*" (Long. Selections, No. 504)

When Captain Martin White was on his way to join Major York in the expedition against Birbhum, he had, on the 29th December 1760 to deal with the *Rajah of Burdwans' army, amounting to some 10,000 men in arms.* Without the loss of a single man, White inflicted a complete defeat on the Raja's force, leaving 500 killed on the field. (Long : Selections, No. 558).—*Introduction to Fifth Report*, Vol. I, pp. cxxxviii and cxxxix (R. Cambray & Co.)

[—··· the Rajah opposed with all his force the passage of our detachment over a river near Burdwan —··· it did not cost him (Captain White) much to give the Rajah's force a total defeat. They dispersed, abandoning the town, etc.—*Report of the Council to the Court* on 16th January 1761.]

[Major White's victory had made possible a peaceful disarmament of the country power, although the appearance of waging war with the Raja had been, as far as possible, carefully avoided.]

"Mr. Johnstone reduced the Najdean force, which has previously been a considerable army, maintained at the cost of 3 lakhs per annum, and with the sanction of Government fixed the sum of Rs. 103,360 as an annual allowance to the Raja out of the Gross Jumma of the estate for their support.—Mc Neile : *Report on the Village Watch.* p. 82, *c.f.* Long : Selection Nos. 954-55

In 1763, when Mir Kasim made war on the English, many of these disbanded troops found service under his allies —*Introduction to Fifth Report ;* Vol. I, p. cxli : (R. Cambray & Co.)

Verelest gives us the following account of the local courts, and tells us "*the like administration prevails in nearly all the provinces of Bengal.*"

Buxey Dustore [*Bukhshi Dastur*].—This court superintends conduct of all the forces, guards, and other persons employed for the protection of the province in general, the prevention of thefts and disturbances of the peace of the inhabitants ; all orders respecting such persons are issued from this office ; at the same time it provides for their pay and obedience.

—*Introduction to Fifth Report* : Vol I, p. cxlvii (R. Cambray & Co.)

(৯)

বঙ্গবাহিনী

His Excellency the Viceroy's Council speech .—

* * The Bengal Stationary Hospital recently broken up, *rendered admirable service in Mesopotamia* and its record there

was one of which the promoters of the scheme may well be proud.—*The statesman, Dak.* 1-7-1916.

"It may not be generally known" writes Mr. S. N. Gupta of Wellington Square in the Statesman, "that the unique distinction of being mentioned in the despatch of a British Commander-in-Chief has been won by my cousin Mr. N. C. Gupta (*vide London Gazette*, 13th June 1916) * * —*The Statesman, Dak*, 7-9-1916.

Farewell to the First Batch of Bengalee Soldiers : Town Hall Meeting (Calcutta), 6th September 1916.

The speech of Dr. S. K. Mullick, Hony, Secretary—

On the very first date that Colonel Tanner, the Recruiting Officer ...... began to receive the names, a solid body of 120 men marched into the Fort from Prinsep Ghat where they had assembled, ... The men coming forward are of good position, well educated and many of them possess the highest academic qualifications conferred by the university. In not a few instances are they sacrificing their scholarship and their academic prospects ; some of them, are medical students in their sixth year ...... others are sacrificing ample emoluments and pay ...... A practising vakil of the High, Court ...... has joined ...... Mr. S. Roy, the Zemindar of Machdighi who was in the Territorial England ...... is proceeding with he first batch.—*The Statesman, Dak*, 7-9-1916.

His Excellency Lord Carmichael's Speech :—

* * * But there is a special reason for congratulating you. You are the first body of Bengalees to whom the privilege has been given of going to serve as soldiers. Hitherto, it has not been thought that the people of Bengal were suited to be soldiers., There is nothing to be ashamed in that ......

* * * I believe you will rise to your opportunity, that you will show that not only can your people be brave, *as many people know they can be* but that they can also—and this is much more of importance and is not so often believed—submit to discipline. * * * —*The Statesman.*—7-9-1916.

The "Bengalee" has an interesting paragraph about a touching ceremony witnessed at Howrah Station in connection with the departure of the second batch of Bengalee recruits. Two purdah ladies, mothers of two of the young men, blessed all the recruits, and one of them garlanded them. The fact that two ladies should have emerged from their seclusion to honour the occasion indicates the unique importance which the ladies of Bengal attach to the recruiting movement, and this is just about as absolute a guarantee as could be asked for that the experiment will succeed.—*The Statesman.* 26-9-1916.

Speech of Mr. Surendra Nath Banerjee, Calcutta, 25th September 1916.

* * * I am old enough to remember the events of 1885 and to recall to mind what is known as the Panjdeh incident. In that year, it seemed as if England was about to be precipitated into a war with Russia over a border strife on the frontiers of Afghanistan ...... Five hundred of the young men of Bengal belonging to the best families offered to enrol themselves as volunteers. Your humble servant was one of them ...... But our offer was not accepted. But the spirit that was in us in 1885 was not dead but slumbered. * * * —*The Daily Bengalee, Dak*, 27-9-16.

Yesterday's Bombay Mail brought back seven of the *forty members of the Bengal Ambulance Corps*, who had gone to Ctesiphon with General Townshend and had *rendered conspicuous services* and *were mentioned in Sir John Nixon's despatches* and the recent speech of His Excellency the Viceroy.

Twenty-four of these were with General Townshend throughout the memorable seige of Kut-ul-Amara and were taken prisoners by the Turks. *Even as prisoners they rendered signal services.* They have now been exchanged and have arrived home.—*The Daily Bengalee, Dak*, 28-9-1916.

Dr. S. K. Mullick, Hon. Secretary, Bengalee Regiment Commitee, sent the following wire to H. E. the Viceroy's Military

Secretary :—Kindly inform Excellency that the Bengalee Double Company completed within 48 days net creating record in war time in a Province where military service new, men belonging to the highest families gone cheerfully as common sepoys facing their privations and dangers bravely in defence of our common Empire. Enthusiasm and spirit of self-sacrifice unabated.

The fact that the son of a great Bengali settled in the Punjab, should be found fighting against Germany, in the ranks of a well-known British (white) Regiment, ought to be considered a cause of just pride to all Bengalees......Ajit Kumar Rudra, is the son of the well-known principal of St. Stephen's College of Delhi. He was sent......for education······to Ceylon whence he was sent to England with the Colonial contingent. This contingent was tacked on to the Oxford Light Infantry and sent to the Western front. *Ajit Kumar had a miraculous escape from a bomb hole where he appears to have been imbedded for* 17½ *hours.*

—*The Daily Bengalee, Dak*, 30-11-1916.

A sham fight at Now Shera : Exciting despatch from a private B. Mukerjee to Dr. S. C. Mullick ; Nowshera Cantonment, Nov., 24-1916 :—

* * * The fact that the Bengalees are not arrant cowards was proved yesterday. There was a mock fight between the Pathans and the Bengalees. The Pathans were on the defensive and we attacked.

There are (all told) 11 Sections of which 6 sections have got rifles. The Commanding Officer made the Sikh instructor of each section the Captain of that section. The Bengalee officers were subordinate to them. In the first section there were Havildar Ahdikram, Nirode Bardhan, Lance Naik and 20 Privates under the command of Havildar Bindha Singh.

The second section is composed of Naik Dhirendra Kumar and Jatindra Kumar and 25 Privates commanded by Naik Radha Singh. In the third section there are Havildar Anadi, Lance-Naiks

Phanindra and Bimol Singh and 25 Privates under the command of Naik Sukha Singh.

The Commanding Officer made Private Andymoore (of a well-known Bengali family) of the 1st section, the sectional commander and placed 26 Privates under him. Naik Durgapada, Lance-Naik Prakriti Kumar Ghose and 25 Privates under the command of the Sikh instructor Radha Singh made up the 5th section, In the 6th section there are Naik Arun Kumar and 20 Privates under the command of the Sikh instructor Bhal Singh. The other 5 sections have not got rifles so that some of them are engaged in ambulance and commissariat and the others are kept as reserves.

The night before the mock fight the C. O. sent private Sudhindra Kumar Roy of B. C. O. on scounting. He eluded the vigilance of the Pathans, drew up a map showing their disposition and this he presented to the C. O.

Firstly the 1st and 3rd sections, then the 2nd and 5th and lastly the 4th and 6th sections advanced ...... When the troops had marched for about 4 miles they received the signal from the scouts that the enemies were found. The C. O. ordered the different sections to "Double March." The enemy began to fire when they had advanced about a 100 yards or so; but according to Sudhindra's map, the 1st and 3rd were orderd to march to the right, 2nd and 5th to the centre and the 4th and 6th to the right and left. The enemy opened fire from the side of a well-fortified hill. Almost all the soldiers of the 1st and 2nd company under the command of Havildar Adhikram were killed before they could reach the enemy trenches. Havildar Anadi of the 3rd section could not advance owing to the intensity of the enemy fire. The 4th and 5th sections were somewhat advancing on the left when suddenly Captain Andymoor Roy with the 4th section retreated. In the meantime Havildar Anadi, the captain of the 3rd section, began to advance with consummate skill and ability. Suddenly it was seen that a part of the Bengali troops was attacking the reserve force of the enemy in their rear. The 4th section eluding the enemy bade a big debout and attacked them at their rear. The

fight lasted for about 5 hours. Seeing that there was no chance of coming to any decision, the Captain declared it to be a drawn battle. ......The enemy began to say that they were surprised to see the fine scouting and the skill and ability with which the Bengalees attacked them from the rear. There were many regular scouts among the Pathans but they never imagined that a Bengalee scout could be able to find out their disposition so thoroughly. *The C. O. designated scout Sudhindra Nath and Andymoore Roy as heroes before both the Regiments.* * * *

--*The Daily Bengalee, Dak, 25-9-1916.*

The Commanding Officer's praise :—

In regard to your question concerning the progress of the men I can certainly say that it should be rapid if they continue the efforts which they appear to be making at present. The general level of intelligence is high. The conduct of the men is excellent. There is every reason to believe that the majority will be at the end of their training, at a fair level of efficiency in point of marching power in the plain. I have not seen the men as hill climbers. My general impression about the men is that they seem willing well-behaved and anxious to do credit to their class. (Letter of Colonel Mockler commander of the Bengalee soldiers at Nowshera to Dr. S. K. Mullick.)—*The Daily Bengalee, Dak*, January, 1916.

On the face of it the communique issued by the Punjab Government on the recruitment of soldiers from the educated classes is a remarkable tribute to the success of the Bengalee Double Company. Sir Michael O'Dwyer would hardly have issued such a call if the Bengali unit, consisting entirely of men of the class now desiderated, had not shaped well under training, and as the head of the Punjab Government is on the spot, as it were, and has special opportunities of informing himself of the progress of the new corps, it may be inferred that he is satisfied that the experiment initiated by Lord Carmichael had proved successful. Apart from such inferences the prominence given to the Bengali Double Company in the communique, and *the manner in which it is almost unconsciously held up*

as a model which the Punjabis are invited to equal or excel, constitute a remarkable tribute to a body of men which was non-existent 6 months ago...*The Statesman* as quoted in the *Daily Bengalee. Dak*, 12-1-1917.

"Communique'—Simla, 18th April 1917 :—

The special Bengal Company has now reached strength sufficient to justify an attempt being made to *expand it into a battalion* and orders to this effect will, it is understood, shortly be issued. To complete the battalion a total of 1700 men will be necessary and of these some 400 have been recruited up to date. The enlistment of Bengalis as horse drivers for artillery and for service in signal companies has also been authorised by Government. In addition it is hoped that Bengal will furnish at least 3 labour corps each 200 strong for service in France.

—*The Daily Bengalee, Dak*, 20-4-1917.

The Bengal Provincial Conference, 1919 at Calcutta (Resolution) :—

That this conference places on record its sense of gratitude to the Governments of India and of Bengal as well as to the military authorities for having sanctioned the formation of a Bengali Battalion.—*The Daily Bengalee, Dak*, 24-4-1917.

Col. J. Hennessey, C.B., R.A.M.C. Says :—

On the 6th of october they accompanied the 16th Brigade en-route to Aziziah, *a trying march of seventy miles in three days, which they performed creditably*—few only having fallen out. While at Aziziah from october 9th to November 15th their work consisted of *Field hospital duties which were cheerfully and efficiently carried out. At the battle of Ctesiphon* on the 22nd November and for three subsequent days they were employed with the bearer division of the Ambulance at the firing line *and their work—which was splendid—will not be easily forgotten.* During the retirement of the force to Kut one was killed, one wounded and six of their number fell into the hands of the enemy.

—*The Daily Bengalee, Dak*, 1-3-1917.

Seeing Private Mohendra Nath Mukerjee's blood to flow from his wound on the head, a Captain of the I. M. S. made the following entry in his pocket book :—

This is the first time I have seen Bengalee blood spilt on a battle field. It is an investment which will bring a huge return for his race by and by.

—*The Daily Bengalee, Dak*, 3-3-1917.

Speech of Dr. S. K. Mullick in the Calcutta Town Hall :—

* * * It is for you men of Bengal, to bring out the innumerable Lalit Mohan Banerjees, Sourindra Kumar Mitters, Mathew Jacobs and A. C. Champatis who have all been *mentioned in despatches* and in the Government of India Gazette, *for conspicuous gallantry in action.*

—*The Daily Bengalee, Dak*, 4-3-1917.

The Late Captain Kalyan Kumar Mukerjee, I.M S. :—He was twice wounded ... ... he again joined the Army and was at last taken prisoner and died in captivity of typhoid fever in a Turkish Town in Europe ... ... We understand that he was *recommended for the Distinguished Service Order for gallantry in the field.*

Captain Jyotilal Sen I. M. S. ... ... has been awarded the Military Cross.

—*The Daily Bengalee, Dak : 10-5-1917.*

Speech of Lieutenant Taylor at Midnapur on 20th May 1917 :— ... ... He had the privilege of commanding the Bengalee Regiment for 8 Months and *it was a privilege of which he was extremely proud.* ... ... He had since then been watching the Bengalee soldiers and was glad that *their military capability was in no way inferior to that of any other native of India*

—*The Daily Bengalee (Dak)*, 3-7-1917.

TOWN HALL RECRUITING MEETING

CALCUTTA, 3RD JULY, 1917.

DR. S. K. MULLICK said :—

As Secretary I have to report on behalf of the Committee that the first Bengalee Battalion was completed on Tuesday, 26th June,

forming 912 men. The men now coming on will soon form the second Bengalee Battalion. * * *

The Original Double Company began to be enlisted on 30th August. By the 15th November the military authorities announced the completion of the Double Company. The time taken was 75 days, but as a matter of fact the period of actual enlistment was curtailed by about a month owing to the Pooja Holidays leaving a net period of about 48 days during which the Double Company was completed. "Ditcher" writes in the "Capital" :—

* * * It is true that the young fellows who have enlisted belong absolutely to the educated classes. They form a "corps d'elite,' both as to birth and position. That makes their sacrifice—it is a sacrifice for them to accept the pay and status of a sepoy in the ranks—all the more edifying. Colonel Mockler has reported favourably on their conduct, bearing an aptitude for the work and he has no misgivings as to their endurance. * * *

—*The Daily Bengalee, Dak* : 25-11-1916

Mr. B. Chakravarti moved :—

(*a*) That while warmly appreciating the opportunity temporarily afforded to the Bengali people to enlist by joining the Bengali Battalion and Defence of India Force, this Conference demands that the Government should forthwith recognise the right on the part of qualified Bengalees to enlist in His Majesty's Army—Regular as well as Territorial—and urges that in respect of pay, promotion and status they be placed on a footing of equality with His Majesty's European British Subjects.

(*b*) That this Conference urges that qualified Bengalis be admitted to his Majesty's Commissions in the Army.

—*The Bengal Provincial Conference of* 1917 : *The Daily Bengalee, Dak*, 24-4-1917.

Bengalis in the Army— * * * It has only to be observed that both as regards the Double Company since raised to a battalion and the Defence of India Force, *the recruiting has been more satisfactory in Bengal than anywhere else.*

—*The Daily Bengalee, Dak*, 26-4-1917.

General Strange and Bengalee Regiment (at Calcutta)—* * * The General talked with the soldiers and spoke in high terms about their bearing and *said that they worked splendidly and were thoroughly efficient.* He wished them good luck and hoped that the Regiment would soon be completed with their assistance * * *

—*The Daily Bengalee, Dak*, 29-4-1917.

H. E. The Earl of Ronaldshay's Speech

Gentlemen, the Bengalee Battalion as it stands today, is the concrete expression of the determination of Bengal to justify herself as an integral part of an Empire which is at War. I can well believe that when War broke out the public-spirited men of Bengal, proud of their country and jealous for her honour, thought it ill befitted that the youngmen of Bengal should stand idly by while the blood of the Empire of which they were members was flowing crimson over the battle fields, not merely of Europe but of Asia as well. I can well believe that it must have been a bitter humiliation for them to realise when the roll of the drum resounded through the Empire summoning its manhood to the colours, that the order "Fall in" passed them by and I can well believe that the spirit of Bengal rose in rebellion against the imputation that the men of Bengal were not competent to assume, the full responsibilities of manhood.

Gentlemen, it was this spirit which in the early summer of 1915 was responsible for the formation of the Bengal Ambulance Corps. We all remember how at first fortune seemed to frown upon the spontaneous effort of Bengal to justify herself in the eyes of the fighting races of the Empire. We remember how the floating hospital foundered and sank in the Bay of Bengal at the very outset of its journey to Mesopotamia. But we also remember how undeterred by this misfortune the staff volunteered for service of any kind and how for a whole year *they served with devotion and with great credit at the station hospital at Amara.*

* * * It must be confessed gentlemen, that at one time the youngmen of Bengal displayed a somewhat disappointing hesita-

tion in coming forward to enlist and there were at one time some grounds for the apprehension of the wellwishers of Bengal lest they had placed their faith upon a broken reed. But I am happy to say, ladies and gentlemen, that the figures of recruitment for the past two months have dispelled all such gloomy forebodings. During the past two months upwards of five hundred and thirty men have been enrolled, a larger number than the total number enrolled in the whole of the previous eight months. * * * *

I am now going to make an appeal which will, I am quite sure, go direct to the heart of every man who truly loves Bengal. I would tell the men of Bengal that the Government has granted them their hearts' desire, they have been given the privilege of fighing under the banner of their King and I would say to them—"*See then that you do not fail.*" You have proclaimed from the house tops your burning desire to take an active part in bearing the burden of civilisation and Empire. You have the eyes of many men upon you. You are under the glaring search light of public opinion. You are being watched in this matter not by friend alone but foe, the admirer alone but by the critic, not merely by your wellwishers but by your detractors. Once more then I say to the youngmen of Bengal—"See then that you do not fail."

—*The Daily Bengalee, Dak*, 5-7-1917.

ADMISSION INTO COMMISSIONED RANK

A "Gazette of India, Extraordinary" published the following :—

* * * The Secretary of State for India has announced in the House of Commons the decision of His Majesty's Government to remove the bar which has hitherto precluded the admission of Indians to the commissioned rank in His Majesty's Army and steps are accordingly being taken respecting the grant of commissions to nine Indian officers belonging to native Indian land forces who have served in the field in the present War and whom the Government of India recommended for this honour in recognition of their service......The Secretary of State and the Government

of India are discussing the general conditions under which Indians should in future be eligible for commisions.

—*The Daily Bengalee, Dak* : 22-8-17.

40 SQUADRON. R. A. F. B. E. F

27th July, 1918,

Dear Mr. Ray, (P. L. Roy Esq. Bar-at-Law).

I am writing to tell you all I can about your son being missing. He went up on a patrol with three other fellows and met four German aeroplanes—two German machines were seen to fall and one of our own which was the machine your son was flying. From the time your son came to the squadron his one aim in life was to shoot down Huns and through his skill as a Pilot and wonderful dash *he succeeded in bringing down nine enemy machines. For the time he was here that is a wonderful fine record.* I am sure he was very happy here. He was admired by all the men and officers of the squadron and was very popular in the mess. I have every reason to believe that he will be rewarded for the brave deeds he has done. The whole squadron join with me in sending their sincerest sympathies to you in your great loss.

Yours sincerely,
Sd/- A. W. KERR—Major,
Officer Commanding
40 Squadron.

—*The Daily Bengalee, Dak*, 3-10-1918.

The late Flight—Lieut. Roy—Posthumous award of D. F. C. :— London, Sept-23 : The Gazette contains the award of the Distinguished Flying Cross to *Lieutenant Indra Lall Roy*, a very *gallant and determined officer who in thirteen days accounted for nine enemy machines. In these several engagements he displayed remarkable skill and and daring, accounting on more than one occasion for two machines in one patrol.* * * *

—*Reuter.*

Honouring Bengali Regiment :—Jamadar Ranada Prasad Saha of the 49th Bengali Regiment has been selected as a

representative of his Regiment in connection with the forthcoming Peace celebration in England.........Jamadar Ranada will be accompanied by Habildar Mahit Kumar Chakravarti and Private Nritya Lal Chakravarti. * * *

—*The Daily Bengalee, Dak, July*, 1-1919.

A Page from a Bengali Soldier's Diary : (French Front)

14th of August, 1917.

From midnight yesterday there was a heavy bombardment before Verdun. The offensive has spread on the sector between the glorious city and Argone by the break of day. Five army-crops have reinforced our 2nd Army. We had been all the day firing, giving the extremely necessary rest to the cannons and plunging our mortal fatigue in the Red-grape juice. Once coming out of my dugout I was surprised with hissing like those of splinters and at first could not give reasons for it. But when I looked up I jumped out at the sight of a black patch of cloud at some 100 yds, over head when a crashing sound was heard. The splinters had made holes in my coat. I found on examination, it was a sharpnel disturbing our fire. They had not stopped with counterbeating the batteries but began to hit on parks and villages and market places of cities behind. Towns far away were bombarded that day and all our attempt to counterbeat the batteries were of no avail. Those were marine guns of very long range brought up to the first infantry line by tunnels whence they sent death everywhere with impunity. Our observations were confirmed by photos taken by aviators that day. We did not mind the wieldy work that day remembering the lovely anxious faces of women and children in those frontier towns, the homes in our charming days of rest. * * *

—*The Amrita Bazar Patrika.*

Among the young Indians in the United Kingdom there were however some who, inspite of all obstacles, were determined to press for the opportunity to fight......one of these pioneers was *Mr.*

K. Banerjee, a grandson, I believe of the late Mr. Womesh Chandra Banerjee. When hostilities commenced he was at Oxford and managed somehow to get into the officers' Training Corps. In the course of time he got a Commission.······Another Undergraduate of Cambridge who···joined the Honourable Artillery Company—the oldest Regiment in Britain—was Poresh Lal Roy.······He spent 3 years in France, part of the time doing duty in the trenches with his Unit, where he received a wound in 1915, and part of the time doing regiment transport work on roads exposed to shell fire......towards the end of the War he was recommended for a Commission.

Jogendra Sen, who......had taken the B. Sc. in Britain, joined the West Yorkshire Regiment as a private, and was killed while in France. He was given a military funeral and the officer of the company in which he served wrote of him that he was one of the best in the Company, and "died like a soldier doing his duty and doing it well."

Another young Bengali who enlisted early in the War was *Mr A. K. Gupta*, who was studying motor engineering in Britain when hostilities began After a short training he was sent over to France, where he was attached to the transport section of the Army Service Corps, and rendered extremely useful service. A friend tells me that at present he is with the British Army of Occupation.

At the out break of hostilities he (*Ajit Kumar Rudra*) was receiving education at Trinity College, Kandy. So fired was he with zeal that he managed to obtain funds for his passage and...... journeyed to Britain. He joined the Royal Fusiliers in 1916, and was wounded in the Battle of the Somme......He was recommended for a Commission a few months before the armistice was signed.

Inspite of all the rebuffs that they met in their efforts to obtain Commissions in the Army, a few young Indians refused to lose hearts.......Their persistence finally broke down the barrier. Hardit Singh, Malik Jeejeebhoy, S. G. Welon-Kox, *E. S. Sen*, *I. L.*

Roy, and others *got Commission in the Royal Flying Corps.*—War work of Indians in Britain by Mr. St. Nihal Singh : The Modern Review—November, 1919. Pages 534-543.

The Bengal Light Horse

As a result of the Town Hall meeting presided over by H. E. Lord Ronaldshay in connection with recruiting for the Bengali Regiment several patirotic Bengali gentlemen of wealth and position conceived the idea of raising a Bengali mounted corps on the same lines as the Calcutta Light Horse.......The scheme met with the approval of the Government of Bengal and colonel Pugh's despatch on the subject has been forwarded......to the Govt. of India.

The idea is to form a 'corps delite' for training and service in Calcutta recruited from men of respectable Indian families holding good positions.

The Daily Bengalee, Dak, : 2-8-17.

The modest estimate of the promoters viz, a squadron, is already complete ; we hope by the time the scheme receives the sanction of the Government of India, an entire regiment of 4 squadrons or 480 men will be formed.

—*The Daily Bengalee, Dak*, 25-7-17.

That the scheme (Bengal Light Horse) has taken on with the Bengali community is evident from the fact that the cream of our society is fully represented in the list. Among those who have joined are the scions of princely houses, zemindars, merchants, lawyers, engineers and journalists.......

[3 Princes, 31 Zemindars, 17 Merchants, 3 Brokers, 10 Government Servants, 13 Vakils and Pleaders, 4 Attorneys, 1 Doctor, 7 Engineers, 3 Journalists, 5 Private service men, 10 Students, 53 Barristers enlisted up to 4th August, 1917.]

--*The Daily Bengalee, Dak*, : 5-8-1917.

The University Corps

Since we last wrote on the Indian Defence force we have been informed that Dr. S. P. Sarbadhikari has not allowed the grass to grow under his feet and that arrangements are now complete to raise a corps of university undergraduates for the Indian Defence Force.......The campaign will open on Friday next at a meeting of students of the Scottish Churches College, which will be presided by the Principal of the College and addressed by Mr. Surendra Nath Banerjee, the Hon. Dr. Nilratan Sircar, Dr. Suresh Prosad Sarbadhikari and Mr. Sterling.......With the concessions that the University has recently granted to facilitate enlistment of its undergraduates and with the donation of Rs. 10,030 made by Dr. Rash Behari Ghosh for the purpose, we hope there will be no difficulty whatever in Bengal to raise the proposed corps for the Indian Defence Force.

—*The Daily Bengalee, Dak*, 29-7-1917.

Imperial Council : Delhi, February 21, 1917. Defence of India Force.

H. E. The Commander-in-Chief's speech :—

* * * I will conclude my remarks by saying that though the Defence Force will be a second line force, it will be in no sense a second rate force......the old volunteer force has become an anachronism. It has been replaced at home by the Territorial Force and will now be replaced in India by the Defence Force designed to suit local requirements, whose development and progress will be watched with the keenest interest * * *

—*The Daily Bengalee, Dak*, 24-2 1917.

Letter of Dr. S. K Mullick to the 'Bengalee' .—

* * * If you say that there is no material available for the Defence Force you tread at once on the "tail of my coat" and though not an Englishman I am prepared to go the whole hog. I may say that for the Bengalee Double Company and latterly for the Bengal battalion no less than 4000 applications were made to me. Some did not turn up, but most of them have been rejected

medically, chiefly for deficient chest expansion. The question then arises why did not these men apply for the Defence Force? The view of many is that either they join the Regular Army or remain as they are. *It is a question of neck or nothing.*

—*The Daily Bengalee, Dak*, : 23-5 17.

* * * A thousand recruits for the Indian unit were wanted from Bengal. The applications upon a moderate estimate, were over 16000, excluding those from the moffussil. * * *

—*The Daily Bengalee, Dak.* : 4-9-17.

* * * Bengal, we are glad to be able to say, has done more than her part. Here are approximately the figures :—

Calcutta University corps	...	...	1369
The Bengalee Office	...	...	190
Other agencies ...	...	...	700 to 740

The total comes up to 2,259 to 2,3000 : or more than double the required number. Bengal, we believe, leads the way in this matter. * * *

—*The Daily Bengalee, Dak*, . 26-9 17. and 25-9-17 (Letter of Dr. S. P. Sarbadhikari).

Divisional Signalling Company.

As the military authorities desire to raise an Indian Signalling Company in connection with the Indian Army and which is to be composed entirely of educated young men, Colonel Boudier offered Mr. G. Sircar, Vakil,......a direct Indian officer's commission, the first of its kind in Bengal. Mr. Sircar has been authorised to act as special recruiters for this Bengalee Signalling Company and to raise one hundred men at once. * * *

—*The Daily Bengalee, Dak* ; 8-8-17.

Mr. G. Sircar Vakil, High Court......has up to date got *66* Signalling recruits enlisted for the Indian Army out of 250 applicants who came personally to him at Alipore. Three batches have been despatched to Jubbalpore where they are attached to the 42nd Deoli Regiment. * * *

—*The Daily Bengalee, Dak*, : 16-9-17.

The Disbandment of the 49th Bengalees.

We are very sorry to note from a telegram published in the newspapers that the 49th Bengalis will be disbanded after their return from service overseas......................Bengal opened a new chapter in her history when Bengalees were for the first time in British Indian history recruited for war purposes and in the service of the Empire New hopes were roused, a new enthusiasm was created..............................*For over one hundred and fifty years, Bengalees had not been asked to take part in the military service of the country.* But when in the crisis of the War, the call was made upon them, they rallied to the standard of the Empire with alacrity and enthusiasm. We had something to do with the recruiting movement. We visited north, east and west Bengal, and we were eye-witnesses to the enthusiasm that was evoked. Some tore themselves away from their parents to join the recruits. A young fellow in one of the towns in north Bengal, whose chest was not of the requisite measurement, went through the necessary physical drill, and after a few weeks presented himself at the recruiting depot where he was enlisted. *So many as seven thousand young Bengalees belonging to good families were recruited and sent to Mesopotamia.* The most recent account we had of a Bengalee unit was that *in Kurdistan* where, according to the testimony of the Officer Commanding, *they showed courage and endurance amid trying circumstances.* It has been urged, and we do not wish to disguise the other side of the case, that on the whole the Bengalee Battalion has not been much of a success, and that "the Government cannot be expected to maintain a body of men as an inefficient part of the army, out of funds, provided by the general tax-payer." We have no desire to minimise the force of this argument. But here are considerations which, we venture to submit, outweigh the force of this objection. It is to be remembered that it is through failures that we mount to success, and that the Bengalee Battalion is the first experiment of its kind after a century and half of utter military inaction on the part of our people. The experiment has

to be viewed with a kind and sympathetic eye, and not so much with reference to the failure of the present as to the possibilities of the future...............

But the moral and the political reasons against the disbandment of the Bengalee Battalion outweigh all other considerations.........

The Daily Bengalee, 5th June, 1920.

(১০)

বিদেশীর বাণী

The Bengali has a glorious future before him, a future in which, if we mistake not, he will conspicuously shine as the leader of public opinion, and of intellectual and social progress among all the varied nationalities of the Indian Empire.—*The Hindoo Tribes and Castes* : Rev. Mr. Shoviengs.

—The Bengalees are undoubtedly constitutionally timid. They have not the bull-dog insensibility to danger which the English possess in so marked a degree. But they frequently display that highest courage, which is rooted in a sense of duty and a resolve to do it, come what may. They have been sneered at because they do not become soldiers. But no Indian regiment is complete without its clerical staff; and those men, Bengalees, for the most part are as often as not, called upon to face equal dangers, and hardships with the combatants. Ask any Indian officer whether they have ever flinched or skulked, and he will tell you, No. The records of the great Survey of India are full of instances of the *quiet heroism* displayed by Bengalee surveyors among the icy passes of the Himalayas and the Hindu Kush; and the only living British subject who has penetrated to Lassa, the Sacred city of Tibet, is the Bengalee, Sarat Chandra Das......For these and other reasons, I have never heard the Bengalees stigmatised as cowards without the strongest feelings of indignation. Speech at Birmingham by Mr. Blair, Editor of the *Englishman* of Calcutta, quoted by the *Amrita Bazar Patrika* Nov. 30, 1903.

—A new generation of Bengalees has arisen, *hardy, resourceful* and *self-restrained*—The *Times of India*, 22 May, 1907.

—Under the comparatively brief period of British Rule, Bengal has shown that she can retain her intellectual pride of place......A race so versatile, so receptive, so sensitive to a foreign and uncongenial culture may yet surprise the world.—*The Pioneer*, 3rd Nov, 1902.

—They are said to be constitutionally timid, yet they evince a spirit of enterprise in their ordinary pursuits and avocations, which is hardly consistent with this imputation.—Lecture of T. Young Esq, secretary, Mechanic's Institute, Bombay.

In the Buddhist era they (Bengalis) sent *warlike* fleets to the East and the West and colonised the islands of the archæpelago.

বাঙ্গালীর এই উৎসাহ লুপ্ত হইল কেন ? কারণ—

"Such voyages associated chiefly with the Buddhist era became alike hateful to the Brahmans.......Religious prejudices combined with the changes of nature to make the Bengalis unenterprising upon the ocean."

আবার কি সে লুপ্ত গৌরব ফিরিবে ?

"But what they have been they may under a higher civilization again become." Hunter's *Orissa*, Pp. 314-315.

(১১)

Army Training For Youths

Speech of the Raja Bahadur of Nashipur in the Bengal Legislative Council on the Bengal Budget :—

The last matter to which I would draw the attention of the Government is the necessity for seriously taking up the question of the introduction of military training in our Educational Institutions. I know this is a big question. But given earnestness and a sincere determination on the part of the Ministry, at least a fair beginning in its solution is not very difficult. The University of Calcutta, so far as I remember, has urged the desirability of imparting military education to our students on a wider scale than is possible under the existing University training schemes unless, however, the Bengal Government comes forward and actively interests itself in

the matter, nothing can be achieved. Government of the Province is now run by Indians who ought to have a much greater regard for the real interest of the country than their predecessors. May I therefore hope that the Hon'ble Prime Minister and his colleagues will during the next few months prepare a working scheme for carrying out the public wish in this matter and come forward with a demand for grant at least in the Supplementary Budget for giving effect to the scheme ?—*The Amrita Bazar Patrika* (*Town*) 25 Feby, 38.

Proceedings of the Central Legislative Assembly (Delhi) .—

Military Training

There was an interesting discussion on Mr. Susil Kumar Choudhury's resolution that full military training should be given to all physically fit Indians between the age of twenty-one and thirty, and that they be admitted as permanent units to the army, irrespective of caste and creed.

The mover, supported by Rai Bahadur Lala Ramsarandas, Mr. Hossain Imam and Mr. Motilal, commended the resolution for acceptance of the Government and said in the chaotic world of to-day India was placed in a dangerous situation and a national militia of some sort was essential to save her from foreign aggression. The Government must abandon the present classification of people into martial and non-martial classes.

Sir A. P. Patro while sympathising with the object of the resolution, felt it was impracticable as framed.

The Commander-in-Chief, Sir Robert Cassells, opposing the resolution, pointed out that training of all able-bodied Indians between the ages of twenty-one and thirty would mean creation of an incredibly vast army, two hundred to three hundred times the present strength. The resolution in effect meant that the whole of India's youth should be conscripted, and there should be a vast conscript army instead of a permanent one.

Full military training could not be given in less than a year, and

granting that the material was good they would have to be compelled to serve not less than two years more before admitted to the ranks.

Impossible Scheme

Expenditure on the scheme would be colossal, and any such scheme would manifestly be impossible. In the first instance it would be even difficult to have enough cadre of regular officers for training these levies.

His Excellency could not see of what practical use such an enormous army of levies would be. Moreover these men would be simply cannon fodder in modern warfare, and would simply mean selling sheep to butchers.

To him it was all the more surprising that during the present session two contradictory resolutions were moved, one urging the Government to reduce defence expenditure, and the other to multiply it enormously. The policy of the Government had been to keep the army as small and at the same time as efficient as possible.

The resolution was rejected.—

Mr. Ogilivie, Defence Secretary, replaying to Mr. B. N. Choudhury, said that Bengalis were not one of the classes at present recruited to the Indian Army. They were not recruited in combatant ranks of the Indian Army, but were serving as officers, other ranks and civilians in certain corps and department such as the Indian Medical Service, Military Engineering Services and Indian Army Corps Clerks.

Of 191 cadets admitted to the Military Academy since 1932 as a result of competitive examinations, there was not a single Bengali. The 49th Bengali Regiment raised during the Great War was disbanded.—(A. P. and U. P.)

—*The Amrita Bazar Patrika (Town) 24 Feb, 1938.*

(১২)

চীন-জাপান যুদ্ধে বাঙ্গালী ডাক্তার

LONDON, Feb, 9. 39.

A luncheon was held under the auspices of the India League to welcome the delegation of Indonesian students who arrived here to demonstrate Javanese dances to collect funds for the International Peace Hospital in China.

Mr. Chien Liu, representing the Chinese Ambassador, declared that Chinese people were very grateful for the very friendly gesture of India by sending a Medical Mission to China.

Reports from China say that the Mission is now engaged in perilous task but it is discharging its duty with great heroism.

The Amrita Bazar Patrika 10-12-39 (Town).

বর্ত্তমান চীন-জাপান যুদ্ধে ভারতবর্ষের যে কয়েকজন ডাক্তার সমরক্ষেত্রে সেবা-কার্য্যের জন্য গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙ্গালীও আছেন।